অনুমান চিন্তামণি।

অক্ষপাদ মহর্ষি গোতম প্রণীত ন্যায় দর্শন, বাৎস্যায়ন মুনিকৃত
ভাষ্য, গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত তত্ত্ব চিন্তামণি, রঘুনাথ
শিরোমনি কৃত দীধিতি, মথুরা নাথ তর্ক বাগীশ
কৃত রহস্য, গদাধর ভট্টাচার্য্য ও জগদীশ
তর্কালঙ্কার কৃত দীধিতির টীকা
প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ অবলম্বনে।

শ্রীহট্ট কাদিপুর পরিষচ্চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক—

শ্রীদয়াল কৃষ্ণ তর্কতীর্থ সঙ্কলিত।

শ্রীজগচ্চন্দ্র আচার্য্য।

প্রকাশিত—

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য—৪॥০ বাঁধাই ৫৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগিরীশ চন্দ্র চৌধুরী।
পোঃ—শিলচর। মালু গ্রাম।
জিলা কাছাড়।

২। শ্রীদ্বারিকা নাথ আচার্য্য।
পোঃ—বালাগঞ্জ।
কাদিপুর। জিলা শ্রীহট্ট।

শিলচর, এরিয়েন প্রেসে—
শ্রীমথুরা নাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

হে পিতঃ! হে মাতঃ! আপনারা বহু আশা অন্তরে পোষণ করিয়া এ অধমকে লালন পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহ জীবনে আপনাদের কিছু মাত্র সেবা করিতে পারি নাই, ইহা নিতান্তই অসহনীয় অনুতাপের বিষয়। আর মা! আপনি বৈধব্য অবস্থায় দারিদ্র্যের কঠোর উৎপীড়নে পড়িয়াও আমাদিগকে অতি কষ্টে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। পরন্তু এই ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নে বিক্রমপুরে অবস্থান করায় অন্তিম সময়ে জল বিন্দুও দিতে পারি নাই। আমি অকিঞ্চন, আপনাদের পারলৌকিক কুশল কল্পে কিছু করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অতএব ন্যায়ের এই ক্ষুদ্রতম গ্রন্থখানি আপনাদের সুপবিত্র মহৎনামে উৎসর্গ করিয়া সান্ত্বনা লাভে অভিলাষী হইয়াছি; যদি এই গ্রন্থদ্বারা কাহারও কিছুমাত্র উপকার হয়, এবং সেই উপকার কোন অপূর্ব্ব উৎপাদন করে, তবে তাহা দ্বারা জগদম্বা আপনাদের পারলৌকিক কুশল বিধান করুন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

আপনাদের স্নেহের—

দয়াল।

নিবেদন।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণপরিষৎ প্রতিষ্ঠাপিত শাস্ত্রানুসন্ধান সমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব এবং সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদা চরণ চক্রবর্ত্তি শাস্ত্রি রায় সাহেব ও শ্রীযুক্ত ভারত চন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবারিধি প্রমুখ প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলন তৎপর স্বধর্ম্ম নিরত মহোদয়গণের প্রেরণায় নব্যন্যায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যুক্ত হইয়া কোন একখানা গ্রন্থের টীকা লিখিব বলিয়া প্রথমে সঙ্কল্প করি ; পরে ভাবিলাম— "সংস্কৃত ভাষায় নব্য ন্যায় সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিলে যাহাদের অনুরোধে লিখিতে উপস্থিত হইয়াছি তাঁহারাও আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন কি না সন্দেহ আছে ; অতএব বঙ্গ ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করাই সমীচীন।

আরও একটা কথা এই যে— টোলে পড়িতে আরম্ভ করিয়াই শুনিয়া আসিতেছিলাম—"ন্যায় শাস্ত্র বিশেষতঃ নব্যন্যায় কেবল নীরস কুতর্ক জালে জড়িত, ইহাতে উপাদেয় কিছুই নাই ; এই শাস্ত্র পড়িলে লোক নাস্তিক হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে বিক্রমপুর নিবাসী মদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হেরম্ব নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম "ন্যায় দর্শন ও নব্যন্যায় সম্পূর্ণ আস্তিক. অন্যান্য দর্শনে নাস্তিকভাব আভাস আছে কিন্তু ন্যায় দর্শনে বা নব্যন্যায়ে নাস্তিকতার আভাস ও নাই, ইত্যাদি"। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "বেদান্তের মিথ্যাত্বনিরুক্তি, সাঙ্খ্য ও মীমাংসা দর্শনের নিরীশ্বরবাদ, ন্যায় দর্শনের বেদের প্রামাণ্যানুমান ও গঙ্গেশের ঈশ্বরানুমান প্রভৃতি দেখিয়া গুরুবাক্যের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম, এবং বুঝিলাম—গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত ব্যাপ্তিবাদ, পক্ষতা, পরামর্শ, অবয়ব, অনুমিতি হেত্বাভাস প্রভৃতি গ্রন্থের দীধিতি রহস্য এবং জগদীশও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির কৃত বহুল-টীকা মাত্রের সমধিক চর্চ্চা, এবং ঐ তত্ত্ব চিন্তামণির অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত ঈশ্বরানুমান ও মুক্তিবাদ প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবেই পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ রটিয়াছে। ইহা

নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাজকীয় ন্যায়ের পরীক্ষায় অনেক প্রকার পাঠ্য বিভাগ সত্ত্বেও গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত ঈশ্বরানুমান ও মুক্তিবাদ স্থান পায় নাই। গঙ্গেশ কিন্তু—"এই নিয়মে অনুমান নিরূপিত হইলে এই অনুমান দ্বারা জগৎ কর্ত্তা ঈশ্বরের সিদ্ধি করা যাইবে" এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঈশ্বরানুমান ; আর "অনুমানের পরম প্রয়োজন অপবর্গ" বলিয়া-- মুক্তিবাদ লিখিয়াছেন। সুতরাং ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকতা প্রবাদের হেতু গ্রন্থকার নহেন ; হেতু—মুক্তিবাদ ও ঈশ্বরানুমান প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থের আলোচনার অভাব ! অতএব নব্য ন্যায়ের মূল বিষয়গুলি যাহাতে সরলভাবে বিশেষরূপে আলোচিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা বিধেয়। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া আলোচনা বাড়াইবার যুগ চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় আলোচনা করাই অধিক ফল প্রসূ।

অপিচ এই নব্য ন্যায়ে এমন কতকগুলি বিষয় অতি সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে গুলির অভাবে ভাষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। অন্যান্য শাস্ত্র ও ন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু অন্য কোন শাস্ত্রেই ন্যায়ের তেমন সুশৃঙ্খল সমাবেশ নাই ; এই নব্য ন্যায়ে যেরূপ সুসমাবেশ আছে। বস্তুতঃ নব্য ন্যায় এমন একটা জিনিস্ যে অন্যান্য সকল শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলেও অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহাতে প্রবেশ লাভ করা যায় না ; পরন্তু নব্যন্যায়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারিলে সকল গ্রন্থেই প্রবেশ লাভ করা যায়, তাহাতে অধ্যাপকের সাহায্য গ্রহণ না করিলেও চলে। অতএব বঙ্গভাষায় নব্যন্যায়ের বিষয়গুলি জন সাধারণে ব্যক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক।" ইত্যাদি বিবিধ প্রকার চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলাম বটে, কিন্তু এই দরিদ্র পর্ণ কুটীর বাসী ব্রাহ্মণ দ্বারা এই বহুব্যয় সাপেক্ষ কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার উপায় না দেখিয়া নিতান্তই ভাবিত হইলাম। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের কৃপা থাকিলে অসম্ভাবনীয় বিষয়ও সম্ভব পর হয়,—আমার এই অনুষ্ঠানের কথা অবগত হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় কোন মহাত্মার স্বধর্ম্মপরায়ণ বিদ্যোৎসাহী মহাপ্রাণ পুত্রেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার ভাবনা দূরীভূত করিলেন।

তাঁহারা আমাকে জানাইলেন—"আপনি গ্রন্থ লিখিয়া শেষ করুন, প্রকাশের জন্য চিন্তা করিবেন না" আমি তাঁহাদের আশ্বাস বাণীর আনুকূল্যে দ্বিগুণ

উৎসাহে অবিচলিত চিত্তে কার্য্যে ব্রতী হইয়া আজ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি নিয়া সুধীসমাজে উপস্থিত হইলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা তাঁহাদেরই বিবেচ্য; এই গ্রন্থে নব্যন্যায়ের বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে অধিগত হওয়ার অভিপ্রায়ে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছি, তাহার ফলে স্থল বিশেষে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া ও বক্তব্য শেষ করিয়াছি। বলা আবশ্যক যে—এই গ্রন্থের আরম্ভ হইতে প্রুফ্ সংশোধন পর্য্যন্ত লিখা পড়ার কার্য্যে অন্য কাহারও সাহায্য পাই নাই; শেষ ভাগে প্রুফ্ সংশোধনে আমার ছাত্রদের দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি মাত্র। এবং ছাপাইবার পূর্ব্বে কাহাকে দেখাইতেও পারি নাই। সুতরাং ভ্রান্তি থাকার সম্ভব আছে; সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বারান্তরে সংশোধনের প্রয়াস পাইব। আমার অনবসর প্রভৃতির দরুণ গ্রন্থের প্রথম ভাগে অশুদ্ধির মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছে, অতএব শুদ্ধি পত্রের দিগে পাঠক বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে—ভূতপূর্ব্ব পুলিশ্ সব্ইন্স্পেক্টর *শ্রীযুক্ত বাবু রাম চন্দ্র দাস এই গ্রন্থ প্রকাশ কল্পে মং ৫০৲ টাকা সাহায্য* করিয়াছেন। এবং সমগ্র মুদ্রণ ব্যয় পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রাণেরা বহন করিয়াছেন। নীরব কর্ম্মীরা নাম প্রকাশের পক্ষপাতী নহেন, সুতরাং তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ত তীর্থ মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। কার্য্যে ব্রতী হওয়ারপরে আমি অনেকের অমোঘ আশীর্ব্বাদও উৎসাহবর্দ্ধক উপদেশ পাইয়াছি। তন্মধ্যে আমাদের দেশগৌরব ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাগেন্দ্র চন্দ্র কাব্যতীর্থ সাঙ্খ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত করুণাময় তর্ক শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু বিদিত চন্দ্র গুপ্ত চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মুদ্রণ কার্য্যে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মোহিনী চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রমোদ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান রেবতী রমণ তর্কভূষণ দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

যাহাদের আশীর্ব্বাদে প্রেরণায় অর্থ সাহায্যে ও অন্যান্য প্রকার আনুকূল্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল, আমি অকিঞ্চন তাঁহাদের নিকটে চির কৃতজ্ঞ; জগদম্বা তাঁহাদের সাধু অভিলাষ পূর্ণ করুণ ইহাই একান্ত প্রার্থনা। এই গ্রন্থ ছাপা হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ চিন্তামণি লিখা হইয়াছে, কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থ সুধী সমাজে সমাদৃত হইলে মূল সংস্কৃতসহ প্রত্যক্ষ চিন্তামণি প্রকাশ করিব এবং উপমান চিন্তামণি ও শব্দ চিন্তামণি লিখিতে ব্রতী হইব—এরূপ আশা আছে। আশা পূর্ণ হইবে কি না? মা জগদম্বাই জানেন।

ইতি—

সন ১৩৩২ বাং
২৬শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীদয়াল কৃষ্ণ শর্ম্মা।
জিলা:— শ্রীহট্ট, কাদিপুর।
পো:— বালাগঞ্জ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈনমঃ।

অনুমান চিন্তামণি।

অবতরণিকা।

অনাদি অনন্ত-বাসনা সন্ততির প্রেরণায় জীবগণ অনুক্ষণ সংসার ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান আছে। বাসনার বিষয় পূর্ণ হইলে সেই বিষয়ই আর একটি বা ততোধিক বাসনা সন্ততি প্রসব করে, ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। (নিঃসন্তান পুরুষ সন্তানের অভাব অনুভব করেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুত্রকন্যা লাভ করিলে তাহাদের শয্যা, শুশ্রূষা, আহার্য্য, বসন, ভূষণ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় রাশির বাসনা যুগপৎ ও ক্রমিকভাবে আসিয়া সম্মুখীন হয়)। জগতে এমন কোন সাংসারিক বাসনা নাই, যাহার বিষয় সম্বলন অন্ততঃ দুই চারিটি বাসনা সন্ততি প্রসব না করে; সুতরাং যতই বাসনার বিষয় সিদ্ধি করা যায়, ততই বাসনার বংশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ইহাতে অন্যথা হয় না।

জীবগণ আজীবন বাসনার পরিপুষ্টি সাধন করিয়া পরিশেষে এই বাসনাজালে জড়িত হইয়াই নিধন প্রাপ্ত হয়, এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত কতকগুলি বাসনা নিয়া জন্ম গ্রহণক্রমে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; এই নিয়মে কত কোটি কোটি যুগ চলিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন প্রভৃতির গর্ব্বে স্ফীত বক্ষ মানব জড় বস্তুর উপরে অনেক আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত শ্বাপদ জন্তুকে নিজ শাসনে আনিয়া তাহাদের দ্বারাও অনেক কাজ করাইতেছেন, কিন্তু বাসনার অধীনতা ছাড়াইতে পারেন নাই। পর্ণ কুটীরবাসী নিরক্ষর ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভিক্ষাজীবী হইতে ত্রিতল প্রাসাদশায়ী বিপুল ধনের অধীশ্বর, সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী অসাধারণ বুদ্ধিমান্, যুদ্ধবিদ্যায় অতুলনীয় অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, এমন কি, মহামাননীয় মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত এই বাসনারাক্ষসীর দাসানুদাস। যিনি

যতই বিদ্যা, ধন, সম্মান প্রভৃতি অভীষ্ট লাভ করুন না কেন, তথাপি তাহার অন্তরে একটা না একটা অভাব অনুভূত হইবেই হইবে; এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিবার জন্য বাসনা আসিয়া উপস্থিত হইবে। বহু চেষ্টায় তাহাকে অন্তর্হিত করিতে পারিলেও সুদূরপরাহত হইবে না, সুযোগ পাইলেই অলক্ষিতভাবে আবির্ভূত হইয়া পড়িবে।

অপিচ বাসনার বিষয় সম্বলন কল্পে বহু অর্থ ব্যয়, অসাধারণ পরিশ্রম, ও বিবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, অথবা জননী-বাসনা অপেক্ষা সন্ততি-বাসনা বলবতী হইলে, কিংবা তাহার বিষয় প্রতিকূল বেদনীয় হইয়া পড়িলে তখন আর পরিতাপের সীমা থাকে না। অনেক স্থলে বলবতী বাসনার বিষয় সাধন উদ্দেশ্যে বিবিধ অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয়; এরূপ ক্ষেত্রে কোথা বা বাসনার বিষয় সাধন করতঃ তাহা দ্বারা কিঞ্চিৎ সুখভোগ করার পরে, আর কোথাও বা সুখ ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই অসদুপায় অবলম্বনের অপরিহার্য্য ফল মহা দুঃখ উপভোগ করিতে হয়; এবং স্থলবিশেষে বাসনার বিষয়ের সিদ্ধি না হওয়ায় সুখভোগ ভাগ্যে ঘটে না, পরন্তু অসদুপায়ের অবশ্যম্ভাবী ফল মহা দুঃখই ভোগ করিতে হয়।

আবার এমন অনেক বিষয় আছে যাহা প্রথমে অতি উপাদেয় মনে করিয়া উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলে বিষম বিষময় হইয়া দাড়ায়, এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় তৎক্ষণাৎ অথবা কিয়ৎক্ষণ পরে পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ হওয়া যায়, কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা পরিত্যাগ করাও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বলবতী-অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা ভোগ করিয়া দারুণ দুঃখ অনুভব করিতে হয়। বলা বাহুল্য জগতে এমন কোন সাংসারিক বিষয় নাই, যাহা অল্পাধিক দুঃখের কারণ নহে; অতএব বাসনার বিষয় পূর্ণ হউক আর না হউক দুঃখ কিছুতেই দূর হয় না, পরন্তু মাত্রার বৈলক্ষণ্য ঘটে মাত্র।

সমগ্র জগৎবাসী বর্ণিত বাসনার বিষয় সাধনাভিলাষে ব্যগ্র থাকিয়া অনুক্ষণ দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছে, কেবল সুদীর্ঘ দুর্গমমার্গগামী পান্থের নবজলধরাড়ম্বরিত ঘোর দিগন্তব্যাপিনী অমানিশার বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রভব সুখের ন্যায় ক্ষণিক সুখ মধ্যে মধ্যে উপভোগ করিতেছে মাত্র।

অপরদিগে চার্ব্বাকাদি নাস্তিকের কুতর্কজালে জগৎ স্তম্ভিত, চার্ব্বাক প্রত্য-

ব্যতিরিক্ত কোন প্রমাণই স্বীকার করেন না। (১)

ঈশ্বর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পূর্ব্বজন্ম পরলোক প্রভৃতি তাহাদের মতে আকাশকুসুম কল্প। বেদ ও পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন ধারই তাহারা ধারেন না। "ঋণং কৃত্বা

মন্তব্য।

(১) ঐহিক বৈভবমাত্র সাধন রাগাদি অনুষ্ঠান তৎপর-প্রভূত পরাক্রমশালি দুর্ব্বৃত্ত দানবদের যুদ্ধে দেবগণ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলে, দেবগুরু বৃহস্পতি দানবদিগকে অধর্ম্ম কার্য্যে লিপ্ত ও ধর্ম্মকার্য্য হইতে বিরত করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিবার অভিপ্রায়ে এক-দর্শন প্রণয়ন করতঃ কৌশলে অসুরদের হস্তগত করান। অসুরেরা সেই ইহকাল সর্ব্বস্ব-অবৈধ জিহ্বোপস্থ ব্যাপার পরিপুষ্টি সাধক—দর্শনাধ্যয়নের ফলে অধর্ম্ম পথে ব্যাসক্ত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু বৃহস্পতি প্রণীত দর্শন চার্ব্বাক নামধেয় (চার্ব্বাকের অপর নাম বার্হস্পত্য) অসাধারণ প্রতিভাশালি তার্কিক দ্বারা সমধিক পরিপুষ্টি লাভ ক্রমে বহুলোককে বহির্ম্মনোহর অধর্ম্ম পথে অগ্রসর করিতেছিল এবং ধর্ম্মভীরু সরল বিশ্বাসী সাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন প্রবীণেরাও কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—ইন্দ্র বৃহস্পতি প্রভৃতি-দেবতা সকলের পূজনীয়, তাঁহারা অসুর সম্মোহনাভিলাষে এরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিলেন কেন?

উত্তর। ইন্দ্রাদি দেবতা, ইহারা ভগবান্ নহেন, মানুষ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীব মাত্র। ইহাদেরও রাগ, হিংসা, দ্বেষও, ঐশ্বর্য্যাভিলাষ প্রভৃতি আছে। কীট পতঙ্গাদির শক্তি অপেক্ষা মানুষ শক্তির বৈশিষ্ট্যের ন্যায় মানুষ শক্তি অপেক্ষা ইহাদের শক্তির বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই ইহারা দেবতা ও সকলের পূজনীয়। বিশেষতঃ উগ্রপ্রকৃতি প্রবল পরাক্রম অসুরেরা অমর হইলে নানাবিধ অসহনীয় উপদ্রব করিবে, এই আশঙ্কায় স্বয়ং ভগবানই মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরদিগকে সুধাপানে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সুতরাং দেবগণের এই কার্য্যও তেমন দোষাবহ হয় নাই। অসুরেরা তপস্যাদি দ্বারা উচ্চাধিকার লাভ করিলে যে জগতের উৎপীড়ন করিত হিরণ্যকশিপু, ত্রিপুরাসুর, তারকাসুর প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। (১)

ঘৃতং পিবেৎ” “ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ” “ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো-ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ” ইত্যাদি বাক্য তাহাদের প্রধান অবলম্বন। এসকল চার্ব্বাক বাক্যে সরল বিশ্বাসী স্বধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষেরা কর্ত্তব্যাবধারণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন ; আর যে সকল নবীন যুবক শিক্ষা, শৌর্য্য বা ঐশ্বর্য্যাভিমানে স্ফীত বক্ষ তাহারা মাকাল ফল কল্প বহির্ম্মনোহর চার্ব্বাক মতের অনুসরণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

জগৎ বাসীকে এরূপ দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া পরম কারুণিক অক্ষপাদ মহামুনি গোতম জগতের উদ্ধারাভিলাষে অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত অভ্যর্হিততম আন্বীক্ষিকী নামক পরম বিদ্যার প্রণয়ন করিয়াছেন। (২)

মন্তব্য।

(২) বেদ ও পুরাণাদিতে মহামুনি গোতম ও তৎপ্রণীত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে “স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ব্ববিৎ” এই উপক্রমে “সহোবাচ বায়ুর্ব্বৈগোতম তৎসূত্রং বায়ু-নাবৈ গোতম সূত্রেণায়ঞ্চলোকঃ পরশ্চলোকঃ সর্ব্বাণিচ ভূতানি সংদৃব্ধানিভবন্তি”।

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে—“কণাদেনতু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকঞ্চ মহৎ গোতমেন তথান্যায়ং সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ”। স্কন্দ পুরাণে “গোতমঃ স্বেনতর্কেণ খণ্ডয়ন্ তত্র তত্র হি”। শ্রুতিঃ—“ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রানি”। মনুঃ “অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারোমীমাংসান্যায় বিস্তরঃ, পুরাণং ধর্ম্ম শাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতা শ্চতুর্দ্দশ॥” শান্তি পর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে, “তত্রোপনিষদংতাত পরিশেষন্তু পার্থিব, মথ্নামিমনসাতাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাং”। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে “পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কাল বিপ্লুতং প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম বিনির্ণয়ং। ষষ্ঠে অত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোনসূয়য়া আন্বীক্ষিকী মলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্”। দেবীপুরাণে “আত্মবেদন শীলত্বাৎ অন্বীক্ষণপরাথবা, অন্বীক্ষা করণত্বাদ্বা তস্মাদান্বীক্ষিকী স্মৃতা”। কামন্দকঃ “আন্বীক্ষিকীত্রয়ী বার্ত্তাদণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোকসংস্থিতিহেতবঃ। আন্বীক্ষিক্যাত্মবিজ্ঞানং ধর্ম্মাধর্ম্মৌত্রয়ীস্থিতৌ, অর্থানর্থৌচ বার্ত্তায়াং দণ্ডনীতৌ নয়ানয়ৌ”। উপর্য্যুক্ত

প্রবৃত্তি মাত্রের প্রতি প্রয়োজন জ্ঞানের কারণতা সর্ব্ব-বাদি সম্মত। যেহেতু— প্রয়োজনাভিসন্ধান ব্যতিরেকে কাহারও কুত্রাপি প্রবৃত্তি হয় না, অতএব প্রয়োজনাভিধান সহকারে শাস্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। যথা—"প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাসচ্ছল জাতি নিগ্রহ স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" (১ অ, ১ সূত্র) প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে নিঃশ্রেয়সাধিগম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি (অপবর্গ বা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি) লাভ করা যায়।

প্রমাণ দ্বারা অর্থ অবধারিত হইলে সেই অর্থ লাভের বা ত্যাগের ইচ্ছার আনুকূল্যে লব্ধব্য অর্থ লাভের ও ত্যক্তব্য অর্থ ত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবৃত্তি বলেই কোন কোন অর্থের গ্রহণ ও কোন কোন অর্থের পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু যদি প্রমাণ যথার্থরূপে অবধারিত না হয়, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ নহে তাহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, তবে অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণের ও গ্রাহ্য বস্তু ত্যাগের প্রবৃত্তি হইতে পারে। বলা বাহুল্য—অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ ও গ্রাহ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়াই লোক দুঃখী হয়।

অতএব সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণের নির্ণয় করা হইয়াছে। যাহা দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ যথার্থরূপে অর্থাবধারণ করা যায় তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ সংজ্ঞা দ্বারাই যথার্থ জ্ঞানের হেতুকে বুঝায়। প্রমাণ সম্বন্ধে বক্তব্য বহুতর আছে, সে গুলি প্রামাণ্য বাদে বিবেচ্য।

প্রমাণ চারি প্রকার যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ। প্রত্যক্ষা-

---

মন্তব্য।

শ্রুতি ও পুরাণাদ্যুক্ত ন্যায়, তর্ক, ও আন্বীক্ষিকী পদ মহর্ষি গোতম প্রণীত ন্যায় দর্শনেরই প্রতিপাদক। ন্যায় দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনি লিখিয়াছেন— "প্রমাণৈরর্থ পরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিত মনুমানং সা অন্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যা মীক্ষিতস্যান্বীক্ষণ মন্বীক্ষা তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী, ন্যায় বিদ্যা, ন্যায় শাস্ত্রং"। (নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থ সিদ্ধিরনেনেতি ন্যায়ঃ) অমর সিংহ বলিয়াছেন—"আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতি তর্ক বিদ্যার্থশাস্ত্রয়োঃ"। এসম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ আছে গৌরব ভয়ে সে গুলির অবতারণা করা গেল না। (২)

নুমানোপমান শব্দাঃপ্রমাণানি।" (১ অ, ১ আহ্নিক, ৩ সূত্র) এগুলি যথা যথা স্থানে বিস্তৃত ভাবে বিবেচিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দুঃখ রাশির হাত এড়াইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে হইলে যে সকল পদার্থ বিশেষভাবে যথার্থরূপে জানা অত্যাবশ্যক সেগুলির নাম প্রমেয়; অতএব প্রমাণের পরে প্রমেয় নির্ণয় করা হইয়াছে। "আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃ প্রবৃত্তি দোষ প্রেত্যভাব ফল দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ং" (১ অ, ১ আ, ৯ সূত্র) আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশটী প্রমেয়। এখানে প্রমাজ্ঞানের বিষয় অর্থে প্রমেয় পদ ব্যবহৃত হয় নাই, ব্যবহৃত হইয়াছে—দুঃখ নিবৃত্তি কল্পে প্রকৃষ্টরূপে অবশ্য জ্ঞাতব্য অর্থে।

নির্ণীত অর্থে ন্যায় (প্রমাণ দ্বারা অর্থাবধারণের নাম ন্যায়) প্রবর্ত্তিত হয় না, (অর্থাৎ যাহা নিশ্চিতরূপে জানা আছে তাহা জানিবার জন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করা যায় না) প্রবর্ত্তিত হয়—সংশয়িত অর্থে, অতএব প্রমেয়ের পরে সংশয়ের কথা বলা হইয়াছে। (সংশয়ের বিস্তৃত বিবরণ হেত্বাভাস প্রকরণে প্রকটিত হইবে)।

সংশয় থাকিলেও প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কিছু করে না, অতএব সংশয়ের পরে প্রয়োজন বলা হইয়াছে। "যমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎপ্রয়োজনং (১ অ, ১ আ, ২৪ সূত্র) যাহা উদ্দেশ্য করিয়াপ্রবর্ত্তিত হওয়া যায় তাহার নাম প্রয়োজন।

প্রয়োজন থাকিলেও দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ন্যায় দ্বারা অর্থাবধারণ সম্ভবপর নহে, অতএব তৎপরে দৃষ্টান্ত নির্ণয় করা হইয়াছে—"লৌকিক পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি সাম্যং সদৃষ্টান্তঃ" (১ অ, ১ আ, ২৫ সূত্র) লৌকিক ও পরীক্ষকদের যে অর্থে, বুদ্ধির সাম্য দার্ষ্টান্তিকের সহিত বুদ্ধির সাম্য) ঘটে তাহার নাম দৃষ্টান্ত।

দৃষ্টান্ত পরিশুদ্ধ ন্যায় দ্বারা যাহা অঙ্গীকার্য্য হয় তাহার নাম সিদ্ধান্ত।

অবয়ব ও তর্ক অনুমান চিন্তামণিতে বিস্তৃতরূপে বিবেচিত হইবে।

বাদী ও প্রতিবাদীর সমালোচনা দ্বারা অর্থাবধারণের নাম নির্ণয়।

বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান মূল গ্রন্থে যথা যথা স্থানে বিবেচিত হইবে। এখানে আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয়সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয়ের

তত্ত্বজ্ঞান হইলেই যে মুক্তি হইয়া যাইবে, তাহার প্রতি হেতু কি ?—এবং তত্ত্ব-জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইয়া যায়, না অন্য কিছু অপেক্ষণীয় থাকে ? এই আশঙ্কায় "দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (১ অ, ১ আ, ২ সূত্র) এই দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা। দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্য-জ্ঞান, ইহাদের পর পরটির অপায়ের পরে দুঃখের অপায় ঘটিলেই অপবর্গ লাভ হয়।

চার্ব্বাকাদির বিপ্রতি পত্তি অনুসারে আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয় অন্তর্ভাবে কতকগুলি বিপর্য্যাসভ্রম, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক ভ্রম চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল ভ্রমের কুহকে পড়িয়া মানুষ যথার্থ কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ হয় না। সুতরাং বিবিধ অন্যায়ানুষ্ঠান করিয়া অসহনীয় দুঃখভোগ করে। মিথ্যাজ্ঞান যথা—"আত্মা নামে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই, শরীর, ইন্দ্রিয় বা মনকে সুখ দুঃখাদির আশ্রয় আত্মা বলা যাইতে পারে। অথবা বুদ্ধি নামধেয় উৎপত্তিশীল পদার্থই জ্ঞান ও সুখাদির আশ্রয়"। প্রবৃত্তি, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে কোন পদার্থ নাই। দান, পরোপ-কার, হিংসা প্রভৃতির লৌকিক প্রশংসা ও নিন্দা ছাড়া কোন ফল নাই। রাগ, দ্বেষ, ও মোহাত্মক দোষই যে সংসারের মূল, (রাগাদির বশীভূত হইয়া কাজ করিলেই যে সুখ দুঃখাদি হইবে) ইহার প্রতি কোন হেতু নাই।

জীব বা আত্মা নামে কোন পদার্থ থাকিলে মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের সম্ভব থাকিত, যেহেতু জীব নাই অতএবই পুনর্জন্ম ও অসম্ভব। জন্ম বা মৃত্যুর প্রতি অলৌকিক কোন নিমিত্ত নাই। অপবর্গ নামে কোন পদার্থ নাই। থাকিলেও সর্ব্ব কার্য্যের উপরম স্বরূপ অপবর্গে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি হইবে না। কারণ, এরূপ অপবর্গের আশা করিলে সর্ব্ববিধ সুখের আশা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে"। ইহা ছাড়াও "দুঃখে সুখ, দুঃখ হেতুতে সুখ হেতু, অনিত্যে নিত্য, অত্রাণে-ত্রাণ, সভয়ে-নির্ভয় জুগুপ্সিতে-অভিমত, হাতব্যে-গ্রাহ্য" ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মিথ্যা জ্ঞান হইয়া থাকে।

এই যে সকল মিথ্যা জ্ঞান দেখান গেল ইহাদের অনুকূল বিষয়ে রাগ (উৎকট ইচ্ছা) ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হইলে, ঐ রাগ ও দ্বেষের সাহায্যে অসূয়া, ঈর্ষা, বঞ্চনা, লোভ প্রভৃতি নানাবিধ দোষের আবির্ভাব হয়, এবং ইহাদের আনুকূল্যে শরীর, দ্বারা হিংসা, স্তেয়, প্রভৃতি ; বাক্য দ্বারা মিথ্যা,

অহিত প্রভৃতি ও মন দ্বারা পরদ্রোহ, পর দ্রব্যে অভীপ্সা; নাস্তিকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল অনুষ্ঠান পাপাত্মক (জগতের অহিতের হেতু) সুতরাং অধর্ম্মের জনক।

দয়া ক্ষমা প্রভৃতি গুণের আনুকূল্যে শরীর দ্বারা-দান পরিচর্য্যা ও পরিত্রাণাদি, বাক্য দ্বারা সত্য, হিত, অধ্যাত্মবিদ্যার অধ্যয়নাদি ও মন দ্বারা শ্রদ্ধা, দয়া, অস্পৃহা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এগুলি পুণ্যাত্মক সুতরাং ধর্ম্মের হেতু। ধর্ম্ম সুখেরই হেতু কদাপি দুঃখজনক হয় না।

অতএবই সূত্রে-দুঃখের হেতু অধর্ম্মের জনক পাপাত্মক দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, গুণের কথা বলা হয় নাই; যে হেতু-দুঃখ নিবৃত্তিকল্পেই এই শাস্ত্রের অবতারণা।

উল্লিখিত সূত্রে যে প্রবৃত্তি পদ বলা হইয়াছে তাহা সদসৎ প্রবৃত্তির সাধন ধর্ম্মাধর্ম্মের বোধক। এরূপ লাক্ষণিক প্রয়োগ বিন্যাসের হেতু——"সৎপ্রবৃত্তি ও অসৎপ্রবৃত্তির প্রতি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিশেষ কারণতা" বেদেও প্রাণের বিশেষ কারণ অর্থে "অন্নং বৈপ্রাণিনাং প্রাণাঃ" অর্থাৎ অন্নই প্রাণিদের প্রাণ বলা হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি পদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মাধর্ম্মই উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জন্মের হেতু। শরীর, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধ্যাদির সহিত মিলিত ভাবে প্রাদুর্ভাবের নাম জন্ম; জন্ম হইলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ জগতেরই প্রতিকূলবেদনীয় তাপ। (৩)

মন্তব্য।

(৩) এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—মনুষ্যাদির সুখ দুঃখ উভয়ই আছে, কিন্তু স্বর্গবাসি দেবতাদের দুঃখ হইবে কেন? যে হেতু স্বর্গ শব্দের অর্থই সুখ; স্বর্গীদের দুঃখ হইলে তাঁহাদের স্বর্গিত্বের সম্ভব কোথায়?

উত্তর। এই প্রশ্ন ভ্রান্তি প্রণোদিত; কারণ, দেবতাদেরও প্রভু-ভৃত্য ভাব ও সাময়িক বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগের কথা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। যেমন সুখ বা দুঃখের আধিক্য দ্বারাই লৌকিক ব্যবহারে সুখী বা দুঃখী বলা যায়, সেইরূপ দেবতাদেরও সুখের আধিক্য নিবন্ধনই সুখিত্ব ব্যবহার হয় মাত্র। ফল কথা যে কোন প্রকার শরীরই গ্রহণ করা যাউক না কেন, অন্ততঃ পতন ভীতিপ্রযুক্ত দুঃখ থাকিবে, ইহাতে অন্যথা হইবেনা। যে হেতু শরীর মাত্রই বিনাশী।

অবিচ্ছেদে প্রবর্ত্তমান মিথ্যা জ্ঞানাদি দুঃখান্তের নাম সংসার। (মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন রাগ, দ্বেষ, মোহ, অসূয়াদি দোষ ; দোষ প্রযুক্ত কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির আনুকূল্যে জন্ম, জন্ম হইলেই দুঃখ, ও মিথ্যাজ্ঞান, এবং মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই রাগ দ্বেষাদি।)

তত্ত্বজ্ঞানরূপ দিব্য আলোক দ্বারা তমোময় মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হইলে "আত্মা শরীরাদিভিন্ন অবিনাশী, শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে আত্মা সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন, সুখ ও দুঃখ সৎকার্য্য ও অসৎ কার্য্যেরই ফল, হিংসা প্রভৃতি পাপেরই হেতু, জন্মান্তরীয় কর্ম্মানুসারে ইহজন্মে নানাবিধ সুফল ও কুফল ভোগ করা যাইতেছে সুতরাং ইহজন্মে অপ ক'ম ' রিলে তাহার ফলভোগের জন্য জন্মান্তর গ্রহণ করিতেই হইবে, এবং দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ; অপবর্গ লাভ করিলে অসহনীয়

মন্তব্য !

দেবতাদের দুঃখ হওয়ায় প্রতি হেতু এই যে,—যিনি প্রলোভনের বশীভূত হইয়া শতাশ্বমেধ করতঃ শতক্রতু হইয়াছেন ; প্রলোভনের বশীভূত হইয়া অন্যান্য অবৈধ কর্ম্ম করা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে ; যে হেতু—তিনি কামী। আরও একটা কথা এই যে, মীমাংসকাদির মতে বৈধ হিংসাদি পাপ জনক না হইলেও সাঙ্খ্যমতে যাগাদি নিষ্পত্তি অভিপ্রায়ে অনুষ্টিত পশু ও বীজাদির হিংসা পাপ জনক। বৈধ হিংসা ও অবৈধ হিংসার প্রভেদ এই যে, অবৈধ হিংসা কেবল পাপেরই জনক তাহার ফল মহাদুঃখ, নরক। কিন্তু বৈধ হিংসা নিষ্পাদ্য যাগাদি স্বল্পপাপ ও প্রভূত পুণ্যের হেতু। পুণ্যফল-স্বর্গাদি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সুখী ব্যক্তির গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা জনিত দুঃখ ভোগের ন্যায় বৈধ হিংসা জনিত স্বল্প পাপের ফল অনায়াসেই ভোগ করা যায়। ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন "স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ" অর্থাৎ হিংসাদি নিষ্পাদ্য যাগের ফল ঈষৎ পাপ সম্পৃক্ত। এই পাপ প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান না করিলেও স্বর্গভোগের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে ভোগ করা যায়। মীমাংসকেরা বলেন যে "অশ্বমেধেন যজেত" এই বিধি বাক্যস্থ বিধি প্রত্যয়ের, অর্থাৎ "যাগ করিবে" অর্থ প্রতিপাদক (ঈত) প্রত্যয়ের অর্থ অনিষ্টের অসম্পর্কিত ইষ্ট সাধনত্ব। বিধি প্রত্যয়ের অর্থে অনিষ্টের সম্পর্ক থাকিলে বিধিবাক্য প্রবর্ত্তক হইবে না। অতএব বৈধহিংসা পাপের হেতু নহে। (৩)

দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না, মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন আহার না করাই শ্রেয়ঃ; যে কমনীয় কান্তি কামিনী কলেবর ও তদীয় মৃগনয়নাদি মনকে সমধিক উদ্বেলিত করে, সেগুলি চর্ম্ম বেষ্টিত অমেধ্য রক্ত মাংসাদি রচিত পদার্থ বৈ আর কিছুই নহে।" ইত্যাদি যথার্থ জ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটে, সুতরাং মিথ্যা জ্ঞান প্রভব রাগ দ্বেষ ও মোহাদি দোষের অবসর থাকেনা। দোষ অপসারিত হইলে কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের হেতু হয় না; (ফলাভিসন্ধি না থাকিলে কর্ম্ম ফলজনক হয় না, রাগাদি অপসারিত হইলে ফলাভিসন্ধির সর্ব্বথা অসম্ভব; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বাকরোতি যঃ, লিপ্যতে নস পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা"।) ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতিরেকে জন্ম হয় না, জন্ম না হইলে দুঃখের সম্ভব নাই, সুতরাং তখন আপনা হইতেই অপবর্গের আবির্ভাব হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাউক—আত্মাদি অপবর্গান্তের প্রমেয় সংজ্ঞা হইল কেন? এবং প্রমেয় সংজ্ঞাক্রান্ত আত্মাদি কিরূপ? "পদার্থ নির্ণীত না হইলে তাহার কর্ত্তব্য কি? এবং তাহা দ্বারা কিরূপ কর্ত্তব্য সাধন করা যাইবে?" বুঝা যায় না। সুতরাং "আমি কে?" ইহা নির্ণীত না হইলে, "আমার কর্ত্তব্য কি?" তাহার নির্ণয় করা অসম্ভব। অতএব সর্ব্বাগ্রে আমি পদবাচ্য আত্মার নির্ণয় করা হইয়াছে। আত্মাই সর্ব্ব প্রধান প্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞেয়।

"ইচ্ছাদ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গ মিতি" (১অ, ১আ, ১০ সূত্র।) "আমি ইচ্ছা করি, আমি দ্বেষ করি, আমি যত্ন করি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানি" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রতীতি দ্বারা আমি পদবাচ্য আত্মার অবগতি হয়। এবং যে বস্তুর সন্নিকর্ষে আত্মা সুখী হইয়াছিলেন, সেই বস্তু দেখিলে তাহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও প্রযত্ন উৎপন্ন হয়, আর যাহার সন্নিকর্ষে দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখিবামাত্র দ্বেষ, তাহাকে অপসারিত করিবার ইচ্ছা ও প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। অতএব ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, ও জ্ঞান এক আত্মার গুণ বলিয়া বুঝা যায়।

"যেমন কর্ত্তা ব্যতিরেকে কুঠারাদি করণ কর্ম্ম সমর্থ হয় না, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও রূপাদি গ্রহণে সমর্থ হয় না" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সাধ্য অনুমান, এবং "যদাত্মানং বিজানীয়াৎ অহমস্মীতি পুরুষঃ ইত্যাদি শ্রুতি ও আত্মাবগমের হেতু। (৪)

মন্তব্য।

(৪) শ্রুতি প্রমাণ হইলে শ্রুতি প্রযুক্ত আত্মার গতির যথার্থতা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু নাস্তিকেরা শ্রুতির (বেদের) প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন না।

উত্তর। অনুমান দ্বারা বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সুতরাং নাস্তিকের মুখের কথায় তাহা খণ্ডিত হইবে না। অনুমান যথা—বেদ, প্রমাণ, যে হেতু শিষ্টেরা (ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষি ও আধুনিক শিষ্টেরা) প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। যথা—মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ। ("মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবত্তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ" ২অ, ১আঁ, ৭৬ সূত্র) বিষাদিনাশক বৈদিক মন্ত্র, ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ফলে রোগ নষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং বেদের অন্যান্য অংশও প্রমাণ। অর্থাৎ অশ্ব মেধাদি যাগ ও স্বর্গাদির সাধক। মন্ত্র ফলজনক হয় কেন, তাহা মন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তাই জানেন।

একথার উপরে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—পুত্রেষ্টি যাগ করিলেও অনেকের পুত্রোৎপত্তি হয় না, অথচ যাগ না করিলেও পুত্রোৎপত্তি হয়। এবং আশু বৃষ্টির অভিলাষে ক্রিয়মাণকারীরী যাগও সর্ব্বত্র ফল প্রসূ হয় না, সুতরাং বেদের প্রামাণ্যানুমান বাধিত। এই প্রশ্নও অকিঞ্চিৎকর। কারণ—যাগীয় বস্তু, ঋত্বিক বা যাগ কর্ত্তার দোষে যজ্ঞ যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলেও ফল হয় না। ("ন কর্ম্মকর্ত্তৃসাধন বৈগুণ্যাৎ" ২ অ, ১ আ, ৫৭ সূত্র) বলা বাহুল্য—যেমন অযথাবৎ চিকিৎসা দ্বারা রোগ নষ্ট হয় না এবং অশুদ্ধ মন্ত্রপাঠে বিষ নষ্ট হয় না, অপিচ রোগের পরাক্রম অত্যধিক হইলে সুচিকিৎসা ও রোগাপনয়নে সমর্থ হয় না, ও কাল সর্পাদির বিষ যথাবিধি অনুষ্ঠিত মন্ত্রাদি দ্বারাও প্রশমিত হয় না, সেইরূপ পুত্রেষ্টি বা কারীরী কর্ত্তার পুত্রোৎপত্তি ও বৃষ্টির পরিপন্থি গুরুতর দুরদৃষ্ট দ্বারাও এসকল যাগ ফল প্রসূ হয় না। পুত্রোৎপত্তির বা বৃষ্টির প্রতি পুত্রেষ্টিও কারীরী মাত্রই হেতু নহে, সুতরাং যাগ নিরপেক্ষ পুত্রোৎপত্তি বা বৃষ্টি ব্যভিচার সম্পাদক নহে। (ন্যায়দর্শনের ভাষ্য বার্ত্তিকাদি দ্রষ্টব্য) প্রস্তাবিত আত্মা এক নহে, অনেক, এক হইলে "যিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা তাহারই স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয় অন্যের হয় না" এরূপ নিয়ম থাকিত না! (৪)

প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, ও বেদ বাক্য দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব বোধ হয় বটে, কিন্তু এই আত্মা যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শরীর ভিন্ন তাহা বুঝা যায় না। আমি দীর্ঘ, আমি সুন্দর ইত্যাদি প্রতীতি বলে শরীরই আত্মা বলিয়া বুঝা যায়; আর যদি শরীরাতিরিক্ত আত্মা নামে কোন পদার্থ থাকে তবে শরীরের আর প্রয়োজনই বা কি? অতএব শরীর বস্তুটা কি? তাহা আত্মা নহে কেন? এবং তাহার উপযোগিতাই বা কি? এগুলি বুঝা আবশ্যক, এজন্যই আত্মার পরে শরীরের নির্ণয় করা হইয়াছে। "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং" (১ অ, ১ আ, ১১ সূত্র) ঈপ্সিত বা জিহাসিত অর্থান্তর্ভাবে ঈপ্সা (আহরণের ইচ্ছা) বা জিহাসা (ত্যাগের ইচ্ছা) উৎপন্ন হইলে তাহার ফলে যে সমীহা (শরীরক্রিয়া) আবির্ভূত হয় তাহার নাম চেষ্টা। শরীরোৎপন্ন চেষ্টার সাহায্যেই আত্মা কাজ করেন। যেখানে বাহ্যিক চেষ্টার উপলব্ধি হয় না সেখানে আভ্যন্তরিক চেষ্টা আছে। শরীর সেই চেষ্টার, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়ার্থ গন্ধাদির আশ্রয়, ইচ্ছাদির আশ্রয় নহে। শরীর সম্বন্ধি ঘ্রাণাদি এক একটি ইন্দ্রিয় গন্ধাদি এক একটি মাত্র গুণ গ্রহণে সমর্থ, এবং শরীরে ঘ্রাণাদি গ্রাহ্য গন্ধাদিও বিদ্যমান, যে পদার্থে গন্ধাদি গুণ থাকে তাহাতে ইচ্ছা জ্ঞান প্রভৃতি থাকে না যথা কুসুমাদি।

অপিচ শরীর জ্ঞানাদির আশ্রয় হইলে বাল্যাবস্থায় যাহা দেখা বা শুনা গিয়াছে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইত না। কারণ—এক ব্যক্তির দৃষ্ট বস্তু অন্যের স্মৃতির বিষয় হয় না। যদি বাল্যাবস্থার শরীর ও যৌবনের শরীর এক হইত তবে স্মরণের অনুপপত্তি হইত না, বস্তুতঃ এই উভয় অবস্থার শরীর এক নহে,—বিভিন্ন। যেহেতু,—ইহাদের পরিমাণ বিভিন্ন, এক বস্তুতে বিভিন্ন পরিমাণ থাকে না।

যদি বল যে,—উপাদান উপাদেয় ভাবক্রমে এক শরীরে অন্য শরীর উৎপন্ন হয়, ও পূর্ব্ব শরীরে অনেক গুণ পর শরীরে সংক্রামিত হয়, এই নিয়মে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পৌছায়। তথাপি পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তির হাত এড়ান সম্ভবপর হইবে না। কারণ—তাহা হইলে যিনি যে হস্ত দ্বারা যাহা স্পর্শ করিয়াছিলেন; সেই হস্ত বিচ্ছিন্ন বা জড়ীভূত হইয়া পড়িলে তাহার তাহা মনে পড়িত না। যেহেতু, এক শরীর হইতে অন্য শরীর উৎপন্ন হইলে, করাদি অবয়বেই করাদির

উপাদানত্বা অঙ্গীকার করা আবশ্যক। অন্যথা অঙ্গ হীন—শরীরারব্ধ শরীরও পূর্ণাঙ্গ হইয়া যাইত। আরও একটা কথা এই যে, যদি পূর্ব্ব শরীরের রূপাদির ন্যায় সংস্কার রাশিও পর শরীরে সংক্রামিত হয়, তবে কখনও কোন বিষয় বিস্মৃত হইবার সম্ভব থাকিবে না। কারণ—পূর্ব্ব শরীরের রূপাদি পর শরীরে নিয়মিত রূপে সংক্রামিত হয়। অতএব কথিত নিয়মে প্রতিক্ষণে অতিরিক্ত অনন্ত সংস্কার রাশি তাহার ধ্বংস প্রাগভাব ও তাহাদের কার্য্য কারণ ভাবাদির কল্পন অপেক্ষা অতিরিক্ত নিত্য আত্মার অঙ্গীকার সমীচীন।

কেহ কেহ বলেন, "ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানাদির আশ্রয়" এই ভ্রান্তি নিরাকরণাভিপ্রায়ে; ও আত্মা যে গন্ধাদি প্রত্যক্ষ করেন তাহার প্রতি অন্য কোন সাধন আছে কি না? ইহা জানাইবার জন্য ইন্দ্রিয়ের নির্ণয় করা হইয়াছে। "ঘ্রাণ রসন চক্ষু ত্বক্ শ্রোত্রানীন্দ্রিয়াণিভূতেভ্যঃ" (১ অ, ১ আ, ১২ সূত্র)।

ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, এই বিভিন্ন জাতীয় পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। জ্ঞানাদি ক্ষিত্যাদি কোন ভূতের গুণ নহে, সুতরাং ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের গুণ নহে। জ্ঞান চক্ষুরাদির গুণ হইলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অন্ধ হইয়া গেলে দুগ্ধের সাদা রঙ্ ও তাহার পুত্রাদির চেহারা তাহার মনে পড়িত না, এবং অধীত শাস্ত্র পুরুষ রোগাদি দ্বারা বধির হইলে শাস্ত্র ও মাতৃভাষা প্রভৃতির সংস্কার থাকার সম্ভব না থাকায় তাহার পক্ষে কথা বলাই অসম্ভব হইয়া পড়িত।

আত্মা, যাহা দ্বারা আঘ্রাণ (গন্ধগ্রহণ) করেন, তাহার নাম ঘ্রাণ, (জিঘ্রতি-অনেন) যাহা দ্বারা দর্শন করেন, তাহার নাম চক্ষু, (চষ্টে অনেন) যাহা দ্বারা স্পর্শ করেন, তাহার নাম স্পর্শন (স্পৃশতি অনেন [এই ইন্দ্রিয় দেহ ব্যাপী, দেহস্থ ত্বক্ মাত্রেই আছে,—একথা জানাইবার জন্য লক্ষণাদ্বারা ত্বক্ সংজ্ঞা করা হইয়াছে] যাহা দ্বারা শ্রবণ করেন, তাহার নাম শ্রোত্র (শৃণোতি অনেন) এসকল সমাখ্যানুসারেও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়কে গন্ধাদি গ্রহণের করণ বুঝায়, কর্ত্তা বুঝায় না।

যেমন সকুঠার ও সদণ্ড—পুরুষ বৃক্ষচ্ছেদনে ও ঘটনির্ম্মাণে সক্ষম; কিন্তু কুঠারের অভাবে ছেদনে অক্ষম হইলেও দণ্ড দ্বারা ঘট নির্ম্মাণে, এবং দণ্ডের অভাবে ঘট নির্ম্মাণে অক্ষম হইলেও কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদনে সক্ষম হন; সেইরূপ সচক্ষু ও সশ্রোত্র পুরুষ রূপাদি দর্শনে ও শব্দ শ্রবণে সক্ষম, কিন্তু চক্ষুষ্মান বধির

রূপাদি দর্শনে সক্ষম ও শব্দ শ্রবণে অক্ষম বলিয়া ঘট নির্ম্মাণের ও বৃক্ষ ছেদনের প্রতি দণ্ড ও কুঠারের ন্যায় রূপাদি দর্শনের প্রতি চক্ষু এবং শব্দ শ্রবণের প্রতি শ্রোত্র করণ। ঘ্রাণাদির ইন্দ্রিয়ত্বের যুক্তিও এই যুক্তির অনুরূপ।

ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের অর্থ গন্ধাদি, জ্ঞান সুখাদি নহে। (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ গৃহীত হইলে সুখ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা ঘ্রাণের গ্রাহ্য নহে,—গ্রাহ্য মনের) এজন্যই ইন্দ্রিয়ের পর তাহার অর্থের নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। "গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ" (১অ ১আ, ১৪ সূত্র) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণ, এই পাচ গুণই যথাক্রমে ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থ। ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় যথাক্রমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, ইহা অনুমেয়। ঘ্রাণাদি কোন ইন্দ্রিয়ই গন্ধাদি একাধিক জাতীয় গুণ গ্রহণে সমর্থ নহে। কিন্তু আমি পদ প্রতিপাদ্য আত্মা সবগুলিই গ্রহণ করেন। অতএব গন্ধাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। একথা জানাইবার জন্যই গন্ধাদি অর্থকে প্রমেয় বলা হইয়াছে।

অন্য এক সম্প্রদায় সুখ দুঃখ ও জ্ঞানাদি গুণ বুদ্ধি নামক উৎপত্তিশীল অচেতনের ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাদের মতে পুরুষ (আত্মা) নির্গুণ, দ্রষ্টা মাত্র। এই সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে, ইহা দেখাইবার জন্য প্রমেয়ত্ব রূপে বুদ্ধির নির্ণয় করা হইয়াছে। "বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরং" (১অ, ১আ, ১৫ সূত্র) বুদ্ধি, জ্ঞান, ও উপলব্ধি বলিতে একটিমাত্র বস্তুকে বুঝায়। আমি চেতন, (অচেতন জড় প্রস্তরাদি সদৃশ নহি) আমি বুদ্ধিমান্, আমি জানি, আমার জ্ঞান বা উপলব্ধি হইতেছে ইত্যাদি প্রতীতি বলে জ্ঞান, বুদ্ধি, ও উপলব্ধি এক চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া বুঝা যায়। ভগবদ্গীতার "জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ" "সবুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ" "বুদ্ধ্যাযুক্তোযথাপার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা জ্ঞান ও বুদ্ধি এক চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া বুঝা যায়। এবং "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ, নির্ম্মোনিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী" ইত্যাদি উক্তি দ্বারাও সুখ দুঃখাদি এক চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া বুঝা যায়। জ্ঞান, সুখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি উৎপত্তিশীল বুদ্ধির ধর্ম্ম হইলে বুদ্ধির উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ,—তাহাদের মতেও উৎপত্তি মাত্রের প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্ম কারণ। বলা বাহুল্য—বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার হেতু

ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকরণ বুদ্ধির অস্তিত্ব অসম্ভব। অপিচ দ্রষ্টা বলিতে—দর্শনের কর্ত্তাকে ও সাক্ষী বলিতে—চক্ষু শ্রোত্রাদি অক্ষের (ইন্দ্রিয়ের) কার্য্য—দর্শনাদিশীল ব্যক্তিকে বুঝায়, যাহার কোন গুণ বা ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ নাই তাহার দ্রষ্টা বা সাক্ষী হইবার সম্ভব কোথায়? এরূপ সম্ভব থাকিলে চক্ষুকর্ণহীন—মূক পুরুষও সাক্ষিরূপে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। অতএব এইমত শ্রদ্ধেয় নহে।

পুত্রাদির অদর্শনেও তাহাদের উন্নতি বা অবনতির কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে সুখ বা দুঃখানুভব করা যায়। অতএব অনুমান করা যায় যে, সুখ দুখাদির প্রত্যক্ষের কারণ একটা ইন্দ্রিয় আছে। অনুমান যথা—সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ সকরণক, অর্থাৎ সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষের একটা কারণ আছে, যে হেতু উৎপত্তিশীল প্রত্যক্ষ; যথা পটাদির প্রত্যক্ষ। এই অনুমেয় অন্তরিন্দ্রিয়ের নাম মন। মনদ্রব্য যে হেতু ক্রিয়াশীল।

এরূপ হইলে অবশ্যস্বীকার্য্য এই মনকেই জ্ঞানাদির আশ্রয় স্বীকার করা যাইবে, স্বতন্ত্র আত্মাস্বীকার নিষ্প্রয়োজন। *এই আশঙ্কা নিরাশ ও জ্ঞানাদির যৌগপদ্য নিরাকরণাভিপ্রায়ে মনের নির্ণয় করা হইয়াছে।*

"যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসোলিঙ্গং" (১ অ, ১ আ, ১৬ সূত্র) এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সহিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার সম্ভব আছে সুতরাং নিয়মিত রূপে একদা নানা ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান হইয়া যাইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা হয় না। অতএব অতি সূক্ষ্ম নিরবয়ব ক্ষিপ্রগামী একটা অন্তরিন্দ্রিয় অঙ্গীকার করা আবশ্যক। তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের চক্ষুরাদির সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ দ্বারা একদা নানা ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের প্রসক্তি পরিহৃত হইবে। এই অনুমিত ক্ষিপ্রগামী নিরবয়ব পদার্থই মন, ইহা দ্বারাই সুখদুখাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন এত সূক্ষ্ম যে একদা দুইটি ইন্দ্রিয়ের সহিত ও তাহার সম্বন্ধ হয় না। এই অণু, মন জ্ঞানাদি প্রত্যক্ষের করণ বটে; কিন্তু জ্ঞানাদির আশ্রয় নহে। কারণ-অতি সূক্ষ্ম কোন দ্রব্য বা তত্রত্য গুণাদির প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা হইলে পরমাণু ও তত্রত্য গুণাদির প্রত্যক্ষ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ অতি সূক্ষ্মমনে শত বর্ষার্জ্জিত রাশি রাশিসংস্কার থাকাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং সূক্ষ্মমন জ্ঞানাদির উপাদান হইলে চির পরিজ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ হওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়িবে

(আত্মাতে যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা এক একটা সংস্কার জন্মে, এবং যে সময়ে এই সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হয়, সেই সময়েই অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়।) অপিচ যে পদার্থ যে কার্যের করণ তাহা সেই কার্য্যের কর্ত্তা-নহে যথা কুঠারাদি এই অনুমান ও মন ভিন্ন কর্ত্তার সাধক।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুতপ্ত ভর্জ্জিত তণ্ডুলাদি ভক্ষণ কালে একদা রাসন স্পার্শন ও শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং মনের অতি সূক্ষ্মতা, ও একদা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এই প্রশ্নও ভ্রান্তি প্রণোদিত; কারণ—উল্লিখিত স্থলে ও একদা জ্ঞান দ্বয় বা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দ রস, ও স্পর্শাবগাহী একটি মাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই। শব্দ, রস ও উষ্ণ স্পর্শাবগাহী জ্ঞান রাশি অতি ক্ষিপ্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন স্তূপীকৃত শতাধিক উৎপল পত্র অতি তাড়াতাড়ি সূচীবিদ্ধ করিলে সবগুলি পত্রই এক সঙ্গে বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্তি হয়, (এক সময়ে দুইটি পত্র বিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে; কারণ, একটি বিদ্ধ না হইলে অপরটির বেধের হেতু সূচীসংযোগই অসম্ভব।) সেইরূপ মনের অতি ক্ষিপ্রগামিতা নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান যেন এক সঙ্গেই উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া ভ্রান্তি হয়। জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য বা একদা নানা ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইলে, বিষয়ান্তর প্রণিধান নিবন্ধন সম্মুখীন বস্তুর অদর্শন বা সুব্যক্ত শব্দের অশ্রবন কদাপি সম্ভবপর হইত না।

উপর্য্যুক্ত সমালোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শরীর বহিরিন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি আমি পদাভিধেয় আত্মা নহে। অতএব যে যে ধর্ম্ম নিবন্ধন শরীরাদি আত্মা হইতে পারে নাই, সেই সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী দ্রব্যই আত্মা একথা অনিচ্ছায়ও অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শরীর বিনাশ শীল বলিয়া স্মরণাদির আশ্রয় আত্মা নহে, সুতরাং আত্মা অবিনাশী। ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়, গন্ধাদি এক এক জাতীয় গুণ গ্রহণে সমর্থ কিন্তু কেহই গন্ধ ও রস প্রভৃতি বিভিন্ন গুণ গ্রহণেও সমর্থ নহে; আর অহং পদাভিধেয় আত্মার "তোমার মুখে যে আমের কথা শুনিয়াছিলাম তাহা দেখিতে যেমন সুন্দর, তাহার গন্ধও তেমনি উপাদেয়, আর তাহার রস এত মধুর যে, দুগ্ধ ও শর্করাদি দ্বারা মোদকেরাও সেরূপ সন্দেশ প্রস্তুত করিতে পারিবে বলিয়া

মনে করি না। আমি সেই আম দেখিয়া, তাহার গন্ধ নিয়াও তাহার রস আস্বাদন করিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি, এখনও সেগুলি ভুলিতে পারিতেছি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা আম হরিদাস জলে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহাকে এ অপরাধের শাস্তি দিতে হইবে।" এইরূপ উক্তিদ্বারা বুঝা যায় যে—রূপ, রস, গন্ধও শব্দ একব্যক্তিই গ্রহণ করিয়াছে এবং সুখ, দুখ ও স্মরণাদি তাহারই গুণ। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় গন্ধাদি বিভিন্ন জাতীয় গুণ গ্রহণে সমর্থ হইলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বধির হইত না, ও শ্রুতি পটু পুরুষ অন্ধ হইত না। অপিচ সুখ দুঃখাদি গুণ কোন বহিরেন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে; যে হেতু—বহিরেন্দ্রিয়ের ব্যাপার ব্যতিরেকে পুত্রাদির উন্নতি বা অবনতির কথা মনে পড়িলে ও আনন্দ বা পরিতাপ অনুভব করা যায়। অতএব অহং-পদ প্রতিপাদ্য আত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। (এক্ষেত্রে অভৌতিকত্ব, রূপরসাদি বিভিন্ন জাতীয় গুণ গ্রাহিত্ব ও সুখ দুঃখাদির আশ্রয়ত্ব বহিরেন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) বুদ্ধি জ্ঞানের অভিন্ন, জ্ঞানের অনাশ্রয়, অথচ অনিত্য বলিয়া আত্মা নহে, সুতরাং আত্মা বুদ্ধির ভিন্নত্ব আশ্রয়ত্ব ও নিত্যত্বাদি বুদ্ধির বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

মন অতি সূক্ষ্মতা নিবন্ধন প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান সুখাদির ও অশেষ সংস্কার রাশির আশ্রয় হইতে পারে না, অথচ সুখাদি সাক্ষাৎ কারের করণ, কর্ত্তা নহে; অতএব "আমার সমগ্র গীতা স্মরণ আছে, গীতাপাঠে আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করি-ইত্যাদি বাক্যস্থ" আমি-পদ প্রতিপাদ্য আত্মা হইতে পারে নাই। সুতরাং আত্মা মনের সূক্ষ্মতার বিরুদ্ধ—মহত্বও সুখাদির প্রত্যক্ষের কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী। যে পদার্থের পরিমাণ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার সূক্ষ্মতা সিদ্ধান্তিত হইলে অতি সূক্ষ্ম ও মহত্ব সিদ্ধান্তিত হইলে অতি মহৎ, বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অপ্রত্যক্ষ মাধ্যমিক পরিমাণ কল্পনার সুযোগ নাই, অতএবই আত্মা বিভু (অতি বৃহৎ)। আত্মা ক শরীরাদি হইতে পৃথক ভাবে জানিতে হইলে শরীরাদিকে বিশেষরূপে জানা আবশ্যক, এজন্যই শরীরাদি প্রমেয়, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অবশ্য জ্ঞেয়।

প্রশ্ন। এখন দেখা যাউক—এই শরীরাদি ভিন্ন-আত্মা দুঃখভোগ করেন কেন?

উত্তর। পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্মের ফলানুসারে আত্মা দুঃখভোগ করেন; (৫)

মন্তব্য।

(৫) প্রশ্ন। এমন অনেক লোক আছে—যাহারা হিংসাদি-পরানিষ্ট সম্পাদক ক্রিয়ায় নিরত থাকিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়, কিন্তু কোন দুঃখভোগ করেনা। আর কেহ কেহ সৎপথে থাকিয়াও বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করে। সুতরাং দুঃখভোগের প্রতি অসৎ কার্য্যের হেতুতা কল্পনা করা যায় না।

উত্তর। "সুশিক্ষিত, কর্ত্তব্য পরায়ণ, দয়া, ক্ষমা, ও পরোপকারাদি নিরত পুরুষ সুখী ও প্রশংসা ভাগী হন, এবং হিংসা, স্তেয়, পরানিষ্ট প্রভৃতির অনুষ্ঠান নিরত ব্যক্তি নিন্দিত ও দুঃখী হয়" ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত, ইহাতে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই। এক্ষেত্রে এই মাত্র বিবেচ্য যে,--অনেকে সদনুষ্ঠান তৎপর থাকিয়াও তেমন সুখী হয় না, আর কোন কোন ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ আজীবন বিবিধ অন্যায়ানুষ্ঠান তৎপর থাকিয়াও সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়, লোক সমাজে নিন্দিত হয় মাত্র" এরূপ হওয়ার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে,—কোন কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া মাত্রই ফলজনক হয়, যথা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ক্রিয়মাণ আহার, ও পরপ্রতিপত্ত্যর্থে প্রযুক্ত শব্দাদি। আর কোন কোন কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ ফলপ্রসূ হয় না, কালান্তরে ফল উৎপাদন করে, যথা কর্ষণ, বীজবপন প্রভৃতি। সুশিক্ষা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পরোপকারাদি সদনুষ্ঠান ও কুশিক্ষা হিংসা স্তেয় প্রভৃতি অসৎ কার্য্য প্রায়ই কালান্তরে ফল জনক হয়। যে কর্ম্ম চিরধ্বস্ত হইয়া ও ফল উৎপাদন করে তাহার অদৃষ্ট (দৃষ্টির অবিষয়) একটা ব্যাপার স্বীকার করিতে হয়; যে হেতু ব্যাপার দ্বারাই করণ, কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ও কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। (যে পদার্থ যে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ে থাকে না, তাহা সেই কার্য্যের হেতু হইতে পারে না, এরূপ হেতুতা অঙ্গীকার করিলে যে কোন পদার্থই যে কোন কার্য্যের হেতু হইয়া পড়িবে।) অতএবই হত্যাকারী পলায়িত পুরুষ বহুকাল পরে ধৃত হইয়াও সম্পূর্ণ দণ্ড ভোগ করে। (এখানে হত্যা জন্য অপরাধ, অর্থাৎ পাপই ব্যাপার, এই পাপ দৃষ্টির বিষয় নহে, অদৃষ্ট। কারণ, হত্যাকারী পুরুষকে দেখিয়া বা দীর্ঘকাল তাহার সহবাস করিয়াও তাহার হত্যাপরাধ লক্ষ্য করা যায় না; সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—আত্ম: পাপ—(অপরাধ-দুরদৃষ্ট) রূপ ব্যাপার দ্বারা পূর্ব্বকৃত হিংসা স্তেয় প্রভৃতি অসৎ কার্য্যের ফল দুঃখ, ও পুণ্য-

সুতরাং কর্ম্মফল অদৃষ্ট ও প্রমেয়। "প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধি শরীরারম্ভঃ" (১অ, ১আ, ১৭ সূত্র)। যাহার প্রেরণায় বাক্য, মন, ও শরীর প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই অদৃষ্ট বা প্রবৃত্তি। পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মফলের আনুকূল্যে প্রেরিত হইয়া লোক বাক্য দ্বারা অহিত, অনৃতাদি; মন দ্বারা পরদ্রব্যে অভীপ্সা, নাস্তিকতা প্রভৃতি, এবং শরীর দ্বারা হিংসা স্তেয় প্রভৃতি—অসদনুষ্ঠান করিয়া দুঃখ ভোগ করে। আর পূর্ব্বানুষ্ঠিত শুভকর্ম্মের আনুকূল্যে বাক্য দ্বারা হিত, সত্য প্রভৃতি, মন দ্বারা শ্রদ্ধা, দয়া প্রভৃতি ও শরীর দ্বারা পরিত্রাণ পরিচর্য্যাদি-সদনুষ্ঠান করিয়া সুখী হয়। যেমন ঐহিক-কুশিক্ষা ও কুসংসর্গ প্রভৃতির ফলে লোকের বাক্য, মন ও শরীর কুপথে এবং সুসংসর্গ সুশিক্ষা প্রভৃতির ফলে সুপথে প্রেরিত হয়, সেইরূপ জন্মান্তরীয় শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলানুসারে লোকের বাক্য, মন ও শরীর শুভ ও অশুভ পথে প্রেরিত হয়। প্রবৃত্তির প্রতি অদৃষ্টের এরূপ বিশেষ কারণতা থাকায়ই

মন্তব্য।

(শুভাদৃষ্ট) রূপ ব্যাপার দ্বারা পরোপকারাদি সদনুষ্ঠানের ফল-সুখ ভোগ করেন। যাগাদি-সদনুষ্ঠানকর্ত্তার চেহারা দর্শন বা সহবাসাদি দ্বারা তাহার পূর্ব্বকৃত সদনুষ্ঠান লক্ষিত হয় না, অতএব সদনুষ্ঠানের ফল-পুণ্য ও অদৃষ্ট, অর্থাৎ দৃষ্টির অবিষয়। লৌকিক ব্যবহারাদি দ্বারাও ইহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়।

এখানে এইমাত্র বিশেষ যে—কোন কোন অসদনুষ্ঠান পরায়ণ পুরুষের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত প্রভূত পুণ্যরাশির ফল—সুখ ভোগ করিতে করিতেই জীবনাদৃষ্টের অবসান ঘটায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সুতরাং তাহার ইহজন্মকৃত অসদনুষ্ঠানের ফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয় না, ভোগ করিতে হয় জন্মান্তরে। এজন্যই অন্ধ, পঙ্গু, দরিদ্র বা অন্যান্য প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অনেক শিশু জন্মগ্রহণ করে ও পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপরাশির ফল ভোগ করে। আর, যে সকল সদনুষ্ঠান তৎপর মহাপুরুষ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল—দুঃখ ভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন তাহারা জন্মান্তরে সুখী ও উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। ভগবান্ বলিয়াছেন, "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" (রাজপুত্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াই সাম্রাজ্য লাভের উপযোগী কোন কাজ করে নাই, জন্মান্তরীয় অদৃষ্টই রাজ্য লাভের হেতু) তুল্যাপরাধি ব্যক্তিদের মধ্যে যে দণ্ডের বৈষম্য ঘটে তাহার প্রতিও জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলই হেতু। (৫)

লাক্ষণিক প্রবৃত্তি-পদ দ্বারা অদৃষ্টের উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য দৃষ্ট কারণ কলাপ সম্মলনের প্রতিও অদৃষ্টই প্রধান হেতু। সূত্রস্থ বুদ্ধি পদ ও বুদ্ধির বিশেষ কারণ মনের বোধক।

কথিত অদৃষ্ট প্রবৃত্তির হেতু বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ হেতু নহে। কারণ,—অদৃষ্ট স্বয়ং আসিয়া কাহাকে কোন কাজে নিয়োজিত করে না। রাগ' (উৎকট ইচ্ছা) দ্বেষ, বা মোহ বশতঃই লোক অসৎ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয়। সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তি কল্পে রাগাদিকেও প্রকৃষ্টরূপে জানা আবশ্যক। অতএব বর্ণিত অদৃষ্টের পরে রাগাদির কথা বলা হইয়াছে। "প্রবর্ত্তনালক্ষণাদোষাঃ" (১ অ, ১ আ, ১৮ সূত্র) প্রবৃত্তির হেতু রাগাদিই দোষ, অর্থাৎ অসৎ কার্য্যের হেতু। যে পদার্থকে বিষয় করিয়া মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদনুর্ভাবেই রাগ, দ্বেষ, বা মোহের আবির্ভাব হয় এবং তদনুসারে অসৎ কার্য্য করিয়া লোক দুঃখ ভোগ করে। (বর্ণিত দোষের নামই বাসনা)

শুভকার্য্য উদ্দেশ্যে যে প্রবৃত্তি হয় তাহার প্রতিও রাগই হেতু; কারণ,—রাগ (উৎকট ইচ্ছা) না থাকিলে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু সেই রাগ মিথ্যা, জ্ঞান জন্য নহে, ও দুঃখের হেতু নহে, সুতরাং দোষ সংজ্ঞাক্রান্ত নহে। এজন্যই রাগত্বাদিরূপে দোষের উল্লেখ না করিয়া দোষত্বরূপে রাগাদিকে প্রমেয় বলা হইয়াছে।

সদ্যজাত-শিশুর হর্ষামর্ষ, অরণ্য প্রসূত-গবাদি শিশুর ঔধস্য পান, ও অর্দ্ধ প্রসূত-শাখামৃগের শাখাকর্ষণ দ্বারা অনুমান করা যায় যে—ইহারা পূর্ব্বে কখনও সুখ দুঃখভোগ, আহারাদিও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টা পূর্ব্বজন্ম ব্যতিরেকে অসম্ভব। এবং এক পিতামাতার যমজ সন্তানদের মধ্যে পরিলক্ষিত ভূরি বৈষম্য দ্বারাও তাহার নিয়ামক কর্ম্ম বৈষম্য সম্পাদক পূর্ব্বজন্ম অনুমেয়। যেহেতু—ঐহিক কর্ম্ম বৈষম্যে ফল বৈলক্ষণ্যের হেতুতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন রূপে জায়মান মনুষ্যাদি প্রাণী মাত্রই পূর্ব্বে জাত হইয়া নানাবিধ শুভা-শুভ কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। এই পুনর্জন্মের নাম প্রেত্যভাব, (প্রেত্য মৃত্বা, ভাবঃ-উৎপত্তিঃ-জন্ম, পুনরুৎপত্তিঃ) -"পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" (১ অ, ১ আ, ১৯ সূত্র) "আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাব সিদ্ধিঃ" আত্মা উৎপত্তিশীল নহে, সুতরাং মৃত্যুর পরে জন্ম অবশ্যম্ভাবী। যে হেতু— অনুৎপাদশীল ভাব পদার্থ মাত্রই অবিনাশী "যেমন ঐহিক অপরাধ

ব্যতিরেকেও জন্মান্তরীয় কর্ম্মের ফলানুসারে বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, (ঐহিক অপরাধ না থাকিলেও যে অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয় ইহা অন্তরে অন্তরে অনেকেই অবগত আছেন) সেইরূপ ইহ জন্মে অসৎ কার্য্য করিলেও তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য অন্ধ, পঙ্গু, বধির, দরিদ্র বা অন্যান্য প্রকার দুঃখ রাশি পরিবেষ্টিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। অতএব অসৎকার্য্য সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। একথা জানাইবার জন্যই প্রেত্যভাবকে প্রমেয় বলা হইয়াছে। (ইহজন্মে দুঃখ ভোগের কিছুমাত্র সম্ভব না থাকিলেও অসৎ কার্য্য করিলে তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, একথা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না।)

এমন কোন লোক নাই যিনি অল্পাধিক পরিমাণে সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন নাই, সুতরাং সুখ ও দুঃখ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের নাম ফল। "প্রবৃত্তি দোষ জনিতোঽর্থঃ ফলং" (১অ,১আ,২০সূত্র) শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে দেহ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া রাগ, দ্বেষ, বা মোহাধীন প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া সুখ বা দুঃখ ভোগ করা হয়। সুতরাং এই ফলও প্রমেয়; অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞেয়।

"বাধনা লক্ষণং দুঃখং" (১ অ, ১ আ, ২৩ সূত্র) দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এই দুঃখ ঐহিক ও জন্মান্তরীণ অশুভ কর্ম্ম সমুত্থ। ঐহিক স্তেয় অসত্য, পরাপকার প্রভৃতি অশুভ কর্ম্ম ও দুঃখের জন্যজনকভাব সর্ব্ব সম্মত, (অশুভ কার্য্য করিলেই দুঃখ হয় অন্যথা হয় না) এই—জন্যজনকভাব মূলক ব্যাপ্তি জ্ঞানাদি দ্বারা অভুক্ত ফল ঐহিক অশুভ কর্ম্মের ভাবি-দুঃখজনকত্ব' ও ঐহিক কর্ম্ম নিরপেক্ষ দুঃখ ভোগের জন্মান্তরীয় অশুভ কর্ম্ম প্রভবত্ব অনুমেয়।

বিশেষ অনুধাবনের সহিত চিন্তা করিলে দেখা যায় যে—"জগতে এমন কোন বিষয় নাই যাহাতে দুঃখ সংস্রব নাই। বিবেকীরা ঐহিক বিষয় মাত্রেই দুঃখের হেতুতা কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ" এইরূপ চিন্তার ফলে লোক বিষয় বিরক্ত হইয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। অতএব দুঃখও প্রমেয়।

দুঃখের অত্যন্ত বিমুক্তির নাম অপবর্গ। "তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (১ অ, ১ আ, ২২ সূত্র) অপবর্গ লাভ হইলে আর কখনও দুঃখ হয় না, অতএব

অপবর্গ প্রমেয়। এই বিষয় মুক্তিবাদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয় নিচয়ের অতি সংক্ষিপ্তভাবে পরিচয় দেওয়া হইল মাত্র; ইহাতে যে সকল সন্দেহ বা দোষ পরিলক্ষিত হইবে, ন্যায় দর্শন, বাৎস্যায়নভাষ্য, বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রকৃত বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা, উদয়নাচার্য্যকৃত তাহার টীকাও বর্দ্ধমান উপাধ্যায়কৃত তাহার টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলে তাহার লেশমাত্র থাকিবে বলিয়া মনে করি না।

ন্যায় দর্শনে ও ভাষ্যাদিতে অবশ্যজ্ঞাতব্য আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে গৌরবভয়ে এখানে সেগুলির অবতারণা করা গেল না।

প্রমেয় সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলা হইল তাহার অধিকাংশই অনুমানগম্য, সুতরাং এবিষয়ে যথাযথভাবে অভিজ্ঞতালাভ করিতে হইলে অনুমান বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। অনুমান বলেই শরীরাদির আত্মত্ব খণ্ডন, তদতিরিক্ত নিত্য—আত্মার ব্যবস্থাপন এবং পরোপকার ও পরাপকারাদির ধর্ম্মাধর্ম্ম জনকত্ব, সুখদুঃখহেতুত্ব ও পুনর্জন্মাদির অবশ্যম্ভাবিত্ব ব্যবস্থাপন করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে দুঃখের বিজাতীয় তাড়নায় জীবগণ জর্জ্জরিত, তাহার সমূলে উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর কি না? সম্ভবপর হইলে তাহার প্রতি হেতু কি? ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইতে গেলেও অনুমানের শরণাপন্ন না হইলে চলিবে না। "যদাত্মানং বিজানীয়াৎ অহমস্মীতি পূরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব বিবেক, ও "তমেব বিদিত্বাদি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য ভগবদুপাসনা অপবর্গের হেতুবটে, কিন্তু এসম্বন্ধেও চার্ব্বাকাদির গুরুতর বিপ্রতি পত্তি আছে। কারণ,—তাহারা প্রত্যক্ষ পরি দৃশ্যমান শরীরাতিরিক্ত আত্মা, লোক ব্যবহার সিদ্ধ রাজা ভিন্ন ঈশ্বর, ও বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন না। এসকল বিপ্রতি পত্তির খণ্ডন করিয়া আত্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব, ও বেদের প্রমাণ্যাবধারণ করে অনুমান ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

অপিচ ঐহিক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, ভোগ বিলাস ও উন্নতি সাধন করে মানবের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায়ের মূল ভিত্তিও অনুমিতি। বর্ণজ্ঞান বিরহিত কৃষীবল হইতে বিবিধ বিদ্যা বিশারদ প্রবীণ বিজ্ঞানবিৎ পর্য্যন্ত সকলেই অনুমেয়ভাবি ফলের অভিলাষে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হন। যাহার অনুমান শক্তি যত অধিক ও ভ্রান্তি বিরহিত, তাহার কার্য্য তত আশুফল প্রসূও

প্রশস্ত। এই অনুমানের আনুকূল্যে মানুষ কত অঘটন সংঘটন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একটু অনুসন্ধান করিলে বুঝাযায় যে—পশুপক্ষীরাও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক কাজ করে।

যে সকল অনুমিতির কারণে ভ্রান্তি থাকে সেগুলি প্রায়ই যথার্থ হয় না, সুতরাং ভ্রমাত্মক অনুমিতির অবলম্বনে কৃত-কার্য্যও প্রায়ই পণ্ড হইয়া পড়ে। যে ক্ষেত্রে বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই, বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে—যে অনুমিতির আনুকূল্যে কাজ করা হইয়াছিল তাহার মূল কারণে ভ্রান্তি আছে।

অতএব অনুমিতি কি? তাহার কারণ কি? অনুমিতির অযথার্থতার প্রতি হেতু কি? এবং কি উপায়ে তাহা নিরাস করা যাইতে পারে? ইত্যাদি অনুমান সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় বিষদভাবে নিঃসন্দেহরূপ জানা অত্যাবশ্যক; কিন্তু এসম্বন্ধে ও বিপ্রতি পত্তির ত্রুটী নাই। কারণ,—চার্ব্বাকিরা প্রত্যক্ষাতিরিক্ত কোন প্রমাণই অঙ্গীকার করেন না। কেহ বা "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" বলিয়া তর্কমূলক ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ অনুমান দ্বারা কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, দেখাইয়া অনুমানের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়াছেন। অপরদিকে আর্য্য জাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পদ্ধতি প্রণেতাদের অগ্রণী বেদার্থের উপনিবদ্ধা মনু বলিয়াছেন—"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদনেতরঃ"। এই অবস্থায় নৈয়ায়িক প্রবর অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন গঙ্গেশ উপাধ্যায় ন্যায় দর্শনও তাহার ভাষ্যাদি অবলম্বনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এই চতুর্খণ্ডাত্মক তত্ত্বচিন্তামণিনামে সুবৃহৎ অতি দুরূহ অতুলনীয় এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে চার্ব্বাকাদির মত সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া অনুমানাদির প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুমান খণ্ড অতি বিস্তৃত, তাহাতে অনুমিতি, অনুমান, ব্যাপ্তি, অবয়ব, হেত্বাভাস প্রভৃতির লক্ষণ, স্বরূপ, অনুমানের প্রামাণ্য, ব্যাপ্তি গ্রহের উপায় ও তর্ক প্রভৃতি অনুমান সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে ও বিবিধ মতের সমালোচনা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের রঘুনাথ শিরোমণিকৃত "চিন্তামণি দীধিতি" নামে এক টীকা আছে, তাহা এত দুরূহ যে—অন্য টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাতে প্রবেশ

লাভ করা সুকঠিন। জগদীশ তর্কালঙ্কারকৃত টীকার ও গদাধর ভট্টাচার্য্যকৃত টীকার সাহায্যে এদেশে দীধিতির অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিতেছে। তত্ত্ব চিন্তা-মণির মথুরানাথ তর্কবাগীশকৃত আর এক টীকা আছে, মূলগ্রন্থ অধিগত হওয়া সম্বন্ধে সেই টীকাই বিশেষ উপযোগী, তাহার সাহায্যেও এদেশে অনেকগ্রন্থ অধীত হইয়া থাকে।

এসকল টীকা টীপ্পনীর সকল কথা বিশেষভাবে স্পষ্ট করিয়া অনুমান খণ্ড প্রতিপাদ্য যাবতীয় বিষয় বঙ্গভাষায় ব্যক্তকরা মাদৃশ লোকের কল্পনার ও বিষয় নহে। অতএব কথিত অনুমান খণ্ডে বিবৃত অনুমান সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কথিত টীকাকারদের ব্যাখ্যায় অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, সুবিধা অনুসারে এক এক টীকাকারের মত নিয়া এক এক গ্রন্থের বা বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যাইবে। তাহাতে মূল বিষয় বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসায়ই বহু প্রশ্ন হইবে, নিঃসন্দেহ ভাবে সে সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে বক্তব্য অতি বিস্তৃত ও দুরূহ হইয়া পড়িবে। অতএব প্রত্যেক বিষয়ের ফল কথাটা সংক্ষেপে যথা সম্ভব সরলভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা যাইবে। এবং অতি দুরূহ বিষয়গুলি পৃথকভাবে মন্তব্য স্থলে আলোচিত হইবে।

প্রথমতঃ মন্তব্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া মূল বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করতঃ মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহাতেও যে সকল সন্দেহের অপনোদন হইবে না, এবং মন্তব্য পাঠে যে সকল সন্দেহ উপনীত হইবে পূর্ব্বোক্ত টীকা দেখিলে সেগুলি দূরীভূত হইবে।

"সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ সুধী পাঠক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আনুকূল্যে অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকেও নব্যন্যায়ের দুর্গম মার্গে প্রবেশ লাভে সমর্থ হইবেন" এই আশায়ই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ইতি অনুমান চিন্তামণির অবতরণিকা সমাপ্ত।

——:০:——

প্রবেশিকা।

যাহাদের মতানুসারে অনুমান নিরূপণে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও রঘুনাথ শিরোমণি-প্রভৃতি অবচ্ছেদকতা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি যে কতকগুলি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন এগুলির ব্যবহার অন্য শাস্ত্রে খুব কম, অথচ এগুলির অর্থ ব্যবহারোপযোগী বলিয়াও অনেকে স্বীকার করেন না, ও সহজে প্রতীয়মান হয় না। এমন কি—নব্য ন্যায়ের "অবচ্ছেদকতা" "প্রকারতা" বহুল ভাষা শুনিয়া অনেকে কাণে আঙ্গুল দিতে চান। তাহারা মনে করেন,--"নৈয়ায়িক-গণ ভাষায় চাতুরী দেখাইবার জন্য, ও অন্যকে বুঝিতে না দেওয়ার জন্য এই ভাষায় সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং যাহা অতি সহজে বলা যায় তাহাও অত্যন্ত ঘুরাইয়া বলিয়াছেন।" অতএব প্রথমতঃ নব্য ন্যায়ের ভাষা সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

সংস্কৃত ভাষায় গুণ ক্রিয়া ও বস্তু বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধানুসারে অনেক "সংজ্ঞা"—শব্দের ব্যবহার আছে। যথা পণ্ডিত, পাচক, মিত্র, ভ্রাতা ইত্যাদি। নব্য ন্যায়ের ভাষায় অবচ্ছিন্ন, অবচ্ছেদক, নিরূ-পিত, নিরূপক, প্রতিযোগী প্রভৃতি যে কতকগুলি সংজ্ঞা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাও বস্তু বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধানুসারে ; যে সকল পদার্থ ধরিয়া অনুমান প্রভৃতি জটিল বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধানুসারে এক পদার্থ অন্য পদার্থের—অবচ্ছিন্ন, অবচ্ছেদক, নিরূপিত, নিরূপক, প্রতিযোগী প্রভৃতি সংজ্ঞাক্রান্ত হইয়াছে। (অবচ্ছিন্ন, অবচ্ছেদক, নিরূপিত, নিরূপক, বা প্রতিযোগী নামে কোন পদার্থান্তর নাই) এসকল সংজ্ঞা নিরর্থক নহে, এগুলির ও ধাতু প্রত্যয়াদি লব্ধ অর্থ আছে। সূক্ষ্ম মীমাংসায় প্রবৃত্ত নৈয়ায়িকেরা অনন্যোপায় হইয়াই এসকল শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন. তাহাতে ফলে—যেন একটা ভাষান্তর হইয়া গিয়াছে। ফল কথা এই যে,—যে কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে হইলে অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক প্রভৃতি পদের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে চলিবে না. এবিষয় আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। দায়ভাগ প্রণেতা জীমূত বাহন ও প্রাচীন কালের একমাত্র মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই ভাষার অবলম্বন না করিয়া সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। গুরু, ভট্ট, প্রভাকর প্রভৃতি এই

ভাষার আনুকূল্যে মীমাংসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এমন কি,—কলাপ ব্যাকরণের টীকাকার সুষেণাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাকরণের বিষয় মীমাংসা করিতে গিয়াও এই ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

পাতঞ্জল দর্শনের সমাধি পাদের "সত্রষ পূর্ব্বেষামপিগুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" (সেই নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির কর্ত্তা ব্রহ্মাদির ও জনক, যেহেতু কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন) সূত্রে, এবং "পূর্ব্বেহি গুরবঃ কালে নাবচ্ছেদ্যন্তে যত্রাবচ্ছেদেন কালোনোপাবর্ত্ততে সত্রষ পূর্ব্বেষামপিগুরুঃ" (পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির কর্ত্তা ব্রহ্মাদি কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন ; কারণ—ব্রহ্মার একশত বৎসর আয়ু ; যাহার অবচ্ছেদক কাল নহে অর্থাৎ কাল দ্বারা যাহার অবচ্ছেদ করা যায় না, তিনি ব্রহ্মাদির ও গুরু) এই ব্যাস ভাষ্যে ও অব+ছিদ্ ধাতু ঘটিত পদ দ্বারা ঈশ্বরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অতএব এসকল শব্দের অন্য কোথাও ব্যবহার নাই, অথচ ব্যবহার না করিলেও চলে" একথা বলা যায় না।

অনুমান বিষয়ে যথার্থ ভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে পূর্ব্ব কথিত শব্দাবলীর ব্যবহারোপযোগিতা বুঝিয়া নব্য ন্যায়ের ভাষায় অধিকারী হওয়া আবশ্যক। অতএব প্রথমতঃ কতকগুলি শব্দের অর্থ ও ব্যবহারের উপযোগিতা দেখান যাইতেছে।

১। প্রতিযোগী— প্রতি+যুজ্+ঘিণিন্।

যে বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুর জ্ঞানে নিয়মিত রূপে অপেক্ষিত হয়, (যে পদার্থ জ্ঞাত না হইলে যে পদার্থের জ্ঞান হয় না) সেই পদার্থ তাহার প্রতিযোগী। যথা—পুত্র পদের অর্থ, পিতার জ্ঞান হওয়ার পরেই জ্ঞাত হইয়া থাকে। পুত্র শব্দ কোন ব্যক্তির জন্যকে (সন্তানকে) বুঝায়, সুতরাং সামান্যরূপে অথবা বিশেষরূপে কোনও ব্যক্তির জ্ঞান না হইলে পুত্র পদার্থ জ্ঞান হয় না।

এই কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। যিনি পুত্র শব্দের অর্থ জানেন, তিনি "কাহার পুত্র" এরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এস্থলে প্রশ্নকর্ত্তার "কোনও ব্যক্তির সন্তান" এইরূপ পুত্র শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত থাকায়ই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন বাক্যের উদয় হইয়াছে। কারণ—আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রশ্ন হয় না। (সামান্যরূপে জ্ঞাত বস্তুর বিশেষরূপে জানিবার বাসনার নাম আকাঙ্ক্ষা।)

যে-হেতু—স্নুষা শব্দের "পুত্র বধূ" অর্থ যাহার পরিজ্ঞাত নহে "হরিদাসের স্নুষা বড় বিপন্ন" এই কথা শ্রবণের পর তাহার মুখ হইতে "হরিদাসের পুত্র কোথায়"? এরূপ বাক্য কখনও শুনা যায় না। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—পূর্ব্বোক্ত পুত্র শব্দের শ্রবণের পর সামান্যরূপে কোনও ব্যক্তির জ্ঞান হয়, তৎপরে তাহার জন্য-(তনয়) রূপ পুত্র শব্দার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ পত্নী, ভ্রাতা, পিতা, মাতা, শত্রু তুল্য, অভাব, প্রভৃতি শব্দ শ্রবণের পরে "কাহার—পত্নী, ভ্রাতা, পিতা, মাতা, শত্রু, তুল্য, অভাব" ইত্যাদি জিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে, সুতরাং পুত্র প্রভৃতি পদার্থ সপ্রতিযোগিক (ইহাদের এক একটি প্রতিযোগী আছে) ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে "যে পদার্থ জানিবার পূর্ব্বে যাহা জানা আবশ্যক সেই পদার্থ তাহার প্রতিযোগী"। প্রথমে জ্ঞানের সহিত যুক্ত হওয়ার দরুণই ইহাদিগকে প্রতিযোগী বলে। এস্থলে প্রতি উপসর্গ পূর্ব্বার্থের দ্যোতক, (প্রকাশক) যুজ্ ধাতুর অর্থ-সম্বন্ধ, এই—সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত, ঘিণিন্ প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তা। এই যৌগিক অর্থের অবলম্বনেই প্রতিযোগী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

২। অনুযোগী—অনু+যুজ+ঘিণিন্।

পূর্ব্ব থাকিলে পর অবশ্যম্ভাবী। যে পদার্থ পরে জ্ঞানের সহিত মিলিত হয় তাহাকে অনুযোগী বলা যায়. (যে বস্তু জ্ঞাত হওয়ার পরে যে বস্তুর জ্ঞান হয়, সে তাহার অনুযোগী) পুত্র শব্দ ব্যক্তি বিশেষের সন্তানকে বুঝায়, সুতরাং সন্তানই অনুযোগী। আর পিতৃ শব্দ কাহারও জনককে বুঝায়, সে স্থলে জনক অনুযোগী. "রাম দশরথের পুত্র"-এ স্থলে "রাম অনুযোগী ও দশরথ প্রতি-যোগী" কিন্তু "দশরথ রামের পিতা"-স্থলে দশরথ অনুযোগী ও রাম প্রতিযোগী।

এইরূপ "আমার অভাব আছে" বলিলে, "অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে যে কোন একটি বা অনেকটি বস্তু আমার নিকটে নাই" বুঝায়, এস্থলে ও পূর্ব্বোক্ত অর্থাদির জ্ঞান না হইলে অভাবের (নাইর) জ্ঞান হয় না, অতএব কথিত অর্থাদিই অভাবের (নাইর) প্রতিযোগী; এবং অভাবই অর্থ, বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতির অনুযোগী।

৩। প্রতিযোগী ও অনুযোগীর প্রকার ভেদ।

কথিত প্রতিযোগী দুই প্রকার, যথা—অভাবের প্রতিযোগী,

প্রতিযোগী। অভাবের প্রতিযোগী অভাবের বিরোধীরূপে ভাসমান হয়, কিন্তু সম্বন্ধের প্রতিযোগী সেরূপ হয় না; তাহাতে যে কোন প্রকার সম্বন্ধিত্ব মাত্র জ্ঞাত হয়। এই উভয় প্রকার প্রতিযোগীর ভেদ উভয়ের প্রতিযোগিতা দ্বারা লক্ষিত হয়, ইহা পরে বর্ণিত হইবে। সম্বন্ধের প্রতিযোগীও অনুযোগী সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন কোন স্থলে সাক্ষাৎ (অখণ্ড) সম্বন্ধের, কোথাও পরম্পরা সম্বন্ধের, আর কোথায় বা অতি পরম্পরা সম্বন্ধের। যথা—"রামের হাতে একখানা পুস্তক আছে" এস্থলে রামের হাতের সহিত পুস্তকের একটা সংযোগ প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই সংযোগ প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্ব্বে পুস্তকের ও হাতের প্রত্যক্ষ হয়, তৎপরে সংযোগের (পুস্তকের সহিত হাতের যে সম্মিলন আছে তাহার) প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এখানে কথিত সংযোগরূপ অখণ্ড সম্বন্ধের প্রতিযোগী পুস্তক, ও অনুযোগী হাত। আর যদি পুস্তকের উপরে হাত রাখা হয় তবে সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইবে হাত, এবং অনুযোগী হইবে পুস্তক। তখন পুস্তকের উপরে হাত আছে বলিয়া ব্যবহার হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে,—অধিকরণই সম্বন্ধের অনুযোগী ও আধেয় প্রতিযোগী। স্থল বিশেষে পরস্পর অনুযোগী প্রতিযোগী ব্যবহার হইয়া থাকে।

এস্থলে আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। যথা—"লক্ষণ শত্রুঘ্নের কেমন ভ্রাতা" জিজ্ঞাসা করিলে বক্তা উত্তর করিলেন "সহোদর ভ্রাতা"। ইহাতে বুঝা গেল-লক্ষণ শত্রুঘ্নের গর্ভধারিণীর গর্ভজাত। এখানে লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন উভয়ই এক গর্ভধারিণী সুমিত্রা দ্বারা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং এই সম্বন্ধও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

আর যদি বলা হয়—"লক্ষণ রামের কেমন ভ্রাতা" তবে বক্তা উত্তর করিবেন—"বৈমাত্রেয় ভ্রাতা" তাহাতে বুঝা যাইবে—লক্ষণ রামের মাতার স্বামীর অন্য পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। এই সম্বন্ধটি "রামের মাতা কৌশল্যা" "তাঁহার স্বামী দশরথ" ও "তাঁহার অপর পত্নী সুমিত্রা" এই তিন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। (এই তিন ব্যক্তি দ্বারা রাম ও লক্ষণ পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছেন) অতএব ইহাকে পরম্পরা সম্বন্ধ বলা যায়। এই নিয়মে "দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা" প্রভৃতি স্থলে অতি পরম্পরা ও অত্যতি পরম্পরা সম্বন্ধ বুঝাইয়া থাকে।

সংযোগাদি দ্বারাও এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধের সম্ভব আছে। যথা—"রাম

খাটের উপরে শুইয়া আছে" এখানে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—খাটের সহিত রামের সংযোগ নাই। খাটের উপরে পাটি, তাহার উপরে তোষক, তোষকের উপরে চাদর, ঐ চাদরের সহিত রামের সংযোগ আছে। এসকল স্থলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রতিযোগী ও অনুযোগী ব্যবহার হইয়া থাকে।

৪। প্রতিযোগিতা।

পূর্ব্বোক্ত প্রতিযোগীর ধর্ম্মের নাম প্রতিযোগিতা। যেমন মানুষের ধর্ম্ম মানুষত্ব, প্রভুর ধর্ম্ম-প্রভুত্ব, দাসের ধর্ম্ম-দাসত্ব, সেইরূপ প্রতিযোগীর ধর্ম্ম- প্রতিযোগিত্ব বা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা অভাবের প্রতিযোগী ও সম্বন্ধের প্রতিযোগী উভয়েই আছে বটে, কিন্তু একরূপ নহে। কারণ,—অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক (ভেদক) সম্বন্ধ আছে, সম্বন্ধের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ইহা পরে বর্ণিত হইবে।

অভাবের বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন ও প্রতিযোগিতার বৈলক্ষণ্য আছে। যথা, "এই ঘরে গ্রন্থ নাই" বলিলে বুঝাইবে—জগতে যত গ্রন্থ আছে তাহার একখানাও এই ঘরে নাই। সুতরাং এই "নাইর" প্রতিযোগিতা জগতের সকল গ্রন্থেই আছে। কারণ, সকল গ্রন্থই এই "নাইর" প্রতিকূল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যে কোন ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র গ্রন্থ যেখানে আছে সেখানেই "গ্রন্থনাই" অভাব নাই। আর "এই ঘরে সংস্কৃত গ্রন্থ নাই" অভাবের প্রতিযোগিতা কেবল যাবতীয় সস্কৃত গ্রন্থে আছে, ঘরে অন্যান্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাশি সত্বেও এই অভাবের অস্তিত্বের ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু যদি একখানি মাত্র সস্কৃত গ্রন্থ থাকে তবে কথিত অভাব থাকিবে না। এবং "এই ঘরে শঙ্করাচার্য্য কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ নাই" এই অভাবের প্রতিযোগিতা মাত্র শঙ্করাচার্য্য কৃত সংস্কৃত গ্রন্থে আছে। এই নিয়মে অন্যান্য স্থলেও অভাব ভেদে প্রতিযোগিতার বৈলক্ষণ্য আছে। এ সম্বন্ধে আরও বক্তব্য আছে, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। (এখানের গ্রন্থ শব্দের অর্থ—মসী চিত্রিত পত্রাবলী।)

সম্বন্ধের প্রতিযোগিতা ও সম্বন্ধের যাবতীয় প্রতিযোগিতে থাকে। তাহারও সম্বন্ধ ভেদ নিবন্ধন ভেদ আছে। যথা, সমবায় সম্বন্ধের (তন্তু প্রভৃতি অবয়বে বস্ত্রাদি অবয়বী এবং দ্রব্যে গুণ, কর্ম্ম ও জাতি যে সম্বন্ধে থাকে তাহার) প্রতি-

যোগিতা সমবায় সম্বন্ধেস্থিত—দ্রব্যাদি সকল পদার্থে আছে, আর বস্ত্রাদি সংযোগের প্রতিযোগিতা মাত্র বস্ত্রাদিতে আছে।

৫। অনুযোগিতা।

সম্বন্ধের অনুযোগিতা তাহার অনুযোগিতে (যে পদার্থ অধিকরণ হয় তাহাতে) থাকে, অনুযোগিতা ও সম্বন্ধ ভেদে বিভিন্ন। কেহ কেহ প্রতিযোগী ও অনুযোগীর ভেদেও প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। অভাবের অনুযোগিতা অভাবে থাকে, তাহার নাম অভাবত্ব।

৬। অধিকরণ, আধেয়।

যে বস্তুতে অন্য পদার্থ থাকে তাহার নাম অধিকরণ, আর যে বস্তু থাকে তাহাকে আধেয় বলা যায়। যথা—"এই গৃহে অশ্ব আছে" এস্থলে অশ্ব আধেয়, আর অধিকরণ গৃহ। অধিকরণের অপর নাম ধর্ম্মী, আর আধেয়ের নাম ধর্ম্ম, বৃত্তি শব্দও আধেয়কে বুঝায়।

৭। বিষয়।

যে সকল পদার্থ জানা যায়, (যে জ্ঞান কর্তৃক যে সকল পদার্থ আকৃষ্ট হয়) সেই সকল পদার্থ সেই জ্ঞানের বিষয় হয়। যথা—"রামের হাতে একটা লাল ফুল আছে" এস্থলে রাম, তাহার হাত, সম্বন্ধ, লাল—রং, পুষ্প প্রভৃতি পদার্থ জ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং রাম প্রভৃতি কথিত সকল পদার্থই এই জ্ঞানের বিষয় হইল।

৮। বিশেষ্য, বিশেষণ।

জ্ঞান যে সকল পদার্থকে বিষয় করে তন্মধ্যে একটি বিশেষ্য আর অপরগুলি বিশেষণ হয়। যাহাকে গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ করা যায় তাহার নাম বিশেষ্য। (বিশেষণীয়, অর্থাৎ বিশেষ করণের যোগ্য)। আর যাহা দ্বারা বিশেষ (বড়কে ছোট) করা যায় তাহার নাম বিশেষণ। (বিশিষ্যতে অনেনেতি বিশেষণম্) (এবং যে পদার্থের জ্ঞান হইলে যাহার জ্ঞান হয়, না হইলে হয় না, সেই পদার্থও তাহার বিশেষণ।) যথা—"রাম" বিশেষ্য। "রাম" বলিতে—আহার বিহারাদি যে কোন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত রামকে বুঝায়। কিন্তু রাম আহার করিতেছে বলিলে, আহার নিরত রামকেই বুঝায়, বিহারাদি ক্রিয়ান্তর ব্যাসক্ত রামকে বুঝায় না। অতএব আহার ক্রিয়া রামকে বিশেষ (ক্রিয়ান্তর ব্যাপৃত হইতে

পৃথক্) করিয়াছে বলিয়াই আহার বিশেষণ ও রাম বিশেষ্য হইয়াছে। এখানে রাম কাহারও বিশেষণ হইবে না বটে, কিন্তু আহার ক্রিয়া বিশেষণান্তরের বিশেষ্য হইবে। যথা—রাম রুটি আহার করিতেছে স্থলে, রামের আহারকে রুটি বিশেষ (অন্নাদি আহার হইতে পৃথক্) করিয়াছে, অতএব রুটি (কর্ম্ম কারক) আহারের বিশেষণ হইয়াছে।

এবং রাম হাত দিয়া আহার করিতেছে, ঘরে আহার করিতেছে, থালা হইতে আহার করিতেছে প্রভৃতি স্থলে রামের আহারকে হাত, (করণ কারক) চামস্ বা মুখ দিয়া আহার হইতে, ঘর, (অধিকরণ কারক) বাহিরে আহার হইতে, ও থালা, (অপাদান কারক) পাত্রা হইতে আহার করা অপেক্ষা বিশেষ (পৃথক্) করিয়াছে। অতএবই হাত, ঘর, ও থালা আহারের বিশেষণ হইয়াছে। এখানের আহারক্রিয়া রাম অপেক্ষা বিশেষণ, আর রুটি প্রভৃতি (কারক) অপেক্ষা বিশেষ্য, কিন্তু রাম মুখ্য বিশেষ্য, সে কাহার ও বিশেষণ নহে। আর রামত্ব (রামের ধর্ম্ম, যাহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে রাম বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে) পিষ্টকত্ব, (যাহা দেখিয়া যবচূর্ণাদি বিনির্ম্মিত সম্মুখীন বস্তুকে রুটি বলিয়া বুঝা গিয়াছে) ও হস্তত্ব (অঙ্গুলী প্রভৃতি ব্যঞ্জিত জাতি) প্রভৃতি বিশেষণ, ইহারা কাহার ও বিশেষ্য হয় নাই।

জ্ঞান পূর্ব্বে যে পদার্থকে আকর্ষণ করে তাহার নাম বিশেষণ, আর পরে যে পদার্থ জ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহার নাম বিশেষ্য। (মুখ্য বিশেষ্য ভিন্ন সর্ব্বত্রই আপেক্ষিক বিশেষণত্ব ও কথিত রামত্বাদি ভিন্ন সর্ব্বত্রই আপেক্ষিক বিশেষ্যত্ব থাকে) ইহাই হইল বিশেষ্য বিশেষণ ভাবের সাধারণ নিয়ম।

৯। বিশেষণের প্রকার ভেদ।

বিশেষণ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—অভেদ বিশেষণ ও ভেদ বিশেষণ। অভেদ বিশেষণ যথা—পাচুঠাকুর উত্তম পাক করে, হরিদাস ভাল গাইতেছে, ধীবর রোহিত মৎস্য আনিয়াছে, রামদাস তীক্ষ্ণ কুঠার দ্বারা বৃক্ষ কাটিতেছে, বালক বৃদ্ধ অন্ধকে দান করিতেছে, বানর উচ্চ বৃক্ষ হইতে পড়িয়াছে, অশ্ব বিস্তৃত মাঠে দৌড়িতেছে, মহাপুরুষ আসিয়াছেন, এ সকল স্থলে "উত্তম" পাকের, "ভাল" গানের, "রোহিত" মৎস্যের, "তীক্ষ্ণ" কুঠারের, "বৃদ্ধ" অন্ধের, "উচ্চ" বৃক্ষের, "বিস্তৃত" মাঠের, "মহা" পুরুষের অভেদ বিশেষণ

হইয়াছে। আর 'পাক" পাচু ঠাকুরের, "গান" হরিদাসের, "মৎস্য" আনয়ন ক্রিয়ার, "কুঠার" ছেদনের, "অন্ধ" দানের, "বৃক্ষ" পতনের, "মাঠ" ধাবনের, ও "আগমন ক্রিয়া" পুরুষের, এবং গৃহত্ব, বৃক্ষত্ব, মৎস্যত্ব প্রভৃতি গৃহাদির ভেদ বিশেষণ। কারণ, পাচকাদিতে পাকাদির অভেদ নাই (পাচক পাক নহে) ও বৃক্ষাদিতে বৃক্ষত্বাদির অভেদ নাই (বৃক্ষত্ব-জাতি, বৃক্ষ দ্রব্য) ভেদান্বয়ের সম্বন্ধ অনেক; যথা—মৎস্য আনয়ন ক্রিয়ায় কর্ম্মতা (স্বনিষ্ঠ কর্ম্মতা নিরূপকত্ব) সম্বন্ধে, আনয়ন ধীবরে সমবায় সম্বন্ধে বিশেষণ। ভেদান্বয়ের বিশেষ্য বিশেষণের সম্বন্ধের সীমা দেওয়া সুকঠিন, তাই অভেদ সম্বন্ধ ভিন্ন সম্বন্ধমাত্রকে ভেদ সম্বন্ধ বলা হইয়াছে।

"ধীবর রোহিত মৎস্য আনিয়াছে" স্থলে আনয়ন ক্রিয়া ধীবর অপেক্ষা বিশেষণ, আর মৎস্য-অপেক্ষা বিশেষ্য, মৎস্য আনয়নের বিশেষণ ও রোহিতের বিশেষ্য। কিন্তু রোহিতত্ব বিশেষণ, সে কাহারও বিশেষ্য নহে; আর ধীবর মুখ্য বিশেষ্য সে কাহাহারও বিশেষণ হয় নাই। এবং ধীবরত্ব বিশেষণ (বিশেষ্যতাবচ্ছেদক) বিশেষ্য নহে। (মুখ্য বিশেষ্য ও বিশেষণতাবচ্ছেদক রোহিতত্বাদি ভিন্ন সর্ব্বত্রই আপেক্ষিক বিশেষ্যবিশেষণ ভাব আছে। যে পদের পরে প্রথমা বিভক্তি হয় সেই পদ প্রতিপাদ্য বস্তুই মুখ্য বিশেষ্য হয়, মুখ্য বিশেষ্যের অপর নাম বাচ্য, কর্ত্তা বাচ্য হইলে তাহাতে ক্রিয়ার অন্বয় হয়। এরূপ স্থলেই কর্ত্তৃবাচ্যে প্রত্যয় বলা হয়। "ধীবর কর্ত্তৃক মৎস্য আনীত হইয়াছে" স্থলে মুখ্য বিশেষ্য মৎস্য, তাহার বিশেষণ আনয়ন, এবং আনয়নের বিশেষণ ধীবর-কর্ত্তা। এখানে ধীবর পদের পরে প্রথমা বিভক্তি হয় নাই, হইয়াছে মৎস্য পদের পরে, সুতরাং মৎস্য কর্ম্ম হইলেও মুখ্য বিশেষ্য হইয়াছে। এরূপ স্থলেই কর্ম্ম বাচ্যে প্রত্যয় বলা যায়। আরও একটা কথা বক্তব্য এই যে—কর্ম্ম বা কর্ত্তা ক্রিয়ার বিশেষণ হইলেই কারক হয়, কারক হইলেই কর্ত্তাতে তৃতীয়া বিভক্তি, আর কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে।) অনুমিতি ও শাব্দবোধের বিশেষ্য বিশেষণ ভাবের ও তাহাদের সম্বন্ধের স্থল বিশেষে বৈলক্ষণ্য আছে, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে) কিন্তু কর্ম্ম বা কর্ত্তা ক্রিয়ার বিশেষ্য হইলে প্রথমা হইবে।

"রাম লাল গরুটা আনিয়াছে" স্থলে গো কর্ম্মকারক, আর রাম কর্ত্তা, কিন্তু কারক হয় নাই। আর "লাল গরুটা রাম কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে" স্থলে

রাম কর্ত্তৃকারক ; আর গো কর্ম্ম, কিন্তু কারক নহে। যে ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই কর্ত্তা তাহার বিশেষণ হইলে প্রথমান্তপদের অপেক্ষা থাকে না, সেখানে ক্রিয়াই শাব্দ-বোধের (শব্দ জন্য জ্ঞানের) মুখ্য বিশেষ্য হয়। এরূপ স্থলেই ভাববাচ্যে প্রত্যয় বলা হয়। যথা—"পেঁচকের ঘুম দিনের বেলায়" এখানে ঘুমই মুখ্য বিশেষ্য। প্রকার, ধর্ম্ম, প্রভৃতি পদ বিশেষণ বাচী, এবং ধর্ম্মী শব্দ বিশেষ্যের বোধক।

১০। সম্বন্ধ।

সকল বস্তুই যে কোন একটী বা ততোধিক বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট, (সম্বদ্ধ) এমন কোন বস্তুই নাই যাহার অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই। জ্ঞান যেমন বিশেষ্যও বিশেষণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধকে ও আকর্ষণ করে। যথা—"আমার হাতে লেখনী আছে" এখানে হাতের সহিত লেখনীর যে একটা সংযোগ আছে জ্ঞান তাহাকেও আকর্ষণ করিয়াছে। হাত ও লেখনীর সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় না হইলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণ ভাব (একটি বিশেষ্য অপরটি বিশেষণ) থাকিত না। হাত ও কলম উভয়েই স্ব স্ব প্রধানভাবে বিশৃঙ্খলরূপে বিশেষ্য হইত। তাহা হইলে জ্ঞানের আকার হইত—"হাত ও কলম" এরূপ হইলে "হাতে কলম আছে" বুঝায় না। সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হইলেও বিশেষ্য বা বিশেষণ হয় না, ইহা পরে বর্ণিত হইবে।

বিশেষ্য বিশেষণ ভাব মাত্রেই সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় হয়। "পাতা নড়িতেছে ঘোড়া দৌড়িতেছে" প্রভৃতি স্থলে ও নড়া, দৌড় প্রভৃতির সহিত পাতাও ঘোড়া প্রভৃতির সম্বন্ধ আছে। (সুতরাং সেই সম্বন্ধও জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে) অন্যান্য স্থলে ও এই নিয়মে সম্বন্ধ ধরিতে হইবে।

যে পদার্থ অন্য দুইটী পদার্থকে পরস্পর মিলাইতে পারে তাহার নাম সম্বন্ধ; "আমার হাতে কলম আছে" এখানে সংযোগ হাত ও কলম উভয়কে মিলাইয়াছে এই মিলনের নাম সম্বন্ধ। সম্বন্ধের একটি অনুযোগী ও একটি প্রতিযোগী হয়। সম্বন্ধ দ্বারা প্রতিযোগী অনুযোগীতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে হাতে সংযোগ সম্বন্ধে কলম আছে কিন্তু কলমে হাত নাই। যেখানে যাহার যে সম্বন্ধ থাকে সেখানে সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থ থাকে। যেখানে একটি পদার্থ দ্বারা দুইটী পদার্থ পরস্পর মিলিত হয় তাহার নাম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, যথা—সংযোগ, সমবায়, স্বরূপ, তাদাত্ম্য, বিষয়তা, বিষয়িতা, কালিক, দৈশিক, ইত্যাদি। আর যেখানে

অনেক পদার্থ দ্বারা দুইটি পদার্থ পরস্পর মিলিত হয় তাহার নাম পরম্পরা সম্বন্ধ। যথা সামানাধিকরণ্য, স্বভাববৎবৃত্তিত্ব ইত্যাদি। যে সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব (আধেয়ত্ব) জ্ঞান হয়, (আধার আধেয়ভাব থাকে) তাহার নাম বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ। যথা সংযোগ, সমবায়, স্বরূপ। আর যে সম্বন্ধে আধারাধেয় ভাব বুঝায় না, সম্বন্ধিত্ব মাত্র বুঝায় তাহাকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ বলে। যথা তাদাত্ম্য কালিক, দৈশিক সামানাধিকরণ্য, স্বাভাববত্ত্ব ইত্যাদি। পরম্পরা সম্বন্ধ প্রায়ই বৃত্তি নিয়ামক হয় না, সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে আধারাধেয়ভাব জ্ঞান হয় না, কেবল সম্বন্ধিত্ব মাত্র বুঝায়। বৃত্ত্যনিয়াক সম্বন্ধ স্বীকারের যুক্তি সংযোগাদির বিশেষ বিবরণে প্রকটিত হইবে।

জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয় করে (দণ্ডী পুরুষ স্থলে দণ্ড ও পুরুষের সংযোগকে বিষয় করে) বটে, কিন্তু সম্বন্ধের সম্বন্ধকে (সংযোগের সম্বন্ধ সমবায়কে) বিষয় করে না। (সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে) এখানে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে—সম্বন্ধের উপরিতন পদার্থে (প্রতিযোগীতে) যে প্রতিযোগিতা আছে তাহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই, বলিয়া তাহা করা হয় না। (হাতের সহিত লেখনীর যে সংযোগ আছে, তাহার উপরিতন পদার্থ, অর্থাৎ প্রতিযোগী লেখনীতে সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও লেখনীস্থ প্রতিযোগিতা বা আধেয়তার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় হইবে না)

১১। বিধেয়।

যাহার বিধান করা হয় তাহাকে বিধেয় বলে। (অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপনের নাম বিধান) "বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিবে, সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবে" স্থলে "বিদ্যাশিক্ষা করা, সত্যকথা বলা" বিধেয়। স্থল বিশেষে বিশেষ্য ও বিধেয় হইয়া থাকে। যথা—"আকাশে মেঘ আছে" এখানে মেঘ বিশেষ্য হইলেও বিধেয় হইয়াছে।

১২। উদ্দেশ্য।

যে জ্ঞাত বস্তুতে অজ্ঞাতের জ্ঞাপন করা হয়, তাহাকে উদ্দেশ্য বলে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে বাল্যকাল প্রভৃতি উদ্দেশ্য।

১৩। বৃত্তি।

বৃত্তি শব্দের এক অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার আরও একটি অর্থ—"পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ"। প্রত্যেক পদের সহিত একটী বা অনেকটি বস্তুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধের নাম বৃত্তি। এই—সম্বন্ধ থাকায় শব্দ শ্রবণ মাত্রই নিয়মিতরূপে বস্তুর উপস্থিতি (জ্ঞান) হইয়া থাকে। অন্যথা যে কোন শব্দ শ্রবণে যে কোন বস্তুর (অশ্ব শব্দ শ্রবণ করিয়া মহিষের) উপস্থিতি হইয়া যাইত। অথবা যিনি যে পদের অর্থ জানেন না তাহার ও সেই অর্থের জ্ঞান হইত, কিংবা কাহার ও হইত না।

১৪। সঙ্কেত, লক্ষণা, শক্তি ও পরিভাষা।

বর্ণিত পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ স্বরূপ—বৃত্তি দুই প্রকার। যথা—সঙ্কেত ও লক্ষণা। আবার সঙ্কেতও দুই প্রকার। যথা—শক্তি ও পরিভাষা। নর—শব্দ মানুষকে বুঝাইবে, শিট্—শব্দ শ, ষ, স, হ, এই চারিটি বর্ণকে বুঝাইবে ইত্যাদি ইচ্ছার নাম সঙ্কেত। আবহমানকাল যাবৎ যে সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে। (কোন কাল হইতে এই সঙ্কেত চলিয়া আসিতেছে তাহার নিশ্চয় নাই) তাহার নাম শক্তি। আর যে সঙ্কেত কোন ব্যক্তিবিশেষের কল্পিত বলিয়া নির্ণীত আছে, তাহার নাম পরিভাষা। কোষাদি (অভিধানাদি) দ্বারা শক্তি ও পরিভাষার নির্ণয় করা যায়, ইহা পরে বলা যাইবে। যে পদের শক্তি দ্বারা যে অর্থ বুঝায় না, অথচ সেই অর্থ বুঝাইবার কোন পরিভাষাও নাই অনেক স্থলে এরূপ অর্থে ও শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"আয়ুর্ঘৃতং" (বেদবাক্য) আয়ু জিনিস্‌টা ঘৃত নহে, কিন্তু ঘৃত ভক্ষণে আয়ু বৃদ্ধি পায় মাত্র। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—এখানে আয়ুঃ শব্দ আয়ুর বিশেষ কারণকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। শক্তি বা পরিভাষা দ্বারা আয়ুঃ শব্দের আয়ুর কারণকে বুঝাইবার সামর্থ্য না থাকায় লক্ষণা নামে আরও একটি বৃত্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে। শক্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের নাম লক্ষণা, তাৎপর্য্যের (বক্তার ইচ্ছার) অনুপপত্তি ঘটিলেই লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। আয়ু শব্দের অর্থ—"আয়ুর" সহিত তাহার জনকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আয়ু—শব্দ আয়ুর জনককে বুঝাইল। "আয়ুর্জনকং ঘৃতং" বলিলেও এই অর্থ লাভ হইত বটে, কিন্তু "আয়ুর বিশেষ কারণ—ঘৃত" অর্থাৎ—ঘৃত ভক্ষণে যেরূপ

আয়ু বৃদ্ধি হয়, অন্য বস্তু ভক্ষণে সেরূপ হয় না ; এই বিশেষ অর্থ লাভের অভিপ্রায়েই লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিয়া আয়ুতে ঘৃতের অভেদ বোধক পদবিন্যাস ক্রমে "অয়ুর্ঘৃতং" বলা হইয়াছে।

১৫। শক্য, শক্ত, পারিভাষিক, লাক্ষণিক, লক্ষ্য।

শক্তিদ্বারা যে পদ যে অর্থ বুঝায়, সেই পদ সেই অর্থে শক্ত। আর সেই অর্থ সেই পদের শক্য। পরিভাষা দ্বারা যে পদ যে অর্থের প্রতিপাদক হয়, সেই অর্থে সেই পদ পারিভাষিক, এবং সেই অর্থ সেই পদের পরিভাষিত। লক্ষণা দ্বারা যে অর্থে যে পদের ব্যবহার করা হয়, সেই অর্থে সেই পদ লাক্ষণিক, আর সেই অর্থ সেই পদের লক্ষ্যার্থ। শাব্দ বোধের প্রতি আসত্তি, যোগ্যতা প্রভৃতি অনেক কারণ, আছে, গৌরব ভয়ে সেগুলি বলা হইল না অবচ্ছেদক বুঝাইবার জন্য কয়েকটির উল্লেখ করা হইল মাত্র।

১৬। সাধ্য, হেতু, পক্ষ।

উদ্দীপ্ত বিদ্যুদ্দর্শনের পর আশুভাবি কর্কশ নির্ঘোষের অনুমিতি করিয়া লোক সাবধানতা অবলম্বন করে। যে বস্তু দেখিয়া বা জানিয়া অন্য বস্তুর অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু বা লিঙ্গ। যে বস্তুর অনুমিতি হয় তাহার নাম সাধ্য ও বিধেয়। আর যে কালে বা স্থানে সাধ্যের নির্ণয় হয়, সেই কাল বা স্থান পক্ষ নামে অভিহিত হয়। কথিত স্থলে কর্কশ নির্ঘোষ সাধ্য, বিদ্যুৎ হেতু, অদূরবর্ত্তী কাল বা আকাশ পক্ষ।

১৭। বিষয়তা প্রভৃতি।

প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা নামে যেমন প্রতিযোগী ও অনুযোগীর ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ বিষয়, বিশেষ্য, বিশেষণ, উদ্দেশ্য, বিধেয়, সাধ্য, হেতু, পক্ষ, সম্বন্ধ, শক্য, লক্ষ্য, অধিকরণ, আধেয় প্রভৃতি পদার্থের যথাক্রমে বিষয়তা বিশেষ্যতা প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে। যে যুক্তি বলে প্রতিযোগিতার উপযোগিতা ও বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়, সেই যুক্তি বলেই অধিকরণতা প্রভৃতির উপযোগিতা ও পার্থক্য সিদ্ধান্তিত, ইহা পরে প্রকটিত হইবে।

১৮। প্রতিবধ্য, প্রতিবন্ধক।

যে বস্তুর অধিকরণে যে বস্তু থাকে না, এবং যে জ্ঞান হইলে যে জ্ঞান হয় না,

সেই বস্তুও জ্ঞান সেই—বস্তুর ও জ্ঞানের প্রতিবধ্য; আলো যেখানে থাকে অন্ধকার সেখানে থাকে না, এস্থলে আলো প্রতিবন্ধক ও অন্ধকার প্রতিবধ্য। "আমার কাছে মহাভারত আছে" এইরূপ জ্ঞান থাকিলে "আমার কাছে মহাভারত নাই" এই জ্ঞান হয় না, এস্থলে উভয় জ্ঞানই পরস্পর প্রতিবধ্য ও প্রতিবন্ধক। প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব ভ্রমজ্ঞান ও যথার্থ জ্ঞান উভয়েই থাকে। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা নিশ্চয়স্বরূপে, আর প্রতিবধ্যতা জ্ঞানস্বরূপে, সুতরাং সংশয় থাকিলেও জ্ঞান হইবে ("আকাশে মেঘ আছে কি না" সংশয় থাকিলেও গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিলে মেঘের জ্ঞান হইবে), কিন্তু মেঘের নিশ্চয় থাকিলে সংশয় সংশয় হইবে না। এখানে আরও একটা কথা বক্তব্য এই যে—"ঘরে কাগজ নাই" এইরূপ জ্ঞান থাকিলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বলে কাগজের প্রত্যক্ষ হয়। এবং শঙ্খ শুক্লবর্ণ বলিয়া যাহার দৃঢ় ধারণা আছে, পিত্তরোগ হইলে তাহার চক্ষেও শঙ্খ পীতবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব বলিতে হইবে—লৌকিক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের অজন্য ও পিত্ত-রোগাদি দোষের অজন্য জ্ঞানের প্রতি বাধ নিশ্চয় প্রতিবন্ধক।

১৯। কার্য্য, কারণ, প্রযোজ্য, প্রযোজক।

উৎপন্ন মাত্রকেই কার্য্য বলা যায়। যাহার উৎপত্তি যে বস্তুর অপেক্ষা করে সে তাহার কারণ. কারণ সমষ্টির নাম সামগ্রী। কার্য্যের অপর নাম প্রযোজ্য, ও কারণের অপর নাম প্রযোজক; প্রযোজ্য শব্দ কার্য্যের কার্য্য ও তাহার কার্য্যকে, এবং প্রযোজক শব্দ কারণের কারণতাজ্ঞান যেরূপে হয় (পটের প্রতি তন্তু তন্তুস্বরূপে কারণ) সেই ধর্ম্মকেও বুঝায়।

প্রতিযোগিতার ন্যায় প্রতিবধ্য প্রভৃতির প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা, কার্য্যতা, কারণতা, প্রযোজ্যতা প্রযোজকতা প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে। ফল কথা—যে পদার্থ যেরূপে ব্যবহারের উপযোগী হয়, তদনুরূপ একটা ধর্ম্মও তাহার আছে। এক পদার্থে একের কার্য্যতা ও অপরের কারণতা ও থাকে। যথা প্রদীপে তৈলাদির কার্য্যতা ও অন্ধকারাপনোদনাদির কারণতা আছে।

২০। অবচ্ছেদক। অব + ছিদ + ণ্বুল্।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—"গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতা জগতের সকল গ্রন্থে, সংস্কৃত গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতা সকল সংস্কৃত গ্রন্থে, ও শঙ্করাচার্য্যকৃত সংস্কৃত গ্রন্থা-

ভাবের প্রতিযোগিতা শঙ্করাচার্য্যকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ মাত্রে আছে; অথচ স্ব স্ব প্রতিযোগীর সহিত সকল অভাবেরই বিরোধিত্ব আছে। অপিচ কথিত গ্রন্থাভাব প্রভৃতিকে হাজার হাজার গ্রন্থ নিজ নিজ অধিকরণে স্থান দিতেছেনা।” এস্থলে অনন্ত গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিবন্ধক হইলে অত্যন্ত গৌরব হয়, এবং জগতের যাবৎ প্রতিযোগীর ভিন্ন ভিন্ন রূপে জ্ঞান না থাকায় কোথাও সামান্যাভাব (“গ্রন্থ নাই” এইরূপ অভাব) জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ—প্রতিযোগীর জ্ঞান না হইলে অভাবের জ্ঞান হয় না, অথচ একটি মাত্র প্রতিযোগী যেখানে থাকে সেখানেও অভাব থাকে না, এবং যেখানে প্রতিযোগীর জ্ঞান হয় তথায় অভাব জ্ঞান হয় না।

“সকল গ্রন্থের উপরে গ্রন্থাভাবের যে একটি প্রতিযোগিতা আছে, সেইরূপে সকল গ্রন্থের জ্ঞান হওয়ার পর অভাব জ্ঞান হয়” একথা ও বলা যায় না। কারণ,—প্রতিযোগিতা এত-সুপ্রসিদ্ধ পদার্থ নহে যে—সেই রূপে জগতের যাবৎ গ্রন্থের জ্ঞান হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ বস্ত্র, গো, অশ্ব, প্রভৃতির অভাবের যে প্রতিযোগিতা বস্ত্রাদিতে আছে, তাহার সহিত গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতার বৈলক্ষণ্য না থাকিলে বস্ত্রাদির অধিকরণে ও গ্রন্থাভাব জ্ঞান হওয়া সুকঠিন, যে হেতু—বস্ত্রাভাবের প্রতিযোগিতা ও গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতার স্বতঃ কোন প্রভেদ নাই। অপিচ শঙ্করাচার্য্যকৃত সংস্কৃত গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত অভাব ত্রয়ের প্রতিযোগিতা তিনটিই আছে। এই তিনটি প্রতিযোগিতাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না চিনিলে গণেশকৃত সংস্কৃত গ্রন্থাধিকরণে শঙ্করাচার্য্যকৃত সংস্কৃত গ্রন্থাভাব জ্ঞান হওয়া, ও সংস্কৃত গ্রন্থাভাব জ্ঞান না হওয়া অসম্ভব; এবং বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থাধিকরণে সংস্কৃত গ্রন্থাভাব জ্ঞান হওয়া, ও গ্রন্থাভাব জ্ঞান না হওয়া অসম্ভব। যে হেতু—কোন অভাবই স্বতন্ত্রভাবে নিজ পরিচয় দিতে সমর্থ নহে। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,—কথিত প্রতিযোগিতাত্রয়ের পরস্পর বৈলক্ষণ্য সম্পাদক এক একটি পদার্থ পূর্ব্ব কথিত অভাব জ্ঞানত্রয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, এবং সে সকল পদার্থই প্রতিযোগিতা গুলিকে পৃথক্ করিয়াছে।

এখন দেখা যাউক—কথিত জ্ঞান ত্রয়ের মধ্যে কোন কোন জ্ঞান কোন কোন পদার্থ আকর্ষণ করিয়াছে, এবং তাহাদের পার্থক্যের কারণই বা কি? “এই ঘরে

গ্রন্থ নাই" এই জ্ঞান গ্রন্থের ধর্ম্ম-গ্রন্থত্ব, ("যাহা দেখিয়া গ্রন্থ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে" একথা অন্যত্র বিবৃত হইবে) গ্রন্থ, অভাবত্ব, অভাব, গৃহত্ব, গৃহ ও ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এই কয়টি পদার্থ আকর্ষণ করিয়াছে। (এখানে গ্রন্থত্ব গ্রন্থের, গ্রন্থ ও অভাবত্ব অভাবের, এবং অভাব ও গৃহত্ব গৃহের বিশেষণ হইয়াছে।) আর "এই ঘরে সংস্কৃত গ্রন্থ নাই"—স্থলে পূর্ব্বোক্ত সকল পদার্থই জ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু—সংস্কৃতত্ব নামে আরও একটি পদার্থ গ্রন্থের বিশেষণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। এবং "শঙ্করাচার্য্য কৃত সংস্কৃত গ্রন্থ নাই" স্থলে "শঙ্করাচার্য্য কৃতত্ব" নামে আরও একটি ধর্ম্ম গ্রন্থের বিশেষণরূপে জ্ঞানে ভাসমান হইয়াছে, যাহা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানদ্বয়ে ভাসে নাই। এস্থলে গৃহাদি দ্বারা (পূর্ব্বোক্ত তিন জ্ঞানেই যে সকল পদার্থ বিষয় হইয়াছে তাহাদের দ্বারা) কথিত জ্ঞানত্রয়ের বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করা অসম্ভব। কারণ—কথিত তিন জ্ঞানই গৃহাদিকে আকর্ষণ করিয়াছে। অতএব—"নির্ব্বিশেষণ গ্রন্থত্ব" "সংস্কৃতত্ব সমবহিত গ্রন্থত্ব" এবং "শঙ্করাচার্য্য কৃতত্ব ও সংস্কৃতত্ব সমবহিত গ্রন্থত্ব" এই তিনটি ধর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানত্রয়ের বৈলক্ষণ্য সম্পাদক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কথিত ধর্ম্মত্রয় পূর্ব্বোক্ত অভাবত্রয়ের বৈলক্ষণ্য সম্পাদক হইলেও কোনটিই অভাবের সাক্ষাৎ বিশেষণ নহে। প্রতিযোগীর সাক্ষাৎ বিশেষণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা প্রতিযোগীর ভেদ সাধক নহে। কারণ—প্রত্যেক প্রতিযোগীর গুণাদি দ্বারাই তাহাদের পরস্পর ভেদ সাধিত হইয়াছে। অপিচ—প্রত্যেক অভাবের সকল প্রতিযোগীই গ্রন্থত্বাদি-ধর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা দ্বারা প্রতিযোগীর পরস্পর ভেদ (শঙ্করাচর্য্য কৃত একখানা সংস্কৃত গ্রন্থে তৎকৃত অন্য সংস্কৃত গ্রন্থের ভেদ) গৃহীত হয় না। সুতরাং প্রতিযোগীর ভেদ সাধক বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অতএব গ্রন্থাভাবের সমুদায় প্রতিযোগিস্থিত প্রতিযোগিতারই ভেদক (সংস্কৃত গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতার ভিন্নত্ব প্রতিপাদক) গ্রন্থত্ব ইহা অনিচ্ছায় ও অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই ভেদকের নামই—অবচ্ছেদক। অব+ছিদ্ ধাতুর অর্থ—পৃথক্ করা, ও ণ্বুল্ প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তা। সুতরাং "যে পদার্থ যাহাকে পৃথক্ করে, সে তাহার অবচ্ছেদক," ইহা ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থ দ্বারাই লাভ হইল। গ্রন্থত্ব জগতের যাবৎ গ্রন্থে আছে, গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতাও

যাবৎ গ্রন্থে আছে, অতএব গ্রন্থত্ব গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল। গ্রন্থত্বই গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতাকে অন্য পদার্থে থাকিবার অবকাশ দিতেছে না। যে ধর্ম্ম যাহার সমান স্থানে থাকিয়া তাহার পরিচায়ক হয় সে তাহার অবচ্ছেদক। কথিত নিয়মে সংস্কৃত গ্রন্থাভাবের ও শঙ্করাচার্য্য কৃত সংস্কৃত গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতার ভেদ সংস্কৃত গ্রন্থত্ব ও শঙ্করাচার্য্য কৃত সংস্কৃত গ্রন্থত্ব দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত অভাবত্রয়ের প্রতিযোগিতাত্রয়ের অবচ্ছেদক—গ্রন্থত্ব, সংস্কৃতত্ব সমবহিত গ্রন্থত্ব, এবং শঙ্করাচার্য্য কৃতত্ব ও সংস্কৃতত্ব সমবহিত গ্রন্থত্ব এই তিনটি বিভিন্ন ধর্ম্ম হওয়ায় অভাবের প্রতিযোগীর সহিত বিরোধিতা কল্পনারও সুযোগ ঘটিয়াছে। যে অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে হয়, (অবচ্ছেদক ধর্ম্ম যাহার উপরে থাকে) সেই বস্তুটী যেখানে থাকে, সেখানে সেই অভাব থাকে না। অতএব—সেখানে সেইরূপে সেই বস্তুটী জ্ঞাত হইলে আর তাহার অভাব জ্ঞান হয় না; ইহা অনুভব সিদ্ধ। যে ঘরে একখানা মাত্র গ্রন্থ আছে সেখানেও "গ্রন্থ নাই" অভাব থাকে না ও তাহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। কারণ—গ্রন্থাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক গ্রন্থত্বাবচ্ছিন্ন (গ্রন্থত্বের আধার) সেই ঘরে আছে। কিন্তু যে ঘরে কেবল বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ আছে ও তাহার নিশ্চয় আছে,সেখানে সংস্কৃত গ্রন্থাভাব আছে ও "সংস্কৃত গ্রন্থ নাই" এইরূপ যথার্থ জ্ঞান হইবে। যেহেতু—কথিত অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সংস্কৃতত্ব সমবহিত গ্রন্থত্বের অধিকরণ সংস্কৃত গ্রন্থ সেই ঘরে নাই ও তাহার নিশ্চয় নাই। ফল কথা—অভাবের প্রতিযোগীর অংশে যে সকল ধর্ম্ম ভাসমান হয়, সেই সকল ধর্ম্মের আশ্রয় যেখানে থাকে সে খানে অভাব থাকে না, এবং সে সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ের জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে সেইরূপে তাহার অভাব জ্ঞান হয় না।

প্রতিযোগিতার ন্যায় প্রকারতা, বিশেষ্যতা, উদ্দেশ্যতা, বিধেয়তা, আধেয়তা, অধিকরণতা, প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি পদার্থ নিচয়ের এক একটা অবচ্ছেদক আছে। যথা, এই "ঘরে জল আছে" এই জ্ঞানের প্রকারতা জলে আছে, আর "এই ঘরে শীতল জল আছে" এই জ্ঞানের প্রকারতা কেবল শীতল জলে আছে। এখানেও কথিত প্রকারতা দ্বয়ের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ "এখানে আলো আছে" একথা জানা থাকিলে "আলো নিয়ে

এস," এইরূপ প্রয়োগ হয় না, কিন্তু "নীল—আলো আন" প্রয়োগ হয়। সুতরাং "কোন বস্তু আনয়নের অনুমতির প্রতি সমানরূপে সেই বস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চয় প্রতিবন্ধক" একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রতিবন্ধকতা রক্ষা করিতে হইলেই কথিত জ্ঞানদ্বয়ের প্রকারতায় বৈলক্ষণ্য সম্পাদন করিতে হইবে। এখানে কথিত প্রকারতাদ্বয়ের প্রভেদ সম্পাদক "আলোকত্ব ও নীলত্ব সমবহিত আলোকত্ব ভিন্ন কোন ধর্ম্ম জ্ঞানের বিষয় হয় নাই, কাজেই আলোকত্ব' ও "নীলত্ব সমবহিত আলোকত্ব" এই দুইটি ধর্ম্মই কথিত নিশ্চয়দ্বয়ের প্রকারতার অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেই এই গৃহে আলো আনয়নের অনুমতির প্রতি "এতৎ গৃহবিশেষ্যক আলোকত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয় প্রতিবন্ধক, কিন্তু নীলত্ব সমবহিত আলোকত্বাবচ্ছিন্নের আনয়নের প্রতি নহে"। একথা বলিলেই আর কোন গোলমাল থাকিবে না।

এই নিয়মে ঘরে আলো আছে জানা থাকিলে "ঘরে আলো আন" এইরূপ প্রয়োগ হয় না, কিন্তু "এই ঘরে আলো আন" অথবা "এই ঘরে আলো নাই" এইরূপ ব্যবহার হয়। অতএব এতৎত্ব সমবহিত গৃহত্ব ও গৃহত্ব দ্বারা এতৎ গৃহস্থিত বিশেষ্যতা ও গৃহমাত্র স্থিত বিশেষ্যতার ভেদ সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলেই বিভিন্নরূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনার সুযোগ ঘটিবে।

প্রদর্শিত রীতি অনুসারে উদ্দেশ্যতা, বিধেয়তা, প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতির পার্থক্য প্রতিপাদন কল্পে তাহাদেরও অবচ্ছেদক এক একটা ধর্ম্ম স্বীকার করিতে হইবে।

২১। অবচ্ছেদকতা।

যেমন প্রতিযোগীর ধর্ম্ম প্রতিযোগিতা সেইরূপ যে পদার্থ অবচ্ছেদক হয় তাহার ধর্ম্ম অবচ্ছেদকতা। যেখানে একটি ধর্ম্ম অবচ্ছেদক হয় সেখানে একটিতেই অবচ্ছেদকতা থাকে, দুইটি বা ততোধিক পদার্থ অবচ্ছেদক হইলে সকলের উপরে একটি অবচ্ছেদকতা থাকে। স্থল বিশেষে অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক ও স্বীকার্য্য, ইহা অন্যত্র বিবেচ্য।

২২। অবচ্ছিন্ন। অব+ছিদ্+ক্ত।

অব+ছিদ্-ধাতু, ক্ত-প্রত্যয়ে অবচ্ছিন্ন পদ নিষ্পন্ন; যাহার অবচ্ছেদ করা হয় (যাহাকে বিভক্ত করা হয়) তাহাকে অবচ্ছিন্ন বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে গ্রন্থত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন গ্রন্থ ও গ্রন্থস্থিত প্রতিযোগিতা। কারণ—গ্রন্থত্ব দ্বারাই গ্রন্থকে ও তত্রত্য প্রতিযোগিতাকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্‌ভাবে জানা যাইতেছে। ইহা অন্য কোন ধর্ম্ম দ্বারাই সম্ভাবনীয় নহে। এবং গ্রন্থ মাত্র স্থিত আধেয়তা প্রভৃতিও গ্রন্থত্ব দ্বারাই সংস্কৃত গ্রন্থ মাত্র স্থিত আধেয়তা প্রভৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হয়, সুতরাং আধেয়তাদি ও গ্রন্থত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন। এই নিয়মে প্রতিবধ্যতা প্রভৃতিও যে কোন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন।

২৩। নিরূপক। নি+রূপ+বুণ্।

যাহা দ্বারা যাহার নিরূপণ করা হয়, সে তাহার নিরূপক হয়। যথা—অভাব দ্বারা প্রতিযোগিতার নিরূপণ করা হয়, সুতরাং অভাব প্রতিযোগিতার নিরূপক। (অভাব না থাকিলে প্রতিযোগিতা থাকিত না) এবং আধেয় দ্বারা অধিকরণতার ও অধিকরণ দ্বারা আধেয়তার নিরূপণ করা হয়, কাজেই আধেয়তার নিরূপক অধিকরণ ও অধিকরণতার নিরূপক আধেয় হইয়াছে। এই নিয়মে প্রতিবধ্যতার নিরূপক প্রতিবন্ধক ও প্রতিবন্ধকতার নিরূপক প্রতিবধ্য ইত্যাদি।

২৪। নিরূপিত। নি+রূপ্+ইট্+ক্ত।

নিরূপক থাকিলেই নিরূপিত অবশ্যম্ভাবী। যাহার নিরূপণ করা হয় তাহাকে নিরূপিত বলে। যথা—অভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতা, আধেয় নিরূপিত অধিকরণতা ইত্যাদি। স্থল বিশেষে পরস্পর নিরূপিত হইয়া থাকে। যথা—আধেয়তা নিরূপিত অধিকরণতা, ও অধিকরণতা নিরূপিত আধেয়তা; প্রকারতা নিরূপিত বিশেষ্যতা ও বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকারতা, প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতা, ও প্রতিবন্ধকতা নিরূপিত প্রতিবধ্যতা, অবচ্ছেদকতা নিরূপিত প্রতিযোগিতা বা প্রকারতা এবং প্রকারতা বা প্রতিযোগিতা নিরূপিত অবচ্ছেদকতা ইত্যাদি। এই নিয়মে উদ্দেশ্যতা বিধেয়তা প্রকারিতা বিশেষ্যিতা প্রভৃতিও পরস্পর নিরূপিত হয়। (এসকল পদার্থকে পরস্পর নিরূপকও বলা যায়। যথা—আধেয়তা নিরূপক অধিকরণতা ইত্যাদি) কথিত অভাব ও প্রতিযোগিতা, আধেয় ও অধিকরণতা, প্রকারতা ও বিশেষ্যতা প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধের নাম নিরূপ্য নিরূপক ভাব (নিশ্চেয় নিশ্চায়কভাব) সম্বন্ধ। যে দুই পদার্থের অন্য কোন অনুগত (সংযোগাদির) সম্বন্ধেরসম্ভব নাই, অথচ

পরস্পরের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুভব হয়, (ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে অধিকরণতার জ্ঞান হইলে আধেয়তা মনে পড়িত না,) এবং একটির পরিচয় না পাইলে অপরটির পরিচয় পাওয়া সুকঠিন হয়, তাহাদেরই পরস্পর নিরূপ্য নিরূপক সম্বন্ধ অঙ্গীকার করা হইয়াছে। যথা—আধেয়তা অধিকরণতা প্রভৃতি।

২৫। অবচ্ছেদক সম্বন্ধ।

প্রতিযোগিতা, আধেয়তা, প্রকারতা প্রভৃতির অবচ্ছেদক যেমন এক একটা ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ এক একটা সম্বন্ধও আছে। যথা,—এই লাল কাপড় খানা সাদা তন্তুর উপরে আছে। এখানে ঐ কাপড় রক্ত বর্ণ তন্তুতে ও সমবায় সম্বন্ধে আছে। কারণ—রক্ত বর্ণ তন্তু তাহার অবয়ব, (যে কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হয় তাহাকে অবয়ব বলে) অবয়বে অবয়বী সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এস্থলে সাদা তন্তুর উপরে কাপড় থাকিলেও সমবায় সম্বন্ধে নাই; এবং রক্তবর্ণ তন্তুতে সংযোগ সম্বন্ধে নাই। সুতরাং উভয়ত্রই কাপড়ের অভাব আছে, কিন্তু কোথাও সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে অভাব নাই। যেহেতু—অভাবের সম্বন্ধ সংযোগাদি নহে, অভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। (যেখানে কাপড়ের অভাবের প্রত্যক্ষ হয় তথায় সংযোগাদি সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধি হয় অধিকরণের, অতএব অভাবের স্বরূপ, অর্থাৎ অধিকরণ স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে) কাজেই কথিত অভাবদ্বয় উভয়ত্রই স্বরূপ সম্বন্ধে থাকায় তাহা দ্বারা তাহাদের প্রভেদ সাধন করা অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত রক্ত বস্ত্রে বর্ণিত অভাবদ্বয়ের স্বতন্ত্র দুইটি প্রতিযোগিতা আছে বটে, কিন্তু তাহারা স্বয়ং নিজ পরিচয় দানে অসমর্থ, সুতরাং অন্যের পরিচয় দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভাবনীয় নহে। অপিচ এই উভয় প্রতিযোগিতারই অবচ্ছেদক ধর্ম্ম রক্তত্ব সমবহিত বস্ত্রত্ব, অতএব তাহা দ্বারাও অভাবদ্বয়ের বা তাহাদের প্রতিযোগিতাদ্বয়ের পার্থক্য প্রতিপাদন করা অসম্ভব, সুতরাং কথিত অভাবদ্বয়ের ভেদ সাধক প্রতিযোগিতাদ্বয়কে সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা বিভক্ত করিতে হইবে। এই নিয়মে বিভক্ত করার প্রয়োজন এই যে,—"এই ঘরে পুস্তক নাই" এই অভাব জ্ঞানের পূর্ব্বে "এখানে পুস্তক থাকিলে দেখিতাম" এইরূপ একটা আরোপ (জ্ঞান) হইয়া থাকে। অন্যথা অন্ধকার ঘরেও পুস্তকাদির অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া যাইত। এই আরোপ

জ্ঞানের পূর্ব্বে প্রতিযোগীর (পুস্তকাদির) যে কোন স্থানে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নতুবা যিনি যে বস্তু চিনেন না বিবিধ বস্তু (পরিচিত ও অপরিচিত) বিশিষ্ট গৃহে সেই বস্তু নাই বলিয়া তিনি ব্যবহার করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবহার হয় না। কথিত আরোপ ও একটা সম্বন্ধ অবলম্বনে হইয়া থাকে, যথা—এই সাদা তন্তুতে রক্ত বস্ত্র সংযোগ সম্বন্ধে থাকিলে প্রত্যক্ষ হইত। এই আরোপের অবলম্বনেই সাদা তন্তু রাশিতে রক্ত বস্ত্রের অভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আরোপে সম্বন্ধ সংশ্লেষ না থাকিলে রক্ত বস্ত্রের অবয়ব রক্ত তন্তুতে ও "সংযোগ সম্বন্ধে-রক্তবস্ত্র নাই" এই ব্যবহার হইত না। যেহেতু—সেখানে সমবায় সম্বন্ধে রক্ত বস্ত্র আছে। কাজেই সংযোগাদির অবলম্বন ব্যতিরেকে আরোপের সম্ভাবনা নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত আরোপে যে সম্বন্ধে প্রতিযোগীর জ্ঞান হওয়ার পরে যে অভাব জ্ঞান হয়, সেই অভাবের প্রতিযোগিতার সেই সম্বন্ধই অবচ্ছেদক হয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।

কথিত নিয়মে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও সংসর্গ স্বীকার করায় প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব কল্পনার (কোন জ্ঞান প্রতিবধ্য হইবে আর কিরূপ নিশ্চয় তাহার প্রতিবন্ধক হইবে, তাহার নিয়ম করার) সুযোগ ঘটিয়াছে। প্রকৃত স্থলে "সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রক্ত পটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবের অধিকরণ রক্ত তন্তু, ও সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রক্ত পটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের অধিকরণ সাদা তন্তু রাশি" এইরূপ যথার্থ ব্যবহার হইবে।

প্রতিযোগিতার ন্যায় আধেয়তা, বিধেয়তা, প্রকারতা প্রভৃতির অবচ্ছেদক এক একটা সম্বন্ধ আছে, অতএবই "সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা নিরূপক অধিকরণ রক্ত তন্তু ও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন রক্ত পটত্বাবচ্ছিন্ন আধেয়তা নিরূপক অধিকরণ সাদা তন্তু" এই নিয়মে ব্যবহার হয়। প্রকারতা বিধেয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম অনুসরণীয়। প্রকারতা প্রভৃতির অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকারের যুক্তিএই যুক্তির অনুরূপ। বিশেষ্যতা, অধিকরণতা,উদ্দেশ্যতা প্রভৃতির অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, প্রকারতাদির অবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারাই সকল দোষের পরিহার হয়। এস্থলে বৈপরীত্যাবলম্বন করিলে অত্যন্ত গৌরব হয়, ইহাও বিবেচ্য বটে; কিন্তু দুরূহত্ব নিবন্ধন পরিত্যক্ত হইল।

২৬। প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাবের নিয়ম।

ঘরে জল আছে নিশ্চয় থাকিলে "ঘরে জল নাই" নিশ্চয়—জ্ঞান হয় না, ও "ঘরে জল আছে কি না সংশয় হয় না" এবং "ঘরে জল নাই" নিশ্চয় থাকিলে পূর্ব্বোক্ত সংশয় ও "ঘরে জল আছে" নিশ্চয় হয় না। অতএব বলিতে হইবে—গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত জলাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি বুদ্ধির প্রতি, গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয়ত্বরূপে, ও কথিত বিশেষ্যতা নিরূপিত জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি বুদ্ধির প্রতি, কথিত বিশেষ্যতা নিরূপিত জলাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা। (নিশ্চয় প্রতিবন্ধক) ভাবের নিশ্চয় ও অভাবের নিশ্চয় পরস্পর প্রতিবন্ধক হয় বটে, কিন্তু সংশয় কেবল প্রতিবধ্য হয়, (নিশ্চয় থাকিলে সংশয় হয় না) প্রতিবন্ধক হয় না। (সংশয় থাকিলেও সংশয় বা নিশ্চয় হয়) "গৃহে জল আছে কি না" এই সংশয়ে গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা থাকায় "গৃহে জল নাই নিশ্চয়ের, ও কথিত বিশেষ্যতা নিরূপিত জলাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা থাকায় "গৃহে জল আছে" নিশ্চয়ের প্রতিবধ্য হইল। বলা বাহুল্য—কথিত সংশয় জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালী ও জলাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত কথিত বিশেষ্যতাশালী হইয়াছে। জগদীশের মতে সংশয়ের উভয় প্রকারতা নিরূপিত গৃহত্বাবচ্ছিন্ন এক বিশেষ্যতা, আর গদাধর ভট্টাচার্য্যের মতে বিশেষ্যতাদ্বয় ইহাতে ফলের বিশেষ বৈষম্য নাই। গুরুত্ব নিবন্ধন এবিষয়ের আলোচনা করা গেল না।

এই গেল প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাবের সাধারণ কথা। এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ আছে, যথা—"ঘরে জল আছে" এই নিশ্চয় থাকিলে ও "এই ঘরে জল নাই" জ্ঞান হইবে, কিন্তু "এই ঘরে জল আছে" নিশ্চয় থাকিলে "ঘরে জল নাই" জ্ঞান হইবে না। কারণ—"ঘরে জল আছে" নিশ্চয় জগতের সকল গৃহকে বিষয় না করিয়াও হইতে পারে, ঐ নিশ্চয় যে ঘরকে বিষয় করে নাই সেই ঘরকে অবলম্বন করিয়া "এই ঘরে জল নাই" জ্ঞান হইবে। কিন্তু—"এই ঘরে জল আছে" নিশ্চয় বিশেষরূপে সম্মুখীন ঘরকে বিষয় করিলে ও গৃহে তাহার বিষয়তা অব্যাহত ভাবেই আছে, সুতরাং সামান্যরূপে "ঘরে জল নাই" জ্ঞান হইবে না। অতএব বলিতে হইবে—গৃহত্বাবচ্ছিন্ন গৃহত্বের ইতর ধর্ম্মা

বচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি জলাদির অভাব বুদ্ধির প্রতি গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি জলাদি নিশ্চয় প্রতিবন্ধক; আর, এতত্ব সমবহিত গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি জলাভাব জ্ঞানের প্রতি এতত্ব সমবহিত গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি জলাদির নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। "এই ঘরে জল আছে" এই নিশ্চয়ে গৃহত্বের ইতর (ভিন্ন) এতত্ব বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ রহিল না। ফল কথা—প্রতিবধ্যের দিগে (প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক বিশেষ্যতা) ইতর ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে, আর প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বিশেষ্যতায় প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ দিতে হইবে।

এবং "এই ঘরে জল আছে" নিশ্চয় থাকিলে "এই ঘরে শীতল জল নাই," জ্ঞান হয়, কিন্তু "এই ঘরে শীতল জল আছে" নিশ্চয় থাকিলে "এই ঘরে জল নাই" জ্ঞান হয় না, অতএব বলিতে হইবে—জলত্বাবচ্ছিন্ন জলত্বের ইতর ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি বুদ্ধির প্রতি, জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয় প্রতিবন্ধক; (প্রতিবন্ধক কোটিতে জলত্বের ইতর ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন বলিলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে) আর শীতলত্ব সমবহিত জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি বুদ্ধির প্রতি, শীতলত্ব সমবহিত জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। এখানেও প্রতিবধ্যের দিগে ইতর ধর্ম্মানবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ দিতে হইবে, কিন্তু প্রতিবন্ধক দলে প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক প্রকারতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রকারতার প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যথা—"ঘরে শীতল জল নাই" এই জ্ঞানের প্রতি "ঘরে উষ্ণজল আছে" এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হইতে পারে। এবং "সংযোগ সম্বন্ধে জল নাই" বুদ্ধির প্রতি "সমবায় সম্বন্ধে জল আছে" নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয় না, কিন্তু "সংযোগ সম্বন্ধে জল আছে" নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয়। অতএব বলিতে হইবে—"সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি বুদ্ধির প্রতি সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতিবন্ধকতা ভ্রম নিশ্চয়েও আছে। মহিষে 'গো'ভ্রম হইলে এইটি গো নহে এইরূপ যথার্থ জ্ঞান হয় না। কথিত নিয়মে সর্ব্বত্রই প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব আছে। এই প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব লইয়াই হেত্বাভাসাদি সূক্ষ্ম বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে, অতএব এই বিষয়টা জটিল হইলেও বলিতে

বাধ্য হইলাম। এসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার উপরেও অনেক কথা আছে সে সকল কথার অবতারণা করিলে বক্তব্য অত্যন্ত বিস্তৃত ও জটিলতর হইয়া পড়িবে, তাই ক্ষান্ত রহিলাম। হেত্বাভাস প্রকরণে অনেক কথা জানা যাইবে।

২৭। পর্য্যাপ্তি পরি+আপ্+ক্তি।

পরি—সর্ব্বতোভাবে আপ্তির (যে সম্বন্ধ প্রত্যেকে থাকে না সকলের উপরে থাকে তাহার) নাম পর্যাপ্তি সম্বন্ধ। "অগ্নি ও জল উভয় নাই" এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক উভয়ত্ব পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অগ্নি ও জল উভয়ে থাকে, প্রত্যেকে থাকে না। যে ঘরে কাগজ আছে, লেখনী নাই, সেখানে "কাগজ কলম উভয় নাই" ব্যবহার হয়। পর্য্যাপ্তি স্বীকার না করিলে অথবা উভয়ত্বাদির প্রত্যেক অধিকরণে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তাহার ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যেখানে আছে বলিয়া জানা থাকে, সেখানে অভাব জ্ঞান হয় না। কথিক উভয়ত্ব পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে কাগজে থাকিলে উভয়ত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ কাগজ ঘরে আছে জানা থাকায় পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার হওয়া সুকঠিন হইয়া দাড়াইবে। "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সকল অধিকরণ যেখানে আছে বলিয়া নিশ্চয় থাকে, সেখানে অভাব জ্ঞান হয় না," একথা বলিলেও চলিবে না। কারণ,—তাহা হইলে যেখানে "লেখনী আছে" এইরূপ নিশ্চয় আছে, সেখানেও "লেখনী নাই" জ্ঞান হইয়া যাইতে পারে। যেহেতু—লেখনীর অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক লেখনীত্বের অধিকরণ সকল লেখনী কোথাও নাই। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—কথিত উভয়াভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যেখানে আছে বলিয়া জানা আছে সেখানে উভয়ের অভাব জ্ঞান হয় না। উভয়ত্ব কাগজে থাকিলে যেখানে কাগজ মাত্র আছে সেখানে কাগজ কলম উভয়াভাব জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং উভয়ত্বের এমন একটা সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক, "যে সম্বন্ধে উভয়ত্ব উভয়েই থাকে প্রত্যেকে থাকে না" সেই সম্বন্ধের নাম পর্য্যাপ্তি। পর্য্যাপ্তি স্বীকার করিলে কথিত অনুপপত্তির লেশ মাত্রও থাকিবে না। অনেকত্ব ত্রিত্ব প্রভৃতি পদার্থও পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে।

২৮। অন্যতর।

অন্যতর শব্দ দুইটির যে কোন একটিকে বুঝায়; "জল এবং দুগ্ধের অন্যতর

পানে পীপাসা নিবৃত্তি হয়," এস্থলে জল ভিন্ন ও দুগ্ধ ভিন্ন যে সকল পদার্থ, তৎসমুদায় ভিন্ন জল এবং দুগ্ধ। যে দুইটি পদার্থকে অন্যতরস্বরূপে ব্যবহার করা যাইবে, সেই দুই পদার্থ ভিন্ন যে সকল পদার্থ, তত্তাবৎ ভিন্নই সেই অন্যতর। যেখানে উভয়টি থাকে সেখানেও অন্যতরের সত্তা আছে। যেখানে একটি থাকে সেখানেও অন্যতরের অভাব থাকে না।

২৯। অন্যতম।

তিনটি বা ততোধিক বস্তুর যে কোন একটি অন্যতম পদ প্রতিপাদ্য। যথা "রাম, শ্যাম, হরি ইহাদের যে কোন একজনকে চাই" এই অর্থে "রাম, শ্যাম, হরির অন্যতমকে চাই"এইরূপ ব্যবহার হয়। এখানে "রাম ভিন্ন, শ্যামভিন্ন ও হরি ভিন্ন যে সকল পদার্থ তত্তাবৎ ভিন্নকে অন্যতম শব্দ বুঝাইয়াছে। যেখানে দুইটি বা তিনটিই আছে সেখানেও অন্যতম আছে। অন্যতমের একটি মাত্রও যেখানে আছে সেখানে অন্যতমাভাব থাকে না।

৩০। সংযোগ। সম্+যুজ্+ঘঞ্।

দুইটি দ্রব্যের পরস্পর মিলনের নাম সংযোগ। মিলন জিনিস্‌টা হাত বা কলম নহে। ইহাদের অতিরিক্ত গুণ পদার্থ। যেখানে যুতসিদ্ধি (পরস্পর সম্বন্ধ শূন্য হইলেও বস্তুদ্বয়ের অস্তিত্ব) থাকে সেখানেই সংযোগ সম্বন্ধ। "আমার হাতে কলম আছে" এস্থলে হাত হইতে কলম ফেলিয়া দিলে সংযোগ নষ্ট হইল বটে, কিন্তু হাতের বা কলমের কোন ক্ষতি বা রূপান্তর ঘটিল না, সুতরাং হাত ও কলমের সম্বন্ধ সংযোগ। এই সংযোগের প্রতিযোগী কলম ও অনুযোগী হাত। হাতে সংযোগ সম্বন্ধে কলম আছে বলিয়া হাত আধার ও কলম আধেয়। আধারাধেয় ভাব ও অনুযোগি প্রতিযোগিভাব অনুভব সিদ্ধ। স্থল বিশেষে পরস্পর অনুযোগি প্রতিযোগি ব্যবহারও ক্ষতিকর হয় না, যথা—মেষদ্বয়ের সংযোগ। অন্যান্য স্থলে ও অনুযোগি প্রতিযোগি ভাবের এই নিয়মই অনুসরণীয়।

৩১। সমবায়। সম্+অব+ই+ঘঞ্।

সম্যক্ প্রাপ্তির নাম সমবায়। যে প্রাপ্তি সম্মিলিত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অন্ততঃ একটির বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে তাহাকেই সম্যক্ প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। ফল কথা—যেখানে পূর্ব্বোক্ত যুতসিদ্ধি নাই সেখানের সম্বন্ধই

সমবায়। এই কাগজখানার বর্ণ—সাদা, এস্থলে কাগজের সহিত শুক্ল-বর্ণের সম্বন্ধ সমবায়। কাগজও সাদা—রং থাকা পর্য্যন্ত এই উভয়ের সম্বন্ধ সমবায় ও অব্যাহতভাবে থাকিবে। এবং মনুষ্যত্ব মানুষে সমবায় সম্বন্ধে মানুষ থাকা পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। সমবায়-নিত্য, অনিত্য, এক, অনেক প্রভৃতি বিবিধ মত আছে, সেগুলির আলোচনা করিবার অবসর আমাদের এখানে নাই, আপাততঃ সমবায়ের একত্ব ও নিত্যত্ব নিয়াই অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে আমরাও তাহাই গ্রহণ করিলাম। (সমবায় বাদে অন্যান্য অনেক কথা প্রকটিত হইবে।)

সমবায় সম্বন্ধে অবয়বে (তন্তু প্রভৃতিতে) অবয়বী, (বস্ত্রাদি) দ্রব্য মাত্রে গুণ, (রূপাদি) ক্রিয়া, (গমনাদি) জাতি, (মনুষ্যত্বাদি) এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে, জাতি (দ্রব্যত্বাদি) থাকে। সাঙ্খ্য দর্শনে "অবয়ব অবয়বীর অভিন্ন, এবং গুণাদি দ্রব্যের অভিন্ন" বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের মতে সমবায় স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য ও গুণাদির পরস্পর ভেদ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এবং পরস্পরের সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে। অবয়ব ও অবয়বীর এবং গুণ ও গুণীর ভেদাভেদ বিষয়ক সমালোচনা অতি বিস্তৃত ও জটিল, এস্থলে তাহার আলোচনা করিবার অবকাশ নাই, সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।—

কাষ্ঠ, তৃণ, লৌহ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। গৃহ তাহার অবয়ব—কাষ্ঠাদির অভিন্ন হইলে কোন—অবয়বের অভিন্ন হইবে। বিনিগমনা (একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি) না থাকায় সকল অবয়বের অভিন্ন বলিলে এক গৃহই অনেক হইয়া দাড়াইল। কারণ—কাষ্ঠ গৃহে তৃণ গৃহের বা লৌহ গৃহের অভেদ থাকিতে পারে না। যেহেতু—কাষ্ঠাদির পার্থক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এবং পাকা একটা আমে সুগন্ধ, সুমধুর-রস, শীতল—স্পর্শ, ও মনোহর পীতরূপ আছে, সেই আমটা তাহার গুণ—গন্ধ, রস, স্পর্শ, ও রূপের অভিন্ন হইতে গেলে কাহার অভিন্ন হইবে। বিনিগমকাভাব নিবন্ধন সকলের অভিন্ন বলিলে একটি আমই অনেক হইয়া পড়িল। কারণ—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ প্রভৃতি অভিন্ন পদার্থ নহে, অভিন্ন হইলে আম দেখিবা মাত্রই তাহার শীতল স্পর্শ ও সুগন্ধের অনুভব হইত। অপিচ অন্ধ ব্যক্তি আমের রস ও গন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে পারিত না; অথবা আমের মাধুর্য্যাভিজ্ঞ-অন্ধ রসের অভিন্ন—আমের—অভিন্নপীতরূপ

ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। এই প্রকার বিবিধ যুক্তি বলে নৈয়ায়িকেরা অবয়ব ও অবয়বীর এবং গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

৩২। স্বরূপ সম্বন্ধ।

আমার হাতে পুস্তক নাই, এই নাই (অভাব) প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই নাইর সহিত হাতের সংযোগাদি সম্বন্ধ থাকিলে তাহা প্রত্যক্ষ হইত। অতএব সংযোগাদির অতিরিক্ত একটা সংসর্গ স্বীকার করিতে হইবে। সেই সম্বন্ধটা কিরূপ, তাহার বিচারে প্রবর্ত্ত হইলে দেখা যায় যে,—হাতে পুস্তক না থাকিলে কেবল হাত, ও কলম থাকিলে কলম প্রত্যক্ষ হয়। পুস্তকাভাবকে কলম স্বরূপ কল্পনা করা যায় না; যেহেতু—যেখানে কলম নাই সেখানেও পুস্তকের অভাব আছে। অতএব কথিত অভাবকে অধিকরণ (হাত) স্বরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধ ও অধিকরণ (হাত) স্বরূপ বলিতে হইবে; কারণ—এখানে হাত ছাড়া কোন বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে না। আর যদি বল যে—"কথিত অভাব লক্ষ লক্ষ বস্তুতে থাকায় লক্ষ লক্ষ বস্তু স্বরূপ কল্পনা করা অপেক্ষা অতিরিক্ত কল্পনা করাই সঙ্গত, অপিচ যেমন "আমার হাতে পুস্তক আছে" স্থলে হাতের উপর একটা বস্তুর বিদ্যমানতা বুঝায়, সেইরূপ "হাতে পুস্তকের অভাব আছে" কিংবা "পুস্তক নাই" বলিলেও হাতের উপরে স্বতন্ত্র একটি বস্তুর বিদ্যমানতা বুঝা যায়, সুতরাং অভাব পদার্থটা অধিকরণ (হাত) নহে—অতিরিক্ত" তথাপি তাহার সম্বন্ধ অধিকরণ (হাত) ছাড়া কিছুই নহে। এজন্যই ইহার নাম স্বরূপ, অর্থাৎ অধিকরণ স্বরূপ, (অধিকরণের অভিন্ন) বলা হইয়াছে। এবং অভাবত্ব প্রতিযোগিত্ব, অনুযোগিত্ব বিশেষ্যত্ব, প্রকারত্ব, আধেয়ত্ব, অধিকরণত্ব, অবচ্ছেদকত্ব প্রভৃতি (একত্ব, দ্বিত্ব, অণুত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণ ভিন্ন ও দ্রব্যত্ব গুণত্ব মানুষত্বাদি জাতি ভিন্ন) ত্ব প্রত্যয়ান্ত পদ প্রতিপাদ্য প্রায় সকল পদার্থই অধিকরণ স্বরূপ; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধ ও স্বরূপ। এজন্যই ষড়্‌বিধ পদার্থবাদি মহর্ষি কণাদ প্রতিযোগিত্বাদির ও স্বরূপ সম্বন্ধের উল্লেখ করেন নাই। যদি অনুগত প্রতীতি বলে (প্রতিযোগিতাত্বরূপে সকল প্রতিযোগিতার, অভাবত্বরূপে সকল অভাবের জ্ঞান হয় বলিয়া) কথিত পদার্থ নিচয়কে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহাদের সংসর্গটা স্বরূপ (যে সকল অধিকরণে কথিত পদার্থ নিচয় থাকে, তাহাদের স্বরূপ) বলিয়া

স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষণতা—শব্দ ও স্বরূপ সম্বন্ধকে বুঝায়।

৩৩। তাদাত্ম্য। তদ্+আত্মন্+ষণ্।

সকল পদার্থেরই নিজের সহিত একটা সংসর্গ আছে, তাহা না থাকিলে এক পদার্থ অন্য হইতে পারিত। ঘোড়া হাতী নহে, মানুষ পশু নহে, রাম, শ্যাম নহে, ইত্যাদি স্থলে ঘোড়াতে হাতীর আত্মতা (হাতীর স্বরূপতা, শুণ্ডাদি) থাকিলে ঘোড়া হাতী হইত। তাহা না থাকায়ই ঘোড়া হাতী নহে। হাতীতে হাতীর তদাত্মতা থাকায়ই সে হাতী হইয়াছে। এই সংসর্গের নাম তদাত্মতা বা তাদাত্ম্য, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সকল বস্তুই নিজের সহিত সম্বন্ধী হয়।

৩৪। কালিক। কাল+ইকণ্।

যাবতীয় বস্তুরই কালের সহিত সংসর্গ আছে। যথা—আমি এখন লিখিতেছি, আপনি কথা বলিতেছেন; আর তিনি পড়িতেছেন। এখানে "আমার লিখা, আপনার কথা বলা, ও তাহার পড়া", এই তিনটা ক্রিয়াই এক বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে। লিখা, কথা বলা, পাঠ করা, ইহাদের একটিও দ্রব্য নহে সুতরাং কালের সহিত ইহাদের সংযোগ (গুণ) থাকা অসম্ভব। (গুণ ও ক্রিয়া দ্রব্যে থাকে, গুণ ক্রিয়া বা জাতি প্রভৃতিতে থাকে না,) লিখা, পড়া ও বলা কালে সমবায় সম্বন্ধে থাকারও সম্ভব নাই। কারণ—কালে সমবায় সম্বন্ধে শব্দাদি বিশেষ গুণ থাকে না, (শব্দ আকাশের গুণ) অতএব কালিক নামে স্বতন্ত্র একটা সংসর্গ স্বীকার করিতে হইয়াছে। কালিক সম্বন্ধে কথিত তিনটি পদার্থই এক বর্ত্তমান কালে সম্বন্ধী হইয়াছে; এবং কথিত তিনটি বস্তুই এক বর্ত্তমান কাল দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধী হইয়াছে। যেমন এক সংযোগ দ্বারা দুইটি দ্রব্য পরস্পর মিলিত হয়, সেইরূপ এক বর্ত্তমান কাল দ্বারা লিখা, বলা ও পড়া পরস্পর সম্বন্ধী হওয়ায় ইহারাও পরস্পর (একটিতে অপরটি) কালিক সম্বন্ধে আছে। লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়, যে—যেখানে বিশেষ কোন সংসর্গ থাকে না সেখানে যে পদার্থ দ্বারা সংসর্গ গঠিত হইয়াছে তাহার নামানুসারে সম্বন্ধের আখ্যা হয়। যথা—"বৈবাহিক" (সংসর্গ) যেখানে পত্নীত্ব স্বামিত্ব, শ্বশুরত্ব, জামাতৃত্ব প্রভৃতি বিবাহ ঘটিত বিশেষ সম্বন্ধ নাই সেখানে বৈবাহিক সম্বন্ধ। বিভিন্ন কালীন বস্তু কালিক সম্বন্ধে থাকে না। যথা—আমি এখন লিখিতেছি, আপনি কল্য পাঠ করিয়াছিলেন। এখানে বর্ত্তমান কালে (এখন)

আপনার পাঠ, ও কল্য আমার লিখা কালিক সম্বন্ধে নাই। অপিচ লিখা ও পড়া এই দুইটি ক্রিয়াও পরস্পর কালিক সংসর্গে সম্বন্ধী হয় নাই। যেহেতু— ইহাদের এক-কালের সহিত সংসর্গ নাই।

৩৫। বিষয়তা সম্বন্ধ।

জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন ও দ্বেষ ইহারা যে পদার্থকে আকর্ষণ করে, অথবা যে পদার্থকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় সেই পদার্থই ইহাদের বিষয়। আলো যেমন অন্য পদার্থ অবলম্বনে প্রকাশ পায় জ্ঞানাদিও সেইরূপ অন্য পদার্থ অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পায়, (ইহা অন্যত্র বিবেচ্য) যে পদার্থ জ্ঞানাদির বিষয় হয়, তাহাতে তাহাদের বিষয়তা-রূপ সংসর্গ থাকায় বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানাদি সে সকল পদার্থে থাকে। কারণ—যাহার যে সম্বন্ধ যেখানে থাকে সে তথায় সেই সম্বন্ধে থাকে। এই নিয়মে প্রকারতা, বিশেষ্যতা, বিধেয়তা, উদ্দেশ্যতা, ও অবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধেও জ্ঞানাদি স্বীয় প্রকারীভূত ও বিশেষ্যীভূত প্রভৃতি পদার্থে থাকে।

৩৬। বিষয়িতা সম্বন্ধ।

যাহার বিষয় আছে সে বিষয়ী, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদির বিষয় থাকায় তাহারা বিষয়ী। বিষয়িতা বিষয়ীর ধর্ম্ম, সুতরাং জ্ঞানাদিতে বিষয়ীভূত পদার্থের বিষয়িতা সংসর্গ থাকায় তাহাতে সেই সম্বন্ধে সে সকল পদার্থ থাকে। ‘গৃহে জল আছে” এই জ্ঞানে “গৃহ, জল,” প্রভৃতি পদার্থ বিষয়িতা সম্বন্ধে আছে এবং প্রকারীভূতও বিশেষ্যী ভূত—পদার্থ (রূপবান্—পুরুষ স্থলে রূপ ও পুরুষ) জ্ঞানাদিতে প্রকারিতা ও বিশেষিতা সম্বন্ধে থাকে।

৩৭। প্রতিযোগিতাদি সম্বন্ধ।

উল্লিখিত সম্বন্ধ ছাড়া আরও বহু সম্বন্ধ আছে. সে সকল সম্বন্ধে ও এক পদার্থে অপর পদার্থ সম্বন্ধী হয়। তন্মধ্য কয়েকটিমাত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) জলাভাবে জল প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে থাকে। কারণ—যেমন জলাভাবের প্রতিযোগী জল, সেইরূপ জলের প্রতিযোগী জলাভাব। যে হেতু— যেখানে জল আছে সেখানে “জলাভাব নাই” ব্যবহার হয়। এই জলাভাবের “নাই-ই” (অভাবই) জল। অতএব জলাভাবে জলের, ও জলে জলাভাবের প্রতিযোগিতা—সম্বন্ধ থাকায় জলে জলাভাব, ও জলাভাবে জল প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আছে।

(খ) "জল"— শব্দটি "জল" পদার্থে বাচ্যতা সম্বন্ধে ও জল—পদার্থ "জল" শব্দে বাচকতা সম্বন্ধে থাকে। যে হেতু—জল-শব্দ বাচক ও জল-পদার্থ বাচ্য। এই নিয়মে সকল শব্দই নিজ নিজ অর্থে বাচ্যতা সম্বন্ধে ও সকল অর্থ স্ব স্ব প্রতিপাদক পদে বাচকতা সম্বন্ধে থাকে। সকল পদের ও অর্থেরই বাচ্য বাচক ভাব আছে।

(গ) আধেয়তা সম্বন্ধে অধিকরণ (গৃহাদি) আধেয়ে, (অশ্বাদিতে), নিরূপকত্ব সম্বন্ধে "প্রতিযোগিতা অভাবে" ও নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে অভাব প্রতিযোগিতাতে সম্বন্ধী হয়। এবং প্রতিযোগিতা, বিশেষ্যতা, প্রকারতা, বিধেয়তা, উদ্দেশ্যতা প্রভৃতি পদার্থ ও নিজ নিজ অবচ্ছেদকতাতে, এবং সে সকল অবচ্ছেদকতা ও প্রতিযোগিতা প্রভৃতিতে নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধী হয়। ইহা ছাড়া বিশেষ্যতা ও প্রকারতা, অধিকরণতা ও আধেয়তা, এবং উদ্দেশ্যতা ও বিধেয়তা প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধী হয়। এই সকল পদার্থের সম্বন্ধের নাম নিরূপ্য নিরূপক-ভাব-সম্বন্ধ। কথিত নিয়মে (সর্ব্বত্রই) যে পদার্থে যে পদার্থের যে সম্বন্ধ থাকে, সেই সম্বন্ধে সে তথায় সম্বন্ধী হয়। বর্ণিত সম্বন্ধ নিচয়ের মধ্যে সংযোগ, সমবায় ও স্বরূপ মাত্রই বৃত্তিনিয়ামক, আর তাদাত্ম্য প্রভৃতি অন্যান্য সংসর্গ বৃত্ত্য নিয়ামক, বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে আধার আধেয় ভাব নাই, সম্বন্ধিতা মাত্র আছে।

৩৮। পরম্পরা সংসর্গ।

পরম্পরা সংসর্গের সাধারণ লক্ষণ বলা হইয়াছে। এখানে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। যথা, দশরথ, সীতার শ্বশুর, এস্থলে সীতার স্বামি রামের পিতা "দশরথ,' এই—অর্থ বুঝায়। এই শ্বশুরত্ব সংসর্গটি "স্বামিত্ব" "রাম" ও "জনকত্ব" এই তিনটি বস্তু দ্বারা গঠিত। এই তিনটীর যে কোন একটি অপরিচিত থাকিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান হইত না। এবং "অভিমন্যুর মাতুল শ্রীকৃষ্ণ" এস্থলে – জনকত্ব, (স্ত্রীত্ব সমানাধিকরণ) সুভদ্রা, জনকত্ব, বসুদেব, জন্যত্ব (পুংত্ব সমানাধিকরণ) এই পাঁচটি বস্তু দ্বারা মাতুলত্ব সম্বন্ধ গঠিত হইয়াছে। এই পাঁচটির যে কোন একটি অন্ততঃ সামান্যরূপেও জ্ঞাত না হইলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান হইত না। এই নিয়মে জামাতা, পিসা, প্রভৃতি স্থলেও বিশেষভাবে পদার্থ নির্ব্বচন দ্বারা সংসর্গ গঠিত হইয়াছে।

সংযোগাদি দ্বারাও কথিত নিয়মে সংসর্গ গঠিত হয়। যথা—"আমি ঘরে বসিয়া লিখিতেছি" এস্থলে আমি ঘরে বসি নাই—"বসিয়াছি গৃহস্থিত বিছানায়" বিছানার সহিত আমার সংযোগ, ও গৃহের সহিত বিছানার সংযোগ আছে, সুতরাং এখানের সম্বন্ধটা আমার সংযোগ, বিছানা ও বিছানার সহিত গৃহের সংযোগ এই তিনটি পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এই পরম্পরা সম্বন্ধের নাম, "স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব" স্ব-আমি, আশ্রয়—বিছানা, আশ্রয়—"গৃহ," তাহাতে আছে—স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব; অতএব "আমি স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে গৃহে বসিয়া লিখিতেছি" এইরূপ অর্থ হইবে। পরম্পরা সম্বন্ধের ঘটক পদার্থ যত অধিক হইবে, সম্বন্ধ ততই দীর্ঘ ও দুর্ব্বল হইবে। যে পরম্পরা সম্বন্ধ বৃত্তি নিয়ামক সংযোগাদি দ্বারা গঠিত তাহা বৃত্তি নিয়ামক, এজন্যই "আমি ঘরে বসিয়া লিখিতেছি"—স্থলে আধারাধেয় ভাব বোধ হইয়াছে। বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ ঘটিত পরম্পরা কদাপি বৃত্তি নিয়ামক হয় না, তাহা দ্বারা সম্বন্ধিত্ব মাত্র বুঝায়।

বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত্বের উদাহরণ দেখান যাইতেছে। যথা—"স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর জ্ঞানী ও ধনী ছিলেন" এস্থলে জ্ঞানের সহিত তাঁহার আধারাধেয় ভাব ছিল বটে, কিন্তু ধনের সহিত তাহা ছিল না ("তিনি ধনের স্বামী ছিলেন" এইরূপ অর্থও করা যায় না, কারণ স্বামিত্ব অর্থে—ইনের বিধান নাই) সুতরাং স্বামিত্ব সম্বন্ধে তিনি ধনের সম্বন্ধী ছিলেন" এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। নিম্নে আরও কয়েকটি পরম্পরা সম্বন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) সামানাধিকরণ্য। দুইটি পদার্থ এক অধিকরণে থাকিলে তাহারা পরস্পর সমানাধিকরণ হয়। (যেহেতু—সেই উভয় পদার্থের অধিকরণ সমান) সমানাধিকরণের ধর্ম্ম সামানাধিকরণ্য, (নিজের অধিকরণ বৃত্তিত্ব, এই সম্বন্ধটা অধিকরণ ও বৃত্তিত্ব দ্বারা গঠিত হইয়াছে) অতএব একের (পীত রূপের) *সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ অন্য* বস্তুতে (সুগন্ধে) *থাকায়, সামানাধিকরণ্য* সম্বন্ধে এক পদার্থে (পীতরূপে) অপর পদার্থ (সুগন্ধ) সম্বন্ধী হইয়াছে।

(খ) স্বাভাববত্ত্ব, যেখানে যে বস্তু থাকে না সেখানে তাহার অভাব থাকায় তাহার স্বাভাববত্ত্ব (স্বাভাব) সম্বন্ধ আছে, সুতরাং স্বাভাববত্ত্ব সম্বন্ধে সেই পদার্থ সেখানে সম্বন্ধী হইয়াছে।

(গ) সামানাধিকরণ বৃত্তিত্ব, নিজের অধিকরণে (গৃহে) স্থিত পদার্থে

(পালঙ্কে) যে বস্তু আছে (যে লোক নিদ্রিত আছে) সেখানে তাহার (গৃহের ভিত্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তির) সমানাধিকরণ বৃত্তিত্ব সম্বন্ধ থাকায় সে সেই সম্বন্ধে তথায় সম্বন্ধী হইয়াছে। (গৃহের ভিত্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তি ও গৃহস্থিত পর্য্যঙ্কে সুপ্ত ব্যক্তিতে সম্বন্ধী হইয়াছে)।

এই নিয়মে "স্বাভাববৎ বৃত্তিত্ব" "স্বজন্য জনকত্ব" "স্বজনক জন্যত্ব" প্রভৃতি বিবিধ—পরম্পরা সম্বন্ধ আছে। কথিত নিয়মেই সেই সকল সম্বন্ধের নির্ব্বচন করিতে হইবে।

যেখানে সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুভব হয়, অথচ কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধের উপলব্ধি হয় না, সেখানেই পরম্পরা সম্বন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৯। ব্যাপ্য বৃত্তি ও অব্যাপ্য বৃত্তি।

ব্যাপ্য বৃত্তি ও অব্যাপ্য বৃত্তি ভেদে সম্বন্ধের আরও এক প্রকার পার্থক্য আছে। যে সম্বন্ধ নিজ অধিকরণ ব্যাপিয়া থাকে, এবং সেই সম্বন্ধে স্থিত পদার্থকেও নিজ অধিকরণে ব্যাপিয়া রাখে, তাহার নাম ব্যাপ্য বৃত্তি। যথা—সমবায়, সমবায় সম্বন্ধ বস্ত্রাদি ব্যাপিয়া আছে, এবং রূপাদিকেও বস্ত্রাদি ব্যাপিয়া রাখিয়াছে। আর যে সংসর্গ নিজ অধিকরণ ব্যাপিয়া থাকে না, অধিকরণের কোনও প্রদেশে থাকে, তাহাকে অব্যাপ্য বৃত্তি সংসর্গ বলে। যথা—সংযোগ; গৃহে অশ্বের সংযোগ আছে বটে, কিন্তু এই—সংযোগ গৃহ ব্যাপিয়া নাই; গৃহের প্রদেশ বিশেষে আছে। যে প্রদেশ ব্যাপিয়া সংযোগ থাকে সেই প্রদেশকে তাহার অবচ্ছেদক বলে। সংযোগ অব্যাপ্য বৃত্তি; স্বাধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগীর নাম অব্যাপ্য বৃত্তি। (নিজের অধিকরণে যাহার অভাব থাকে তাহাকে অব্যাপ্য বৃত্তি বলে) গৃহে অশ্বের সংযোগ ও অশ্ব অব্যাপ্য বৃত্তি হইলে, অশ্ব সংযোগের অভাব, এবং অশ্বের অভাব ও অব্যাপ্যবৃত্তি। কারণ,—গৃহের যে প্রদেশে অশ্বসংযোগ আছে সেই প্রদেশে তাহার অভাব বা অশ্বের অভাব নাই। সুতরাং যে প্রদেশে অশ্ব সংযোগ নাই সেই প্রদেশই অশ্ব সংযোগাভাবের ও অশ্বাভাবের অবচ্ছেদক। অতএব গৃহের কোন প্রদেশাবচ্ছেদে অশ্ব ও তৎ সংযোগ, আর অন্য কোন দেশাবচ্ছেদে অশ্বাভাব ও তৎ সংযোগাভাব আছে। সংযোগ মাত্রই অব্যাপ্য বৃত্তি ও সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্য মাত্র অব্যাপ্য বৃত্তি। দ্রব্যে সংযোগাভাব অব্যাপ্য বৃত্তি, কিন্তু গুণাদিতে অব্যাপ্য বৃত্তি নহে—

ব্যাপ্য বৃত্তি। যেহেতু—গুণাদিতে তাহার (সংযোগাভাবের) অভাব (সংযোগ) নাই। স্বাধিকরণ বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগীর নাম ব্যাপ্য বৃত্তি। (নিজের অধিকরণে যাহার অভাব থাকে না তাহাকে ব্যাপ্য বৃত্তি বলে) ব্যাপ্য বৃত্তি সংসর্গের (সমবায়াদির) ও তৎ সম্বন্ধে স্থিত রূপ, জাতি প্রভৃতির অবচ্ছেদক নাই। যাহার অবচ্ছেদক নাই তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বলে। সংযোগের সংসর্গ সমবায় ব্যাপ্য বৃত্তি হইলেও সংযোগ ব্যাপ্য বৃত্তি নহে। সংসর্গ থাকিলেই সম্বন্ধী থাকিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তাহা থাকিলে বায়ুতেও রূপ থাকিত। "সংসর্গ না থাকিলে সংসর্গী থাকে না" এই নিয়ম সর্ব্ববাদি সম্মত।

কাহারও মতে সংযোগের ন্যায় কালিক সম্বন্ধেও বস্তু মাত্র অব্যাপ্য বৃত্তি। ইহা ছাড়া স্বরূপ, তাদাত্ম্য প্রভৃতি সকল সংসর্গই ব্যাপ্য বৃত্তি, সুতরাং সেই সকল সম্বন্ধে স্থিত পদার্থও ব্যাপ্য বৃত্তি।

৪০। কারণ ও কারণের লক্ষণ।

যে পদার্থের উৎপত্তি নিয়মিত রূপে যে পদার্থের অপেক্ষা করে, (যে বস্তু থাকিলে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, ও না থাকিলে হয় না) সেই পদার্থই তাহার কারণ, কারণ সাধারণতঃ দুই প্রকার—ফলোপধায়ক ও স্বরূপ যোগ্য। যে কারণ ফল উৎপাদন করিয়াছে বা করিতেছে তাহাকে ফলোপধায়ক, আর যে কারণ ফল জন্মায় নাই তাহাকে স্বরূপ যোগ্য কারণ বলে। যে কার্য্যের অব্যবহিত (অতি নিকটবর্ত্তী) পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যের অধিকরণে আছে যে অভাব,(অত্যন্তাভাব) তাহার প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম বিশিষ্ট পদার্থই সেই কার্য্যের কারণ। বৃক্ষচ্ছেদনের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে বৃক্ষে কুঠারের অত্যন্তাভাব না থাকায় (জলাদির অভাব আছে) তত্রত্য অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক কুঠারত্ব—(অবচ্ছেদক জলত্ব) ধর্ম্ম বিশিষ্ট কুঠার ছেদন কার্য্যের কারণ। অন্বয় (কুঠার থাকিলে ছেদনের উপপত্তি) ও ব্যতিরেক (কুঠারের অভাবে ছেদনের অনুপপত্তি)। জ্ঞান দ্বারাই কুঠারে ছেদন কার্য্যের কারণতাজ্ঞান হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থলেও কারণতা জ্ঞানের এই নিয়ম।

স্বরূপযোগ্য কারণতা স্বীকারের যুক্তি এই যে,—যে কুঠার দ্বারা কদাপি ছেদন কার্য্য উৎপন্ন হয় নাই, ছেদন উদ্দেশ্যে সেই কুঠার আনিবার ও ছেদন প্রয়োজনে কুঠার প্রস্তুত করাইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। যদি 'কুঠারমাত্রে

কারণতা না থাকিত তবে তাহা হইত না। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কুঠারস্বরূপে সকল কুঠারেই ছেদনের কারণতা আছে। এই যুক্তি বলেই কুঠারত্বে কারণতার অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ লক্ষণে আরও অনেক কথা বক্তব্য আছে, বিস্তার ভয়ে ক্ষান্ত রহিলাম।

৪১। কারণের প্রকার ভেদ।

কারণ তিন প্রকার, যথা—সমবায়ি—কারণ, অসমবায়ি—কারণ ও নিমিত্ত—কারণ। যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে সমবায়ি কারণ বলে। যথা—বস্ত্র তন্তুতে, শব্দ আকাশে, ও ক্রিয়া শরীরাদিতে সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়, সুতরাং তন্তু প্রভৃতি বস্ত্রাদির সমবায়িকারণ। সমবায়িকারণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিজে সম্বন্ধী হইয়া কারণ হয়। সমবায়ি কারণের অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান অন্যোন্যাভাব দ্বারা হয়। যথা—যাহা তন্তু নহে তাহাতে বস্ত্র উৎপন্ন হয় না, (তাহা বস্ত্ররূপে পরিণত হয় না,) যে আকাশ নহে তাহাতে শব্দ হয় না ইত্যাদি।

যে কারণ সমবায়ি কারণে মাত্র সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য্যের প্রতি হেতু হয় তাহা অসমবায়িকারণ। যথা বস্ত্র-কার্য্যের অসমবায়ি কারণ তন্তুর পরস্পর সংযোগ, কিন্তু তন্তুর সহিত তাতের যে সংযোগ আছে তাহা নহে। কারণ—তাহা বস্ত্রের সমবায়িকারণ ভিন্ন তাতেও আছে। পরমাণুর পরিমাণ দ্ব্যণুকের সমবায়িকারণ পরমাণু মাত্র বৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দ্ব্যণুকের অসমবায়ি কারণ নহে। অসমবায়ি কারণ হইলে দ্ব্যণুক নাশ অসম্ভব হইয়া পড়িবে; এবং আত্মসমবেত অদৃষ্ট ও জ্ঞানাদির অসমবায়ি কারণ হয় না। (এগুলি বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞাতব্য) অসমবায়ি কারণ রূপে পৃথক্ বিভাগের প্রয়োজন এই যে—অসমবায়ি কারণ নষ্ট না হইলে কার্য্য নষ্ট হইবে না এবং অসমবায়ি কারন নষ্ট হইয়া গেলে কার্য্য কখনও থাকিবে না। কিন্তু নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম নাই। সমবায়ি কারণ ও অসমবায়ি কারণ ভিন্ন যে কারণ তাহার নাম নিমিত্ত কারণ। কারণ কলাপের নাম সামগ্রী, সামগ্রী থাকিলে কার্য্য অবশ্যই উৎপন্ন হইবে।

৪২। করণ ও ব্যাপার।

অসাধারণ কারণ অথবা ব্যাপারাশ্রয় কারণই করণ। যাহা কারণ জন্য ও কারণ জন্য কার্য্যের জনক তাহার নাম ব্যাপার। বৃক্ষের সহিত কুঠারের

যে সংযোগ হয় তাহা কুঠার জন্য ও কুঠার জন্য—দ্বিধাকরণের জনক, সুতরাং এস্থলে বৃক্ষ কুঠার সংযোগ—ব্যাপার ও সংযোগাশ্রয় কুঠার করণ।

৪৩। সহকারী। সহ+কৃ+ণিনি।

দুইটি বা ততোধিক পদার্থ সম্মিলিত হইয়া যে কার্য্য উৎপাদন করে, সেই কার্য্যের প্রতি সেই দুই বা ততোধিক পদার্থ পরস্পর সহকারী। যথা—হাত, কালী, কলম, কাগজ প্রভৃতি, ইহারা পরস্পরের সাহায্যে লিখা কার্য্য সম্পাদন করে, ইহাদের যে কোন একটি না থাকিলেই লিখা হয় না সুতরাং লিখারপ্রতি ইহারা পরস্পর সহকারী। কিন্তু কার্য্যান্তরের প্রতি নহে। কারণ—হাত কলম প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে ও গাত্র কণ্ডূয়নাদি কর্ম্মে সমর্থ, এবং কালী প্রভৃতির সাহায্য না নিয়া কাগজ দ্বারা কোন জিনিস ঢাকিয়া রাখা যায়।

তদবচ্ছিন্না সমবধান প্রযুক্ত ফলোপধায়কত্বাভাববৎ স্বাবচ্ছিন্ন সামান্যকই (যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অসমবধানে যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে ফলের উৎপাদনে অসমর্থ সেই ফলের প্রতি সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সহকারী) সহকারিতাবচ্ছেদক। পূর্ব্বোক্ত স্থলে লেখনীত্ব হস্তত্ব প্রভৃতি পরস্পর সহকারিতাবচ্ছেদক, (যেহেতু—লেখনীত্বাবচ্ছিন্ন হস্তত্বাবচ্ছিন্নের সাহায্য ব্যতিরেকেও হস্তত্বাবচ্ছিন্ন লেখনীত্বাবচ্ছিন্নের মুখাপেক্ষী না হইয়া লিখা কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ।) তদবচ্ছিন্ন লেখনী প্রভৃতি পরস্পর সহকারী।

বঙ্গ ভাষায় যে সকল স্থলে সহকারিপদের প্রয়োগ আছে তাহাতে দেখা যায় যে—ইহারা পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্য্যক্ষম, এবং যাহাকে সহকারী বলা হয় তাহার সামর্থ্য আরও একটা প্রধান কারণের সামর্থ্য অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ। যথা—সম্পাদক সহকারি-সম্পাদকের সাহায্য না নিয়াও কাজ করিতে পারেন, এবং সহকারি-সম্পাদক ও সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে অনেক কাজ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। এরূপ অর্থে সংস্কৃত ভাষায় সহকারী পদের প্রয়োগ নাই, যে সকল কারণ যে কার্য্যের প্রতি পরস্পর তুল্য বল তাহারা পরস্পর সহকারী, সহ শব্দের তথাকথিত অর্থ না থাকাই বোধ হয় তাহার কারণ। এরূপ অর্থে অনুকারী বা উপকারীপদের প্রয়োগই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

যে খানে বিভিন্ন জাতীয় কারণ পরস্পরের সাহায্য ছাড়াও কার্য্যক্ষম হয়,

(যথা—কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে, অথবা সূর্য্য কিরণ সমন্বহিত প্রস্তর বিশেষের প্রতিবিম্বে অগ্নির উৎপত্তি হয়,) সে স্থলে সহকারিতা থাকে না। পরন্তু কার্য্য ও কারণের অন্বয় ব্যতিরেক রক্ষার অনুরোধে সেখানে কার্য্যগত একটা বৈজাত্য (পার্থক্য) স্বীকার করিতে হইবে; ইহা শক্তিবাদে বিবেচ্য।

৪৪। প্রতিবন্ধক ও উত্তেজক।

যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থ থাকে না ও যাহার উৎপত্তি হয় না, সে তাহার প্রতিবন্ধক, কারণীভূতাভাব প্রতিযোগিত্ব প্রতিবন্ধকত্ব। (যাহার অভাব কারণ হয় সে প্রতিবন্ধক) আর যে পদার্থ থাকিলে প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কার্য্য জন্মে তাহার নাম উত্তেজক। প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকীভূতাভাব প্রতিযোগীই (যে পদার্থের অভাব বিশিষ্ট পদার্থ প্রতিবন্ধক হয় সেই পদার্থই) উত্তেজক। যথা—সাধ্য নিশ্চয় সত্ত্বে অনুমিতি হয় না, সুতরাং অনুমিতির প্রতি সাধ্য নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে সাধ্য নিশ্চয় সত্ত্বেও অনুমিতি হয়, অতএব ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট সাধ্য নিশ্চয়কে প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে। এস্থলে প্রতিবন্ধক সাধ্য নিশ্চয়াংশে ইচ্ছার অভাব ভাসমান হওয়ায় প্রতিবন্ধকতবচ্ছেদক হইয়াছে। এই অভাবের প্রতিযোগিনী ইচ্ছাই এখানে উত্তেজিকা।

৪৫। অন্যথা সিদ্ধ।

যে কার্য্যের প্রতি যে পদার্থ অবশ্য কৢপ্ত, সেই পদার্থ সেই কার্য্যের কারণ। আর যাহা অবশ্য কৢপ্ত নহে, (কারণান্তরের সমাবেশে যাহার সমাবেশ হইয়া যায়, এবং যাহার অসমাবেশে অবশ্য কল্পনীয় কারণের সঙ্কলন হয় না, অপিচ যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, তজ্জন্য কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না) তাহার নাম অন্যথা সিদ্ধ। অন্যথা সিদ্ধের পাঁচ প্রকার বিভাগ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) যেরূপে (ধর্ম্ম পুরস্কারে) যে কার্য্যের কারণত্ব জ্ঞান হয়, সেই কার্য্যের প্রতি সেইরূপ (ধর্ম্ম) প্রথম অন্যথা সিদ্ধ। যথা—লিখার প্রতি লেখনীর ধর্ম্ম লেখনীত্ব প্রথম অন্যথা সিদ্ধ। যেহেতু—লিখার প্রতি লেখনীতে লেখনীত্বরূপে কারণত্ব জ্ঞান হইয়াছে, বংশদণ্ডত্ব বা লৌহ দণ্ডত্ব রূপে হয় নাই। লেখনীর ন্যায় লেখনীত্বেও লিখার অন্বয় ব্যতিরেক আছে, সুতরাং তাহাকেও কারণ বলা যাইত; এইরূপে কারণ কল্পনা করিতে গেলে কারণের সংখ্যা

বৃদ্ধি পায়, অথচ তাহা না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না, কারণ—লেখনী সংগ্রহ করিলেই লেখনীত্ব আসিয়া পড়িবে, এজন্যই লেখনীত্ব অন্যথা সিদ্ধ (প্রকারান্তরে প্রাপ্ত) বলা হইয়াছে। অন্যান্য অন্যথা সিদ্ধ অপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব এই যে — এই প্রথম অন্যথা সিদ্ধ কার্য্যের প্রযোজক হয়, অন্য কোন অন্যথা সিদ্ধ প্রযোজক হয় না। কারণও প্রথম অন্যথা সিদ্ধই প্রযোজক পদ বাচ্য।

(২) যাহার যে কার্য্যের প্রতি স্বতন্ত্র অন্বয় ব্যতিরেক নাই, নিজের কারণের অন্বয় ব্যতিরেক নিবন্ধন অন্বয় ব্যতিরেক আছে সেই কার্য্যের প্রতি সেই পদার্থ দ্বিতীয় অন্যথা সিদ্ধ; যথা—লিখার প্রতি লেখনীর রূপাদি। রূপের কারণ-লেখনীর অন্বয় ব্যতিরেক প্রযুক্তই লিখার সহিত লেখনীর রূপের অন্বয় ব্যতিরেক আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র নাই।

(৩) কার্য্যান্তরের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব জ্ঞান হওয়ার পরে, যে কার্য্যের প্রতি যে পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বে জ্ঞাত হয়, সেই কার্য্যের প্রতি সেই পদার্থ তৃতীয় অন্যথা সিদ্ধ। যথা—লিখার প্রতি আকাশ। সকল কার্য্যের প্রতিই আকাশ (অবকাশ) কারণ, অবকাশ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। আকাশ-(পদার্থ) শব্দের সমবায়ি কারণত্বে অঙ্গীকৃত হইয়াছে (শব্দ সমবায়ি কারণত্বই আকাশত্ব) সুতরাং অন্য যে কোন কার্য্যের প্রতিই আকাশের কারণত্ব জ্ঞান হউক না কেন, তাহার প্রথমে শব্দের সমবায়ি কারণত্ব জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। আকাশ (অবকাশ) অবশ্য কল্পনীয় নহে (সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান) অতএব ইহাকে অন্যথা সিদ্ধ বলা হইয়াছে।

(৪) যে কার্য্যের কারণের জনকত্ব নিবন্ধন যাহাকে যে কার্য্যের জনক বলা যায়, সেই কার্য্যের প্রতি সেই পদার্থ চতুর্থ অন্যথা সিদ্ধ। যথা—লিখার প্রতি লেখকের পিতা। তিনি লেখককে জন্মাইয়াছিলেন বলিয়াই লিখা হইয়াছে। সুতরাং লিখার কারণ লেখকের জনকত্ব নিবন্ধনই তিনি লিখার কারণ হইয়াছেন।

(৫) কথিত চারি প্রকার অন্যথা সিদ্ধ ভিন্ন অন্যথা সিদ্ধই পঞ্চম অন্যথা সিদ্ধ। যথা—লিখার প্রতি লেখনী সংগ্রাহক প্রভৃতি।

অবশ্যক্লৃপ্ত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি (কোজ করিবার পূর্ব্বে যাহাকে অবশ্যই আয়োজন করিয়া আনিতে হইবে) ভিন্ন যে পদার্থে যে কার্য্যের কথঞ্চিৎ অন্বয় ব্যতিরেক

আছে ও জ্ঞান হয়, সেই কার্য্যের প্রতি সেই পদার্থ অন্যথা সিদ্ধ। ইহা অন্যথা সিদ্ধের সামান্য লক্ষণ, এই লক্ষণ সকল অন্যথা সিদ্ধেই সমন্বিত হইবে।

৪৬। ঘটক।

যে সকল পদার্থ দ্বারা যে পদার্থ ঘটিত (নির্ম্মিত) হয়, তাহারাই তাহার ঘটক। তদ্বিষয়িতা ব্যাপক (নিজের অধিকরণ স্থিত অভাবের অপ্রতিযোগী, অর্থাৎ যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের সত্তা অবশ্যম্ভাবী সেই পদার্থই তাহার ব্যাপক) বিষয়িতাকত্বই ঘটকত্ব। যে পদার্থ জ্ঞাত হইতে গেলে যে সকল পদার্থ জ্ঞাত হইয়া পড়ে তাহারা তাহার ঘটক। ইহাই ঘটক লক্ষণের সরলার্থ। যথা—নারায়ণ শব্দের ঘটক, ন্, আ, র্, আ প্রভৃতি বর্ণ নিচয়। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি বর্ণের জ্ঞান ব্যতিরেকে "নারায়ণ" শব্দের জ্ঞান হয় না।

৪৭। ঘটিত।

যে সকল পদার্থ দ্বারা যে পদার্থ নির্ম্মিত সেই পদার্থ সেই সকল পদার্থ ঘটিত। তদবিষয়ক জ্ঞানের অবিষয়ত্বই ঘটিতত্ব। যে সকল পদার্থকে বিষয় না করিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান যাহাকে বিষয় করিতে পারে না, সেই পদার্থ তাহার ঘটিত। পূর্ব্বোক্ত স্থলে ন্, আ, র্, আ প্রভৃতি বর্ণকে বিষয় না করিয়া—(মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতিকে বিষয় করিয়া) যে জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞান "নারায়ণ" শব্দকে বিষয় করিতে পারে নাই, সুতরাং "নারায়ণ" শব্দটা, ন্, আ, র্, আ প্রভৃতি বর্ণ ঘটিত।

৪৮। দ্রব্য।

গুণাদি দ্বারা বিভিন্ন রূপে জ্ঞায়মান পদার্থের নাম দ্রব্য। দ্রব্য নয় প্রকার, যথা—পৃথিবী (মৃত্তিকা) জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিগ্, আত্মা ও মন।

৪৯। পৃথিবী।

পৃথিবীতে গন্ধ, নীল পীতাদি বিবিধ রূপ, মধুরাদি রস, ও অনুষ্ণ অশীত-স্পর্শ আছে। পরমাণু স্বরূপ পৃথিবী নিত্য ও নিরবয়ব, তদ্ভিন্ন সকল পৃথিবীই অনিত্য ও সাবয়ব। তন্তু প্রভৃতি পার্থিব পদার্থে আপেক্ষিক অবয়ব অবয়বি-ভাব আছে, অর্থাৎ তন্তু পটের অবয়ব আর সূক্ষ্ম তন্তুর অবয়বী; (সূক্ষ্ম তন্তু বৃহৎ তন্তুর অবয়ব) কিন্তু পরমাণু অন্ত্যাবয়ব সে কাহারও অবয়বী নহে। (যে অবয়বীতে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় নাই তাহাকে অন্ত্যাবয়বী বলা যায়) এই অনিত্য অবয়বী পৃথিবীই বিষয় অর্থাৎ উপভোগের সাধন।

নিত্য নিরবয়ব পরমাণু স্বীকারের প্রতি অনুমানই প্রমাণ। অনুমান যথা—"অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা পরিদৃশ্যমান পার্থিব রেণু (পক্ষ) সাবয়ব (অর্থাৎ তাহার একটা অবয়ব আছে) (সাধ্য) যেহেতু—চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্য (হেতু) যথা পট; (দৃষ্টান্ত) এই অনুমান দ্বারা বর্ণিত পার্থিব রেণুর অবয়ব সিদ্ধি হইলে সেই অবয়ব পক্ষ, সাবয়বত্ব সাধ্য, মহতের অবয়বত্ব বা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দ্রব্যের অবয়বত্ব হেতু ও তন্তু দৃষ্টান্ত (তন্তু প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পটের অবয়ব অথচ সাবয়ব) দ্বারা যে অবয়বের অনুমিতি হয় তাহারই নাম নিত্য-নিরবয়ব পরমাণু; এই অনুমিত অবয়বের একটা অবয়বের অনুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই নিয়মে অনুমানের অনুকূল তর্কাদি নাই, অথচ এরূপ অনুমান অঙ্গীকার করিলে অনবস্থা দোষ ঘটে; অতএব পূর্ব্বানুমিত অবয়বকেই নিত্য-নিরবয়ব-পরমাণু বলা হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে—নিত্য দ্রব্যের অবয়ব নাই, অথচ অনন্ত অবয়ব ধারা কল্পনা অপেক্ষা নিত্য নিরবয়ব পরমাণু অঙ্গীকারই সমীচীন।

অবয়বি—পৃথিবী তিন প্রকার; যথা—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় মানুষাদির শরীর পার্থিব, ইহাতে জলাদির উপষ্টম্ভ আছে বটে, কিন্তু পার্থিব অংশের আধিক্য ও গন্ধাদির উপলব্ধি হয় বলিয়া পার্থিব বলা যায়। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণই পার্থিব; (জ্ঞানের কারণ মনঃ সংযোগের আশ্রয় আত্মা ভিন্ন পদার্থের নাম ইন্দ্রিয়।) ইহা অনুমানগম্য; অনুমান যথা—"ঘ্রাণেন্দ্রিয় (পক্ষ) পার্থিব (সাধ্য)—যেহেতু রূপাদির ব্যঞ্জক নহে (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ বা রস গ্রহণ করা যায় না) অথচ গন্ধের ব্যঞ্জক, (হেতু) যথা—কুঙ্কুমগন্ধ ব্যঞ্জক—গোঘৃত। (দৃষ্টান্ত) (পার্থিব গোঘৃতে কুঙ্কুমের গন্ধের প্রকাশকত্ব আছে বটে, কিন্তু রূপের ব্যঞ্জকত্ব নাই) উপভোগ সাধনের নাম বিষয়; স্রক্ চন্দনাদি পার্থিব সকল বস্তুই যে কোন জীবের উপভোগ জন্মাইতেছে। জগতে এমন কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই যাহার বীজ ও প্রয়োজন নাই। যে বস্তু যাহার প্রয়োজনে যাহার অদৃষ্ট দ্বারা নির্ম্মিত সে তাহার উপভোগ জন্মায় ইহাতে অন্যথা হয় না। হস্তী, ঘটক প্রভৃতির শরীরে যে উপভোগের সাধনত্ব আছে তাহা দোষাবহ নহে, কারণ—শরীরত্ব ইন্দ্রিয়ত্ব ও বিষয়ত্বরূপে বিশেষ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শরীরত্ব বিষয়ত্বের বিরুদ্ধ নহে।

পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, নৈমিত্তিক—দ্রব্যত্ব, ও স্থিতিস্থাপক—সংস্কার এই চৌদ্দটি গুণ আছে।

৪৯। জল।

জলে শুক্ল রূপ, (পার্থিব শঙ্খাদির শুক্লরূপ জল রূপের এক জাতীয় নহে) মধুর—রস, শীতল-স্পর্শ, স্নেহ, ও সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব (করকাদির কাঠিন্য নৈমিত্তিক, নিমিত্ত অপসারিত হইলে দ্রব হইয়া পড়ে) আছে। জল, তেজ ও বায়ুর নিত্যত্বানিত্যত্ব বিভাগ পৃথিবীর নিত্যত্বানিত্যত্ব বিভাগের ন্যায়, এবং নিত্য জলাদি অঙ্গীকারের যুক্তি ও নিত্য পৃথিবী অঙ্গীকারের যুক্তির অনুরূপ। জলাদির শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয় বিভাগও পৃথিবীর ন্যায়। এক্ষেত্রে এইমাত্র বিশেষ যে জলীয়—শরীর জল জন্তুতে প্রসিদ্ধ, (এমন অনেক জন্তু আছে যাহাদের শরীরে জলের অংশই অধিক।) ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা জলীয়, ইহা অনুমান গম্য। অনুমান যথা—রসনেন্দ্রিয়, (পক্ষ) জলীয়, (সাধ্য) যেহেতু—রূপাদির ব্যঞ্জক নহে, অথচ রসের ব্যঞ্জক। (হেতু) যথা—শক্তু রসের ব্যঞ্জক উদক। (জল না দিলে শক্তুর রস পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে যে সকল গুণ আছে তন্মধ্যে গন্ধ, ও নৈমিত্তিক দ্রবত্ব ভিন্ন সব গুলিই জলে আছে, পরন্তু স্নেহ এবং সাং সিদ্ধিক দ্রব্যত্ব ও আছে। অন্যান্য সকল কথাই প্রায় পৃথিবীর অনুরূপ।

৫০। তেজ।

তেজে উষ্ণ-স্পর্শ ও শুক্লভাস্বর (দীপ্তিশীল শুক্ল) রূপ আছে; ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই তৈজস ইহা অনুমেয়। অনুমান যথা—চক্ষু (পক্ষ) তৈজস, যেহেতু—স্পর্শের ব্যঞ্জক নহে অথচ রূপের ব্যঞ্জক, যথা প্রভা। সুবর্ণ ও তৈজসপদার্থ, কারণ—প্রতিবন্ধক না থাকিলে অত্যন্ত অনল সংযোগেও তাহার দ্রবত্ব বিচ্ছিন্ন হয় না; পৃথিবীর বা জলের দ্রবত্ব সেরূপ নহে। সুবর্ণের অন্তঃপাতি—পীত রূপ ও গুরুত্বের আশ্রয়—পদার্থ পার্থিব বটে, কিন্তু অত্যন্তানল সংযোগেও যে তাহার রূপের বৈপরীত্য ঘটে না তাহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত বিজাতীয় দ্রব দ্রব্যের (তেজের) অবিচ্ছিন্ন সংযোগই হেতু; কারণ—জল মধ্যস্থ পীত-পট ও অত্যন্তানল সংযোগে রূপান্তরিত হয় না। পৃথিবীতে যে সকল গুণ আছে তন্মধ্যে নীলাদি—রূপ, গন্ধ, রস ও গুরুত্ব ভিন্ন এগারটি গুণ তেজে আছে।

৫১। বায়ু।

বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না তৃণাদির ধৃতি ও শাখাদির কম্পনাদি দ্বারা বায়ুর অনুমিতি হয়। কেহ কেহ বলেন—বায়ু স্পর্শ করিতেছি, বাতাস গায়ে লাগিতেছে ইত্যাদি প্রতীতি হয়, সুতরাং বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না বলা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বক্‌ বায়বীয়, ইহা অনুমেয়। অনুমান যথা—"ত্বক্‌ বায়বীয়, যেহেতু—পরকীয় রূপের ব্যঞ্জক নহে পরন্তু পরকীয় স্পর্শের ব্যঞ্জক। (অন্ধকার গৃহে ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা জলাদির শীতল স্পর্শ প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু রূপের প্রত্যক্ষ করা যায় না) যথা—শরীরস্থ-সলিল শীততা ব্যঞ্জক ব্যজন বায়ু। (পাখা দিয়া বাতাস করিলে শরীরস্থ জলের শীতল স্পর্শ অনুভূত হয়, বায়ুতে শীতল স্পর্শ নাই। পিশাচাদির শরীর বায়বীয়, কিন্তু তাহাতেও পার্থিব ভাগ আছে, এজন্যই সময় বিশেষে এগুলির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নহে। অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার এই নয়টি গুণ বায়ুতে আছে।

৫২। আকাশ।

আকাশ অতি বৃহৎ তাহার বিশেষ গুণ শব্দ। আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না শব্দ দ্বারা আকাশের অনুমান করা যায়। অনুমান যথা—শব্দ স্পর্শশীল কোন পদার্থের বিশেষ গুণ নহে,যেহেতু—কারণ গুণ ক্রমে উৎপন্ন হয় না। স্পর্শশীল পটাদির বিশেষ গুণ—রূপ রসাদি কারণ গুণ ক্রমে উৎপন্ন, অর্থাৎ তন্তু প্রভৃতির রূপাদি অনুসারে পটাদির রূপাদি উৎপন্ন হয়। অপিচ যে সময়ে প্রবল বেগে পশ্চিম দিগ্‌ হইতে বাত্যা প্রবাহিত হইতে থাকে তখন ও পূর্ব্বদিগের বজ্র নিনাদ কর্ণকুহর বধির করিয়া উঠায়; সুতরাং শব্দ বায়ু বা অন্য কোন স্পর্শশীল পদার্থের গুণ নহে। শব্দ দিগ্‌, কাল, বা মনের গুণ নহে যেহেতু — বিশেষ গুণ। দিগ্‌, কাল, বা মনে এমন কোন গুণ নাই যাহা বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যে নাই। শব্দ আত্মার গুণ নহে; যেহেতু—বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য। আত্মার জ্ঞানাদি কোন বিশেষ গুণই বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; কিন্তু শব্দ বহিরিন্দ্রিয়-শ্রবণের গ্রাহ্য। এই কয়টি অনুমান দ্বারা পৃথিবী-প্রভৃতি অষ্ট দ্রব্যের অতিরিক্ত আকাশের সিদ্ধি হইয়াছে। আকাশাদি দ্রব্যের অবয়বাবয়বি ভাব বা শরীর নাই। কর্ণবিবররূপ আকাশের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়।

আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ বিভাগ এই ছয়টি মাত্র গুণ আছে।

৫৩। কাল।

জন্য মাত্রের জনক অখণ্ড দণ্ডায়মান নিত্য পদার্থের নাম কাল। সকল পদার্থ ই কালে উৎপন্ন হইয়া কালে লয় প্রাপ্ত হয়! সর্ব্বভূতের কলনের অর্থাৎ লয়ের হেতু বলিয়া কাল আখ্যা হইয়াছে। সূর্য্য পরিস্পন্দনাদি ক্রিয়া দ্বারা এই নিত্য কালই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ক্ষণ, দিন, বৎসর ও যুগ প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কালে সংখ্যাদি পাঁচটি মাত্র গুণ আছে। কালাদির ইন্দ্রিয়াদি কোন বিভাগ নাই।

৫৪। দিগ্।

দূরত্ব অন্তিকত্বাদি বুদ্ধির হেতুভূত-নিত্য দ্রব্যের নাম দিক্; এক নিত্য দিগ্ই সূর্য্যোদয়াদি উপাধি দ্বারা পূর্ব্ব পশ্চিম্ প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞাক্রান্ত হইয়াছে। দিগে সংখ্যাদি পাঁচটি মাত্র গুণ আছে। কাল ও দিগ্ বিভূ—অতি বৃহৎ।

৫৫। আত্মা।

আত্মা দুই প্রকার যথা—পরমাত্মা ও জীবাত্মা; পরমাত্মা ঈশ্বর,আর মানুষাদির শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা আত্মার নাম জীবাত্মা; সংখ্যাদি পাঁচ, নিত্য-জ্ঞান, নিত্য—ইচ্ছা' ও নিত্য—প্রযত্ন এই আটটি মাত্র গুণ পরমাত্মার। আর সংখ্যাদি পাঁচ অনিত্য—জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ভাবনাখ্য-সংস্কার, পাপ ও পুণ্য এই চৌদ্দটি গুণ জীবাত্মার। আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথাই অবতরণিকায় বলা হইয়াছে।

৫৬। মন।

ক্ষিপ্রগামী নিরবয়ব অতি সূক্ষ্ম ও সুখ দুঃখাদি প্রত্যক্ষের করণ দ্রব্যের নাম মন; মনে সংখ্যাদি পাঁচ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্য-সংস্কার এই আটটি গুণ আছে। মন সম্বন্ধেও অনেক কথা অবতরণিকায় বলা হইয়াছে।

৫৭। গুণ।

দ্রব্যাশ্রিত—গুণ ও কর্ম্মের অনাশ্রয় এবং দ্রব্যকে বিভিন্নরূপে জানিবার হেতুভূত-পদার্থের নাম গুণ। গুণ চব্বিশ প্রকার; যথা—রূপ, (শুক্লনীলাদি) রস, (মধুর, অম্ল প্রভৃতি) গন্ধ, (সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ) স্পর্শ, (উষ্ণ, শীতল, অনুষ্ণাশীত,

সংখ্যা (একত্ব দ্বিত্বাদি, একত্বদ্বিত্বাদি সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে কিন্তু পর্য্যাপ্ত্যাখ্য স্বরূপ সম্বন্ধে গুণাদিতেও থাকে।) পরিমাণ, (দীর্ঘত্ব, হ্রস্বত্ব, অণুত্বও মহত্ত্ব) পৃথকৃত্ব, (পৃথক্ প্রত্যয়ের হেতু-গুণ বিশেষ; দ্রব্যে পৃথক্ ব্যবহার মুখ্য, কিন্তু গুণাদিতে গৌণ; এই পৃথকৃত্ব অন্যোন্যাভাব নহে ; কারণ—' মানুষ পশু নহে''—জ্ঞান অভাবাবগাহী বটে, কিন্তু—"মানুষ পশু হইতে পৃথক্" জ্ঞানে অভাবাবগাহিত্ব অনুভব সিদ্ধ নহে) সংযোগ, (অপ্রাপ্ত দ্রব্যদ্বয়ের প্রাপ্তি) বিভাগ, (সংযুক্ত দ্রব্যের পৃথক্ করণ,) পরত্ব ও অপরত্ব (পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার, দৈশিক ও কালিক, দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব দূরত্ব ও অন্তিকত্ব, আর কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব) বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, (এগুলি মানস প্রত্যক্ষের বিষয় আত্মগুণ) গুরুত্ব, (পতনের হেতু—গুণ) দ্রবত্ব, (জলাদিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ) স্নেহ, (জলের যে গুণের আনুকূল্যে জল সংযুক্ত যব চুর্ণাদি পরস্পর সম্বদ্ধ হয়) সংস্কার (সংস্কার তিন প্রকার, যথা বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক, বেগাখ্য সংস্কার ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পাচটি দ্রব্যে থাকে, ভাবনাখ্য সংস্কার জীবাত্মায় থাকে, ইহা অতীন্দ্রিয়, যাহার মাহাত্ম্যে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা, অর্থাৎ যে অশ্বটি শ্রীহট্টে দেখিয়াছিলাম সেইটি "এই" ইত্যাদি জ্ঞান হয়। স্থিতিস্থাপক-সংস্কার কাহার মতে কেবল ক্ষিতিতে আর কাহারও মতে ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে থাকে) ধর্ম্ম, (পুণ্য) অধর্ম্ম, (পাপ) এবং শব্দ। (প্রত্যক্ষ সিদ্ধ গুণ বিশেষ) !

৫৮। কর্ম্ম।

ক্রিয়ার নাম কর্ম্ম, কর্ম্মে গুণ ও কর্ম্ম থাকে না। কর্ম্ম পাচ প্রকার ; যথা উৎক্ষেপণ, (আমলকাদির ঊর্দ্ধ সংযোগের হেতু যে— ক্রিয়া তাহার হেতু হস্তাদির ক্রিয়া) অবক্ষেপণ (আমলকাদির অধঃসংযোগের হেতু ক্রিয়ার হেতুভুত-হস্তাদির ক্রিয়া) আকুঞ্চন, (প্রসারিত পক্ষাদির সঙ্কোচ করা) প্রসারণ, (সঙ্কুচিত পক্ষাদির বিস্তার করা) ও গমন।

৫৯। সামান্য। সমান+ষণ্।

যে সকল পদার্থ পরস্পর সমান (তুল্যরূপে জ্ঞাত হয়) তাহাদের ধর্ম্মের নাম সামান্য। যথা সকল মানুষই দুই হাত, পা প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা তুল্য রূপে জ্ঞাত হয়, সুতরাং সকল মানুষের তুল্যরূপ—মানুষত্ব সামান্য।

প্রশ্ন।—এখন জিজ্ঞাসা এই যে—মানুষত্ব বস্তুটা কি ? সকল মানুষে উপলভ্য-মান হাত, পা প্রভৃতি অবয়ব, না—ইহা ছাড়া স্বতন্ত্র বস্তু ?

উত্তর।—মানুষত্ব হস্ত পদাদি অবয়ব নহে। কারণ, এক ব্যক্তির হাতও পা অন্যে নাই। অবয়ব জাতি হইলে যিনি একদিন একটিমাত্র উট দেখিয়াছিলেন, তাহার বহু কাল পরে বহু দূর দেশে উট দেখিলে তাহাকে তিনি উট বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেন না। কারণ—পূর্ব্ব দৃষ্ট উটের মস্তক গলা প্রভৃতি কোন অবয়বই এই উষ্ট্রে নাই। অতএব অনিচ্ছায়ও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—উষ্ট্রত্ব নামে একটা জাতি উষ্ট্র মাত্রেই আছে। হাজার হাজার উষ্ট্র মরিলেও তাহা নষ্ট হয় না। হস্ত, পদ, মস্তক, গলা প্রভৃতি জাতি নহে জাতির ব্যঞ্জক মাত্র। অন্যান্য সামান্য সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সামান্য দ্রব্য গুণও কর্ম্মে থাকে, তাহার অপর নাম জাতি। যে পদার্থ নিত্য ও অনেকে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহার নাম জাতি। দ্রব্য গুণও কর্ম্মে সত্তা নামে একটা জাতি আছে। যেহেতু—এই তিনটি পদার্থই বাস্তবিক সৎ। দ্রব্য মাত্রে দ্রব্যত্ব, পৃথিব্যাদিতে পৃথিবীত্ব জলত্বাদি, গুণ মাত্রে গুণত্ব, রূপাদিতে রূপত্বাদি ও কর্ম্ম মাত্রে কর্ম্মত্ব, এবং উৎক্ষেপণাদিতে উৎক্ষেপণত্বাদি জাতি আছে।

দ্রব্যত্ব গুণত্বাদি-জাতি জাতিত্ব ও নিত্যত্ব—(যে পদার্থ ধ্বংসেরও প্রাগভাবের প্রতিযোগী নহে, অর্থাৎ যাহার ধ্বংস ও প্রাগভাব নাই তাহার নাম নিত্য) রূপে সমান, এবং ধ্বংস, প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাব অভাবত্বরূপে সমান সুতরাং তাহাতেও সামান্য আছে, কিন্তু এই সামান্য জাতি নহে সমানের ধর্ম্ম মাত্র, জাতি প্রভৃতিতে জাতি স্বীকার করিলে অনবস্থাদি দোষ ঘটে।

৬০। বিশেষ।

পটাদি অবয়বী মাত্রেরই নিজ নিজ অবয়বের পার্থক্য নিবন্ধন পার্থক্য আছে, কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার ভেদ সাধন অসম্ভব ; অতএব বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ নামে একটা পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত পদার্থ অঙ্গীকার নিবন্ধনই বৈশেষিক—দর্শন নাম হইয়াছে। পরমাণুর পরস্পর ভেদ সাধন কল্পে অঙ্গীকৃত পদার্থের ভেদক পদার্থান্তর অঙ্গীকার করিতে যাইলে অনবস্থা দোষ ঘটে ; এজন্যই ইহাকে স্বতঃ ব্যাবর্ত্তক বলা হইয়াছে। যে সকল পদার্থের ভেদ সাধন কল্পে স্বভিন্ন কোন পদার্থ হেতু হয় না তাহারাই স্বতঃ

ব্যাবর্ত্তক, এই অনুভবেই বিশেষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ন্যায় দর্শনে বিশেষের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু বিশেষ নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধ নহে।

সমবায়ের কথা সম্বন্ধ প্রকরণে বলা হইয়াছে। লাঘবানুসারে দ্রব্যে গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষের, অবয়বে অবয়বীর এবং গুণ ও কর্ম্মে জাতির অতিরিক্ত নিত্য একটা সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে।

দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের পরিচয় মাত্র দেওয়া হইল, বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে এগুলির বিস্তৃত সমালোচনা আছে। গৌরব ভয়ে তাহার অবতারণা করা গেল না। ন্যায় দর্শনে দ্রব্যত্বাদিরূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের বিভাগ করা হয় নাই (তত্ত্ব জ্ঞানের উপযোগিতা বিধায় দুঃখ নিবৃত্তি কল্পে অবশ্য জ্ঞাতব্য পদার্থগুলির মাত্র আলোচনা করা হইয়াছে।) বটে, কিন্তু এরূপ পদার্থ বিভাগ নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধ নহে, বিশেষতঃ দ্রব্যত্বাদিরূপে নিখিল পদার্থের সাধারণ জ্ঞান ব্যতিরেকে অনুমান চিন্তামণিতে প্রবেশ লাভ করাও সুকঠিন; অতএবই এখানে এগুলির কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। ন্যায় দর্শনে বর্ণিত ষোড়শ পদার্থ দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের অন্তর্গত, যথা—প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-চক্ষুরাদি দ্রব্য, অনুমানাদি গুণ (জ্ঞান) প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন—দ্রব্য; গন্ধাদি-অর্থ, বুদ্ধি, প্রবৃত্তিও রাগাদি—দোষ গুণ পদার্থ; প্রেত্যভাব অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্ম, ইহাও আত্মার সহিত মনের বিশিষ্ট সংযোগ; সুতরাং গুণ পদার্থ, সুখ দুঃখাত্মক ফলও গুণপদার্থ; (পটাদি গৌণ ফল—দ্রব্যাদি) আর অপবর্গ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। (ইহা বৈশেষিকাভিমত অভাব বিশেষ) সংশয় গুণ; প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব দ্রব্যাদির অন্তর্গত। অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা (কথা) গুণ পদার্থ। হেত্বাভাস যথাসম্ভব দ্রব্যাদির অন্তর্গত। ছল, জাতি-শব্দ সুতরাং গুণ পদার্থ। প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর প্রভৃতি-নিগ্রহ স্থান যথাসম্ভব অভাবও গুণের অন্তর্গত।

৬১। অভাব।

এক স্থানে যে বস্তু আছে অন্য স্থানে তাহার অভাব (নাই) জ্ঞান হয়। সুতরাং অভাব নামে একটা পদার্থ আছে। অভাব প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। মানুষ পশু নহে, জল আগুণ নহে, ইত্যাদি অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব তিন প্রকার; ধ্বংস, প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাব, এই কাপড়

খানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে এই ছিঁড়ার (নাশের) নাম ধ্বংস। ধ্বংস উৎপন্ন হয় কিন্তু ধ্বংসের বিনাশ নাই। ঘোর মেঘাড়ম্বর দেখিলে "শীঘ্র বৃষ্টি হইবে" বোধ হয়, এই বোধের বিষয় অভাবই প্রাগভাব, (প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্ব কালীন অভাবের নাম—প্রাগভাব।) প্রাগ ভাবের উৎপত্তি নাই, প্রতিযোগীর উৎপত্তি হওয়া মাত্রই প্রাগভাব নষ্ট হইয়া যায়। অত্যন্তাভাব নিত্য অথচ দ্বিবিধ, যথা সামান্যাভাব ও বিশেষাভাব। "জল নাই" এই অভাব সামান্যাভাব, আর "উষ্ণ জল নাই" অভাব বিশেষাভাব।

যেখানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক থাকে তথায় অন্যোন্যাভাব থাকে না, আর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী যেখানে আছে, সেখানে অত্যন্তাভাব স্থান পায় না, ও সেই সেই স্থানে তাহাদের অভাব জ্ঞান হয় না।

৬২। সঙ্গতি।

প্রথম উক্তির সহিত পরের উক্তির সামঞ্জস্য না থাকিলে, "ঐ উক্তি অসঙ্গত হইয়াছে" বলা হয়। ঐ সামঞ্জস্যের নাম সঙ্গতি। যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে তাহা সঙ্গত হয়। জিজ্ঞাসিত না হইয়া কোন কথা বলিলে তাহাও অসঙ্গত বলিয়া ব্যবহার হয়। এই কথার উপরে লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্গতির লক্ষণ করা হইয়াছে। যথা অনন্তরাভিধানের প্রযোজক যে জিজ্ঞাসা তাহার জনক জ্ঞানের বিষয় যে পদার্থ তাহার নাম সঙ্গতি। এক বিষয় বলার পর কালীন অন্য বিষয় বলিবার উপযোগী শ্রোতার যে জিজ্ঞাসা, তাহার হেতু জ্ঞানের বিষয় যে পদার্থ, সেই পদার্থই তাহার সঙ্গতি। যথা—বক্তার মুখ হইতে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতার জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) হইয়াছিল, "এই বিদ্যার কার্য্য কি" এই-ইচ্ছা প্রণোদিত শ্রোতার প্রশ্নোত্তরে বক্তা "অধ্যাত্ম—বিদ্যার কার্য্য-মুক্তি" একথা বলিয়া মুক্তি নির্ণয় করিয়াছেন। এখানে অধ্যাত্ম—বিদ্যার কার্য্যত্ব-সঙ্গতি মুক্তিতে থাকায় মুক্তি নিরূপণ সঙ্গত হইয়াছে। সঙ্গতি ছয় প্রকার, যথা—প্রসঙ্গ, উপোদ্ঘাত, হেতুতা, অবসর, এক কারণের কার্য্যত্বও এক কার্য্যের অনুকূলত্ব। যাহা স্মৃতির বিষয় হয়, কিন্তু উপেক্ষণীয় হয় না, (অর্থাৎ যে পদার্থের আলোচনা করিতে যাইলে যে পদার্থের স্মরণ হইয়া পড়ে, সেই পদার্থ অনুপেক্ষণীয় হইলে) তাহাতে তাহার প্রসঙ্গ সঙ্গতি থাকে। সৎহেতুর নিরূপণের পরে প্রসঙ্গ সঙ্গতি অনুসারে অসৎ হেতুর নিরূপণ করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত বিষয়ের উপপাদকত্বের নাম উপো·

দঘাত। অনুমান নিরূপণের পরে উপোদ্ঘাত সঙ্গতি অনুসারে ব্যাপ্তি নিরূপণ করা হইয়াছে। (চিন্তামণি গ্রন্থে গঙ্গেশ অনুমানের পরে ব্যাপ্তি নিরূপণ করিয়াছেন।) হেতুতা শব্দের অর্থ—কার্য্যতা ও কারণতা; কার্য্যতা সঙ্গতি অনুসারে প্রত্যক্ষের পরে অনুমান নিরূপণ করা হইয়াছে। অনুমান ও উপমান উভয়ে প্রত্যক্ষের কার্য্যত্ব সঙ্গতি আছে, সুপ্রসিদ্ধত্বনিবন্ধন পূর্ব্বে অনুমান নিরূপণ করিয়া অবসর সঙ্গতি অনুসারে পরে উপমান নিরূপণ করা হইয়াছে। ঈশ্বর নিরূপণ ও মুক্তি নিরূপণ উভয়েই অনুমানের কার্য্যত্ব আছে; ঈশ্বর নিরূপণের পরে এক কারণ-অনুমানের কার্য্যত্ব সঙ্গতি অনুসারে গঙ্গেশ মুক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। ব্যাপ্তি নিরূপণের পরে এক—কার্য্যেরনুকূলত্ব সঙ্গতি ক্রমে পক্ষতা নিরূপণ করা হইয়াছে। অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তি ও পক্ষতা উভয়ই কারণ।

৬৩। জ্ঞানের প্রকার ভেদ।

জ্ঞান প্রথমতঃ দুই প্রকার। যথা—সবিকল্পক, ও নির্ব্বিকল্পক। যে জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে প্রতিভাত হয়, এবং বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধে যে জ্ঞানের বিষয়তা থাকে তাহার নাম সবিকল্পক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞানের প্রতি বিশেষণ জ্ঞান কারণ। "এইটি অশ্ব" এই জ্ঞান, অশ্বের বিশেষণ অশ্বত্বের জ্ঞান না হইলে হয় না। যদি এরূপ হইত তবে যে কখনও অশ্ব দেখে নাই ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হওয়া মাত্রই সে ব্যক্তি অশ্ব চিনিতে পারিত।

কথিত নিয়মে অশ্বত্ব জ্ঞানের প্রতিও তাহার বিশেষণ জ্ঞান কারণ হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে বিশেষণ জ্ঞানের ধারা কল্পনীয় হওয়ায় অনবস্থা হইয়া পড়িবে, সুতরাং কোন জ্ঞানই হইবে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ (অশ্বত্ব) জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান নহে। তাহার প্রতি বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা নাই। অতএব অনবস্থা দোষ রহিল না। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষাত্মক। (কেহ কেহ নির্ব্বিকল্পক স্মরণও স্বীকার করেন) পূর্ব্বোক্ত সবিকল্পক জ্ঞান দুই প্রকার। যথা অনুভব ও স্মরণ। অনুভব চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়ার পর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার, যথা--ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, (স্পার্শন) শ্রাবণ, ও মানস। গন্ধ, গন্ধযুক্ত-কুসুমাদি, গন্ধত্বাদি, গন্ধত্বাদির অভাব ও গন্ধাভাবের

ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয়। মধুর, অম্ল প্রভৃতি ষড়্বিধ রস, রসযুক্ত—আম্র পনসাদি, রসত্বও মধুরত্বাদি-জাতি, মধুরত্বও রসত্বাদির অভাব, রসের অভাব, এবং অম্লাদির অভাব এগুলি রসনেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। নীল পীতাদি-রূপ, রূপের আশ্রয়-পটাদি-দ্রব্য, পৃথকৃত্ব, সংখ্যা, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, ক্রিয়া, সমবায়, শুক্লত্ব নীলত্বাদি-জাতি, জাতির অভাব, নীল পীতাদি-গুণের অভাব, ক্রিয়ার অভাব, এবং তথাবিধ দ্রব্যের অভাব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি আলোক ও রূপ কারণ। রূপ, রূপত্ব ও শুক্লত্বাদি জাতি ভিন্ন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় প্রায় সকল পদার্থেরই ত্বাচ (স্পার্শন) প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। শব্দ, শব্দত্ব, পত্ব বত্ব-প্রভৃতি-জাতি এবং ইহাদের অভাব শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি, যত্ন, ইচ্ছা, দ্বেষ, আত্মা ও সুখত্বাদি-জাতি মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। বর্ণিত ষড়্বিধ প্রত্যক্ষের প্রতিই মহত্ত্ব কারণ; পরমাণু প্রভৃতিতে মহত্ত্ব না থাকায় তাহাদের ও তত্র তত্রত্য রূপাদির প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণ, (জ্ঞানের হেতুভূত মনঃ সংযোগের আশ্রয়, আত্মা ভিন্ন পদার্থের নাম ইন্দ্রিয়) আর আম্রাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহার নাম ব্যাপার। করণজন্য এবং করণ জন্য—কার্য্যের জনকের নাম ব্যাপার। (চক্ষুর সহিত আম্রের যে সংযোগ হয় তাহা—চক্ষুজন্য, অথচ চক্ষু জন্য-প্রত্যক্ষের হেতু, সুতরাং ব্যাপার, ব্যাপারাশ্রয় কারণই করণ।) আম্রাদি দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, তত্রতত্রত্য রূপাদির প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃ সংযুক্ত (আম্রাদির) সমবায়, এবং রূপাদিবৃত্তি রূপত্বাদি প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সমবেত (রূপাদির) সমবায়—ব্যাপার। শব্দ প্রত্যক্ষের প্রতি সমবায়, শব্দ বৃত্তি শব্দত্বও পত্বাদির প্রত্যক্ষের প্রতি সমবেত (পকারাদির) সমবায়—ব্যাপার। শব্দাভাব প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষণতা, (স্বরূপ) পকারে বত্বাভাব প্রত্যক্ষের প্রতি সমবেত বিশেষণতা, গৃহে অশ্বাভাব প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃ সংযুক্ত (গৃহ) বিশেষণতা, চক্ষুঃসংযুক্ত আম্রের পীতরূপে নীলত্বাভাব প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত (আম্র) সমবেত (পীতরূপ) বিশেষণতা—ব্যাপার। (এগুলি লৌকিক প্রত্যক্ষের ব্যাপার, অলৌকিক প্রত্যক্ষের ব্যাপারের কথা পরে বলা যাইবে।) অনুমানবোধের আনুকূল্যার্থে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা হইল, বিস্তৃত বিবরণ প্রত্যক্ষ চিন্তামণিতে প্রকটিত হইবে।

সংশয় ও নিশ্চয় ভেদে প্রত্যক্ষের আরও এক প্রকার ভেদ আছে এইটি—"গো. কি মহিষ" এই জ্ঞানের নাম সংশয়, আর "এইটি—অশ্ব" এই জ্ঞানের নাম নিশ্চয়, যে জ্ঞানের অনেকটি মুখ্য বিশেষ্যতা থাকে তাহার নাম সমূহালম্বন জ্ঞান। যথা—গো, অশ্ব, মহিষ ও হাতী চারি পায়ে হাটে; এবং ঘোড়া দৌড়িতেছে ও হরিদাস বসিয়া আছে ইত্যাদি। যাহা পূর্ব্বে জানা হইয়াছে মনে মনে তাহার পুনরালোচনার নাম স্মরণ।

৬৪। ইচ্ছা।

ইচ্ছা দুই প্রকার, ফলেচ্ছা ও উপায়েচ্ছা। ফলেচ্ছার প্রতি ফল জ্ঞান কারণ, যথা—সুখেচ্ছা। (সুখেচ্ছার প্রতি সুখ জ্ঞান কারণ।) আর উপায়েচ্ছার প্রতি ফলেচ্ছা কারণ। যথা—পাকেচ্ছার প্রতি ভোজনেচ্ছা। এখানে ভোজনেচ্ছা ফলেচ্ছা; আর পাকেচ্ছা—উপায়েচ্ছা (উপায়ের ইচ্ছা।)

৬৫। যত্ন।

যত্ন তিন প্রকার। যথা—প্রবৃত্তি; নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। চিকীর্ষা, (কাজ করিবার ইচ্ছা) কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান, ("ইহা করা যায়" এই জ্ঞান) ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান ("ইহা করিলে উপকার হইবে", এই জ্ঞান) ও উপাদানের—(সমবায়ি কারণ তন্তু প্রভৃতির) প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। এই সকল কারণ না থাকিলে অথবা ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বেষাদি থাকিলে নিবৃত্তি—যত্ন হয়। জীবনযোনি-যত্ন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, ইহা দ্বারা জীবন ধারণ ও নয়ননিমীলনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

৬৬। লক্ষণ, লক্ষ্য।

যাহা দ্বারা যে জাতীয় বস্তুর অনুগতরূপে পরিচয় করা যায়, (এই বস্তু এইরূপ, অন্যরূপ নহে, এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়) তাহার নাম লক্ষণ। লক্ষণ দ্বারা যাহার পরিচয় করা যায় তাহার নাম লক্ষ্য। যথা গলকম্বল—(গলার নীচের লতি) লক্ষণ, এবং গো লক্ষ্য। গলকম্বল গো—ভিন্ন কোন জন্তুর নাই। নৈয়ায়িকেরা ইতর ভেদানুমাপককে (এইটি গো ভিন্ন নহে, এই অনুমিতির হেতুকে) লক্ষণ বলিয়া থাকেন।

৬৭। অব্যাপ্তি, অতি ব্যাপ্তি, অসম্ভব।

লক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গত না হইলে (যাহাদের জন্য লক্ষণ করা হইয়াছে তাহাদের

যে কোন একটিতে লক্ষণ সমন্বয় না হইলে) অব্যাপ্তি (অব্যাপন) দোষ হয়। যাহার জন্য লক্ষণ করা হয় নাই তাহাতে (অলক্ষ্যে) লক্ষণ সমন্বয় হইলে অতি ব্যাপ্তি দোষ হয়। লক্ষ্যেও অলক্ষ্যে, অথবা লক্ষ্যমাত্রে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার নাম অসম্ভব। এ সকল দোষ লক্ষণের। এগুলির দূষকতার বীজ ব্যাপ্তি প্রকরণে বলা যাইবে।

৬৮। অন্যোন্যাশ্রয়।

পরস্পরের জ্ঞানে পরস্পরের জ্ঞান অপেক্ষণীয় হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। যথা "গো সদৃশ পশুর নাম গবয়" এই উক্তির পরে "গো কাহাকে বলে" এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়—"গবয় সদৃশ-গো" তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। কারণ, এরূপ লক্ষণ করিলে গোর পরিচয় ব্যতিরেকে গবয়ের পরিচয় ও গবয়ের পরিচয় ব্যতিরেকে গোর পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। আর যদি বলা হয় "যাহার গলকম্বল আছে তাহার নাম—গো" তবে অন্যোন্যাশ্রয় থাকিবে না।

৬৯। ভাষা ব্যবহারের প্রণালী।

নিম্নে ভাষা ব্যবহারের কঃটা উদাহরণ দেখান যাইতেছে।

(ক) "জলবান্ হ্রদ" স্থলে "জলত্বাবচ্ছিন্ন সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা নিরূপিত অধিকরণতাশালি—হ্রদ" বুঝায়। এখানে আধেয়তার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম জলত্ব, সম্বন্ধ সংযোগ। আর অধিকরণতার অবচ্ছেদক-ধর্ম্ম হ্রদত্ব। (অধিকরণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকারের প্রয়োজন নাই)।

(খ) জলবান্ হ্রদ জ্ঞানের বিশেষ্য হ্রদ, বিশেষ্যতাবচ্ছেদক হ্রদত্ব, প্রকার জল, প্রকারতাবচ্ছেদক—ধর্ম্ম জলত্ব, সম্বন্ধ সংযোগ (বিশেষ্যও বিশেষণের ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধ ও জ্ঞানের বিষয় হয়। বিশেষ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, প্রকারতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারাই প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাবের উপপত্তি হয়) এই জ্ঞান, "সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালী।

(গ) "হ্রদে জল"—জ্ঞানের বিশেষ্য—জল, প্রকার—হ্রদ, প্রকারতা-বচ্ছেদক সম্বন্ধ-"সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা" এই জ্ঞান "সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত জলত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা শালী। জ্ঞানের বিশেষ্যবিশেষণভাবের ব্যতিক্রমে প্রকারতা ও বিশেষ্যতার ব্যতি-

ক্রম ঘটে, কিন্তু আধেয়তা বা অধিকরণতার ব্যতিক্রম ঘটেনা। সুতরাং উভয়ত্রই আধেয় জল, অধিকরণ হ্রদ।

(ঘ) "জলাভাববান্ হ্রদ" স্থলে "সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবত্বাবচ্ছিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা নিরূপিত অধিকরণতাশালী হ্রদ" বুঝায়। "জলাভাববান্ হ্রদ" জ্ঞান কথিত জলাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালী।

(ঙ) "হ্রদে জলাভাব'জ্ঞান" স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালী।

(চ) প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের ন্যায় কার্য্যতা, কারণতা, প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতির অবচ্ছেদক একএকটি ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ আছে। যে রূপে ও যে সম্বন্ধে যে পদার্থ কার্য্য, কারণ, প্রতিবধ্য বা প্রতিবন্ধক হয়। সেইরূপ ও সেই সম্বন্ধ তত্রত্য কার্য্যতা, কারণতা, প্রতিবধ্যতা বা প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক হয়। এক্ষেত্রে এইমাত্র বিশেষ যে—কথিত প্রতিযোগি প্রভৃতির অংশে যেসকল ধর্ম্ম ভাসমান হয় তাহারা যদি জাতি (পটত্বাদি) বা অখণ্ড উপাধি (ভেদত্বাদি) হয় ও উল্লিখ্যমান না হয়, তবে তাহাদের স্বরূপতঃ ভান হইবে, অর্থাৎ তাহাদের উপরে অন্য কোন ধর্ম্ম ভাসিবেনা। এরূপ স্থলের অবচ্ছেদকতাকে নিরবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা বলা যায়।

ছ) "জলাভাববান্ কলস" জ্ঞানের কলসস্থিত বিশেষ্যতাবচ্ছেদক কলসত্ব—জাতি, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন—অবচ্ছেদকতা আছে, এবং জলস্থিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক—জলত্বে ও নিরবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা আছে। কারণ, জলত্ব ও কলসত্ব এই জ্ঞানের বিষয় হইলেও শব্দাদি দ্বারা ইহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। এস্থলের জ্ঞান হইয়াছে—"জলত্বনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাক (অবচ্ছেদকতা নিরূপিত) সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবত্বাবচ্ছিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত কলসত্বনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাক বিশেষ্যতশালী, এক্ষেত্রে জলত্ব বা কলসত্ব উল্লিখ্যমান হইলে তত্রতত্রত্য-অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক জলত্বত্ব ও কলসত্বত্ব হইবে।

সম্বন্ধে যে অবচ্ছেদকতা আছে তাহার অবচ্ছেদক কোন সম্বন্ধ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, এরূপ অবচ্ছেদকতা স্বীকার করিলে গৌরব হয়।

(জ) "উক্তজলবান্ সুবর্ণ কলস" স্থলে জলত্বের ন্যায় উক্তত্ব আধেয়তাদির ও কলসত্বের ন্যায় সুবর্ণত্ব অধিকরণতাদির অবচ্ছেদক হইবে। প্রতিযোগিতাদির অবচ্ছেদকতাও এই নিয়মে কল্পনীয়।

(ঝ) "এই ঘরে কাশ্মীরীয় বস্ত্র আছে" স্থলে—বস্ত্রস্থিত আধেয়তার অবচ্ছেদক কাশ্মীর, এবং "কাশ্মীরীয় বস্ত্র নাই" স্থলে বস্ত্রস্থিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক কাশ্মীর; কাশ্মীর জাতি বা অখণ্ড উপাধি নহে; সুতরাং অত্রত্য অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক কাশ্মীরত্ব হইবে।

(ঞ) এই পত্রখানা বৃন্দাবনের রামদাসের পুত্র—হরিদাসের হস্ত লিখিত নহে। এই অন্যোন্যাভাবের "লিখিত" (পত্র) স্থিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক লিখিতত্ব ও হস্ত, হস্তস্থিত অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হস্তত্ব ও হরিদাস, তত্রত্য অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হরিদাসত্ব, পুত্রত্ব ও রাম দাস, রামদাস স্থিত অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক রাম দাসত্ব ও বৃন্দাবন, বৃন্দাবন স্থিত অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক বৃন্দাবনত্ব। এখানে লিখিতত্বে ও হস্তেই প্রতিযোগিতার সাক্ষাৎ অবচ্ছেদকত্ব আছে, আর অন্যান্য পদার্থ পরম্পরায় অতি পরম্পরায় ও অত্যতি পরম্পরায় অবচ্ছেদক হইয়াছে। (এ সকল অবচ্ছেদকতার ও পরস্পর নিরূপ্য নিরূপক ভাব সম্বন্ধ আছে) এই নিয়মে পরম্পরায় অবচ্ছেদকতা অঙ্গীকার না করিলে প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাবের উপপত্তি হইবে না; তাহা না হইলে—"এই পত্রখানা-বৃন্দাবনের রামদাসের পুত্র-হরিদাস কর্ত্তৃক টাইপ দ্বারা লিখিত, বৃন্দাবনের রামদাসের পুত্র-কৃষ্ণদাসের হস্ত লিখিত, বৃন্দাবনের রামদাসের জামাতা—হরিদাসের হস্তলিখিত, বৃন্দাবনের বিষ্ণুদাসের পুত্র-হরিদাসের হস্ত লিখিত, অথবা মথুরার রামদাসের পুত্র—হরিদাসের হস্ত লিখিত" ইহাদের যে কোন একটি নির্ণয় থাকাকালেও পূর্ব্বোক্ত হরিদাসের হস্ত লিখিত নহে—জ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এ সকল বিষয় মূলগ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। এই নিয়মে আধেয়তা, অধিকরণতা, প্রতিবন্ধকতা, প্রতিবধ্যতা, প্রকারতা, বিশেষ্যতা প্রভৃতির ও পরম্পরায় ও অতি পরম্পরায় অবচ্ছেদকতা অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(ট) জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি সবিষয়ক গুণকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, নিজ বিষয় জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির বিষয়ীভূত পদার্থ নিচয়ে তাহার বিষয়তা থাকে। যথা—রাম গিরিশের অশ্ব দেখিতেছে, এই জ্ঞানের বিশেষ্য—রাম, বিশেষ্যতাবচ্ছেদক রামত্ব, প্রকার—দর্শন, প্রকারতাবচ্ছেদক-দর্শনত্ব ও অশ্ব, অশ্বস্থিত প্রকারতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক 'অশ্বত্ব' ও গিরিশ, তত্রত্য প্রকারতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক "গিরিশত্ব"। জ্ঞান যে সকল পদর্থকে বিষয় (আকর্ষণ) করে তন্মধ্যে কোনটি বিশেষ্য, কোনটি প্রকার, কোনটি বিশেষ্যতাবচ্ছেদক, কোনটি প্রকারতাবচ্ছেদক এবং কোনটি বা তাহার অবচ্ছেদক হয় ; জ্ঞানের অবিষয় কোন পদার্থ তাহার বিশেষ্য, প্রকার বা তাহাদের অবচ্ছেদক হয় না ; সুতরাং কথিত দর্শনের বিষয়ীভূত-গিরিশ, অশ্ব, গিরিশত্ব ও অশ্বত্ব দর্শন-বিষয়ক জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। রাম উষ্ণ অন্ন ইচ্ছা করিতেছে জ্ঞানের বিশেষ্য "রাম" প্রকার "ইচ্ছা" বিশেষ্যতাবচ্ছেদক "রামত্ব" প্রকারতাবচ্ছেদক ইচ্ছাত্ব ও অন্ন; আর তত্রত্য-অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক উষ্ণত্ব। অতএব ইচ্ছার বিষয় অন্ন অন্নত্ব ও উষ্ণত্ব ইচ্ছাবগাহি-জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। "রাম দুঃখি ব্যক্তিকে যত্ন করে" জ্ঞানের বিশেষ্য রাম, প্রকার—যত্ন, প্রকারতাবচ্ছেদক যত্নত্ব, ও দুঃখি—ব্যক্তি, তত্রত্য অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক ব্যক্তিত্ব ও দুঃখ, তত্রত্য অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক দুঃখত্ব। সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বনীয়।

১০। উপসংহার।

নব্য ন্যায়ের ভাষা জ্ঞানের উপযোগী কয়েকটি শব্দের অর্থ, ব্যবহারের উপযোগিতা ও নিয়ম দেখান গেল মাত্র। আশাকরি ইহার সাহায্যেই সুধী পাঠক মূল গ্রন্থ বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিবেন না। অন্যান্য পদার্থের বিশেষ বিবরণ মূল গ্রন্থে প্রকটিত হইবে।

ইতি অনুমান চিন্তামণির প্রবেশিকা সমাপ্ত।

———:•:———

ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈনমঃ।

অনুমান চিন্তামণি।

প্রথম অধ্যায়।

১। অনুমিতি।

অনু+মা+ক্তি প্রত্যয়ে অনুমিতি পদটি নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ—পশ্চাৎ উৎপন্ন জ্ঞান। এইরূপ যৌগিক অর্থে শাব্দবোধকে ও পাওয়া যায়, কারণ, শাব্দবোধ পদ জ্ঞানের পরে হয়। "আপনি এখানে আসুন" এই পদ নিচয়ের জ্ঞান হওয়ার পরেই শ্রোতার "এখানে আগমন" জ্ঞান হয়। এবং প্রত্যক্ষের প্রতিও বিশেষণ জ্ঞানের কারণতা থাকায় প্রত্যক্ষও অনুমিতি পদ প্রতিপাদ্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব যাহার পশ্চাৎ উৎপন্ন হওয়ায় অনুমিতি সংজ্ঞা হইয়াছে তাহার নির্ণয় মুখে একটা লক্ষণ করা আবশ্যক, যাহাতে প্রত্যক্ষাদিতে অতিব্যাপ্তি এবং অন্য কোন দোষ না হয়। অনুমান শব্দ ভাবে যুট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে অনুমিতিকে বুঝায়, আর করণে যুট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন অনুমান শব্দ অনুমিতির করণকে বুঝায়। অনুমিতি অর্থে অনুমান শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে।

২। অনুমিতির লক্ষণ।

ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানজন্য জ্ঞানের নাম, অনুমিতি। (ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞানের অনু পশ্চাৎ উৎপন্ন) পক্ষে হেতুর জ্ঞান হওয়ার পরে সাধ্যের অনুমিতি হয়; হেতু ব্যভিচারী হইলে, (যেখানে সাধ্য নাই সেখানে হেতু থাকিলে হেতু ব্যভিচারী হয়) সেই হেতুর জ্ঞান বলে যে অনুমিতি করা হয়, তাহা ভ্রম হওয়ার সম্ভব। যথা অগ্নি দেখিয়া ধূমের অনুমিতি করিলে সেই অনুমিতি ভ্রম হইতে পারে, কারণ সুতপ্ত লৌহ পিণ্ডে অগ্নি আছে কিন্তু ধূম নাই। এজন্যই হেতুর জ্ঞান জন্য জ্ঞান মাত্র নাবলিয়া ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলা হইয়াছে। হেতুতে ব্যভিচার থাকিলে ব্যাপ্তি থাকে না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভ্রমের আশঙ্কা রহিল না।

কেবল ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান হইলেই অনুমিতি হয় না, তাহা হইলে যে স্থলে "অগ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূম" মাত্র এই জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই ধূম কোথায় আছে তাহা জানা নাই, সে স্থলেও গৃহাদি যে কোন অধিকরণে অগ্নির অনুমিতি হইয়া যাইতে পারে। অথবা "মাঠে অগ্নির ব্যাপ্য ধূম আছে" এই জ্ঞান বলে গৃহাদিতে অগ্নির অনুমিতি হইতে পারে। ফলতঃ তাহা হয় না, অতএব বলা হইয়াছে পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য, (হেতু পক্ষে আছে এই জ্ঞান জন্য) জ্ঞান অনুমিতি। এই দুইটি বিশেষণ মিলিত হইয়া লক্ষণ হইয়াছে "ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য, (ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু পক্ষে আছে, এই জ্ঞান জন্য) জ্ঞান অনুমিতি।

এই অনুমিতির লক্ষণ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ব্যাপ্তিও তৎপরে পক্ষধর্ম্মতা বুঝা আবশ্যক; অতএব ব্যাপ্তির লক্ষণই প্রথমে করা যাইতেছে।

৩। ব্যাপ্তির প্রকার ভেদ।

ব্যাপ্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা অন্বয় ব্যাপ্তিও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। অন্বয় সহচার জ্ঞান (যেখানে হেতু আছে সেখানে সাধ্য আছে, এইরূপ হেতু সাধ্যের সহচার জ্ঞান) বলে যে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, তাহাকে অন্বয় ব্যাপ্তি বলে। আর ব্যতিরেক সহচার জ্ঞান ("যেখানে সাধ্য নাই সেখানে হেতু নাই" এইরূপ সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাবের সহচার জ্ঞান) বলে যে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় তাহাকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলে। বি+আপ্+ক্তি প্রত্যয়ে ব্যাপ্তি পদ নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ বিশিষ্ট প্রকার আপ্তি, (প্রাপ্তি) অর্থাৎ যে প্রাপ্তির বিচ্ছেদ নাই। ধূমে অগ্নির যে প্রাপ্তি (সম্বন্ধ) আছে তাহার বিচ্ছেদ নাই, যে হেতু অগ্নি ব্যতিরেকে ধূমের উৎপত্তি হয় না। অতএব ধূমে অগ্নির ব্যাপ্তি আছে। কিন্তু অগ্নিতে ধূমের বর্ণিত প্রাপ্তি নাই, যে হেতু সুতপ্ত লৌহ পিণ্ডে অগ্নি আছে কিন্তু ধূম নাই। অতএব অবিচ্ছিন্ন মূল ধূম দর্শনে অগ্নির যে অনুমিতি হয় তাহাতে ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অগ্নি দর্শন প্রযুক্ত ধূমানুমিতি ভ্রম হওয়ার সম্ভব আছে।

৪। অব্যভিচার ব্যাপ্তির লক্ষণ।

সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বকে ব্যাপ্তি বলা যায়। সাধ্যের অভাবের অধিকরণে যে

হেতু থাকেনা তাহাতে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি থাকে। এই ব্যাপ্তি অব্যভিচরিতত্ব নামে অভিহিত। (১)

এই ব্যাপ্তি লক্ষণের ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃত, এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে নিঃসন্দেহ হওয়া সুকঠিন।

সাধ্যের অভাব "সাধ্যাভাব" সাধ্যাভাব যেখানে আছে "সাধ্যাভাববং" বৃৎ+ক্তি—বৃত্তি, (আধেয়) সাধ্যাভাবের অধিকরণে অবৃত্তি (বৃত্তি নহে) যে, সাধ্যাভাববদবৃত্তি, (ত্রিপদ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস) তাহার ধর্ম্ম, সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব, (ভাবার্থেত্ব প্রত্যয়) এই ব্যাপ্তি যাহাতে আছে সে ব্যাপ্য।

অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে গভীর গর্জ্জন শুনিয়া লোকে মেঘানুমান করিয়া থাকে। এস্থলে মেঘ সাধ্য গভীর গর্জ্জন হেতু। উত্তর দিগে মেঘ থাকিলে

মন্তব্য।

(১) যে বস্তু না থাকিলেও যাহা থাকে সে তাহার ব্যভিচারী হয়। তদভাববং বৃত্তিত্বের নাম ব্যভিচার। এখানে তংপদপ্রতিপাদ্য সাধ্য তদভাববং "সাধ্যাভাবের অধিকরণ," তাহাতে বৃত্তি "সেখানে আছে যে পদার্থ" তাহাতে তদভাববং বৃত্তিত্ব ব্যভিচার আছে। ধূম সাধ্যের অভাবের অধিকরণ সুতপ্ত অয়ঃপিণ্ডে অগ্নি থাকায় তাহাতে ধূমাভাববং বৃত্তিত্বরূপ ধূম সাধ্যের ব্যভিচার আছে। সুতরাং অগ্নিদর্শনে ধূমের অনুমিতি হয় না, আর হইলেও ভ্রম হওয়ার সম্ভব আছে। যে হেতু অগ্নি থাকিলেই যে ধূম থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই। যে বস্তু না থাকিলে যাহা থাকে না, সেই বস্তু তাহার অব্যভিচারী হয়। যথা বস্তু না থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব থাকে না, কাজেই প্রতিবিম্ব বস্তুর অব্যভিচরিত। তত্রত্য অব্যভিচরিতত্বই সেই বস্তুর ব্যাপ্তি। অতএবই সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের নয়ন রক্তিমাদর্শনে নিজ চক্ষুর রক্তিমার অনুমান করিয়া থাকেন। এই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষ বৃত্তিত্ব জ্ঞান, ("ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু পক্ষে আছে" এই জ্ঞান) অনুমিতির কারণ। যাহারা ব্যাপ্তির নামগন্ধও জানেন না, তাহারা যে অনুমিতি করেন তাহাও ফলতঃ ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য। তাহারা যে সকল পদার্থের জ্ঞান বলে অনুমিতি করেন ব্যাপ্তি তাহাদের অন্তর্গত পদার্থ। (১)

দক্ষিণ দিগ্ হইতে শব্দ আসে না, সুতরাং সাধ্যাভাবের (মেঘের অভাবের) অধিকরণ দক্ষিণ দিগে গভীর গর্জ্জন হেতু না থাকায় তাহাতে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব (মেঘাভাবের অধিকরণ দক্ষিণদিগ্ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব) রূপ মেঘের ব্যাপ্তি আছে। অতএবই যে দিগ হইতে গভীর গর্জ্জন শুনা যায় সে দিগেই মেঘের অনুমিতি হইয়া থাকে। এই লক্ষণে সাধ্যাভাব, অধিকরণ, বৃত্তিত্ব, অভাব, আপাততঃ এই কয়টি পদার্থ পড়িয়াছে। এই পদার্থ গুলিকে বিশেষ ভাবে নির্ব্বচন না করিলে স্থল বিশেষে অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ ঘটিবে তাই কথিত পদার্থগুলির নির্ব্বচন ক্রমে লক্ষণ পরিষ্কার করা যাইতেছে।(২)

মন্তব্য।

(২) যে কোন একটি লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় না হইলেই লক্ষণের অব্যাপ্তি (অব্যাপন) দোষ ঘটে। আর যদি অলক্ষ্যে (যাহার জন্য লক্ষণ করা হয় নাই, তাহাতে) লক্ষণ সমন্বিত হয় তবে অতিব্যাপ্তি, ও যে কোন স্থানে ও, অথবা লক্ষ্য মাত্রে লক্ষণ সমন্বয় না হইলে অসম্ভবদোষ হয়। অব্যাপ্ত্যাদি দোষ হইলে লক্ষণ গ্রাহ্য হয় না। কারণ, "শুক্লবর্ণ শৃঙ্গ লাঙ্গুল বিশিষ্ট জন্তুর নাম "গো" এই রূপ লক্ষণ করিলে কৃষ্ণবর্ণ গোকে এই লক্ষণ দ্বারা পরিচয় করা যাইবে না, এবং সাদা মহিষ এই লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত (পরিচিত) হইয়া পড়িবে। আর যদি শৃঙ্গ পুচ্ছ ও পক্ষযুক্ত জন্তুর নাম 'গবয়" এরূপ লক্ষণ করা হয় তবে যে কোন জন্তুকে অথবা গবয় মা কে এই লক্ষণ দ্বারা পরিচয় করা যাইবে না।

এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, ন্যায় দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গোতম হেত্বাভাস নিগ্রহ স্থান প্রভৃতির দূষকতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি, বা অসম্ভব নামে কোন দোষের উল্লেখ করেন নাই। এঅবস্থায় ইহাদের দূষকতা স্বীকারের যুক্তি কি? ইহার উত্তর বিষয়ে প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, অব্যাপ্ত্যাদি স্থলে ও হেত্বাভাস দোষই ঘটিয়া থাকে। কারণ, লক্ষণ শব্দের অর্থ ইতর ভেদানুমাপক, অর্থাৎ যাহাকে হেতু করিয়া নিজের ইতরের ভেদ ("গো গো ভিন্ন নহে" এইরূপ ভেদ) সাধন করা যায় সেই পদার্থই তাহার লক্ষণ। যথা—গো গোর ইতর ভিন্ন (গোই) যে হেতু গলকম্বল (গলদেশের নীচের কম্বলের ন্যায় পদার্থ) আছে। এখানে গল কম্বলই গোর লক্ষণ, ইহা

সাধ্যাভাব পদের অর্থ, সাধ্যভাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন [সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধস্থিত যে অবচ্ছেদকতা তাহার নিরূপিত ("এখানে সংযোগ সম্বন্ধে বস্ত্র নাই" এই অভাবের বস্ত্র স্থিত যে প্রতিযোগিতা, সংযোগ সম্বন্ধে তাহার অবচ্ছেদকতা আছে, সুতরাং বস্ত্রস্থিত প্রতিযোগিতা সংযোগ সম্বন্ধস্থিত অবচ্ছেদকতা নিরূপিত হইয়াছে) যে প্রতিযোগিতা, সে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন] সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন, [সাধ্যাভাবচ্ছেদক ধর্ম্মস্থিত যে অবচ্ছেদকতা তাহার নিরূপিত, (এখানে বস্ত্র নাই এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বস্ত্রত্ব, সুতরাং বস্ত্রস্থিত প্রতিযোগিতা বস্ত্রত্বস্থিত অবচ্ছেদকতা নিরূপিত হইয়াছে)] সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন (সাধ্যতাবচ্ছেদক বস্ত্রত্বের ইতর জলত্বাদি ধর্ম্মস্থিত

মন্তব্য।

সকল গরুরই আছে, অথচ গো ভিন্ন কাহারও নাই। গলকম্বল হেতু না করিয়া পূর্ব্বোক্ত শুক্ল বর্ণ ও শৃঙ্গ লাঙ্গুল বিশিষ্টত্ব হেতু করিলে কৃষ্ণবর্ণ গরুতে অব্যাপ্তি হয়। তাহার ফলে ইতর ভেদের অনুমিতিতে ভাগাসিদ্ধি দোষ ঘটে। যে হেতু কৃষ্ণ গরুতে গোর ইতর ভেদ সাধ্য আছে, কিন্তু শুক্ল বর্ণ ও শৃঙ্গ লাঙ্গুল বিশিষ্টত্ব হেতু নাই। এখানে সকল গোই পক্ষ, পক্ষে হেতু না থাকিলে ভাগাসিদ্ধি দোষ হয়। ভাগাসিদ্ধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত। এই গেল অব্যাপ্তির কথা।

পূর্ব্বোক্ত হেতু সাদা মহিষে থাকায় তাহাতে যে গো লক্ষণের অতি ব্যাপ্তি হইয়াছে, তাহার ফলে ইতরভেদানুমিতিতে ব্যভিচার দোষ ঘটিয়াছে। যেহেতু সাদা মহিষ গো ভিন্ন, তাহাতে গোর ইতর ভেদ নাই, (সাধ্য নাই) কিন্তু সাদা রং ও শৃঙ্গ পুচ্ছ হেতু আছে, অতএব হেতুতে সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচার ঘটিল। ব্যভিচার প্রধান হেত্বাভাস।

লক্ষণের অসম্ভব দোষ ঘটিলে ইতর ভেদানুমিতিতে স্বরূপা সিদ্ধি দোস হয়। যথা—পূর্ব্বোক্ত গবয় পক্ষে গবয়ের ইতর ভেদ সাধ্য আছে, কিন্তু শৃঙ্গ পুচ্ছ ও পক্ষ হেতু নাই। পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপা সিদ্ধি হেত্বাভাস হয়। এজন্য গ্রন্থকর্ত্তারা অব্যাপ্ত্যাদিবারণের প্রভূত চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফল কথা একটিমাত্র লক্ষ্যে অব্যাপ্তি বা অলক্ষ্যে অতিব্যাপ্তি হইলে সেই লক্ষণ সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। (২)

যে অবচ্ছেদকতা তাহার অনিরূপিত) যে প্রতিযোগিতা তাহার নিরূপক অভাব, (অনুমিতিতে যে সম্বন্ধে পক্ষাংশে সাধ্য বিশেষণ হয়, তাহার নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ, ও যে ধর্ম্ম পুরস্কারে সাধ্য ভাসমান হয় তাহার নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম; অতএব যেরূপে সাধ্যের অনুমিতি হইবে মাত্র সেইরূপে, ও যে সম্বন্ধে অনুমিতিতে সাধ্যভাসিবে সেই সম্বন্ধে "সাধ্য নাই' এইরূপ জ্ঞানের বিষয় অভাব) বলিতে হইবে। অন্যথা মেঘ সাধ্য গর্জ্জন হেতু স্থলে সমবায় সম্বন্ধে মেঘের অভাবাধিকরণগগণে (আকাশে মেঘ সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকে না) ঘন গর্জ্জন হেতু থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। যেহেতু 'কথিত সাধ্যাভাবের অধিকরণ গগণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব গভীর গর্জ্জনে নাই, বৃত্তিত্বই আছে। (এই গেল সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিবেশের ফল।) এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে মেঘ ও কুসুম উভয়ের অভাবাধিকরণ আকাশে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হেতু থাকায় অব্যাপ্তি হইবে।

কথিত নিয়মে সাধ্যাভাব নির্ব্বচন করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকিবেনা। কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক সাধ্যাভাবের, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক মেঘত্ব ও তাহার ইতর কুসুমত্ব এই উভয় ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন কেবল সাধ্যতাবচ্ছেদক মেঘত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবের অধিকরণ আকাশ হইবেনা, হইবে ভূতল, ভূতল নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব গভীর গর্জ্জনে আছে। (৩)

মন্তব্য।

(৩) আকাশে সমবায় সম্বন্ধে মেঘ থাকে না, থাকে তাহার অবয়বে। অতএব সংযোগ সম্বন্ধে আকাশে মেঘ থাকা কালেও সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিরূপক মেঘাভাব ("আকাশে সমবায় সম্বন্ধে মেঘ নাই" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় অভাব) আকাশে স্বরূপ সম্বন্ধে আছে। (অভাবের বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ স্বরূপ, এই স্বরূপ অধিকরণের, যেখানে অভাব থাকে তদ্ভিন্ন অভাবের কোন সম্বন্ধ অনুভূত হয় না। অতএব মেঘ সাধ্যক গভীর গর্জ্জন হেতুতে অব্যাপ্তি হইল। যে কোন দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি যেখানে না থাকে, সেখানে উভয়েরই অভাব আছে। যাহার হাতে কাগজ আছে, কলম নাই, "তোমার হাতে কাগজ কলম

কথিত সাধ্যাভাবের অধিকরণ কোন সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতেছে। সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে সাধ্যাভাব, তাহাতে বর্ত্তমান যে সাধ্য সামান্য স্বরূপ অভাবের প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলিতে হইবে। সাধ্যাভাবের অভাব সাধ্য, সুতরাং সাধ্যের প্রতিযোগিতা সাধ্যাভাবে আছে। এইরূপ

মন্তব্য।

আছে" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি "না"মাত্র বলিয়া নিরস্ত হন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন কর্ত্তা তাহার হাতে কাগজ দেখিয়াও "না" উত্তরের অনৌচিত্য প্রতিপাদন করেন না। ইহাতে বুঝা যায় যে একের অভাব নিবন্ধন উভয়াভাব অনুভব বিরুদ্ধ নহে। অতএবই আকাশে মেঘ থাকা কালেও কুসুম না থাকায় কুসুমা ভাব নিবন্ধন মেঘাভাবের (আকাশে মেঘ কুসুম উভয় নাই" এই অভাবের) অধিকরণ আকাশ হইয়াছে। সুতরাং উভয়াভাবাবলম্বনে ঘন গর্জ্জন হেতুতে অব্যাপ্তি হইল।

যে যে রূপে (ধর্ম্মপুরস্কারে) প্রতিযোগীর জ্ঞান হওয়ার পর অভাব জ্ঞান হয় তত্তাবৎ রূপ (ধর্ম্ম) ই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। অতএব মেঘত্ব কুসুমত্ব ও উভয়ত্ব কথিত উভয়াভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়াছে।

সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক ও তাহার ইতর (কুসুমত্বাদি) এই উভয় ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব বলিলেই কথিত উভয়াভাব নিবন্ধন অব্যাপ্তি হইবে না। যে হেতু কথিত উভয় ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক মেঘাভাব আকাশে নাই।

কেহ কেহ বলেন—"যে বস্তুর অভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব তাহাতেই প্রতি যোগিতা থাকে, অথচ তাহার ধর্ম্ম (কুসুমত্বাদি) ই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়" এই মত অঙ্গীকার করিলেও কথিত নিয়মেই সাধ্যাভাব নির্ব্বচন করিতে হইবে। অন্যথা অগ্নি সাধ্য ধূমহেতু স্থলে, মহানসীয় অগ্নির অভাব। ধিকরণচত্বরে ধূমহেতু থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। এখানেও সাধ্যতাবচ্ছেদক অগ্নিত্বের ইতর মহানসীয়ত্ব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়াছে ; সুতরাং পূর্ব্ব নিয়মেই দোষ পরি- হার হইবে।(৩)

নির্ব্বচনের ফলে ভাব পদার্থ (অগ্নি প্রভৃতি) সাধ্যস্থলে স্বরূপ সম্বন্ধেও অভাব সাধ্যস্থলে সমবায়াদি সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ লাভ হইয়াছে। (৪)

সাধ্যাভাবাধিকরণের এইরূপ নির্ব্বচন না করিলে সংযোগ সম্বন্ধে অশ্ব সাধ্যও অশ্বে ধ্বনি হেতু স্থলে সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবের কালিক সম্বন্ধে অধিকরণ গৃহে অশ্বের ধ্বনি থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কালিক সম্বন্ধে অন্য পদার্থেও মহাকালে সকল পদার্থই থাকে। (৫)

মন্তব্য।

(৪) "আমার কাগজ কলমের অভাব নাই, অভাব লিখিবার শক্তির" একথা বলিলে বুঝা যায় "আমার কাগজ কলম আছে"। অতএব "কাগজ কলমের অভাব নাই" (অভাবের অভাব) বস্তুটা "কাগজ কলম" একথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং সাধ্যের অভাবে যে সাধ্যের প্রতিযোগিতা আছে তাহা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হইবে।

কথিত সংসর্গ, ভাব সাধ্যস্থলে স্বরূপও অভাব সাধ্যস্থলে সমবায়াদি হওয়ার হেতু এই যে, ভাব পদার্থ প্রায়ই সমবায়াদি সম্বন্ধে থাকে। এখানে অশ্বের অভাব আছে বলিলে এই স্থানটা মাত্র প্রত্যক্ষ হয়, অভাবের সহিত অধিকরণের অন্য কোন সংসর্গ অনুভূত হয় না, অতএবই অভাবের সংসর্গ স্বরূপ বলা হইয়াছে। আর যেখানে অশ্ব আছে তথায় স্বরূপসম্বন্ধে অশ্বাভাব নাই, অশ্বাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব অশ্ব, সংযোগ সম্বন্ধে আছে. সুতরাং "অশ্বাভাব"—সাধ্যাভাবস্থিত "অশ্ব"-সাধ্যের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বরূপ হইল। এবং অশ্বাভাব সাধ্য হইলে সাধ্যাভাব হইবে (অশ্বাভাবের অভাব) "অশ্ব" তাহাতে অশ্বাভাব সাধ্যের যে প্রতিযোগিতা আছে তাহার অবচ্ছেদক সংসর্গ সংযোগ। অতএব এস্থলে সংযোগ সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলিতে হইবে। অন্যান্য অভাব সাধ্যস্থলেও এই নিয়মে সংযোগাদি সম্বন্ধই পাওয়া যাইবে। (৪)

(৫) যে দুইটি পদার্থে যে কোনও একটি পদার্থের একরূপ সংসর্গ থাকে, অর্থাৎ একটি পদার্থ দ্বারা যে দুই পদার্থ পরস্পর মিলিত হয়, সেই পদার্থদ্বয় সেই পদার্থ ঘটিত সংসর্গ দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধী হয়। উৎপন্ন সকল পদার্থই কালও

স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলিলে এই অব্যাপ্তি বারণ হয় বটে, (যে ঘরে অশ্ব আছে সেই ঘরে স্বরূপ সম্বন্ধে অশ্বাভাব থাকে না, অশ্ব অশ্বাভাবের বিরোধী) কিন্তু, তথাপি অশ্বাভাব সাধ্য ও তদীয় গন্ধাভাব হেতুস্থলে (অশ্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি অশ্বের গন্ধ না পাইয়া অন্ধকার গৃহেও অশ্বের অভাবের অনুমিতি করিয়া থাকেন) অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, অশ্বাভাব সাধ্যের অভাব: অশ্ব কোথাও স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে না, থাকে সংযোগাদি সম্বন্ধে গৃহাদিতে, অতএব স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে। (৬)

মন্তব্য।

দেশ দ্বারা অবচ্ছিন্ন; যে কোন বস্তুই উৎপন্ন হউক না কেন, তাহা কোন কালেও কোন দেশে উৎপন্ন হইয়াছে, সকল কালও দেশ ব্যাপিয়া কোন পদার্থই উৎপন্ন হয় নাই। যে কালে ও দেশে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং থাকে, সেই পদার্থ সেই কালও দেশ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং কালেরও দেশের সহিত উৎপন্ন বস্তুর একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই কাল ঘটিত সম্বন্ধের নাম কালিক, ও দেশ ঘটিত সম্বন্ধের নাম দৈশিক। অতএব সম কাল সম্বন্ধি বস্তুদ্বয় কালিক সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধী হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সম্বন্ধটা কালদ্বারা সংঘটিত হওয়ায়ই কালিক নামে অভিহিত হইয়াছে। এক কালের পদার্থ অন্য কালে, বা অন্য কালীন পদার্থে কালিক সম্বন্ধে থাকে না। এক্ষেত্রে এই মাত্র বিশেষ যে, জন্য বস্তু মাত্রই কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় কাল সংজ্ঞাক্রান্ত, সুতরাং তাহাতে সমকালীন জন্য পদার্থ মাত্র ও জাতি অভাব প্রভৃতি নিত্য পদার্থ কালিক সম্বন্ধে থাকে, কিন্তু জাতি প্রভৃতি নিত্য পদার্থ কাল সংজ্ঞাক্রান্ত নহে, সুতরাং তাহাতে কোন পদার্থই কালিক সম্বন্ধে থাকে না। যে কালে অশ্বের অভাব স্থানান্তরে আছে, সেই কালে অশ্বের গৃহও আছে, অতএব অশ্বের অভাব কালিক সম্বন্ধে অশ্বের গৃহে থাকায় পূর্বোক্ত স্থলে অব্যাপ্তি হইয়াছে। (কৃ+ঘঞ = কার, রস্থানে ল, "রশ্রুতে লশ্রুতি, এই ব্যুৎপত্তি বলেই জন্য মাত্রকে কাল বলা হইয়াছে।) কাহারও মতে গগণাদিও মহাকালে কালিক সম্বন্ধে থাকে। কেহ বা মহাকাল নামে স্বতন্ত্র কোন পদার্থই স্বীকার করেন না। (৫)

মন্তব্য।

(৬) সাধ্যাভাব বৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলা হইয়াছে। এস্থলে "সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক সাধ্যাভাববৃত্তি" বিশেষণ, "সাধ্য সামান্যীয় প্রতিযোগিতার"। এই বিশেষণ না দিলে, আত্মত্ব প্রকারক যথার্থ জ্ঞানের, (আমি আত্মা এই জ্ঞানকে আত্মত্ব প্রকারক যথার্থ জ্ঞান বলা যায়, যে হেতু এই জ্ঞানের বিশেষ্য আমি, বিশেষণ আত্মত্ব) বিশেষ্যত্বের কালিক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব, তাহাকে স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্য করিলে, (কথিত বিশেষ্যত্ব কালিক সম্বন্ধে জন্য পদার্থে থাকে, আত্মাদি নিত্য পদার্থে তাহার কালিক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি যোগিতার নিরূপক অভাব আছে) আত্মত্ব হেতুতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, সাধ্যের কালিক সম্বন্ধে যে অভাব, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব ও সাধ্য হইয়াছে (যে কোন ব্যক্তির যে কোন সম্বন্ধে অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব, প্রায়ই তাহার স্বরূপ হয়) এই সাধ্যের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল "স্বরূপ" এই স্বরূপ সম্বন্ধে, আত্মত্ব প্রকারক যথার্থ জ্ঞানের বিশেষ্যত্বাভাব সাধ্যের অভাব, "আত্মত্ব প্রকারক যথার্থ জ্ঞানের বিশেষ্যত্ব" আত্মাতে আছে। তথায় আত্মত্ব হেতু থাকায় অব্যাপ্তি হইল। সাধ্যতাবচ্ছেদক স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাব বৃত্তি বলিলে, সেই অভাব হইবে "আত্মত্বপ্রকারক যথার্থ জ্ঞানের বিশেষত্ব" (আত্মত্ব প্রকারক প্রমাবিশেষ্যত্বের কালিক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব, আত্মত্ব প্রকারক প্রমাবিশেষ্যত্ব ভিন্ন নহে।) তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব সাধ্য নহে, সাধ্য হইয়াছে তাহার "কালিক সম্বন্ধা বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব,এই অভাবের, (অথবা "প্রকৃত সাধ্যের স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের যে কালিক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব তাহার") প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক কালিক সম্বন্ধে "আত্মত্ব প্রকারক যথার্থ জ্ঞানের বিশেষ্যত্ব" সাধ্যাভাবের অধিকরণ জন্য পদার্থ ও মহাকাল, তাহাতে আত্মত্ব হেতু না থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। এখানে আরও একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সাধ্যের স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব "আত্মত্ব প্রকারক প্রমা-

মন্তব্য।

বিশেষ্যত্ব” সুতরাং তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব সাধ্য নহে। অতএব কথিত নিয়মে সাধ্যাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা ও রহিল না। এই কথাটা অত্যন্ত জটিল হইলেও না বলিয়া পারিলাম না। কারণ, না বলিলে একটা বিষয় অসম্পূর্ণ থাকে।

কথিত সাধ্যাভাব বৃত্তি সাধ্য সামান্য নিরূপিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে না বলিয়া, “কথিত সাধ্যাভাব বৃত্তি সাধ্য নিরূপিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ” বলিলে, “বিষয়িতা সম্বন্ধে (সকল) প্রমেয় সাধ্যক জ্ঞানত্ব হেতুতে (সকল পদার্থই প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং বিষয়িতা সম্বন্ধে সকল পদার্থই জ্ঞানে থাকে) অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, বিষয়িতা সম্বন্ধে প্রমেয়ের অভাবের কালিক সম্বন্ধে যে অভাব তাহাও প্রমেয় বটে, এই প্রমেয়ের (অভাবের) প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক কালিক সম্বন্ধে কথিত সাধ্যাভাবের অধিকরণ জন্যজ্ঞানে জ্ঞানত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হইতেছে।

সাধ্য সামান্য নিরূপিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে বলিলে আর এই দোষ হইবে না। কারণ, সাধ্যাভাবের কালিক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব প্রমেয় হইলেও প্রমেয় সামান্য নহে, (মৃত্তিকা জল অগ্নি প্রভৃতি প্রমেয় স্বরূপ হয় নাই) অতিরিক্ত একটা অভাব। যেহেতু গগণাদি নিত্য পদার্থেই আছে, কোন জন্যে বা মহাকালে নাই (ভূতলাদি জন্য পদার্থে না থাকায় প্রমেয় মাত্র হয় নাই) সুতরাং সাধ্য সামান্য নিরূপিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কালিক হইল না, হইয়াছে স্বরূপ; কারণ, বিষয়িতা সম্বন্ধে প্রমেয়ের অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভাব তাহাই মৃত্তিকা জল প্রভৃতি নিখিল প্রমেয় স্বরূপ হইবে। কাজেই স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সাধ্যাভাবের অধিকরণ নির্ব্বিষয়ক মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞানত্ব হেতু না থাকায় অব্যাপ্তি হইল না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—এইরূপ বলিলেও তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সর্প সাধ্য স্থলে বিজাতীয় বক্রগতি হেতুতে অব্যাপ্তি (স্বরল অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ পদার্থ সম্মুখে পড়িলে প্রথমতঃ রজ্জুর ন্যায় প্রতিভাত হয়, পরে তাহার বক্রগতি দর্শনে “এইটী সর্প” এইরূপ অনুভূতি হয়, এখানে বক্রগতিতে সর্পের ব্যাপ্তি আছে)

মন্তব্য।

হইতেছে। কারণ, এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধতাদাত্ম্য, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সর্পের অভাব তাহার অন্যোন্যাভাব ("সর্প নহে" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় অভাব) সর্পছাড়া সর্ব্বত্রই আছে, ইহাই সাধ্যাভাব, এই অভাবের অভাব কেবল মাত্র যাবৎ সর্পে আছে, এবং সর্পত্ব ও যাবৎ সর্পেই আছে, অতএব সর্পের অন্যোন্যাভাবের অভাব "সর্পত্ব," অতিরিক্ত কল্পনা করা গৌরব। তাহা হইলে সাধ্যাভাবে (সর্পের অন্যোন্যাভাবে) সাধ্যের (সর্পের) প্রতিযোগিতা না থাকায়, (অভাবের অভাব প্রতিযোগী হয় বলিয়াই তাহাতে তাহার প্রতিযোগিতা থাকে) সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ নির্দ্দেশ করা কিছুতেই সম্ভাবনীয় (বন্ধ্যাপুত্রের ঘোড়া দৌড়ানের ন্যায়) নহে। অতএবই কথিত স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না।

উত্তর। অন্যোন্যাভাবের অভাব যেমন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়, সেইরূপ প্রতিযোগি স্বরূপও হয়। কারণ, সর্পের অন্যোন্যাভাবের অভাব সর্প হইলেও তাহা সর্পে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকিতে পারে। এই 'সর্প'-অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ সম্বন্ধে সর্পের অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ নহে, সুতরাং অব্যাপ্তির অবকাশ রহিল না।

ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগি স্বরূপ হইলেও, রজ্জুর অন্যোন্যাভাব ("রজ্জু নহে" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় অভাব) সাধ্যক বক্রগতি হেতুতে অব্যাপ্তির অবকাশ আছে। যেহেতু রজ্জু স্বরূপ সাধ্যাভাবে সাধ্যের (রজ্জুর অন্যোন্যাভাব সাধ্যের) প্রতিযোগিত্ব থাকিলেও তাহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে তাদাত্ম্য, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ, (যে সম্বন্ধে কোন জিনিস আছে বলিয়া অনুভব হয় তাহার নাম বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধ, আর যে সম্বন্ধে তাহা হয় না তাহার নাম বৃত্ত্যনিয়ামক, বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে অস্তিত্বানুভব না হওয়ায়ই অধিকরণ স্বীকার করা যায় না) অতএব সাধ্যাভাবাধিকরণ ঘটিত লক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেছে।

মন্তব্য।

উত্তর। রজ্জুর অন্যোন্যাভাবের অভাব রজ্জুত্ব হইলেও রজ্জুর অন্যোন্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব "রজ্জুর অন্যোন্যাভাব" বই নহে। কারণ, যেমন "হরিদাসের ধন আছে" জ্ঞান হইলে "ধন নাই" জ্ঞান হয় না, অপিচ "হরিদাসের ধনের অভাব নাই" জ্ঞান হয় বলিয়া ধনের অভাবের অভাবকে (নাইকে) ধন স্বরূপ কল্পনা করা হয়; সেইরূপ যে খানে "রজ্জুর ভেদ" জ্ঞান হয়, সেখানে "রজ্জুর ভেদাভাব" জ্ঞান হয় না, ("সাপে রজ্জু ভিন্ন নহে" জ্ঞান হয় না) অপিচ "রজ্জুর ভেদাভাবের অভাব" জ্ঞান হয়, (সাপ রজ্জু ভিন্ন নহে বলা যায় না" জ্ঞান হয়) বলিয়া রজ্জুর ভেদাভাবের অভাবকেও রজ্জুর ভেদ বলা যাইতে পারে। ইহাতে অনুভবের কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। অতএব রজ্জুর অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাও রজ্জুত্বে আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (রজ্জুর অন্যোন্যাভাবের অভাব "রজ্জুত্ব" আর তাহার অভাব "রজ্জুর অন্যোন্যাভাব" একথা প্রতিপন্ন হইয়াছে) কাজেই সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সমবায় সম্বন্ধে "রজ্জুত্ব" সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকায় পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তির অবকাশ রহিল না। বিশেষতঃ গঙ্গেশোপাধ্যায় ধর্ম্মির (রজ্জুর) ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব (রজ্জুত্বের অত্যন্তাভাব) এক স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তির অবসরই নাই। এ সকল উত্তর পাইয়াও যাহারা নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, তাহাদের সন্তুষ্টির জন্য আরও একটা উত্তর করা যাইতেছে। যথা "সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব বৃত্তি সাধ্য সামান্যীয় প্রতিযোগিত্ব ও তাহার অবচ্ছেদকত্ব এই অন্যতরের (ইহাদের একতরের) অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ"। এখন পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি নিঃসন্দেহ ভাবে নিরস্ত হইবে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত রজ্জুত্ব সাধ্যাভাবে সাধ্যের প্রতিযোগিত্ব না থাকিলেও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব আছে, সুতরাং তাহার অবচ্ছেদক সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ রজ্জুই হইয়াছে। অন্যোন্যাভাব সাধ্য হইলেই সাধ্যাভাবে সাধ্যের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব থাকিবে, আর অন্যত্র প্রতিযোগিত্ব থাকিবে।

"সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" শব্দের অর্থ "সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব" বলিতে হইবে। অন্যথা অশ্বসাধ্যক গৃহহেতুতে অতি ব্যাপ্তি হইবে। যে হেতু "অশ্বাভাবও কুসুম উভয়াধিকরণ বৃত্তিত্বাভাব" "অশ্বাভাবাধিকরণ ও জল উভয় নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব" এবং "অশ্বাভাবাধিকরণ নিরূপিতবৃত্তিত্ব ও জলত্ব উভয়াভাব" ইহারাও সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাব হইয়াছে। অথচ এই সকল বৃত্তিত্বাভাব গৃহহেতুতে আছে। বলা বাহুল্য কথিত অভাবত্রয়ই সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব (কথিত বৃত্তিত্ব স্থিত প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাব) হইয়াছে। সামান্যাভাব বলিলে অতিব্যাপ্তি থাকিবে না। কারণ ইহাদের একটিও কথিত বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব নহে, সামান্যা ভাব হইবে "সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব নাই" মাত্র এইরূপ জ্ঞানের বিষয় অভাব। প্রস্তাবিত স্থলে গোগৃহাদিতে অশ্বাভাবাধিকরণ ভূতলবৃত্তিত্ব থাকায় বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব নাই, সুতরাং অতিব্যাপ্তির অবসর রহিল না। (৭)

মন্তব্য।

যেখানে যাহা থাকিবে, সেখানে তাহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ধরিয়াই লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। (৬)

---

(৭) কথিত অভাবগুলি সামান্যাভাব না হইবার হেতু প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"এই ঘরে জল নাই" এই প্রতীতির বিষয় অভাব "জল সামান্যাভাব" কিন্তু "উষ্ণজল নাই" অভাব, জল সামান্যাভাব নহে। যে হেতু, ঘরে শীতল জল থাকিলেও "উষ্ণজল নাই" ব্যবহার হয়, কিন্তু "জল নাই" ব্যবহার হয়না। না হওয়ার কারণ—"জল নাই" জ্ঞান যে সকল পদার্থ আকর্ষণ করিয়াছে, "উষ্ণজল নাই" জ্ঞান তাহা ছাড়া "উষ্ণত্ব" নামে আর একটা পদার্থ আকর্ষণ করিয়াছে, এই "উষ্ণত্ব" অভাবের প্রতিযোগি জলের বিশেষণ, (উষ্ণত্ব দ্বারা জলকে সাধারণ জল অপেক্ষা বিশেষ করা হইয়াছে) অতএব "উষ্ণ জলাভাব" জল সামান্যাভাব নহে, জল বিশেষাভাব।

আবার এই উষ্ণ জলাভাবও মৃৎপাত্রে উষ্ণ জলাভাব অপেক্ষা সামান্যাভাব; কারণ, যেখানে লৌহাদি পাত্রে উষ্ণজল আছে, সেখানে "মৃৎপাত্রে উষ্ণজল

মন্তব্য।

নাই” ব্যবহার হয়, কিন্তু “উষ্ণজল নাই” ব্যবহার হয় না। এখানে ও উষ্ণ জলাভাব জ্ঞানের অবিষয় “মৃৎপাত্র” বিষয় হওয়ায় তদপেক্ষা বিশেষাভাব হই য়াছে।

এখন দেখা যাউক “উষ্ণজল নাই” এই জ্ঞানের বিষয় অভাবে জল সামান্যা ভাবত্ব নাই কেন? “জল নাই” এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক মাত্র “জলত্ব” আর “উষ্ণজল নাই” এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক “উষ্ণত্বও জলত্ব” অতএব জলত্বাবচ্ছিন্ন, জলত্বের ইতর (ভিন্ন) ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকে “জলসামান্যাভাব” বলিলে উষ্ণজলাভাবের জল সামান্যা ভাবত্ব নিরাকৃত হইবে। এবং উষ্ণত্ব জলত্ব উভয়ের ইতর ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতার নিরূপক অভাবকে “উষ্ণজল সামান্যাভাব” বলিলে “মৃৎপাত্রে উষ্ণ জলাভাবে” উষ্ণ জল সামান্যাভাবত্ব নিরাকৃত হইবে। যে হেতু উষ্ণত্ব ও জলত্ব ভিন্ন “মৃৎপাত্র” এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়াছে। প্রস্তা-বিত স্থলে “সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব নাই” এই অভাবের প্রতিযোগি-বৃত্তিত্ব, তত্রত্য প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক অধিকরণ, (ও বৃত্তিতাত্ব) অধিকরণ স্থিত অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সাধ্যাভাব (ওঅধিকরণত্ব) সাধ্যাভাবস্থ অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক “সাধ্য” অত্রত্য অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে। (অভাবের প্রতিযোগীর বিশেষণ যতগুলি পদার্থ হইবে, তত গুলিতেই ক্রমশঃ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা তাহার অবচ্ছেদকতা ইত্যাদি নিয়মে পরম্পরায় অবচ্ছেদকতা থাকিবে, যেহেতু এই পদার্থ গুলি প্রতিযোগীর বিশেষণ তাহার বিশেষণ ইত্যাদি নিয়মে ক্রমশঃ বিশেষণ হইয়াছে।)

এখানের বৃত্তিত্ব সামান্যাভাবটা কিরূপ বলিতে হইবে, তাহা দেখান যাই-তেছে, সাধ্যতাবচ্ছেদক স্থিত যে অবচ্ছেদকতা, তাহার নিরূপিত এবং তদ্ভিন্ন অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত যে সাধ্যস্থিত অবচ্ছেদকতা, তাহার নিরূপিত ও তদ্ভিন্ন অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত,যে অভাবস্থিত অবচ্ছেদকতা,তাহার নিরূপিত এবং তদ্ভিন্ন অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত যে অধিকরণস্থিত অবচ্ছেদকতা, তাহার নিরূপিত এবং তদ্ভিন্ন অবচ্ছেদকতার অনিরূপিত যে বৃত্তিত্ব স্থিত প্রতিযোগিতা তাহার নিরূপক

কথিত সাধ্যাভাবাদিকরণ বৃত্তিত্বাভাব কোন সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতেছে, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা যে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের অভাব বলিতে হইবে। অন্যথা সংযোগ সম্বন্ধে মেঘ সাধ্যক সমবায় সম্বন্ধে গভীর গর্জ্জন হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ গৃহাদি নিরূপিত বৃত্তিত্ব (গৃহের রূপাদিতে গৃহনিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বস্বরূপ সম্বন্ধে আছে) কালিক সম্বন্ধে থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। (৮)

মন্তব্য।

অভাবের নাম, অত্রত্য বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব। (এই সামান্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা বৃত্তিতাত্ব অধিকরণত্ব এবং সাধ্যভাবত্বে ও পড়িয়াছে, সুতরাং তত্তৎ স্থলে তাহাদের ভেদ ও নিবেশ করিতে হইবে)। পূর্ব্বে যে তিনটী অভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের একটীও সামান্যাভাব নহে। কারণ, "অশ্বাভাব ও কুসুম, এই উভয়াধিকরণ বৃত্তিত্ব নাই" এই অভাবের প্রতিযোগিতার অধিকরণ স্থিত অবচ্ছেদকতা, (পরম্পরায়) অশ্বাভাব (সাধ্যাভাব) ভিন্ন কুসুমস্থিত অবচ্ছেদকতা নিরূপিত হইয়াছে। "অশ্বাভাবাধিকরণ জল নিরূপিত বৃত্তিত্ব নাই" এই অভাবের বৃত্তিত্বস্থিত প্রতিযোগিতা, অধিকরণস্থিত অবচ্ছেদকতা ভিন্ন জল নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা নিরূপিত হইয়াছে। "অশ্বাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব উভয় নাই" এই অভাবের বৃত্তিত্বস্থিত প্রতিযোগিতা, অধিকরণ নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা ভিন্ন উভয়ত্বাদি নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা নিরূপিত হইয়াছে। ফলকথা "সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব নাই" এই জ্ঞানের বিষয় অভাবই কথিত বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব, এই জ্ঞান যে সকল পদার্থকে বিষয় করিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত যে কোন পদার্থকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান হইবে, সেই জ্ঞানের বিষয় অভাব বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব নহে। সামান্যাভাব সাধারণভাবে বলা হইল, ইহাতেও নির্দ্দোষ হয় নাই। সূক্ষ্মভাবে সামান্যাভাবের মীমাংসা করিতে গেলে বিষয়টা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িবে, তাই ক্ষান্ত রহিলাম। আশা করি যাহা বলা হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। (৭)

এই নিয়মে পরিষ্কার করিলে সৎহেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের ব্যধিকরণ সম্বন্ধে (যে সম্বন্ধে যে পদার্থ কোথাও থাকে না সেই সম্বন্ধ সেই পদার্থের ব্যধিকরণ, নৈয়ায়িকেরা ব্যধিকরণ সম্বন্ধে অভাব স্বীকার করেন) অভাব পড়িবে। কারণ, গর্জ্জন হেতুতে আকাশ নিরূপিত বৃত্তিত্ব যে স্বরূপ সম্বন্ধে আছে, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ গৃহ বৃত্তিত্ব কোথাও থাকে না। অসৎহেতু অগ্নিতে স্বরূপ সম্বন্ধে সূতপ্তলৌহপিণ্ড নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিত্ব আছে, তাহাই ধূম সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব সুতরাং হেতুতে তাহার অভাব না থাকায় অতি ব্যাপ্তি হইল না।

সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভাব তাহাকে ব্যাপ্তি বলিলেও মেঘাভাবাধিকরণ নিরূপিত (ভূতলাদি নিরূপিত) রূপাদি স্থিত যে সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব তাহার স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন

মন্তব্য।

(৮) যেখানে একটী মাত্র বৃত্তিত্ব ও থাকে সেখানে বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব থাকে না, সুতরাং কথিত হেতুতে বৃত্তিত্ব কালিক সম্বন্ধে থাকায় বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব নাই। এখানে আরও একটা কথা বক্তব্য আছে, যথা-হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর যে অধিকরণতা, তাহার নিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা, সেই আধেয়তা যে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিত্ব সামান্যাভাব নির্ব্বচন করিতে হইবে। অন্যথা সুবর্ণপক্ষক তেজস্বসাধ্যক পৃথিবী ও জলাদির অন্যত্ব বিশিষ্ট দ্রব্যত্ব হেতুতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, কথিত দ্রব্যত্ব সাধারণ-দ্রব্যত্ব ভিন্ন নহে, সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণ জলাদিতে ও আছে। উল্লিখিত নিয়মে সামান্যাভাব নির্ব্বচন করিলে অব্যাপ্তি থাকিবেনা। কারণ, তেজস্বসাধ্যাভাবাধিকরণ জলাদিতে দ্রব্যত্ব থাকিলেও হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর অধিকরণতা নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা যে স্বরূপ সম্বন্ধে আছে, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে জল বৃত্তিত্ব দ্রব্যত্বে নাই। যে হেতু, জলে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণতা নাই। গঙ্গেশের মতে এই হেতু সমবায় সম্বন্ধে ব্যভিচারী সুতরাং পূর্ব্বের ব্যাখ্যাই সমীচীন। ইহা হেত্বাভাস প্রকরণে বিবেচিত হইবে। (৮)

প্রতিযোগিতাক অভাব গভীর গর্জ্জনে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয় বটে, কিন্তু জাতি সাধ্যস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ সামান্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে কোন পদার্থ না থাকায় সমবায় সম্বন্ধে রূপাদি হেতুতে অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। এজন্যই এতগুরুতর সম্বন্ধ বলিতে হইয়াছে। (১)

৫। অব্যভিচারের দ্বিতীয় লক্ষণ।

এই নিয়মে লক্ষণের ব্যাখ্যা করিলেও সংযোগ সম্বন্ধে অশ্বাদি সাধ্যস্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, যে ঘরে অশ্ব আছে, অশ্বের অভাবও তথায় আছে, (গৃহ ব্যাপিয়া অশ্ব নাই) যে হেতু সংযোগ সম্বন্ধে দ্রব্য মাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, (নিজের অধিকরণবৃত্তি অভাবের প্রতি যোগী) তথায় অশ্বের শব্দ, ধ্বনি প্রভৃতি সদ্ধেতু থাকায় অব্যাপ্তি হইতেছে। সাধ্যাভাবের অধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষণ দিলে এই অব্যাপ্তি বারণ হয় [গৃহে অশ্বাভাব নিরবচ্ছিন্ন নহে, গৃহের যে প্রদেশে অশ্ব আছে তথায় অশ্বাভাব (সেই প্রদেশাবচ্ছেদে গৃহে অশ্বাভাব) নাই, আর যে প্রদেশে অশ্ব নাই, সেই প্রদেশাবচ্ছেদে গৃহে অশ্বাভাব আছে, সুতরাং গৃহে সংযোগ সম্বন্ধে অশ্ব, এবং স্বরূপ সম্বন্ধে তাহার অভাব, উভয়ই অব্যাপ্যবৃত্তি, সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যমাত্রের অব্যাপ্যবৃত্তিতার প্রতি সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিতা নিয়ামক] বটে, কিন্তু তাহা হইলে অশ্বাভাব সাধ্য, অশ্বের গন্ধাভাব হেতু স্থলে (অন্ধকার গৃহে অশ্বের গন্ধ না পাইলে অশ্বাভাবের অনুমিতি

মন্তব্য।

(১) এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় আরও একটা কথা বক্তব্য আছে, তাহা এই-হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তি (সম্বন্ধী) যে—হেতু, তত্রত্য বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি। অন্যথা অশ্বাদি সাধ্যক গগণ হেতুতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, গগণ কোথাও থাকেনা, সুতরাং তাহাতে বৃত্তিত্বাভাব চিরদিনই আছে। হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তি বলিলে আর সেই দোষ থাকিবে না।

এই লক্ষণের ব্যাখ্যা একপ্রকার করা হইল, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে আরও অনেক দোষ লক্ষিত হইবে। তাহার সমাধান করিতে গেলে বক্তব্য অতি বিস্তৃত ও জটিল হইয়া পড়িবে, তাই ক্ষান্ত রহিলাম। (১)

হয়) অব্যাপ্তি হইয়া পড়িবে। কারণ, সাধ্যাভাব অশ্বেরনিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ নাই, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে এস্থলে সংযোগ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ লাভ হইবে। অতএব অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যক হেতুতে অব্যাপ্তিবারণ উদ্দেশ্যে লক্ষণান্তর করা যাইতেছে। যথা—

সাধ্যাধিকরণের অন্যনিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব (হেতুনিষ্ঠ) ব্যাপ্তি। এই লক্ষণে ও সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ ভিন্ন বলিতে হইবে। অন্যথা পূর্ব্বোক্ত অশ্বাধিকরণ গৃহে সমবায় সম্বন্ধে অশ্বাধিকরণের ভেদ থাকায়, (অশ্ব সমবায় সম্বন্ধে তাহার অবয়বে আছে) এবং যে গৃহে মাত্র—রক্ত বর্ণ অশ্ব আছে, সেই গৃহে শুক্লবর্ণ অশ্বের সংযোগ সম্বন্ধে অধিকরণের ভেদ থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। 'শুক্ল অশ্বাধিকরণ নহে" এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা সাধ্যতাবচ্ছেদক-অশ্বত্ব ভিন্ন-শুক্লত্বাবচ্ছিন্ন হইয়াছে, সাধ্যতাবচ্ছেদক মাত্রাবচ্ছিন্ন (সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন) হয় নাই, অতএব অব্যাপ্তি রহিল না। এবং বৃত্তিত্বাভাবও প্রথমলক্ষণে প্রদর্শিত রীতি অনুসারে বলিতে হইবে; তাহা না বলিলে পূর্ব্বোক্ত দোষই হইবে। এই লক্ষণে অব্যাপ্য বৃত্তি সাধ্যক স্থলে কোন দোষ নাই। কারণ, অশ্বাধিকরণ গৃহে অশ্বের অত্যন্তাভাব থাকিলেও "অশ্বাধিকরণ নহে" এই অন্যোন্যাভাব নাই। যে হেতু অব্যাপ্যবৃত্তিমৎ পদার্থের ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তি।

এই দুই লক্ষণেরই বাচ্যত্ব প্রমেয়ত্বাদি কেবলান্বয়ি সাধ্যক হেতুতে অব্যাপ্তি হইতেছে (যে পদার্থ সর্ব্বত্রই আছে, কোথা ও যাহার অভাব নাই, তাহাকে কেবলান্বয়ী বলে, বৃত্তিমৎ-অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী কেবলান্বয়ী) কারণ, প্রমেয়ত্ব নাই (যথার্থজ্ঞানের বিষয়ত্ব নাই) প্রমেয় নহে, এইরূপ অত্যান্তাভাব বা অন্যোন্যাভাব কোথাও নাই। যে হেতু সকল পদার্থই প্রমেয়। (১০)

মন্তব্য।

(ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব)

(১০) কেহ কেহ বলেন, প্রমেয়ত্ব বাচ্যত্বাদি সাধ্যস্থলে প্রমেয়ত্বত্বাদিরূপে প্রমেয়ত্ব (যথার্থজ্ঞানের বিষয়ত্ব) প্রভৃতির অভাব অপ্রসিদ্ধ হইলেও সমবায়িত্ব, অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্বরূপে প্রমেয়ত্বের অভাব

মন্তব্য।

ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে। কারণ, প্রমেয়ত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকেনা। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগিত্বরূপ—সমবায়িত্বরূপে তাহার অভাব সর্ব্বত্রই আছে। (যে ঘরে অশ্ব আছে সেখানেও মহিষত্ব রূপে অশ্ব নাই) প্রমেয় সাধ্যস্থলে গগণত্ব বা বিরুদ্ধ গোত্বও অশ্বত্বাদি রূপে প্রমেয়ের অভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। এইরূপ অভাবের নাম ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব। যে অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম প্রতিযোগিতে থাকে না, অর্থাৎ প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ হয় না, তাহাই ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব। দ্রব্যত্ব রূপে অগ্নির অভাব, বা অগ্নিত্বরূপে দ্রব্যের অভাব, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব নহে। প্রথমটি-সামান্যরূপে বিশেষাভাব, দ্বিতীয়টি-বিশেষরূপে সামান্যাভাব, অশ্বত্ব রূপে অশ্ব ও হস্তী উভয়ের অভাব নৃসিংহাকার, অর্থাৎ অশ্বাংশে সমানাধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, আর হস্তী অংশে ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব।

প্রশ্ন। কথিত নিয়মে সাধ্যাভাবের প্রসিদ্ধি হইলেও লক্ষণের অব্যাপ্তি বজ্রলেপায়মানই থাকিবে। কারণ, সমবায়িত্বরূপে প্রমেয়ত্বের অভাবের অধিকরণ পটাদিতে বাচ্যত্বাদিহেতু আছে। সুতরাং হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচারই আছে, অব্যভিচার নাই।

উত্তর। ব্যভিচার শব্দের অর্থ— সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব মাত্র হইলে এখানে ব্যভিচার থাকিত, কিন্তু তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে অগ্নি সাধ্যস্থলে পটত্বরূপে অগ্নির অভাবের অধিকরণে থাকায় ধূম হেতুও ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। অতএব বলিতে হইবে—সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের নাম ব্যভিচার। তাহা হইলে যেমন অগ্নিত্বরূপে অগ্নির অভাবাধিকরণে (জলাদিতে) না থাকায় ধূমব্যভিচারী হয় নাই, সেইরূপ প্রমেয়ত্বত্বাদি রূপে প্রমেয়ত্বাভাব কুত্রাপি না থাকায় বাচ্যত্বাদি হেতু তাহার ব্যভিচারী হইবে না।

এই মত নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। কারণ, যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের নাম ব্যভিচার হয়, তবে অব্যভিচার ব্যাপ্তিও

এই ব্যভিচারের অভাবই হইবে। অন্যথা পটত্বাদিরূপে বহ্নির অভাবাধিকরণ মহানসাদিতে থাকায় ধূম হেতুতেই লক্ষণ সমন্বয় হইবেনা। এরূপ হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক প্রমেয়ত্বত্বরূপে প্রমেয়ত্বের অভাবের প্রসিদ্ধি না থাকায় প্রমেয়ত্ব সাধ্যস্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাব রূপ ব্যাপ্তিরই অপ্রসিদ্ধি হইয়া পড়িবে। অপিচ বাচ্যত্বাদিহেতুতে সমবায়িত্বরূপে প্রমেয়ত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব থাকায় ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব ধরিয়াও লক্ষণ সমন্বয় করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

প্রশ্ন। ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব বাদীর মতে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব ব্যভিচার বটে, কিন্তু এই ব্যভিচারের অভাব অব্যভিচার ব্যাপ্তি নহে; অব্যভিচার পারিভাষিক যথা—"যাহার (যে হেতুর) অধিকরণবৃত্তি সাধ্য ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যাবৎ অভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ বৃত্তিত্ব থাকে তত্ত্বই (সেই হেতুর ধর্ম্মই) সেই সাধ্যের অব্যভিচার ব্যাপ্তি"।

বহ্নি সাধ্য ধূমহেতু স্থলে, ধূমাধিকরণ বৃত্তি, সাধ্য ব্যাপকতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বলিতে বহ্নিত্বরূপে পটাভাব, দ্রব্যত্বরূপে গুণাভাব প্রভৃতি পাওয়া যাইবে। কারণ, এ সকল অভাব সর্ব্বত্রই আছে; যেহেতু—বহ্নিত্ব রূপে পট বা দ্রব্যত্ব রূপে গুণ কুত্রাপি নাই। এসকল অভাবে নিজ নিজ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব ও দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্য (অধিকরণ বৃত্তিত্ব) আছে। সুতরাং তত্ত্ব অর্থাৎ সেই ধূমত্বই বহ্নির অব্যভিচার ব্যাপ্তি; ইহা ধূমে আছে।

কিন্তু ধূম সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে বহ্নি সমানাধিকরণ সাধ্য ব্যাপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বলিতে ধূমাভাব ও সুতপ্তায়ঃপিণ্ডের অন্যোন্যাভাবের অভাব পাওয়া যাইবে; (তপ্তায়ঃপিণ্ডের অন্যোন্যাভাব ধূমের ব্যাপক) এসকল অভাবে তত্তদীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধূমত্ব ও তপ্তায়ঃ পিণ্ড ভেদাত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ বৃত্তিত্ব নাই, সুতরাং অতিব্যাপ্তি হইল না। অত এবই যাবৎ অভাব বলা হইয়াছে, অন্যথা এস্থলেও দ্রব্যত্বাদিরূপে গুণাদির অভাব ধরিয়া অতিব্যাপ্তি হইত।

সাধ্যব্যাপকতাবচ্ছেদক রূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব না বলিলে বহ্নি-

সাধ্য ধূমহেতু স্থলেই লক্ষণ সমন্বয় হইবে না। কারণ, সে স্থলে আত্মত্বাভাব হেতু সমনাধিকরণ যাবৎ অভাবের অন্তর্গত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তদীয় প্রতি-যোগীর অধিকরণ বৃত্তিত্ব নাই।

যাহার অধিকরণ বৃত্তি শব্দের অর্থ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ বৃত্তি, আর তত্ত্ব শব্দের অর্থ-সেই হেতুতাবচ্ছেদকবত্ত্ব। এরূপ ব্যাখ্যার ফলে সকল ধূমে অগ্নির অনুগত একটা ব্যাপ্তি লাভ হইল; এবং জ্ঞান সাধ্য মনের ভেদ সমানাধিকরণ আত্মমনঃ সংযোগ হেতু স্থলে, হেতুর অধিকরণ মনোবৃত্তি আত্মত্ব সামান্যাভাবে প্রতিযোগীর অধিকরণ বৃত্তিত্ব না থাকিলে ও অব্যাপ্তি হইল না। কারণ; মন, মনোত্বত্ব বিশিষ্ট আত্ম মনঃ সংযোগত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ নহে, সুতরাং তত্রত্য আত্মত্বাভাব লক্ষণ ঘটক হয় নাই।

সাধ্যব্যাপকতাবচ্ছেদক শব্দের অর্থ—সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে-ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব বাদীর মতে সাধ্যব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধ। কারণ, বাচ্যত্বাদিরূপে পটাদির অভাব ও ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব ধরিয়া সকল ধর্ম্মই তত্রত্য অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর; কারণ, এখানের সাধ্যব্যাপকতাবচ্ছেদক শব্দের, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ বৃত্তি অভাবের (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) প্রতি-যোগিতার সামানাধিকরণ্যে অনবচ্ছেদক-অর্থ করিলেই আর কোন দোষ থাকিবে না। কারণ, প্রমেয়ত্ব বা অয়ঃ পিণ্ডভেদাধিকরণত্ব, ধূমাধিকরণবৃত্তি অভাবীয় স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার সামানাধিকরণ্যে অবচ্ছেদক হয় নাই, সুতরাং অব্যাপ্তি বা অতি ব্যাপ্তি হইবে না। এখানের অভাবে সাধ্যাধি করণ বৃত্তিত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে গ্রাহ্য। (এই লক্ষণের ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃত ও জটিল, গ্রন্থ গৌরবভয়ে অতি সংক্ষেপে কয়টি মাত্রকথা বলা হইল, সুতরাং এই ব্যাখ্যার উপরেও অনেক দোষ রহিয়াছে। ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব ঘটিত আরও অনেক লক্ষণ আছে, গ্রন্থ গৌরব ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করা গেল না।) এই যে পারিভাষিক অব্যভিচার নির্ব্বচন করা হইল ইহাতে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষই নাই।

উত্তর। যদি প্রতিযোগিতে অবৃত্তি ধর্ম্ম প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইত, তবে কথিত নিয়মে অব্যভিচারের পারিভাষিক করা যাইত, বস্তুতঃ প্রতিযোগিতে অবৃত্তি ধর্ম্ম প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকই হয় না; যে হেতু বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের জ্ঞান কারণ। রক্তত্ব, দণ্ড, প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ উপস্থিতি দ্বারা "রক্তদণ্ডবান্ পুরুষ" জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু অভাব প্রত্যয় কখনও বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যমর্য্যাদা অতিক্রম করেনা। (অর্থাৎ প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট প্রতিযোগির জ্ঞান হইলেই অভাব জ্ঞান হয়, প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতি দ্বারা হয় না)। পটত্ব বিশিষ্ট পটে প্রতিযোগিত্ব জ্ঞান হইলেই পটত্বে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব জ্ঞান হয়, অন্যথা হয় না। যে বস্তু যে রূপে পরিচিত নহে সেই রূপে সেই বস্তুর অভাব জ্ঞান কখনও সিদ্ধ নহে। সুতরাং ব্যধিকরণ ধর্ম্মে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। আর যদি হয়, তাহা হইলেও ভ্রম হইবে; ভ্রম দ্বারা কোন পদার্থ সিদ্ধি হইবে না। (তৈলকে ঘৃত বলিয়া জানিলে তৈল ঘৃত হয় না) পদার্থের অর্থাৎ ব্যধিকরণ ধর্ম্মা-বচ্ছিন্নাভাবের সিদ্ধি না হইলে তদ্‌ঘটিত লক্ষণ করা সর্ব্বথা অসম্ভব।

প্রশ্ন। ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব স্বীকার না করিলে "মহিষে শশ শৃঙ্গ নাই" জ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

উত্তর। "মহিষে শশ শৃঙ্গ নাই" প্রতীতি হয় না, হওয়া সম্ভব পরও নহে। কারণ, প্রত্যক্ষের সামগ্রী (কারণ কলাপ) দুই প্রকার, সৎবিষয় স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধাদি, আর অলীক স্থলে বিষয় রহিত দোষ সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধাদি। রক্ত পট প্রত্যক্ষ স্থলে, রক্ত পট সংযুক্ত আলোক সংযো-গাদি কারণ, আর পিত্ত রোগক্রান্ত ব্যক্তির শঙ্খে পীতত্ব প্রতক্ষের প্রতি পিত্ত-দোষ সহিত পীতত্ব রহিত আলোক সংযোগাদিকরণ। শশ শৃঙ্গ সৎপদার্থ নহে; সুতরাং শশশৃঙ্গ বিষয়ক প্রত্যক্ষের সামগ্রী দোষঘটিত, (মহিষে শশশৃঙ্গ নাই প্রতীতি অলীক বিষয়ক) দোষঘটিত সামগ্রী থাকিলে পিত্তরোগাক্রান্ত পুরুষের শঙ্খের পীতত্ব প্রত্যক্ষের ন্যায় শশশৃঙ্গত্বরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে। আর যদি দোষ ঘটিত সামগ্রী না থাকে তবে সামগ্রীর অভাবেই শশশৃঙ্গাভাবের প্রত্যক্ষ হইবে না।

মীমাংসকেরা কেবলান্বয়ি বাচ্যত্বাদি সাধ্যক অনুমিতি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন -যে পদার্থ সর্ব্বত্র আছে তাহার অনুমিতির প্রয়োজন কি ? (অনুমিতির প্রতি সংশয়হেতু) তাঁহাদেরমতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণই নির্দ্দোষ। আর যাহারা কেবলান্বয়ি সাধ্যক অনুমিতি স্বীকার করেন তাঁহাদের পক্ষে যুক্তি এই যে,—কোন অপরিচিত বস্তু দেখিলে জিজ্ঞাসা করা হয় ' ইহার নাম কি" ? ইহাতে বুঝা যায় যে,—বস্তু দেখিবা মাত্রই তাহার একটা নাম আছে, জ্ঞান হইয়াছে। তাহা না হইলে প্রশ্ন হইত "ইহার নাম আছে কি?" কারণ, কোন বস্তুরই সামান্যরূপে জ্ঞান না থাকিলে বিশেষ জিজ্ঞাসা হয় না। নাম শব্দের অর্থ—"বাচক শব্দ" শব্দ উচ্চারিত না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং বস্তু দেখিবামাত্র যে তাহার নাম প্রত্যক্ষ হইয়াছে ইহা বলা যায় না। "ইহার একটা নাম আছে" একথাও

মন্তব্য।

"শশশৃঙ্গ নাই" "কূর্ম্মলোম নাই" "আকাশ কুসুম নাই" বলিয়া যে প্রতীতি হয় তাহা শশে শৃঙ্গাভাব "কূর্ম্মে লোমাভাব" ও "আকাশে কুসুমাভাব" অবগাহন করে।

তেজস্ত্বরূপে অগ্নি নাই. (সামান্যরূপে বিশেষাভাব) অগ্নিত্বরূপে তেজ নাই, (বিশেষরূপে সামান্যাভাব) ও অগ্নিত্বরূপে অগ্নিজল উভয় নাই, (নৃসিংহাকার, অর্থাৎ অগ্নি অংশে *সামানাধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন,* এবং *জলাংশে ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন* প্রতিযোগিতাক অভাব) ইত্যাদি অভাব ও সিদ্ধান্ত সিদ্ধনহে। কারণ, তেজ নাই, অগ্নি নাই, জল নাই, অগ্নি জল উভয় নাই ইত্যাদি রূপেই প্রতীতি হয়, তথা কথিত "তেজস্ত্বরূপে অগ্নি নাই" প্রভৃতিরূপে প্রতীতি হয় না। ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব খণ্ডন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল, ইহার উপরেও যদি ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব বাদী বলেন যে,—এই অভাব তাহার অনুভব সিদ্ধ; তবে তাহার এই আদরের অভাব নিরাকরণ গীর্ব্বাণ গুরুর ও সাধ্যায়ত্ত হইবে বলিয়া মনে করি না। অতএব ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব ঘটিত অব্যভিচার ব্যাপ্তির লক্ষণ করা অসম্ভব। সুতরাং লক্ষণান্তর করা আবশ্যক। (১০)

কেহ বলে নাই, কাজেই নামের শাব্দবোধ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব অনিচ্ছায় ও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে,—বস্তু দেখিবা মাত্রই তাহার নামের অনুমিতি হইয়াছে। এই অনুমিতির আকার হইবে—"যেহেতু এই বস্তুটা জানা যাইতেছে, অতএব ইহার একটা নাম আছে" "অর্থাৎ ইহাতে কোন একটা পদের বাচ্যতা আছে" এই অনুমিতির পক্ষ—"প্রত্যক্ষীভূত অপরিচিত পদার্থ" সাধ্য—"পদবাচ্যত্ব" আর হেতু "জ্ঞেয়ত্ব" অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়তা। এই বাচ্যত্ব কেবলান্বয়ী। অতএব কেবলান্বয়ি সাধ্যক অনুমিতির অনুরোধে জ্ঞেয়ত্বাদি হেতুতে বাচ্যত্বাদি সাধ্যের ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং লক্ষণান্তর করা আবশ্যক, যে হেতু পূর্ব্বোক্ত কোন লক্ষণই বাচ্যত্বাদি সাধ্যক হেতুতে সঙ্গত হয় না। যাহারা কেবলান্বয়ি সাধ্যক অনুমিতি স্বীকার করেন না, লাঘব প্রযুক্ত তাহাদের মতানুসারে অব্যভিচার ব্যাপ্তির লক্ষণ করা হইয়াছে।

৬। সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তির লক্ষণ।

যাহার অধিকরণবৃত্তি প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে হয় না, তাহার সহিত তাহার সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

এই লক্ষণের ব্যাখ্যা অতি বিস্তৃত, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে গেলে এই সিদ্ধান্ত লক্ষণই একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়িবে, তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ারও আশঙ্কা আছে; তাই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ সাধারণভাবে লক্ষণের অর্থ করিয়া, লক্ষ্যে সঙ্গতি, ও অলক্ষ্যে অসঙ্গতি দেখাইলেই বিশেষভাবে লক্ষণার্থ উপলব্ধির পথ পরিষ্কার হইবে, এজন্য প্রথমে তাহাই করা যাইতেছে।

লক্ষণস্থ প্রথম-যৎ (যাহার) পদ হেতুর প্রতিপাদক, ও দ্বিতীয় যৎপদ সাধ্যের বোধক। অগ্নি সাধ্য ধূম হেতুস্থলে ধূমের অধিকরণ মহানসাদিতে জলাদির অভাব আছে, সেই অভাব প্রতিযোগীর সহচর নহে; তাহার প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক "জলত্ব" তদবচ্ছিন্ন—"জল" কিন্তু অগ্নি নহে। কারণ, মহানসে অগ্নির অভাব নাই। এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন অগ্নির অধিকরণে ধূম

আছে। ধূমস্থিত এই অগ্নির অধিকরণ বৃত্তিত্বই (সামানাধিকরণ্যই) ব্যাপ্তি। এই নিয়মে অন্যান্য স্থলেও লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। ধূম সাধ্যক বহ্নিহেতু স্থলে বহ্নির অধিকরণ লৌহপিণ্ডে ধূম নাই, অথচ ঐই অভাব প্রতিযোগীর সহচর নহে ; এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধূমত্ব, তদবচ্ছিন্ন—ধূমই সাধ্য। অতএব এস্থলে সাধ্য, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন না হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় (লক্ষণের অতি ব্যাপ্তি) হইল না।

এখন বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। এখানে "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্য" না বলিয়া "প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন (প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন)" সাধ্য বলিতে হইবে। অন্যথা বহ্নি সাধ্য ধূম হেতু স্থলে ধূমের ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে, তত্তৎ ব্যক্তি স্বরূপে বিভিন্ন বহ্নির অভাব থাকায় (মহানসীয় ধূমের অধিকরণে পর্ব্বতীয় অগ্নির তদ্ব্যক্তিত্ব রূপে অভাব থাকায়) সকল অগ্নিই ধূম সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, কাজেই তদ্ভিন্ন সাধ্য না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে। কথিত নিয়মে ব্যাখ্যা করিলে সকল বহ্নি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হইলেও বহ্নিত্ব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক (অবচ্ছেদক ভিন্ন) হইয়াছে। কারণ,—যে কোন অবিচ্ছিন্ন মূল ধূমের অধিকরণেও বহ্নি সামান্যাভাব (বহ্নি নাই—এরূপ অভাব) নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষ রহিলনা। (১১)

মন্তব্য।

(১১) এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও ধূমাধিকরণ চত্বরে মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকায়, মহানসীয়—বহ্নিত্ব কথিত—প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া পড়িতেছে। বলাবাহুল্য,—মহানসীয় বহ্নিত্ব বহ্নিত্বের অতিরিক্ত পদার্থ নহে। অতএব হেতু সমানাধিকরণ অভাবের সাধ্যতাবচ্ছেদকও তদিতর—উভয় ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে। মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক মহানসীয়ত্বও বহ্নিত্ব, সুতরাং কথিত অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক (বহ্নিত্ব ও তদিতর মহানসীয়ত্ব) হওয়ায় এই অভাব ধরিয়া কোন দোষ হইল না।

মন্তব্য।

প্রমেয়াদি কেবলান্বয়ি সাধ্যস্থলে বাচ্যত্বাদি হেতুর অধিকরণ—পটাদিস্থিত অশ্বাদির অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক অশ্বত্বাদি ভিন্ন—প্রমেয়ত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ বৃত্তিত্ব বাচ্যত্বাদি হেতুতে আছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তির অবসর নাই।

এই পরিষ্কার ও নির্দ্দোষ নহে। কারণ, তাহা হইলেও রসত্বন্যূনবৃত্তি জাত্যবচ্ছিন্ন সাধ্যক রস—হেতুতে (যে জাতি রসত্বের কোন কোন অধিকরণে আছে, সকল অধিকরণে, ও রস ভিন্ন কোন পদার্থে নাই, তাহার নাম রসত্ব ন্যূনবৃত্তি-জাতি। মধুরত্ব, অম্লত্ব, কটুত্ব, তিক্তত্ব, লবণত্ব ও কষায়ত্ব, এই ছয়টি রসত্ব ন্যূনবৃত্তি জাতি। এখানের অনুমিতি হইবে,—"যে হেতু রস আছে" অতএব "রসত্ব ন্যূনবৃত্তি মধুরত্বাদি জাত্যবচ্ছিন্ন আছে"—এইরূপ। যেখানে রসবিশেষের উপলব্ধি হয় না সেখানেই এইরূপ অনুমিতি হয়) অব্যাপ্তি হইতেছে। কারণ, মধুর রসাধিকরণে তিক্তাভাব অম্লাধিকরণে লবণাভাব ইত্যাদি নিয়মে রসাধি-করণে সকল জাতীয় রসের অভাবই আছে, সুতরাং মধুরত্ব লবণত্বাদি সাধ্যতা-বচ্ছেদক (রসত্ব ন্যূনবৃত্তি) সকল জাতিই রস হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া পড়িতেছে। সাধ্যতাবচ্ছেদক, কথিত প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক হইলেই অব্যাপ্তি হয়। এবং বহ্নি সাধ্য ধূম হেতু স্থলে ধূমাধিকরণ মহানসে "চত্বরীয় বহ্নি বৃত্তিত্ব বিশিষ্ট জাত্যবচ্ছিন্ন নাই" পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নি বৃত্তিত্ব বিশিষ্ট জাত্যবচ্ছিন্ন নাই" এইরূপ—অভাবের প্রতিযোগিতা বচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্ব হইয়া পড়িতেছে।

অতএব শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদক স্থলে —(যে সাধ্যতাবচ্ছেদকের উপরে কোন ধর্ম্মের ভান হয় না, তাহার নাম শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদক, "যথা বহ্নিসাধ্যক বহ্নিত্ব, এখানে বহ্নিত্ব জাতি সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাহার উপরে বহ্নিত্বত্ব প্রভৃতি কোন ধর্ম্মের ভান হইবে না, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে। এজন্য নৈয়ায়িকেরা অনুল্লিখ্যমান জাতির [যে জাতির নাম নেওয়া হয় নাই, যথা বহ্নিসাধ্যক বহ্নিত্ব] ও তথাবিধ অখণ্ড উপাধির [যে উপাধির খণ্ড, অর্থাৎ বিভাগ করা যায় না, যথা অভাবত্ব, প্রতিযোগিতাত্ব প্রভৃতির] স্বরূপতঃ [অন্য কোন ধর্ম্ম বিশেষণ না করিয়া] ভান স্বীকার করিয়াছেন) হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতি-

হেতু সমানাধিকরণ শব্দের—"হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণবৃত্তি" অর্থ করিতে হইবে। অন্যথা জল পক্ষক গন্ধাভাব সাধ্যক পৃথিবীর অন্যত্ব বিশিষ্ট জাতি হেতু স্থলে দ্রব্যত্বাদি জাতির (পৃথিবীর অন্যত্ব বিশিষ্ট জাতির অভিন্ন—জাতির) অধিকরণ পৃথিবীতে গন্ধাভাব সাধ্যের অভাব—গন্ধ থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। (হেতুর অধিকরণে সাধ্যাভাব থাকিলেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না।) (১২)

মন্তব্য।

যোগিতার নিরবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকত্বের (যে অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক কোন ধর্ম্ম হয় না, যথা,—জলাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক শুদ্ধ—জলত্ব) অভাব বিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদক; আর বিশিষ্ট সাধ্যতাবচ্ছেদক স্থলে, (যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকের উপরে কোন ধর্ম্মের ভান হইয়াছে, রসত্ব ন্যূনবৃত্তিজাত্যবচ্ছিন্ন সাধ্য স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক রসত্ব ন্যূনবৃত্তি জাতি মধুরত্বাদির উপরে "রসত্ব ন্যূনবৃত্তি জাতিত্বের" ভান হইয়াছে, যে হেতু—এখানের জাতি উল্লিখ্যমান।) যেরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদকের ভান হইয়াছে সেই ধর্ম্ম, ও তাহার ইতর—ধর্ম্ম, এই উভয় ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন অথচ যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকত্বাভাববৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিতে হইবে।

তাহা হইলে বহ্নিসাধ্যক স্থলে (যেখানে বহ্নিত্ব শুদ্ধসাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে) "মহানসীয় বহ্নিবৃত্তিত্ব বিশিষ্ট জাতিমান্ নাই" এই অভাব ধরা পড়িল না। কারণ,—এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই; "জাতিত্ব" তাহার অবচ্ছেদক হইয়াছে। এবং রসত্ব ন্যূনবৃত্তিজাত্যবচ্ছিন্ন সাধ্য স্থলে ও মধুর রসাদির অভাব ধরিয়া দোষ হইল না। যে হেতু এই অভাবের প্রতিযোগিতা কিঞ্চিৎ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হয় নাই, নিরবচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে আরও বক্তব্য আছে, দুরূহত্ব নিবন্ধন তাহা পরিত্যক্ত হইল। (১১)

(১২) হেতু সমানাধিকরণ শব্দের এইরূপ অর্থ করিলে "অগ্নি—সাধ্য" স্থলে "ধূম" হেতুতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, বিভিন্ন ধূমের ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণে এক একটা অধিকরণতা স্বীকার না করিলে চত্বরীয়—ধূম মহানসে, মহানসীয় ধূম

মন্তব্য।

গোষ্ঠে, ইত্যাদি জ্ঞান ও প্রমা (যথার্থ) হইতে পারে। বলা বাহুল্য,—যেখানে যে পদার্থ থাকে সেখানে তাহার জ্ঞান প্রমা, আর না থাকিলে তাহার জ্ঞান অপ্রমা। অতএব অবশ্য কৢপ্ত অধিকরণতা দ্বারাই (ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণতা দ্বারাই) ধূমবান্ প্রতীতির উপপত্তি হয়, এ অবস্থায় ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অতিরিক্ত একটা অধিকরণতা (সকল অধিকরণ ব্যাপিয়া) স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

এখন ফলে দাঁড়াইল—হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ বলিলে বিভিন্নাধিকরণক ধূমাদি নানা ব্যক্তি হেতুতে অব্যাপ্তি, আর তাহা না বলিলে পৃথিবীর অন্যত্ব বিশিষ্ট জাতি হেতুতে অব্যাপ্তি। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া জগদীশ উত্তর করিয়াছেন—হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মে, নিজের আশ্রয়ের অধিকরণ "যে ব্যক্তি" স্থিত অধিকরণতা নিরূপিত আধেয়তার অনবচ্ছেদকত্ব, ও অধিকরণতা (যে কোন স্থানে স্থিত) নিরূপিত আধেয়তার অবচ্ছেদকত্ব, এই উভয়ের অভাব থাকে ; এখানের "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ পদ" হেতুতাবচ্ছেদকের আশ্রয়ের অধিকরণ সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে।

তাহা হইলে ধূম হেতু স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক "ধূমত্বে" নিজের আশ্রয় ধূমের অধিকরণ মহানসস্থিত অধিকরণতা (মহানসীয় ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অবশ্য কৢপ্ত অধিকরণতা) নিরূপিত আধেয়তার অনবচ্ছেদকত্ব থাকিলেও অধিকরণতা নিরূপিত আধেয়তার অবচ্ছেদকত্বাভাব থাকায় (যে হেতু, ধূমত্বাবচ্ছিন্নের স্বতন্ত্র একটা অধিকরণতা নাই) উভয়াভাব আছে। সুতরাং ধূমত্বাবচ্ছিন্নের আশ্রয়ের অধিকরণ "সেই ব্যক্তিই" (মহানসই) এখানে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হইল।

পৃথিবীর অন্যত্ব বিশিষ্ট জাতি হেতু স্থলে, পৃথিবীর অন্যত্ব বিশিষ্টত্ব ও জাতিত্ব রূপ হেতুতাবচ্ছেদকের আশ্রয়ের অধিকরণ "যে ব্যক্তি" বলিতে "পৃথিবী" ও "জলাদি" হইয়াছে বটে ; কিন্তু পৃথিবী ধরিলে তত্রত্য অধিকরণতা নিরূপিত আধেয়তার অনবচ্ছেদকত্ব ও অধিকরণতা (জলাদিস্থিত অধিকরণতা) নিরূপিত আধেয়তার অবচ্ছেদকত্ব এই উভয়ই বর্ণিত "পৃথিবীর অন্যত্ব বৈশিষ্ট্য ও জাতিত্ব" রূপ হেতুতাবচ্ছেদকে আছে। সুতরাং উভয়াভাব নাই, অতএব পৃথিবীকে ধরা গেলনা। "জলাদিকে" ধরিলে কথিত "হেতুতা-

মন্তব্য।

বচ্ছেদকে" অধিকরণতা নিরূপিত আধেয়তার অবচ্ছেদকত্ব থাকিলেও স্বাশ্রয়াধিকরণ "সেই ব্যক্তি" (জলাদি) স্থিত অধিকরণতা নিরূপিত আধেয়তার অনবচ্ছেদকত্ব নাই ; সুতরাং উভয়াভাব আছে। অতএব এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদকের আশ্রয়ের অধিকরণ সেই ব্যক্তি—"জলাদি" হেতুতাবচ্ছেদকাবছিন্নের অধিকরণ হইল ; তথায় সাধ্যাভাব—গন্ধ না থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। বলা বাহুল্য সামান্ত ধর্ম্মাবচ্ছিন্নর অধিকরণতা না থাকিলেও পৃথিবীর অন্যত্ব-বিশিষ্ট জাতিত্বাবছিন্নের অধিকরণতা আছে। যে হেতু,—ইহা সামান্ত ধর্ম্ম নহে। এই রূপ ব্যাখ্যা করিলে আর কোন দোষ থাকিবে না।

এখানে আরও কয়টা কথা বক্তব্য আছে। যথা—

(ক) এই লক্ষণানুযায়ি ব্যাপ্তিজ্ঞানে "হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাব" স্থলে হেতুর যেরূপে জ্ঞান হইবে, কথিত "সাধ্য সমানাধিকরণ হেতু" স্থলেও সেই রূপে হেতুর জ্ঞানই অনুমিতির কারণ ; সুতরাং সেই রূপে সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। অন্যথা "ধূম সমানাধিকরণাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন সমানাধিকরণ দ্রব্য, মহানসে আছে," এই জ্ঞান বলেও অনুমিতি হইতে পারে। ইহা অনুভব সিদ্ধ নহে।

(খ) ব্যাপ্তিজ্ঞানে সাধ্যের যেরূপে জ্ঞান হইবে, অর্থাৎ কথিত প্রতিযোগিতানচ্ছেদক যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তিজ্ঞানে ভাসমান হইবে, সেইরূপেই সাধ্যের অনুমিতি হইবে। অতএব "কথিত প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন সমানাধিকরণ ধূম, মহানস বৃত্তি," এই ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে "মহানস তেজস্বী" অনুমিতি হইবে না, "মহানস বহ্নিমান্" এইরূপ বহ্নি প্রকারক অনুমিতি হইবে।

(গ) কথিত প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকিলে তাহা হেতু সমানাধিকরণাভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সকল সাধ্যের ব্যাপ্তি বলিয়া স্বীকার্য্য। ইহার ফলে ধূমের অসমবহিত লোহ পিণ্ডস্থ বহ্নির ব্যাপ্তি ও ধূমে থাকিবে।

(ঘ) নানা ব্যক্তি সাধ্য হেতু স্থলে সামানাধিকরণ্য রূপ ব্যাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সামানাধিকরণ্যের অধিকরণতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদির, (ধূমে ধূমত্ব রূপে

হেতু সমানাধিকরণ অভাবে প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ বিশেষণ দেওয়ায়, মেঘ সাধ্যক গভীর গর্জ্জন হেতুতে অব্যাপ্তি হইল না। অন্যথা আকাশে গর্জ্জন হেতু থাকা কালে ও যে স্থানে মেঘ নাই সেই স্থান অবচ্ছেদে আকাশে মেঘের অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইয়া পড়িত। প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ বিশেষণ দিলে, আকাশে মেঘের অভাব প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ না হওয়ায় (মেঘের অধিকরণে অবৃত্তি না হওয়ায়) লক্ষণ ঘটক হইল না। (ধরা পড়িল না) এস্থলে লক্ষণ ঘটক হইবে—কুসুমাদির অভাব, কুসুম আকাশে না থাকায় তাহার অভাব প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হইয়াছে; তাহার প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক মেঘত্ব হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি সুদূর পরাহত হইয়াছে। (১৩)

মন্তব্য।

বহ্নির সামানাধিকরণ্য থাকায় সামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদক ধূমত্ব হইয়াছে) ও সামানাধিকরণ্যের নিরূপকতাবচ্ছেদক বহ্নিত্বাদির, (ধূমে বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির সামানাধিকরণ্য থাকায় বহ্নিত্ব সামানাধিকরণ্যের নিরূপকতাবচ্ছেদক হইয়াছে) ঐক্যনিবন্ধনই ব্যাপ্তির একত্ব ব্যবহার হয়; বাস্তবিক ব্যাপ্তি এক নহে। আর যদি সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি না বলিয়া তাহার অবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদিকে ব্যাপ্তি বলা যায়, তবে বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপ্তি এক হইবে। এবিষয় পরামর্শ গ্রন্থে আরও আলোচনা করা যাইবে। (১২)

---

(১৩) প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা বলেন,—এই বিশেষণ না দিলে সংযোগ সাধ্য দ্রব্যত্ব হেতু স্থলে ও অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, বৃক্ষের শাখা পল্লব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে অন্ততঃগগণাদির সংযোগ থাকিলেও বৃক্ষব্যাপিয়া কোনও একটী সংযোগ নাই; সুতরাং বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগ সামান্যাভাবই আছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—বৃক্ষে সংযোগ সামান্যাভাব থাকিলে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে,—অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর যোগ্যতা কারণ, (যে বস্তুর অভাব প্রত্যক্ষ হইবে সেই বস্তুটা প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া চাই) এখানে সংযোগ সামান্যাভাবের প্রতিযোগী কতকগুলি সংযোগ (পুস্তকের সহিত হাতের সংযোগ)

মন্তব্য।

প্রত্যক্ষের যোগ্য হইলেও অতীন্দ্রিয় আকাশাদির সংযোগ-(যে পদার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, তাহার সংযোগ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়া অসম্ভব,, সুতরাং আকাশের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়ই পুস্তকের সহিত যে আকাশ সংযোগ আছে তাহা অতীন্দ্রিয় হইয়াছে) "এই—সংযোগ সামান্যাভাবের প্রতিযোগী" হওয়ায় তাহাতে যোগ্যতা না থাকায় দরুণ সংযোগ সামান্যাভাব প্রত্যক্ষ হয় না। এই উত্তরের প্রতিকূলে বলা যাইতে পারে যে—"অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগীর যোগ্যতা কারণ বটে, কিন্তু যাবৎ প্রতিযোগীর যোগ্যতা কারণ নহে, যে কোন প্রতিযোগীতে যোগ্যতা থাকিলেই অভাব প্রত্যক্ষ হয়। একথা অস্বীকার করিলে গুণাদিতেও সংযোগ সামান্যাভাবের (গুণে সংযোগ নাই—এই অভাবের) প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। কারণ, সেখানেও সকল প্রতিযোগীর যোগ্যতা নাই। অতএব বলিতে হইবে যে—বৃক্ষে সংযোগ সামান্যাভাব নাই, যেহেতু থাকিলে তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না।" এই উক্তিও সমীচীন নহে, কারণ,—বৃক্ষাদির সকল স্থানেই (অবয়বেই) সংযোগের উপলব্ধি হইতেছে বলিয়া সংযোগ সামান্যাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু না থাকার দরুণ নহে।

এই প্রাচীন মত সম্যক নহে। কারণ, বৃক্ষাদিতে সংযোগ সামান্যাভাব স্বীকার করিয়া তাহার প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কল্পনা করা অপেক্ষা বরং দ্রব্যে তাহার অস্তিত্বের অস্বীকার (প্রত্যক্ষ না হওয়ায়) করাই লাঘব। যেহেতু দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাবের অস্তিত্ব জ্ঞাপক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই কথার প্রতিকূলে প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন যে—অনুমানই দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাবের অস্তিত্বের ব্যবস্থাপক প্রামণ। এক্ষণে প্রাচীন মত সিদ্ধ সেই অনুমানটা কিরূপ; তাহা বলা যাইতেছে।

যেখানে যে জাতির অধিকরণ উভয়া বৃত্তি (তৎ সংযোগত্বাদি, যাহা দুইটি বস্তুতে থাকে না) ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতার নিরূপক যাবৎ (সকল) অভাব থাকে, সে থানে সেই জাতির অবচ্ছিন্ন (সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন) সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার (সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার) নিরূপক অভাব (সামান্যাভাব) থাকে। এখন ফলে দাড়াইল

মন্তব্য।

"যেখানে যে জাতীয় প্রত্যেক বস্তুর অভাব রাশি (যাবতীয় অভাব) থাকে, সেখানেই সেই জাতীয় বস্তুর সামান্যাভাব ("সামান্যরূপে অভাব" সংযোগ নাই ইত্যাদি) থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে "বৃক্ষে" সংযোগত্বের অধিকরণ স্থিত উভয়াবৃত্তি যে তত্তৎ সংযোগত্ব, সেই তত্তৎ সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যাবৎ অভাব থাকায় (অগ্রবর্ত্তী সংযোগ মূলদেশে নাই ও মূলের সংযোগ অগ্রে নাই [বৃক্ষে গগণের একটি মাত্র সংযোগ স্বীকার করা যায় না, যে হেতু একটি মাত্র সংযোগ স্বীকার করিতে গেলে তাহা বৃক্ষের উৎপত্তির পরেই হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই শিশু-শমীবৃক্ষে ভাবি-প্রকাণ্ড কাণ্ড ও সুশোভন-পল্লবকুসুম রাশির উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই সেই অবয়ব ব্যাপী সংযোগ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে, অতএব বৃক্ষাদিতে আকাশোদর ব্যাপ্য বৃত্তি একটি মাত্র সংযোগের কল্পনা কিছুতেই সম্ভাবনীয় নহে] সুতরাং জগতের সকল সংযোগের অভাবই বৃক্ষে আছে) সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সামান্যাভাবও আছে" এই উদাহরণ বাক্য প্রতিপাদ্য সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাবস্থিত সংযোগ সামান্যাভাবের যে—ব্যাপ্তি তাঁহার জ্ঞানাদি দ্বারা দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাবের অনুমিতি হইবে। এই হইল প্রাচীনের মনের কথা। এই কথার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে,-এই প্রাচীন মত সিদ্ধ অনুমান দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাব সাধনের প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ নহে। কারণ,-যৎপদও তৎ পদের অনুগত কোন অর্থ নাই; অর্থাৎ "যেখানে যে জাতীয় বস্তুর প্রত্যেকের অভাব কূট (রাশি) থাকে, সেখানে সেই জাতীয় বস্তুর সামান্যাভাব থাকে" এই উদাহরণ প্রতিপাদ্য সামান্য ব্যাপ্তি দ্বারা যে দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাব সিদ্ধি হইবে, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। অপিচ যৎপদও তৎ পদের অনুগত অর্থ স্বীকার করিলেও, (প্রাচীনেরা বুদ্ধিস্থত্ব উপলক্ষিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে যৎপদও তৎ পদের শক্তি স্বীকার করেন। তাহারা বলেন,—যে পদার্থ যে রূপে বুদ্ধির বিষয় হয় যৎপদ ও তৎপদ সেই পদার্থকে সেই রূপে উপস্থিত করে। যথা "অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, যাহাকে

মন্তব্য।

স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ পিতৃস্বরূপে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন" এখানে "যাহাকে" পদটা বুদ্ধিস্থত্বরূপে দশরথ রাজাকে উপস্থিত করিয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলে প্রথম—যৎপদ বৃক্ষত্বাদিরূপে বৃক্ষাদিদ্রব্যকে ও দ্বিতীয়—যৎপদ সংযোগত্বরূপে সংযোগকে উপস্থিত করিয়াছে, সুতরাং প্রথম যৎপদোপস্থিত বৃক্ষে দ্বিতীয় যৎপদোপ স্থাপিত সংযোগত্ব সমানাধিকরণ উভয়াবৃত্তি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাব জ্ঞানই দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাব সিদ্ধির প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ) দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাব সিদ্ধি হইতেছেনা। কারণ, এই অনুমানের হেতুতে উপাধি আছে, সাধ্যের ব্যাপকও হেতুর অব্যাপককে উপাধি বলা যায়। এখানে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তি সেই জাতীয় (সংযোগ) বিশেষাভাব সমষ্টি (যে—বস্তু নিজের অধিকরণ ব্যাপিয়া থাকে তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তি বলে) উপাধি হইয়াছে। কারণ,—উভয় বাদি সিদ্ধ,—সাধ্য গুণাদিতে আছে, সেখানে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি সংযোগ বিশেষাভাব রাশিও আছে, পরন্তু উভয় বাদি সিদ্ধ সংযোগ বিশেষাভাব সমষ্টির অধিকরণে (বৃক্ষে) না থাকায় হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। ব্যাপক বস্তু যেখানে থাকে না ব্যাপ্যের তথায় থাকা অসম্ভব; অতএব ব্যাপক—নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তি—সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাব দ্রব্যে না থাকায়, সংযোগ সামান্যাভাব ও দ্রব্যে নাই বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই কথিত অনুমান দ্বারা দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাব সিদ্ধি হইল না। এই সামান্য মুখী ব্যাপ্তির সংশ্রব ছাড়িয়া যদি বিশেষ ব্যাপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ "সংযোগ সামান্যাভাব" সাধ্য "সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাব" হেতুও 'বৃক্ষকে' পক্ষ করা হয়, তথাপি কোন ফলোদয়ের সম্ভব নাই। কারণ,—এই হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণ দোষ আছে। যে হেতু—প্রাচীনেরা দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাব স্বীকার করেন, এঅবস্থায় অভাব মাত্রকে হেতু করিলেই চলে,—সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাব হেতু করা ব্যর্থ। হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মে নিজের অধিকরণস্থিত প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর ঘটিতত্বই ব্যর্থত্ব। এখানের হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাবত্ব নিজের নিজের সমানাধিকরণ অভাবত্বরূপ

মন্তব্য।

প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর, (নিজের অনবচ্ছিন্ন প্রকারতার অবচ্ছেদকের নাম ধর্ম্মান্তর ; [স্বানবচ্ছিন্ন প্রকারতার অবচ্ছেদকত্ব ধর্ম্মান্তরত্ব] সুতরাং অভাবত্বে সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাবত্বের ভেদ না থাকিলেও ধর্ম্মান্তর হইয়াছে। কারণ, সংযোগ যাবৎ—বিশেষাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা, এবং অভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা বিভিন্ন পদার্থ ; যেহেতু,—অবচ্ছেদক ভেদে প্রকারতাদির বৈলক্ষণ্য অবশ্যম্ভাবী ; অতএব অভাবত্ব, সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাবত্বানবচ্ছিন্ন প্রকারতার অবচ্ছেদক হওয়ায় ধর্ম্মান্তর হইয়াছে) দ্বারা ঘটিত হইয়াছে। যে বস্তু জ্ঞাত না হইলে যাহা জানা যায় না, সেই বস্তু দ্বারা তাহা ঘটিত (তদবিষয়ক প্রতীতির অবিষয়ত্বই ঘটিতত্ব) হয়, অভাবত্ব না জানিলে সংযোগ যাবৎ বিশেষাভাবত্ব জানা যায় না, সুতরাং সংযোগযাবৎ বিশেষাভাবত্ব অভাবত্ব দ্বারা ঘটিত। অতএব এই প্রাচীন মত সিদ্ধ অনুমানে ব্যর্থ বিশেষণ দোষ অপরিহার্য্য।

যদি এই দুষ্টহেতু ত্যাগ করিয়া অভাব মাত্রকেই হেতু করা যায়, তথাপি নিস্তার নাই। কারণ,—"অভাব" হেতুতে যে, সংযোগ সামান্যাভাবের ব্যাপ্তি আছে, অথচ ব্যভিচার নাই ; তাহার প্রতি কোন প্রযোজক নাই। অগ্নিসাধ্য ধূমহেতু—স্থলে ধূমে যে অগ্নির ব্যাপ্তি আছে, তাহার প্রতি "ধূম যদি অগ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে অগ্নি জন্য হইতে পারেনা" এই অনুকূল তর্ক প্রযোজক। (বলা বাহুল্য—ধূম মাত্রই অগ্নি জন্য,) প্রস্তাবিত স্থলে এরূপ কোন অনুকূলতর্ক নাই,—যাহার ফলে (বাধ্যতামূলক) অভাব মাত্রে সংযোগ সামান্যাভাবের ব্যাপ্তি স্বীকার্য্য হইতে পারে।

এই কথার উপরেও যদি বলা হয় যে—"অভাব হেতু যদি সংযোগ সামান্যাভাবের ব্যভিচারী হইত,—তবে উপাধি থাকিত" এইরূপ অনুকূতর্কই এখানে প্রযোজক ; যেহেতু,—ব্যভিচারী হেতু মাত্রেই উপাধি থাকে ; বৃত্তি পদার্থে যাহার ব্যভিচার থাকে না, (যে পদার্থের অধিকরণ আছে তাহাকে "বৃত্তি" বলা যায়, তাহাতে যাহার ব্যভিচার থাকে না) তাহাতে সেই পদার্থের ব্যাপ্তি থাকে।

মন্তব্য।

সুতরাং অভাব হেতুতে সংযোগ সামান্যাভাবের ব্যাপ্তি স্বীকার করা যাইতে পারে।

তাহা হইলে আমরা বলিতেছি যে,—এখানে উপাধিরও অসদ্ভাব নাই,—গুণাভাবই এখানে উপাধিরূপে দেদীপ্যমান আছে। গুণাভাব উভয়বাদি সিদ্ধ সংযোগ সামান্যাভাবের ব্যাপক, ও দ্রব্যগুণাদি সকল পদার্থ ব্যাপী অভাব হেতুর অব্যাপক, কাজেই তাহার উপাধিত্ব অখণ্ডনীয়।

এই কথার উপরেও প্রাচীন বলিতে পারেন যে,—এই উপাধি আমাদের কোন ক্ষতিকর নহে। কারণ,—সাধ্যের ব্যাপক উপাধির অভাবকে হেতু করিয়া পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমিতি করা, অথবা হেতুকে পক্ষ করিয়া ব্যাপক উপাধির ব্যভিচার—হেতু দ্বারা, ব্যাপ্য সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমিতি করা, (যেখানে ব্যাপকের ব্যভিচার থাকে, তথায় ব্যাপ্যের ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী; যথা—গুণত্বে রূপত্বের ব্যভিচার আছে, সেখানে শুক্লত্বের ব্যভিচার অবিসম্বাদিত,) এই দুই টিই হইলে উপাধির দূষকতার বীজ। ইহাদের একটিও এখানে ক্ষতিকর নহে। কারণ,—অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যস্থলে পক্ষে সাধ্যও সাধ্যাভাব উভয়ই থাকে, এবং হেতুতে সাধ্যভাববৎ বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচার ও থাকে; ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কাজেই দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাবের অভাব সংযোগের, এবং অভাব হেতুতে সংযোগাভাব,সাধ্যের অভাব-সংযোগের অধিকরণ বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচারের অনুমিতি কিছুমাত্র ক্ষতিকর নহে।"

একথাও ভ্রান্তি প্রণোদিত। কারণ,—এই উপাধি দ্বারা এমন একটা অনুমিতি হইবে যে,—তাহা দ্বারা দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাবের অস্তিত্ব বোধের ব্যাঘাত ঘটিবে। এখন তাহাই দেখান যাইতেছে। যথা, "সংযোগ সামান্যাভাব" পক্ষ, "বৃক্ষ বৃত্তিত্বাভাব—সাধ্য" গুণাভাব উপাধির ব্যাপ্যত্বহেতু করিয়া সংযোগ সামান্যাভাবে বৃক্ষাদি বৃত্তিত্বাভাবের সিদ্ধি হইবে। "সংযোগ সামান্যাভাব সাধ্য" গুণাভাব উপাধির ব্যাপ্য, যেখানে ব্যাপক পদার্থ থাকে না, সেখানে তাঁহার ব্যাপ্যও থাকে না, "দ্রব্যে ব্যাপক—গুণা ভাব থাকে না" ইহা উভয়

মন্তব্য।

বাদি সিদ্ধ, সুতরাং "এই উপাধির ব্যাপ্য সংযোগ সামান্যাভাবও যে দ্রব্যে থাকে না, ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। এখানের অনুমান হইবে "সংযোগ সামান্যাভাব বৃক্ষাদি দ্রব্য বৃত্তি নহে" যেহেতু গুণাভাব উপাধির ব্যাপ্য।

দ্রব্যে সংযোগ সামান্যাভাব সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও এক প্রণালীর অনুমান করা যাইতে পারে, যথা, যে পদার্থ যে ধর্মের অবচ্ছেদক নহে, সে তাহার অভাবের অবচ্ছেদক হয়, সুতরাং বৃক্ষত্ব সংযোগ সামান্যের অবচ্ছেদক নহে (বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে—অর্থাৎ বৃক্ষ ব্যাপিয়া কোন একটি সংযোগ থাকে না বলিয়াই বৃক্ষত্ব সংযোগের অবচ্ছেদক হয় না) বলিয়াই সংযোগ সামান্যাভাবের অবচ্ছেদক হইবে। কাজেই বৃক্ষত্বাবচ্ছেদে সংযোগ সামান্যাভাব সিদ্ধি হইল।

এই অনুমানও নির্দোষ নহে। কারণ, "যে যাহার অনবচ্ছেদক হয়, সে তদভাবের অবচ্ছেদক হয়" এইরূপ কোন নিয়ম নাই। তাহা থাকিলে, প্রমেয়ত্ব গুণের অবচ্ছেদক নহে বলিয়া গুণাভাবের অবচ্ছেদক হইতে পারিত। ফলতঃ প্রমেয়ত্ব গুণ বা গুণাভাব কাহারও অবচ্ছেদক নহে। অতএব এই অনুমিতি দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না।

এখানেও যদি সামান্যমুখী ব্যাপ্তি ছাড়িয়া দিয়া কথিত নিয়মে বিশেষ ব্যাপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ "বৃক্ষত্বকে পক্ষ করিয়া সংযোগ সামান্যের অনবচ্ছেদকত্ব হেতু দ্বারা সংযোগ সামান্যাভাবের অবচ্ছেদকত্ব সাধ্য করা হয়" তবে পূর্ব্বোক্ত দোষের আশঙ্কা থাকে না বটে, কিন্তু স্বরূপা সিদ্ধি দোষ ঘটে। কারণ,—যেমন ভিন্ন ভিন্ন অগ্নিতে দাহের ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকিলেও দাহের পূর্ব্ববর্ত্তিতার অবচ্ছেদক অগ্নিত্ব হয়, এবং ধূমে অগ্নির সামানাধিকরণ্য বিভিন্ন হইলেও ধূমস্থিত বহ্নি সামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদক ধূমত্ব হয়, সেই রূপ সংযোগ সামান্যের অবচ্ছেক দ্রব্যত্ব, ও বৃক্ষস্থিত সংযোগের অবচ্ছেদক বৃক্ষত্ব। অতএব বৃক্ষত্ব—পক্ষে সংযোগ সামান্যের অনবচ্ছেদকত্ব—হেতু না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হইল।

সাধারণ নিয়মানুসারে প্রাচীন মত খণ্ডন করা হইল, নব্যেরা বলেন যে—

মন্তব্য।

প্রতিযোগি ব্যধিকরণ বিশেষণ না দিলে সংযোগক সাধ্য দ্রব্যত্ব হেতুতে অব্যাপ্তি ত হইবেই পরন্তু অগ্নি সাধ্য ধূমহেতুতেও অব্যাপ্তি হইবে। কারণ,—সকল দ্রব্যে সংযোগ থাকিলেও প্রলয় কালে কোন দ্রব্যেই সংযোগ নাই, তখন পরমাণু আকাশ প্রভৃতি নিত্য পদার্থে দ্রব্যত্ব আছে। (যে কালে অন্য—কোন-ভাব পদার্থ থাকে না তাহার নাম মহাপ্রলয়) এবং ধূমাধিকরণ পর্ব্বতের নিতম্বদেশে আগুণ থাকিলে ও শিখরে তাহার অভাব আছে। অগ্নি যে সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, তাহা অব্যাপ্য বৃত্তি হইলে সংযোগ—সম্বন্ধে অগ্নির ব্যাপ্য বৃত্তিতা কিছুতেই সম্ভাবনীয় হইবে না। অপিচ যে কালে যে অভাবের প্রতিযোগী আছে প্রতিযোগীর অনধিকরণ দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া সেই কালেই সেই অভাব থাকে। যথা "আমি এখন আমার বাড়ীতে আছি, কাশীতে নাই" এখানে আমার অধিকরণ বর্ত্তমান কাল (এখন) কাশীকে অবচ্ছেদ করিয়া আমার অভাবের অধিকরণ হইয়াছে। এবং "আমি অদ্য বাড়ীতে আছি, গতকল্য বাড়ীতে ছিলাম না" এস্থলে আমার অধিকরণ বাড়ীতে ভিন্নকাল (গতকল্য) অবচ্ছেদ করিয়া আমার অভাব আছে। যেহেতু প্রতিযোগীর অনধিকরণ দেশকে অবচ্ছেদ করিয়া প্রতিযোগীর অধিকরণকালে অভাব থাকে, ও প্রতি-যোগীর অনধিকরণ কালকে অবচ্ছেদ করিয়া প্রতিযোগীর অধিকরণ দেশে অভাব থাকে; ইহা অনুভব সিদ্ধ। অতএব কাল-পক্ষ মেঘ-সাধ্যক গম্ভীর গর্জ্জন হেতুতে ও এবম্বিধ বিবিধ হেতুতে অব্যাপ্তি বারণও প্রতিযোগি ব্যধিকরণ বিশেষণেরই ফল বলিয়া স্বীকার্য্য।

লক্ষ্য ভেদে লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন, (অগ্নি সাধ্য ধূমহেতুস্থলে বলিতে হইবে—ধূম সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক বহ্নিত্ব, আর মেঘ সাধ্য গভীর গর্জ্জন হেতুস্থলে—গর্জ্জন সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক-মেঘত্ব) সুতরাং ব্যাপ্য বৃত্তি—দ্রব্যত্বাদি সাধ্যক গুণাদি হেতুক লক্ষণে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ বিশেষণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, যে হেতু সেখানে হেতুর অধিকরণে সাধ্যাভাব নাই।

মন্তব্য।

এখন দেখা যাউক—ব্যাপ্য বৃত্তি সাধ্যকস্থলে হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাব কোন সম্বন্ধে। যদি কোন সম্বন্ধ নির্ব্বচন করা না হয়, তবে দ্রব্যত্বের অভাব, গুণের অধিকরণ জন্য—দ্রব্য, ও কাল প্রভৃতিতে কালিক সম্বন্ধে থাকায়, দ্রব্যত্ব সাধ্যক গুণাদি হেতুতেই অব্যাপ্তি হইবে। স্বরূপ সম্বন্ধে হেতুর অধিকরণ বৃত্তি বলিলে এই অব্যাপ্তি বারণ হয় বটে; কিন্তু তাহা হইলে পৃথিবীত্বাভাব সাধ্য দ্রব্যত্ব হেতুস্থলে অতি ব্যাপ্তি হইবে। কারণ, ব্যভিচারি স্থলে সাধ্যের অভাব ধরা না পড়িলে অতিব্যাপ্তি হয়। এস্থলে পৃথিবীত্বাভাব সাধ্যের অভাব—পৃথিবীত্ব, জাতি—পদার্থ, ইহা স্বরূপ সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। অতএব স্বরূপ সম্বন্ধে পৃথিবীত্বের অধিকরণবৃত্তি পুস্তকত্বাদির অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক পৃথিবীত্বের অভাবত্ব—সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইল।

অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগি মত্তা বুদ্ধির বিষয় বিধায় (বিষয় হইয়া) প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে হেতু সমানাধিকরণ অভাব বলিতে হইবে। দ্রব্যত্ব সাধ্যকস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়; হেতুর অধিকরণ দ্রব্যে যে গুণত্বের অভাব আছে, তাহার প্রতিযোগি—গুণত্ব সমবায় সম্বন্ধে গুণে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে গুণত্ববত্তা বুদ্ধিই সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেতুর সমানাধিকণ অভাবের প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধি; এই বুদ্ধির বিষয় বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—স্বরূপ, কালিক নহে। কারণ, যেখানে (গুণে) সমবায় সম্বন্ধে গুণত্ববত্তা জ্ঞান হয়, সেখানে স্বরূপ সম্বন্ধে গুণত্বাভাব জ্ঞান হয় না। (রূপে গুণত্ব জ্ঞান হইলে "গুণত্ব নাই" জ্ঞান হয় না) কিন্তু কালিক সম্বন্ধে গুণত্বাভাব জ্ঞান হয়। ("রূপে গুণত্বাভাব কালিক সম্বন্ধে আছে" এই জ্ঞান হয়) কারণ,—রূপাদি জন্য পদার্থে গুণত্ব সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে গুণত্বের অভাব থাকে। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধির বিষয় বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কালিক না হওয়ায় দ্রব্যে কালিক সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাভাব থাকিলেও কোন দোষ হইল না। যে হেতু,—এই অভাব লক্ষণ ঘটক নহে।

প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ শব্দের "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অসমানাধিকরণ" অর্থ করিতে হইবে। অন্যথা ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব উভয় সাধ্যক মূর্ত্তত্ব হেতুতে অতিব্যাপ্তি হইবে। (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ুও আকাশ, এই পাচটিতে ভূতত্ব আছে, আর প্রথমোক্ত চারিটি, ও মন এই পাচটিতে মূর্ত্তত্ব আছে, কিন্তু আকাশে নাই। কারণ,—আকাশের মূর্ত্তি বা পরিচ্ছেদ নাই, মনের পরিচ্ছেদ আছে ; সুতরাং এই হেতু সৎ নহে।) কারণ,—হেতুর অধিকরণ মনে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব উভয়ের অভাব থাকিলেও তাহা স্বীয় প্রতিযোগী মূর্ত্তত্বের অধিকরণ বৃত্তি হওয়ায় প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় নাই। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণ আত্মত্বাদির অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক—সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইল। প্রতিযোগিতাচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অসমানাধিকরণে বলিলে

মন্তব্য।

পৃথিবীত্বাভাব সাধ্যকস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—স্বরূপ, স্বরূপ—সম্বন্ধে, সমবায়—সম্বন্ধে হেতুর অধিকরণ বৃত্তি—পৃথিবীত্ব—রূপ অভাবের প্রতিযোগিমত্তা বুদ্ধি—পৃথিবীত্বাভাব বুদ্ধি। এই বুদ্ধির বিষয় বিধায় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-- সমবায়, সমবায় সম্বন্ধে হেতুর অধিকরণ বৃত্তি পৃথিবীত্ব (রূপ) অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্বাভাবত্ব হওয়ায় অতিব্যাপ্তির অবসর রহিল না।

দ্রব্যে কালিক সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাভাব থাকার দরুণ যদি এই স্থলটা অব্যাপ্য বৃত্তি সাধ্যক বলা হয়, তবে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ বিশেষণ দ্বারাই, এই অব্যাপ্তি বারণ হইয়া যাইবে। সুতরাং যে কোন সম্বন্ধে হেতু সমানাধিকরণ অভাব বলিলেই চলিত বটে, কিন্তু সর্ব্বথা ব্যাপ্য বৃত্তি (যে স্থলে কোন—বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধেই হেতুর অধিকরণে সাধ্যাভাব থাকে না) আত্মত্ব সাধ্যক জ্ঞানাদি হেতু স্থলে স্বাভাব বত্ত্বা সম্বন্ধে আত্মাতে আত্মত্বাভাব থাকায় (স্ব-আত্মত্বাভাব, স্বাভাব আত্মত্বাভাবের অভাব—আত্মত্ব, স্বভাববৎ আত্মা, তাহাতে স্বাভাববত্ত্বা—সম্বন্ধ থাকায়, এই স্বাভাবত্ব সম্বন্ধে আত্মাতে আত্মত্বাভাব আছে) অব্যাপ্তি হইয়া পড়ে, অতএব এরূপ ব্যাপ্য বৃত্তি সাধ্যক স্থলে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ বিশেষণ না দেওয়ায় নিরুক্ত সম্বন্ধেই হেতু সমানাধিকরণ অভাব বলিতে হইবে। (১৩)

ভূতত্বও মূর্ত্তত্ব উভয়ের অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক—উভয়ত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণতা মনে না থাকায় এই উভয়াভাবই মনে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হইয়াছে। অতএব অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। (১৪)

হেতু সমানাধিকরণ অভাবের যে-প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক বলা হইয়াছে, সেই প্রতিযোগিতাটি অত্যন্তাভাব নিরূপিত বলিতে হইবে। অন্যথা জল—পক্ষ গন্ধাশ্রয়ত্বাভাব—সাধ্য স্নেহাদি হেতুস্থলে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ,—সেখানে লক্ষণ সমন্বয়ের জন্য যে অগ্নির অধিকরণত্ব প্রভৃতির অভাব ধরা

মন্তব্য।

(১৪) কেহ কেহ বলেন,—এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও কথিত স্থলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ,—উভয় শব্দ একবস্তু বিশিষ্ট অপর বস্তুকে বুঝায়, অথচ বিশিষ্ট ও কেবলের (অবিশিষ্টের) অতিরিক্ত, সুতরাং মনবৃত্তি যে মূর্ত্তত্ব তাহা ভূতত্ব বিশিষ্ট মূর্ত্তত্বের অতিরিক্ত, অতএব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ না বলিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ,—কথিত উভয়াভাবের প্রতিযোগিতার আশ্রয়—মূর্ত্তত্ব মনে নাই। (মনে ভূতত্ববিশিষ্ট মূর্ত্তত্ব নাই) এই উক্তি সমীচীন নহে। কারণ,—যেখানে এক পদার্থ বিশিষ্ট অপর—পদার্থ হয় না (যথা অগ্নি ও জল,) সেখানেও "অগ্নি ও জল"—এই উভয়ের প্রভেদ কি ? ইত্যাদি রূপে উভয় ব্যবহার হইয়া থাকে। কাজেই উভয় শব্দ এক পদার্থ বিশিষ্ট অপর পদার্থের বাচক নহে। এবং উভয়াভাব ও এক বিশিষ্ট অপরের অভাব নহে ; তাহা হইলে অভাব জ্ঞানে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট প্রতিযোগি জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকায়, যেখানে বিরুদ্ধ—একবিশিষ্ট অপর পদার্থ (মানুষত্ব বিশিষ্ট গোত্ব) জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেখানেও মানুষত্ব গোত্ব উভয় নাই এইরূপ প্রতীতি হইতে পারিত না। অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা না করিলে চলিবে না। - এখানে মূর্ত্তত্বে ভূতত্ব মূর্ত্তত্ব উভয়ের ব্যাপ্তি আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ,—যে স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সকল অধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণতা থাকে সেখানেই ব্যাপ্তি থাকে, এখানে মনে ভূতত্বও মূর্ত্তত্ব উভয় না থাকায় প্রামাণিকেরা ব্যাপ্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং লক্ষণ সমন্বয়ে ইহা পতিত করা যায় না। (১৪)

যাইবে তাহাতে গন্ধাশ্রয়ত্বাভাব সাধ্যের ভেদ থাকায়, ঐ ভেদ অগ্নির অধিকরণত্বাভাব স্বরূপ হইয়াছে ; ইহার অতিরিক্ত কল্পনা করিতে গেলে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়ে। (এই ভেদকে অতিরিক্ত বলিলে তাহাতে আছে যে পটাধিকরণত্বাভাবের ভেদ তাহাও অতিরিক্ত বলিতে হইবে, এই নিয়মে অতিরিক্ত কল্পনা করিতে গেলে অনন্ত অভাব কল্পনার প্রসক্তি হয়, অতএব নৈয়ায়িকেরা বলেন যে,—যে অভাবের অধিকরণ অভাব, এবং প্রতিযোগীও অভাব, সেই অভাব অধিকরণ স্বরূপ) তাহা হইলে,—পূর্ব্বোক্ত হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অগ্নির অধিকরণত্বাভাবের গন্ধাশ্রয়ত্বাভাব নিষ্ঠ যে-অন্যোন্যাভাবীয়-প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক (গন্ধাশ্রয়ত্বাভাবত্ব) হওয়ায় অব্যাপ্তি হইতে পারিত। অত্যন্তাভাবীয়—প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক—সাধ্যতাবচ্ছেদক বলিলে আর সেই দোষ রহিল না। কারণ,—অগ্নির অধিকরণত্বাভাবের অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব গন্ধাশ্রয়ত্বাভাব সাধ্যে নাই ; আছে—"অগ্নির অধিকরণত্বে' তাহার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে ; সুতরাং অব্যাপ্তি রহিল না। (১৫)

বস্তুতঃ এই প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ পদের অর্থ পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, "যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ

মন্তব্য।

(১৫) এখানে আরও একটা কথা বক্তব্য এই যে,—হেতু সমানাধিকরণ অভাবে যে "প্রতিযোগি ব্যধিকরণ" বিশেষণ পড়িয়াছে তাহারও "অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতাশ্রয়ের অসমানাধিকরণ" অর্থ করিতে হইবে। নতুবা পূর্ব্বোক্ত স্থলেই হেতু সমানাধিকরণ অগ্নির অধিকরণত্বাভাবে হেতু সমানাধিকরণ পটাধিকরণত্বাভাবের ভেদ থাকায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পটাধিকরণত্বাভাবে অগ্নির অধিকরণত্বাভাবের অন্যোন্যাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব আছে, এবং এই নিয়মে অন্যান্য অভাবে স্বসমানাধিকরণ অভাবান্তরের ভেদ থাকায় সকল অভাবই প্রতিযোগি সমানাধিকরণ হইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রতিযোগি ব্যধিকরণ অভাবের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন অব্যাপ্তির বারণ হয় না, অত্যন্তাভাবীয়—প্রতিযোগিতা বলিলে আর সেই দোষ থাকিবে না। কারণ অগ্নির,—অধিকরণত্বাভাবে পটাধিকরণত্বাভাবের অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতা নাই। (১৫)

হেতুর অধিকরণ সেইরূপ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক—সাধ্যতাবচ্ছেদক" এই অর্থ না করিলে চলিবে না ; তাহা হইলে অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতা না বলিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ,—কথিত অভাবের সাধ্যস্থিত প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেতুর অধিকরণ হয় নাই, অনধিকরণ হইয়াছে—জলাধিকরণত্ব স্থিত—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ; সেই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক—সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে। বলা বাহুল্য,—অভাবাধিকরণক অভাব অধিকরণ স্বরূপ হইলেও তাহার প্রতিযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ সাধ্যে এই অভাবের যে—প্রতিযোগিত্ব আছে, তাহা জলাধিকরণত্বাদিতে নাই। সুতরাং কোন দোষই রহিল না। (১৬)

মন্তব্য।

(১৬) মিশ্রেরা বলেন যে,—হেতু সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব বলিলে কাল-পক্ষ, মানুষ-সাধ্য, মানুষত্ব হেতুতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ,—প্রলয়কালে মানুষের ধ্বংস থাকায় তাহার অত্যন্তাভাব থাকিবে না, (মিশ্রের মতে ধ্বংস, প্রাগভাব, এবং প্রতিযোগী এই তিনটিই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, সুতরাং বিরোধী) তৎকালে সৃষ্টিকাল বৃত্তি—গোত্বাদি নিত্য পদার্থের অভাব থাকায় তাহার প্রতিযোগিতা ধরিয়াই লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে। এই অতি ব্যাপ্তি বারণ মানসে যদি অত্যন্তাভাব স্থলে সংসর্গাভাব মাত্র বলা হয়, তবে সে স্থলে সকল মানুষের ধ্বংস ধরিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ হয় বটে, কিন্তু তথাপি কাল-পক্ষ, দ্ব্যণুক—সাধ্য, স্পন্দ হেতু স্থলে, এবং বিষ্ণুমিত্রের জ্ঞান সাধ্যক বিষ্ণুমিত্রের অদৃষ্ট হেতুতে অতিব্যাপ্তি বারণ হইবে না। কারণ,—প্রলয়কালে কতকগুলি দ্ব্যণুকের ধ্বংস, ও ভাবি সৃষ্টির দ্ব্যণুকের প্রাগভাব থাকায়, সকল দ্ব্যণুকের ধ্বংস নাই, (যে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় নাই, তাহার ধ্বংস হওয়া অসম্ভব) সুতরাং অত্রত্য দ্ব্যণুক ধ্বংসের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক দ্ব্যণুকত্ব হইবে না। অতএব পূর্ব্ব নিয়মের অনুসরণে নিত্য—পদার্থের অভাব ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে। বলা বাহুল্য—প্রলয়কালে দ্ব্যণুক মাত্রই থাকে না, কিন্তু ক্রিয়া থাকে, তাই স্পন্দ ব্যভিচারী হইয়াছে। এবং বিষ্ণুমিত্রের সুষুপ্তি কালে তাহার জ্ঞান মাত্রই নাই, কিন্তু অদৃষ্ট আছে ; (অদৃষ্ট না থাকিলে গাঢ় নিদ্রা হইতে

মন্তব্য।

জাগরিত হইয়া কারাদণ্ডাদির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না) তাই অদৃষ্ট ব্যভিচারী—হেতু হইয়াছে। এখানেও বিষ্ণুমিত্রের সুষুপ্তি কালে তদীয় পূর্ব্ব জ্ঞান রাশির ধ্বংস আছে বটে কিন্তু,—ভাবি জ্ঞানের ধ্বংস না থাকায় ঐ ধ্বংসের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বিষ্ণুমিত্রের জ্ঞানত্ব হইল না, সুতরাং পূর্ব্ব নিয়মে অতি ব্যাপ্তি হইল। এই মিশ্র মত সমীচীন নহে। কারণ,—অত্যন্তাভাব স্থল বিশেষে প্রতিযোগীর অধিকরণেই থাকে, সুতরাং ধ্বংস বা প্রাগভাবের অধিকরণে না থাকিবে কেন? মিশ্রেরা অত্যন্তাভাবের ত্রিতয়প্রতিযোগিকত্ব (ধ্বংস প্রাগভাব ও প্রতিযোগী এই তিনটিকে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী) স্বীকার করেন,—কিন্তু দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি এরূপ প্রতি-যোগিতা স্বীকারের কোন যুক্তি না থাকায়, ইহা অস্বীকার করেন। তাহারা বলেন,—"ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণে অত্যন্তাভাবের নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাই আছে, কিন্তু প্রতিযোগীর অধিকরণ—কালে তাহার অনধিকরণ দেশকে অবচ্ছেদক করিয়া অত্যন্তাভাব থাকে। যথা "এখন এখানে অশ্ব নাই" এস্থলে বর্ত্তমান কালে অশ্ব থাকিলেও এই স্থানকে অবচ্ছেদক করিয়া তাহার অভাব আছে। এবং প্রতিযোগীর অধিকরণ দেশে ও তাহার অনধিকরণ কালকে অবচ্ছেদক করিয়া অভাব থাকে। যথা,—"আমরা রাত্রিতে এই ঘরে থাকি না" এখানে আমাদের অধিকরণ ঘরে রত্রিকালকে অবচ্ছেদক করিয়া আমাদের অভাব থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলেই অতিব্যাপ্তি হইল না।

এখানে আরও একটা সন্দেহ হইতে পারে। যথা—এই লক্ষণে যে অত্যন্তা-ভাব পড়িয়াছে, তাহাকে সংসর্গাভাব বিশেষ বলিতে হইবে, সংসর্গাভাব বলিতে—"সংসর্গের আরোপ জন্য যে প্রতীতি তাহার বিষয় অভাব" ("এখানে যদি সংযোগ সম্বন্ধে অশ্ব থাকিত, তবে অশ্ব আছে বলিয়া দেখা যাইত"—এরূপ সংসর্গারোপ জন্য "এখানে—অশ্ব নাই" এই প্রতীতির বিষয় অভাব) বুঝায়। এই সংসর্গা-ভাবের ঘটক জন্যত্ব জিনিসটা কি? একথা ভাবিলে দেখা যায় যে, অন্যথা সিদ্ধির অনিরূপিত ব্যাপ্যত্ব, (যে পদার্থ যাহার ব্যাপ্য নহে, সে তাহার জন্য হইতে পারে না, যে সকল পদার্থ অন্যথা সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহাতে কারণতা কল্পনা

প্রতিযোগি ব্যধিকরণ শব্দের "সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ বৃত্তি" অর্থ করিতে হইবে। অন্যথা সমবায়

মন্তব্য।

না করিলেও চলে, তাহাদের ব্যাপ্যত্বও কার্য্যে আছে বটে; কিন্তু সেই ব্যাপ্যত্ব-জন্যত্ব নহে, প্রযোজ্যত্ব মাত্র বলা যাইতে পারে; এজন্যই অন্যথা সিদ্ধির অনিরূপিত জন্যত্বকে "ব্যাপ্যত্ব বলা হইয়াছে) এই ব্যাপ্যত্ব আবার—"প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক—সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সামানাধিকরণ্য। এখন ফলে দাড়াইল এই যে,—কথিত ব্যাপ্তি জানিতে হইলে অত্যন্তাভাব, অত্যন্তাভাব জানিতে হইলে সংসর্গাভাব, সংসর্গাভাব জানিতে হইলে জন্যত্ব, এবং জন্যত্ব জানিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি জানা আবশ্যক। সুতরাং ব্যাপ্তি না জানিয়া ব্যাপ্তি পরিচয়ের সম্ভব দেখা যায় না। এই দোষের নাম "চক্রক", এই—চক্রক ন্যায় দর্শনের নিগ্রহ স্থানের অন্তর্গত। কোন একটি পদার্থ জানিতে গিয়া যদি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পদার্থ জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে তবেই চক্রক দোষ হয়।

এই কথার উত্তরে বলিতে হইবে যে, কথিত জন্যত্বের ঘটক যে ব্যাপ্যত্ব পড়িয়াছে, তাহা কথিত সামানাধিকরণ্য নহে, কিন্তু সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব, অথবা সাধ্যসম্বন্ধিতাবচ্ছেদক রূপবত্ত্ব, (যাহা বক্ষ্যমান) তাহা হইলে চক্রক দোষ হইবে না। অথবা সংসর্গাভাবের এরূপ লক্ষণ নাকরিয়া "অন্যোন্যাভাব ভিন্ন অভাবকেও সংসর্গাভাব বলা যাইতে পারে, সুতরাং চক্রক দোষের আশঙ্কা মাত্রই রহিল না। বস্তুতঃ যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ ইত্যাদি নিয়মে পরিষ্কার করিলে অত্যন্তাভাব বা সংসর্গাভাব প্রবেশের প্রয়োজন দেখা যায় না, অথচ প্রবেশ করিলে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গো-সাধ্য সাস্না (গলায় নীচের লতি) হেতুতে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, সেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সংসর্গাভাব অপ্রসিদ্ধ। তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবেরনাম অন্যোন্যাভাব। ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্য স্থলে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ নিবেশের প্রয়োজন নাই; সুতরাং প্রতিযোগি ব্যধিকরণ বিশেষণ দ্বারাও এ অব্যাপ্তিবারণ করা অসম্ভব। (১৬)

সম্বন্ধে জ্ঞান সাধ্য দ্রব্যত্বহেতু স্থলে, দ্রব্যত্বাধিকরণ আকাশে বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান সম্বন্ধী হওয়ায়, জ্ঞানাভাব প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হয় না; সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে রূপাদির অভাব ধরিয়া অতি ব্যাপ্তি হইয়া পড়িবে।

আরও একটি কথা এই যে—যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেতুর অধিকরণ হয়, সেইরূপ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক ইত্যাদি নিয়মে লক্ষণ পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহা না করিলে সংযোগ সাধ্য দ্রব্যত্ব হেতু স্থলে, দ্রব্যত্ব হেতুর অধিকরণ—জল, সংযোগ সামান্যাভাবের প্রতিযোগি—অগ্নিসংযোগের অনধিকরণ হওয়ায়, সংযোগ সামান্যাভাব ধরিয়াই অব্যাপ্তি হইবে। এবং পুস্তক সংযোগাভাব সাধ্য আত্মত্ব হেতুতেও অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, ঐ পুস্তক সংযোগাভাবের অভাব-পুস্তকসংযোগ-গুণ পদার্থ, সুতরাং গুণ সামান্যাভাব ও তাহার প্রতিযোগী হইয়াছে; তাহা হইলে গুণ সামান্যাভাবত্বরূপ ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ যে আত্মা, তত্রত্য পুস্তক সংযোগরূপ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় অব্যাপ্তি হইয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য পুস্তক সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়াই আত্মত্ব সদ্ধেতু হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় এসকল কোন দোষের অবসর থাকিবে না। কারণ, প্রথম স্থলে সংযোগত্বরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেতুর অধিকরণ হয় নাই; এবং দ্বিতীয় স্থলে গুণ সামান্যাভাবত্বরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অনধিকরণ হেতুর অধিকরণ হইলেও সেই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক পুস্তক সংযোগাভাবত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় অব্যাপ্ত্যাশঙ্কা সুদূর পরাহত হইয়াছে।

এখন বিচার্য্য এই যে,—এই লক্ষণে যে হেতুর অধিকরণ বলা হইয়াছে। তাহা কোন সম্বন্ধে, এবং হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতাই বা কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। যদি কোন সম্বন্ধ বিশেষের উল্লেখ না করা যায়, তবে অগ্নি-সাধ্য ধূম-হেতু স্থলে সমবায় সম্বন্ধে ধূমের অধিকরণ ধূমাবয়বে সংযোগ সম্বন্ধে অগ্নি না থাকায়, এবং সংযোগ সম্বন্ধে ধূমের অধিকরণ মহানসাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি না থাকায় বহ্নির অভাব ও লক্ষণ ঘটক হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং কথিত স্থলে অব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, উভয় প্রকারেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে,—

হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য জ্ঞানে ("সাধ্যের অধিকরণে হেতু আছে" এইরূপ অনুমিতির জনক জ্ঞানে) যে সম্বন্ধে হেতুর অধিকরণজ্ঞান (হেতু আছে জ্ঞান) হয়, সেই সম্বন্ধে লক্ষণে ও হেতুর অধিকরণ। আর যে সম্বন্ধে সাধ্যের অধিকরণ জ্ঞান হয়, হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতাটাও সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। ফল কথা—হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে (যে সম্বন্ধে পক্ষে হেতুর জ্ঞান হইয়া অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ) হেতুর অধিকরণ, ও সাধ্যতাবচ্ছেদক (যে সম্বন্ধে সাধ্যের অনুমিতি হইবে, তাহার নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ) সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা বলিতে হইবে। তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ থাকিবে না। কারণ,—এস্থলে "সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অধিকরণে সংযোগ সম্বন্ধে ধূম আছে" এই সামানাধিকরণ্য জ্ঞান বলেই অনুমিতি হয়, (সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ এবং হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও সংযোগ) সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে ধূমের অধিকরণে বহ্নির অভাব থাকিলে, এবং সংযোগ সম্বন্ধে ধূমের অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব থাকিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ এই অভাব লক্ষণ ঘটক হয় নাই। (১৭)

মন্তব্য।

(১৭) এস্থলে আরও একটা কথা বিবেচ্য এই যে,—লক্ষণে যেখানে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য পড়িয়াছে, (হেতুতে সাধ্যের অধিকরণ বৃত্তিত্ব পড়িয়াছে) সেখানে সাধ্য সম্বন্ধি পদার্থের সম্বন্ধিত্ব বলিতে হইবে, অধিকরণ ও বৃত্তিত্ব বলিলে চলিবে না। তাহা হইলে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে সাধ্য বা হেতু করিলে সামানাধিকরণ্যের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন অব্যাপ্তি হইবে। এই কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। "এই সাদা কাপড় খানা বিছানায় আছে," এস্থলে বিছানার সহিত সাদা কাপড়ের সংযোগ থাকায় "সংযোগ সম্বন্ধে কাপড়ের অধিকরণ বিছানা হইয়াছে" আমরা বিছানায় কাপড় প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর "সাদা কাপড়" স্থলে "সাদা শব্দ" "শুক্লগুণ বিশিষ্টকে" বুঝাইয়াছে, শুক্লগুণকে বুঝায় নাই, তাহা হইলে কর্ম্মধারয় সমাস হইত না। অতএব বলিতে হইবে যে,—সাদা পদ প্রতিপাদ্য শুক্লগুণ বিশিষ্টের সহিত কাপ-

মন্তব্য।

ড়ের একটা সম্বন্ধ আছে। তাহার নাম তাদাত্ম্য, (তদাত্মত্ব) তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বস্তু সম্বন্ধী হয় বটে, কিন্তু অধিকরণ বা আধেয় হয় না। তাহা হইলে "কাপড়ে কাপড় আছে" প্রত্যক্ষ হইত। যেখানে ঈষৎ অন্ধকারে স্থাণুর মত পদার্থ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ার পরে বাক্য শুনিয়া "এইটি মানুষ" এইরূপ অনুমিতি হয়, সেখানে ও নির্ব্বাচিত ব্যাপ্তিধীই কারণ। সে স্থলে "এই" পদ প্রতি পাদ্য সম্মুখীন পদার্থে মানুষ—পদ প্রতি পাদ্য তাদাত্ম্য—সম্বন্ধে সম্বন্ধী হইয়াছে মাত্র, কিন্তু অধিকরণ হয় নাই। সুতরাং "কথায়" মানুষের সামানাধিকরণ্য না থাকায় সামানাধিকরণ্য ঘটিত ব্যাপ্তি-জ্ঞান হওয়ার সুবিধা নাই। এবং তাদাত্ম্য সম্বন্ধে মানুষ যেখানে হেতু হইবে, সেখানে জ্ঞানাদি সাধ্যের সামানাধিকরণ্য মানুষ হেতুতে না থাকায়, ব্যাপ্তি-জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর হইবে না; অতএব উভয় দিকেই সম্বন্ধী বলিতে হইবে; (সাধ্যের সম্বন্ধী যে পক্ষ, তাহাতে সম্বন্ধী হেতু) অধিকরণ ও আধেয় বলিলে চলিবে না। এই নিয়মে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে হেতু ও সাধ্যের বহু উদাহরণ আছে; সম্বন্ধিত্ব বিবক্ষার ফলে সকল স্থলেই লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে,—সাধ্য ও হেতুর সামানাধিকরণ্য বা সম্বন্ধিত্ব জ্ঞানে যে সম্বন্ধে সাধ্যের ভান হইবে, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অনুমিতি হইবে; আর যে সম্বন্ধে হেতুতে আধেয়ত্ব বা সম্বন্ধিত্ব জ্ঞান হইবে, সেই সম্বন্ধে পক্ষে হেতুর জ্ঞান হইলেই অনুমিতি হইবে।

সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি লক্ষণের ব্যাখ্যা করা হইল; কিন্তু এই লক্ষণের উপরে এমন একটি দোষ আছে যে,—ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার নিরাস করা সুকঠিন। এখন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। কথিত নিয়মে লক্ষণের পরিষ্কার করিলেও কালিক সম্বন্ধে গো-সাধ্য মহাকালত্ব হেতু স্থলে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, সেখানে কোনও পদার্থের অভাবই প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হয় না; যে হেতু,—সকল পদার্থই কালিক সম্বন্ধে মহাকালে থাকে, অথচ কালিক সম্বন্ধে বস্তু মাত্রই অব্যাপ্য বৃত্তি। কেহ কেহ আকাশাদি অবৃত্তি পদার্থ কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে না বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাহা

মন্তব্য।

দ্বারাও লক্ষণের অব্যাপ্তি বারণ হয় না। কারণ,—কালিক সম্বন্ধে গগণ মহাকালে না থাকিলেও গগণাভাবের প্রতিযোগি গগণের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং গগণাভাব ধরা পড়িবে না। যে হেতু,—লক্ষণে প্রতিযোগীর অনধিকরণ হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাব বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় গগণাভাবের প্রতিযোগী গগণের অধিকরণ না থাকায় তাহার অনধিকরণ কিরূপে সম্ভবে! গগণের অনধিকরণ বলিতে "গগণের অধিকরণ ভিন্নকে" বুঝায়, যাহার অধিকরণ নাই, তাহার অনধিকরণ সর্ব্বথা অসম্ভব। কারণ,—অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগীর জ্ঞান অত্যাবশ্যক; যাহার প্রতিযোগী নাই, এমন কোন অভাব জগতে নাই। অতএব কথিত স্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য; সুতরাং বিশেষ্য বিশেষণ ব্যতিক্রমে লক্ষণের প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এখন তাহাই দেখান যাইতেছে, যথা—সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সামান্যে, (সাধ্যতাবচ্ছেদক সকল সম্বন্ধে) যে অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্ব, এবং হেতুর যে কোন অধিকরণ অনুযোগিকত্ব, এই উভয় সামান্যের অভাব থাকে, সেই অভাবই "প্রতিযোগি ব্যধিকরণ অভাব" পদদ্বারা বিবক্ষণীয়। অগ্নি সাধ্য ধূম হেতু স্থলে, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ, সংযোগ সম্বন্ধ সামান্যে (সকল সংযোগেই) "মৎস্যাভাবের প্রতিযোগি মৎস্য প্রতিযোগিকত্ব," ও "হেতুর অধিকরণ মহানস অনুযোগিকত্ব," এই উভয় সামান্যের অভাব আছে। কারণ, মৎস্য জলাদিতে থাকে, ধূমাধিকরণ মহানসে থাকে না, সুতরাং যে সংযোগে মৎস্যাভাবের প্রতিযোগি মৎস্য প্রতিযোগিকত্ব আছে, (যে সংযোগ সম্বন্ধে জলে মৎস্য থাকে, সেই সংযোগের প্রতিযোগী মৎস্য, আর অনুযোগী জল, কাজেই সেই সংযোগে মৎস্য প্রতিযোগিকত্ব ও জলানুযোগিকত্ব আছে) কিন্তু,—হেতুর অধিকরণ মহানস অনুযোগিকত্ব নাই বলিয়াই উভয় সামান্যের অভাব আছে; অতএব মৎস্যাভাবই প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হইয়াছে। কিন্তু বহ্নির অভাব প্রতিযোগির অসমানাধিকরণ হইবে না। কারণ, মহানসে বহ্নির যে সংযোগ আছে, তাহাতে বহ্নির অভাবের প্রতিযোগী—বহ্নি প্রতিযোগিকত্ব ও হেতুর অধিকরণ—মহানস অনুযোগিকত্ব উভয়ই আছে। সুতরাং বহ্নি

মন্তব্য।

সাধ্যক ধূম হেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের ব্যাঘাত ঘটিল না।

আর ধূম সাধ্যক বহ্নি হেতু স্থলে—সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সামান্যে (সকল সংযোগেই) ধূমাভাবের প্রতিযোগী—ধূম প্রতিযোগিকত্ব, ও হেতু=অগ্নির অধিকরণ অয়ঃ পিণ্ড অনুযোগিকত্ব উভয় সামান্যের অভাব থাকায় (এমন কোন সংযোগ নাই যাহার প্রতিযোগী ধূম ও অনুযোগী সুতপ্ত অয়ঃ পিণ্ড হইয়াছে, তাহা থাকিলে তাদৃশ অয়ঃ পিণ্ডে ধূম থাকিত) ধূমাভাবই প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হইয়াছে, সুতরাং অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা রহিল না। প্রকৃত স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কালিক, তাহাতে হেতুর অধিকরণ মহাকাল অনুযোগিকত্ব থাকিলেও গগণাভাবের প্রতিযোগি গগণ প্রতিযোগিকত্ব না থাকায় (গগণ কালিক সম্বন্ধে থাকে না) কথিত উভয় সামান্যের অভাব আছে, সুতরাং গগণাভাব দ্বারাই লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে। এখানে এ কথাটাও অনুধাবন যোগ্য যে,—বিষয়িতা সম্বন্ধে গগণ প্রতিযোগিকত্ব প্রসিদ্ধ আছে, (গগণ জ্ঞানের বিষয় হয় কাজেই জ্ঞানে গগণের বিষয়িতা সম্বন্ধ আছে) সুতরাং গগণ প্রতিযোগিকত্বের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন অব্যাপ্তির অবকাশ রহিল না। এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় সামান্য পদের প্রয়োজন প্রদর্শন প্রভৃতি বক্তব্য অনেক কথাই আছে, গ্রন্থ গৌরব ভয়ে এখানে তাহার অবতারণা করা গেল না।

কালিক সম্বন্ধে মহাকালে গগণাদি অবৃত্তি পদার্থ না থাকিলে কথিত নিয়মে লক্ষণ পরিষ্কার করা যায় বটে, কিন্তু যাহারা মহাকালে কালিক সম্বন্ধে গগণাদি পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, তাহাদের মতে গগণাভাবও ধরা যায় না। কাজেই পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করা আবশ্যক, সেই উপায়টি কি? এখন তাহাই দেখান যাইতেছে। যথা—প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ, (কোন সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই; যে কোন সম্বন্ধে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হইলেই চলিবে) হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যে (সকল প্রতিযোগিতায়) যেরূপ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব, ও যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব, উভয়ের অভাব থাকে, সেই সম্বন্ধে সেইরূপ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সেই হেতুর ব্যাপক, ও তত্রত্য সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সামানাধি-

মন্তব্য।

করণ্যই তাহার ব্যাপ্তি। বহ্নি সাধ্য ধূম হেতু স্থলে ধূমাধিকরণ মহানসে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হইয়াছে, (মহানসে সমবায় সম্বন্ধে অগ্নি থাকে না) সেই অভাবের প্রতিযোগিতায়, (প্রতিযোগিতা সামান্যে) বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় (মহানসে বহ্নির অভাব সংযোগ সম্বন্ধে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হয় না।) কথিত উভয়াভাব আছে, অতএব সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি ব্যাপক হইল, ও ধূমে তাহার সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি রহিল। ধূম সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে বহ্নির অধিকরণ সুতপ্ত লৌহ পিণ্ডে সংযোগ সম্বন্ধে ধূমের অভাব প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হইয়াছে; সেই অভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যে ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব, ও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব উভয়ই বিদ্যমান, সুতরাং সংযোগ সম্বন্ধে ধূম বহ্নির ব্যাপক হইল না, ও বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি রহিল না। (ব্যাপকের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি, সামানাধিকরণ্য মাত্র নহে) প্রস্তাবিত স্থলে মহাকালে সমবায় সম্বন্ধে গোর অভাব প্রতিযোগি ব্যধিকরণ হইয়াছে, এই অভাবের প্রতিযোগিতা সামান্যে গোত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও, কালিক সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব না থাকায় উভয়াভাব আছে, অতএব কালিক সম্বন্ধে গো মহাকালত্বের ব্যাপক হইল ও মহাকালত্বে গোর ব্যাপ্তি রহিল।

এখানে আরও একটা কথা বিচার্য্য আছে যথা,—বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন (যে সম্বন্ধে বৃত্তিতা থাকে না সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন) প্রতিযোগিতা স্বীকার না করিলে ধন—সাধ্য বিজাতীয় লাবণ্য বা বিশিষ্ট চরিত্র হেতু (ধনী লোকের শরীরে প্রায়ই একটা বিশেষ লাবণ্য থাকে, ও চরিত্রে বৈশিষ্ট্য থাকে, যাহাদ্বারা তাহারা ধনী বলিয়া অনুমিত হন) স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ,—এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইয়াছে স্বামিত্ব, (স্বামিত্ব সম্বন্ধেই মানুষে ধন থাকে) স্বামিত্ব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা স্বীকার না করিলে, প্রতিযোগিত্ব নিষ্ঠ যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধি হেতুক উভয়াভাব ধরা অসম্ভব, (অন্ততঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবেও উভয় জ্ঞান না হইলে উভয়াভাব জ্ঞান হয় না) সুতরাং উভয়াভাব ঘটিত লক্ষণ সমন্বয় হইবে না।

মন্তব্য।

অতএব বলিতে হইবে,—হেতু সমানাধিকরণ অন্যোন্যাভাবীয় প্রতিযোগিতা সামান্যে, যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব, ও যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা নিরূপিতত্ব, এই উভয়ের অভাব থাকে সেই সম্বন্ধে সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-ব্যাপক, ও হেতুস্থিত তাহার সামানাধিকরণ্যই তাহার ব্যাপ্তি। বহ্নিসাধ্য ধূমহেতু স্থলে "বহ্নিমান্ নহে" এই অন্যোন্যাভাব ধূমাধিকরণে থাকে না, থাকে—"জলবান্ নহে" এই অন্যোন্যাভাব, এই অন্যোন্যাভাবীয় প্রতিযোগিতায় সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতানিরূপিতত্ব থাকিলেও বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতানিরূপিতত্ব না থাকায় পূর্ব্বোক্ত উভয়াভাব আছে, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হইল। আর ধূম সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে, বহ্নির অধিকরণ তপ্তায়ঃ পিণ্ডে "ধূমাধিকরণ নহে" এই ভেদ আছে, কাজেই এই ভেদীয় প্রতিযোগিতায় ধূমত্বাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতানিরূপিতত্ব, ও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতানিরূপিতত্ব—উভয় আছে, অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপক হইল না, ও বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি রহিল না। তর্কিত স্থলে হেতুর (বিজাতীয় লাবণ্যের) অধিকরণে "ধূমাধিকরণ নহে" এই অন্যোন্যাভাব আছে, ইহার প্রতিযেগিতায় স্বামিত্ব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাকত্ব থাকিলেও, ধনত্বাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতানিরূপিতত্ব না থাকায় পূর্ব্বোক্ত উভয়ের অভাব আছে; সুতরাং স্বামিত্ব সম্বন্ধে ধনে বিজাতীয় লাবণ্যের ব্যাপকতা, ও তাদৃশ লাবণ্যে ধনের ব্যাপ্তি রহিল। এই নিয়মে ব্যাপক সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তির পরিষ্কার করিলে আর কোনও দোষ থাকিবে না। যাহারা বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা স্বীকার করেন না, ("যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তুর অস্তিত্ব বোধ হয়, সেখানে সেই সম্বন্ধে সেই বস্তুর "নাই" জ্ঞান হয় না" ইহা অনুভব সিদ্ধ; অতএব বলিতে হইবে—সেখানে সেই বস্তুর সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতায় নিরূপক অভাব আছে। বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধে কোথাও কোন বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞান হয় না, সুতরাং তাহার প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব কল্পনার ও দরকার নাই; অতএব প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব কল্পনা—প্রয়োজন কল্পনীয় প্রতিযোগিতা স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। এই অনুভবেই অনেকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা স্বীকার

মন্তব্য।

করেন না।) তাহাদিগকে অনিচ্ছায় ও বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা "রামদাস এখন পাক করিতেছে না" স্থলে শাব্দ বোধ (কথিত শব্দ রাশি প্রযুক্ত অর্থ বোধ) হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ,—এখানে পাক শব্দের অর্থ "রন্ধন", করিতেছে (করা) শব্দের অর্থ— "যত্ন বা কৃতি"। পাক অন্নাদিতে থাকে, আর যত্ন পুরুষে থাকে, পাকের সহিত কৃতির ঘনিষ্ঠ বৃত্তিনিয়ামক (সংযোগ সমবায়াদি) কোন সম্বন্ধ নাই, কৃতিতে অনুকূলত্ব (প্রযোজকত্ব) সম্বন্ধে পাক সম্বন্ধী হয় মাত্র, এই অনুকূলত্ব সম্বন্ধ বৃত্ত্যনিয়ামক, এই সম্বন্ধে আধার আধেয় ভাব নাই। এখানে শাব্দ বোধ হইবে—"অনুকূলত্ব সম্বন্ধে পাক বিশিষ্ট যে কৃতি, তাহার অভাব রামদাসে (বর্ত্তমান কালে) আছে"। (এই বোধের বিষয়ীভূত অভাবের প্রতিযোগী "কৃতি," প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায়। আর প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক কৃতিত্ব ও পাক, পাকস্থিত যে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা তাহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ অনুকূলত্ব, যে হেতু—এই অনুকূলত্ব সম্বন্ধেই কৃতিতে পাক বিশেষণ হইয়াছে।) এইরূপ শাব্দ বোধই এখানে অনুভব সিদ্ধ; ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রকারে শাব্দ বোধ হওয়ার সম্ভব নাই, এই শাব্দ বোধ স্বীকার করিতে হইলে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব কথিত নিয়মে ব্যাপ্তি লক্ষণ পরিষ্কার করিলে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে, সুতরাং কোন দোষ থাকিবে না।

৭। অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি।

এই লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটা প্রাচীন মতের অবতারণা করা যাইতেছে। প্রাচীনরা বলিয়া থাকেন—যে ধর্ম্মে অবচ্ছেদকতা স্বীকার করিলে কোন দোষ, (প্রতীতির অতি প্রসঙ্গাদি দোষ) ঘটে না এমন কোন লঘু ধর্ম্ম থাকিলে তাহাকে অবচ্ছেদকতা স্বীকার করিলে চলে, ("জলে ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণ নাই" এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব গন্ধত্বে স্বীকার করিলে কোন

মন্তব্য।

ক্ষতি নাই, কারণ, ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণ গন্ধ ছাড়া কিছুই নহে, এ অবস্থায় ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্বে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিলে অত্যন্ত গৌরব হয়) এ অবস্থায় গুরু ধর্ম্মে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করা অনুচিত।

এই মত সমীচীন হইলে কথিত ব্যাপ্তি লক্ষণের "ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণ সাধ্য দ্রব্যত্ব হেতু স্থলে অতি ব্যাপ্তি হয়। কারণ,—হেতুর অধিকরণ জলাদিস্থিত—"ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণ নাই" এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে "গন্ধত্ব" কিন্তু ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্ব হইবে না। যে হেতু,—গন্ধত্ব জাতি—পদার্থ, সে অতি লঘু ধর্ম্ম। আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় গুণত্বের নাম ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্ব, ইহাতে ঘ্রাণত্ব, গ্রহণ যোগ্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি বহু পদার্থ পড়িয়াছে। সুতরাং জাতি অপেক্ষা অত্যন্ত গুরু ধর্ম্ম; অথচ যেখানে যেখানে ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্ব আছে, সেই সকল স্থলেই গন্ধত্ব আছে, তাহার অতিরিক্ত কোথাও নাই। অতএব কথিত অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক গন্ধত্ব হইলে, সাধ্যতাবচ্ছেদক "ঘ্রাণ গ্রাহ্যগুণত্ব" প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হওয়ায় অতি ব্যাপ্তি হইল।

এই অতি ব্যাপ্তি নিরাস মানসে প্রতিযোগিতার অনতিরিক্তবৃত্তিধর্ম্মকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিলেও চলিবে না। (ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্বও, কথিত অভাবের প্রতিযোগিতার অতিরিক্ত বৃত্তি হয় নাই) কারণ,—তাহা হইলে ধূমাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকও ধূমত্ব হইবে না, যে হেতু,—ধূমত্ব জাতি ধূমাভাবের প্রতিযোগি ধূমস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতার অতিরিক্ত বৃত্তি। সুতরাং ধূম সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে অতি ব্যাপ্তি হইয়া পড়িবে।

অতএব হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকত্বের একটা পারিভাষিক অর্থ করিতে হইবে। এখানে তাহাই দেখান যাইতেছে। যথা,—হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম বিশিষ্টের অধিকরণ স্থিত অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়, সেই ধর্ম্মই পারিভাষিক অবচ্ছেদক, (তাহাতে পারিভাষিক অবচ্ছেদকত্ব থাকে) তদ্ভিন্ন "সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি। কথিত স্থলে," গন্ধত্ব, হেতু সমানাধিকরণ—ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইলেও,

মন্তব্য।

ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণ স্থিত অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইয়াছে, সুতরাং ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্বই পারিভাষিক অবচ্ছেদক হইয়াছে; অতএব অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা রহিল না।

এই নিয়মে পারিভাষিক অবচ্ছেদকত্ব নির্ব্বচন করিতে হইলে হেতু সামানাধিকরণ অভাবে, ও পারিভাষিক অবচ্ছেদকত্বে অভিমত—যে ধর্ম্ম বিশিষ্টের অধিকরণ স্থিত অভাবে, প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ বিশেষণ না দিয়া, কেবল মাত্র এই উভয় অভাবের প্রতিযোগিতায় স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব বলিলেই চলিবে। অব্যাপ্য বৃত্তি সাধ্যক স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইলেও তাহা স্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যের অধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয় নাই বলিয়াই পারিভাষিক অবচ্ছেদক হইবে না। ব্যভিচারি স্থলে যে অধিকরণে সাধ্য নাই, অথচ হেতু আছে, তাহার ভেদের অভাব ধরিলেই অতিব্যাপ্তি হইবে না। বহ্নি হেতুক স্থলে হেতু সামানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক লৌহপিণ্ড ভেদত্ব, ধূম সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইয়াছে। কারণ,—ধূমাধিকরণে সুতপ্ত লৌহ পিণ্ডের ভেদের অভাব নাই, অতএব ধূমত্বই পারিভাষিক অবচ্ছেদক হইয়াছে।

কাল পক্ষ গো সাধ্য মহাকালত্ব হেতু স্থলে প্রতিযোগি ব্যধিকরণ অভাব অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন অব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়া যে প্রতিযোগিতা ধর্ম্মিক উভয়াভাব ঘটিত (প্রতিযোগিতায় যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্ব, ও যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব উভয়ের অভাব অবলম্বনে) লক্ষণ করা হইয়াছে, সেখানেও এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে। যথা,—হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অত্যন্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা সামান্যে, যে সম্বন্ধে যে ধর্ম্ম বিশিষ্ট সম্বন্ধিস্থিত অত্যন্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকাবচ্ছেদত্বাভাব থাকে, সেই সম্বন্ধে (হেতু নিষ্ঠ) সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক গুরুধর্ম্ম হইবে সেখানেই এই রীতির অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। এই পারিভাষিক অবচ্ছেদক প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বক্তব্য আছে, গৌরব

৮। বিবিধ অন্বয় ব্যাপ্তি।

এই ব্যপ্তি লক্ষণের প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ পদের অর্থ অত্যন্ত জটিল, ও সুদীর্ঘ কলেবর হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এই বিশেষণটা ছাড়িয়া দিয়া সংক্ষেপে লক্ষণান্তর করা যাইতেছে।

যথা,—যাহার অধিকরণ স্থিত অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অধিকরণ হয় না, তাহাতে সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপ্তি থাকে। ধূমের অধিকরণে অগ্নির অধিকরণের অন্যোন্যাভাব ("অগ্নির অধিকরণ নহে" এই অভাব) থাকে না, ও অগ্নির অধিকরণ লৌহ পিণ্ডে ধূমাধিকরণের অন্যোন্যাভাব থাকে, সুতরাং অগ্নি সাধ্য ধুম হেতুতে লক্ষণ সমন্বয়, ও ধূম সাধ্য অগ্নি হেতুতে লক্ষণের অসমন্বয় হইল। অন্যান্য সদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ে ও অসদ্ধেতুতে লক্ষণের অসমন্বয়ে এই রীতি অবলম্বনীয়। এই লক্ষণে ও পূর্ব্ব লক্ষণের রীতি অনু-সরণীয়।

মন্তব্য।

ভয়ে তাহার অবতারণা করা গেল না।

প্রাচীনগণ এই নিয়মে ব্যাপ্তি লক্ষণের পরিষ্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অতি-ব্যপ্তিবারণ করিয়া থাকেন।

দীধিতিকার বলেন,—"ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্ব গন্ধত্ব অপেক্ষা গুরুধর্ম্ম" এই রূপ গৌরব জ্ঞান সত্ত্বেও "জলে ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণ নাই" এই রূপ প্রতীতি হয়, সুতরাং গন্ধত্বাপেক্ষা গুরুধর্ম্ম হইলেও ঘ্রাণ গ্রাহ্য গুণত্বাদি গুরুধর্ম্মই প্রতি-যোগিতার অবচ্ছেদক হইবে। যে হেতু,—প্রতিযোগিতা বিষয়তা প্রভৃতির অবচ্ছেদকত্ব কল্পনার প্রতি প্রতীতিই হেতু; প্রতীতি গুরুধর্ম্মকে অবগাহন করিলে, "জ্ঞানের বিষয়তার বা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক গুরুধর্ম্ম হয় না" বলা যায় না। কারণ,—যেরূপে পদার্থে জ্ঞানের বিষয়তা থাকে, সেই—রূপ বিষয়-তার, ও যে-রূপে প্রতিযোগীর জ্ঞান হয়, সেই-রূপ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং পারিভাষিক অবচ্ছেদকত্ব নির্ব্বচন করা নিষ্প্রয়োজন। (১৭)

অথবা অনৌপাধিকত্বকেও ব্যাপ্তি বলা যাইতে পারে। হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে যে ধর্ম্ম, সেই সকল ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যে সকল অভাব, তাহাদের অধিকরণ বৃত্তি যে সাধ্য, হেতুস্থিত তাহার অধিকরণ বৃত্তিত্বই অনৌপাধিকত্ব। এই অনৌপাধিকত্ব সদ্ধেতু ধূমাদিতে আছে। কিন্তু ব্যভিচারি-হেতুতে নাই। কারণ,—বহ্নি হেতু স্থলে হেতু সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগি আর্দ্রেন্ধন উপাধির যে অভাব তাহার সহিত ধূম সাধ্যের সামানাধিকরণ্য নাই। সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক পদার্থের নাম উপাধি। হেতু ব্যভিচারী হইলে উপাধি অবশ্যম্ভাবী। যে স্থলে "হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার আছে কি না?"—একথা নিয়া বাদীও প্রতিবাদীর মধ্যে তর্ক উপস্থিত হয়, সেখানে প্রতিবাদী এরূপ একটা পদার্থ দেখাইয়া দিবেন, যাহা "সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক" (উপাধি) বলিয়া বাদীও অঙ্গীকার করেন। তাহা হইলে হেতুতে উপাধির (হেতুর অব্যাপক পদার্থের ব্যভিচার হেতুতে অবশ্যই আছে) ব্যভিচার থাকায় উপাধির ব্যাপ্য সাধ্যের ব্যভিচারের (যেখানে ব্যাপকের ব্যভিচার থাকে সেখানে ব্যাপ্যের ব্যভিচার না থাকা অসম্ভব) অনুমিতি হইয়া যাইবে। ব্যভিচারের অনুমানই উপাধির প্রয়োজন, যে হেতুতে উপাধি জ্ঞান হইবে তাহাতে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় না, আর যে—হেতুতে উপাধি থাকে না, (যেখানে সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক কোন পদার্থ নাই) ও উপাধি জ্ঞান হয় না তাহাতেই ব্যাপ্তি থাকে, ও ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়, এজন্যই অনৌপাধিকত্বকে ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে। সদ্ধেতু স্থলে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইতে পারে কাজেই সেখানে অনৌপাধিকত্ব অবশ্যই আছে। (১৭)

মন্তব্য।

(১৭) ধূম সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে "আর্দ্র কাষ্ঠ" উপাধি হইয়াছে। কারণ, আর্দ্রেন্ধন ধূম সাধ্যের ব্যাপক ও অগ্নি হেতুর অব্যাপক। সুতপ্ত লৌহ—পিণ্ডে আর্দ্রেন্ধন নাই, কিন্তু অগ্নি আছে, ও মহানসাদি যে যে স্থলে ধূম আছে সেই সকল স্থলে আর্দ্রেন্ধন আছে কাজেই আর্দ্রেন্ধন ধূম সাধ্যের ব্যাপক ও অগ্নি হেতুর অব্যাপক (উপাধি) হইল। এই ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবের সত্তা

অথবা হেতু স্থিত সাধ্য সম্বন্ধিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মই ব্যাপ্তি। বহ্নি-সাধ্য ধূম হেতু স্থলে সকল ধূমে বহ্নির সম্বন্ধিতা (সম্বন্ধ) আছে, সুতরাং ধূমত্ব তাহার অবচ্ছেদক (অনতিরিক্ত বৃত্তি) হইয়াছে। এস্থলে ধূমত্বই বহ্নির ব্যাপ্তি ধূম সাধ্যক বহ্নি হেতুতে ধূমের সম্বন্ধিতা থাকিলেও, বহ্নিত্ব তাহার অবচ্ছেদক হয় নাই। কারণ, তপ্তায়ঃ পিণ্ডস্থ বহ্নিতে ধূমের সম্বন্ধ নাই, কিন্তু বহ্নিত্ব আছে। অতএব বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি রহিল না। (১৮)

মন্তব্য।

ও অসত্তা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের অঙ্গীকৃত, অতএব লৌহ পিণ্ড স্থিত অগ্নিতে আর্দ্রকাষ্ঠের অভাবের বৃত্তিত্ব রূপ ব্যভিচারের জ্ঞান দ্বারা (ব্যভিচার থাকায়) ঐ আর্দ্রেন্ধনের ব্যাপ্য ধূমের ব্যভিচারের অনুমিতি হইয়া যাইবে। কারণ,— যেখানে ব্যাপকের ব্যভিচার আছে, সেখানে ব্যাপ্যের ব্যভিচার না থাকার কোন কারণ নাই।

উপ+আ+ধা+কি, প্রত্যয়ে উপাধি পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে পদার্থ সমীপ বর্ত্তি পদার্থকে নিজের ধর্ম্ম দ্বারা রঞ্জিত করে তাহাকে উপাধি বলা যায়। যথা,—জবাপুষ্প স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাকে নিজ লৌহিত্য দ্বারা রঞ্জিত করে, তাই—জবা কুসুমকে উপাধি বলা যায়। কিন্তু স্বচ্ছ স্ফটিক অন্য স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ পদার্থকে অতিরঞ্জিত করিতে পারে না, সুতরাং উপাধি নহে। হেতু যাহার ব্যভিচারী হইলে সাধ্যের ব্যভিচারী হয়, তাহার নাম উপাধি। হেতুতে উপাধির নিশ্চয় (সাধ্যের ব্যাপক পদার্থের অভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের নিশ্চয়) হইলেই সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিত্বের (ব্যভিচারের) নিশ্চয় হইয়া যাইবে। কারণ,—ব্যাপক—উপাধি যদি স্বাভাববৎ বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে হেতুতে থাকে, তবে ব্যাপ্য-সাধ্যের অভাববৎ বৃত্তিত্ব রূপ ব্যভিচার ও হেতুতে আছে। এবং যে হেতুতে উপাধির সংশয় হয়, তাহাতে সাধ্যের সংশয় অবশ্যম্ভাবী। ইহাই হইল উপাধির দূষকতার বীজ।

তত্ত্ব চিন্তামণি গ্রন্থে উপাধি, উপাধির লক্ষণ, দূষকতার বীজ, উপাধির আভাস প্রভৃতি বিষয় নিয়া বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে গ্রন্থ গৌরব ভয়ে সেগুলির অবতারণা করা গেল না। (১৭)

৯। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি।

ব্যতিরেক সহচার, (সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাবের সহচার) জ্ঞানবলে যে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, তাহাকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলা যায়।

সাধ্যাভাবের ব্যাপক যে অভাব, (যে যে স্থলে সাধ্যাভাব আছে সেই সেই স্থলে আছে যে অভাব) হেতুস্থিত তাহার প্রতিযোগিত্বই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। ("এই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু পক্ষে আছে" এই জ্ঞান বলেও অনুমিতি হইয়া থাকে) এই লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবই সাধ্যাভাব, ও সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদক, (এই হেতুতাবচ্ছেদকই ব্যাপ্তি) বলিতে হইবে। অন্যথা পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে নানাবিধ দোষ ঘটিবে।

ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য অনুমিতির একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। যথা,—ঘোর মেঘাচ্ছন্ন রজনীর অবসানে জগৎ যখন দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়, তখন সূর্য্যোদয়ের অনুমিতি হইয়া থাকে। এই অনুমিতি ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান বলেও হইতে পারে। এখানে, "সূর্য্যোদয় না হইলে ফর্‌সা হইত না" এই জ্ঞানই অনুমিতির হেতু, এই জ্ঞানের বিষয় পদার্থগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহাতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি পড়িয়াছে। যথা "সূর্য্যোদয় না হইলে"—কথার অর্থ, "সূর্য্যোদয়াভাবের ব্যাপক," (সূর্য্যোদয়াভাব প্রযুক্ত) "ফর্‌সা হইত না"—কথার অর্থ, "ফর্‌সার অভাব" "সূর্য্যোদয়াভাবের ব্যাপক—প্রকাশের

মন্তব্য।

(১৮) এ সকল ব্যাপ্তি লক্ষণের ব্যাখ্যায় সাধারণ দৃষ্টিতেও নানা দোষ পরিলক্ষিত হইবে। তত্ত্ব চিন্তামণি দীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থে এগুলির বিস্তৃত সমালোচনা আছে. এখানে তাহার অবতারণা করিতে গেলে গ্রন্থ অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, অতএব তাহা পরিত্যক্ত হইল। সংস্কৃতাভিজ্ঞ সুধী পাঠক সেই সকল গ্রন্থ দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। অন্বয় ব্যাপ্তির আরও অনেক লক্ষণ আছে সেগুলির আলোচনা করিতে যাইলে এই ব্যাপ্তি বাদই একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়িবে, অতএব ক্ষান্ত রহিলাম। (১৮)

(ফর্সার) অভাব," এই জ্ঞান হইলেই তুল্য বিত্তি বেদ্য ন্যায়ে (তুল্য বিত্তিবেদ্য শব্দের অর্থ—স্বগ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্য, যে সকল কারণ থাকিলে "সূর্য্যোদয়াভাবের ব্যাপক প্রকাশের অভাব" এই জ্ঞান হয়, সেই সকল কারণই "সূর্য্যোদয়াভাবের ব্যাপক—অভাবের প্রতিযোগী প্রকাশ" এই জ্ঞানেরও হেতু) "সূর্য্যোদয়াভাবের ব্যাপক অভাবের প্রতিযোগী প্রকাশ" জ্ঞান হইয়া যাইবে। এই জ্ঞানই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান। "প্রকাশ হইয়াছে (বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্যোদয়াভাবের ব্যাপক অভাবের প্রতিযোগী ফর্সা হইয়াছে) জ্ঞানই" ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান। এই জ্ঞান জন্য (এই জ্ঞানের পরে উৎপন্ন) "সূর্য্যোদয় হইয়াছে" জ্ঞানই অনুমিতি।

মীমাংসক ও বৈদান্তিক প্রভৃতি, অর্থাপত্তি নামে যে একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও ব্যতিরেক ব্যাপ্তির অতিরিক্ত নহে। যথা "এই হৃষ্টপুষ্ট সুস্থকায় শিশুটি দিনের বেলায় আহার করে না" এই জ্ঞানের পরে "অর্থাৎ" "রাত্রিতে আহার করে জ্ঞান হয়।" এস্থলে অনুমানাদি কোন প্রমাণের সামর্থ্য নাই বলিয়া অর্থাপত্তি (অর্থাৎ) নামে একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণের অভিপ্রেত। "ভোজন বিনা হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থত্বের অনুপপত্তি," (যে শিশু দিনের বেলায় আহার করে না, সে অন্য সময়ে আহার না করিলে সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট থাকিতে পারে না) এই জ্ঞানই "অর্থাপত্তি, বলিয়া বৈদান্তিকাদির অভিপ্রেত। এই অর্থাপত্তি জ্ঞান বলেই পূর্ব্বোক্ত শিশুর "রাত্রি ভোজন" জ্ঞান হয়। "হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ-শিশু দিনে আহার করে না, অর্থাৎ রাত্রিতে আহার করে," এইরূপ অনুভব হয় বলিয়াই যে প্রমাণ দ্বারা রাত্রিভোজন জ্ঞান হয়, তাহাকে অর্থাপত্তি বলা হইয়াছে।

নৈয়ায়িকগণ বলেন,—বৈদান্তিক যাহাকে অর্থাপত্তি বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ,—"ভোজন বিনা হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থত্বের অনুপপত্তি" এই কথার অর্থ—"ভোজন না করিলে হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ থাকিতে পারে না" অর্থাৎ ভোজনাভাবের ব্যাপক হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থত্বাভাব, সুতরাং "ভোজনাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হৃষ্টপুষ্ট সুস্থত্ব।" এই জ্ঞানের পরে "এই শিশুটি হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ" এইরূপ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান হয়, ও তৎপরে "শিশু ভোজন করে" এইরূপ জ্ঞান হয়, অতএব

এই জ্ঞানকে অনুমিতি বলা যাইতে পারে। ইহার উপরে প্রশ্ন হইতে পারে যে,—পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে "শিশু ভোজন করে" এইরূপ অনুমিতির সম্ভব থাকিলেও "শিশু রাত্রিতে ভোজন করে" এই জ্ঞান কথিত ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। কারণ,—পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তি জ্ঞানে ভোজনের ব্যতিরেক ব্যাপ্তি পড়িলেও রাত্রিভোজনের পড়ে নাই; যে হেতু—কথিত অনুপপত্তি জ্ঞানে রাত্রি বিষয় হয় নাই। অতএব "শিশুর রাত্রিভোজন" জ্ঞানের জন্য অর্থাপত্তির প্রমাণান্তরত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন,—"যেরূপে সাধ্যের ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়, সেইরূপে সাধ্যের অনুমিতি হয়" ইহা সাধারণ নিয়ম; ইহাতে আরও বিশেষ আছে। যথা,—যে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকের অন্তর্গত কোনও ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের বাধ (পক্ষে অভাব) জ্ঞান থাকে, সেখানে ব্যাপকতানবচ্ছেদকরূপে (হেতুতে যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় নাই সেইরূপে) অনুমিতি হইয়া থাকে। যথা—কোন গৃহে মানুষের আলাপ শুনিলে সেই ঘরে "মানুষ আছে" এইরূপ অনুমিতি হয়, কিন্তু যদি জানা থাকে যে,—এই ঘরে রাজ কর্ম্মচারী ভিন্ন কেহ কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না তবে "এই ঘরে রাজ কর্ম্মচারী আছেন" এইরূপ অনুমিতি হইবে। এস্থলে মানুষের আলাপ রাজ কর্ম্মচারীর ব্যাপ্য না হইলেও রাজ কর্ম্মচারী ভিন্নের বাধ নিশ্চয় থাকায় ব্যাপকতানবচ্ছেদক রাজ কর্ম্মচারিত্বরূপে মানুষের অনুমিতি হইল।

প্রস্তাবিত স্থলে সুস্পষ্ট রাত্রি ভোজনের ব্যাপ্তি জ্ঞান না হইলেও, দিবা ভোজনের অভাব জ্ঞান (বাধজ্ঞান) থাকায়, ভোজনের ব্যাপ্তি জ্ঞান বলেই ব্যাপকতানবচ্ছেদকরূপ "এই শিশুটি রাত্রিতে ভোজন করে" এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। ইতর বাধ সহকারে ব্যাপকতানবচ্ছেদক রূপে (যেরূপে ব্যাপকতা জ্ঞান হইয়াছে তদন্তর্গত কোনও ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের বাধ থাকিলে তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম পুরস্কারে) পক্ষে সাধ্যানুমিতি অনুভব বিরুদ্ধ নহে। এবং যেরূপে সাধ্য ব্যাপকতা জ্ঞান হয় তদন্তর্গত কোনও ধর্ম্মে লাঘব জ্ঞান থাকিলেও, সেই লাঘব জ্ঞানোপনীত ব্যাপকতানবচ্ছেদক রূপে সাধ্যানুমিতি হইয়া থাকে। যথা "কর্তৃজন্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে" এইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান কালে যদি "এক কর্তৃকত্বে লাঘব" (অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন কর্ত্তা স্বীকার করিলেই

চলে এ অবস্থায় অনেক কর্ত্তা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।) এইরূপ লাঘব জ্ঞান থাকে তবে "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক কর্তৃক" (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন কর্ত্তা) এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। অতএব অর্থাপত্তি নামে স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ অনুমিতির জন্যই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞানের অনুমিতি হেতুতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। (১৯)

মন্তব্য।

(১৯) কেহ কেহ বলেন—"হরিদাস কোথাও আছে, গৃহে নাই" স্থলে বিরোধ-জ্ঞান হইলে তাহার পরিহারার্থে "কোথাও আছে" জ্ঞানের গৃহ ভিন্ন বিষয়কত্ব ব্যবস্থাপন আবশ্যক, ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারা সম্ভব পর নহে, অতএব অর্থাপত্তি নামে একটা প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে অর্থাপত্তি দ্বারা "হরিদাস গৃহে নাই" অর্থাৎ "স্থানান্তরে আছে বুঝাইবে।

এই উক্তিও সুসঙ্গত নহে। কারণ,—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কোন বিরোধ নাই; বিরোধ থাকিলে একটি উৎপন্ন হইত না। আর বিরোধ থাকিলেও—"হরিদাস কোথাও আছে" "গৃহে নাই" এই জ্ঞানদ্বয়ের বিষয় ভেদ ব্যবস্থাপন অনুমান দ্বারাই হইবে। যথা—"হরিদাস গৃহে নাই" জ্ঞান কালীন "কোথাও আছে"—জ্ঞান গৃহ ভিন্ন বৃত্তিত্ব অবগাহী; যে হেতু—হরিদাস ধর্ম্মিক গৃহ বৃত্তিত্ব প্রকারক হইলে "হরিদাস গৃহে নাই" এইরূপ বিরুদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। (বস্তুতঃ এরূপ বিরুদ্ধ জ্ঞান হয় না।) অথচ—হরিদাস ধর্ম্মিক বৃত্তিত্ব প্রকারক জ্ঞান। সুতরাং সামান্যরূপে জায়মান (এই "হরিদাস কোথাও আছে" জ্ঞান গৃহ ভিন্ন স্থানকে অবগাহন করিয়াছে। এখানে বহিঃ বৃত্তিত্ব ব্যাপ্য "গৃহ বৃত্তিত্বাভাব সমানাধিকরণ—বৃত্তিত্ব" হরিদাসে আছে এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে গৃহান্যবৃত্তিত্ব সিদ্ধি হইবে।) অতএব অর্থাপত্তি নামক প্রমাণান্তর স্বীকার্য্য নহে।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বক্তব্য বহুতর আছে, গ্রন্থগৌরব ভয়ে এখানে সেগুলির অবতারণা করা গেল না। (১৯)

ইতি অনুমান চিন্তামণির ব্যাপ্তিনিরূপণ নামক

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। ব্যাপ্তি গ্রহের উপায়।

এখন দেখা যাউক—কথিত ব্যাপ্তি জ্ঞান কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে। মীমাংসকেরা ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তি জ্ঞানের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মীমাংসকের এই উক্তি সমীচীন নহে। কারণ,—ভূয়ো দর্শন শব্দের অর্থ— "হেতু ও সাধ্যের সহচারের বহুদর্শন।" সহচার দর্শনগুলি ক্রমিক, সুতরাং তাহাদের সম্মিলন অসম্ভব, আর সম্মিলন না হইলে ভূয়োদর্শন সম্ভাবনীয় নহে।

আর যদি বলা হয় যে,—"যেমন কোন বস্তু একবার প্রত্যক্ষ হইলে সেই প্রত্যক্ষ জন্য সংস্কার (আত্মবৃত্তি গুণ বিশেষ, যাহার ফলে অন্ধকার গৃহে সুপ্ত ব্যক্তির মনেও কলিকাতার সুরম্য হর্ম্ম্যাবলি ভাসমান হয়) সহকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যভিজ্ঞা (শ্রীহট্টে যে লোকটিকে দেখিয়া ছিলাম সেইটি—এই—"এইরূপ জ্ঞান") জন্মে, তজ্জনিত সংস্কার সহকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাহারই নাম ভূয়োদর্শন, (পুনঃ পুনঃ দর্শন, এক বস্তুর বার বার দর্শন) এবম্বিধভূয়োদর্শন জনিত সংস্কার সহকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়।" তাহা হইলেও চলিবে না। কারণ,—সমান বিষয়ক (যে সকল পদার্থের জ্ঞান হইয়াছে, মাত্র সেই সকল পদার্থ বিষয়ক) সংস্কার দ্বারা স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, অর্থাৎ যে সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাদেরই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্তি জ্ঞানে সহচার জ্ঞানের অবিষয় অনেক পদার্থের জ্ঞান হয়, সহচারের ভূয়োদর্শন দ্বারা বা তজ্জন্য সংস্কার দ্বারা তাহা সম্ভাবনীয় নহে। কারণ,—সে সকল পদার্থকে সহচার জ্ঞান বিষয় বা আকর্ষণ করে নাই। এবং ভূয়োদর্শন--পদের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে,—তাহা দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি জ্ঞান হওয়া সম্ভব পর নহে; যথা,—ভূয়োদর্শন পদের, "অনেক স্থানে দর্শন" "অনেক স্থানে অনেকের অনেক দর্শন" অথবা "অনেক দর্শন" এই তিনটি—অর্থ করা যাইতে পারে। প্রথম অর্থে-অধিকরণ ও দর্শনের অনেকত্ব বুঝাইতেছে; এই অর্থ গ্রহণ করিলে, হরিদাসের আলাপ শুনিয়া তাহার আগমনের অনুমিতির হেতু ব্যাপ্তি জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কারণ,—এখানে অধিকরণে অনেকত্ব নাই। দ্বিতীয় অর্থে—

সাধ্য, সাধন, ও দর্শন এই তিনটী পদার্থের অনেকত্ব বুঝাইয়াছে, এই অর্থ গ্রহণ করিলে পৃথিবীত্ব ও দ্রব্যত্বের ব্যাপ্তিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কারণ,—সেখানে সাধ্য ও সাধনের অনেকত্ব নাই। তৃতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে, যেখানে দুইটি জিনিসের (গো ও মহিষের) বারবার (ধারা বাহিক) সহচার জ্ঞান হইয়াছে তাহাদেরও ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ ভুয়োদর্শন পদ তিন বার, চারি বার, পাচ বার কি ততোধিক—সহচার জ্ঞানকে বুঝাইবে, তাহা অনুগতরূপে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, সুতরাং ভুয়োদর্শনকে ব্যাপ্তি জ্ঞানের হেতু বলা অসম্ভব।

অপিচ সহস্র সহস্র স্থলে সাধ্য ও হেতুর সহচার সত্ত্বেও পৃথিবীত্ব হেতুতে লৌহ লেখ্যত্ব সাধ্যের (লৌহদ্বারা কর্ত্তনের যোগ্যত্বের) ব্যাপ্তি থাকে না। কারণ,—হীরক লৌহ দ্বারা কাটা যায় না, তাহাতে পৃথিবীত্ব আছে, কিন্তু লৌহ লেখ্যত্ব নাই। সুতরাং ভুয়োদর্শনকে ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু বলা যায় না।

অতএব বলিতে হইবে ব্যভিচারজ্ঞানের অভাব সহকৃত সহচার জ্ঞানই ব্যাপ্তি জ্ঞানের কারণ। ব্যভিচারের (হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের) সংশয় থাকিলেও ব্যাপ্তি জ্ঞান হইবে না, এজন্যই ,'ব্যভিচার নিশ্চয়ের অভাব সহচরিত" না বলিয়া ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব সহচরিত সহচার জ্ঞান বলা হইয়াছে। ব্যভিচার শঙ্কা স্থল বিশেষে উপাধির সংশয় বলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ,–উপাধি সাধ্যের ব্যাপক পদার্থ, যেখানে ব্যাপকের অভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের সংশয় হয়, সেখানে ব্যাপ্যের অভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের সংশয় অবশ্যম্ভাবী। আর কোথাও বা বিশেষদর্শনের অসহকৃত সাধারণ ধর্ম্মদর্শন দ্বারা ব্যভিচার সংশয় হয়। যথা—দূরস্থ নিষ্পন্দ সুপ্ত ভুজঙ্গ দর্শন করিয়া রজ্জু সন্দেহ হইয়া থাকে। তাহাতে রজ্জুর অনতিস্থূল দীর্ঘত্ব প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্ম আছে (যাহা সর্প ও রজ্জু উভয়ে আছে, তাহাই সাধারণ ধর্ম্ম) কিন্তু সর্পেরচাকৃচক্য, বা বক্রগতি (অসাধারণ ধর্ম্ম যাহা রজ্জুতে নাই) প্রত্যক্ষ হইলে আর রজ্জু সংশয় থাকিবে না। এজন্যই বিশেষ দর্শনাসহ কৃত সাধারণ ধর্ম্ম দর্শনকে সংশয়ের কারণ বলা হইয়াছে।

তর্ক।

এখন দেখা যাউক—কথিত ব্যভিচার সন্দেহের অপনোদন কিরূপে হইতে পারে। ব্যভিচার সন্দেহ থাকিলে কোথাও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না বলিয়াই ইহা

বিবেচ্য হইয়া পড়িয়াছে। কথিত ব্যভিচার সংশয় স্থলবিশেষে বিপক্ষবাধক তর্ক দ্বারা দূরীভূত হইবে; আর স্থলবিশেষে সংশয়ের কারণ সম্বলনাভাব নিবন্ধন সংশয়ের উৎপত্তিই হইবে না। সংশয়ের কারণ কিরূপে তাহা পরে বলা যাইবে, এখন দেখা যাউক—তর্ক দ্বারা কিরূপে সংশয় নিবৃত্তি করা যাইতে পারে। ধূম অগ্নির ব্যাপ্য, ধূম দর্শনে সকলেই অগ্নির অনুমিতি করিয়া থাকেন। যদি ধূম অগ্নির ব্যভিচারী কি না? এইরূপ—সংশয় হয়; তাহা হইলে ধূমে অগ্নির ব্যাপ্তিধী হইবে না। সুতরাং অনুমিতি হওয়া অসম্ভব। অতএব এই ব্যভিচার জ্ঞানকে তর্ক দ্বারা নিরস্ত করিতে হইবে। এখানে তর্ক হইবে "ধূম যদি অগ্নির ব্যভিচারী হইত, তবে অগ্নিজন্য হইত না" (যেহেতু ধূম অগ্নিজন্য অতএব অগ্নির ব্যভিচারী নহে) এই তর্ক দ্বারা ধূমে অগ্নির ব্যভিচার শঙ্কা-নিরাকৃত হইবে। এখানে একটা মহান্ পূর্ব্ব পক্ষ এই যে,—যে তর্ক দ্বারা ব্যভিচার বুদ্ধির নিবৃত্তি করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান সাধন করিবে, সেই তর্কের প্রতিও ব্যাপ্তি জ্ঞানই কারণ। তাহা হইলে তর্কের কারণীভূত যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহার প্রতিকূলে যে ব্যভিচার জ্ঞান উদিত হইবে তাহার নিবৃত্তি করিবে কে? এই প্রশ্নের উত্তরের পূর্ব্বে -তর্ক কিরূপে ব্যভিচার জ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারে, ও ব্যাপ্তি জ্ঞান কিরূপে তর্কের মূলীভূত? তাহাই দেখান যাইতেছে। যথা— আপত্তির নাম তর্ক, যাহার আপত্তি করা যায় তাহাকে আপাদ্য বলে, আর যাহা দ্বারা আপত্তি করা যায়, তাহার নাম আপাদক। যেমন অনুমিতির প্রতি সাধ্য ব্যাপ্য হেতুমত্তা নিশ্চয় কারণ, সেইরূপ আপত্তির প্রতি আপাদ্য ব্যাপ্য আপাদকবত্তা নিশ্চয় কারণ। আপত্তি ও অনুমিতির পার্থক্য এইমাত্র যে,—পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকিলে অনুমিতি হয় না, কিন্তু পক্ষে আপাদ্যাভাব নিশ্চয় উভয়বাদি সিদ্ধ না হইলে আপত্তি হয় না। ফল কথা,—বাধ নিশ্চয় অনুমিতির প্রতিকূল, আর আপত্তির অনুকূল। এখন দেখা যাউক কিরূপে আপত্তি হয়; পূর্ব্বোক্ত আপত্তির—আপাদ্য—বহ্নিজন্যত্বাভাব, আপাদক—বহ্নিব্যভিচারিত্ব, আর ধূম-পক্ষ। ধূমেবহ্নিজন্যত্ব (বাধনিশ্চয়) উভয়বাদি সিদ্ধ, এবং বহ্নি ব্যভি-চারিত্বে বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যাপ্তিও উভয়বাদি সিদ্ধ, কারণ,—যে পদার্থ যাহার ব্যভিচারী হয়, সেই পদার্থে তাহার জন্যত্ব থাকে না। এস্থলে—"বহ্নিজন্যত্বাভাব ব্যাপ্য-বহ্নিব্যভিচারিত্ব" এইরূপ আপাদক ধার্ম্মিক আপাদ্য ব্যাপ্তি জ্ঞানই

পূর্ব্বোক্ত আপত্তির করণ; আর বহ্নিজন্যত্বাভাব ব্যাপ্য-বহ্নিব্যভি-চারিত্ববান্ ধূম" এই আপাদ্য ব্যাপ্য আপাদকবত্তা নিশ্চয় করণের ব্যাপার, "বহ্নিজন্যত্ববান্ ধূম" এই উভয়বাদি সিদ্ধ বাধ নিশ্চয় সহকারি কারণ, এই সহকারীর সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিও পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান বলে, "ধূম বহ্নিজন্যত্বা-ভাববান্ হউক" এইরূপ আপত্তি হইয়া থাকে। এখানে বাদী বলিতে ছিলেন —"ধূমবহ্নির ব্যভিচারী নহে" আর প্রতিবাদী বলিতে ছিলেন—"ধূম বহ্নির ব্যভিচারী" তদুত্তরে বাদী বলিতেছেন—"ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হইত, তবে বহ্নিজন্য হইত না।" কারণ,—বহ্নিব্যভিচারিত্ব বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যাপ্য, ব্যাপ্য যেখানে থাকে সেখানে ব্যাপকের সত্তা অবশ্যম্ভাবী। এই আপত্তির নামই তর্ক। এই কথার উপরে প্রতিবাদী বলিতে পারিবেন না—"ধূম বহ্নি জন্য নহে" কারণ, ধূমে বহ্নিজন্যত্ব তাহার অনুমোদিত।

এখন ফলে দাড়াইল,—প্রতিবাদী যখন ধূমেবহ্নিজন্যত্বাভাবের অভাব— বহ্নি জন্যত্ব "আছে" বলিয়া স্বীকার করেন, তখন ঐ বহ্নি জন্যত্বাভাবের ব্যাপ্য বহ্নি ব্যভিচারিত্বের অভাবও যে ধূমে আছে, ইহা তাহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ,—যেখানে ব্যাপকের অভাব থাকে, সেখানে ব্যাপ্যের অভাব অবশ্যই আছে। সুতরাং ব্যভিচার আশঙ্কার অবকাশ রহিল না। অন্যান্য স্থলেও এই নিয়মেই তর্কদ্বারা ব্যভিচার শঙ্কার নিরাস হইবে। তর্কের মূল যে ব্যাপ্তি জ্ঞান ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখন পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের (তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিরোধি-ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি কিরূপে হইবে, ইহার) উত্তর করা যাইতেছে। তর্কের মূলীভূত যে—ব্যাপ্তি জ্ঞান, তাহার বিরোধি শঙ্কার অপনোদন কল্পে তর্কান্তরের অবতারণা করিতে হইবে। এই নিয়মে যত সময় পর্য্যন্ত তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতিকূল ব্যভিচার সংশয় হইবে, তত সময় পর্য্যন্ত তর্কের অনুসরণ করিতে হইবে। আর যখন ব্যাঘাত দ্বারা (তর্কাভাবাতিরিক্ত কারণা ভাব নিবন্ধন) শঙ্কার উদয় হইবেনা তখন তর্ক বিনাই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে।

পূর্ব্বোক্ত তর্কের মূলীভূত,—"বহ্নিব্যভিচারিত্ব বহ্নি জন্যত্বাভাব ব্যাপ্য" এই ব্যাপ্তি জ্ঞান; ইহার বিরোধি—ব্যভিচার জ্ঞান,—(সংশয়) "বহ্নি ব্যভিচারিত্ব বহ্নিজন্যত্বাভাবের ব্যভিচারি কিনা ? এইরূপ—সংশয়; এখানে এই সংশয় হইবে না। কারণ,—যে পদার্থ যাহার ব্যভিচারী হয়, সে তাহার জন্য নহে, ইহা সর্ব্ব

বাদি সম্মত, সুতরাং বহ্নি ব্যাভিচারিত্ব যেখানে আছে সেখানে বহ্নিজন্যত্বাভাবের সত্তা অবশ্যম্ভাবী” ইহাও সর্ব্ব সম্মত। ইহা অস্বীকার্য্য হইলে প্রতিবাদী ধূমা ভিলাষে আগুণ জ্বালিতেন না। কারণ,—যে বস্তুর সমবধানে যাহার উৎপত্তি হয় ও অসমবধানে হয় না, সেই বস্তুই তাহার জন্য। বহ্নি ব্যভিচারিত্ব যাহাতে আছে (বহ্নির অসমবধানে ও যে বস্তু উৎপন্ন হয়) সেই বস্তুতে বহ্নিজন্যত্বাভাবের অভাব—বহ্নিজন্যত্ব থাকিলে কথিত নিয়মের ব্যাঘাত ঘটে। এবং এইরূপ নিয়ম না থাকিলে (“যে বস্তুর সমবধানে যাহার উৎপত্তি হয়, ও অসমবধানে হয় না, সেই বস্তু তাহার জন্য’ এইরূপ নিয়ম না থাকিলে) ক্ষুধা নিবৃত্তি উদ্দেশ্যে ভোজনে ও অন্যকে বুঝাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগে প্রবৃত্তি হইত না। কথিত তর্কের মূলীভুত ব্যাপ্তি জ্ঞানের পরি পন্থী আরও একটা জ্ঞান হইতে পারে। যথা, বলা হইয়াছে—“ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হইত, তবে বহ্নিজন্য হইত না” এই তর্কের প্রতি “ধূম বহ্নিজন্য” এই বাধজ্ঞান কারণ। এস্থলে প্রতিবাদী বাধ জ্ঞান বিষয়ে শঙ্কা করিতে পারেন, (“ধূম বহ্নিজন্য নহে”—এরূপ বলিতে পারেন) অথবা “ধূম বহ্নি জন্য নহে” এই আপ-ত্তিকে ইষ্টাপত্তি করিতে পারেন, ধূমে বহ্নি জন্যত্বাভাব স্বীকার করিলে বাধ নিশ্চয়ের সম্ভব না থাকায় পূর্ব্বোক্ত তর্কের অবতারণা হইবে না, ও ব্যাপকাভাব (বহ্নি জন্যত্বাভাবের অভাব) নিবন্ধন ব্যাপ্যাভাবের (বহ্নি ব্যভিচারিত্বাভাবের) সিদ্ধি হইবে না। অতএব অন্য একটা তর্ক দ্বারা কথিত বাধ বিষয়ক শঙ্কার অপনোদন করিতে হইবে, তাহা হইলে আর ইষ্টাপত্তির সম্ভবও থাকিবে না। এখন তাহাই দেখান যাইতেছে,—যথা,—“বহ্নির অসমবধানে যে-ধূমের উৎপত্তি হয় না, তাহা যদি বহ্নি জন্য না হয়, তবে উৎপত্তিশীল হইতে পারে না।” যাবতীয় জন্য পদার্থকে আপাততঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা বহ্নির অসমবধানজন্য, ও বহ্নির সমবধান জন্য, (জন্য পদার্থ হয়ত বহ্নির অসমব-ধান জন্য হইবে, না হয় বহ্নির সমবধান জন্য হইবে, ইহা ছাড়া জন্যের সম্ভবনাই) বহ্নির অসমবধানে (বহ্নি না থাকিলে) যে ধূমের উৎপত্তি হয় না,—ইহা প্রতিবাদীর ও স্বীকার্য্য বটে, এঅবস্থায় যদি প্রতিবাদী ধূমকে বহ্নি সমবধান জন্য (বহ্নিজন্য) বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে ধূম উৎপত্তিশীল হইতে পারে না। এই তর্ক দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শঙ্কারও ইষ্টাপত্তির নিরাস করিতে হইবে।

এই তর্কের প্রতিকূলে—"বহ্নি না থাকিলেই ধূম হয়," "স্থল বিশেষে বহ্নি না থাকিলে ও ধূম হয়" অথবা "বিনা কারণে ধূমের উৎপত্তি হয়" এই তিন প্রকার শঙ্কা হইতে পারিত। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ,—শঙ্কা কর্ত্তৃপুরুষের যে অন্বয় ব্যতিরেক অনুবিধায়ি-জ্ঞান ("বহ্নি থাকিলে ধূমের উৎপত্তি হয়, ও বহ্নি না থাকিলে ধূমের উৎপত্তি হয় না" এইরূপ জ্ঞান) আছে, সেই জ্ঞানই পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা ত্রয়ের যে কোন একটিকে ও উৎপন্ন হইতে দিবে না। এইরূপে শঙ্কার উৎপত্তি হইতে না দেওয়ার নামই শঙ্কার ব্যাঘাত। প্রতিবাদী গৃহীত-অন্বয় ব্যতিরেকি-হেতু থাকিলে ও যদি ("যে বস্তু থাকিলে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় ও না থাকিলে হয় না, সেই বস্তু আছে" এই রূপ জ্ঞান প্রতিবাদীর থাকিলেও যদি) কার্য্যোৎপত্তির আশঙ্কা (পূর্ব্বোক্ত শঙ্কাত্রয়ের যে কোন শঙ্কা) করেন, তবে ধূম প্রয়োজনে প্রেরিত হইয়া নিয়মিত রূপে আগুণ জ্বালিবার চেষ্টা করেন কেন? এবং তৃপ্তির বা ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহার করিতে চান কেন? অপিচ অন্যকে বুঝাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করা ও তাহার পক্ষে সমীচীন হয় না। কারণ,—পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা রাশিতে "আগুণ ছাড়াও ধূম উৎপন্ন হয়" "আগুণ ধূমের কারণ নহে" "ধূম উৎপন্নই হয় না" "ভোজন তৃপ্তি, বা ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণ নহে" "ভোজন না করিলেও সকলেরই তৃপ্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়" এবং তৃপ্তি উৎপত্তিশীল পদার্থ নহে, ইত্যাদি বিষয় শঙ্কা কর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে,—"যে অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান বলে প্রতিবাদী ধূমাকাঙ্ক্ষায় বহ্নির উদ্যোগ করেন," "ক্ষুন্নিবৃত্তি কামনায় আহার করেন," ও অন্যকে বুঝাইবার জন্য কথা বলেন, সেই অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞানই পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা রাশির পরিপন্থী। যেখানে কার্য্যোৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, সেখানে নিয়মিতরূপে লোক প্রবর্ত্তিত হয় না, (পরীক্ষা করিবার জন্য স্থল বিশেষে প্রবর্ত্তিত হয়) সুতরাং যেখানে নিয়মিত রূপে লোক কার্য্যে ব্রতী হয়, সেখানে কার্য্যোৎপত্তির আশঙ্কা নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষজ্ঞেরাও বলিয়াছেন যে,—যে বিষয়ের আশঙ্কা করিলে নিজ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না, সেই বিষয়েই আশঙ্কা হয়। ইহা কখনও সম্ভব পর নহে যে, কেহ স্বয়ং ক্ষুন্নিবৃত্তি কামনায় আহার করে, অথচ "আহার করা ক্ষুন্নিবৃত্তির

কারণ নহে” এরূপ আশঙ্কা করে। কার্য্যতঃ যাহা প্রতিপন্ন হয় না, এরূপ কাহারও মুখের কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে,—নূতন কোন কার্য্যে ব্রতী হইতে গেলে যে সকল কারণ কলাপের সম্বলন করা হয়। তাহা দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে কি না—সে বিষয়ে আশঙ্কা থাকে। এবং এমন বহু কার্য্য আছে অতি সাবধানে যাহার নিখিল কারণ সম্বলন করিয়া ব্রতী হইলেও কার্য্য সিদ্ধি হয় না। সুতরাং সংগৃহীত কারণ সমষ্টি কার্য্যোৎপত্তির উপধায়ক (অবশ্য সম্পাদক) কি না? এরূপ শঙ্কা সত্বেও লোক কার্য্য ব্রতী হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তর এই যে—অভিলষিত অভিনব কর্ম্ম স্থলে কার্য্য হয় কি, না, পরীক্ষা করিবার জন্যই ব্রতী হওয়া যায়। যেখানে নিয়তভাবে উপস্থিত হইলে ও কার্য্য সিদ্ধি হয় না; সেখানে পরে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে,—যে সকল কারণ নিয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়া গিয়াছিল, তাহা ভিন্ন এই কার্য্যের আরও কারণ আছে, যাহার সম্বলন না করায় কার্য্য নিষ্পত্তি হয় নাই। প্রত্যেক কার্য্যেরই বহুতর কারণ আছে, তাহার যে কোন একটির অভাব থাকিলেই ফলোৎপত্তি হইবে না, কিন্তু—এই ফলোৎপত্তির অভাব কারণান্তরের উচ্ছেদ সাধক নহে। (কালীর অভাব থাকিলে লিখা হয় না বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা লিখার প্রতি লেখনীর যে কারণতা আছে, তাহার উচ্ছেদ হয় না, তাহা হইলে কালী সত্বে লেখনী না থাকিলে ও লিখা হইত) স্থল বিশেষে কৢপ্ত-কারণ কলাপ সত্বেও অবান্তর গুরুতর প্রতিবন্ধক (নষ্ট নয়নের প্রতি কাল-সর্পাদি—প্রতিবন্ধক) প্রযুক্ত কার্য্য সিদ্ধি হয় না। বলা বাহুল্য—এই প্রতি-বন্ধকের অভাবও কারণের অন্তর্গত।

কোন কোন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কারণ দ্বারাও এক জাতীয় কার্য্য হয়। যথা স্বেদ হইতে মশকাদির উৎপত্তি হয়, অথচ মশক হইতেও হয়। এবং কাষ্ঠ-দ্বয়ের ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি হয়, অথচ রবি কিরণ সমবহিত প্রস্তর দ্বারাও হয়। এই সকল কার্য্যের অনেক স্থলেই কার্য্যগত অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে (মণি প্রভব বহ্নিদ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষ-ফল প্রসূ হয়, কিন্তু অন্য প্রকার অগ্নি দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে হয় না।) যদি স্থল বিশেষে পার্থক্য না থাকে, তবে অন্যতমত্ব বা অন্যতমত্বরূপে কারণ কল্পনা করিলেই ব্যভিচার দোষ ঘটিবে না।

অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,—যেখানে শঙ্কা থাকে, সেখানে নিয়ত ভাবে কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায় না; সুতরাং ধূম প্রয়োজনে যিনি বহ্নি প্রজ্বালনের উদ্‌যোগ করেন ধূমে তাহার বহ্নিজন্যত্বের আশঙ্কা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। (২১)

মন্তব্য।

(২১) উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন "শঙ্কাচেদনুমাস্ত্যেব নচেচ্ছঙ্কাততস্তরাং। ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃশঙ্কাবধির্ম্মতঃ"॥ অস্যার্থঃ—"ধূম অগ্নির ব্যভিচারী" এইরূপ আশঙ্কা করিতে গেলেই অনুমিতি স্বীকার করা হইয়া পড়িতেছে। কারণ, অবিচ্ছিন্ন মূল যে ধূম প্রত্যক্ষ হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে অগ্নির অব্যভিচারও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং তাহাতে ব্যভিচার আশঙ্কার অবসর নাই। ব্যভিচার শঙ্কা হইতে পারে কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয় ধূমে, কিন্তু সেই ধূমকে অনুমিতি ছাড়া জানিবার উপায়ান্তর নাই। সুতরাং ব্যভিচার শঙ্কা স্বীকার করিতে গেলেই অনুমিতি স্বীকার করা হইয়া পড়িল। আর যদি ব্যভিচার শঙ্কা না থাকে, তবে—সুতরাংই ব্যভিচার গ্রহাভাব বিশিষ্ট সহচার জ্ঞান বলে ব্যাপ্তি জ্ঞান হইবে, এবং তাহা দ্বারা অনুমিতি হইয়া যাইবে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,এই নিয়মে অনুমিতি হয় হউক, কিন্তু ধূমে যে বহ্নিরব্যভিচার শঙ্কা আছে তাহার নিবৃত্তি করিবে কে? তদুত্তরে বলিতেছেন "তর্কঃশঙ্কাবধির্ম্মতঃ" তর্কই শঙ্কার নিবর্ত্তক। ইহার উপরেও প্রশ্ন হইতে পারে যে—তর্কের মূলীভূত যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাহার প্রতিকূল শঙ্কার নিবৃত্তি হইবে কিসে? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন "ব্যাঘাতাবধিরা শঙ্কা" অস্যার্থঃ—তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিরোধী যে শঙ্কা পরম্পরা ব্যাঘাত (প্রতিবাদীর ধূমলাভেচ্ছায় অগ্নি উপাদানের ও ক্ষুন্নিবৃত্তি কামনায় ভোজনে ব্রতী হওয়ার মূলীভূত অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান) দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ সাধন হইবে। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান হইলে আর শঙ্কার উদয় হইবে না।

খণ্ডন খণ্ডখাদ্যকার শ্রীহর্ষ উদয়নাচার্য্য কৃত কারিকাস্থ ব্যাঘাত পদের "শঙ্কাকর্ত্তৃ-পুরুষের ক্রিয়ায় শঙ্কার বিরোধ" অর্থ কল্পনা ক্রমে কারিকা দ্বারাই উদয়নাচার্য্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীহর্ষের কারিকা যথা—"ব্যাঘাতো

মন্তব্য।

যদি শঙ্কাস্তি নচেচ্ছঙ্কাতত্তরাং। ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ॥'। অস্যার্থঃ—শঙ্কা থাকিলেই, অর্থাৎ যে কোন স্থানে শঙ্কা প্রসিদ্ধ হইলেই, শঙ্কা কর্ত্তৃপুরুষের ক্রিয়ায় শঙ্কার বিরোধ-রূপ-ব্যাঘাতের সম্ভব হয়, (শঙ্কা অপ্রসিদ্ধ হইলে কাহার বিরোধ থাকিবে, অপ্রসিদ্ধের বিরোধেরও সম্ভব নাই) আর যদি ব্যাঘাত না থাকে, তবে শঙ্কার পরিপন্থী ব্যাঘাত না থাকায় সুতরাংই শঙ্কা থাকিয়া যাইবে। অতএব ব্যাঘাত দ্বারা শঙ্কার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? আর তাহা না হইলে তর্কই বা কিরূপে শঙ্কার নিবর্ত্তক হইবে? শ্রীহর্ষের তাৎপর্য্য এই যে—ব্যাঘাত শব্দের অর্থ—শঙ্কার বিরোধ, সুতরাং ব্যাঘাত রাখিতে গেলেই শঙ্কা রাখিতে হইবে। কারণ, অপ্রসিদ্ধের বিরোধ অসম্ভব। আর ব্যাঘাত না থাকিলে তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতিকূল ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্ত্তক না থাকায় তর্কেরই অবতারণা হইবে না, এঅবস্থায় তর্ক কিরূপে শঙ্কা নিবর্ত্তক হইতে পারে।

তত্ত্ব চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় ব্যাঘাত পদের পূর্ব্বোক্ত যথার্থ অর্থ করিয়া শ্রীহর্ষের স্বকপোল কল্পিত অর্থ নিবন্ধন উদয়নাচার্য্যের কারিকার দোষ পরিহার করিয়াছেন। চিন্তামণিকার বলিয়াছেন—ব্যাঘাত শব্দের অর্থ শঙ্কার বিরোধ নহে, "শঙ্কা কর্ত্তৃপুরুষের পূর্ব্বোক্ত অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান," এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর শঙ্কার অবসর থাকে না,—ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ ব্যাঘাত পদের শ্রীহর্ষ কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, যেমন দূরস্থ শৃঙ্গপুচ্ছাদি বিশিষ্ট জন্তু দেখিয়া "এইটি—গো, কি মহিষ" এইরূপ—সন্দেহ হয়, পরে বিশেষ দর্শন (গল কম্বল দর্শন) বলে "এইটি গো" এইরূপ—নিশ্চয় হইয়া যায়। তখন আর শঙ্কার সম্ভব থাকে না। এখানের বিশেষ দর্শন (গল কম্বল দর্শন) কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয় শঙ্কার বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও শঙ্কা কর্ত্তার ভোজন, কথা বলা, অগ্নি প্রজ্বালন প্রভৃতি ক্রিয়ায় যে শঙ্কার (ভোজন ক্ষুন্নিবারক কি না? ইত্যাদি শঙ্কার) বিরোধ আছে, তাহাও কালান্তরীয় বা পুরুষান্তরীয় তাদৃশ শঙ্কার বিরোধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি

কিরূপে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়, ও ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি হয়, তাহা বলা হইল। এখন দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত ভূয়োদর্শনের ব্যাপ্তি গ্রহ হেতুতা প্রবাদের বীজ কি?

অগ্নি ও ধূমের অন্বয় সহচার নিশ্চয় না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত তর্কের অবতারণা হয় না। একটি মাত্র ধূমে বহ্নির অন্বয় সহচার নিশ্চয় থাকিলে "এই ধূমই অগ্নি জন্য অন্য ধূম নহে" এবং দুইটি বা তিনটি মাত্র ধূম অগ্নি জন্য অন্যান্য ধূম নহে • ইত্যাদি শঙ্কা হইতে পারে। অতএবই পূর্ব্বোক্ত তর্কের প্রতি ভূয়োদর্শনের (বহুস্থলে সাধ্য ও হেতুর সামানাধিকরণ্য জ্ঞানের) হেতুতা স্বীকার করা হইয়াছে। "এই ভূয়োদর্শন সংস্কারদ্বারা (স্বজন্য সংস্কারকে ব্যাপার করিয়া) ব্যাপ্তি জ্ঞানের (নিশ্চয়ের) হেতু হয়" একথা স্বীকার করিলে, ভূয়োদর্শন জন্য সংস্কারও একটা প্রমাণান্তর হইয়া পড়ে। যে অসাধারণ—কারণ মনকে সহকারী করিয়া বাহ্য বস্তুর যথার্থ জ্ঞান জন্মায় তাহার নাম প্রমাণান্তর। (বাহ্য প্রমাণ; ইহা পরে বিশেষভাবে বলা যাইবে।) কিন্তু তর্কের প্রতি সংস্কার দ্বারা ভূয়োদর্শন হেতু হইলেও প্রমাণান্তরতাপত্তি হইবে না। কারণ, তর্ক প্রমা নহে, (যথার্থ জ্ঞান নহে) যথার্থ জ্ঞানের করণই প্রমাণ পদ বাচ্য। তর্ক আহার্য্য জ্ঞান। যে জ্ঞান সংশয় নহে, কিন্তু একত্র পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি পদার্থকে অবগাহন করিয়াছে, তাহার নাম আহার্য্য জ্ঞান। প্রতিবন্ধক জ্ঞান কালীন প্রতিবধ্যজ্ঞানকেও আহার্য্য বলা যায়। ইচ্ছা ঘটিত সামগ্রী থাকিলে প্রতিবন্ধক জ্ঞান সত্ত্বেও প্রতিবধ্য জ্ঞান হয়। "ধূমবহ্নি জন্য" এইরূপ বাধ নিশ্চয় সত্ত্বে যে-তর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অংশীভূত "ধূমবহ্নি জন্য না হউক" (ধূম বহ্নিজন্য নহে) জ্ঞান, প্রতিবন্ধক জ্ঞান কালীন প্রতিবধ্য-জ্ঞান, সুতরাং আহার্য্য হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ হয় নাই অতএব তর্ক প্রমাণ নহে। কাজেই ভূয়োদর্শনজাত সংস্কার

মন্তব্য।

কামনায় ভোজন করেন, তাহার "ভোজন ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণ কি না?" এরূপ শঙ্কা থাকা সম্ভবপর নহে। অপিচ বিরোধ শব্দ যে, তৎকালীন তত্রত্য পদার্থের (শঙ্কার) বিরোধ বুঝাইবে, এমন কোন নিয়ম ও নাই। অতএব স্বকপোল কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়াও উদয়নাচার্য্যকে "তর্কঃ শঙ্কাবধিঃকুতঃ" বলা সমীচীন হয় নাই। (২১)

না স্মরণ তর্কের কারণ হইলেও প্রমাণ পদ বাচ্য নহে।

কিরূপে ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি হয় তাহা বলা হইল। এই ব্যভিচার শঙ্কা ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষের প্রতিই প্রতিকূল, ব্যাপ্তির শাব্দ-বোধের বা অনুমিতির প্রতি নহে। কারণ,—এই ঘরে জল আছে কি না, সংশয় থাকিলেও "এই ঘরে জল আছে" এইরূপ-বিশ্বস্ত-লোকের-বাক্য শুনিলে গৃহে জলবত্তা নিশ্চয় হয়। এবং ঘরে আগুণ আছে কিনা সন্দেহ সত্ত্বেও ধূমাদি-ব্যাপ্য দর্শন বলে আগুণের অনুমিতি হইয়া থাকে। অতএব ধূমে অগ্নির ব্যভিচার শঙ্কা থাকিলেও "ধূম অগ্নির অব্যভিচারী বা ব্যাপ্য" এইরূপ-প্রামাণিক-ব্যক্তির-কথা শুনিলে, অথবা "বহ্নির অব্যভিচারিত্ব ব্যাপ্য—বহ্নিজন্যত্ববান্ ধূম" এইরূপ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান হইলে ধূমে বহ্নির অব্যভিচারিত্বের শাব্দবোধ অথবা অনুমিতি হইবে। সুতরাং হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়, এবং আপাদকে আপাদ্যের ব্যভিচার সংশয় থাকিলেও বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ,—ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ না হইলেও শাব্দবোধ অথবা অনুমিতি হইতে পারিবে।

এখানে আরও একটা কথা বিবেচ্য এই যে,—ব্যভিচারি—হেতুতে ব্যভিচার জ্ঞান সত্ত্বেও যদি ব্যভিচার জ্ঞানের অভাবের জ্ঞান থাকে, (ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব জ্ঞানের প্রতি ব্যভিচার জ্ঞানের নিশ্চয় প্রতিবন্ধক, ব্যভিচার জ্ঞান নহে, কিংবা অনুকূলতর্ক না থাকিলে, ও "অনুকূল তর্ক আছে" এরূপ জ্ঞান থাকে, তথাপি ব্যাপ্তি জ্ঞান হইবে না। কারণ,—ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব ও তর্ক স্বরূপ সৎ-কারণ, (জ্ঞায়মান না হইয়া কারণ) অর্থাৎ ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব ও তর্ক থাকিলে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়, কিন্তু ইহাদের জ্ঞান মাত্র থাকিলে হয় না।

এস্থলে এই মাত্র বিশেষ যে, কথিত তর্ক যথার্থ (আপাদ্যাভাবাধিকরণে আপাদ্যাভাবনিশ্চয়কালে আপাদ্যব্যাপ্য আপাদক বত্ত্ব নিশ্চয় জন্য) হইলে ব্যাপ্তি জ্ঞান যথার্থ হইবে; আর অযথার্থ হইলে ব্যাপ্তি জ্ঞানও অযথার্থ হইবে। তর্ক যথার্থ, কি—অযথার্থ, তাহা অন্য তর্ক দ্বারা অথবা হেত্বাভাস দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে, তর্ক অযথার্থ হইলে হেত্বাভাস অবশ্যই থাকিবে। যেমন বিষয় দর্শনের সত্যত্ব ও অসত্যত্ব দ্বারা প্রত্যক্ষের সত্যত্ব ও অসত্যত্ব, অর্থাৎ দূরে শৃঙ্গ পুচ্ছাদি বিশিষ্ট জন্তু দেখিয়া "এইটি—গো, কি মহিষ" এরূপ সন্দেহ হয়, পরে শৃঙ্গের অতি

দীর্ঘত্ব-রূপ বিশেষ দর্শন (যাহা গরুর শৃঙ্গে নাই তাহার নাম বিশেষ ধর্ম্ম, তাহার দর্শন) বলে "এইটি মহিষ" এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়, এই বিশেষ দর্শন যদি সত্য হয়, অর্থাৎ শৃঙ্গ যদি বাস্তবিকই দীর্ঘ হয়, এবং তাহা দেখিয়া যদি শৃঙ্গে দীর্ঘত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে তজ্জনিত মহিষ প্রত্যক্ষও সত্য হইবে, আর যদি বিশেষ দর্শন মিথ্যা হয় (অনতি দীর্ঘ শৃঙ্গে অতি দীর্ঘত্বের ভ্রম হইয়া থাকে) তবে তজ্জনিত প্রত্যক্ষও অসত্য হইবে। সেইরূপ তর্কের যথার্থত্ব ও অযথার্থত্ব দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞানের যাথার্থ্য এবং অযাথার্থ্যও দূষণীয় নহে।

কেহ কেহ বলেন যেখানে তর্কের মূলীভূত ব্যাপ্তি জ্ঞান অনুভবাত্মক সেখানে তর্কান্তরের অপেক্ষা আছে বটে, কিন্তু স্মরণাত্মক ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে যে তর্ক হয়, সেখানে আর তর্কান্তরের অপেক্ষা থাকে না। কারণ, ব্যাপ্তি স্মরণের প্রতি ব্যভিচার সন্দেহ প্রতিবন্ধক নহে। অতএব অনবস্থা দোষ ঘটিল না। ব্যাপ্তি স্মরণ বলেও যে অনুমিতি হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। যথা, "অরণ্যাদি প্রসূত গো-শিশু স্তন্য পান করে, ও অর্দ্ধ প্রসূত বানর শিশু শাখা জড়াইয়া ধরে" ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই স্তন্য পান ও শাখাক্রমণ তাহাদের "ইষ্ট' (উপকারক) এই রূপ জ্ঞান না হইলে স্তন্যপান করিত না ও শাখায় জড়াইয়া ধরিত না। স্তন্য পানে ও শাখায় জড়াইয়া ধরায় যে ইষ্ট সাধনতার জ্ঞান হইয়াছে তাহা অনুমিতি ভিন্ন নহে। কারণ, প্রত্যক্ষ বা শাব্দ বোধের কোন হেতু এখানে নাই (ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বা পদ জ্ঞানাদি নাই) এই অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তি জ্ঞান ও অনুভবাত্মক নহে। কারণ, সদ্যজাত ও অর্দ্ধ প্রসূত শিশুর ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ অনুমিতি বা শাব্দ বোধের কারণ কলাপ সম্বলন হওয়া অসম্ভব। অতএব বলিতে হইবে ব্যাপ্তি স্মরণবলেই ইষ্ট সাধনতার অনুমিতি হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে,—যে কোন প্রকারেই হউক তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জগতের যাবতীয় তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিলে সকল প্রকার ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। বিচারকর্ত্তা তর্কের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকেন, চিকিৎসক তর্ক ছাড়া চিকিৎসাকার্য্যে হাত দিতে পারেন না। সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে প্রতীয়মান হইবে যে,—জগতে এমন কোন কার্য্য নাই যাহার প্রবর্ত্তনের মূলে তর্ক নাই। অপিচ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব সংস্থাপনও তর্ক ছাড়া হয় না। কারণ—কয়েকটি তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দর্শনে অন্যান্য

তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্বের কল্পনা (অনুমিতি) ছাড়া যাবৎ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বোধ অসম্ভব। যে হেতু,—জগতের যাবৎ তর্ক এক সঙ্গে কোন মহাত্মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই যে,—এক সঙ্গে তাহারা সকলের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া ফেলিবেন। এবং এমন কোন আপ্ত প্রমাণও নাই যে—যাবৎ তর্কে অপ্রতিষ্ঠিতত্বের শাব্দবোধ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বোক্ত কল্পনা অনুমিতি ছাড়া কিছুই নহে। অনুমিতি স্বীকার করিতে গেলেই যে তর্কের শরণাপন্ন না হইলে চলিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

৩। ব্যাপ্ত্যনুগম।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে হেতু সমানাধিকরণ অন্যোন্যাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব ঘটিত ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতির হেতু। কারণ—ইহাতে লাঘব আছে, অথচ কোন দোষ নাই। [প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতু সামানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতাব অবচ্ছেদকত্ব জ্ঞানের বিরোধিত্ব রূপে ব্যাপ্তি বুদ্ধি (নিশ্চয়) নিচয়ের অনুগম করা যাইবে। বর্ণিত বুদ্ধির প্রতি প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতু সামানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নির্ণয়ের ন্যায় হেতু-সামানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বাদির নির্ণয় ও প্রতিবন্ধক। যে হেতু—সামান্য ঘটিত বিশেষ বত্তা বুদ্ধির প্রতি সামান্য ঘটিত বিশেষভাব নির্ণয়ের ন্যায় সামান্যাভাব নির্ণয় ও প্রতিবন্ধক। নীল পট বত্তা বুদ্ধির (গৃহে নীলপট আছে এই বুদ্ধির) প্রতি নীল পটাভাব নির্ণয় যেমন প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ পটাভাব নির্ণয় ও (গৃহে পট নাই নির্ণয়ও) প্রতিবন্ধক হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ। (ইহা হেত্বাভাস প্রকরণে বিবেচ্য)] কেহ কেহ বলেন অতি লাঘব প্রযুক্ত সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব বা সাধ্যবদন্যা বৃত্তিত্ব ব্যাপ্তির জ্ঞানকেই অনুমিতির হেতু বলা উচিত; ইহাদের মতে কেবলান্বয়ি সাধ্য স্থলে ব্যাপ্তির ভ্রম জ্ঞান ধরিয়া অনুমিতি সাধন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য—কেবলান্বয়ি স্থলে ব্যাপ্তির ভ্রম হইলেও অনুমিতি যথার্থ-ই হইবে।

অনৌপাধিকত্ব জ্ঞান ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রয়োজক, অর্থাৎ যে হেতুতে উপাধির অভাব জ্ঞান হয়, তাহাতে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় না। কিন্তু উপাধি জ্ঞান ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে। কারণ,—এক পদার্থে সাধ্যের ব্যাপকত্ব ও হেতুর অব্যাপকত্ব জ্ঞান, অন্য পদার্থে ব্যাপ্তির জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

অতএবই উপাধি হেত্বাভাসের অন্তর্গত নহে। উপাধি জ্ঞান ব্যভিচার জ্ঞান দ্বারা (উপাধিজ্ঞান হইলেই ব্যভিচার জ্ঞান হয়) দূষক। সুতরাং পরমুখ নিরীক্ষকত্ব নিবন্ধন উপাধির স্বতন্ত্র দূষকতা নাই। দূষকতা আছে অসিদ্ধি নিবন্ধন। অব্যভিচার ব্যাপ্তি হইলেও তাহা ব্যভিচারের অভাব নহে। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের নাম ব্যভিচার, আর হেতু ব্যাপক সাধ্য সামানাধিকরণ্য, ব্যাপ্তি। সুতরাং ব্যভিচারই যে ব্যাপ্তির অসিদ্ধি একথা বলা যায় না।

৪। সামান্য লক্ষণা।

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে,—এক ধূমে (মহানসীয় ধূমে) বহ্নির সামানাধিকরণ্য-ব্যাপ্তির জ্ঞান থাকিলেও অন্য ধূমে (মাঠের ধূমে) তাহা না থাকায় সেই ধূম (মাঠের ধূম) দর্শনে কিরূপে অগ্নির অনুমিতি হইবে। মহানসীয় ধূমে যে সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি আছে, চত্বরীয় ধূমে তাহা নাই। ইহার উত্তর এই যে,—সামান্য লক্ষণা নামে একটা সন্নিকর্ষ আছে, তাহা দ্বারা মহানসীয় ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইলেই, সকল ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইয়া যায়। এই সন্নিকর্ষ অলৌকিক, ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ সামান্যের নামই সামান্য লক্ষণা। চক্ষুঃ সন্নিকর্ষাদি দ্বারা অগ্নি প্রভৃতির স্পষ্টভাবে যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ বলে সেরূপ হয় না বলিয়াই ইহাকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে। মহানসীয় ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য প্রত্যক্ষ কালে সেই ধূম, তত্রত্য ধূমত্ব, সামানাধিকরণ্য, ও তত্রত্য সামানাধিকরণ্যত্ব ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং তখন ধূমত্ব সামান্য-সন্নিকর্ষ বলে নিখিল ধূমের, ও বহ্নি সামানাধিকরণ্যত্ব সন্নিকর্ষ বলে যাবতীয় বহ্নি সামানাধিকরণ্যের অলৌকিক (সামান্য ভাবে) প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। কাজেই তখন চত্বরীয় ধূম ও তত্রত্য বহ্নি সামানাধিকরণ্যের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে—সেই প্রত্যক্ষ জনিত একটা সংস্কার যে আত্মাতে আছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তৎপরে চত্বরীয় ধূম প্রত্যক্ষ হইলে তত্রত্য সামানাধিকরণ্য-ব্যাপ্তি স্মৃতি পথে উদিত হয়, ও তাহার ফলেই চত্বরে বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। যেমন রাজহস্তী দর্শনে রাজার স্মরণ হয়, সেই রূপ ধূম দর্শনে ধূমস্থিত বহ্নি সামানাধিকরণ্যের স্মরণ হয়, যে হেতু—এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক, ইহা অনুভব সিদ্ধ।

ফল কথা,—কোন অজ্ঞাত নামা বা জ্ঞাত নামা পদার্থের প্রত্যক্ষ হওয়ার বহুকাল পরে সেই জাতীয় অন্য বস্তু ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলে, এইটিও সেই জাতীয় (গবয়) বস্তু বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহাও সামান্য লক্ষণা সংসর্গ বলে তজ্জাতীয় সমুদায় পদার্থের সামান্যভাবে (অলৌকিক) প্রত্যক্ষ হওয়ার ফলে; অন্যথা তাহা হইত না। কারণ, পরে যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটে নাই। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,—যে কোন পদার্থের সহিত প্রথমে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইলে যেরূপে সেই বস্তুর লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়, সেই রূপে সেই জাতীয় সমুদায় পদার্থের অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও হইয়া থাকে। অন্যথা কালান্তরে সেই জাতীয় পদার্থান্তরের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইলেও সেইরূপে তাহার প্রত্যক্ষ করা সুকঠিন হইত। (এইটি সেই জাতীয় পদার্থ বলিয়া বুঝা যাইত না)।

কেহ কেহ বলেন সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি জ্ঞানাদির অনুপপত্তি হয় না। কারণ, মহানসীয় ধূমে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কালে তত্রত্য ধূমত্বাবচ্ছিন্নে বহ্নির ব্যাপ্তির ধূমত্বরূপেই জ্ঞান হয়, (ধূমে ধূমত্ব রূপে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকে) তার পরে চত্বরাদির ধূমের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বলে প্রত্যক্ষ হওয়ার পরেই পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তৎপরে পরামর্শাদি ক্রমে অনুমিতি হইয়া থাকে। যেরূপে হেতুতে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, সেইরূপে ব্যাপ্তির স্মরণ হয়, এবং সেই রূপেই হেতুতে পক্ষ বৃত্তিত্ব জ্ঞান অনুমিতির কারণ হয়। ইহা অনুভব সিদ্ধ, সুতরাং সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। এই মত সমীচীন নহে। কারণ,— সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে, "ধূম অগ্নির ব্যভিচারী কি না?" এই সংশয়ের সংঘটন করা সুকঠিন; যে সকল ধূম প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহাতে বহ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং তাহাতে ব্যভিচার শঙ্কা হইবে না। আর কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয় ধূমে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না থাকায়ই তাহার প্রত্যক্ষ হইবে না। ধূম দর্শন মাত্রই কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয়-ধূমের অনুমিতির কারণ সম্বলন হয় না, কাজেই অনুমিতির ও সম্ভব নাই; অথচ ধূমে বহ্নির সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ কালেও "ধূম অগ্নির ব্যভিচারী কি না?" এই রূপ সন্দেহ হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ। (এই সন্দেহের বিশেষ্য ইন্দ্রিয় সম্বদ্ধ ধূম নহে, কালান্তরীয় বা দেশান্তরীয় ধূম।) অতএব অনিচ্ছায়ও

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে—ধূম দর্শনের পর ধূমত্বরূপ-সামান্য সন্নিকর্ষ বলে কালান্তরীয় ও দেশান্তরীয় ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়, এবং তাহাতে বহ্নির সম্বন্ধ অবগত না হওয়ায় "ধূম বহ্নির ব্যাপ্য কি না, ব্যভিচারী কি না ইত্যাদি সংশয় হইয়া থাকে।

সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ বলে যে প্রত্যক্ষ হয় তাহার প্রতি তদিন্দ্রিয় জন্যতদ্ধর্ম্ম বোধের কারণ কলাপ অপেক্ষণীয়। অর্থাৎ অশ্বের সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ জন্য চাক্ষুষের প্রতি, অশ্বের লৌকিক প্রত্যক্ষের (চাক্ষুষের) হেতু আলোক সংযোগাদি, কারণ। ইহাতে ফলে দাঁড়াইল—একটি অশ্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলে জগতের যাবতীয় অশ্বের অলৌকিক চাক্ষুষ হইয়া যায়। এই অলৌকিক চাক্ষুষের ফলে জগতের যাবতীয় অশ্ব সামান্যরূপে পরিচিত হয়, ও তাহাতে বিশেষ ধর্ম্মের সন্দেহ (সকল অশ্ব সাদা কি না ইত্যাদি সন্দেহ) হয়।

একটি অশ্বের লৌকিক চক্ষুষের সামগ্রী থাকিলে যাবতী অশ্বের অলৌকিক চাক্ষুষ হয় বটে, কিন্তু অলৌকিক ত্বাচ প্রত্যক্ষ (ত্বগিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ) হয় না। (জগতের যাবতীয় অশ্বের ত্বগিন্দ্রিয় জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না।) অশ্বের অলৌকিক ত্বাচ প্রত্যক্ষের প্রতি যে কোন একটি অশ্বের লৌকিক স্পার্শন প্রত্যক্ষের সামগ্রী কারণ। ফল কথা— যে কোন একটি অশ্বের শরীরে হাত দিলে জগতের যাবতীয় অশ্বের স্পর্শ কিরূপ, তাহা সামান্যভাবে অবগত হওয়া যায়।

৫। পক্ষ।

ব্যাপ্তির লক্ষণ ও কিরূপে ব্যাপ্তি গ্রহ হয় তাহা বলা হইল। এখন পক্ষ কাহাকে বলে তাহা বলা আবশ্যক। কারণ, পক্ষ না চিনিলে অনুমিতির পরিচয় করা সুকঠিন। যে হেতু অনুমিতির লক্ষণে পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্যত্ব পড়িয়াছে; এবং পক্ষতা অনুমিতির কারণও বটে।

পক্ষের লক্ষণ।

কেহ কেহ বলেন, যে ধর্ম্মিতে সাধ্যের সন্দেহ থাকে, তাহার নাম পক্ষ, আর সন্দেহ পক্ষতা। (যেখানে সাধ্যের সন্দেহ আছে সেখানেই অনুমিতি হয়) (২২)

মন্তব্য।

(২২) যাহারা সন্দেহ কালীন ধর্ম্মিকে পক্ষ বলেন সংক্ষেপে তাহাদের

মন্তব্য।

মতটা বলা যাইতেছে। "যাহাতে সাধ্যের সন্দেহ থাকে" একথার অর্থ— সাধ্য সন্দেহের বিশেষ্য। এই বিশেষ্যই পক্ষ পদবাচ্য। এই অর্থ—করিলে শঙ্করাচার্য্য পক্ষ, জ্ঞান সাধ্য স্থলে, "সঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী কি না?" এই রূপ সংশয় কালেই শঙ্করাচার্য্য পক্ষ পদবাচ্য হইলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ছিল কি না? এই সংশয় দশায় তিনি পক্ষ হইতে পারিলেন না। কারণ—এই সংশয়ের বিশেষ্য হইয়াছে জ্ঞান, শঙ্করাচার্য্য বিশেষ্য হন নাই। অতএব বলিতে হইবে—যেখানে যে সম্বন্ধে সাধ্যের নিশ্চয় থাকিলে যে সংশয় হয় না, সেখানে সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অনুমিতির প্রতি সেই পদার্থ পক্ষ, আর সেই সংশয় পক্ষতা। "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী" এই নিশ্চয় থাকিলে "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী কি না, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ছিল কি না, জ্ঞান শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী কি না" ইত্যাদি যে কোন সংশয়ই হইবে না। সুতরাং কথিত সংশয়ের যে কোন একটা থাকিলেই শঙ্করাচার্য্য পক্ষ হইতে কোন বাধা থাকিল না, এবং কথিত সকল সংশয়ই পক্ষতা হইল।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী" এই নিশ্চয় থাকিলে "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী নহেন"—এই জ্ঞান হয় না, ইহা অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং এই জ্ঞান ঘটিত "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী কি না" সংশয়ও হইবে না, কিন্তু "শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ছিল কি না, জ্ঞান শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী কি না" এই সকল সংশয় না হইবে কেন? যে হেতু—বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি (এখানে পুস্তক আছে, এই বুদ্ধির প্রতি) বাধ নিশ্চয়, (বিশেষ্যে বিশেষণের অভাব নিশ্চয়, "এখানে পুস্তক নাই" নিশ্চয়) প্রতিবন্ধক; ইহা অনুভব সিদ্ধ। "শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী" ইত্যাদি বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী" এই নিশ্চয়, বাধ নিশ্চয় নহে। কারণ, যেখানে যে বস্তু সাধনীয় হয় সেখানে তাহার অভাব বাধ, ও তাহার নিশ্চয়ই বাধ নিশ্চয়। "শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ছিল না" জ্ঞানের বিশেষ্য "জ্ঞানের অভাব," বিশেষণ শঙ্করাচার্য্য এবং "জ্ঞান শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগী" জ্ঞানের বিশেষ্য "জ্ঞান" ও বিশেষণ শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিত্ব"। আর "শঙ্করা-

মন্তব্য।

চার্য্য জ্ঞানী" এই নিশ্চয়ের বিশেষ্য শঙ্করাচার্য্য ও বিশেষণ জ্ঞান, সুতরাং বিশেষ্য ও বিশেষণের ব্যতিক্রম হওয়ায় কথিত নিশ্চয় পূর্ব্বোক্ত কোন জ্ঞানেরই বাধ নিশ্চয় হইতে পারিল না। তাহা না হইলে কথিত জ্ঞানদ্বয় ঘটিত সংশয় দ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয়ের প্রতিবধ্যতা থাকা অসম্ভব।

উত্তর। "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী" এই নিশ্চয়ে ও কথিত জ্ঞানদ্বয়ের প্রতিবন্ধকতা আছে। কারণ, যে সকল কারণ সত্ত্বে শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী "জ্ঞান হয়, সেই সকল কারণ থাকিলেই জ্ঞানে শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিত্বের ও শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগিত্বের নিশ্চয় ও হয়। অতএব 'শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী ছিলেন" এইরূপ নিশ্চয়কালে তুল্য বিত্তিবেদ্য ন্যায়ে, (স্বগ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্য ন্যায়ে) অর্থাৎ যে সকল কারণ সত্বে "শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী" এইরূপ নিশ্চয় হয়, সেই সকল কারণেই জ্ঞানে শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিত্বের ও শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগিত্বের ভান (জ্ঞান) হয়। অতএব বলিতে হইবে যে—পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয়কালে জ্ঞানে শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিত্বের ও শঙ্করাচার্য্য বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগিত্বের ভান হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানের বিশেষ্য বিশেষণের ব্যতিক্রম ও অভাবের প্রতিযোগীর বিভিন্নতা থাকিলে ও পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয় কথিত জ্ঞানদ্বয়ের প্রতি বাধ-নিশ্চয় হইয়াছে কাজেই তদ্ঘটিত সংশয়ের প্রতিবন্ধক হইবে।

সংযোগ সম্বন্ধে অশ্বসাধ্য স্থলে "গৃহে সমবায় সম্বন্ধে অশ্বের সংশয়কালে গৃহ পক্ষ হইবেনা, এজন্যই সম্বন্ধ বিশেষের উল্লেখ করা হইয়াছে। সংযোগ সম্বন্ধে গৃহে অশ্বনিশ্চয় কালে সমবায় সম্বন্ধে অশ্বসংশয় হয়, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষ রহিলনা। এবং অশ্বত্বরূপে অশ্বসাধ্য স্থলে, "গৃহে সাদা অশ্বের সংশয় কালে গৃহপক্ষ হইবেনা, কারণ ঐ সংশয় তাহার প্রতিবধ্য নহে। অতএবই বলিতে হইবে—যে রূপে যে সম্বন্ধে সাধ্যের নিশ্চয়ের প্রতি বধ্য যে সংশয় তাহার বিশেষ্যই সেই সম্বন্ধে সেইরূপে সাধ্যানুমিতির পক্ষ। ইহার ফলে সাদা অশ্বসাধ্য স্থলেও অশ্ব সংশয়ের বিশেষ্য গৃহপক্ষ হইবে। (২২)

এইমত সমীচীন নহে। কারণ—অনুমিতির প্রতি পরামর্শ ও হেতু, এ অবস্থায় পরামর্শের পূর্ব্বে সংশয় রাখিলে,লিঙ্গ দর্শন, (হেতু জ্ঞান) ব্যাপ্তি স্মরণ, ও পরামর্শ দ্বারা সন্দেহ নষ্ট হইয়া যাইবে। যেহেতু—জ্ঞানের উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণেই জ্ঞান নষ্ট যইয়া যায়। অপেক্ষাবুদ্ধি তিনক্ষণ থাকে বটে, কিন্তু চতুর্থক্ষণে কোন জন্য জ্ঞানই থাকে না। সুতরাং পরামর্শক্ষণে পূর্ব্বোৎপন্ন সন্দেহ থাকা সর্ব্বথা অসম্ভব। (২৩)

মন্তব্য।

(২৩) এই-একটা কলম, এই-(আর) একটা কলম, ইত্যাদি বুদ্ধির নাম অপেক্ষাবুদ্ধি, এই বুদ্ধিটা সমূহালম্বন। (যে বুদ্ধির অনেকটা মুখ্য বিশেষ্য থাকে তাহাকে সমূহালম্বন বলা যায়) এই বুদ্ধি দ্বারা কথিত পদার্থদ্বয়ে (দুইটি কলমে) একটা দ্বিত্ব উৎপন্ন হয়, তৎপরক্ষণে ঐ দ্বিত্বের নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, (বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন না হইয়া, ও উভয়ের সম্বন্ধকে অবগাহন না করিয়া যে বুদ্ধি হয় তাহার নাম নির্বিকল্পক) তৎপরক্ষণে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষের পরক্ষণে দ্বিত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই দ্বিত্ব নাশের প্রতি দ্বিত্বের হেতুভূত অপেক্ষা বুদ্ধির নাশই কারণ।

অপেক্ষা বুদ্ধি যদি উৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণে (দ্বিত্ব উৎপত্তির দ্বিতীয়—ও দ্বিত্ব নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষণে) বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে তৎপরক্ষণেই দ্বিত্ব ও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এজন্যই অপেক্ষা বুদ্ধি তিনক্ষণ থাকে বলিয়া স্বীকার্য্য। তাহা হইলে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ ক্ষণে (অপেক্ষা বুদ্ধির উৎপত্তির চতুর্থক্ষণে) অপেক্ষা বুদ্ধির নাশ হইবে ও তৎপরক্ষণে দ্বিত্বের নাশ হইবে।

যদি দ্বিত্বোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণে নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান স্বীকার না করিয়া দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ অঙ্গীকার করা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভব না থাকায় অপেক্ষা বুদ্ধির ত্রিক্ষণ স্থায়িত্ব স্বীকার না করিলেও কোন দোষ হয়না। অতএব নির্ব্বি-কল্পক জ্ঞান স্বীকারের যুক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। এখানে তাহা দেখান যাইতেছে। যে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হউক না কেন, তাহার বিশেষণের জ্ঞান প্রথমে হওয়া আবশ্যক। বিশেষণের (ধর্ম্মের) প্রত্যক্ষ না হইলে, (অর্থাৎ জিনিসটা

আর পরামর্শের পরে সন্দেহ উৎপন্নই হইবে না। "অশ্বের ব্যাপ্য হেষা (ধ্বনি) এই গৃহে আছে, এরূপ নির্ণয় থাকিলে গৃহে অশ্বের অভাব জ্ঞান ঘটিত-অশ্বের সন্দেহ হইবে না। যেখানে যাহার অভাবের ব্যাপ্য নিশ্চয় থাকে সেখানে তাহার জ্ঞান হয় না। (২৪)

মন্তব্য।

কিরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ না হইলে) বিশেষ্যের প্রত্যক্ষ হয় না। এই বিশেষণ জ্ঞানের ফলেই একত্র দৃষ্ট বস্তুর সজাতীয় পদার্থ অন্যত্র দেখিলেও পরিচয় করা যায়; অন্যথা তাহা সম্ভবপর হইতনা। কারণ, কালান্তরে অন্যত্র দৃষ্ট গবয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট গবয়ের রূপাদি কিছুই নাই, আছে তাহার ধর্ম্ম গবয়ত্ব (জাতি) এই গবয়ত্ব প্রত্যক্ষীভূত না হইলে, এইটি গবয় বলিয়া পরিচয় করা যাইতনা। অতএব অনিচ্ছায়ও ইহা স্বীকারকরিতে হইবে যে—পূর্ব্বদৃষ্ট গবয়ে প্রত্যক্ষীভূত গবয়ত্ব-জাতি এই গবয়ে ও আছে, তাই ইহাকে গবয় বলিয়া পরিচয় করা যাইতেছে। এই বিশেষণ-গবয়ত্ব চিনিতে গেলে তাহার বিশেষণের জ্ঞান আবশ্যক। এই নিয়মে ধারাবাহিক বিশেষণ জ্ঞানের আবশ্যকতায় অনবস্থাদোষ ঘটে, অনবস্থা হইলে প্রত্যক্ষ হওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব এমন একটা জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে, যাহার বিশেষ্যও বিশেষণ নাই, এবং বিশেষ্যও বিশেষণের সম্বন্ধকেও বিষয় করেনা, বিশৃঙ্খলরূপে বিশেষ্য ও বিশেষণকে অবগাহন করে মাত্র; ইহারই নাম নির্ব্বিকল্পক। ইহাকে বিশেষণ জ্ঞান স্বীকার করিয়া যাবতীয় প্রত্যক্ষ হয়। এই জ্ঞানটা অলক্ষিতভাবে হয় (ধরা যায় না) বলিয়া ইহাকে অতীন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। অনুমিত্যাদি স্থলে নির্ব্বিকল্পক স্বীকারের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ নির্ব্বিকল্পক স্মরণও স্বীকার করেন, ইহা অন্যত্রানুসন্ধেয়। (২৩)

---

(২৪) "অশ্বের ব্যাপ্য গন্ধ ঘরে আছে" এই নির্ণয় থাকিলে গৃহে অশ্বের সন্দেহ না হওয়ার কারণ এই যে,—সন্দেহে একটি বিশেষ্যে ভাবও অভাব দুইটি বিশেষণ হয়। "এইটি গো কি মহিষ," এই সংশয়ে গোত্ব, গোত্বা ভাব, মহিষত্ব, মহিষত্বাভাব, এই চারিটি বিশেষণ, ও সম্মুখীন পদার্থ বিশেষ্য। পূর্ব্বোক্ত অশ্ব সন্দেহে গৃহে অশ্বাভাবের জ্ঞান পড়িয়াছে, তাহার প্রতি অশ্বের ব্যাপ্য নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। কারণ, যেখানে যাহার অভাবের ব্যাপ্য নিশ্চয় আছে, সেখানে

অতএব সাধ্য সন্দেহ ও পরামর্শ উভয়ের একদা মিলন অসম্ভব। আর যদি বলা হয় যে, যে কোন কালে যাহাতে সাধ্য সন্দেহ হইয়াছে তাহার নাম পক্ষ। তবে সন্দেহের উল্লেখ করা না করা সমান; কারণ, কালান্তরীণ সন্দেহ কোন কর্ম্মোপযোগী হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম্মিতে সাধ্য নির্ণয় সত্বে পক্ষ ব্যবহার না হওয়ার জন্যই সন্দেহের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। সন্দেহ না থাকা কালেও পক্ষ ব্যবহার ইষ্ট হইলে ধর্ম্মিতে সাধ্য নির্ণয় সত্বেও পক্ষ ব্যবহার হইতে পারে। বলা বাহুল্য—যেখানে সাধ্যের নির্ণয় হয় সেখানে তাহার প্রতিবধ্য সাধ্যাভাব জ্ঞান ঘটিত সংশয় হয় না।

যে পদার্থ ধর্ম্মিক সাধ্য নির্ণয় থাকে না, তাহার নাম পক্ষ; ও সাধ্য নির্ণয়ের অভাবে পক্ষতা; একথা বলিলে পূর্ব্বোক্ত দোষের উপশম হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে যে ধর্ম্মিতে সাধ্য নিশ্চয় আছে ইচ্ছা সত্বেও সেই ধর্ম্মিতে অনুমিতি হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। যেহেতু—সেই ধর্ম্মী পক্ষ হয় নাই, ও সেখানে অনুমিতির কারণ পক্ষতা নাই। এক্ষেত্রে অনুমিতি না হওয়া, ইষ্টাপত্তিও করা যায় না। কারণ "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ও শ্রবণাত্মক সিদ্ধি সত্বে মননের (অনুমিতির) উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং "মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ" শ্রুতিতেও বহুহেতু দ্বারা আত্মানুমান উপদিষ্ট হইয়াছে। ষড়্দর্শন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও বলিয়াছেন, "প্রত্যক্ষ পরিকলিতমপ্যর্থমনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ" অস্যার্থঃ—যে বস্তু, প্রত্যক্ষ হইতেছে তর্ক রসিকগণ অনুমান দ্বারাও তাহা জানিতে চান বা জানেন।

এই দোষ বারণের জন্য যদি বলা হয় যে, যে ধর্ম্মিতে সাধ্যানুমিতির ইচ্ছা থাকে তাহার নাম পক্ষ, আর বর্ণিত ইচ্ছাই পক্ষতা। তবে যেখানুমিতির ইচ্ছা

মন্তব্য।

তাহার জ্ঞান হয় না, ইহা অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং অশ্বাভাবের অভাব—অশ্বের ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয় গৃহে থাকিলে অশ্বাভাবের জ্ঞান ঘটিত অশ্ব সন্দেহ হইবে না। অশ্বের ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয় থাকিলে অশ্বের অনুমিতি হইয়া যাইবে; (অশ্বাভাবের জ্ঞান হইবে না।) ইহাই তদভাব ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতার যুক্তি। এইরূপ প্রতিবন্ধককে সৎপ্রতিপক্ষ মুদ্রায় প্রতিবন্ধক বলে। (২৪)

না থাকিলে গম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণেও মেঘানুমিতি হইবে না। এবং পত্র পাঠাদি দ্বারা নিতান্ত অনীপ্সিত আত্মীয় বিয়োগের যে অনুমিতি হইয়া থাকে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

অতএব বলিতে হইবে, যেখানে সিষাধয়িষার (সাধনবিষয়ক ইচ্ছার) অভাব সহকৃত সাধ্য নিশ্চয়ের অভাব থাকে তাহার নাম পক্ষ, এবং কথিত নিশ্চয়ের অভাবই অনুমিতির কারণীভূত পক্ষতা। যে ধর্ম্মি বিষয়ক অনুমিৎসা ও সাধ্য নিশ্চয় উভয় আছে, তাহাতে অনুমিৎসার অভাব সহকৃত যে সিদ্ধি তাহার অভাব থাকায় সে পক্ষ হইল। এইরূপে অনুমিৎসার সম্বলন দ্বারাই "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সমন্বয় করিতে হইবে। বাচস্পতি মিশ্রের "প্রত্যক্ষ পরিকলিত" ইত্যাদি বাক্য ও সিষাধয়িষাভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। যেখানে সিদ্ধিও সিষাধয়িষার একটিও নাই, এবং যেখানে অনুমিৎসা মাত্র আছে সিদ্ধি নাই, সেখানে বিশেষ্য সিদ্ধির (সাধ্য নিশ্চয়ের) অভাব প্রযুক্তই বিশিষ্টাভাব থাকিবে, (বিশিষ্টাভাব স্থলবিশেষে বিশেষণাভাব প্রযুক্ত, আর কোথা বা বিশেষ্যাভাব প্রযুক্ত) সুতরাং সেই ধর্ম্মী পক্ষ হইবে। কিন্তু যে ধর্ম্মি বিষয়ক সাধ্য নিশ্চয় মাত্র আছে অনুমিৎসা নাই, তাহাতে সিষাধয়িষার অভাব সংকৃত সিদ্ধি থাকায় সে পক্ষ হইল না। বাচস্পতি মিশ্র এই উদাহরণ অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন, "নহি করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তমনুমিমতে অনুমাতারঃ" হাতী দেখিলে চীৎকার শুনিয়া কেহ হাতীর অনুমিতি করিতে যায় না"। কথিত নিয়মে অনুমিৎসা দ্বারাই বাচস্পতি মিশ্রের বাক্যদ্বয়ের বিরোধ পরিহার হইল। (২৫)

মন্তব্য।

(২৫) সিষাধয়িষা পদের অর্থ—সাধন বিষয়ক ইচ্ছা। (সাধ্ + ইন্ + ইট্-সন্ প্রত্যয়ে সিষাধয়িষা পদ নিষ্পন্ন,) অর্থাৎ প্রস্তাবিত সাধ্য বিশিষ্ট প্রকৃত ধর্ম্মি বিষয়ক অনুমিতির ইচ্ছা। "গৃহে অশ্বানুমিতি হউক" "অশ্ববং গৃহানুমিতি হউক" ইত্যাদি অনুমিতিত্ব প্রকারক ইচ্ছাই সিষাধয়িষাপদের বাচ্য। আর যদি "গৃহে প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন-অশ্বজ্ঞান হউক" ইত্যাদি অনুমিতিত্বাপ্রকারক (যে-ইচ্ছার

মন্তব্য।

বিশেষণ অনুমিতিত্ব হয় নাই) ইচ্ছা বলেও সিদ্ধি কালে অনুমিতি হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়। তবে বলিতে হইবে, যে যে ইচ্ছা থাকিলে সাধ্য নিশ্চয় কালে অনুমিতি হয় সেই সকল ইচ্ছাই সিষাধয়িষাপদের বাচ্য। তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষ রহিল না।

এখানে আরও একটা কথা বক্তব্য এই যে, "অশ্ব ব্যাপ্য—শব্দ গৃহে হইতেছে" এইরূপ পরামর্শ কালে সাধ্য নিশ্চয় না থাকিলেও "গৃহে গন্ধহেতুক অশ্বানুমিতি হউক" এইরূপ ইচ্ছাকালে গৃহে অশ্বানুমিতি হইয়া যাইতে পারে, অতএব বলিতে হইবে "শব্দ হেতুক অনুমিতির প্রতি "শব্দ হেতুক অশ্বানুমিতি হউক" এইরূপ ইচ্ছার অসহকৃত "গন্ধ হেতুক অশ্বানুমিতি হউক এই-ইচ্ছা স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধক।" "শব্দ হেতুক অথবা গন্ধ হেতুক অশ্বানুমিতি হউক" এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, কিম্বা শব্দ হেতুক অনুমিৎসাও গন্ধ হেতুক অনুমিৎসা স্বতন্ত্রভাবে এককালে থাকিলে কথিত পরামর্শকালে অশ্বানুমিতি হয়, এজন্যই শব্দ হেতুক ইচ্ছার বিরহ সহকৃত গন্ধ হেতুক—ইচ্ছা প্রতিবন্ধক বলা হইয়াছে। যদি সিদ্ধির অসমান কালীন—শব্দহেতুক—ইচ্ছা সত্ত্বেও গন্ধ হেতুক—অনুমিতির ইষ্টাপত্তি করা যায়, তবে এরূপ স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা স্বীকার না করিলেও চলিবে; কিন্তু—"গৃহে অশ্ব ও অশ্বের ব্যাপ্য ধ্বনি আছে" এইরূপ সিদ্ধি কালীন পরামর্শ দ্বারা "গৃহে গন্ধ হেতুক অশ্বানুমিতি হউক" এইরূপ অন্যলিঙ্গক অনুমিৎসার সাহায্যে গৃহে অশ্বানুমিতি হইতে পারে, এরূপ অনুমিতি অনুভব সিদ্ধ নহে, অতএব বলিতে হইবে, কথিত শব্দ হেতুক অনুমিতি স্থলে শব্দান্য মাত্র হেতুক অনুমিতির ইচ্ছা ব্যতিরিক্তা অনুমিৎসাই সিষাধয়িষা পদের বাচ্য। "শব্দ হেতুক অথবা গন্ধ হেতুক অশ্বানুমিতি হউক" এইরূপ ইচ্ছার সংগ্রহের জন্যই শব্দান্য মাত্র হেতুক বলা হইয়াছে। এই নিয়মে সর্ব্বত্রই সিষাধয়িষা নির্ব্বচন করিতে হইবে।

ধর্ম্মিতে সাধ্যের সন্দেহ থাকিলে অনুমিৎসা না থাকিলেও অনুমিতি হয়, অতএবই 'অনুমিৎসার অভাব সহকৃত জ্ঞানের অভাব' না বলিয়া 'নিশ্চয়ের অভাব' বলা হইয়াছে। সাধ্য নিশ্চয় শব্দের অর্থ—"সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা ভিন্ন প্রকারতার অনিরূপিত ও সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত

মন্তব্য।

ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যত্ব শালি—জ্ঞান"। "গৃহ অশ্ববং কি না" এইরূপ সংশয়ের গৃহস্থিত বিশেষ্যতা সাধ্যতাবচ্ছেদক অশ্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত হইলেও ঐ প্রকারতা ভিন্ন অশ্বাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত হইয়াছে। কারণ—সংশয়ে দুইটি প্রকারতা নিরূপিত একটি বিশেষ্যতা থাকে। আর গৃহ গোমৎ ও অশ্ববং (গো আছে ও অশ্ব আছে) এবং পর্ব্বত বহ্নিমান্ ও ধূমবান্ ইত্যাদি জ্ঞান সমূহালম্বন, সমূহালম্বনের বিশেষ্য পর্ব্বতে ধূমবৃত্তি-প্রকারতা নিরূপিত একটি বিশেষ্যতা ও অগ্নি নিষ্ঠ প্রকারতা নিরূপিত আর একটি বিশেষ্যতা আছে। "গৃহে প্রাণী আছে" নিশ্চয় থাকিলে, ও এই বাড়ীতে অশ্বআছে-নিশ্চয় থাকিলে অনুমিৎসা না থাকিলেও গৃহ পক্ষ হইবে, (পরা· মর্শ থাকিলে গৃহে অশ্বানুমিতি হইবে) অতএব সাধ্যস্থিত প্রকারতা ও ধর্ম্মিস্থিত বিশেষ্যতা না বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা ও ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা বলা হইয়াছে।

ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে (মাত্র ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক গৃহত্ব রূপে) গৃহে অশ্ব নিশ্চয় সত্ত্বেও বিনা ইচ্ছায় ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে (গৃহত্বব্যাপক অশ্ব প্রতি যোগিক সংযোগ সম্বন্ধে) গৃহে অশ্বানুমিতি (গৃহ বিষয় করিয়া অশ্বানুমিতি) হইয়া থাকে। কারণ ঐ অনুমিতি সাধ্যনিশ্চয় অপেক্ষা অধিক পদার্থ অবগাহন করিয়াছে। অধিকাবগাহি অনুমিতির প্রতি সিদ্ধি প্রতি বন্ধক হয় না। কিন্তু ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে নিশ্চয় থাকিলে ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে অনু-মিতি হয় না। কারণ—সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি অপেক্ষা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সাধ্য নিশ্চয় অধিক পদার্থ অবগাহন করিয়াছে; এবং সামানাধিকরণ্যে অনু-মিতির বিষয় সকল পদার্থ ইহাতে পড়িয়াছে। অতএব বলিতে হইবে—ধর্ম্মিতা-বচ্ছেদেকাবচ্ছেদে অনুমিতির প্রতি ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিৎসা বিরহ বিশিষ্ট যে-ধর্ম্মিধর্ম্মিক অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সাধ্য নিশ্চয়ের অভাব থাকে, সেই ধর্ম্মীই পক্ষ; আর সামানাধিকরণ্যে অনুমিতির প্রতি সামানাধিকরণ্যে অনুমিৎসা বিরহ বিশিষ্ট যে ধর্ম্মি ধর্ম্মিক-সিদ্ধি সামান্যের অভাব থাকে সেই ধর্ম্মীই পক্ষ; এবং উভয়ত্রই বর্ণিত-সিদ্ধির অভাব-পক্ষতা।

মন্তব্য।

আরও একটা কথা এই যে, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকগৃহত্ব রূপে এক গৃহে অশ্বের নিশ্চয় থাকিলেও বিনা ইচ্ছায় গৃহান্তরে গৃহত্ব রূপেই অশ্বানুমিতি হইয়া থাকে, অতএব বলিতে হইবে-যে-ধর্ম্মিধর্ম্মিক সিষাধয়িষা বিরহ বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব যে পুরুষের থাকে, সেই পুরুষের অনুমিতির প্রতি সেই ধর্ম্মীই পক্ষ। এবং ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক রূপে এক ধর্ম্মিক অনুমিৎসা থাকিলে সিদ্ধি কালে ঐরূপে অন্যধর্ম্মী পক্ষ হইবেনা, অতএব ইচ্ছার ধর্ম্মি বিশেষান্তর্ভাবে ও পক্ষ নির্ব্বচন করিতে হইবে। অন্যান্য স্থলে ও এই নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে।

যেখানে সিষাধয়িষার পরক্ষণে ব্যাপ্তি স্মরণ ও পরামর্শ দ্বারা অনুমিৎসা নষ্ট হইয়া যায়, সেখানে অন্য অনুমিৎসা উৎপন্ন হইলে অনুমিতি হইবে। কিন্তু যেখানে আকাশে মেঘের নির্ণয়ের ইচ্ছার পরক্ষণে "আকাশে মেঘের ব্যাপ্য শব্দ হইতেছে, ও মেঘ আছে" এইরূপ-সিদ্ধ্যাত্মক-প্রত্যক্ষ-পরামর্শ আছে সেখানে, এবং যেখানে প্রথম ক্ষণে সাধ্য, সাধ্যের ব্যাপ্য ও তাহার ব্যাপ্যের পরামর্শ, তৎপরক্ষণে সাধ্যের ও সাধ্য ব্যাপ্যের অনুমিতি বিষয়ক ইচ্ছা, তৎপরক্ষণে সাধ্যের ও সাধ্য ব্যাপ্যের অনুমিতি, তৎপরক্ষণে পুনশ্চ সাধ্যানুমিতি হইতে পারে। কারণ—অত্রত্য সিদ্ধি সিষাধয়িষার বিরহ সংকৃত হয় নাই। অতএব উত্তেজকীভূত-সিষাধয়িষায় স্ববিষয় সিদ্ধির অনুপহিতত্ব বিশেষণ (অব্যবহিত পূর্ব্বত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধি বিশিষ্ট ভিন্নত্ব বিশেষণ) দিতে হইবে। তাহা হইলে কথিত দোষ থাকিবেনা। কারণ—পূর্ব্বোক্ত উভয় সিষাধয়িষার পরক্ষণেই নিজ নিজ বিষয়ের সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং স্ববিষয় সিদ্ধি বিশিষ্ট ভিন্ন হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন-সিষাধয়িষা নষ্ট হইয়া গেলেও সিদ্ধি থাকা অবস্থায় দুই তিন ক্ষণ পর্য্যন্ত ও অনুমিতি হয়; কারণ—ইচ্ছা নষ্ট হইয়া গেলেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উত্তেজনা থাকে। (উত্তেজনার আনুকূল্যে কাজ হওয়া অস্বাভাবিক নহে।) এখানে বর্ণিত সিষাধয়িষার অভাব সংকৃত সিদ্ধিই আছে, তাহার অভাব নাই; অতএব বলিতে হইবে—যে সিদ্ধির-সিষাধয়িষা—বিরহবিশিষ্ট—অব্যহিত পরক্ষণে (এখানে অব্যবহিত পরক্ষণ বলিতে—দ্বিতীয় ক্ষণ ও তৃতীয়ক্ষণ ধরিতে হইবে।) অনুমিতি হইয়া থাকে, সেই সিদ্ধি ভিন্ন যে সিষাধয়িষা বিরহ বিশিষ্ট

মন্তব্য।

সিদ্ধি তাহার অভাব পক্ষতা ; তাহাই অনুমিতির কারণ। যে সিদ্ধির পরবর্ত্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষণে সিষাধয়িষা না থাকিলেও অনুমিতি হয়, সেই সিদ্ধি সিষাধয়িষা বিরহ বিশিষ্ট স্বক্ষণাব্যবহিতোত্তর ক্ষণোৎপত্তিক অনুমিতিক (যাহার অব্যবহিতোত্তর ক্ষণে অনুমিতি হয়—তাহা) হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তদ্ভিন্ন সিদ্ধির অভাব থাকায় প্রস্তাবিত অনুমিতির অনুপপত্তি হইল না।

যেখানে প্রথমক্ষণে "আকাশে মেঘের ব্যাপ্য শব্দ হইতেছে, এবং মেঘ আছে—এইরূপ-সিদ্ধাত্মক পরামর্শ" ও তৎপর ক্ষণে "আকাশে মেঘের অনুমিতি হউক, এইরূপ—সিষাধয়িষা আছে" সেখানে তৎপরক্ষণে অনুমিতি হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ ; সাধ্য নিশ্চয়ের অব্যবহিত পরক্ষণে সিষাধয়িষার বিরহ বিশিষ্ট-বিশেষণ না দিলে সিদ্ধ্যাত্মক পরামর্শের দ্বিতীয়ক্ষণে অর্থাৎ ইচ্ছার উৎপত্তিক্ষণে ইচ্ছাকে বাধা দিয়া ঐ অনুমিতি হইয়া যাইতে পারে। কারণ—অত্রত্য সিদ্ধি অব্যবহিতোত্তর ক্ষণোৎপত্তিক অনুমিতিক হইয়াছে, সুতরাং তদ্ভিন্ন সিদ্ধির অভাব এখানে আছে। অব্যবহিত পরক্ষণে সিষাধয়িষার বিরহ বিশিষ্ট বিশেষণ দিলে এই দোষ থাকিবে না। কারণ—অত্রত্য সিদ্ধির অব্যবহিতোত্তর ক্ষণে অনুমিতি হইলেও সিষাধয়িষা বিরহ বিশিষ্ট স্বক্ষণাব্যবহিতোত্তর ক্ষণোৎপত্তিক অনুমিতিক হয় নাই, তদ্ভিন্ন হইয়াছে। অতএব ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে তাহার অভাবরূপ পক্ষতা (কারণ) না থাকায়ই ইচ্ছার উৎপত্তিক্ষণে অনুমিতি হইবে না! সিদ্ধির বিশেষণ দ্বিতীয় সিষাধয়িষা বিরহ পদ না দিলে প্রস্তাবিত স্থলে ইচ্ছার পরক্ষণেও অনুমিতি হইতে পারিবে না ; কারণ—কথিত সিদ্ধিই প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান আছে। বলা বাহুল্য—সিদ্ধিতে কথিত বিশেষণ দিলে সিষাধয়িষা বিরহ বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবরূপ-কারণ সংঘটিত হওয়ায় ইচ্ছার পরক্ষণে অনুমিতি হইতে পারিবে।

যদি বল যে—ইচ্ছার জনক-সামগ্রী অনুমিতির প্রতিবন্ধক, সুতরাং ইচ্ছার উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে অনুমিতির সামগ্রী না থাকায় অনুমিতি হইবে না, ইচ্ছাই হইবে ; তবে প্রথম সিষাধয়িষা বিরহ বিশেষণ নিরর্থক। আর প্রথম সিষাধয়িষা বিরহ—বিশেষণ না দিলে দ্বিতীয়—সিষাধয়িষা বিরহ বিশেষণেরও কোন

মন্তব্য।

প্রয়োজন থাকিবে না। কারণ—যে সিদ্ধির অব্যবহিত পরক্ষণে অনুমিতি হয় না, তাহার অভাব এখানে আছে। যেহেতু—তত্রত্য সিদ্ধির তৃতীয় ক্ষণে অনুমিতি হইয়া থাকে ; [ইচ্ছার জনক সামগ্রী অনুমিতির প্রতিবন্ধক কি না ? এই বিষয়টি বিবেচ্য। কারণ, "ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান বলে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়, যদি ইচ্ছার প্রতি জ্ঞানের সামগ্রী প্রতিবন্ধক হয়, তবে সর্ব্বত্রই ইচ্ছাকে বাধা দিয়া ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হইয়া যাইতে পারে। এই দোষ বারণের জন্যই ইচ্ছার সামগ্রীর বলবত্তা অঙ্গীকার্য্য। কিন্তু যদি মানস প্রত্যক্ষের বা প্রত্যক্ষ সামান্যের প্রতি ইচ্ছার সামগ্রীর প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করাযায় তবেই এই দোষ থাকে না। এঅবস্থায় অনুমিতির প্রতি ইচ্ছা সামগ্রীর প্রতিবন্ধকতা, কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। বলিতে পার যে-ইচ্ছার সামগ্রী থাকিলে যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ স্মৃতি শাব্দ বোধ প্রভৃতি ও হয় না, সুতরাং লাঘবানুসারে জন্য জ্ঞান মাত্রের প্রতি ইচ্ছার সামগ্রীর প্রতিবন্ধকতা কল্পনাই সমীচীন।

এই উক্তি ও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ,—ইচ্ছার সামগ্রীর সহিত চাক্ষুষ, স্পার্শন ও শ্রাবণ প্রত্যক্ষের কারণ কলাপের সম্বলন দশায় 'দেখিব' ইচ্ছা থাকিলে চাক্ষুষ, 'স্পর্শকরিব' ইচ্ছা থাকিলে স্পার্শন ও শুনিব-ইচ্ছা থাকিলে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়, অতএব বলিতে হইবে—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি "দেখিব" ইচ্ছার বিরহসহকৃত ইচ্ছা সামগ্রী, স্পার্শন প্রত্যক্ষের প্রতি 'স্পর্শ করিব' ইচ্ছার বিরহ সহকৃত ইচ্ছা সামগ্রী ও শ্রাবণপ্রত্যক্ষের প্রতি "শুনিব" ইচ্ছার বিরহ সহকৃত ইচ্ছা সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিবন্ধক। এক্ষেত্রে অনুমিতির প্রতি ইচ্ছার সামগ্রীর স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাবের লাঘবানুরোধে যদি জন্য জ্ঞান মাত্রের প্রতি "দেখিব, স্পর্শ করিব ও শুনিব" ইত্যাদি—ইচ্ছা নিচয়ের অভাব সহকৃত ইচ্ছা সামগ্রীর বিরোধিতা কল্পনা কর যায়, তবে ইচ্ছা সামগ্রী কালে "দেখিব"—ইচ্ছার আনুকূল্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় শ্রাবণ বা শাব্দ বোধ হইয়া যাইতে পারে। যেহেতু-চাক্ষুষ, শ্রাবণ প্রভৃতি সকল জ্ঞানই জন্য। অতএব অনুমিতির প্রতি ইচ্ছা সামগ্রীর ন্যায় ইচ্ছার প্রতিও অনুমিতি সামগ্রীর বিরোধিতা কল্পনা করা যাইতে

মন্তব্য।

পারে। এক্ষেত্রে বিনিগমনা দেখাইয়া এক পক্ষকে প্রবল করা দুষ্কর।] তবে বলিতে হইবে, অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি সিদ্ধি ভিন্ন সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা।

এই মত শ্রদ্ধেয় নহে—কারণ, এই যে সকল সিদ্ধির অভাবকে কারণ বলা হইল এগুলি যদি তত্তৎ ব্যক্তিত্ব রূপে (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) কারণ হয়, তবে অনন্ত কার্য্য কারণ ভাব হইয়া পড়ে, এবং সকল সিদ্ধিতে অনুমিৎসা বিরহ বিশেষণেরও সার্থকতা থাকে না। এরূপ অনন্ত কারণ কল্পনা অপেক্ষা তত্তৎ সিদ্ধি কালাবচ্ছিন্ন তত্তৎ মনোযোগের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করাই লাঘব।

আর স্বক্ষণাব্যবহিতোত্তর ক্ষণোৎপত্তিক অনুমিতিক ভিন্ন (যাহার অব্যবহিত পরক্ষণে অনুমিতি অনুভব সিদ্ধ, তাহার ভিন্ন) সিদ্ধিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবত্ব রূপে কারণতা কল্পনা সম্ভবপরই নহে। যে হেতু-অনুমিতিত্বাদি কার্য্যতা বচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের উৎপত্তি, অনুমিত্যাদির কারণতার অবচ্ছেদক হয় না। (গুরু ধর্ম্মের ন্যায় কার্য্যের উৎপত্তি রূপেও জনকতা থাকে না, অন্যথা সিদ্ধি হইয়া পড়ে।) তাহা হইলে উৎপত্তি কালাবচ্ছিন্ন—অথবা স্বসমানাধিকরণ অনুমিতির পূর্ব্ব ক্ষণোৎপন্ন—সবিষয়ত্ব রূপে, কিংবা স্বসমানাধিকরণ অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তি জ্ঞানত্বরূপেও কারণতা কল্পনা করা যাইতে পারে। অথবা তত্তৎ পুরুষীয় অনুমিতির প্রতি তত্তদীয় অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণত্ব রূপেও কারণতা কল্পনা করা যাইতে পারে। যদি তাহাতে ইষ্টাপত্তি কর, তবে উপমানাদি প্রমাণ স্বীকারের কোন প্রয়োজন থাকিবে না; কারণ—সকল জ্ঞানের পূর্ব্বেই বর্ণিত অনুমিতির সামগ্রী পাওয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে, পরামর্শত্বাদিরূপে যে কারণতা ও বাধত্বাদিরূপে যে প্রতিবন্ধকতা আছে তাহাও বিলীন হইয়া পড়িবে। (যেখানে পরামর্শ নাই, এবং যেখানে বাধনিশ্চয় আছে, সে সকল স্থলেও তত্তৎ পুরুষীয় অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণত্ব না থাকায়ই অনুমিতি হইবে না, সুতরাং পরামর্শের কারণতাও বাধ নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা নিষ্প্রয়োজন।) এবং পটাদি কার্য্যের প্রতিও তন্তু, তন্তুবায় প্রভৃতির কারণতা ও অন্ধকারাদির প্রতিবন্ধকতা কল্পনা অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে; যে কালে পটের উৎপত্তি হইতেছে না, তাহার পূর্ব্বক্ষণে পটের অব্যবহিত পূর্ব্বত্ব

মন্তব্য।

নাই বলিয়াই সকল আপদের শান্তি করা যাইবে। এক্ষেত্রে ইষ্টাপত্তি করিলে পটনির্ম্মাণার্থে তন্তু প্রভৃতির ও পিপাসানিবৃত্তি কল্পে জলাদির আয়োজনেও লোকের প্রবৃত্তি হইবে না; জগৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। কারণ "পটের বা পিপাসা নিবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণের অভ্যুদয় ঘটিলে তাহারা আপনা হইতেই গজাইয়া উঠিবে, আর অভ্যুদয় না ঘটিলে সহস্র চেষ্টায়ও কেহ পট প্রস্তুত বা পিপাসা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন।" এরূপ ভাবনার ফলে লোক নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য—পটাদি কার্য্যের প্রতি তন্তুত্বাদিরূপে তন্তু প্রভৃতির কারণতা জ্ঞান থাকায়ই পটাভিলাষী পুরুষের তন্তু প্রভৃতির আয়োজনে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপারত্বে অঙ্গীকৃত পরামর্শস্থিত কারণতার অবচ্ছেদক পক্ষতা; অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ নহে। এই উক্তিও ভ্রান্তি প্রণোদিত। কারণ—অন্যান্য প্রতিবন্ধকের অভাবের ন্যায় সিষাধয়িষার বিরহ বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবও অন্বয় ব্যতিরেক বলেই হেতু হইয়াছে। স্বতন্ত্র অন্বয় ব্যতিরেক সত্ত্বেও যদি এক কারণ কারণান্তর বৃত্তি—কারণতার অবচ্ছেদক হইতে পারে, তবে ভাব কার্য্যের নিমিত্ত কারণ মাত্রই সমবায়ি কারণতার অবচ্ছেদক হইয়া যাইতে পারে।

অনুমিতির প্রতি সিদ্ধির অভাব কারণ হইলে ও দাহের প্রতি মণির অভাবের ন্যায় কার্য্য সহভাবে (কার্য্যের অধিকরণ কাল বৃত্তি হইয়া) কারণ নহে। তাহা হইলে অনুমিতির উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ফল কথা—পটাদির প্রতি তন্তু প্রভৃতি সমবায়ি কারণের, ও দাহের প্রতি মণির অভাবের কার্য্য সহভাবে অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান হয় বলিয়াই এগুলি কার্য্য সহভাবে হেতু। কারণ মাত্রে কার্য্যের সহভাবে হেতুতা কল্পনা করিলে গৌরব হয়। (কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণবৃত্তি যে অভাব তাহার অপ্রতিযোগী কারণ, আর কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণবৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগী হইয়া, কার্য্যাধিকরণ ক্ষণে কার্য্যাধিকরণবৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগী যে পদার্থ তাহার নাম কার্য্য সহভাবে কারণ।)

প্রভাকর মতাবলম্বীরা বলেন—কারণ মাত্রই কার্য্য সহভাবে হেতু ; সুতরাং বর্ণিত সিদ্ধ্যভাব রূপ পক্ষতা অনুমিতির হেতু নহে। অপিচ প্রত্যক্ষ ধারার ন্যায় অনুমিৎসা ছাড়াও পরামর্শ সহ কৃত অনুমিতি ধারা অনুভব সিদ্ধ ; ইহাতে ক্ষণ বিলম্ব হয় না। অতএব বর্ণিত পক্ষতায় অনুমিতির কারণতা কল্পনা করা যায় না। পরার্থানুমানে সিদ্ধি সিদ্ধসাধন অথবা অর্থান্তর বিধায় দোষাবহ মাত্র।

নৈয়ায়িকেরা—কার্য্য সহভাবে কারণমাত্রের হেতুতা,ও বর্ণিত অনুমিতি ধারা অঙ্গীকার করেন না ; সুতরাং তাহাদের মতে পক্ষতা কারণ। কারণমাত্রে কার্য্য সহভাবে হেতুতা অঙ্গীকার করিলে প্রবৃত্তির প্রতি কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানের (ইহা করিতে পারিব—এই জ্ঞানের) বহুবাদি সম্মত হেতুতা রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না। কারণ—"কৃতিসাধ্যত্ব ও ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞানের পরক্ষণে ইচ্ছা ও তৎপরক্ষণে প্রবৃত্তি হয়" ইহা অনুভব সিদ্ধ, জ্ঞান দ্বিক্ষণস্থায়ী, প্রবৃত্তির উৎপত্তি ক্ষণে থাকে না, সুতরাং প্রবৃত্তির প্রতি জ্ঞানের কার্য্য সহভাবে হেতুতা অসম্ভব।

প্রশ্ন।—এখানে একটা গুরুতর দোষ হইতেছে এই যে—সকল বস্তুতেই যে কোন একটা সাধ্যের সিদ্ধির বিশেষ্যত্বের অভাব থাকায় জগতের সকল পদার্থই পক্ষ হইয়া পড়িতেছে। তাহা হইলে কথিত সিদ্ধির বিশেষ্যত্বাভাব পক্ষের লক্ষণ হইলনা। কারণ, যাহা দ্বারা যে বস্তুতে নিজের ইতরের ভেদ সাধন করা যায়, (এই পদার্থ এইরূপ, অন্যরূপ নহে,—এই অনুমিতির হেতু যে পদার্থ হয়) তাহার তাহা লক্ষণ। জগতের সকল পদার্থই যদি কোন না কোন সাধ্যের পক্ষ হয়, তবে পক্ষের ইতর না থাকায়ই ইতরভেদানুমিতির সম্ভব থাকে না। সুতরাং সিষাধয়িষাবিরহ সহকৃত সিদ্ধির বিশেষ্যত্বের অভাব পক্ষের লক্ষণ হইল না।

উত্তর।—কথিত সিদ্ধির বিশেষ্যত্বাভাব পক্ষের লক্ষণ নহে। কিন্তু পক্ষ পদের প্রবৃত্তি নিমিত্ত (শক্যতাবচ্ছেদক)। যে শব্দ প্রতিপাদ্য বস্তুর যে রূপে উপস্থিতি (জ্ঞান) হয়, সেই রূপই (ধর্ম্মই) তাহার প্রবৃত্তি নিমিত্ত। যথা নর শব্দ প্রয়োগে নরত্ব রূপে মানুষের উপস্থিতি হয়, অতএব নরত্বই নর শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্ত। প্রকৃত স্থলেও পক্ষ বলিতে সিষাধয়িষার বিরহ সহকৃত সিদ্ধির বিশেষ্যত্বাভাব বিশিষ্ট ধর্ম্মীকে (পর্ব্বতাদিকে) উপস্থিত করে। অর্থাৎ পর্ব্বতাদি ধর্ম্মিক সিষাধয়িষাবিরহ বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব আছে বলিয়া বুঝা যায়। (২৫)

৬। পরামর্শ।

অনুমিতি লক্ষণের প্রসঙ্গে ব্যাপ্তির লক্ষণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় ও পক্ষের লক্ষণ বলা হইল। কথিত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর কথিত পক্ষ বৃত্তিত্বজ্ঞানই, ("ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুমান্ পক্ষ, ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু পক্ষে আছে" এইরূপ জ্ঞানই) অনুমিতির সাক্ষাৎ কারণ। ইহার নাম পরামর্শ। (ইহাই করণের ব্যাপার) মীমাংসকগণ বলেন,—ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক গভীর গর্জ্জনত্বাদি রূপে গভীর গর্জ্জনাদি-স্থিত মেঘাদির ব্যাপ্তির স্মরণ ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান, (গভীর গর্জ্জনে আকাশ বৃত্তিত্ব জ্ঞান, আকাশে গভীর গর্জ্জন হইতেছে এইরূপ জ্ঞান) স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতির কারণ। এই নিয়মে কারণতা কল্পনার ফলে "মেঘের ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন" ও "আকাশে গভীর গর্জ্জন হইতেছে" এই দুইটী জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হইলেও অনুমিতি হইবে। এবং "মেঘের ব্যাপ্য—ঘনগর্জ্জন আকাশে হইতেছে" এইরূপ একটি জ্ঞান থাকিলেও অনুমিতি হইবে। শেষোক্ত একটি জ্ঞানেও পূর্ব্বোক্ত উভয় কারণতা আছে। যাহারা বিশিষ্ট পরামর্শই (ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুমান্ পক্ষ—এই জ্ঞানই) কারণ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাদের মতে ও বিশিষ্ট পরামর্শ সম্পাদনের জন্য এই উভয় জ্ঞান অনুমিতির পূর্ব্বে রাখিতে হইবে। কারণ—বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি (বিশিষ্টের সম্বন্ধাবগাহি) বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক রূপে বিশেষণের নিশ্চয় কারণ। (ইহা অনুমিতির লক্ষণে বিবেচ্য) তাহা হইলে অবশ্যকল্প্য পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানদ্বয় দ্বারা অনুমিতি হইয়া যাইবে, এ অবস্থায় স্বতন্ত্র বিশিষ্ট পরামর্শ কল্পনা করা নিস্প্রয়োজন।

এখানে "গভীর-গর্জ্জন শ্রবণের পর মেঘের ব্যাপ্তি স্মরণ হইবে, তৎপরে মেঘব্যাপ্য গভীর-গর্জ্জন আকাশে হইতেছে-এইরূপ-বিশিষ্ট পরামর্শই হইয়া যাইবে; যে হেতু—তাহার কারণ কলাপ বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং তৎপর ক্ষণেই অনুমিতি হইবে, এঅবস্থায় বিশিষ্ট পরামর্শের কারণতা স্বীকার না করিলে কোন লাভ নাই" একথা বলা যায় না। কারণ, প্রত্যক্ষ সামগ্রী অপেক্ষা অনুমিতির সামগ্রী বলবৎ, সুতরাং এস্থলে বিশিষ্ট পরামর্শ না হইয়া অনুমিতিই হইয়া যাইবে। অনুমিতি সামগ্রীর বলবত্তা স্বীকার না করিলে বিশিষ্ট পরামর্শের পরক্ষণে অনুমিতিকে বাধাদিয়া অন্য পরামর্শ অথবা পরামর্শের অনুব্যবসায় (মেঘ

ব্যাপ্য গভীরগর্জ্জন আকাশে হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে, এইরূপ পরামর্শের প্রত্যক্ষ) হইয়া যাইতে পারে।

ইহার উপরেও প্রশ্ন হইতে পারে, যে স্থলে যে পুরুষের "বহ্নি ব্যাপ্য ধূম" এইরূপ স্মরণ কালে গৃহ হইতে বহির্গত ধূমের সহিত—ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইয়াছে, সে স্থলে তৎপরক্ষণেই "বহ্নি ব্যাপ্য ধূম গৃহবৃত্তি" এরূপ বিশিষ্ট পরামর্শ হইয়া যাইবে। এবং যে স্থলে "মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন আকাশে শুনা যাইতেছে" এরূপ শব্দ শ্রবণে শব্দানুযায়ী বিশিষ্ট পরামর্শ হইয়া যাইবে। সেখানে লাঘবতঃই বিশিষ্ট পরামর্শের হেতুতা কল্পনা করা সমীচীন। সুতরাং অন্যত্রও বিশিষ্ট পরামর্শের কারণতা স্বীকার করিলেই চলে, এ অবস্থায় কারণতা দ্বয় কল্পনা অসঙ্গত।

এই প্রশ্নও অকিঞ্চিৎকর। কারণ—তাহা হইলে যেখানে হেতুর সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ নাই, অথবা হেতু অতীন্দ্রিয় সেখানে প্রত্যক্ষাত্মক বিশিষ্ট পরামর্শের কারণ না থাকায় পরামর্শাভাব নিবন্ধন অনুমিতি হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য—সেখানেও মীমাংসক সম্মত কারণদ্বয়ের সম্ভব আছে। কথিত স্থলে অনুমিত্যাত্মক পরামর্শ সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা হইয়া পড়িবে। কারণ, অনুমিত্যাত্মক পরামর্শ করিতে গেলে তাহার কারণ পরম্পরা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে, তাহার নির্ণয় করা অসম্ভব।

বিশিষ্ট পরামর্শের কারণতা বাদী ইহার উপরেও বলিতে পারেন যে, যেমন "গঙ্গেশের গ্রন্থ দর্শনে সামান্যভাবে তাহার জ্ঞান হওয়ার পরে, সেই গঙ্গেশ দীর্ঘকায়, কি হ্রস্বকায় ছিলেন ? গৌরবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন ? ইত্যাদি সংশয়, বাহ্য বিষয়ে অস্বতন্ত্র মন দ্বারাই (বাহ্য রূপাদি বিশিষ্ট কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ান্তরের সাহায্য ছাড়া [স্বতন্ত্রভাবে] গ্রহণ করিবার সামর্থ্য মনের নাই) সম্পন্ন হয়। এবং অনুমান দ্বারা পরমাণু নির্ণীত হইলে পরমাণুতে রূপ আছে কি না ? সন্দেহ হয়। অপিচ নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না থাকিলেও রূপাদিমৎ বাহ্য বস্তুর স্বপ্নানুভব (জ্ঞান) হয়। সেইরূপ জ্ঞানান্তর দ্বারা উপনীত ইন্দ্রিয়াসম্বদ্ধ, অথবা অতীন্দ্রিয় হেতুকে বিষয় করিয়াও ব্যাপ্তি স্মরণ সহকৃত মন দ্বারাই বিশিষ্ট পরামর্শ হইতে পারে"। ইহাও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা হইলে ব্যাপ্তি স্মরণও একটা (বাহ্য) প্রমাণ হইয়া পড়ে। যে কারণ মনের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর

যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহারই নাম বাহ্য প্রমাণ, যথা চক্ষু। চক্ষু মনকে সহকারী করিয়াই বাহ্য বস্তুর যথার্থ জ্ঞান জন্মায়। পূর্ব্বোক্ত সংশয় ও স্বপ্ন প্রমা (যথার্থ) জ্ঞান নহে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান বা নিদ্রা প্রমাণ হইল না। এই গেল মীমাংসকদের কথা।

সিদ্ধান্ত বাদি নৈয়ায়িকেরা বিশিষ্ট পরামর্শেরই কারণতা স্বীকার করেন, তাহারা মীমাংসক প্রদর্শিত দোষ রাশিরও যথাযথভাবে পরিহার করিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, যেখানে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক রূপের (ধর্ম্মের) নিশ্চয় নাই, কিন্তু পক্ষে সাধ্য ব্যাপ্যের নিশ্চয় আছে, সেখানেও অনুমিতি হইয়া থাকে। যথা—"এই গৃহ হইতে বহির্গমনশীল বস্তুটা ধূম, অথবা আলোক, যাহাই হউক (ধূম হউক অথবা আলোক হউক) বহ্নির ব্যাপ্য। (এই জ্ঞানই "বহ্নি ব্যাপ্য গৃহবৃত্তি" এইরূপ বিশিষ্ট পরামর্শ) এই জ্ঞানের পরে গৃহে অগ্নির অনুমিতি অনুভব সিদ্ধ। মীমাংসক মতে এই অনুমিতির কারণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক (ধূমত্ব অথবা আলোকত্ব) রূপে ব্যাপ্তির নিশ্চয় নাই। বিশিষ্ট পরামর্শের কারণতা বাদীদের মতে এখানেও "সাধ্য ব্যাপ্য পক্ষবৃত্তি" এইরূপ নিশ্চয় বলে অনুমিতি হইবে। এক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানই বিশিষ্ট পরামর্শ হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশিষ্ট পরামর্শের সংঘটন কিরূপে হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয় হেতু স্থলে প্রত্যক্ষ পরামর্শ সর্ব্বথা অসম্ভব। এবং ধূমাদি হেতু স্থলেও প্রত্যক্ষাত্মক পরামর্শ সম্ভাবনীয় নহে। কারণ, সেস্থলে ধূম ও পক্ষের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু সাধ্যাদির সহিত নাই। অপিচ অন্ধকারে মেঘের সহিত চক্ষুঃ সম্বন্ধ না থাকায় "মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন আকাশে হইতেছে" এইরূপ প্রত্যক্ষ পরামর্শ কিরূপে হইবে। বিশেষতঃ মেঘ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, ও গভীর গর্জ্জন চক্ষুগ্রাহ্য নহে। অতএব চাক্ষুষ, কি শ্রাবণ, কোন প্রকারের প্রত্যক্ষ পরামর্শ হওয়াই এস্থলে সম্ভাবনীয় নহে।

উত্তর। জ্ঞানের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞান যে সকল পদার্থকে বিষয় করে, (স্থলে বিশেষে) তৎপরোৎপন্ন জ্ঞানে সেই সকল পদার্থের ভান হইয়া থাকে। এই ভানের নাম উপনীত ভান। অন্য দ্বারা (অন্য জ্ঞান দ্বারা) আনীত হইয়া জ্ঞানে ভাসমান হয় বলিয়া ইহাকে উপনীত ভান বলে।

যে পুরুষ এক দিন দিনের বেলায় গভীর গর্জ্জন শুনিয়া ও মেঘ দেখিয়া

মেঘের সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তির গভীর গর্জ্জনে অনুভব করিয়াছেন। তাহার সেই ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য একটা সংস্কার আছে। অন্ধকার গৃহে থাকিয়া সেইরূপ গর্জ্জন শ্রবণে তাহার পূর্ব্বানুভূত ব্যাপ্তি স্মৃতি পথে উদিত হইলে "মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন আকাশে হইতেছে" এইরূপ বিশিষ্ট পরামর্শ হয়। এবং যে ব্যক্তি মহানসে বহ্নি ও ধূমের সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, চত্বরাদিতে ধূম দর্শনে পূর্ব্বানুভূত সেই ব্যাপ্তি তাহার স্মৃতিতে ভাসমান হইলে, চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট ধূমে অগ্নির চাক্ষুষ ব্যাপ্তির জ্ঞান হইয়া যায়। এই জ্ঞানের আকার হইবে "বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম চত্বরে আছে" এইরূপ। ইহারই নাম বিশিষ্ট পরামর্শ। বহ্নির সহিত চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ না থাকিলেও চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট-গৃহোত্থিত-ধূমের জ্ঞানে পূর্ব্বোৎপন্ন স্মৃতি দ্বারা উপনীত হইয়া বহ্নি ও তৎসামানাধিকরণ্য ভাসমান হইয়াছে। বলা বাহুল্য—পূর্ব্বে মহানসাদিতে বহ্নির যে ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ হইয়াছিল চত্বরস্থ ধূমেও সেই ব্যাপ্তিই আছে। এই পরামর্শের বিষয়তা অগ্নিতে থাকিলেও তাহা অলৌকিক। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে অগ্নিতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নাই, সম্বন্ধ হইয়াছে জ্ঞান দ্বারা, জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ অলৌকিক। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা অগ্নি দেখিলে, অগ্নি দেখিতেছি অনুব্যবসায় হয়। জ্ঞানলক্ষণা বলে প্রত্যক্ষ হইলে তাহা হয় না। এজন্যই জ্ঞান লক্ষণাকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হইয়াছে। কথিত পরামর্শের নামই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান; এই জ্ঞান অনুমিতির কারণ।

কেহ কেহ বলেন—যে—অনুমিতির প্রতি পরামর্শ মাত্র হেতু নহে, হেতু হইয়াছে লিঙ্গ পরামর্শ; এরূপ হইলে লিঙ্গও অনুমিতি হেতু হইল। কারণ, যে হেতুদ্বারা বিশিষ্টে কারণতা গ্রহ হয় কোন বাধক না থাকিলে সেই হেতুই বিশেষণের ও কারণতার গ্রাহক হয়। একথা বলা যায় না যে "অবশ্য কল্পনীয় পরামর্শ দ্বারা লিঙ্গ অন্যথা সিদ্ধ হইয়া যাইবে" যেহেতু—ব্যাপার দ্বারা করণ অন্যথা সিদ্ধ হয় না। তাহা হইলে প্রত্যক্ষের প্রতিও ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কারণ, আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অন্যথা সিদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। আরও একটা কথা এই যে—"গভীর গর্জ্জন হইতেছে, আকাশে মেঘ হইয়াছে" ইত্যাদি অনুমিতি গর্জ্জন কালীন মেঘকে অবগাহন করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং এই অনুমিতি জ্ঞায়মান বিশেষণ (জ্ঞান বিষয়তাপন্ন গর্জ্জন) জন্য; যে হেতু—শাব্দ

বোধ ভিন্ন বিশিষ্ট জ্ঞান, যথা—"কৃপাণি পুরুষের প্রত্যক্ষ" লিঙ্গ কারণ না হইলে গভীর গর্জ্জন সমান কালীন মেঘের অনুমিতি হইত না। কারণ—কোন সময় বিশেষ অন্তর্ভাবে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় নাই।

এই মত সমীচীন নহে;—কারণ—অতীত ও অনাগত হেতুর জ্ঞান বলেও অনুমিতি হইয়া থাকে। (যেখানে অতীত দিনে একটা সুললিত শব্দ শ্রুতি গোচর হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু সেই শব্দটা কিসের তাহা তখন বুঝা যায় নাই, যদি তাহার পরদিনে কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনা যায় যে—"এরূপ শ্রুতি মধুর ধ্বনি রাজকীয় জল যানের" তবে রাজকীয় জল যানের ব্যাপ্য অতীত শব্দের জ্ঞান বলে অতীতদিনে রাজকীয় জলযানের আগমনের অনুমিতি [তৎপর দিনে] হইবে। আর যদি নিশ্চিতরূপে জানা থাকে যে—"রাজকীয় যান রাজার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, রাজা না গেলে কখনও কুত্রাপি যাইতে পারে না, অথবা গেলেও এরূপ শ্রবণোল্লাস কর ধ্বনি করে না" তবে—ঐ মধুর ধ্বনির জ্ঞান বলে "রাজা আসিয়াছিলেন" এরূপ অনুমিতিও হইবে।) অতীত হেতুতে বর্ত্তমান অনুমিতির পূর্ব্ববর্ত্তিতা এবং কোন ব্যাপার নাই।

যদি বল যে—"অতীত শব্দাদি স্থলে তদীয় ধ্বংস, আর অনাগত স্থলে তদীয় প্রাগভাবই করণ।" তবে যেখানে অতীত ও ভাবি-দিনে হেতুর বিদ্যমানতার নির্ণয়ও বর্ত্তমান দিনে হেতুর অস্তিত্বেরসংশয় আছে, সেখানে অনুমিতি হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ—এক্ষেত্রে বর্ত্তমান দিনে হেতুর ধ্বংসের বা প্রাগভাবের ও নিশ্চয় নাই; সংশয় আছে। বলা বাহুল্য—হেতুর সন্দেহ থাকিলে অনুমিতি হয় না। বলিতে পার যে "শব্দাদি (হেতু,) তদীয় ধ্বংস, তদীয় প্রাগভাব এই তিনটিকে অন্যতমত্বরূপে হেতু করিলে কোন দোষ থাকিবে না" তাহা হইলে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়িল। অপিচ অন্যতমত্বরূপে শব্দাদি হেতুর জ্ঞান না থাকিলে ও অনুমিতি হইয়া থাকে, সুতরাং অন্যতমত্বরূপে কারণতা কল্পনা হয় না। আরও একটা কথা এই যে, যেখানে ধূম নাই, ধূলী পটল দেখিয়া ধূমের ভ্রম হইয়াছে, সেখানেও যে আগ্নর অনুমিতি হয়, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং অনুমিতি মাত্রের প্রতি লিঙ্গের হেতুতা কল্পনা সম্ভবপর নহে। একথাও বলা যায় না যে—"যথার্থ অনুমিতির প্রতি লিঙ্গ হেতু, আর অনুমিতির প্রতি পরামর্শ হেতু" (এরূপ হইলে ভ্রমাত্মক পরামর্শ

বলে অযথার্থ অনুমিতি হইবে) কারণ—অনুমিতি বিশেষের প্রতি পরামর্শ বিশেষের হেতুতা অঙ্গীকার্য্য হইলে অনুমিতি সামান্তের প্রতি পরামর্শ সামান্তের হেতুতা অখণ্ডনীয়। যে হেতু—যে জাতীয় কার্য্য বিশেষের প্রতি যে জাতীয় পদার্থ বিশেষ হেতু হয়, সেই জাতীয় কার্য্য সামান্তের প্রতি সেইজাতীয় বস্তু সামান্তের হেতুতা এড়াইবার উপায় নাই। এরূপ হইলে-পরামর্শের যথার্থতাও অযথার্থতা দ্বারাই অনুমিতির যথার্থতা ও অযথার্থতার নির্দ্ধারণের সম্ভব আছে এঅবস্থায় যথার্থ অনুমিতির প্রতি লিঙ্গের হেতুতা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

একথার উপরেও বলিতে পার যে—'লিঙ্গ বিদ্যমান থাকিলে পরামর্শ যথার্থ হয়, আর পরামর্শ যথার্থ হইলেই অনুমিতি যথার্থ হয়, সুতরাং মুখে স্বীকার না করিলেও যথার্থ অনুমিতির প্রতি লিঙ্গের হেতুতা আসিয়া পড়িতেছে। একথাও সঙ্গত নহে। কারণ—অতীত কালবৃত্তি বা ভবিষ্যৎ কালবৃত্তি (বর্ত্তমান কালে অবৃত্তি) হেতুর জ্ঞান বলেও যথার্থ পরামর্শের সম্ভব আছে। কাজেই অনুমিতির প্রমাত্বের অনুরোধে তৎপূর্ব্ব সময়ে লিঙ্গের বিদ্যমানতা আবশ্যক নহে। অনুমিতির বিষয়তাপন্ন বহ্ন্যাদি সাধ্যে যে ধূমাদি হেতুর সমান কালীনত্বের ভান হয়, তাহা "যেখানে যে কালে ধূমের সত্তা সেখানে সেই কালে বহ্নির সত্তা"৲ ইত্যাদি ব্যাপ্তি বুদ্ধির আনুকূল্যে। অথবা পক্ষধর্ম্মতা বলেও হেতুর সমান কালীন সাধ্যের সিদ্ধি হইতে পারে।

অতএব পরামৃশ্য মান লিঙ্গ কারণ নহে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ পরামর্শই অনুমিতির কারণ, আর পরামর্শ জন্য জ্ঞানই (অর্থাৎ পরামর্শের অনু—পশ্চাৎ উৎপদ্যমান জ্ঞানই) অনুমিতি।

৭। অনুমিতি লক্ষণের ব্যাখ্যা।

এখন পূর্ব্বোক্ত অনুমিতি লক্ষণের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যথা—ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান—ব্যাপ্তি প্রকারক যে পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান—"ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু ও পক্ষের সম্বন্ধ জ্ঞান, (ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু পক্ষে আছে, অথবা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুমান্ পক্ষ," এইরূপ জ্ঞান) এই জ্ঞান জন্য (এই জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন) জ্ঞানের নাম অনুমিতি। ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পদের সহিত পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান পদের কর্ম্মধারয় সমাস; ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পদের ব্যাপ্তি প্রকারক জ্ঞানে

লক্ষণা। কর্ম্মধারয় সমাসে পূর্ব্বপদের লক্ষণা সর্ব্বত্রই স্বীকার্য্য, সুতরাং লক্ষণা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত অর্থ লাভ হইয়াছে। (২৬)

মন্তব্য।

(২৬) এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—পূর্ব্বে ত অনেক প্রকার ব্যাপ্তিরই আলোচনা করা হইয়াছে, এখানে তাহার কোন ব্যাপ্তি ধরিতে হইবে। যে কোন একটি ব্যাপ্তি ধরিলে অন্যবিধ ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য অনুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইবে না। আর সকল প্রকার ব্যাপ্তি ধরিলেও লাভ নাই, কারণ, কোন অনুমিতির পূর্ব্বেই সকল প্রকার ব্যাপ্তির জ্ঞান থাকে না।

উত্তর। ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধিত্বরূপে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি জ্ঞানকে (ব্যাপ্তি প্রকারক জ্ঞানকে) অনুগত (একরূপে গ্রহণ) করিয়া নিলেই কোন দোষ থাকিবে না। যে হেতু, সকল প্রকার ব্যাপ্তির জ্ঞানই ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধী। সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বের নাম ব্যভিচার। "হেতু সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাববান্, অথবা হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাব আছে" এইরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান থাকিলে "হেতু সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তি" (বৃত্তিত্ববান্) এইরূপ ব্যভিচার জ্ঞান হইবে না। এবং "সাধ্যাধিকরণের অন্যাবৃত্তি হেতু" এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও কথিত ব্যভিচার জ্ঞান হইবে না। সুতরাং এই দুই প্রকার ব্যাপ্তি জ্ঞানে সহজেই ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধিতা উপলব্ধি হয়। হেতু-ব্যাপক সাধ্য সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তির জ্ঞানেও কথিত ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধিতা আছে। কারণ, "হেতু সমানাধিকরণ অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য" এইরূপ—হেতুর ব্যাপকতা জ্ঞান হইলে বুঝা গেল "যে যে স্থানে হেতু-আছে সেই সকল স্থানেই সাধ্য আছে"; সুতরাং হেতু সাধ্যাভাবাধি করণ বৃত্তি নহে; তাহা হইলে হেতুর সকল অধিকরণে, সাধ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত।

এখানে আরও একটা কথা আলোচ্য এই যে,—পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার জ্ঞানের বিশেষ্য হেতু ও বিশেষণ সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব, আর ব্যাপক সামানাধিকরণ্য-ব্যাপ্তির ঘটক ব্যাপকতা জ্ঞানের বিশেষ্য সাধ্য, এবং বিশেষণ হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিত্বাভাব। এই উভয় জ্ঞানের বিষয় পদার্থ স্বতন্ত্র, এবং বিশেষ্য বিশেষণ ভাবও স্বতন্ত্র, এ অবস্থায় ইহাদের বিরোধিতা কিরূপে সম্ভবে?

মন্তব্য।

উত্তর। জ্ঞান সমানাকারক না হইলেও (জ্ঞানের বিশেষ্য বিশেষণ ব্যতিক্রম থাকিলেও) তুল্যবিত্তি বেদ্যত্ব (স্বগ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্যত্ব) ভাবে বিরোধি পদার্থের জ্ঞান হওয়ায় (যে সকল কারণ থাকিলে হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাবের জ্ঞান হয়, সেই সকল কারণেই সাধ্যে হেতু সমানাধিকরণ অভাবের অপ্রতিযোগিত্বের জ্ঞান হইয়া যায়) ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব (একটি প্রতিবধ্য অপরটি প্রতিবন্ধক হওয়া) সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যে সকল কারণ থাকিলে "হেতু সাধ্যাভাবাধিকরণাবৃত্তি—জ্ঞান হয়, সেই সকল কারণেই "সাধ্য হেতুসমানাধিকরণ অভাবের অপ্রতিযোগী" জ্ঞান হয়, সুতরাং সাধ্যে, হেতু সমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব জ্ঞান কালে হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাবের জ্ঞান হইয়া গিয়াছে, কাজেই "সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিহেতু" এই ব্যভিচার জ্ঞান তাহার প্রতিবধ্য হইল।

এই কথাটা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যাইতেছে—যথা "দ্রৌপদী কুন্তীর স্নুষা" এই জ্ঞান থাকিলে "কুন্তী দ্রৌপদীর শ্বশ্রূ নহেন" জ্ঞান হয় না। ইহাতে বুঝা গেল "দ্রৌপদী কুন্তীর স্নুষা" জ্ঞানে কুন্তীতে দ্রৌপদীর শ্বশ্রূত্ব ভান (কুন্তী দ্রৌপদীর শ্বশ্রূ-জ্ঞানও) হইয়াছে। অন্যথা ইহা অসম্ভব হইত, অথবা স্নুষা শব্দের অর্থ জ্ঞান রহিত ব্যক্তির প্রতিও কথিত জ্ঞানের প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাব থাকিত।

এবং "সাধ্যাভাবব্যাপকাভাব প্রতিযোগী হেতু" এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞানও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কথিত ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধী হইয়াছে। যথা—কথিত ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা বুঝা গেল—যে যে অধিকরণে সাধ্যের অভাব আছে, তত্তাবৎ স্থলেই হেত্বভাব আছে। অন্যথা হেতুর অভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপক হইত না। সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণে হেতুর অভাব জ্ঞাত হইলে, হেতুতে যে সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাব আছে, ইহা বুঝিবার বাকী রহিল না। এইরূপ অনুভবেই সর্ব্বপ্রকার ব্যাপ্তি জ্ঞানে ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। (কেহ কেহ অন্য প্রকার ব্যভিচারও স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থ গৌরব ভয়ে তাহার অবতারণা করা গেল না।

"মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন গগণে হইতেছে" এই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান দ্বারা "আকাশে মেঘ আছে" অনুমিতি হইয়া থাকে। অতএব অনুমিতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল। "মেঘের ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন" এই ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য অনুব্যবসায়ে ("গভীর গর্জ্জন মেঘের ব্যাপ্য বলিয়া জানি" এইরূপ জ্ঞানে) অতি ব্যাপ্তি বারণের জন্য পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য বলা হইয়াছে। এবং "আকাশে গভীর গর্জ্জন হইতেছে" এই জ্ঞানের অনুব্যবসায়ে, অতি ব্যাপ্তি নিরাস মানসে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট জ্ঞান জন্য বলা হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটি পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য নহে ও দ্বিতীয়টি ব্যাপ্তি বিশিষ্ট জ্ঞান জন্য হয় নাই। (২৭)

মন্তব্য।

(২৭) যে জ্ঞান ও তাহার বিষয়ীভূত পদার্থ নিচয়কে বিষয় করিয়া যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সেই জ্ঞানের অনু ব্যবসায় বলে। অনু পশ্চাৎ, ব্যবসায়ের আলোচনার নাম অনুব্যবসায়। আপনার শরীরের সহিত আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে আপনার শরীর দেখিতে পাই, এই দেখার (প্রত্যক্ষের) বিষয় আপনার শরীর ও তত্রত্য-রূপাদি। আর "আপনার শরীর দেখিতেছি" জ্ঞানের বিষয় পূর্ব্বোক্ত শরীরাদি এবং আমার দর্শন প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান আমার দর্শনকে আকর্ষণ করে নাই। কিন্তু আপনার শরীরকে উভয় জ্ঞানই বিষয় করিয়াছে। প্রথম জ্ঞানে আপনার শরীর ব্যবসীয়মান (নিশ্চিত) হওয়ার পর দ্বিতীয় জ্ঞান দ্বারা পুনশ্চ ব্যবসীয়মান হওয়ায় ইহাকে অনুব্যবসায় বলা যায়। এই জ্ঞানটা চাক্ষুষ নহে, মানস; কারণ জ্ঞানের (দেখার) সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ নাই। (আমি আপনার শরীর দেখিতেছি" ইহা মনে মনে বুঝিলাম।) অতএব "মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন" এই ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য "মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন শুনিতেছি" অনুব্যবসায়ে; ও গভীর গর্জ্জন শ্রবণের পর "আকাশে গভীর গর্জ্জন শুনিতেছি" এই অনুব্যবসায়ে অতি ব্যাপ্তি হইয়াছিল।

ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য বলিলেও "মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন আকাশে শুনিতেছি" এই "ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য অনুব্যবসায়ে" অতি ব্যাপ্তি বারণ হয় নাই। এই প্রশ্ন রহিয়া গেল, ইহার উত্তর পরে প্রকটিত হইবে। (২৭)

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে—এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও "পশুত্ব ব্যাপ্য গোত্ববৎ সদৃশ গবয় (গবয় পদ বাচ্য) ইত্যাকারক অতিদেশ বাক্যের (প্রবীণ পুরুষের বাক্যের) অর্থ স্মরণ জন্য "এইটি গবয়" এই উপমিতিতে অতি ব্যাপ্তি হইতেছে। (২৮)

মন্তব্য।

(২৮) যিনি কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছেন, "গরুর মত যে জন্তু তাহার নাম গবয়" অতঃপর কলিকাতার পশু শালায় বা অরণ্যে তাদৃশ একটা জন্তু চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হইলে, প্রথমতঃ (দ্রষ্টার) এইটি গরুর মত—এরূপ একটা সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, তৎপর পূর্ব্বোক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, (এক পদার্থের জ্ঞান হইলে তাহার সম্বন্ধী অন্য পদার্থের স্মরণ হয়, ইহা অনুভব-সিদ্ধ) "এইটি গবয় (গবয় পদ বাচ্য) এইরূপ একটা জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জ্ঞানের নাম উপমিতি। এখানে গবয় পদ বাচ্যত্বের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বা ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি না থাকায় এই জ্ঞানটাকে প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি বলা যায় না। ইহার করণ দ্রষ্টার সাদৃশ্য জ্ঞান ("এইটি গরুর মত" এই জ্ঞান) আর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যের অর্থের স্মরণ-ব্যাপার। সাদৃশ্য জ্ঞান জন্য বলিয়াই ইহাকে উপমিতি বলা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শন মতে শব্দ ও উপমানের পৃথক্ প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই। তাহারা শব্দ ও উপমান স্থলে ব্যাপ্তি জ্ঞানাদির কল্পনা ক্রমে অনুমান করিয়া থাকেন।

বৈশেষিক দর্শন মতাবলম্বীরা বলেন, গবয় পদ, (অতিদেশ বাক্যস্থ অর্থাৎ প্রাগুক্ত প্রবীণ পুরুষের বাক্যান্তর্গত গবয় পদ) সপ্রবৃত্তি নিমিত্তক; (ইহার একটা শক্যতাবচ্ছেদক আছে) যেহেতু—সাধু পদ। (বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য) এই অনুমান দ্বারাই গবয়ত্ব প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বের সিদ্ধি হইবে। কারণ, এখানে গো সাদৃশ্য ও গবয়ত্ব জাতি প্রত্যক্ষতঃ উপস্থিত, "তন্মধ্যে সাদৃশ্য গুরু ধর্ম্ম, তদপেক্ষা গবয়ত্ব জাতিতে প্রবৃত্তি নিমিত্তত্ব কল্পনা করাই লাঘব" এই লাঘব জ্ঞান সহকৃত "সপ্রবৃত্তি নিমিত্তত্বের ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারা "গবয়ত্ব প্রবৃত্তি নিমিত্তত্বের অনুমিতি হইবে। কারণ, লাঘব জ্ঞান বা ইতর বাধ নিশ্চয় থাকিলে ব্যাপকতারঅনবচ্ছেদকরূপে অনুমিতি হয়। অথবা "গবয় পদ, (পক্ষ) গবয়ত্ব প্রবৃত্তি নিমিত্তক, (সাধ্য) যেহেতু অন্য

উত্তর। অনুমিতির কারণতা ও উপমিতির কারণতা একরূপে হইলে অতি ব্যাপ্তি হইত, কিন্তু উভয় কারণতার স্বাতন্ত্র্য হেতুক অতি ব্যাপ্তি হইবে না। অনুমিতির কারণতা কিরূপে তাহা দেখান যাইতেছে। হেতুর অধিকরণ বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগি সাধ্যাধিকরণ বৃত্তি হেতুমান্ পক্ষ" এইরূপ নিশ্চয় থাকিলেই অনুমিতি হয়, কিন্তু সংশয় থাকিলে হয় না। এই জ্ঞানে হেতু, অধিকরণ, বৃত্তিত্ব, অভাব, প্রতিযোগিত্ব, অভাব, সাধ্য, অধিকরণ, বৃত্তিত্ব, হেতু, পক্ষ, আপাততঃ এই কয়টি পদার্থ পড়িয়াছে। এই পদার্থগুলি যথাক্রমে বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন হইয়া যে নিশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয়ত্ব রূপে যাহার কারণতা তাহার নাম অনুমিতি। (২৯)

মন্তব্য।

কোন শক্যতাবচ্ছেদক নাই, অথচ সপ্রবৃত্তি নিমিত্তক ; এই ব্যতিরেকী-হেতু দ্বারা ও গবয়ত্ব প্রবৃত্তি নিমিত্তকত্ব সাধন করা যাইতে পারে।

এবং শব্দ স্থলে "যে সর্ব্বদা সত্য কথা বলে সে সুখী হয়" " তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি" ইত্যাদি লৌকিক ও বৈদিক পদ কদম্ব স্মারিত পদার্থনিচয়, (পক্ষ) পরস্পর সংসর্গশীল, যেহেতু-আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদিমৎ পদ জন্য স্মৃতির বিষয়" এই অনুমান দ্বারা, অথবা পূর্ব্বোক্ত পদ নিচয় পক্ষ, স্মৃতির বিষয় পদার্থ সংসর্গ প্রমা পূর্ব্বকত্ব সাধ্য, ও আকাঙ্ক্ষাদিমৎ পদত্ব-হেতু দ্বারাও পদার্থ সংসর্গের (সত্য বাক্যে সুখ প্রযোজকত্বাদির) অনুমান করা যাইতে পারে।

নৈয়ায়িকেরা বলেন যে—পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি বোধ ব্যতিরেকেও সাদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা গবয়ত্ব প্রবৃত্তি নিমিত্তত্বের বোধ হয়, অপিচ "অশ্ব মহিষ প্রভৃতি সকল পশু অপেক্ষা কুৎসিত-দীর্ঘ গ্রীব-কণ্টকাশী-পশুর নাম উষ্ট্র" এই অতিদেশ বাক্য বলে ও তাদৃশ পশু দর্শনে উষ্ট্র পদের শক্তি জ্ঞান হয়। বিশেষতঃ বাক্য শ্রবণ মাত্রেই শব্দার্থ বোধ হয়, ইহাতে ব্যাপ্তি জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। সুতরাং উপমান ও শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে চলিবে না।

পূর্ব্বোক্ত স্থলে সাদৃশ্য জ্ঞান মধ্যে পশুত্বের ব্যাপ্তি বোধ পড়িয়াছে বলিয়াই অনুমিতি লক্ষণের অতি ব্যাপ্তি হইতেছে। (২৮)

মন্তব্য।

(২৯) কথিত পরামর্শে (ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা নিশ্চয়ে) মুখ্য বিশেষ্য পক্ষ, আর বিশেষণ হেতু, তদংশে বিশেষণ বৃত্তিত্ব, তদংশে অধিকরণ, তদংশে সাধ্য, তদংশে সাধ্যতাবচ্ছেদক, (যেরূপে সাধ্যের জ্ঞান হয়—পরামর্শে যে অপ্রতিযোগী—সাধ্য বলা হইয়াছে, সেখানে প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে, ইহা ব্যাপ্তি নিরূপণে অনুসন্ধেয়) তদংশে অবচ্ছেদ-কত্বাভাব, তদংশে অবচ্ছেদকত্ব, তদংশে প্রতিযোগিত্ব, তদংশে অভাব, তদংশে অধিকরণ, তদংশে হেতু; আর হেতুতাবচ্ছেদক কথিত হেতুর বিশেষণ হইয়াছে। কথিত পদার্থ রাশির মধ্যে একটি অপটির বিশেষ্য ও অন্যটির বিশেষণ হইয়াছে; যথা—হেতু পক্ষের বিশেষণও বৃত্তিত্বের বিশেষ্য, এবং বৃত্তিত্ব হেতুর বিশেষণ ও অধিকরণের বিশেষ্য, কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদক সর্ব্বাংশে বিশেষণ, (বিশেষণই) সে কাহারও বিশেষ্য হয় নাই। এবং পক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ্য, সে কাহারও বিশে-ষণ নহে। সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদকে কেবল বিশেষণতা, আর পক্ষে কেবল বিশেষ্যতা আছে। আর হেতু, অধিকরণ, বৃত্তিত্ব, প্রভৃতি হেতু পর্য্যন্ত পদার্থ নিচয়ে একের বিশেষ্যতা ও অপরের বিশেষণতা আছে। কাহারও মতে এই বিশেষ্যতাও বিশেষণতা বিভিন্ন পদার্থ, ইহাদের মধ্যে পরস্পর অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদক ভাব আছে, (একটি অপরটীর অবচ্ছেদ্য হয়) আর কাহারও মতে একটি মাত্র বিষয়তা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা (বিশেষ্যত্বও বিশেষণত্ব-সংজ্ঞা) প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। এস্থলে এই দ্বিতীয় মতাবলম্বনে লক্ষণের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পরামর্শে যে পদার্থ যেরূপে ভাসমান হইয়াছে, তত্রত্য প্রকারতা বা বিশেষ্যতার অচ্ছেদক সেই ধর্ম্ম। এবং যে পদার্থ যে সম্বন্ধে অন্য পদার্থে ভাস-মান হইয়াছে তত্রত্য প্রকারতার অবচ্ছেদক সেই সম্বন্ধ। কিন্তু হেতুতাবচ্ছেদক স্থিত অবচ্ছেদকতাখ্য প্রকারতার অবচ্ছেদক নাই। কারণ, জাতি বা অখণ্ডো-পাধি, (যে পদার্থকে আর বিশ্লেষ করা যায় না; যথা—প্রতিযোগিতাত্ব প্রভৃতি) উল্লিখ্যমান না হইলে স্বরূপতঃ (তাহার উপরে কোন ধর্ম্ম ভাসমান না হইলেও) জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদক জাতি বা অখণ্ডোপাধি হইলে

মন্তব্য।

তাহার উপরে কোন ধর্ম্ম ভাসিবে না। কথিত পরামর্শ প্রবিষ্ট পদার্থ গুলি পরস্পর সম্বদ্ধ, (একটিতে অপরটি সংযোগাদি সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ) এবং তাহাদের প্রকারতা বিশেষ্যতা গুলিও পরস্পর সম্বদ্ধ। ইহাদের সম্বন্ধ নিরূপিতত্ব। (এক প্রকারতা অপর প্রকারতা বা বিশেষ্যতার নিরূপিত, ও এক বিশেষ্যতা অপর বিশেষ্যতা বা প্রকারতার নিরূপিত হয়) যে পদার্থ যে পদার্থের সাক্ষাৎ বিশেষণ হয়, তাহাতে তাহার সাক্ষাৎ প্রকারতা থাকে; আর যে পদার্থ পরম্পরায় যাহার বিশেষণ হয় তাহাতে তাহার পরম্পরায় প্রকারতা থাকে।

এখন অনুমিতির লক্ষণ পরিষ্কার করা যাইতেছে। প্রথমতঃ "হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক (সাধ্যতাবচ্ছেদক) ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অধিকরণ বৃত্তি হেতুমান্ পক্ষ" এই পরামর্শের কারণতা কিরূপে তাহা বলা যাইতেছে। হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন—প্রকারতা নিরূপিত, অধিকরণত্বাবচ্ছিন্ন—প্রকারতা নিরূপিত, বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন—প্রকারতা নিরূপিত অভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত, প্রতিযোগিতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতানিরূপিত, অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন—প্রকারতা নিরূপিত, অভাবত্বাবচ্ছিন্ন·প্রকারতা নিরূপিত, সাধ্যতাবচ্ছেদক প্রকারতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্য (প্রকারতা) নিরূপিত (অথবা আধেয়ত্ব প্রকারতা নিরূপিত,) অধিকরণত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত, বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত, হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত, পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি-নিশ্চয়ত্বরূপে পরামর্শ অনুমিতির কারণ। এবং এই নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা নিরূপিত কার্য্যতা বিশিষ্ট জ্ঞানের নাম অনুমিতি। অন্যান্য ব্যাপ্তি জ্ঞান ঘটিত পরামর্শের ও তজ্জন্য অনুমিতি লক্ষণের এই নিয়মেই পরিষ্কার করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যার উপরেও দোষ আছে, তাহার অবতারণা করিয়া সমাধান করিতে গেলে গ্রন্থ অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

কথিত ব্যাপ্তি জ্ঞানে যে সকল পদার্থ যে নিয়মে বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে অনুমিতি হইবে না। এজন্যই হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন—প্রকারতা নিরূপিত অধিকরণত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা ইত্যাদি নিয়মে সকল পদার্থের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া লক্ষণ পরিষ্কার করা হইল। (২৯)

পূর্ব্বোক্ত উপমিতির কারণীভূত জ্ঞানে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুমত্তাধর্ম্মীর বিশেষণ হইয়াছে। যে সকল পদার্থ ধর্ম্মীর বিশেষণ হয় তাহাতে সংশয় থাকে না, (ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাংশে সংশয় হয় না) সুতরাং নিশ্চয়ত্বরূপে তাহার কারণতা নির্ব্বচনেরও প্রয়োজন নাই, জ্ঞানত্বরূপে কারণতা নির্ব্বচন করিলেই চলে। (সংশয় সত্ত্বে ফলোৎপত্তি হয় না বলিয়াই নিশ্চয়ত্বরূপে কারণতা কল্পনীয়) কথিত উপমিতির কারণ-জ্ঞানে পশুত্ব ব্যাপ্য গোত্ববত্তা পড়িলেও ঐ জ্ঞানে ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা না থাকায় অতি ব্যাপ্তি হইল না। (৩০)

মন্তব্য।

(৩০) জ্ঞানে একটি পাদর্থ মুখ্য বিশেষ্য ও একটি মুখ্য বিশেষণ রূপে ভাসমান হয়। বিশেষ্যাংশে যে সকল পদার্থ ভাসমান হয় তাহাদিগকে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক বা ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক বলে, আর বিশেষণাংশে যে সকল পদার্থ ভাসিত হয় তাহাদের নাম বিশেষণতাবচ্ছেদক। যথা—"স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর ঈশ্বর চন্দ্র বহু পরিশ্রমে বিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন"। এখানে মুখ্য বিশেষ্য "ঈশ্বর চন্দ্র", আর মুখ্য বিশেষণ বিদ্যা। বিদ্যাসাগর, স্বর্গীয় ইহারা যথাক্রমে ধর্ম্মীর বিশেষণ। আর বিবিধ, পরিশ্রম, বহু, ইহারা মুখ্য বিশেষণের বিশেষণ। বিশেষ্যের সাক্ষাৎ বিশেষণ "বিদ্যাসাগর" বিশেষ্যতাবচ্ছেদক, তাহার বিশেষণ "স্বর্গীয়" বিশেষ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক। এবং মুখ্য বিশেষণ-(যে পদার্থ অবচ্ছেদক না হইয়া বিশেষণ হয় তাহাকে মুখ্য বিশেষণ বলে) বিদ্যার সাক্ষাৎ বিশেষণ "বিবিধ"—বিশেষণতাবচ্ছেদক বা প্রকারতাবচ্ছেদক, তাহার বিশেষণ বহু—পরিশ্রম প্রকারতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক নামে আখ্যাত। এই নিয়মে অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতারঅবচ্ছেদক প্রভৃতির কল্পনা করিতে হইবে।

ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাংশে সংশয় হয় না। কারণ, পুস্তক রামের কিনা? এরূপ সংশয় থাকিলে "রামের পুস্তক নূতন" সেই পুস্তক বড়ই সুন্দর ইত্যাদি জ্ঞান হয় না। এবং প্রকারতাবচ্ছেদকাংশে ও সংশয় হয় না। তাহা হইলে-হস্তী শ্বেতবর্ণ কিনা? সংশয় থাকিলেও "পিল খানায় সাদা হাতী আছে" এইরূপ নিশ্চয়, অথবা "পিল খানায় সাদা হাতী আছে কি না" সংশয় হইয়া যাইত, বস্তুতঃ ইহা অনুভব সিদ্ধ নহে। মুখ্য বিশেষ্যেই মুখ্য বিশেষণের সংশয়

মন্তব্য।

হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত অতিদেশ বাক্যার্থের ব্যাপ্যাংশে-সংশয়ের সম্ভব না থাকায় নিশ্চয়ত্ব রূপে কারণতা কল্পনা নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা ঘটিত লক্ষণের অতি ব্যাপ্তির আশঙ্কা রহিল না। যে স্থলে জ্ঞানের সংশয়ত্ব নিবন্ধন কারণতা বা প্রতিবন্ধকতার ব্যাঘাত ঘটে সেখানেই নিশ্চয়ত্বরূপে নির্ব্বচন করা আবশ্যক। "পশুত্ব ব্যাপ্য—গোত্ববৎ সদৃশ, গবয় পদবাচ্য' এই অতিদেশ বাক্যস্থ ব্যাপ্যাংশ—ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক হওয়ায় তদংশে সংশয়ের সম্ভাবনা না থাকায়ই এখানে ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়ত্ব রূপে কারণতা নাই, সুতরাং ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণত্ব ঘটিত অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তিহইল না।

হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত, অধিকরণত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা ইত্যাদি নিয়মে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাক নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা নিরূপিত কার্য্যতা শালি জ্ঞানের নাম অনুমিতি, এইরূপ লক্ষণ করার ফলে আরও কয়টি আশঙ্কা পরিহৃত হইয়াছে, যথা—"দুগ্ধ বত্ব ব্যাপ্য গোত্ববতী, পীনস্তন বতী ধেনু" এইরূপ অযথার্থ পরামর্শ বলে, "দুগ্ধবতী পীন স্তনবতী ধেনু" এইরূপ যথার্থ অনুমিতি হইয়া থাকে। এখানে গোত্ব হেতুতে দুগ্ধ সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকায় (গোত্ব বৃষাদিতেও আছে কিন্তু দুগ্ধ নাই) ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু মত্তা নিশ্চয় জন্যত্বাভাব প্রযুক্ত কথিত অনুমিতিতে অব্যাপ্তি হইতেছিল। আর ভ্রম-অনুমিতিকেও লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিলে (ন্যায়দর্শনে অনুমানকে প্রমাণ অর্থাৎ প্রমিতির করণ বলা হইয়াছে, ভ্রমানুমিতি স্বীকার করিলে অনুমান অপ্রমাণ অর্থাৎ অপ্রমার করণ হইয়া পড়িল, আর স্বীকার না করিলে অতিরিক্ত অনুভূতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন অনুভূতি স্বীকার্য্য হইয়া পড়িল) " এই ঘরে আকাশ আছে" "যে হেতু, কাল আছে" ইত্যাদি স্থলীয় অনুমিতিতে অব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ-কালে আকাশের ব্যাপ্তি নাই ও গৃহে কাল নাই। (কালও আকাশ জগতে আধার, তাহাদের আধার নাই)।

কথিত নিয়মে পরিষ্কার করিলে এসকল দোষ থাকিবে না। কারণ, কালের অধিকরণ না থাকিলেও কালত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিরূপিত, অধিকরণত্বাবচ্ছিন্ন,

"ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাক নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা নিরূপিত কার্য্যতা-শালি জ্ঞানের নাম অনুমিতি।" এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে আরও কয়েকটি দোষ পরিহৃত হইয়াছে। এখানে তাহা দেখান যাইতেছে। প্রথম দোষ—"রাজ পুরুষত্ব (রাজকর্ম্মচারিত্ব) ব্যাপ্য বিজাতীয় পরিচ্ছদধারী "হরিদাস রায়" "তিনি এখানে আসিয়াছেন" এই তদ্ শব্দ ঘটিত পদজ্ঞান জন্য শাব্দবোধে অতিব্যাপ্তি। এই বাক্যের তিনি শব্দ (তদ্ শব্দ) রাজ পুরুষত্ব ব্যাপ্য বিজাতীয় পরিচ্ছদ (যে পরিচ্ছদ রাজ কর্ম্মচারী ব্যতীত কেহ ব্যবহার করিতে পারে না) ধারী হরিদাস রায়কে উপস্থিত করিয়াছে। শাব্দবোধের (শব্দ জ্ঞান জন্য জ্ঞানের) প্রতি শব্দার্থের স্মরণ কারণ। পদ জ্ঞানের পরে প্রত্যেক পদের অর্থের স্মরণ হয়, তৎপরে বিশিষ্ট বোধ (সকল শব্দার্থের পরস্পর সম্বন্ধাবগাহী মিলিত বোধ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানের শাব্দবোধ (তিনি শব্দ দ্বারা উপস্থিত) "রাজ পুরুষত্ব ব্যাপ্য বিজাতীয় পরিচ্ছদধারী হরিদাস রায়" জ্ঞানটা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান হইয়াছে সুতরাং তজ্জন্য শাব্দবোধে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্যত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তির অবকাশ ছিল। (৩১)

মন্তব্য।

বিষয়তা নিরূপিত, ও আকাশত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিরূপিত—অধিকরণত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয় অপ্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং এস্থলে ভ্রম-নিশ্চয় ধরিয়াই লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। বলা বাহুল্য—যেখানে যে বস্তু থাকেনা সেখানে তাহার ভ্রমাত্মক নিশ্চয় (ঘৃতে তৈলত্বের নিশ্চয়) হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে গোত্ব সমানাধিকরণ—অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাভাবত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিরূপিত দুগ্ধত্ব বিষয়তাশালি নিশ্চয় ধরিয়াই লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে। (৩০)

---

(৩১) যে বস্তু যে ভাবে পূর্ব্বে জ্ঞাত থাকে তদ্‌শব্দ (তিনি প্রভৃতি শব্দ) সেই বস্তুকে সেইরূপে উপস্থিত করে। "যে বিদ্যা শিক্ষা করে সে সুখে থাকে" এই বাক্যের সে—শব্দ মূর্খকে উপস্থিত করে নাই। এক বস্তুর জ্ঞান হইলে তাহার সম্বন্ধ প্রযুক্ত অন্য বস্তুর স্মরণ হয়। যদিও প্রত্যেক পদার্থেরই বহু পদার্থের সহিত সম্বন্ধ আছে, তথাপি সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা ও উদ্বোধকের বলবত্তা-প্রযুক্ত পদার্থ বিশেষেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে, প্রায়ই বহু বস্তুর উপস্থিতি

দ্বিতীয় দোষ—তরল অন্ধকারে নাতিদীর্ঘ দণ্ডায়মান পদার্থ দেখিলে "এইটি মানুষ অথবা বৃক্ষ" সন্দেহ হয়। পরে তথা হইতে পক্ষীর শব্দ শুনিয়া পক্ষীর অনুমিতি হইলে পক্ষীতে মানুষত্বাভাবের ব্যাপ্তি স্মরণ ক্রমে "মানুষত্বাভাব ব্যাপ্য পক্ষী এখানে আছে" এইরূপ ব্যাপ্যবত্ত্ব জ্ঞান (পরামর্শ) হয়, ও তৎপরে "এইটি মানুষ নহে, "বৃক্ষ" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই অনুভবেই বিপরীত

মন্তব্য।

হয় না। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। যথা—রাজ হস্তী দর্শনে কদাচিৎ রাজার এবং কদাচিং মাহুতের স্মরণ হয়, এস্থলে উদ্বোধকই নিয়ামক। যদি হাতীকে সুসজ্জিত দেখা যায় তবে রাজার, আর যদি দেখা যায় যে-আহারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তবে মাহুতের স্মরণ হওয়ারই সম্ভব। কে কোথায় উদ্বোধক হইবে এবং কোন উদ্বোধক প্রবল হইবে তাহার নিশ্চয় করা সুকঠিন।

শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ তাহা অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ, বাল্যকালে যখন ভাষা শিক্ষা করা হয়, তখন শব্দ ও অর্থ একই বস্তু বলিয়া বুঝা যায়। যথা—"ঘোড়া যাইতেছে" শব্দ শুনিয়া প্রত্যক্ষদর্শী বালক সম্মুখীন দ্রুতগামী চতুষ্পদ জন্তু ও "ঘোড়া-শব্দ" এই দুইটি বস্তুকে আপাততঃ এক বলিয়া ধরিয়া লয়, (দ্রুতগামী জন্তু ও ঘোড়া শব্দ এই উভয় একই পদার্থ বলিয়া বুঝে, অর্থাৎ ঘোড়া শব্দটা পরিদৃশ্যমান জন্তুরূপে বালকের চিত্তে অঙ্কিত হয়) এইরূপে ধারণার শক্তি ক্রমশঃ যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে ততই ভাষা শিক্ষার ও ধারণা করিবার সুযোগ ঘটে। (বস্তু দেখিলেই শব্দের স্মরণ ও শব্দ শুনিলেই বস্তুর স্মরণ হয়) পরে ইহার নাম কি? ইহার নাম ঘোড়া। এইরূপ প্রশ্নও উত্তর দ্বারা শব্দ ও শব্দার্থ ভিন্ন বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে। অতএব শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এজন্যই শব্দ শ্রবণ মাত্রে তাহার অর্থের উপস্থিতি এবং অর্থ অজ্ঞাত হইলে "ইহার অর্থ কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইয়া থাকে।

শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ তাহার নাম "বাচ্য বাচক" সম্বন্ধ। যাহাকে বুঝায় সে বাচ্য, ও যে বুঝায় তাহার নাম বাচক। (শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য) অর্থে (মানুষে) শব্দের (নর শব্দের) বাচ্যত্ব সম্বন্ধ, ও শব্দে অর্থের বাচকত্ব সম্বন্ধ আছে। (৩১)

জ্ঞানোত্তর-প্রত্যক্ষের প্রতি বিশেষ দর্শনের (ব্যাপ্য দর্শনের) কারণতা স্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য হইয়াছে বলিয়া অতি ব্যাপ্তি হইতেছে। এখানে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি উভয়ের কারণ কলাপ থাকিলেও অনুমিতি হইবে না, প্রত্যক্ষই হইবে। কারণ, সমান বিষয়ে প্রত্যক্ষ সামগ্রীরও ভিন্ন বিষয়ে অনুমিতি সামগ্রীর বলবত্তা অনুভব সিদ্ধ।

তৃতীয় দোষ—মহাবাক্যার্থ বোধের প্রতি অবান্তর বাক্যার্থ বোধ কারণ, অতএব "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গ পুচ্ছাদিশালি জন্তু" এইরূপ অবান্তর বাক্যার্থ (মধ্য-পাতি বাক্যার্থ) জ্ঞান জন্য, "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গ পুচ্ছাদি বিশিষ্ট জন্তু আসিতেছে" এইরূপ মহা বাক্যার্থ বোধে অতি ব্যাপ্তি। এই জ্ঞানও ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য হইয়াছে।

চতুর্থ দোষ—বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি (যে কোন ধর্ম্ম বিশিষ্টের সম্বন্ধ বিষয়ক) বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের নিশ্চয় কারণ, যেহেতু- "শৃঙ্গ পুচ্ছাদি পশুত্ব ব্যাপ্য কি না" সন্দেহ থাকিলে "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গপুচ্ছধারী জন্তু এই ঘরে আছে" এইরূপ—প্রত্যক্ষ বা শাব্দ—বোধ হয় না। অতএব "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গ পুচ্ছাদি বিশিষ্ট বৃষ" এইরূপ ব্যাপ্তিও পক্ষ ধর্ম্মতা বিশিষ্ট নিশ্চয় (বিশেষণতাবচ্ছেদক রূপে বিশেষণের নিশ্চয়) জন্য "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গপুচ্ছাদি বিশিষ্ট বৃষবৎ গৃহ" এইরূপ প্রত্যক্ষ ও শাব্দবোধে অতি ব্যাপ্তি। (৩২)

মন্তব্য।

(৩২) যে বুদ্ধি বিশেষ্য বিশেষণও তাহাদের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিশিষ্ট বুদ্ধি বলা যায়। যথা "শুক্ল পুষ্প" বুদ্ধি, "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গ লাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট বৃষ" এই বুদ্ধিও বিশিষ্ট বোধ। কারণ, এই বোধ বিশেষ্য—বৃষ ও তাহার বিশেষণ—শৃঙ্গ লাঙ্গুলাদি এবং তাহাদের সম্বন্ধকে অবগাহন করিয়াছে। আর যে বোধ বিশিষ্টের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হয় তাহার নাম বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি—বোধ। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি ও "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গলাঙ্গুলধারি বৃষবৎ গৃহ" এই বুদ্ধি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি হইয়াছে। কারণ, প্রথম জ্ঞান স্বীয় বিশেষ্য বৃষে পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গাদির, এবং দ্বিতীয় জ্ঞান মুখ্য বিশেষ্য গৃহে পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গ বিশিষ্ট বৃষের সম্বন্ধ অবগাহন করিয়াছে।

পঞ্চম দোষ—প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের (যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইবে তাহার) কারণতা থাকায় "পশুত্বব্যাপ্য শৃঙ্গপুচ্ছধারি-বৃষ দেখিতেছি" এই মানস প্রত্যক্ষের প্রতি "পশুত্বব্যাপ্য শৃঙ্গপুচ্ছধারী বৃষ" এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কারণ। অতএব "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গপুচ্ছধারি বৃষ দেখিতেছি" এই মানস প্রত্যক্ষে অতি ব্যাপ্তি। যেহেতু—এই প্রত্যক্ষ ও ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য হইয়াছে। (৩৩)

মন্তব্য।

দীধিতিকার প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতি দ্বারাও দীর্ঘাকার জ্ঞান (অনেক বিশেষ্য ও বিশেষণাবগাহি জ্ঞান) স্বীকার করেন। তাহারা বলেন, প্রথমে কর্ত্তাতে একত্বের জ্ঞান না থাকিলেও কর্ত্তার ও একত্বের বিশৃঙ্খলরূপে উপস্থিতির ফলে জগতের এককর্তৃকত্বের অনুমিতি হয়। এবং এইরূপ স্বতন্ত্র উপস্থিতির ফলে "তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী সৈনিক আসিতেছে" ইত্যাদি বুদ্ধিও হইয়া থাকে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধি স্বীকারের ও তাহার প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের নিশ্চয়ের কারণতা স্বীকারের প্রয়োজন কি?

উত্তর। প্রত্যেক পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ উপস্থিতির ফলে, (কোন বিশেষণের বিশেষ্যকে বিশেষণ করিয়া) "লাল কাগজের বহি" জ্ঞান হইলেও "লাল কাগজের বহি নাই" বোধ হয় না (লাল রং ও কাগজের স্বতন্ত্র উপস্থিতির ফলে "লাল কাগজের বহি" বুদ্ধি হয় কিন্তু "লাল কাগজের বহি নাই" বুদ্ধি হয় না, তাহার প্রতি "লাল কাগজের বহি" জ্ঞান কারণ) সুতরাং ভাব স্থলেও এরূপ বুদ্ধি অসম্ভাবনীয় নহে। অতি ব্যাপ্তি ও এরূপ স্থলেই দেওয়া হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা আছে, গৌরব ভয়ে তাহার অবতারণা করা গেল না। (৩২)

(৩০) অনুৎপন্ন অথবা বিনষ্ট বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না থাকায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গের সম্ভাবনা না থাকিলেও অদগ্ধাবস্থায় যে মৃৎপাত্রশ্যাম বর্ণছিল দগ্ধাবস্থায় তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইলে দাহ প্রযুক্ত রক্ত

কিরূপে কথিত দোষ রাশির নিরাস হইল তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে। প্রথম দোষের সমাধান—পদজন্য পদার্থ স্মরণে যে শাব্দবোধের কারণতা আছে তাহাতে নিশ্চয়ত্ব প্রবেশের প্রয়োজন নাই। কারণ, পরোক্ষ জ্ঞান সংশয় হয় না, সুতরাং সংশয় নিবর্ত্তক নিশ্চয়ত্ব প্রবেশ নিষ্প্রয়োজন। এবং পদার্থো-পস্থিতিতে যে শাব্দবোধের কারণতা আছে, তাহার অবচ্ছেদক পদজন্যত্ব হই-য়াছে, কিন্তু তাহা অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদক হয় নাই। অতএব কারণতার বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই অতিব্যাপ্তি হইবে না। (৩৪)

মন্তব্য।

রূপাক্রান্ত পাত্রে পূর্ব্বকালীন শ্যাম রূপের প্রত্যক্ষ হইয়া যাইতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষের প্রতিবিষয়ের কারণতা স্বীকার করা হইয়াছে। রূপের সহিত মৃৎ পাত্রের সম্বন্ধ সমবায়, সমবায়নিত্য; সুতরাং রক্ত রূপের উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অব-স্থায় ছিল রক্তিমাবস্থায়ও সেইরূপই আছে। ঐ রূপের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ সংযুক্ত সমবায় (মৃৎপাত্রের সহিত তরল চক্ষুর সংযোগ ও রূপের সমবায় সম্বন্ধ থাকায় চক্ষুর সহিত রূপের সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ আছে) এই সংযুক্ত সমবায় দ্বারা দগ্ধাবস্থাপন্ন-ঘটসম্বদ্ধ চক্ষুর সহিত শ্যাম রূপেরও সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বিষয়ের কারণতা স্বীকার না করিলে শ্যামরূপ নষ্ট হইলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া যাইতে পারে। (৩১)

(৩৪) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ না হইলেও যে জ্ঞান হয় তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা যায়। সংশয়াকার পরোক্ষ জ্ঞান (অনুমিত্যাদি) অনুভব সিদ্ধ নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না থাকা অবস্থায় স্মরণ হয়, সুতরাং সংশয়াকার স্মরণ হওয়া ও অসম্ভব।

কথিত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাক নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা শব্দের অর্থ,—ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাক নিশ্চয়ত্বহিতও তদ্ভিন্নে অসম্বদ্ধ-যে—অবচ্ছে-দকতা তাহার নিরূপিত কারণতা। পদজন্য পদার্থের উপস্থিতিতে যে শাব্দ বোধের কারণতা আছে, তাহার অবচ্ছেদক উপস্থিতিত্বও হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয়ত্ব পর্য্যাপ্তাবচ্ছেদকতাক কারণতা না থাকায় কথিত শাব্দবোধে অতিব্যাপ্তিহইল না। (৩৪)

দ্বিতীয় দোষের সমাধান। সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের প্রতি ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাক নিশ্চয় স্থল বিশেষে কারণ হইলে ও তাহা বিপরীত জ্ঞানের বিরোধিত্ব রূপে, কথিত নিশ্চয়ত্ব রূপে নহে। কারণ—তাহা হইলে অন্ধকার গৃহে "আমার বস্ত্র আছে কি না" এরূপ সংশয়ের পরে আলোক সংযোগ হইলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রের প্রত্যক্ষ হইত না। যে—হেতু এখানে পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয় নাই, আছে বিপরীত জ্ঞানের বিরোধী আলোক। এখানে আলোককে বিপরীত জ্ঞানের বিরোধিত্ব রূপে কারণ বলিলে পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয়কেও সেইরূপেই কারণ বলা উচিত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা নিরূপিত কার্য্যতা না থাকারই কথিত প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হইল না। (৩৫)

মন্তব্য।

(৩৫) একরূপে কারণতা কল্পনা করিলে যদি কোন দোষ না হয় তবে ভিন্নরূপে কারণতা স্বীকার করা যায় না। যে হেতু—কারণতার অবচ্ছেদক ভেদে কারণতাই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। কারণতা প্রভৃতি-পদার্থকে অবচ্ছেদক দ্বারা পৃথক্ করা হয়, সুতরাং অবচ্ছেদক ভেদে কারণতার ভেদ অনিবার্য্য। একরূপ কার্য্যের কারণতা ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইলে এক জাতীয় কারণ জনিত কার্য্যে অপর জাতীয় কারণের ব্যভিচার (কারণ না থাকিলে ও যদি কার্য্য হয় তবে ব্যভিচার দোষ ঘটে) হইয়া পড়ে। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে, যথা মশক প্রভৃতি স্বেদহইতে উৎপন্ন হয়, অথচ মশকাদি হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে মশকের প্রতি স্বেদ কারণ বলিলে মশকোৎপন্ন মশকে, আর মশক কারণ বলিলে স্বেদোৎপন্ন মশকে ব্যভিচার হইয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইবে—স্বেদাব্যবহিত মশকের প্রতি স্বেদ, ও মশকাব্যবহিত মশকের প্রতি মশক কারণ। যেহেতু-এখানে কার্য্যগত কোন পার্থক্য নাই। যেখানে গত্যন্তর নাই সেখানেই এইরূপ কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত স্থলেও বিভিন্ন রূপে কারণতা কল্পনা করিতে গেলে কথিত নিয়মে অব্যবহিতোত্তরত্ব নিবেশ কর্ত্তব্য হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য—প্রস্তাবিত স্থলে একরূপে (বিপরীত জ্ঞানের বিরোধিত্ব রূপে) কারণতা কল্পনার সুযোগ আছে, কিন্তু মশকাদি স্থলে তাহা নাই। (৩৫)

তৃতীয় দোষের সমাধান। মহাবাক্যার্থ বোধের প্রতি অবান্তর বাক্যার্থ বোধেরযে কারণতা বলা হইয়াছে তাহাতে নিশ্চয়ত্ব নিবেশের প্রয়োজন নাই, অথচ পদজন্যত্ব নিবেশ করিতে হইবে। সুতরাং একরূপে কারণতা না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে না।

চতুর্থ দোষের সমাধান। বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক পুরস্কারে বিশেষণের নিশ্চয়ত্বরূপে কারণতা কল্পনা করা যায় না। তাহা হইলে "আমি আপনার লাল ঘোড়াটা ইচ্ছা করি" "আমি আপনার এই নৃশংস ব্যবহার দ্বেষ করি (ঘৃণা করি)" "আমি কিছু দিন যাবৎ স্বাস্থ্যসুখে আছি" ইত্যাদি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে কথিত নিশ্চয় না থাকায় ব্যভিচার (কার্য্য কারণভাবের ব্যভিচার) হইয়া পড়িবে। ইহাদের প্রথমটি ইচ্ছাকে দ্বিতীয়টি দ্বেষকে ও তৃতীয়টি সুখকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের ইচ্ছা, দ্বেষ ও সুখ কারণ হইয়াছে, নিশ্চয়হেতু হয় নাই। অতএব বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের সবিষয়ক সংশয়ান্যত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। তাহা হইলে কারণতার বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই অতি ব্যাপ্তি হইবে না। (৩৬)

পঞ্চম দোষের সমাধান। পরামর্শ প্রত্যক্ষের প্রতি, পরামর্শ বিষয়ত্বরূপে কারণ, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাক নিশ্চয়ত্বরূপে নহে। এবং তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি তত্ত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিলে চলে এঅবস্থায় বিষয়ে যে সকল ধর্ম্ম আছে তৎসমুদায় রূপে কারণতা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। তাহা করিলে আপনি যে কাপড় খানা দেখিতেছেন, "তাহা শ্রীরামপুরে প্রস্তুত, আমার

মন্তব্য।

(৩৬) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন রূপাদিকে আকর্ষণ করিয়া উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহারাও সবিষয়ক। অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতাবগাহি সংশয়ান্যত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিলে "পশুত্ব ব্যাপ্য শৃঙ্গপুচ্ছধারী বৃষ চাই" এইরূপ সংশয়ান্য ইচ্ছা দ্বারাও পশুত্বের অনুমিতি হইয়া যাইতে পারে, বস্তুতঃ এরূপ অনুমিতি অনুভব সিদ্ধ নহে। (৩৬)

বন্ধু ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন, ঐ কাপড় খানা পুরাতন নহে” এক্ষেত্রে আপনার ঐ প্রত্যক্ষের প্রতি কাপড়খানা “শ্রীরামপুর প্রস্তুতত্ব, বন্ধুক্রীতত্ব, ও পুরাতন ভিন্নত্বরূপে কারণ হইতে পারে। বাস্তবিক তাহা হয় না,—কারণ লঘুরূপে সম্ভব থাকিলে গুরুরূপে কারণতা স্বীকার করা অন্যায়। (৩৭)

প্রশ্ন! এই নিয়মে লক্ষণ পরিষ্কার করিলেও “রাজ পুরুষত্ব ব্যাপ্য বিজাতীয় পরিচ্ছদ ধারী হরিদাস” এইরূপ বিশিষ্ট পরামর্শ জন্য স্মরণে অতিব্যাপ্তি বারণ হয় নাই। কারণ—যে রূপে যে পদার্থ জ্ঞাত হয়,—সেই রূপেই তাহার স্মরণ হয়। সুতরাং “রাজপুরুষত্ব ব্যাপ্য বিজাতীয় পরিচ্ছদধারী হরিদাস” এইরূপ স্মরণের প্রতি পূর্ব্বোক্ত এতদনুরূপ নিশ্চয়ই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে অনুমিতিরও স্মরণের করণতাবচ্ছেদক রূপের বৈলক্ষণ্য নাই। (৩৮)

মন্তব্য।

(৩৭) কথিত নিয়মে প্রত্যক্ষ বিশেষের প্রতি বিষয় বিশেষ কারণ হওয়ায় যে জাতীয় ব্যক্তি বিশেষের প্রতি যে জাতীয় ব্যক্তি বিশেষ কারণ, সেই জাতীয় সামান্যের প্রতি সেই জাতীয় সামান্য কারণ, এই নিয়মে প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের কারণতা স্বীকার করা হইয়াছে। (৩৭)

---

(৩৮) বহুদিন পূর্ব্বে যাহাকে যে রূপে (যে অবস্থায়) দেখা গিয়াছিল, এখন তিনি বর্ত্তমান না থাকিলে অথবা দেশান্তরে থাকিলেও তাহার কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেইরূপে তাহার কথা মনে পড়ে। এই মনে পড়ার নাম স্মরণ। (যাহাকে উপবিষ্ট দেখিয়াছি সাধারণতঃ দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার স্মরণ হয় না।

জ্ঞান সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা উপেক্ষা ও অনুপেক্ষা। যাহা দেখিতেছি মাত্র, কিন্তু বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বা আগ্রহ নাই সেই জ্ঞানকে উপেক্ষা বলে। আর যাহার প্রতি বিশেষ অনুবধান থাকে সেই পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানকে অনুপেক্ষা বলা যায়। যে পদার্থ বিষয়ক নিশ্চয় উপেক্ষাত্মক হয়, তাহার স্মরণ হয় না। অতএব স্মরণের প্রতি উপেক্ষান্য নিশ্চয়ত্ব রূপে কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। “তাহা হইলে অনুমিতির কারণতানবচ্ছেদক উপেক্ষান্যত্ব স্মৃতির

মন্তব্য।

কারণতাবচ্ছেদক হইয়াছে বলিয়াই কারণতার বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অতি ব্যাপ্তি হইবে না''—এরূপ আশঙ্কা করা যায় না; কারণ—উপেক্ষাত্ব যদি জাতি হইত তবে উপেক্ষাত্বাবচ্ছিন্নের ভেদ কারণতাবচ্ছেদকে নিবেশ করা যাইত। উপেক্ষাত্ব জাতি নহে, জাতি হইলে সাঙ্কর্য্য দোষ ঘটে, সাঙ্কর্য্য জাতির বিরোধী; যে দুইটি বস্তুতে বিরুদ্ধাধিকরণ বৃত্তিত্বের (যে পদার্থের অধিকরণে যে পদার্থ থাকে না, অপিচ অন্যত্র থাকে সেই পদার্থ তাহার বিরুদ্ধাধিকরণ বৃত্তি হয়) ও একাধিকরণ বৃত্তিত্বের আরোপ হয় তাহাতে সাঙ্কর্য্য থাকে। অথবা যেধর্ম্ম কোন জাতির অধিকরণেও অনধিকরণে থাকে, এবং সেই জাতির কোন অধিকরণে তাহার অভাব থাকে, সেইধর্ম্ম সেই জাতি দ্বারা সঙ্কর হয়। যথা উপেক্ষাও অনুপেক্ষা উভয় প্রকার চাক্ষুষ—জ্ঞানেই চাক্ষুষত্ব নামে একটা জাতি আছে, উপেক্ষাত্ব যদি জাতি হয়, তবে চাক্ষুষ-উপেক্ষা, শ্রাবণ—উপেক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপেক্ষায়ই সেই জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যে উপেক্ষায় চাক্ষুষত্ব আছে, তথায় চাক্ষুষত্বের সহিত উপেক্ষাত্বের সামানাধিকরণ্য আছে; এবং যে উপেক্ষা—শ্রাবণে চাক্ষুষত্ব নাই সেখানে উপেক্ষাত্ব আছে, অপিচ চাক্ষুষত্বের অধিকরণ অনুপেক্ষা চাক্ষুষে উপেক্ষাত্ব নাই, সুতরাং চাক্ষুষত্বদ্বারা উপেক্ষাত্ব সঙ্কর হইয়াছে। (কার্য্য কারণ ভাবের লাঘব প্রভৃতি নিবন্ধন চাক্ষুষত্বে জাতিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, অন্যথা উপেক্ষাত্বকে জাতি স্বীকার করিয়া কথিত নিয়মে তদ্দ্বারা চাক্ষুষত্বে সাঙ্কর্য্যের আরোপ করা যাইত। বলা বাহুল্য—উপেক্ষাত্বকে জাতি স্বীকার করিবার প্রতি তাদৃশ কোন হেতু নাই।)

এক শ্রেণীর সকল বস্তুকে একরূপে, ও ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু অপেক্ষা পৃথকরূপে পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই জাতি নামে একটা বস্তুর উপলব্ধি হয়। জাতি সঙ্কর হইলে তাহার সম্ভব থাকে না, সুতরাং এরূপ স্থলে জাতি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই, এজন্যই সঙ্করকে জাতি বাধক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

উপেক্ষাত্ব জাতি না হইলে তত্তৎ উপেক্ষার ভেদ কারণতাবচ্ছেদকে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহা হইলে অত্যন্ত গৌরব হয়, অতএব উপেক্ষাকে স্মরণের প্রতি স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধক বলিয়াই শ্রেয়। সুতরাং কারণতাবচ্ছেদকের বৈলক্ষণ্য

মন্তব্য।

(অনুমিতির কারণতাও পূর্ব্বোক্ত স্মরণের কারণতা কথিত নিশ্চয়ত্বরূপে) না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইতেছে।

কথিত সাঙ্কর্য্য পরিহার মানসে চাক্ষুষত্ব ব্যাপ্য, শ্রাবণত্ব ব্যাপ্য ভিন্ন ভিন্ন উপেক্ষাত্ব জাতি স্বীকার করিলে, সেই সেই জাতি রূপে কারণতাবচ্ছেদকে উপেক্ষার ভেদ নিবেশ করা যাইত বটে, কিন্তু তাহাও অসম্ভব। কারণ—যে কোন প্রকারেও উপেক্ষাত্বকে জাতি স্বীকার করা যায় না। যে হেতু—এক জ্ঞানের একাংশে উপেক্ষাত্ব অপরাংশে অনুপেক্ষাত্ব থাকে। (দীর্ঘাকার—জ্ঞানের যে অংশ স্মৃতি পথে উদিত হয় না সেই অংশে উপেক্ষাত্ব আর যে অংশ স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহাতে অনুপেক্ষাত্ব সিদ্ধান্ত সিদ্ধ) উপেক্ষাত্ব জাতি হইলে নিজের অধিকরণে তাহার অভাব থাকিত না। কারণ, জাতি অব্যাপ্য বৃত্তি নহে। নিজের অধিকরণ স্থিত অভাবের প্রতিযোগী স্বয়ং হইলেই পদার্থ অব্যাপ্য বৃত্তি হয়।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুইটি যত্ন আছে) অজনকত্ব অথবা অজিজ্ঞাসিত বিষয়ত্বকে, (যে বিষয়টি জানিবার ইচ্ছা থাকে না তাহাকে অজিজ্ঞাসিত বিষয় বলা যায়) উপেক্ষাত্ব বলা যায় না। কারণ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অজনক জ্ঞানও অজিজ্ঞাসিত বিষয়ক জ্ঞান স্মরণের হেতু হয়। এবং সংস্কারের অজনকত্বরূপেও উপেক্ষা নির্ব্বচন করা যায় না। কারণ, সংস্কারের জনকতা-বচ্ছেদক ধর্ম্ম (যে রূপে জ্ঞান সংস্কারের হেতু হয় সেইরূপ) পরিচিত—পদার্থ নহে। সংস্কারের প্রতি নিশ্চয়মাত্র কারণ হইলে উপেক্ষাত্মক নিশ্চয় দ্বারাও সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব উপেক্ষান্য নিশ্চয়ত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। সেই উপেক্ষাত্বই আবার সংস্কারের অজনকত্ব হইলে আত্মাশ্রয় হয়। নিজকে চিনিতে গিয়া যদি নিজের পরিচয়ের অপেক্ষা করা যায়, তবে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। আর যদি স্মৃতির অজনকত্বরূপ-উপেক্ষাত্বরূপে সংস্কারের জনকত্ব নির্ব্বচন করা যায়, তবে অন্যোন্যাশ্রয় হয়, (স্মৃতির অজনকত্বরূপ উপেক্ষাত্বাবচ্ছিন্নেরভেদ সংস্কারের জনকতাবচ্ছেদক, এবং সংস্কারের অজনকত্ব-রূপ উপেক্ষাত্বাবচ্ছিন্নের ভেদ স্মৃতির জনকতাবচ্ছেদক হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়।)

মন্তব্য।

নিজকে চিনিতে হইলে যাহার পরিচয়ের আবশ্যক, তাহাকে চিনিতে হইলে যদি আবার নিজের পরিচয়ের আবশ্যকতা পড়ে, তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। (স্বজ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানাপেক্ষ জ্ঞানকত্বই অন্যোন্যাশ্রয়) বিশেষতঃ উপেক্ষা নিশ্চয় দ্বারা সংস্কারের উৎপত্তি না হওয়াই ব্যাপারাভাব নিবন্ধন স্মৃতি উৎপন্ন হইবেনা, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রূপে স্মৃতির কারণতা নির্ব্বচন নিষ্প্রয়োজন। এবং অনুভবত্ব-রূপেও স্মৃতির কারণতা বলা যায় না। কারণ—তাহা হইলে দৃষ্ট পদার্থ একবারের অধিক স্মৃতিপথে উদিত হইত না। যে হেতু—সংস্কার স্মৃতি উৎপাদন করিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা অস্বীকার করিলে একবার যাহা দেখা গিয়াছে, তজ্জ-নিত সংস্কার অপ্রতিহত ভাবে থাকায় সেই বিষয়টি চিরস্মরণীয় হইয়া যাইতে পারে, কখনও তাহা ভুলিবার সম্ভব থাকে না। অতএব যেখানে একবার দৃষ্ট বস্তুর বার বার স্মরণ হয়, সেখানে দ্বিতীয় স্মরণের প্রতি প্রথম স্মরণও তজ্জনিত সংস্কার, এবং তৃতীয় স্মরণের প্রতি দ্বিতীয় স্মরণও তজ্জনিত সংস্কার কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই নিয়মে বিভিন্নরূপে কারণতা কল্পনার ফলে অনু-ভব জাত সংস্কার অপেক্ষা স্মরণ জাত সংস্কার দৃঢ়, দ্বিতীয় স্মরণজাত সংস্কার দৃঢ়তর, এবং তৃতীয় স্মরণোৎপন্ন সংস্কার দৃঢ়তম ইত্যাদি নিয়মে ক্রমশঃ সংস্কারের উৎকর্ষ সংঘটিত হয়। এই রূপ ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে অনুভব জনিত সংস্কার যত সময়ে ও যেরূপ উদ্বোধকে স্মরণ উৎপাদন করে, প্রথম স্মরণ জাত সংস্কার তদপেক্ষা অল্প সময়ে ও ক্ষুদ্র উদ্বোধকে, এবং দ্বিতীয় স্মরণজ সংস্কার তদপেক্ষা শীঘ্র ও দুর্ব্বল উদ্বোধকে স্মরণ জন্মাইয়া থাকে। এজন্যই যে কোন বিষয় শীঘ্র স্মৃতিপথে উদিত হওয়ার মানসে বিষয়টি বার বার চিন্তাকরা হয়। এবং চিরস্মরণীয় করিবার মানসে পুনঃ পুনঃ শাস্ত্র চিন্তা করা হয়। অতএব স্মৃতির প্রতি অনু-ভবত্বরূপে কারণতা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ স্মৃতির প্রতি স্মৃতি কারণ কিনা? এরূপ সন্দেহ হইলেই অনুভবত্ব রূপে কারণতা কল্পনা করা সম্ভাবনীয় হয় না। কারণ, নিশ্চিতাব্যভিচারক—(যে রূপে কারণতা কল্পনা করিলে ব্যভিচারের সন্দেহ থাকে না) রূপ পরিত্যাগ করিয়া গৃহ্যমাণ ব্যভিচারক রূপে (যেরূপে কারণতা কল্পনা করিলে ব্যভিচার সন্দেহ থাকে—সেই

উত্তর। এই প্রশ্ন ভ্রান্তি প্রণোদিত! কারণ—স্মরণের প্রতি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান সাক্ষাৎ কারণ নহে, কিন্তু স্মরণের কারণ যে সংস্কার তাহার কারণ। সুতরাং কার্য্যকারণ ভাবের ঐক্য না থাকায়ই অতি ব্যাপ্তি হইবেনা। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান, অনুমিতি ও তথাবিধ স্মৃতি উভয়ের প্রতি কারণ হইলেও কারণতা এক রূপে নহে। যেহেতু "জলত্বব্যাপ্যশীতল-স্পর্শবতী করকা" অথবা "জলত্বব্যাপ্য শীতলস্পর্শ করকায় আছে" এই উভয় পরামর্শের যে কোন একটি থাকিলেই "করকা জল" (জলত্ববতী) এই অনুমিতি হইবে, পরামর্শের বিশেষ্য বিশেষণ ব্যতিক্রমে অনুমিতির কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটিবেনা। এখানে প্রথম পরামর্শের মুখ্য বিশেষ্য করকা, তাহার বিশেষণ শীতল স্পর্শ আর দ্বিতীয় পরামর্শের মুখ্য বিশেষ্য কথিত শীতল স্পর্শ, তাহার বিশেষণ করকা। (আধেয়তা সম্বন্ধে)। অতএব এই উভয় পরামর্শকে একরূপে লাভ করিতে হইলে বলিতে হইবে "জলত্বব্যাপ্য শীতলস্পর্শ—স্থিত বিষয়তা নিরূপিত করকা বিষয়তাশালী নিশ্চয়ই অনুমিতির কারণ"। শীতল—স্পর্শ প্রকারক—নিশ্চয়কে কারণ বলিলে দ্বিতীয় পরামর্শ জন্য অনুমিতির, এবং কথিত শীতল স্পর্শ বিশেষ্যক নিশ্চয়কে কারণ বলিলে প্রথম পরামর্শ জন্য অনুমিতির অসংগ্রহ হইবে। (৩৯)

মন্তব্য।

রূপে) কারণতা কল্পনা করা যায় না। স্মৃতির প্রতি অনুভবের অনুভবত্বরূপ কারণতা কল্পনা করিলে স্মৃতি জন্য স্মৃতির পূর্ব্বে অনুভবত্বাবচ্ছিন্ন কারণ না থাকায় ব্যভিচার হইয়া পড়িবে। (কারণের অসত্ত্বে কার্য্যের উৎপত্তির নাম ব্যভিচার) জ্ঞানত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিলে ব্যভিচার শঙ্কা থাকিবে না; কারণ, স্মৃতিতে ও জ্ঞানত্ব আছে। যে বিষয়ের জ্ঞান হয় নাই তাহা কদাপি স্মৃতি পথে উদিত হয় না। এই নিয়মে অন্যান্য স্থলেও বিশেষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সামান্য রূপেই কারণতা কল্পনা করিতে হইবে।

অতএব কথিত স্থলে স্মৃতির কারণতাও অনুমিতির কারণতার বৈলক্ষণ্য না থাকায় স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। (৩৮)

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে "জলত্বব্যাপ্য শীতলস্পর্শ করকাবান্" এবং "জলত্বব্যাপ্য শীতল স্পর্শে করকা আছে" এইরূপ জ্ঞান প্রকৃত পরামর্শ না হইলেও জলত্বব্যাপ্য শীতল—স্পর্শ বিষয়তা নিরূপিত, করকা বিষয়তা শালী হইয়াছে। (জ্ঞান যথার্থ হউক, আর অযথার্থই হউক, তাহার বিষয়তা কারণতা প্রভৃতি একরূপে) সুতরাং কথিত নিয়মে ব্যাখ্যা করিলে ও উক্ত জ্ঞান জন্য জ্ঞানে অতি ব্যাপ্তি হইবে।

উত্তর। এই ব্যাখ্যাকে আরও বিশেষ ভাবে নির্দ্ধারণ করিলে কোন দোষ থাকিবেনা। যথা "প্রকৃত সাধ্য ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবচ্ছিন্ন হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাতিরিক্ত সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন বিষয়তানিরূপিত—হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা সম্বন্ধাতিরিক্ত সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতানিরূপিত কার্য্যতাশালি জ্ঞানের নাম অনুমিতি" এই ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত দোষ সুদূরপরাহত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত "জলত্ব ব্যাপ্য—শীতলস্পর্শ করকাবান্" জ্ঞানের পক্ষতাবচ্ছেদক করকাত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়ত্ব সম্বন্ধের অতিরিক্ত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও "জলত্বব্যাপ্য শীতল স্পর্শে করকা আছে" এই জ্ঞানের তথা কথিত স্পর্শত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা হেতুতাবচ্ছেদক সমবায় সম্বন্ধের অতিরিক্ত কথিত আধেয়তা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইয়াছে, কাজেই পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ নাই। (৩৯)

মন্তব্য

(৩৯) "জলত্বব্যাপ্যশীতল স্পর্শবতী করকা" এই প্রকৃত—পরামর্শের প্রকৃত—সাধ্য ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুতাবাচ্ছেদক শীতলস্পর্শত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা হেতুতাবচ্ছেদক সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় নাই, আর পক্ষতাবচ্ছেদক করকাত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা, বিশেষ্যতা স্বরূপ, সুতরাং কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না হওয়ায় কথিত আধেয়তা সম্বন্ধাতিরিক্ত সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন হইয়াছে। (বিশেষ্যতায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন) এবং জলত্বব্যাপ্য শীতল স্পর্শ করকায় আছে" পরামর্শের শীতল স্পর্শ বিষয়তা-বিশেষ্যতা, সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদক সমবায় সম্বন্ধাতিরিক্ত সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন, ও করকাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা

স্মৃতির কার্য্য কারণ ভাব কিন্তু এইরূপে বলিলে বলিবেনা। কারণ—যে বস্তু যে ভাবে জ্ঞাত হয় তাহার বিশেষ্য বিশেষণ ভাবের ব্যতিক্রমে স্মরণ হয় না। অতএব বলিতে হইবে "জলত্বব্যাপ্য—শীতল—স্পর্শ প্রকারক করকাবিশেষ্যক স্মরণের প্রতি তদনুরূপ জ্ঞান কারণ, ও তাদৃশ—স্পর্শ বিশেষ্যক আধেয়তা সম্বন্ধে করকা প্রকারক স্মরণের প্রতি তাহার অনুরূপ জ্ঞান কারণ। অনুমিতির নিয়মে কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা করিলে সর্ব্বদাই উভয়াকার (করকা বিশেষ্যক ও করকাপ্রকারক) স্মরণ হইতে পারে। (৪০)

মন্তব্য।

হেতুতাবচ্ছেদক সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়ত্ব সম্বন্ধাচ্ছিন্ন, (তাহার অতিরিক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নহে), অতএব উভয় পরামর্শ জন্য অনুমিতিতেই লক্ষণ সমন্বয় হইল।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের প্রকারান্তরেও উত্তর করা যাইতে পারে। যথা "জলত্ব ব্যাপ্য শীতল স্পর্শবতী করকা—এই পরামর্শে সম্বন্ধ আধেয়তা নিরূপিত আধারতা, আর 'জলত্বব্যাপ্য শীতল স্পর্শ করকায় আছে— পরামর্শের সম্বন্ধ—আধারতা নিরূপিত আধেয়তা। হেতু বিষয়তা কদাপি আধারত্ব বিষয়তা নিরূপিত নহে। উভয় পরামর্শেই পক্ষ বিষয়তা—আধারত্ব বিষয়তা নিরূপিত, আর হেতু বিষয়তা—আধেয়ত্ব বিষয়তা নিরূপিত হইয়াছে। বিশেষ্য বিশেষণ ভাবের ব্যতিক্রমেও আধারাধেয় ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিবে না।" এইরূপ নিয়ম হইলে— "পক্ষ বিষয়তা নিরূপিত যে আধারত্ব বিষয়তা, তন্নিরূপিত যে নিরূপিতত্ব বিষয়তা, তন্নিরূপিত আধেয়ত্ব বিষয়তা নিরূপিত—প্রকৃত সাধ্য ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন কারণতা নিরূপিত কার্য্যতাবিশিষ্ট জ্ঞানের নাম অনুমিতি" এইরূপে পরিষ্কার করিলেই কোন দোষ থাকিবে না।

"জলত্বব্যাপ্য শীতল স্পর্শ করকাবান্" ও তাদৃশ স্পর্শে করকা আছে" এই উভয় স্থলেই আধারত্ব বিষয়তা—জলত্ব ব্যাপ্য শীতল স্পর্শ বিষয়তা নিরূপিত, ও আধেয়ত্ব বিষয়তা করকা বিষয়তা নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু পক্ষ বিষয়তা নিরূপিত আধারত্ব বিষয়তা ও কথিত হেতু বিষয়তা নিরূপিত আধেয়ত্ব বিষয়তা হয় নাই, সুতরাং অতি ব্যাপ্তি হইল না। (৩৯)

বিশেষতঃ "হেতু সমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতা-বচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন সমানাধিকরণ—হেতু" এই অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞান, ও "সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন—হেতু" এইরূপ—ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান, এই উভয়ের যে কোন একটি থাকিলেই অনুমিতি হয়, অতএব ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধি নিশ্চয়ত্ব রূপে অনুমিতির কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং কারণতা বচ্ছেদক ধর্ম্মের ঐক্য না থাকায়ই স্মরণে অতি ব্যাপ্তি হইবে না।

উপর্য্যুক্ত উভয় প্রকার মীমাংসার ফলেই "বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক নিশ্চয় জন্য" "জলত্বব্যাপ্য—শীতল—স্পর্শ বিশিষ্ট করকা ভাববান্" এইরূপ বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি অভাব প্রত্যক্ষেও অতি ব্যাপ্তি হইল না। এখানে পূর্ব্ব কথিত সংশয়ান্যত্বরূপে কারণতা নহে, তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতির ফলে অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া যাইত, বস্তুতঃ তাহা হয় না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক রূপে প্রতিযোগীর নিশ্চয় হইলেই অভাব প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ, এই অনুভবেই অতি ব্যাপ্তির আশঙ্কা হইয়াছিল।

এই অভাব প্রত্যক্ষে অতি ব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্ত্য বিষয়কত্ব (যে জ্ঞান সাধ্যের ব্যাপ্তিকে বিষয় করে নাই) নিবেশ করিলেও চলে। উপাধ্যায়াদির মতে অনুমিতিতে সাধ্যের ব্যাপ্তি বিষয় হয় নাই।

মন্তব্য

৪০ উপর্য্যধোভাবাপন্ন দুইখানা পুস্তক প্রত্যক্ষ হইলে স্থানান্তরে বসিয়া যখন ঐ পুস্তকের কথা মনে পড়ে, তখনও যে ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। (যে পুস্তকের উপরে যে পুস্তক প্রত্যক্ষ হইয়াছিল সেই পুস্তকের উপর সেই পুস্তক স্মৃতি পথে উদিত হয়) কিন্তু যদি প্রত্যক্ষে আংশিক উপেক্ষায় থাকে তবে সেই অংশের স্মরণ হয় না। এবং বিবিধ পদার্থাবগাহি—প্রত্যক্ষের যে অংশে উদ্বোধকের প্রাবল্য থাকে স্থল বিশেষে মাত্র—সেই অংশের স্মরণ হইয়া থাকে। যথা, রাজ পুত্রকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ ছিল। তারপর ঘটনা চক্রে একদিন তাঁহাকে অশ্ব পৃষ্ঠে দেখিলাম, তাহার কিছুদিন পরে নিজ ঘরে বসিয়া যখন ভাবিলাম, তখন রাজপুত্রের কথা মনে

বস্তুতঃ "কথিত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য জ্ঞান বৃত্তি প্রত্যক্ষা সমবেত জাতিমতী অনুমিতি" এই রূপে লক্ষণ পরিষ্কার করিতে হইবে। অন্যথা আপত্তি রূপ প্রত্যক্ষে অতি ব্যাপ্তি হইবে। কারণ, আপত্তির প্রতিও আপাদ্য ব্যাপ্য আপাদকবত্ত্ব নিশ্চয় হেতু। ঐ নিশ্চয় ও ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা নিশ্চয় ভিন্ন নহে।

যাহার আপত্তি করা হয় তাহার নাম আপাদ্য, আর যাহা দ্বারা আপত্তি হয় তাহার নাম আপাদক। আপত্তির একটা উদাহরণ দেখান যাইতেছে। যথা, কেহ বলিয়াছিলেন যে "ধূম অগ্নির ব্যভিচারী" তদুত্তরে অপর ব্যক্তি আপত্তি করিতেছেন, "ধূম যদি অগ্নির ব্যভিচারী হইত, তবে অগ্নি জন্য হইত না" (ধূম অগ্নি জন্য না হইলে ধূম প্রয়োজনে কেহই আগুণ জ্বালিত না) এই আপত্তির প্রতি "অগ্নি জন্যত্বাভাব—রূপ আপাদ্য ব্যাপ্য অগ্নির ব্যভিচারিত্ব (রূপ—আপাদক) বান্ ধূম" এই নিশ্চয় কারণ। ইহাই ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাক নিশ্চয়। কথিত আপত্তি বস্তুটা অনুমিতি নহে ; কারণ, অনুমিতির প্রতি বাধ জ্ঞান প্রতি বন্ধক, কিন্তু আপত্তির প্রতি বাধ নিশ্চয় কারণ। "ধূম অগ্নি জন্য" এইরূপ বাধ নিশ্চয় থাকা অবস্থায়ই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে আহার্য্যাকার প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। আহার্য্য জ্ঞানের কথা পরে বলা যাইবে। (৪১)

মন্তব্য

পড়িল, কিন্তু কি ভাবে দেখিয়াছি তাহা মনে পড়িলনা। অথবা অশ্বের কথা মনে পড়িলেও অশ্বের বর্ণ কিরূপ ছিল তাহা বিশেষ ভাবে মনে না পড়িতে পারে।(৪০)

(৪১) এইরূপে লক্ষণ পরিষ্কার করিলে সাধ্যের ব্যাপ্তি অনুমিতির বিষয় হইলেও (উদয়নাচার্য্যের মতে সাধ্য ব্যাপ্য হেতু অনুমিতির বিষয় হয়) কোন দোষ হইবে না। এবং এক সাধ্য পক্ষ বা হেতুর পরামর্শ দ্বারা অন্য সাধ্য পক্ষ হেতুক অনুমিতি হয় না, সুতরাং তত্তৎ পক্ষ সাধ্য হেতুক পরামর্শ জন্য বলা আবশ্যক হওয়ায় গৌরব ও অননুগম প্রভৃতি কোন দোষের অবকাশ রহিলনা। কারণ, যে কোন একটি পরামর্শ জন্য জ্ঞান বৃত্তি প্রত্যক্ষা সমবেত অনুমিতিত্ব জাতি ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে। (৪১)

অথবা যে কোন একটি অনুমিতি ধরিয়া তদ্ব্যক্তি সমবেত অনুভবত্বান্য অনুভবান্যসমবেত জাতিমতী অনুমিতি। এইরূপেও লক্ষণ করা যাইতে পারে। এই লক্ষণে তদ্ব্যক্তি সমবেতত্ব উপলক্ষণ বিশেষণ, (যে বিশেষণ লক্ষণের ঘটক নহে, কেবল পরিচায়ক মাত্র তাহার নাম উপলক্ষণ বিশেষণ) যদি বিশিষ্ট বিশেষণ বলা যায়, তবে ইতর ভেদানুমিতিতে ভাগাসিদ্ধি দোষ হয়; এখানের ইতর ভেদানুমিতির পক্ষ অনুমিতি মাত্র, সুতরাং সকল অনুমিতিতে ঐ তদ্ব্যক্তি সমবেতত্ব বিশিষ্ট—হেতু না থাকায় হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাভাববং পক্ষরূপ ভাগাসিদ্ধি দোষ হইতে পারিত।

উপসংহার

এই অনুমিতি লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করা গেল। এখানে যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়াছে তাহা নির্দ্দোষ নহে, অনেক স্থলে সাধারণ ভাবে বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করাইবার অভিলাষে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে ইহাতেও অনেক সন্দেহ হইবে; সংস্কৃতাভিজ্ঞ সুধী পাঠক গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির টীকা দেখিলেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, কোন জ্ঞানের প্রতি কোন জ্ঞান কি রূপে কারণ, ও কার্য্য কারণ ভাবের বৈলক্ষণ্যই বা কি? ইত্যাদি বিষয় জানাইবার জন্যই এরূপ প্রয়াস পাইতে হইয়াছে, নতুবা অতি সংক্ষেপে অনুমিতির একটি মাত্র লক্ষণ করিলেও চলিত।

ইতি অনুমান চিন্তামণির অনুমিতি নিরূপণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনুমান।

কথিত অনুমিতির করণের নাম অনুমান। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতির করণ বা অনুমান। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে "ব্যাপ্তি জ্ঞান অনুমান" এরূপ লক্ষণ না করিয়া "ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাক জ্ঞান জন্য জ্ঞান অনুমিতি; তাহার করণ অনুমান" এইরূপ লক্ষণ করা শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে; যে হেতু—অনুমিতির লক্ষণেও ব্যাপ্তি জ্ঞান পড়িয়াছে। "ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান" এই মাত্র লক্ষণ করিলেও অনুমানে নিজের ইতর ভেদ সিদ্ধি হইতে পারে। ইতর ভেদ সাধনই লক্ষণের প্রয়োজন, সুতরাং অপর অংশ ব্যর্থ॥ (৪২)

মন্তব্য।

(৭২) এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে—অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞানও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান এই উভয় সাধারণ একটা ব্যাপ্তি জ্ঞানত্ব নাই, সুতরাং ইহাদের যে কোন একটিকে হেতু করিলে অন্য বিধ ব্যাপ্তি জ্ঞানে (অনুমানে) তাহার অভাব থাকায় হেত্বভাববৎ-পক্ষ-রূপ ভাগাসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়িবে। পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির করণত্বকে হেতু করিলে এই দোষ থাকিবে না। কারণ, উভয় প্রকার ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতির করণ হইয়াছে।

উত্তর। ভাগাসিদ্ধি বারণের জন্য লক্ষণে অপরাংশ নিবিষ্ট হইলেও ব্যর্থ বিশেষণ দোষ অব্যাহত থাকিবে। কারণ—যে বিশেষণ ব্যভিচার বারণ করে নাই তাহারই নাম ব্যর্থ বিশেষণ। হেতু যদি প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর দ্বারা ঘটিত হয়, তবে তাহাতে ব্যর্থ বিশেষণত্ব থাকে।

ব্যর্থ বিশেষণের একটা সরল দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। যথা পুষ্প-পক্ষ পার্থিবত্ব-সাধ্য, সুগন্ধত্ব হেতু, এখানে ব্যর্থ বিশেষণ দোষ হইয়াছে। কারণ, গন্ধ মাত্রকে হেতু করিলেই প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতা থাকে, (পার্থিব ভিন্ন কোন

উত্তর। করণ শব্দ ফলোপহিত (যে ব্যক্তি অবশ্যই ফল উৎপাদন করে) এবং ব্যাপার (যে পদার্থ করণ জন্য, অথচ করণ জন্য কার্য্যের জনক, এবং করণের সহিত কার্য্যকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছে তাহার নাম ব্যাপার) বিশিষ্ট কারণকে বুঝায়। অনুমান শব্দ অনুমিতি রূপ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন (ফল বিশিষ্ট) কারণ রূপ অনুমানের বাচক। এতাদৃশ অনুমানকে পক্ষ করিয়া তাহার ইতর ভেদ সাধ্য করিলে ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে। কারণ, যে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতি জন্মায় নাই তাহাতে ব্যাপ্তি জ্ঞানত্ব আছে, কিন্তু কথিত সাধ্য (অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞানের ইতর ভেদ—সাধ্য) নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের আরও একটি উত্তর এই যে,—ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব ও কথিত জ্ঞান জন্য জ্ঞান করণত্ব, এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব সমবায় সম্বন্ধে আর কথিত জ্ঞান জন্য জ্ঞান করণত্ব-হেতু স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাপ্তি জ্ঞানে আছে। সুতরাং ব্যর্থ বিশেষণ হওয়ার সম্ভব নাই (৪৩)

মন্তব্য।

বস্তুতে গন্ধ নাই) এ অবস্থায় সুগন্ধত্ব প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর (গন্ধত্ব) দ্বারা ঘটিত হওয়ায় (যে বস্তুর জ্ঞান না হইলে যে বস্তুর জ্ঞান হয় না, সেই বস্তু তাহার দ্বারা ঘটিত হয়, গন্ধত্ব জ্ঞান না হইলে সুগন্ধত্ব [উৎকৃষ্ট গন্ধত্ব] জ্ঞান হয় না কাজেই সুগন্ধত্ব গন্ধত্ব দ্বারা ঘটিত) ব্যর্থ বিশেষণ দোষ হইয়াছে।

প্রকৃত স্থলে "ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য—জ্ঞান করণত্ব" হেতুর অধিকরণবৃত্তি ব্যাপ্তি জ্ঞানত্ব—রূপ—ধর্ম্মান্তর অনুমানের ইতরভেদ—সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইয়াছে, এবং কথিত জ্ঞান করণত্ব হেতু ঐ ধর্ম্মান্তর ব্যাপ্তি জ্ঞানত্ব দ্বারা ঘটিত হইয়াছে। অতএব এই বিশেষণ ভাগাসিদ্ধি বারক হইলেও ব্যর্থ বিশেষণত্ব দোষ খণ্ডন করা যায় না। আর যদি ভাগাসিদ্ধ্যাদি বারক বিশেষণের সার্থকতা স্বীকার করা যায় (নিষ্প্রয়োজন বিশেষণকে ব্যর্থ বিশেষণ বলা যায়) তথাপি ব্যভিচার জ্ঞানের বিরোধি জ্ঞানত্বকে হেতু করিলেই চলে এ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির করণত্বকে হেতু করিলে যে গৌরব হয় তাহা এড়াইবার উপায় নাই। (৪৫)

মন্তব্য।

(৪৩) হেতু বিভিন্ন হইলে ব্যর্থ বিশেষণ হয় না, হেত্বন্তর হয় মাত্র। হেত্বন্তরে গৌরব থাকিলেও তাহা অধিক দোষাবহ হয় না। কারণ, "মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ" শ্রুতিতে বহু হেতু দ্বারা অনুমানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—বিভিন্ন হেতু দ্বারা অনুমিতি করিতে গেলে আপেক্ষিক লাঘব গৌরব নিতান্তই সম্ভাবনীয়। হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম নিজের অধিকরণস্থ প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর (নিজ অপেক্ষা লঘু ধর্ম্ম) দ্বারা ঘটিত হইলেই ব্যর্থত্ব থাকে। (স্বসমানাধিকরণ প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর ঘটিতত্বই বৈয়র্থ্য)

পৃথিবীত্ব সাধ্য সুগন্ধত্ব হেতু স্থলে বৈয়র্থ্য হইয়াছে। কারণ, সুগন্ধ গন্ধের অভিন্ন পদার্থ, হেতুতাবচ্ছেদক সুগন্ধত্ব নিজের অধিকরণস্থ গন্ধত্ব ধর্ম্মান্তর দ্বারা ঘটিত। গন্ধত্ব সুগন্ধত্বে। অভিন্ন পদার্থ হইলেও ধর্ম্মান্তর হইয়াছে। কারণ, এই ধর্ম্মান্তর পদ ভিন্ন ধর্ম্মকে বুঝায় নাই,—বুঝাইয়াছে নিজের অনবচ্ছিন্ন প্রকারতার অবচ্ছেদককে, গন্ধত্ব সুগন্ধত্বভিন্ন না হইলেও সুগন্ধত্বানবচ্ছিন্ন প্রকারতার অবচ্ছেদক হইয়াছে। সুগন্ধত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রকারতা ও গন্ধত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাবিভিন্ন পদার্থ,—এক হইলে "এই ফুলের গন্ধ ভাল নহে, একটা সুগন্ধি কুসুম আনয়ন কর" এইরূপ ব্যবহার হইত না। জ্ঞানের বিভিন্নতা সম্পাদন করেই তাহার প্রকারতার (বিশেষণতার) অবচ্ছেদক (ভেদক) স্বীকার করা হইয়াছে। যে পদার্থের জ্ঞান না হইলে যাহার জ্ঞান হয় না সেই পদার্থই তাহা দ্বারা ঘটিত, (তদবিষয়ক প্রতীতির অবিষয়ত্বই ঘটিতত্ব) গন্ধত্বের জ্ঞান না হইলে সুগন্ধত্ব জ্ঞান হয় না, কাজেই সুগন্ধত্ব গন্ধত্ব দ্বারা ঘটিত হইয়াছে।

প্রস্তাবিত স্থলে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য জ্ঞান করণত্ব হেতুতাবচ্ছেদক ব্যাপ্তি জ্ঞানত্বাদি ঘটিত হইলেও ঐ ব্যাপ্তি জ্ঞানত্বাদি সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি পদার্থ কথিত করণত্বের অধিকরণে না থাকায় ব্যর্থ বিশেষণ হইল না।

যে জাতীয় পাথর পুড়িয়া চুণ হয়, সেই জাতীয় পাথর দেখিয়া তাহাতে গন্ধ' প্রাগ ভাবের নিশ্চয় দ্বারা পৃথিবীত্বের অনুমিতি হয় ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ। এখানে

বিশেষতঃ অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞান ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান উভয়ই অনুমিতির কারণ, কিন্তু উভয় সাধারণ একটি জ্ঞানত্ব নাই যে তাহাকে হেতু করিয়া ইতর ভেদ সাধন করা যাইবে। অন্ততরত্ব হেতু করিলেও গৌরব হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্ত জ্ঞান বৃত্তি—জাত্যবচ্ছিন্নের (অনুমিতিত্ব জাত্যবচ্ছিন্নের) করণত্ব রূপে নিবেশ করাই লাঘব, ইহাতে বৈয়র্থ্যের আশঙ্কা ও নাই।

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিষয় হেতুকে অনুমান বলিয়াছেন। গঙ্গেশোপাধ্যায় ও দীধিতিকার প্রভৃতি ইহা সমীচীন মনে করেন নাই। তাহারা বলেন যে "ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন (ফলবিশিষ্ট) ব্যাপার শালি—কারণের নাম করণ; হেতু অনুমান হইলে যে স্থলে হেতু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা উৎপন্ন হয় নাই, সেখানে করণাভাব নিবন্ধন অনুমিতির অসম্ভব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য জ্যোতির্গণনালব্ধ ভাবি সর্ব্বগ্রাস সূর্য্য গ্রহণ হেতু দ্বারা গ্রহণের বহু পূর্ব্বে দিবা ভাগে নিশীথ সদৃশ অন্ধকারের ও তারকোদগমের অনুমিতি হইয়া থাকে।

অনুমানের প্রামাণ্য।

প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ বাদী চার্ব্বাক বলেন,—ন্যায় মতে অনুমানের যে সকল কারণ নির্বাচন করা হইয়াছে, তাহার সংঘটন সম্ভাবনীয় নহে, (সুতরাং অনুমান প্রমাণ নহে) কারণ—অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তি জ্ঞান কারণ, ও ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতি ব্যভিচার জ্ঞানের বিরহ সহ কৃত সহচার জ্ঞান কারণ বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতি ব্যভিচার জ্ঞান প্রতিবন্ধক। যেখানে

মন্তব্য।

গন্ধ অপেক্ষা গন্ধের প্রাগভাব গুরু ধর্ম্ম হইলেও তাহা দ্বারাই অনুমিতি হয়। গন্ধ জ্ঞানের বিষয় গন্ধ ও গন্ধত্ব, কিন্তু গন্ধপ্রাগভাব জ্ঞান ইহা ছাড়া পূর্ব্ব-কালীনত্ব অভাবত্ব প্রভৃতি পদার্থও বিষয় করিয়াছে। সুতরাং গন্ধ অপেক্ষা গন্ধ প্রাগভাব গুরু ধর্ম্ম। এজন্যই ব্যর্থ বিশেষণের লক্ষণে অসমানাধিকরণ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। অন্যথা গন্ধ প্রাগভাবত্ব প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতা-বচ্ছেদক গন্ধত্ব দ্বারা ঘটিত হওয়ায় ব্যর্থ বিশেষণ দোষ হইত। (৪৩)

ব্যাপক পদার্থের সংশয় থাকে সেখানে ব্যাপ্যের সংশয় হইয়া যায়; অতএব হেতুতে ব্যাপক উপাধির (ব্যভিচারের) সংশয় থাকায় ব্যাপ্য সাধ্যের ব্যভিচারের সংশয় অনিবার্য্য। সুতরাং ব্যভিচার জ্ঞানাভাব না থাকায়ই ব্যাপ্তি জ্ঞান হইবে না। সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপককে উপাধি বলে। যেখানে সাধ্যের ব্যাপক উপাধির ব্যভিচার থাকে, সেখানে সাধ্যের ব্যভিচার অবশ্যই আছে। (৪৪) অনুপলব্ধি দ্বারা (প্রত্যক্ষ না হওয়ার দরুণ) যোগ্য উপাধির অভাব (যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় তাহার নাম যোগ্য, আর যাহার কদাপি প্রত্যক্ষ হয় না তাহার নাম অযোগ্য) প্রত্যক্ষ হইলেও অযোগ্য উপাধির আশঙ্কা দুষ্পরিহরণীয়।

অপিচ শত শত অধিকরণে হেতুতে সাধ্যের সহচার থাকিলেও ব্যভিচার লক্ষিত হয়। যথা, অগ্নি—হেতুতে ধূম—সাধ্যের বহু স্থলে সামানাধিকরণ্য থাকিলেও লৌহ পিণ্ডস্থ অগ্নিতে ধূমের সামানাধিকরণ্য না থাকায় অগ্নি ধূমের ব্যভিচারী হইয়াছে। এবং কোটি কোটি অধিকরণান্তর্ভাবে পৃথিবীত্বে লৌহ লেখ্যত্বের (লৌহ দ্বারা ছেদনের যোগ্যত্বের) সহচার থাকিলেও, মাত্র হীরকে লৌহ লেখ্যত্ব না থাকায় পৃথিবীত্ব তাহার ব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছে। বলা আবশ্যক যে, হীরক ভস্মীভূত হইলে তাহাতে গন্ধ পাওয়া যায়, সুতরাং হীরকেও গন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (যাহাতে গন্ধ আছে

মন্তব্য।

(৪৪) যে শুভ্রবর্ণ বস্তু বিশেষ দেখিয়া "কাপড়, কি না?" সন্দেহ হয়, তাহা পরিধেয় বস্ত্র বা উত্তরীয় বলিয়া নির্ণয় হয় না, এবং যে জন্তু চতুষ্পদ কি না? সন্দেহ আছে, সেটা অশ্ব বলিয়া নির্ণয় হয় না, সংশয় হইয়া পড়ে। এই অনুভবেই ব্যাপ্য সংশয়ের প্রতি ব্যাপক সংশয়ের হেতুতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে।
যে বস্তু হেতুর ব্যাপক হয় না (হেতুর অধিকরণে যাহার অভাব থাকে) হেতুতে সেই বস্তুর অভাবের অধিকরণ বৃত্তিত্ব রূপ ব্যভিচার থাকে। আর যে বস্তু সাধ্যের ব্যাপক, তাহার অভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব রূপ ব্যভিচার যেখানে আছে, সেখানে সাধ্যের ব্যভিচার অবশ্যই আছে।
উপাধি সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক, সুতরাং যেখানে উপাধির ব্যভিচার সংশয় হইবে সেখানে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয় ও অবশ্যম্ভাবী। (৪৪)

তাহারই নাম পৃথিবী।) এই নিয়মে সর্ব্বত্রই ব্যভিচারের সম্ভব আছে। এ অবস্থায় ধূমাদি দর্শনের পর আগুণ না দেখিয়াও যে আগুণ আছে বলিয়া ব্যবহার হয়, তাহা কেবল আগুণের সম্ভাবনা মাত্র নিবন্ধন। (৪৫)

অতএব অনুমান প্রমাণ নহে। অনুমান প্রমাণ না হইলে শব্দাদি ও প্রমাণ নহে। কারণ, অনুমান দ্বারা শক্তি গ্রহ না হইলে শব্দের প্রামাণ্য সংস্থাপন সম্ভবপর নহে। (৪৬)

মন্তব্য।

(৪৫) যেখানে ধূমের প্রত্যক্ষ হইতেছে, কিন্তু আগুণের প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেখানে আগুণের সন্দেহ,-ও সেই স্থানের সহিত আগুণের অসম্বন্ধ জ্ঞান না থাকা কালে, স্বতন্ত্র ভাবে অগ্নি এবং সেই স্থানের যে জ্ঞান হয় তাহার নামই সম্ভাবনা।

এই স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন (বিশৃঙ্খল) জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই ("এখানে আগুণ আছে কিনা" এই সন্দেহ ও আগুণের সহিত সেই স্থানের অসম্বন্ধ জ্ঞান না থাকায়) "এখানে অগ্নি আছে" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। (৪১)

(৪৬) অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত না হইলে, নর শব্দ যে মানুষকে বুঝায় ইহাও বুঝিবার উপায় নাই। যেহেতু-"একজন মানুষ আসিতেছে"এ অবস্থায় কোন প্রবীণ লোকের মুখ হইতে "একজন নর আসিতেছে" শব্দ শুনিয়া সমীপবর্ত্তী বালক বুঝিতে পারে যে, "নর শব্দ মানুষকে বুঝায়।" কারণ—"নর শব্দের অন্য কোন অর্থ জানিনা, অথচ মানুষ আসিতেছে—দেখিয়াই উনি নর আসি-তেছে—বলিতেছেন"। সুতরাং নর শব্দ মানুষেরই বোধক এইরূপ আলোচনার ফলেই বালক নর শব্দের অর্থ বোধে সমর্থ হয়। (এই আলোচনা অনুমান ভিন্ন নহে) এই নিয়মেই প্রথমে অনেক শব্দের অর্থ বোধ হয়। (শিশুকালে প্রথমতঃ এই নিয়মে ক্রমশঃ ভাষা শিক্ষা করা যায়।) পরে অভিধান দর্শনাদি দ্বারা যে শব্দার্থ বোধ হয় তাহাও অনুমান সাপেক্ষ। কারণ—যে সকল শব্দের অর্থ জানা আছে, অভিধানে সেই সকল শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ দেখিয়াই প্রথমতঃ অভিধানের সত্যতার অনুমান হয়, তৎপরে অভিধানের বাক্য বিশ্বাস করিয়া অজ্ঞাতার্থক শব্দের অর্থবোধ হইয়া থাকে। ব্যাকরণাদি দ্বারা যে অর্থ বোধ হয় তাহাও অনুমান নিরপেক্ষ নহে। (৪৬)

উত্তর। প্রশ্ন কর্ত্তা চার্ব্বাককে প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, তিনি কোন রূপে অনুমানের প্রামাণ্যের উচ্ছেদ সাধন করেন। যদি প্রমা জ্ঞানের করণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের (ইন্দ্রিয়ত্বের) অভাবকে হেতু করিয়া অনুমানের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে চান, তবে, ঐ অপ্রামাণ্য জ্ঞানের প্রতি অপ্রামাণ্য ব্যাপ্য প্রমাজনকতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাভাবের (ইন্দ্রিয়ত্বাভাবের) জ্ঞান কারণ হইয়া পড়িল। বলা বাহুল্য—ঐ জ্ঞানের নামই অনুমান, সুতরাং অনিচ্ছায়ও অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়িল।

আর যদি "অনুমান প্রমাণ নহে" এই বাক্য দ্বারা অনুমানের অপ্রামাণ্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বলিতে হইবে—"এই বাক্য কাহার প্রতি কার্য্যকারী হইবে?" যাহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বাক্য প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। যাহাদের অনুমানের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং যাহাদের "অনুমান প্রমাণ" এইরূপ নিশ্চয় (চার্ব্বাক মতে ভ্রম নিশ্চয়) আছে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যদি চার্ব্বাক পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে পরের সন্দেহ ও পরের নিশ্চয় (চার্ব্বাক মতে ভ্রম নিশ্চয়) তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এ অবস্থায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে,—পরের সন্দেহ ও পরের নিশ্চয়াত্মক ভ্রম তিনি কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেখানে ত তাহার প্রমাণত্বে অঙ্গীকৃত একমাত্র ইন্দ্রিয়ের কোন সামর্থ্য (সম্বন্ধ) নাই। সুতরাং একথা বুঝিবার বাকী রহিলনা যে, "চার্ব্বাক তর্কের খাতিরে মুখে অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলেও তাহার হৃদয় অনুমানের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতেছে। অথবা এই অস্বীকরোক্তিই স্বীকারার্থে পরিণত হইতেছে।

এ কথার উপরেও যদি বলা হয় যে, যেমন সম্ভাবনা দ্বারা পক্ষে সাধ্যের ব্যবহার হয়, সেইরূপ সম্ভাবনা দ্বারা অনুমানের প্রামাণ্যের ব্যবহার ও হইতে পারে। তথাপি কোন লাভ হইবেনা। কারণ, তাহা হইলেও বলিতে হইবে "অনুমান অপ্রমাণ" 'এই বাক্য প্রমাণ কিনা? যদি প্রমাণ হয়, তবে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত এই বাক্যই—একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। আর যদি এই বাক্য অপ্রমাণ হয় তবে অনুমানের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইল না, বাধ দোষ হইয়া পড়িল।

একথার উত্তরে চার্ব্বাক বলিতে পারেন যে, "অনুমান অপ্রমাণ" এই "বাক্য অপ্রমাণ" একথা বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইহার—"ভ্রমজ্ঞানের জনক" অর্থ নহে, তাহা হইলেই ভ্রম জ্ঞানের বিষয় বাধাধীনত্ব নিবন্ধন 'অনুমান অপ্রমাণ" বাক্যের বিষয় বাধ (অনুমানে অপ্রামাণ্যের অভাব—প্রামাণ্য) অঙ্গীকৃত হওয়ায় অনুমানের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইত। কিন্তু "প্রমাজ্ঞানের করণভিন্ন" অর্থ করিলে আর বাধ দোষ ঘটিবে না। সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য সিদ্ধির প্রসঙ্গও রহিল না।

চার্ব্বাকের এসব চাতুরীও সুফল প্রসূ হইবে না। কারণ, অনুমান প্রমাণ না হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। কারণ—ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান প্রমা হইলে তাহার করণ-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণ হইবে। কিন্তু ঐ জ্ঞানের প্রমাত্ব সাধনের প্রতি কোন ইন্দ্রিয়ের ই সামর্থ্য নাই, প্রমাত্ব অনুমান মাত্র গম্য। ইন্দ্রিয়োৎপন্ন জ্ঞানে প্রমাত্ব নির্ণীত না হইলে যাহা চোখে দেখিতেছি. কাণে শুনিতেছি, তাহাও সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন হইয়া পড়িবে।

মীমাংসকেরা বলেন, যে সকল কারণে প্রত্যক্ষ হয় সেই সকল কারণেই তাহাতে প্রমাত্বও গৃহীত হইয়া পড়ে, প্রমাত্ব জ্ঞানের প্রতি অন্য কোন কারণ নাই। এই মীমাংসক মতও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা হইলে যে কোন প্রত্যক্ষের পরেও "যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা সত্য, কি না"? সংশয় হইবে না; বস্তুতঃ ঈষৎ অন্ধকারে ঘন-কৃষ্ণ সুদীর্ঘ পদার্থ চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট হইবার পরে "এইটি সর্প" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইলে, (সময় বিশেষে) "এই জ্ঞানটা যথার্থ কি না" সন্দেহ হয়। প্রত্যক্ষের কারণ কলাপই যদি জ্ঞানের প্রমাত্ব গ্রহের হেতু হয়, তবে কদাপি এরূপ সন্দেহের সম্ভব থাকিবে না। (এগুলি প্রামাণ্য বাদে বিবেচ্য,)

উপাধি সংশয় দ্বারা ব্যভিচার সংশয় হইয়া যাইবে সুতরাং ব্যাপ্তি জ্ঞানের সম্ভব না থাকায় অনুমিতি হইবে না? এই প্রশ্নের মীমাংসা ব্যাপ্তি গ্রহোপায়ের বিবরণে করা হইয়াছে।

৩। অনুমানের প্রকার ভেদ।

পূর্ব্বোক্ত অনুমান তিন প্রকার। যথা কেবলান্বয়ি সধ্যক, কেবল ব্যতিরেকি সাধ্যক ও অন্বয় ব্যতিরেকি সাধ্যক। যে সাধ্যের বিপক্ষ (অভাবাধিকরণ)

নাই, তাহাকে কেবলান্বয়ি সাধ্য বলা যায়। যথা, বাচ্যত্ব, অভিধেয়ত্ব, গগণাভাব প্রভৃতি। যে ব্যাপ্তি জ্ঞানের (অনুমানের) বিষয়ীভূত সাধ্য কেবলান্বয়ী তাহার নাম কেবলান্বয়ি সাধক অনুমান। (৪৭)

মন্তব্য।

(৪৭) যাহারা সন্দিগ্ধ সাধ্যক ধর্ম্মীকে পক্ষ বলেন, তাহাদের মতে "অভিধেয়ত্ব সম্মুখীন বস্তুতে আছে কিনা" সংশয় ধরিলে পক্ষ লাভ হইবে। অন্যথা অভিধেয়ত্বা-ভাব কুত্রাপি না থাকায় (সাধ্য সন্দেহাভাব প্রযুক্ত) পক্ষ পাওয়া দুর্ঘট হইত।

এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে,—পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ব, অসৎপ্রতি পক্ষিতত্ব, ও অবাধিতত্ব এই পাচটি রূপ যে হেতুতে থাকে সেই হেতু অনুমাপক হয়। [যেখানে সাধ্যের সন্দেহ থাকে অথবা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধির অভাব থাকে তাহার নাম পক্ষ, পক্ষে হেতু থাকিলে হেতুতে পক্ষ সত্ব রহিল। যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে (মহানসাদিতে) তাহার নাম সপক্ষ, অত্রত্য হেতুতে সপক্ষ সত্ব থাকে। (যেখানে সাধ্যের অনুমিতি হইবে তদ্ভিন্ন কোন স্থানে "সাধ্য ও হেতু উভয় আছে" এরূপ জানা থাকা আবশ্যক) যেখানে সাধ্য থাকেনা তাহার নাম বিপক্ষ, বিপক্ষে হেতু না থাকিলেই হেতুতে বিপক্ষাসত্ব থাকে। সমান বল বিরোধি হেতুর নাম সৎপ্রতিপক্ষ, ইহা যাহার আছে, তাহার নাম সৎপ্রতি পক্ষিত; যে হেতুর সৎপ্রতিপক্ষ নাই, তাহার নাম অসৎ প্রতিপক্ষিত। পক্ষে সাধ্যের অভাব থাকিলে (বাদী প্রতিবাদী উভয়ের অনু-মোদিত হইলে) হেতু বাধিত হয়, বাধিত না হইলেই হেতুতে অবাধিতত্ব থাকে,] কেবলান্বয়ি সাধ্যক স্থলে বিপক্ষ না থাকায় হেতুতে বিপক্ষাসত্ব সম্ভাবনীয় নহে। সুতরাং এতাদৃশ হেতু কিরূপে অনুমাপক হইবে। অন্যথা অন্যরূপ (অসৎ প্রতি পক্ষিতত্ব প্রভৃতি) না থাকিলেও হেতু অনুমাপক হইতে পারে।

উত্তর। "অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞান ও ব্যতিরেক—ব্যাপ্তি জ্ঞান ইহার যে কোন একটি থাকিলেই অনুমিতি হয়" ইহা অনুভব সিদ্ধ। যেখানে উভয়টি থাকে সেখানে বিনিগমনা ভাব (দুইটির মধ্যে মাত্র একটির কারণতা গ্রাহক যুক্তির অভাব) প্রযুক্ত উভয় ব্যাপ্তি জ্ঞানই কারণ। পূর্ব্বে যে পাচটি রূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহারা ঐ উভয় প্রকার ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রয়োজক বলিয়াই

যে সাধ্যের সপক্ষ (নিশ্চিত সাধ্যবৎ পক্ষ) নাই তাহার নাম কেবল ব্যতি-রেকী, (অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের নাম ব্যতিরেকী) কেবল ব্যতিরেকি সাধ্যক স্থলে "যে যে থানে সাধ্যাভাব আছে, সে সকল অধি করণে হেতুর অভাব আছে" এইরূপ ব্যতিরেক সহচার জ্ঞান জন্য "সাধ্যাভাব ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগী হেতু পক্ষে আছে" এইরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ—ধর্ম্মতাজ্ঞান দ্বারা অনুমিতি হয়। কেবল ব্যতিরেকি সাধ্যক স্থলে পক্ষভিন্ন কুত্রাপি সাধ্য বা হেতু থাকে না। মেঘসাধ্যক গভীর গর্জ্জন হেতু কেবল ব্যতিরেকি সাধ্যক। এস্থলে পক্ষ গগণ ভিন্ন কোথাও সাধ্য ও হেতুর সামানাধিকরণ্য সম্ভব পর নহে। কালান্তরে গগণে সাধ্য ও হেতুর সামানাধি করণ্য জ্ঞান থাকিলে ও তৎকালে সাধ্য নিশ্চয় না থাকায় সপক্ষ হয় নাই। আর সাধ্য নিশ্চয় থাকিলে সিষাধয়িষার অসমবধান দশায় গগণ পক্ষই হইবে না, সুতরাং তখন ঘন গর্জ্জন দ্বারা মেঘানুমিতি হওয়া অসম্ভব। কথিত ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য অনুমিতির করণ—ব্যাপ্তিজ্ঞানের নাম কেবল ব্যতিরেকী অনুমান। এই—অনুমান দ্বারাই অর্থাপত্তির প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে। কেবল ব্যতিরেকি সাধ্যক স্থলে হেতুতে সপক্ষ—সত্ত্ব না থাকিলেও ব্যতিরেক—ব্যাপ্তির জ্ঞান বলে অনুমিতি হইবে। কারণ—ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতি সাধ্য ও হেতুর সহচার জ্ঞান কারণ নহে, কারণ হইয়াছে— সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সহচার জ্ঞান। সুতরাং এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত পাচ রূপ না থাকা ক্ষতি কর হয় নাই।

যে সাধ্যের হেতুর সহিত সহচার জ্ঞান হইয়াছে—এইরূপ ব্যতিরেক প্রতি যোগী সাধ্যের নাম অন্বয় ব্যতিরেকী সাধ্য। যথা ধূম হেতুক—বহ্নি। পক্ষ চত্বর ভিন্ন মহানসাদিতে ধূমের সহিত বহ্নির সহচার গ্রহ পূর্ব্বে হইয়াছে,

---

মন্তব্য।

অনুমিতির প্রয়োজক। কথিত বিপক্ষা বৃত্তিত্ব, বিপক্ষে হেতুর বৃত্তিত্ব শঙ্কা নিবৃত্তি দ্বারা ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রযোজক, কিন্তু কেবলান্বয়ি সাধ্য স্থলে বিপক্ষ না থাকায় বিপক্ষ বৃত্তিত্ব শঙ্কার অবসর নাই। সুতরাং বিপক্ষাবৃত্তিত্ব না থাকিলেও কথিত হেতুর গমকতা অব্যাহত আছে। (৪৭)

(মহানসের বহ্নি চত্বরে না-থাকিলেও উভয় বহ্নিই এক জাতীত) এতাদৃশ সাধ্য হেতুক অনুমিতির হেতু ব্যাপ্তি জ্ঞানের নাম অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান। (৪৮)

ন্যায় দর্শনে অনুমানের বিভাগ অন্য প্রকার। যথা, অনুমান তিন প্রকার, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, ও সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ব্ব—কারণ, পূর্ব্ববৎ—কারণবৎ, কারণ দ্বারা যে কার্য্যের অনুমান হয় তাহার নাম পূর্ব্ববৎ অনুমান। যথা মেঘ সজ্জা-বিশেষ দর্শনে বৃষ্টির অনুমান, ও ঝড়ের বেগ বাহুল্য জ্ঞানে গৃহাদির পতনের অনুমান। শেষবৎ যথা—শেষ—কার্য্য, শেষবৎ কার্য্যবৎ, কার্য্যদ্বারা কারণের অনুমান। যথা পার্ব্বত্য-নদীর জল বৃদ্ধি দেখিয়া পর্ব্বতে বৃষ্টির অনুমান। সামান্যতোদৃষ্ট, যথা—যে-হেতু কার্য্য নহে ও কারণ নহে, তাহা দ্বারা যে-অনুমান হয়-তাহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা ময়ূরের রব শ্রবণে মেঘের অনুমান। ঐ রব মেঘের কার্য্য বা কারণ নহে। (৪৯)

মন্তব্য।

(৪৮) উদয়নাচার্য্য কেবলান্বয়ী প্রভৃতির অন্য রূপ বিভাগ করিয়াছেন। যথা—যে হেতুতে কেবল অন্বয় সহচার জ্ঞান বলে যে কালে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়, তৎকালে সেই হেতু কেবলান্বয়ী অনুমান। এই মতে ব্যতিরেক সহচারধী না থাকা কালে বহ্নি সাধ্যক-ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিষয় ধূমও কেবলান্বয়ী অনুমান। কেবল ব্যতিরেক সহচার (সাধ্যের অভাবও হেতুর অভাবের সহচার) জ্ঞান বলে যে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয় তাহার বিষয় হেতুরনাম কেবল ব্যতিরেকি অনুমান। এইমতে ব্যতিরেক সহচার জ্ঞান দ্বারা অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞানই হয়। যে কালে অন্বয় সহচার জ্ঞান ও ব্যতিরেক সহচার জ্ঞান উভয় দ্বারা যে সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইকালে সেই হেতু সেই সাধ্যের অন্বয় ব্যতিরেকি অনুমান।

উপাধ্যায় মতে অন্বয় সহচার জ্ঞান বলে অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞান ও ব্যতিরেক সহচার জ্ঞান দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। কেবল মাত্র অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞানের আনুকূল্যে যে অনুমিতির উৎপত্তি হয় তাহার করণের নাম কেবলান্বয়ী অনুমান। এবং কেবল-ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য অনুমিতির করণের নাম কেবল ব্যতিরেকী অনুমান। আর উভয় বিধ ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য অনুমিতির করণের নাম অন্বয় ব্যতিরেকী—অনুমান' উভয় প্রকার সহচার

৩। ন্যায়।

নির্ব্বাচিত অনুমান স্বার্থ মাত্র সম্পাদনে (নিজের অভিলষিত অনুমিতি মাত্রের উৎপাদনে) সাধ্য ও হেতুর সহচারাদির জ্ঞান বলেই সক্ষম বটে। কিন্তু যেখানে মধ্যস্থের সম্মুখে তর্ক দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে হইবে, সেখানের অনুমান ন্যায় সাধ্য। অতএব ন্যায়ও তাহার অবয়ব নিরূপণ করা যাইতেছে।

৪। ন্যায়ের লক্ষণ।

উচিতানুপূর্ব্বীক (যথ ক্রমে প্রযুক্ত) প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাচটির নাম ন্যায়। (৫০)

মন্তব্য।

জ্ঞান জন্য উভয় ব্যাপ্তি-জ্ঞানোত্তর-জাত অনুমিতির প্রতি বিনিগমনা বিরহ প্রযুক্ত উভয় ব্যাপ্তি জ্ঞানই কারণ। এইমতে বহ্নি সাধ্যক অনুমান অবস্থা বিশেষে কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী হইতে পারে। (৪৮)

---

(৪৭) চিন্তামণি কার প্রভৃতি অনুমানেরযে বিভাগ করিয়াছেন তাহাও ন্যায় দর্শনের বিরুদ্ধ নহে। যথা, পুর্ব্ববৎ অন্বয় সহচার জ্ঞান জন্য, যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। শেষবৎ, যাহা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই শেষে দেখা যাইবে, ব্যতিরেক সহচার মাত্র জ্ঞান জন্য। অথবা শেষবৎ অভাববৎ, অভাবে মাত্র যাহা দেখা গিয়াছে। সামান্যতোদৃষ্ট, ভাবের—সাধ্য ও হেতুর, অভাবের—উভয়ের অভাবের সহচার দর্শন জন্য যে অনুমান তাহার নাম সামান্যতোদৃষ্ট। কেবলান্বয়ি কৈবল ব্যতিরেকি ও অন্বয় ব্যতিরেকি সম্বন্ধে বক্তব্য অনেকই আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, অথচ বলিতে যাইলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, অতএব এখানে তাহার অবতারণা করা গেল না। (৪৯)

---

(৫০) ব্যতিক্রমে প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাচটির নাম ন্যায় নহে। এ জন্যই উচিতানুপূর্ব্বীক বলা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাচটিতে যে সমুদায়ত্ব (বুদ্ধি শেষের বিষয়ত্ব) আছে তাহার অধিকরণ প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত উত্তরত্ব

মন্তব্য।

শূন্য-হেতু (যে হেতু—ধূম আছে ইত্যাদি বাক্য) বৃত্তি-যে-সমুদায়ত্ব, ও তথাবিধ সমুদায়ত্বের অধিকরণ হেতুর অব্যবহিতোত্তরত্ব শূন্য উদাহরণ বৃত্তি যে সমুদায়ত্ব, ও কথিত উদাহরণের অব্যবহিতোত্তরত্ব শূন্য উপনয় বৃত্তি যে সমুদায়ত্ব, এবং তথা বিধ উপনয়ের অব্যবহিতোত্তরত্ব শূন্য নিগমন বৃত্তি যে সমুদায়ত্ব, এই চারিটি সমুদায়ত্ব (বুদ্ধিবিষয়ত্ব) ভিন্ন যে সমুদায়ত্ব তাহার নাম উচিতানুপূর্ব্বীকত্ব। [আকাশ পক্ষ, মেঘ সাধ্য, গভীর গর্জ্জন হেতু স্থলে "(এখন) আকাশে মেঘ আছে," (প্রতিজ্ঞা),। যেহেতু—গভীর গর্জ্জন হইতেছে (হেতু), যে যে দিন গভীর গর্জ্জন হইয়াছিল, সেই সেই দিনে আকাশে মেঘ ছিল, (যথা, গত রবি-বার) (উদাহরণ),। মেঘ ব্যাপ্য গভীর গর্জ্জন আকাশে হইতেছে, (উপনয়) সেই হেতু—আকাশে এখন অবশ্যই মেঘ আছে, (নিগমন)। এইরূপ প্রতি-জ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যের প্রয়োগ হয়। প্রতিজ্ঞা বাক্যের "আ" হইতে "ছে" পর্য্যন্ত বর্ণ (অক্ষর) নিচয়ে একটা সমুদায়ত্ব আছে। এই নিয়মে হেত্বাদি বাক্যের ও প্রথম বর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত বর্ণ রাশিতে এক একটা সমুদায়ত্ব আছে। প্রতিজ্ঞা বাক্যের অব্যবহিত পরে (অন্য বাক্য দ্বারা ব্যবহিত না করিয়া) হেতু বাক্যের, এবং হেতু বাক্যের অব্যবহিত পরে উদাহরণ বাক্যের, ইত্যাদি নিয়মে পাঁচটি বাক্যের প্রয়োগ হইলে তাহাতে ন্যায়ত্ব থাকিবে। যদি প্রতিজ্ঞা বাক্যের অব্যবহিত পরে হেতু বাক্যের প্রয়োগ না করিয়া উদাহরণাদি অন্য কোন বাক্যের প্রয়োগ করা হয়, তবে প্রতিজ্ঞার অব্যবহিতোত্তরত্ব শূন্য হেতু হইল, সুতরাং তত্রত্য সমুদায়ত্ব ও কথিত অব্য-বহিতোত্তরত্ব শূন্য হেতু বৃত্তি সমুদায়ত্ব হইবে। এবং হেত্বাদি বাক্যের অব্যবহিত পরে উদাহরণাদি বাক্যের প্রয়োগের বৈপরীত্য ঘটিলে সেই সেই সমুদায়ত্ব ও—কথিত উদাহরণাদি বৃত্তি সমুদায়ত্ব হইবে, এই চারিটি সমুদায়ত্ব ভিন্ন সমুদায়ত্বকে উচিতানুপূর্ব্বীকত্ব বলা হইয়াছে।] এইরূপ নির্ব্বচনের ফলে ব্যুৎক্রম প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি বৃত্তি সমুদায়ত্ব বারণ হইল বটে, কিন্তু উদাসীন (প্রতিজ্ঞাদি ভিন্ন) "অশ্ব দৌড়িতেছে" ইত্যাদি বাক্য বৃত্তি সমুদায়ত্ব বারণ হইল না। কারণ—তাহা ও পূর্ব্বোক্ত চারিটি সমুদায়ত্ব

মন্তব্য।

ভিন্ন সমুদায়ত্ব, সুতরাং এই উদাসীন বাক্যে ন্যায় লক্ষণের অতি ব্যাপ্তি হয়, অতএব বলা হইয়াছে—প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চ-সমুদায়ত্ব; "বর্ণিত—উচিতানুপূর্ব্বীক" সমানাধিকরণ প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ বৃত্তি সমুদায়ত্বের নাম ন্যায়ত্ব" এই ন্যায়ত্বের অধিকরণ প্রতিজ্ঞাদি পাচের নাম ন্যায়। ইহারা প্রত্যেকে ন্যায় নহে।

উদাসীন (ন্যায়ের অনন্তর্গত) প্রতিজ্ঞাদির সমানাকারক-বাক্যে প্রতিজ্ঞাদি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ কল্পে প্রতিজ্ঞাদির লক্ষণে "ন্যায়ান্তর্গতত্ব" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ন্যায়ের লক্ষণ ঘটক প্রতিজ্ঞাদিতে "ন্যায়ান্তার্গতত্ব বিশেষণ দিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। দুইটি বস্তুর প্রত্যেকটিকে চিনিতে হইলে যদি অপরের পরিচয় করা আবশ্যক হয়, তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। ফলতঃ সেখানে একটিরও পরিচয় হয় না। ("হরিদাস, কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে—"কৃষ্ণ কুমারের শ্বশুর," ও তৎপরে, "কৃষ্ণকুমার, কে ?"—প্রশ্নের উত্তরে, "হরিদাসের জামাতা" এইরূপে পরিচয় দিলে কাহাকেও পরিচয় করা যাইবে না। প্রকা-রান্তরে একটির পরিচয় করিতে পারিলে তাহা দ্বারা অপরটির পরিচয় পাওয়া যায়।) অতএব ন্যায় লক্ষণের ঘটক যে প্রতিজ্ঞাদি তাহাতে—ন্যায়ান্তর্গতত্ব বিশেষণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই বিশেষণ ছাড়িয়া দিলেও ন্যায় লক্ষণের কোন ক্ষতি হইবে না।

গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে অনুমিতির চরম কারণ যে লিঙ্গ পরামর্শ, তাহার প্রয়োজক যে শাব্দ জ্ঞান তাহার জনক বাক্যের নাম ন্যায়। আকাঙ্ক্ষাক্রমে যথারীতি অভিহিত প্রতিজ্ঞাদি পাচ বাক্যের অর্থ বোধ হইলে মধ্যস্থের চরম পরামর্শ হয়, ও তৎপরে অনুমিতি হয়। অতএব কথিত নিয়মে যথারীতি প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাচ বাক্যে এই লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

দীধিতিকার কথিত পাচ বাক্যে চরম পরামর্শের কথঞ্চিৎ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং এইরূপ উপযোগিতা মধ্যস্থ—প্রযুক্ত "কেন" "কুতঃ"? প্রভৃতি বাক্যেও আছে—দেখাইয়া তদ্‌ঘটিত বাক্যের ন্যায়ত্বাপত্তি প্রদর্শন ক্রমে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি পাচের ন্যায়ান্তর্গতত্বের হেতু প্রতিজ্ঞাদির লক্ষণে প্রদর্শিত হইবে। (৫০)

৫। অবয়বের লক্ষণ।

ন্যায়ের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদি অন্যতমের নাম অবয়ব। অথবা প্রতিজ্ঞাদির অঘটক ও উভয়ের (প্রতিজ্ঞা ও হেতু, হেতু ও উদাহরণ ইত্যাদির) ঘটক ভাগদ্বয় দ্বারা অঘটিত যে-ন্যায়ান্তর্গত বাক্য তাহার নাম অবয়ব। (৫১)

মন্তব্য।

(৫১) প্রতিজ্ঞা ভিন্ন, হেতুভিন্ন, উদারণ ভিন্ন, উপনয় ভিন্ন, ও নিগমন ভিন্ন যে সকল পদার্থ তত্তৎ ভিন্নত্বই প্রতিজ্ঞাদি-অন্যতমত্ব। তাহা হইলে "শব্দ অনিত্য এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের ভেদ তাহার এক দেশ "শব্দ" অংশে থাকায় ঐ অংশ প্রতিজ্ঞাদি ভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু "শব্দ অনিত্য" এই প্রতিজ্ঞায় পূর্ব্বোক্ত এক দেশ "শব্দ" অংশের ভেদ না থাকায় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি ভিন্ন ভিন্নত্ব রূপ অন্যতমত্ব প্রতিজ্ঞায় রহিল না। এই নিয়মে সকল স্থলেই সমুদায় ভিন্ন এক দেশের ভেদ সমুদায়ে না থাকায় কেহই প্রতিজ্ঞাদি-অন্যতম পদ বাচ্য হইল না। সুতরাং অবয়ব লক্ষণের অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। সমুদায়ে একদেশের ভেদ না থাকার হেতু এই যে, ব্যাসজ্য বৃত্তি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অনুযোগিতাক অভাব (অভাব যে সকল পদার্থে থাকে তাহারা অভাবের অনুযোগী হয়, অনুযোগী অনেক হইলে ঐ অনেকের উপরেই অনুযোগিতা থাকে, সুতরাং ঐ অনুযোগিতার অবচ্ছেদক ও অনেক স্থিত সমুদায়ত্ব হয়, [এই সমুদায়ত্ব কথিত অভাবের প্রতিযোগীর উপরেও আছে] ঐ অভাবের অনুযোগিতার অবচ্ছেদক সমুদায়ত্ব ব্যাসজ্য বৃত্তি, অর্থাৎ প্রত্যেকের উপরে নাই সকলকে ব্যাপিয়া আছে। অতএব এইরূপ অভাব) অনুভব সিদ্ধ নহে। ইহার কারণ এই যে, "সিংহ, সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তী নহে" এইরূপ-ভেদ জ্ঞান হয়। কিন্তু, "সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তী, সিংহ নহে" এইরূপ-ভেদ জ্ঞান হয় না। যেহেতু ঐ তিনটির মধ্যে সিংহ পড়িয়াছে।

প্রস্তাবিত প্রতিজ্ঞার "শব্দ" অংশ, "শব্দ অনিত্য" নহে, কিন্তু "শব্দ অনিত্য" এই সমুদায় "শব্দ" নহে প্রতীতি হয় না। অতএব যাহারা এরূপ ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অনুযোগিতাক অভাব স্বীকার করেন না তাহাদের মতে প্রথম লক্ষণের সর্ব্বত্রই অসম্ভব, এজন্যই দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইয়াছে।

মন্তব্য।

এই লক্ষণের প্রতিজ্ঞাদির অঘটকত্ব-বিশেষণ দ্বারা প্রতিজ্ঞাদির একদেশ বারণ হইয়াছে। কিন্তু "গৃহে অগ্নি আছে" এই প্রতিজ্ঞার একদেশ "অগ্নি আছে" ও "যে হেতু ধূম আছে" এই হেতুর একদেশ "যেহেতু" এই উভয় অংশ দ্বারা ঘটিত—"অগ্নি আছে, যেহেতু" এই সমুদায়ে অতি ব্যাপ্তি বারণ হয় নাই। বলা বাহুল্য—এই উভয়-ভাগ ঘটিত সমুদায়ে ন্যায়ান্তর্গতত্ব ও প্রতিজ্ঞাদির অঘটকত্ব উভয়ই আছে। এই নিয়মে অন্যান্য স্থলেও দুই অবয়বের দুইটি অংশ ধরিয়া তদ্ঘটিত সমুদায়ে অতি ব্যাপ্তি হইতেছে। অতএব "উভয় ঘটক ভাগ দ্বয় ঘটিতত্ব" বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণ নিচয় উভয় ঘটক ভাগ দ্বয় দ্বারা ঘটিত হইয়াছে, অতএব অতিব্যাপ্তি হইল না।

প্রতিজ্ঞাদির অঘটক শব্দের অর্থ—প্রতিজ্ঞাদির ঘটকতানবচ্ছেদক ধর্ম্মের আশ্রয়। ঘটকতাবচ্ছেদক শব্দের অর্থ "নিজের আশ্রয় অবিষয়ক প্রতীতির অবিষয় প্রতিজ্ঞাত্বের আশ্রয় যাহার সেই ধর্ম্ম। এইরূপ ধর্ম্ম-"শব্দ অনিত্য" এই প্রতিজ্ঞার অন্তর্গত শ, ব্, দ, প্রভৃতি বর্ণস্থিত-শত্ব, ব্ত্ব, দত্ব, প্রভৃতি। শত্বের আশ্রয় "শ" অবিষয়ক জ্ঞান,—"ব্" বিষয়ক জ্ঞান, এই জ্ঞানের অবিষয় ও প্রতিজ্ঞাত্বের আশ্রয় "শ" হইয়াছে, সুতরাং কথিত শত্বাদি প্রতিজ্ঞার ঘটকতাবচ্ছেদক হইয়াছে। অতএব প্রতিজ্ঞার ঘটকতাবচ্ছেদক "শত্ব, ব্ত্ব, দত্ব" প্রভৃতি ধর্ম্মভিন্ন ধর্ম্মই প্রতিজ্ঞার ঘটকতানবচ্ছেদক। হেত্বাদির ঘটকতানবচ্ছেদক ও এইরূপেই নির্ব্বচন করিতে হইবে। অন্য যে কোন প্রকারে নির্ব্বচন করিতে গেলেই দোষ ঘটিবে, গৌরব ভয়ে সে গুলি দেখান গেলনা। এখানে প্রতিজ্ঞার ঘটকতানবচ্ছেদক হইয়াছে—"শ, ব্, দ, অ, নি, ত্য," এই—বর্ণ সমুদায় বৃত্তি সমুদায়ত্ব। এই সমুদায়ত্বের আশ্রয় পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ের অন্তর্গত "শব্দ অনিত্য" এই বর্ণ রাশি প্রতিজ্ঞার অঘটক ও প্রতিজ্ঞা ও হেতু উভয়ের ঘটক ভাগদ্বয় দ্বারা অঘটিত হওয়ায় তাহাতে লক্ষণ সমন্বয় হইল। ফল কথা—যে সকল বর্ণ দ্বারা প্রতিজ্ঞা বাক্য গঠিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞার ঘটক হইলেও সমুদায়ত্ব রূপে ঘটক নহে। সুতরাং লক্ষণ সমন্বয়ের কোন আশঙ্কা নাই; এই নিয়মে অন্যান্য অবয়বেও লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে।

৬। প্রতিজ্ঞার লক্ষণ।

"সাধ্য নির্দ্দেশ—প্রতিজ্ঞা" (গোতম সূত্র) সাধ্য—বিধেয়ধর্ম্ম বিশিষ্ট ধর্ম্মী, নির্দ্দেশ—বোধ জনক বাক্য। তাহা হইলে অর্থ হইল—বিধেয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট ধর্ম্মীর বোধক যে ন্যায়াবয়ব তাহার নাম প্রতিজ্ঞা। শব্দ পক্ষ—অনিত্যত্ব সাধ্য স্থলে "শব্দ অনিত্য" এইরূপ ন্যায়ান্তর্গত বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা (৫২)

উপাধ্যায় মতে, উদ্দেশ্যানুমিতির অন্যূন অনতিরিক্ত বিষয়ক বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা। অথবা উদ্দেশ্যানুমিতির বিষয় বিষয়ক লিঙ্গাবিষয়ক অবয়বকেও প্রতিজ্ঞা বলা যাইতে পারে। অথবা প্রকৃত-হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যবিষয়ক প্রকৃত-পক্ষ ও সাধ্য বিষয়ক বোধের জনক-ন্যায়াবয়বই—প্রতিজ্ঞা। (৫৩)

মন্তব্য।

উপাধ্যায় বলেন—প্রথমে প্রতিজ্ঞাদি প্রত্যেক বাক্যার্থের এক একটা বোধ স্বতন্ত্র ভাবে উৎপন্ন হয়। তৎপরে সমুদায় বাক্যার্থ মিলিত হইয়া একটা মহা বাক্যার্থ বোধ বা সমূহালম্বন—বোধ উৎপন্ন হয়। তাহার পরে মধ্যস্থের চরম পরামর্শ (যে পরামর্শ দ্বারা মধ্যস্থের অনুমিতি হইবে) হয়। তাঁহার মতে অনুমিতির চরম কারণ যে—লিঙ্গপরামর্শ তাহার জনক যে শাব্দ বোধ (মিলিত পাচ বাক্যের অর্থবোধ) তাহার জনক যে শাব্দ বোধ (প্রত্যেক বাক্যের অর্থ বোধ) সেই বোধের জনক বাক্যের নাম অবয়ব। দীধিতিকার উপাধ্যায়ের এই লক্ষণে দোষ দিয়া পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ করিয়াছেন। (৫১)

---

(৫২) শব্দ পক্ষ অনিত্যত্ব সাধ্য স্থলে, "অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ববান্ শব্দ" এই উপনয়ে অতি ব্যাপ্তি বারণের জন্য বলিতে হইবে, উদ্দেশ্যানুমিতির বিধেয়ই সাধ্য পদের অর্থ। অন্যথা "অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ব ও স্থল বিশেষে সাধ্য হইতে পারে, সুতরাং তদবলম্বনে কথিত উপনয়ে অতি ব্যাপ্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। যেখানে "অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্বই বিধেয় হইবে সে স্থলে উপরি উক্ত বাক্যও প্রতিজ্ঞা হইবে। (৫২)

---

(৫৩) পঞ্চাবয়ব ভাবাপন্ন বাক্যার্থ জ্ঞানের ফলে মধ্যস্থের যে অনুমিতি হয়, তাহার নাম উদ্দেশ্যানুমিতি। অন্যথা "অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ববান্ শব্দ"

মন্তব্য

এইরূপ উপনয় বাক্যে অতি ব্যাপ্তি হইবে। কারণ, এই বাক্যও অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ব সাধ্যক অনুমিতির অন্যূন অনতিরিক্ত বিষয়ক শাব্দ বোধের জনক হইয়াছে। ন্যায়ের বহির্ভূত "শব্দ অনিত্য" ইত্যাদি বাক্যে অতি ব্যাপ্তি বারণের জন্য পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ন্যায়াবয়বত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। বলা বাহুল্য— ন্যায়ের অনন্তঃপাতি পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা সমানাকারক বাক্য প্রতিজ্ঞা পদ বাচ্য নহে। তাহা হইলে এখন ফলে দাড়াইল--"যেরূপ পক্ষ সাধ্যক ন্যায়ের অবয়ব, সেইরূপ-পক্ষ-সাধ্যক অনুমিতির অন্যূন অনতিরিক্ত বিষয়ক-শাব্দ-বোধের জনক বাক্য" প্রতিজ্ঞা। (এখানের যেরূপ—যাদৃশ পক্ষতাবচ্ছেদক ও সাধ্যতাবচ্ছেদক।)

"অবিচ্ছিন্ন-মূল-ধূম-হেতুক-আলোক বিশিষ্ট—গৃহ" পক্ষ, "অগ্নি" সাধ্য, "ধূম" হেতু স্থলে "ধূম হেতুক" (ধূম জ্ঞান জ্ঞাপ্য) হেতুতে অতি ব্যাপ্তি বারণার্থে অন্যূন বিষয়ক বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক। এখানে প্রকৃতানুমিতির বিষয় পদার্থের অতিরিক্ত কোন পদার্থই হেতু বাক্যার্থের অন্তর্গত হয় নাই। "ধূম হেতুক" এই হেতু বাক্যের অর্থ—"ধূম জ্ঞান জন্য জ্ঞানের বিষয়" ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যার্থের অংশীভূত।

"অনতিরিক্ত বিষয়ক" না বলিলে নিগমনে অতি ব্যাপ্তি হইবে। "সেই হেতুক শব্দ অনিত্য" "অতএব শব্দ অনিত্য" ইত্যাদিই—নিগমনের আকার। এসকল নিগমন বাক্যের অর্থ বোধ অনুমিতির বিষয় "শব্দ" "অনিত্য" প্রভৃতি সকল পদার্থকেই আকর্ষণ করিয়াছে, অনুমিতির বিষয় এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা নিগমন বাক্যার্থের অন্তর্গত নহে।

প্রশ্ন। "অনিত্যত্ব ব্যাপ্য-কার্য্যত্ববান্-শব্দ" এই উপনয় বাক্য শ্রবণের পরে যে আকাঙ্ক্ষা (তাহা দ্বারা কি হইবে?) হয়, "সেই হেতুক অনিত্য" এইরূপ নিগমন বাক্য দ্বারাই তাহার নিবৃত্তির সম্ভব আছে, অতএব নিগমনে পক্ষ বাচক "শব্দ"—পদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বলা আবশ্যক যে—এক একটি অবয়ব বাক্য শ্রবণের পরে মধ্যস্থের যে এক একটি আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহাদের নিবৃত্তি করেই অন্যান্য অবয়বের অবতারণা। উল্লিখিত উপনয় বাক্যার্থবোধের পরে মধ্যস্থের "তাহা দ্বারা কি হইবে" এই আকাঙ্ক্ষার উদয়

মন্তব্য।

হইলে "সেই হেতুক অনিত্য"এই মাত্র নিগমন বাক্য প্রয়োগ করিলেই এইনিগমন বাক্যার্থ পূর্ব্বোক্ত—"অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ববান্ শব্দ"এই—উপনয় বাক্যার্থের সহিত মিলিত হইয়া "সেই হেতুক—(অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ব জ্ঞান জন্য জ্ঞানের বিষয়) শব্দ অনিত্য" এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, ও ইহা দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। এ অবস্থায় নিগমনে পক্ষ বাচক (শব্দ) পদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং অন্যূন বিষয়ক বোধ জনকত্ব না থাকায়ই নিগমনে অতি ব্যাপ্তি হইবে না, কাজেই অনতিরিক্ত বিষয়ক বোধ জনকত্ব বিশেষণ নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে।

উত্তর। অনতিরিক্ত বিষয়কত্ব বিশেষণ না দিলে "শব্দ অনিত্য, যেহেতু—কার্য্য" এই প্রতিজ্ঞা ও হেতু সমুদায়ে এবং উপনয়ের একদেশ "শব্দ" ও "সেই হেতুক অনিত্য এই—নিগমন," এই—"শব্দ, সেই হেতুক অনিত্য" সমুদায়ে অতি ব্যাপ্তি হইবে। কারণ, ইহাতে অন্যূন বিষয়ক শাব্দ বোধ জনকত্ব আছে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে—প্রতিজ্ঞা সমানাকারক উদাসীন বাক্যে (ন্যায়ের বহির্ভূত বাক্যে) অতি ব্যাপ্তি বারণের জন্য ন্যায়াবয়বত্ব বিশেষণ দিতে হইবে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা হেতু সমুদায়ে ও উপনয়ের একদেশ সংশ্লিষ্ট নিগমনে ন্যায়াবয়বত্ব না থাকার দরুণই অতি ব্যাপ্তি হইবে না। এই আশঙ্কা ভ্রান্তি প্রণোদিত। কারণ, উদাসীন বাক্য বারণ করে ন্যায়াবয়বত্ব বিশেষণ দেওয়া অপেক্ষা ন্যায়ান্তর্গতত্ব বিশেষণ দেওয়া লাঘব। (অবয়ব নিবিষ্ট হইলে অবয়ব লক্ষণের সকল পদার্থ ই নিবিষ্ট হইবে) বলাবাহুল্য—পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা হেতু সমুদায়ে ন্যায়াবয়বত্ব নাই, কিন্তু ন্যায়ান্তর্গতত্ব আছে।

প্রকৃতানুমিতির অন্যূন বিষয়ক শব্দের অর্থ,—"পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালী," "শব্দ অনিত্য" এই জ্ঞান উল্লিখিত প্রকারতা শালী হইয়াছে। অনতিরিক্ত বিষয়ক শব্দের অর্থ, যদি—"প্রকৃতানুমিতির অবিষয় যে পদার্থ সেই পদার্থাবিষয়ক" হয়, তবে "সকল পদার্থ প্রমেয়, (যথার্থ রূপে জ্ঞেয়) যে হেতুক বাচ্য," এই স্থলে "সকল পদার্থ প্রমেয়" এইরূপ অনুমিতির অবিষয় পদার্থ না থাকায়, অনতিরিক্ত

মন্তব্য।

বিষয়কত্ব বিশেষণ রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। কারণ, যাহার অতিরিক্ত নাই তাহার আবার অনতিরিক্ত কি? (অতিরিক্ত ভিন্নের নাম অনতিরিক্ত) অতএব বলিতে হইবে, "প্রকৃতানুমিতির বিষয়তার বিলক্ষণ বিষয়তা শূন্যই" অনতিরিক্ত বিষয়ক শব্দের অর্থ। প্রকৃতানুমিতি বিষয়তা বিলক্ষণ বিষয়তা শব্দের অর্থ,—পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্নের অনিবর্ত্তনীয় (যাহা প্রকৃত নিশ্চয়ের প্রতিবধ্য নহে) সংশয়ের প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক—বিষয়তা। গগণ পক্ষ মেঘ সাধ্য গভীর নির্ঘোষ হেতু স্থলে, "সেই হেতু আকাশে মেঘ আছে" এই নিগমন জন্য জ্ঞানে, "হেতুত্ব গভীর শব্দ সম্বন্ধী কিনা" সংশয়ের প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বিষয়তা আছে, কিন্তু এই সংশয় "মঘবৎ গগণ" এইরূপ প্রকৃত পক্ষ সাধ্য বৈশিষ্ট্যাবগাহি নিশ্চয়ের প্রতি বধ্য নহে। কথিত নিগমনস্থ "সেই" শব্দের অর্থ—অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত উপনয় প্রতিপাদ্য—"মেঘ ব্যাপ্য-"গভীর নির্ঘোষ," "হেতুক" শব্দের অর্থ,—" জ্ঞানজন্য-জ্ঞানের বিষয়—"মেঘ"। এই নিশ্চয়ে হেতুত্বে গভীর নির্ঘোষ সম্বন্ধিত্ব অবগাহিত হওয়ায় "হেতুত্ব গভীর নির্ঘোষ সম্বন্ধি কিনা" সংশয় হইবে না। অতএব উল্লিখিত নিগমনে প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি নিশ্চয়ানিবর্ত্ত্য "হেতুত্ব গভীর গর্জ্জন সম্বন্ধী কি না?" সংশয় প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বিষয়তা থাকায় "অনতিরিক্ত বিষয়ক বোধ জনকত্ব" বিশেষণ দ্বারা অতি ব্যাপ্তি বারণ হইল।

সকল পদার্থ (সর্ব্ব) পক্ষ প্রমেয় সাধ্য স্থলে "সকল পদার্থ প্রমেয়" এই নিশ্চয়ের অপ্রতি বধ্য "ঘরে অশ্ব আছে কিনা" সংশয়ই হইয়াছে। (যদিও গৃহ সকল পদার্থের অন্তর্গত ও অশ্ব প্রমেয়ের অন্তর্গত হওয়ায় উল্লিখিত নিশ্চয় গৃহে অশ্বাবগাহী হইয়াছে, তথাপি গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অশ্বাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইবে না। ইহার প্রতি বন্ধক হইবে গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অশ্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি নিশ্চয়। পূর্ব্বোক্ত প্রমেয় নিশ্চয় সেরূপ নহে। বলা আবশ্যক যে,—যেখানে যেরূপে যে

মন্তব্য।

পদার্থের নিশ্চয় থাকে, সেখানে সেইরূপে তাহার অভাব জ্ঞান হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অতিরিক্ত অপ্রসিদ্ধ হইল না। এই অন্যূন অনতিরিক্ত বিষয় নির্ব্বচনে যে সকল স্থলে সাধ্য ও পক্ষ পড়িয়াছে, তত্তাবৎ স্থলেই প্রকৃত সাধ্য ও প্রকৃত পক্ষ—বলিতে হইবে, অন্যথা নানাবিধ দোষ ঘটিবে। গ্রন্থ গৌরব ও দুরূহত্বনিবন্ধন তাহার উল্লেখ করা গেল না।

প্রশ্ন। এই ব্যাখ্যায় ও লক্ষণ নির্দ্দোষ হয় নাই। কারণ—অশ্ব পক্ষ ধাবন ক্রিয়া-সাধ্য স্থলে, "অশ্ব দৌড়িতেছে" এই প্রতিজ্ঞা বাক্যে অশ্ব বিশেষ্যক ধাবন ক্রিয়া প্রকারক অনুমিতির সমানাকারক—শাব্দ বোধের জনকত্ব থাকিলেও, গিরি পক্ষ অগ্নি সাধ্য স্থলে—"গিরি অগ্নিমান্" এই প্রতিজ্ঞা বাক্যে অনুমিতির সমানাকারক বোধের জনকতা নাই। কারণ, "গিরি-অগ্নিমান্" অনুমিতিতে সংযোগ সম্বন্ধে প্রকার হইবে অগ্নি, এবং বিশেষ্য হইবে গিরি, আর "গিরি অগ্নিমান্" এই প্রতিজ্ঞা বাক্যার্থ বোধের অভেদ সম্বন্ধে প্রকার হইবে অগ্নিমান্ ও বিশেষ্য হইবে গিরি। যেহেতু—সমানবিভক্ত্যন্ত দুইটি পদ থাকিলে বিশেষ্য-পদার্থে বিশেষণ পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় বোধ হওয়াই লঘু ও ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ। উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা বাক্যের গিরি-পদ ও অগ্নিমান্-পদ প্রথমা বিভক্ত্যন্ত, সুতরাং ইহাদের অন্বয় বোধ অভেদ—সম্বন্ধেই হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অনুমিতির অন্যূন অনতিরিক্ত বিষয়ক বোধের জনকতা না থাকায় প্রদর্শিত প্রতিজ্ঞায় অব্যাপ্তি হইতেছে। বিশেষতঃ বিশেষ্য বিশেষণের ব্যতিক্রমে "গিরি অগ্নিমান্" "গিরিতে অগ্নি আছে" ইত্যাদি বিবিধ প্রকার প্রতিজ্ঞা-বাক্যের যে ব্যবহার হয়, পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির অন্যূনানতিরিক্ত বিষয়ক বোধজনক বাক্যত্ব লক্ষণ দ্বারা তাহার উপপাদন করা ও সম্ভাবনীয় নহে।

উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—সম্প্রদায় সিদ্ধ যেসকল প্রতিজ্ঞা (বিশেষজ্ঞেরা যে সকল বাক্য প্রতিজ্ঞা বলিয়া ব্যবহার করেন) পক্ষ ও সাধ্যকে বিষয় করিয়া যে, যে প্রকার (রূপ) নিশ্চয় উৎপাদন করে, তাহাদের যে কোন নিশ্চয় দ্বারা ও যে সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না, সেই সংশয়ের অনিবর্ত্তক যে পূর্ব্বোক্ত অন্যতম নিশ্চয়, তাহার জনক বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞা। এই ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত

মন্তব্য।

সকল দোষই অপসারিত হইবে। কারণ,—প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা যে কোন প্রকার বোধই হউক না কেন, "হেতুত্ব, ধূম সম্বন্ধী কি, না? গভীর নির্ঘোষ সম্বন্ধী কি না?" ইত্যাদি সংশয় তাহার প্রতি বধ্য হইবে না, সুতরাং "গিরি-অগ্নিমান্ গিরিতে অগ্নি আছে" ইত্যাদি বাক্যে উল্লিখিত সংশয়ের অনিবর্ত্তক বোধের জনক বাক্যত্ব থাকায় লক্ষণ সমন্বয়ের কোন বাধা রহিল না। বলা আবশ্যক যে—নিগমন জন্য নিশ্চয়েও পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের প্রতিবন্ধকতা আছে, অতএবই অতিব্যাপ্তি হইল না। যেখানে প্রতিজ্ঞাবাক্যের আকার বিভিন্ন সেখানেও প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা বাক্যেই পক্ষে সাধ্য বৈশিষ্ট্যাবগাহী যে কোন প্রকার বোধের জনকত্ব আছে, সুতরাং সকল প্রতিজ্ঞায়ই লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

যে ভাবে এই লক্ষণের পরিষ্কার করা হইল তাহাতে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়িয়াছে, এবং গত্যন্তর না থাকায় সম্প্রদায় সিদ্ধ প্রতিজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞার লক্ষণ করিতে হইয়াছে, অতএব উদ্দেশ্যানুমিতি বিষয় বিষয়ক ইত্যাদি দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইয়াছে। এই লক্ষণে লিঙ্গাবিষয়ক বিশেষণ থাকায় হেতু প্রভৃতি অন্য কোন অবয়বে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ, অন্যান্য সকল অবয়বই লিঙ্গ ঘটিত।

হেতু যেখানে সাধ্যের অথবা পক্ষের বিশেষণ হইবে, যথা এই সুগন্ধি-তৈল উপাদেয়, যে হেতু—"ইহার গন্ধ অতি প্রীতিকর" এতাদৃশস্থলের প্রতিজ্ঞায় লিঙ্গা বিষয়কত্ব না থাকায় এই লক্ষণ সমন্বয় হইতেছে না, অতএব "প্রকৃত-হেতুও সাধ্যের ব্যাপ্ত্যবিষয়ক ইত্যাদি তৃতীয় লক্ষণ করা হইয়াছে। প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট-প্রকৃত-হেতু, পক্ষ বা সাধ্যের বিশেষণ হওয়ার সম্ভব নাই। তাহা হইলে—প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারাই হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নির্ণয় হইয়া যাইবে, সুতরাং উদাহরণাদি বাক্যের উত্থাপক মধ্যস্থের আকাঙ্ক্ষায় উদয় না হওয়ায় ন্যায়েরই সম্ভাবনা থাকিবে না। বলা বাহুল্য—ন্যায়ের অনন্তর্গত বাক্য প্রতিজ্ঞা পদ প্রতিপাদ্য নহে।

এখানে ব্যাপ্ত্যবিষয়ক শব্দের অর্থ—"প্রকৃত হেতুও সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তিও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি উভয়াবিষয়ক" বলিতে হইবে। একটি মাত্র ব্যাপ্তির অবিষয়কত্ব

প্রশ্ন। যে সকল বাক্য সাধনের অঙ্গ, অর্থাৎ মধ্যস্থের অনুমিতির হেতু-পরামর্শের প্রযোজক হয়, সেগুলিই ন্যায়ান্তর্গত বলিয়া স্বীকার্য্য; প্রতিজ্ঞা বাক্য কথিত পরামর্শের প্রযোজক না হওয়ায় ন্যায়ান্তর্গত নহে, সুতরাং অবয়ব হইতে পারে না। হেতু বাক্যের উত্থাপক মধ্যস্থের আকাঙ্ক্ষা—(কেন) "শব্দ অনিত্য, আকাশে মেঘ আছে" ইত্যাদি বিপ্রতিপত্তি বাক্য (বাদীও প্রতিবাদীর পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য) দ্বারাই অবতীর্ণ হইয়া পড়িবে।

উত্তর। বিপ্রতিপত্তির পূর্ব্বে বাদীও প্রতিবাদী প্রতিশ্রুত হইলে "শব্দের অনিত্যতা সাধন কর, আকাশে মেঘের সাধন কর" ইত্যাদি মধ্যস্থের নিয়োগ ক্রমে শব্দে অনিত্যতা প্রভৃতি সাধনীয় হয়, এঅবস্থায় সাধ্যনির্দ্দেশ—প্রতিজ্ঞা না করিলে "যে হেতু—কার্য্য" ইত্যাদি হেতু বাক্যার্থের অন্বয় বোধ হওয়া অসম্ভব। বাদী যাহা বলেন নাই, এরূপ কোন অর্থে হেতু বাক্যার্থের অন্বয় বোধ অঙ্গীকার করা যায় না, অঙ্গীকার করিলে অন্বয়ের কোন নিয়ম থাকে না, সুতরাং যে কোন পদার্থেই অন্বয় হইয়া যাইতে পারে। বাদীর পূর্ব্ব প্রযুক্ত "শব্দ অনিত্য" ইত্যাদি বিপ্রতিপত্তি বাক্যোপস্থাপিত-সাধ্যবৎ পক্ষে হেতুবাক্যার্থের অন্বয় বোধ হওয়াও সম্ভবপর নহে। কারণ— প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি বাক্য (শব্দ নিত্য ইত্যাদি বিরুদ্ধ বাক্য) ও প্রমাণাদি-ব্যবস্থা দ্বারা বাদীর বিপ্রতিপত্তি বাক্য অত্যন্ত ব্যবহিত হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি নাইও বাদীও প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা বন্ধন নাই, তাহা পরার্থানুমান নহে (স্বার্থানুমান) সুতরাং সেখানে ন্যায় প্রয়োগেরও প্রয়োজন নাই। অতএব হেতু বাক্যার্থের অন্বয় বোধার্থেই প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োজন। যে হেতু—অন্য যে কোন অবয়বের অর্থের সহিত হেতু বাক্যার্থের অন্বয় বোধ সম্ভাবনীয় নহে।

মন্তব্য।

বলিলে অন্যবিধ ব্যাপ্তি ঘটিত উপনয়ে অতিব্যাপ্তি হইবে। উদাহরণাদি সকল অবয়বেই হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি পড়িয়াছে বলিয়া অতিব্যাপ্তির অবসর নাই। হেতু বাক্য ব্যাপ্তি ঘটিত না হইলেও প্রকৃত-পক্ষ সাধ্য বিষয়ক বোধের জনক না হওয়ায় উক্তপ্রতিজ্ঞা লক্ষণাক্রান্ত হইল না। এসকল লক্ষণে বিচার্য্য অনেক কথা আছে, অতিসংক্ষেপে কয়টি কথা বলা হইল মাত্র। (৫৩)

৭। হেতু।

প্রতিজ্ঞা বাক্যার্থ বোধের পরে মধ্যস্থের "কেন" আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি অভিলাষে বাদী "যে হেতু—কার্য্য" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করেন, এই বাক্যের নাম হেতু।

৮। হেতুর লক্ষণ।

সাধনতা ব্যঞ্জক বিভক্ত্যন্ত হেতু প্রতিপাদক বাক্যের নাম হেতু। অথবা যে বাক্যের অর্থের অন্বয় প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের বিশেষণ প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নে হয়, এতাদৃশ হেতু বিশিষ্ট হেতুত্ব বিষয়তা বহির্ভূত বিষয়তা শূন্য বোধজনক ন্যায়াবয়বকেও হেতু বলা যাইতে পারে। (৫৪)

মন্তব্য।

(৫৪) "আকাশে মেঘ হইয়াছে" এই প্রতিজ্ঞা বাক্য প্রতিপাদ্য প্রকৃত পক্ষাবচ্ছেদক আকাশত্বাবচ্ছিন্নের বিশেষণতাপন্ন প্রকৃত সাধ্যাবচ্ছেদক-মেঘত্বাবচ্ছিন্নে "যেহেতু গভীর নির্ঘোষ হইতেছে" এই-হেতুবাক্য প্রতিপাদ্য গভীর নির্ঘোষ জ্ঞান জন্য-জ্ঞান বিষয়ত্বের অন্বয় হয়, কিন্তু উল্লিখিত হেতু বাক্যে হেতুতাবচ্ছেদক গভীর নির্ঘোষত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিরূপিত হেতুত্ব (জ্ঞান জন্য জ্ঞান বিষয়ত্ব) বিষয়তা বহির্ভূত (অনন্তর্গত) বিষয়তাশালি বোধের জনকত্ব নাই। সুতরাং হেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের কোন বাধা নাই।

প্রথম লক্ষণের বিদ্যুৎ জ্ঞান-জ্ঞাপ্য (জ্ঞান জন্য জ্ঞানের বিষয়) মেঘ পক্ষক প্রতিজ্ঞায় (বিদ্যুৎ হেতুক মেঘ, পান্থদের উপকারী ইত্যাদি প্রতিজ্ঞায়) সাধনতাব্যঞ্জক বিভক্ত্যন্ত হেতু প্রতিপাদকত্ব থাকায় অতি ব্যাপ্তি হয়, এজন্যই দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইয়াছে। কথিত জ্ঞানজ্ঞাপ্যত্বের প্রকৃত পক্ষ বিশেষণতাপন্ন প্রকৃত সাধ্য অন্বয় না হওয়ায় অতি ব্যাপ্তি হইল না।

গভীর-নির্ঘোষ হেতুক মেঘবৎ সমানধর্ম্মা গগন-পক্ষক মেঘ-সাধ্যক, গভীর-নির্ঘোষ হেতুক প্রতিজ্ঞায়, অথবা ধূমহেতুক বহ্নিমৎ সমানধর্ম্মা মহানস-পক্ষক বহ্নি সাধ্য ধূমহেতুক-প্রতিজ্ঞায় অতিব্যাপ্তির বারণ মানসে উল্লিখিত বিষয়তা

৯। উদাহরণ।

হেতু বাক্যের অর্থের বোধ হইলে—"এই হেতু-গমক (সাধ্যের সাধক) হইবে কেন?" ইত্যাদি মধ্যস্থের আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্য হেতুতে যে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে, এবং ব্যাপ্তি বিশিষ্ট-হেতু যে পক্ষে আছে, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক, অতএব হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি প্রদর্শনার্থে প্রথমতঃ উদাহরণের অবতারণা।

যে যে সময়ে আকাশে গভীর নির্ঘোষ হইয়াছে, সেই সকল সময়েই আকাশে মেঘ ছিল, এবং যে যে স্থানে অবিচ্ছিন্ন-মূল ধূম আছে, তত্তাবৎ স্থলেই অগ্নি আছে। ইত্যাদি বাক্যের নাম উদারণ।

১০। উদাহরণের লক্ষণ।

ন্যায়ের যে-অবয়বে ব্যাপ্যত্বাভি মতের অধিকরণে ব্যাপকত্বাভি মতের নিয়ত সম্বন্ধের বোধের জনকত্ব থাকে, তাহার নাম উদাহরণ। অথবা যে অবয়বের অন্য কোন অবয়বের সহিত এক বাক্যতা ঘটে না, অর্থাৎ যে অবয়বের ঘটক বাক্যার্থের সহিত অন্বয় হয় না, তাহার নাম উদাহরণ। (৫৫)

মন্তব্য।

বহির্ভূত বিষয়তাশূন্য বোধ জনকত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রতিজ্ঞায় কথিত বিষয়তা ভিন্ন সমান ধর্ম্মাদি বিষয়ত্বাক বোধ হেতুত্ব থাকায় কথিত বিষয়তা বহির্ভূত বিষয়তা শূন্য বোধ জনকত্ব নাই অতএব অতিব্যাপ্তি হইল না। (৫৪)

---

(৫৫) মেঘ সাধ্য-গভীর নির্ঘোষ হেতু স্থলে ব্যাপ্যত্বাভিমত গভীর-নির্ঘোষের অধিকরণ সকল কালেই নিয়তভাবে ব্যাপকত্বাভি মত মেঘের বিদ্যমানতা "যে-যে-কালে গভীর নির্ঘোষ হয় তত্তৎ কালে মেঘ থাকে" এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, অতএব এখানে উদাহরণের লক্ষণ সমন্বয় হইল। উল্লিখিত প্রতিপত্তি দ্বারা গভীর নির্ঘোষে মেঘের ব্যাপ্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ— যে যে কালে গভীর নির্ঘোষ হইয়াছে, সেই সেই কালে নিয়ত ভাবে মেঘ থাকিলে বুঝা গেল—যে কালে মেঘ নাই সে কালে গভীর নির্ঘোষও নাই, অথচ গভীর

বর্ণিত—উদাহরণ দুই প্রকার, "যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে আগুন আছে" ইহার নাম অন্বয়ি উদাহরণ, আর যেখানে যেখানে আগুন নাই সেখানে ধূম নাই" ইহা ব্যতিরেকি-উদাহরণ। অন্বয়ি-উদাহরণের যৎপদদ্বয় হেত্বধিকরণের প্রতিপাদক, ও ব্যতিরেকি-উদাহরণের দ্বিরুক্ত যৎপদ সাধ্যাভাবাধিকরণের বোধক। কেহ কেহ অন্বয়ি-উদাহরণের পরিশেষে "যথা পাকশালা" ও ব্যতিরেকি-উদাহরণের পরে "যথা জলাশয়" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্টান্ত অবয়বের অন্তর্গত নহে। ন্যায়দর্শনে দৃষ্টান্তের অন্য লক্ষণ ও পৃথক-পদার্থরূপে পরিগণন করা হইয়াছে। (লৌকিক-পরীক্ষকানাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ ইতি ন্যায়দর্শন)।

মন্তব্য

নির্ঘোষের অধিকরণে মেঘের অভাব নাই। সুতরাং সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি ও ব্যাপক সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি উভয়ই পরিজ্ঞাত হওয়ার বাকী রহিল না। যে, যে-স্থানে ধূম আছে সেই সকল স্থানেই আগুন আছে, একথা জানা থাকিলে বুঝা গেল, যে খানে আগুন নাই, সেখানে ধূম নাই, অথচ ধূমের অধিকরণে আগুনের অভাব নাই, সুতরাং এখানেও পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার ব্যাপ্তিরবোধ হইয়া যাইবে।

"এই ঘরে আগুন আছে" এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের অর্থের "যেহেতু, ধূম আছে" এই হেতু বাক্যের অর্থের সহিত অন্বয় হয়। এবং "অগ্নি ব্যাপ্য ধূমবৎ গৃহ" এই উপনয়ন বাক্যার্থের "সেই হেতু—অবাধিত-অগ্নিমান্" (যেহেতু-অগ্নি ব্যাপ্য ধূম গৃহে আছে, অতএব অগ্নি আছে, ইহাতে বাধ নাই) এই নিগমন বাক্যার্থের সহিত অন্বয় হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ বাক্যার্থের অন্য কোন অবয়বার্থের সহিত অন্বয়ের সম্ভব নাই। কারণ, উদাহরণে দুইটি-যৎপদ ও তৎপদ থাকায় অন্বয়ের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে। অপিচ যৎপদ-দ্বয় ঘটিত বাক্যার্থের একটা বিশিষ্ট বোধ হয় না, ("মহানসে ধূম আছে ও তদ্ভিন্নে ধূম আছে" এইরূপ মুখ্য বিশেষতা দ্বয়শালি-বোধ হয়) এঅবস্থায় অবয়বান্তরের সহিত উদাহরণের এক বাক্যতা কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। (৫৫)

১১। উপনয়।

উদাহরণ বাক্য দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির বোধ হইলে, "সাধ্য-ব্যাপ্য হেতু পক্ষে আছে কি?" এইরূপ মধ্যস্থের আকাঙ্ক্ষা হয়, এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করে বাদী "মেঘব্যাপ্য গভীর গর্জ্জনবৎ আকাশ, অগ্নি ব্যাপ্য ধূম গৃহে আছে" ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করেন, ইহারই নাম উপনয়।

১২। উপনয়ের লক্ষণ।

অনুমিতির করণ তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের জনক ন্যায়াবয়বের নাম উপনয়। অথবা ইতরোপস্থাপিত অর্থ বিশেষণক (অন্য অবয়ব দ্বারা উপস্থাপিত অর্থ যাহার বিশেষণ) স্বার্থবোধক ন্যায়াবয়বকেও উপনয় বলা যায়। ইহা হইল—উপনয়ের সামান্য লক্ষণ। সাধ্য ব্যাপ্য হেতু বিশিষ্ট পক্ষ বোধক উপনয়েরনাম অন্বয়ি-উপনয়, এবং সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাবের প্রতিযোগিমৎ-পক্ষের বোধক অবয়বের নাম ব্যতিরেকি-উপনয়। (৫৬)

মন্তব্য।

(৫৬) প্রথমে অবিচ্ছিন্ন মূল ধূমাদির দর্শন, তৎপরে ঐ দর্শনের উদ্বোধকতায় ধূমে যে বহ্নিব্যাপ্তির জ্ঞান ছিল তাহার স্মরণ, (এক সম্বন্ধীর জ্ঞান হইলে অপরের স্মরণ হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ) তাহার পর "বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" লিঙ্গ পরামর্শ হয়, এজন্য ইহাকে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ বলে। "বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্-পর্ব্বত" এই বাক্যদ্বারা উক্ত তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শের অনুরূপ শাব্দ বোধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ বাক্যদ্বারাই ধূমাদি হেতুতে অগ্ন্যাদি সাধ্যের ব্যাপ্তি বোধ হইয়া যাইবে, এ অবস্থায় উপনয়ে হেতুতে পুনশ্চ সাধ্যের ব্যাপ্যতাভিধানে পৌনরুক্ত দোষ ঘটে, "যে, যে-খানে ধূম আছে সেখানে আগুন আছে" এই উদাহরণ বাক্যদ্বারা ধূমে আগুনের ব্যাপ্তি বোধ হইয়া গেলে "সেইরূপ পর্ব্বত" এইমাত্র উপনয় বাক্যের প্রয়োগ করিলেই "অগ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" এইরূপ ব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতা বোধ হইবে। এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইয়াছে। "সেইরূপ-পর্ব্বত—এই উপনয়-বাক্যস্থ-সেই" শব্দ প্রতিপাদ্য-ধূমবৎ পর্ব্বতের

১৩। নিগমন।

উপনয়ার্থ বোধের পরে "তাহা দ্বারা কি হইবে" এইরূপ মধ্যস্থের আকাঙ্ক্ষার উদয় হইলে, তাহার নিবৃত্তির জন্য বাদী "সেই হেতুক আগুন আছে" এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করেন তাহার নাম নিগমন।

মন্তব্য।

একদেশ-ধূমে পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ উপস্থাপিত বহ্নি ব্যাপ্তির বোধ হওয়ায় উল্লিখিত উপনয়ে লক্ষণ সমন্বয় হইল। এই উদাহরণ বাক্যদ্বারা হেতুতে সাধ্যের যে ব্যাপ্যত্ববোধ হইয়াছে তাহা শাব্দ-বোধ নহে। কারণ, ব্যাপ্তির উপস্থাপক কোন শব্দ কথিত উদাহরণে নাই। কিন্তু মানস, উপনয়ে জ্ঞান লক্ষণা সন্নিকর্ষ বলে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি বোধের সুযোগ আছে। অতএবই ইহার নাম উপনয় হইয়াছে।

উদাহরণান্তে ন্যায় প্রয়োগের পর্য্যবসান স্বীকার করিলে লিঙ্গ পরামর্শ লাভ হইবে না। মীমাংসক মতে বিশিষ্ট পরামর্শ অনঙ্গীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তন্মত সিদ্ধ পক্ষধর্ম্মতার উদাহরণান্ত অবয়ব দ্বারা লাভ হয় না। হেতু বাক্যদ্বারা হেতুতে পক্ষ বৃত্তিত্ব বোধের সম্ভব নাই। কারণ—"গৃহাদিতে যে আগুন আছে তাহার প্রতি হেতু কি ?" এই আকাঙ্ক্ষায় হেতু বাক্যের অবতারণা ; সুতরাং হেতুবাক্যদ্বারা হেতুর স্বরূপ কীর্ত্তন মাত্রই হইয়াছে পক্ষবৃত্তিত্ব বোধ হয় নাই। বিশেষতঃ "গৃহে আগুন আছে" প্রতিজ্ঞা বাক্য ও "যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে" হেতুবাক্য উভয়ই বাদীর বাক্য, এই উভয় বাক্যদ্বারা যে মধ্যস্থের হেতুতে পক্ষ বৃত্তিত্ব জ্ঞান হইয়া যাইবে একথা বলা যায় না। কারণ—বাদীর বাক্যে মধ্যস্থের তেমন আস্থা থাকিলে প্রতিজ্ঞা বাক্য দ্বারাই পক্ষে সাধ্য সিদ্ধি হইয়া যাইত, অন্য কোন অবয়বেরই প্রয়োগ করিতে হইত না। বাদি প্রযুক্ত হেতু বাক্যদ্বারা মধ্যস্থের স্বতঃই পক্ষে হেতুমত্তা-বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সকল মধ্যস্থেরই যে, সেরূপ-বোধ হইয়া যাইবে তাহার প্রতি কোন হেতু নাই। আর যদি হয়, তথাপি বাদীর সে অপেক্ষা না করিয়া মধ্যস্থকে বুঝাইয়া দেওয়া অত্যাবশুক। অন্যথা অন্যান্য অবয়বে ও এই রীতির অনুসরণ করা যাইতে পারে। (৫৬)

১৩। নিগমনের লক্ষণ।

অনুমিতির হেতু যে লিঙ্গ পরামর্শ, তাহার প্রযোজক যে শাব্দবোধ, তাহার জনক যে ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান, তৎপ্রযুক্ত-সাধ্যধীরজনক বাক্যের নাম নিগমন। অথবা যে অবয়বের অন্য অবয়বার্থ বিশেষ্যক বোধ হয় তাহার নাম নিগমন। "বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" এই উপনয়ার্থ বিশেষ্যক "সেইহেতু—বহ্নিমান্—এই নিগমনার্থ প্রকারক বোধ হয়; অতএব লক্ষণ সমন্বয় হইল। হেত্বর্থের অন্বয় প্রতিজ্ঞার্থের একদেশ সাধ্যে হইয়াছে, প্রতিজ্ঞার্থে হয় নাই সুতরাং হেতুতে অতি ব্যাপ্তি হইল না। (৫৬)

প্রশ্ন। প্রতিজ্ঞাদি চারিটি অবয়বের অর্থবোধ হইলেই মধ্যস্থের অনুমিতির হেতু তদীয় ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতা বোধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নিগমন নামে অবয়বান্তর স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

মন্তব্য।

(৫৬) আকাঙ্ক্ষাক্রমে অভিহিত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি বাক্যের অর্থের স্বতন্ত্র ভাবে (প্রত্যেকের) অর্থবোধ হওয়ার পর মধ্যস্থের পঞ্চ বাক্যার্থ বিষয়ক একটা সমূহালম্বন (বিভিন্ন মুখ্য বিশেষ্যতাশালি) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাহার পরে মধ্যস্থের "বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবৎ গৃহ" এইরূপ-মানস পরামর্শ ও তৎপরে "বহ্নিমৎগৃহ" ইত্যাকার মধ্যস্থের অনুমিতি হয়, অতএব মধ্যস্থের অনুমিতির হেতু তদীয় লিঙ্গ পরামর্শের প্রযোজক যে সমূহালম্বন-শাব্দবোধ তাহার জনক উপনয় বাক্য প্রযুক্ত-ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য জিজ্ঞাসাধীন পক্ষে সাধ্যবত্তা বোধের জনক "সেই হেতু (গৃহে) অগ্নি আছে" ইত্যাদি নিগমনবাক্যে লক্ষণসমন্বয় হইল।

এই লক্ষণ অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইয়াছে। পাঁচ অবয়বের মধ্যে প্রতিজ্ঞার্থের সহিত হেত্বর্থের, ও উপনয়ার্থের সহিত নিগমার্থের একবাক্যতার সম্ভব আছে, অন্য কোথাও তাহা নাই। প্রতিজ্ঞায় হেতুর একবাক্যতায় বোধ হইবে—'ধূমজ্ঞান জ্ঞাপ্য-অগ্নি (প্রতিজ্ঞার একদেশার্থ) গৃহে আছে।' আর উপনয়ও নিগমনের একার্থ বোধ হইবে "বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবৎ গৃহ, বহ্নিব্যাপ্য-ধূম জ্ঞান জ্ঞাপ্য-বহ্নিমৎ" সুতরাং নিগমনে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

উত্তর। প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-চতুষ্টয় দ্বারা, পক্ষে যে সাধ্য বাধিত বা সৎপ্রতিপক্ষিত (বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষের বিষয় হেত্বাভাস প্রকরণে অনুসন্ধেয়) নহে, তাহা বুঝা যায় না। নিগমন দ্বারাই তাহা প্রতীয়মান হয়। (৫৭)

প্রশ্ন। বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষের জ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, সুতরাং এই জ্ঞানের অভাব অনুমিতির প্রযোজক হইতে পারে। কিন্তু বাধাভাবের বা সৎপ্রতিপক্ষাভাবের জ্ঞান অনুমিতির প্রযোজক হইবে কেন ?

উত্তর। "যাহা জ্ঞাতথাকিলে যাহা (যেজ্ঞান) হয় না, তাহা তাহার অভাবজ্ঞান সাধ্য" এই ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে বাধও সৎপ্রতিপক্ষের অভাবজ্ঞানে অনুমিতির প্রযোজকত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষের জ্ঞান থাকিলে অনুমিতি হয় না, সুতরাং অনুমিতি বাধ ও সৎপ্রতি পক্ষের অভাব জ্ঞান প্রযোজ্য।

প্রশ্ন। সেই হেতু—অগ্নিমান্ ইত্যাদি নিগমন বাক্যদ্বারা সাধ্যে অবাধিতত্ব বা অসৎপ্রতিপক্ষিতত্বের বোধ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে ? কারণ—বর্ণিত নিগমন বাক্য বাধ বাসৎপ্রতিপক্ষের অভাব বোধক নহ।

মন্তব্য।

কিন্তু হেতুতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ, হেতু বাক্যার্থের অন্বয় প্রতিজ্ঞা বাক্যার্থের একদেশে হইয়াছে। (৫৬)

---

(৫৭) প্রশ্ন। মধ্যস্থের ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানার্থে যে সকল পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক, উদাহরণও উপনয়ে সেই সমস্ত পদার্থই পড়িয়াছে, এবং হেতুতে ব্যাপ্তি-পক্ষ ধর্ম্মতার বিরহের আশঙ্কাও তাহাদ্বারাই নিবর্ত্তিত হইবে। আর যদি তাহা না হয়, তবে নিগমন বাক্যদ্বারাও হইবে না, কারণ—নিগমনে তেমন পদ নাই। সুতরাং নিগমনাভিধান নিরর্থক।

উত্তর। এই প্রশ্ন ও সুসঙ্গত নহে কারণ—হেতুতে ব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতা বোধ হইলেও বাধ জ্ঞান (পক্ষে সাধ্যের অভাব জ্ঞান) বা সৎপ্রতিপক্ষ জ্ঞান (পক্ষে সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যের জ্ঞান) সত্বে পক্ষে সাধ্যানুমিতি হয় না, সুতরাং উপনয়ান্ত অবয়ব দ্বারা সমীহিত নির্ব্বাহের সম্ভব নাই। নিগমনে অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতি পক্ষিতত্ব বোধের প্রযোজকতা আছে। (৫৭)

উত্তর। প্রতিজ্ঞা-বাক্যদ্বারা পক্ষে সাধ্যবত্তা, উদাহরণ দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি, ও উপনয় দ্বারা ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতুর পক্ষ বৃত্তিত্ব বোধ হইয়া গিয়াছে; এঅবস্থায় সমীহিত নির্ব্বাহের অন্য কিছু বাকী না থাকায় নিগমন বাক্য প্রয়োগে অনুবাদ দোষ ঘটিয়াছে। (যাহা একবার বলা হইয়াছে তাহার পুনরভিধানের নাম অনুবাদ) অতএব বলিতে হইবে—এই পুনরুক্তি একটা বিশেষার্থ লাভের অভিলাষেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অক্ষ পাদের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। (উদ্বৃত্তোহি গ্রন্থঃ সমধিক ফল মাচষ্টে, অর্থাৎ—উদ্বৃত্ত গ্রন্থ অধিক ফল প্রসূ হয়) সেই বিশেষার্থ অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব। এইরূপ বিশেষার্থ লাভের যুক্তি এই যে—যে হেতুতে যে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে, সেই হেতু যে পক্ষবৃত্তি হয়, সেই পক্ষে সেই সাধ্যের বাধ থাকে না ও সৎপ্রতিপক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, সেখানে সেই সাধ্যর অভাব বা তাহার ব্যাপ্য থাকিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত নিগমনস্থ "সেই" কথাটী উদাহরণও উপনয় কথিত ব্যাপ্তিও পক্ষধর্ম্মতাকে উপস্থিত করিয়াছে। এবং তত্রত্য "হেতু" পদ—"জ্ঞান জন্য জ্ঞানের বিষয়ত্ব" অর্থ বুঝাইয়াছে। ঐ বিষয়ত্বের অন্বয় হইবে সাধ্যে, উভয়ের মিলিত অর্থ হইবে—"সাধ্য ব্যাপ্য-পক্ষবৃত্তি-হেতু জ্ঞান জ্ঞাপ্য সাধ্যবান্-পক্ষ"। অতএব নিগমন বাক্য দ্বারাই সাধ্যে পূর্ব্বোক্ত অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব বোধ হইবে।

ইতি অনুমান চিন্তামণির অনুমান নিরূপণ নামক।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

———:•:———

চতুর্থ অধ্যায়।

১। হেত্বাভাস।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা সৎ-হেতুর (ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা বিশিষ্ট হেতুর) কথা এক প্রকার পরিষ্কার হইয়াছে। এই হেতুর জ্ঞান বলে যে অনুমিতি হইবে তাহা অযথার্থ হইবেনা। ইহার ফলে বিবিধ তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছে, ও হইতেছে। তর্কস্থলে এই ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতা বিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান বলে বিপক্ষের মত খণ্ডন ও স্বকীয় যথার্থ মতের সংস্থাপন করা হয়। কিন্তু অনেক স্থলে অসৎ হেতুর জ্ঞানবলেও অনুমিতি হইয়া থাকে, সেই সকল অনুমিতি প্রায়ই ভ্রম হয়। ভ্রমাত্মক অনুমিতির ফলে বিবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, এবং ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়, এমন কি—সময় বিশেষে জীবন সংশয় ও ঘটিয়া থাকে। অতএব অসৎ-হেতুর নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক। অসৎ-হেতুর নাম হেত্বাভাস; যাহা বাস্তবিক হেতু নহে, হেতুর ন্যায় আভাসমান হয় মাত্র, তাহাকে হেত্বাভাস বলা যায়।

হেত্বাভাস বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকিলে তত্ত্ব নির্ণয়-স্থলে অসৎ-হেতুর পরিহার ও সৎ-হেতুর উপন্যাসের ফলে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষেরই অবসর থাকিবে না। এবং তর্কস্থলে বিপক্ষের হেতুতে হেত্বাভাস দোষ প্রদর্শন করিয়া বিপক্ষের মত খণ্ডনক্রমে সৎ-হেতুর প্রয়োগ দ্বারা স্বকীয় মত সংস্থাপনের সুযোগ ঘটিবে।

২। হেত্বাভাসের লক্ষণ।

পক্ষতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট সাধ্যের ও সাধ্য ব্যাপ্য হেতুতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট হেতুর অনুমিতির প্রতিবন্ধক যে যথার্থ জ্ঞান তাহার বিষয় হেতুর নাম হেত্বাভাস। (৫৮)

মন্তব্য।

(৫৮) হেত্বাভাসের লক্ষণ বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক, কারণ, লক্ষ্য স্থির না হইলে অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি নির্ণয়ের সম্ভব নাই।

মন্তব্য।

অতএব লক্ষ্য নির্ণয় করা যাইতেছে। পক্ষ, তাহার ধর্ম্ম, সাধ্য, তাহার ধর্ম্ম, পক্ষও সাধ্যের সম্বন্ধ, হেতু, তাহার ধর্ম্ম, হেতুও পক্ষের সম্বন্ধ, হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব (সাধ্যে হেতুর ব্যাপকত্ব, ও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্যত্ব) এই কয়টি পদার্থ নিয়া অনুমিতির কার্য্য কারণ ভাব, (কারবার)। ইঁহাদের মধ্যে যাহার যে পদার্থের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ থাকার দরকার তাহার অন্যথাভাব ঘটিলেই হেতু অসৎ (হেত্বাভাস) হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যে হেতুর পক্ষে, "পক্ষ-ধর্ম্ম-পক্ষতাবচ্ছেদকের, সাধ্যের অথবা হেতুর" অভাব থাকে, এবং যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির অভাব থাকে তাহার নাম হেত্বাভাস। (হেতুর আভাস) যথা—জলাশয় পক্ষ, ধূম-সাধ্য, অগ্নি হেতু স্থলে, জলাশয়ে ধূমের অভাব আছে, এই অভাব—বাধ, সুতরাং এখানের হেতু বাধিত। এবং উক্ত জলাশয়স্থ অগ্নির অভাব স্বরূপাসিদ্ধি। আর অগ্নিতে যে ধূমের অভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব আছে তাহার নাম ব্যভিচার, কাজেই অগ্নি ধূমের ব্যভিচারী। অপিচ তত্রত্য ধূমের অভাবের ব্যাপ্য জল সংপ্রতিপক্ষ, সুতরাং ঐ অগ্নি হেতু সংপ্রতিপক্ষিতও হইয়াছে। গোত্ব সাধ্য অশ্বত্ব হেতু স্থলে, সাধ্যও হেতুর বিরোধ আছে, অতএব তত্রত্য অশ্বত্ব হেতু বিরুদ্ধ, আকাশ কুসুম প্রভৃতি অলীক-পক্ষ, সাধ্য বা হেতু হইলে পক্ষতাবচ্ছেদকাভাববৎ পক্ষ, পক্ষাপ্রসিদ্ধি, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকাভাববৎ সাধ্য, অথবা হেতুতাবচ্ছেদকাভাববৎ হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি, অতএব এই সকল উদাহরণে যে কোন পদার্থই হেতু হউক না কেন অসিদ্ধ হইবে। কোন কোন স্থলে একটী, (স্থল বিশেষে) দুইটি, তিনটি, বা ততোহধিক দোষও থাকে। যেখানে বাধ দোষ (সাধ্যের অভাব পক্ষে) থাকে, সেখানে সংপ্রতিপক্ষ অবশ্যই থাকিবে। লক্ষ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রকটিত হইবে।

একটা বিশ্বব্যাপী অনুভব আছে,—"যেখানে যে পদার্থ আছে বলিয়া যাহার জানা থাকে, সেখানে তাহার সেই পদার্থের অভাব জ্ঞান হয় না।" এবং "যেখানে যে পদার্থের অভাবের ব্যাপ্যের নির্ণয় থাকে সেখানে তাহার জ্ঞান হয় না।" কারণ, যে বস্তুর অভাবের ব্যাপ্যের নিশ্চয় যেখানে আছে, সেখানে তাহার অভাবের অনুমিতি হইয়া যাইবে, সুতরাং সেখানে সেই পদার্থের

মন্তব্য।

জ্ঞানের অবকাশ থাকিবে না। এই দুইটি অনুভব নিয়াই জগতের যাবতীয় প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব চলিতেছে, বর্ণিত হেত্বাভাসের লক্ষণ ও এই দুইটী প্রতিবন্ধকতা নিয়া করা হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক—উল্লিখিত লক্ষ্য নিচয়ে কিরূপে পূর্বোক্ত লক্ষণের সমন্বয় ঘটে। কথিত নিয়মানুসারে অনুমিতির আকার হইবে, "জলাশয় ধূমাভাববদ-বৃত্তি-বহ্নিবান্ ও ধূমবান্"। "ধূমাভাববৎ বৃত্তি-বহ্নি" "ধূমাভাববান্-জলাশয়" "অগ্নির অভাববান্ জলাশয়" "ধূমাভাব ব্যাপ্য জলবান্ জলাশয়" ইত্যাদি নিশ্চয়ের প্রত্যেকেই পূর্ব্বোক্তানুমিতির পরিপন্থী। অতএব ধূমাভাববদবৃত্তি বহ্নি প্রভৃতিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল। গোত্ব সাধ্য অশ্বত্ব হেতুস্থলে "গোত্বাধিকরণ বৃত্তি অশ্বত্ব—এই—ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিরোধিতা নিয়া গোত্ববদবৃত্তি অশ্বে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। আকাশ কুসুম পক্ষ, সাধ্য বা হেতু স্থলে, যদি কুসুমে আকাশীয়ত্বের আরোপ ক্রমে পক্ষ সাধ্য বা হেতু করা হইয়া থাকে; তবে আকাশীয়ত্বাভাববৎ কুসুম নির্ণয়, আর যদি আকাশে কুসুমত্বের আরোপ করা হইয়া থাকে, তবে-কুসুমত্বাভাববৎ আকাশ নির্ণয়, আকাশ কুসুম ঘটিত প্রকৃত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হওয়ায় আকাশীয়ত্বাভাববৎ কুসুমেও কুসুমত্বাভাববৎ আকাশে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। বলা বাহুল্য—আকাশে কুসুমত্বের অথবা কুসুমে আকাশীয়ত্বের অভিসন্ধিতেই আকাশ কুসুম প্রয়োগ হইয়া থাকে।

শুক্লত্বে চির পরিজ্ঞাত শঙ্খে ও পিত্ত ব্যাধি প্রপীড়িত পুরুষের শুক্লত্বাভাব ও পীতত্বের প্রত্যক্ষ হয়। এবং সূচী প্রভৃতি সূক্ষ্ম-পদার্থ সম্মুখীন থাকিলেও অনবধানতা বশতঃ "এখানে সূচী নাই" জ্ঞান সত্ত্বে, হঠাৎ সূচীর সহিত চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ ঘটিলে সূচী প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইবে "লৌকিক সন্নিকর্ষাজন্য দোষ বিশেষের (পিত্তরোগাদির) অজন্য বুদ্ধির প্রতি বাধ নিশ্চয় (তদভাব নিশ্চয়) প্রতিবন্ধক। সূচী প্রত্যক্ষ লৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য ও শঙ্খে শ্বেতত্বাভাবের বা পীতত্বের প্রত্যক্ষ পিত্ত (রোগ) দোষ জন্য, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাবের কোন ক্ষতি হইল না। প্রস্তাবিত

আকাশ পক্ষ মেঘ সাধ্য গভীর গর্জ্জন হেতু স্থলে সৎ-হেতু "গভীর গর্জ্জনের অভাব আকাশে আছে" এইরূপ ভ্রমজ্ঞান বিষয়ে গর্জ্জনাভাবেও "মেঘাভাববৎ বৃত্তি গভীর গর্জ্জন" এইরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিষয় মেঘাভাবে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে, অতএব যথার্থ জ্ঞান বলা হইয়াছে। তৎকালে গগণে গর্জ্জনাভাব জ্ঞান যথার্থ নহে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, "গর্জ্জনাভাব বিষয়ক জ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক নহে, প্রতিবন্ধক হইবে "গর্জ্জনাভাববৎ আকাশ জ্ঞান" গর্জ্জনকালে গর্জ্জনাভাববৎ আকাশ অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং অতিব্যাপ্তির সম্ভব নাই, (আকাশে গর্জ্জন অব্যাপ্য বৃত্তি হইলেও গভীর গর্জ্জনে মেঘ সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিত্ব কদাপি প্রসিদ্ধ নহে।) অতএব "নিষ্প্রয়োজন" যথার্থ পদ ছাড়িয়া দিয়া লক্ষণ করা যাইতেছে—"যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্ব পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্তবৃত্তি সেইরূপ (ধর্ম্ম) বিশিষ্ট হেত্বাভাস। "ধূমাভাববৎ হ্রদত্ব," ধূমাভাববৎ বৃত্তি বহ্নিত্ব, বহ্নির অভাববৎ-হ্রদত্ব" প্রভৃতি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তশালি "ধূমাভাবাধিকরণ হ্রদ, ধূমাভাবাধিকরণ বৃত্তি বহ্নি, বহ্ন্যভাবাধিকরণ হ্রদ" ইত্যাদি নিশ্চয়ত্ব "ধূমাধিকরণ হ্রদ, ধূমাভাববদবৃত্তি বহ্নি, বহ্নির অধিকরণ হ্রদ ইত্যাদি অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্তবৃত্তি

মন্তব্য।

স্থলে—"পক্ষাদিতে সাধ্যাদির লৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য অথবা দোষ বিশেষ জন্য প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকতা বাধও ব্যভিচারাদি নিশ্চয়ের না থাকায় লক্ষণের অসম্ভব দোষ ঘটিতে পারে, অতএব পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা ঘটিত লক্ষণ করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য—অনুমিতির প্রতি বাধ নিশ্চয় সর্ব্বদাই প্রতিবন্ধক। দ্রব্যত্বরূপে জলাশয়ে ধূমের নিশ্চয়ের (দ্রব্যে ধূম আছে নিশ্চয়ের) প্রতি জলাশয়ে ধূম নাই, এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক না হওয়ায় উক্ত বাধে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকরূপে পক্ষাবগাহী অনুমিতি বলা হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত বাধ নিশ্চয়ে দ্রব্যত্বরূপে ধূমাবগাহি অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকায়, ও বহ্ন্যভাববৎ হ্রদনিশ্চয়ে তেজস্ত্বরূপে বহ্ন্যবগাহী অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না, অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদক ও হেতুতাবচ্ছেদকরূপে সাধ্য ও হেতু বলা হইয়াছে। (৫৮)

হওয়ায় তত্তৎ স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইল। বলা আবশ্যক যে "ধূমাভাবাধিকরণ হ্রদ ইত্যাদি নিশ্চয় থাকিলে "ধূমবান্ হ্রদ" ইত্যাদি অনুমিতি হয় না। (৫৯)

মন্তব্য।

(৫৯) "যেপদার্থ বিষয়ক নিশ্চয়ত্ব অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি" এইমাত্র বলিলে দ্রব্যত্বাদিরূপে হ্রদাদিকে বিষয় করিয়া "ধূমাভাবাধিকরণদ্রব্য" ইত্যাদি যেসকল নিশ্চয় হয়, তাহাতে ধূমাভাববৎ হ্রদবিষয়ক নিশ্চয়ত্ব থাকায় ও "ধূমবান্ হ্রদ"—এই অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকায়, তত্রত্য নিশ্চয়ত্ব পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অতিরিক্ত বৃত্তি হইয়া পড়িবে, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হইবে না। এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপক (সাধ্যাতিরিক্ত বৃত্তি দ্রব্যত্বাদি) রূপে দোষ বিষয়ক যে সকল নিশ্চয় হইবে, তাহাতে অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে না, অতএবই যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শালি নিশ্চয়ত্ব" বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য "ধূমাভাবাধিকরণ দ্রব্য" ইত্যাদি নিশ্চয় কালেও "ধূমবান্ হ্রদ" ইত্যাদি অনুমিতি হইবে। কারণ, যেরূপে যে পদার্থে যে রূপে যে পদার্থের অভাব নিশ্চয় থাকে, সেই রূপে সেই পদার্থে সেইরূপে সেই পদার্থের অনুমিতি প্রভৃতি হয় না। এখানে দ্রব্যত্বরূপে হ্রদে ধূমাভাব নিশ্চয় থাকিলেও হ্রদত্বরূপে ধূমের অনুমিতির কোন প্রতিবন্ধক নাই।

নিশ্চয়ত্ব না বলিয়া "যে রূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি জ্ঞানত্ব অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি" এই মাত্র বলিলে পূর্ব্বোক্ত অসম্ভব বারণ হইবে—না। কারণ, "হ্রদে ধূমাভাব আছে কি না"—সংশয়েও ধূমাভাবৎ হ্রদ জ্ঞানত্ব আছে, কিন্তু অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা নাই। যেহেতু—উক্ত সংশয় থাকিলেও হ্রদে ধূমের অনুমিতি হইতে পাবে। অনুমিত্যাদির প্রতি সংশয়ত্বরূপে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, প্রতিবন্ধকতা তদভাব নিশ্চয়ত্ব রূপে, ইহা অনুভব সিদ্ধ।

"উল্লিখিত নিশ্চয়ত্ব কথিত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার সমানাধিকরণ" এই মাত্র বলিলে হ্রদ পক্ষ ধূমসাধ্যস্থলে অশ্বাভাবাধিকরণ গৃহাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে"। কারণ, ধূমাভাববৎ হ্রদ" এই নিশ্চয়ের সহিত সমূহালম্বন রূপে (বিশৃঙ্খলরূপে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মুখ্য বিশেষ্যতাশালি) "অশ্বাভাববদগৃহ" নিশ্চয়

মন্তব্য।

হইতে পারে, সুতরাং উক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা অশ্বাভাবদ্‌গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্বের সমানাধিকরণ হওয়ায় অশ্বাভাববদ্‌গৃহাদিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি বলিলে অতিব্যাপ্তি হইবেনা। কারণ, ধূমাভাবাধিকরণ হ্রদকে বিষয় না করিয়া ও অশ্বাভাবাধিকরণ-গৃহাবগাহী যে নিশ্চয় হয়, তাহাতে ও অশ্বাভাববংগৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়ক নিশ্চয়ত্ব আছে, কিন্তু "ধূমবান্ হ্রদ" ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা নাই। অতএব "অশ্বাভাব বৎ-গৃহত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্ব" "ধূমবদ্ধ্রদত্বাবচ্ছিন্ন (ধূমত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিরূপিত হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন) বিষয়তাশালি অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অতিরিক্ত বৃত্তি হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইল না।

উল্লিখিত যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়ক নিশ্চয়ে আরও তিনটি বিশেষণ দিতে হইবে। যথা, অনাহার্য্যত্ব, অপ্রামাণ্য জ্ঞানানাস্কন্দিতত্ব (অপ্রামাণ্য জ্ঞান বিশিষ্টান্যত্ব,) ও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ভ্রম বিশিষ্টান্যত্ব, তাহা হইলে লক্ষণ হইবে—অনাহার্য্য-অপ্রামাণ্য জ্ঞানানাস্কন্দিত-অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ভ্রম বিশিষ্টান্য-যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়ক নিশ্চত্ব প্রস্তাবিত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি হয়, সেইরূপ (ধর্ম্ম) বিশিষ্টের নাম হেত্বাভাস।

প্রথম বিশেষণ না দিলে "ধূমাভাববদ্-হ্রদাদিতে লক্ষণ সমন্বয় হইবে না। কারণ,,"ধূমব্যাপ্য-আলোকবান্, অথবা ধূমবান্-হ্রদ, ধূমাভাববান্" এই আহার্য্য নিশ্চয়েও ধূমাভাববৎ-হ্রদ নিশ্চয়ত্ব আছে, কিন্তু অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা নাই। (প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে ধূমাভাববং-হ্রদনিশ্চয়ত্ব উক্ত প্রতিবন্ধকতার অতিরিক্ত বৃত্তি হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইল না) যে হেতু—আহার্য্য জ্ঞান কোন জ্ঞানের প্রতিবধ্য বা প্রতিবন্ধক হয় না। আহার্য্য জ্ঞান ইচ্ছা দ্বারা উৎপন্ন হয়, (ইচ্ছা সত্বে একদা বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের জ্ঞান হয়,) বিশেষণজ্ঞানাদি সাধারণ-কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না, ইচ্ছাদ্বারা আহরণ করিতে হয়, বলিয়াই ইহার নাম আহার্য্য। "যে জ্ঞানের প্রকারের বিরোধি-ধর্ম্ম, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক হয় তাহার নাম আহার্য্য, অথবা প্রতিবন্ধক জ্ঞানকালীন প্রতিবধ্য জ্ঞানকেও আহার্য্য বলা যাইতে পারে"। আহার্য্য জ্ঞান ইচ্ছা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয় না এবং ইচ্ছা থাকিলে ইহার

মন্তব্য

প্রতিরোধও ঘটে না, এজন্যই আহার্য্য জ্ঞানে প্রতিবধ্যত্ব বা প্রতিবন্ধকত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। যেখানে ধূমে অগ্নিজন্যত্ব বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের অঙ্গীকৃত; কিন্তু বাদী বলিতেছেন "ধূম অগ্নির ব্যভিচারী নহে, আর প্রতিবাদী বলিলেন "ধূম অগ্নির ব্যভিচারী" এক্ষেত্রে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ বাক্যার্থের বোধের পরে বাদী আপত্তি করিতে পারেন—"ধূম যদি অগ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে অগ্নিজন্য না হউক" এই আপত্তি বা তর্ক আহার্য্য জ্ঞান; কারণ—এই জ্ঞানটা ধূমে অগ্নি জন্যত্ব জ্ঞানকালীন অগ্নিজন্যত্বাভাব জ্ঞান হইয়াছে; বলা আবশ্যক যে—ধূমধর্ম্মিক অগ্নি জন্যত্ব জ্ঞান ও অগ্নিজন্যত্বাভাবজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। এবং ধূম ধর্ম্মিক অগ্নির ব্যভিচারিত্ব জ্ঞানও ধূম ধর্ম্মিক বহ্নিজন্যত্ব জ্ঞানের বিরোধী। যে হেতু—জন্যত্ব শব্দের অর্থ—অন্যথা সিদ্ধির অনিরূপক ব্যাপ্যত্ব, এই ব্যাপ্যত্বই অব্যভিচারিত্ব। আহার্য্যজ্ঞান স্বীকারের ইহা ছাড়া আরও যুক্তি আছে। অপ্রামাণ্য জ্ঞানবিশিষ্টান্যত্ব বিশেষণ না দিলেও অসম্ভবই হইবে। কারণ, "হ্রদে অগ্নির অভাব আছে" এই নিশ্চয়ের সহিত অথবা অব্যবহিত পরে "এই জ্ঞান যথার্থ নহে—নিশ্চয়, কিংবা যথার্থ কি না? সংশয় (যাহা বুঝিয়াছি তাহা ঠিক নহে, অথবা ঠিক কিনা?) থাকিলে পূর্ব্বোক্ত "বহ্ন্যভাববান্ হ্রদ"—নিশ্চয়, হ্রদ ধর্ম্মিক অগ্নির অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না, কাজেই উল্লিখিত নিশ্চয়ের বিষয়তা অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অতিরিক্ত বৃত্তি হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া লক্ষণ সমন্বয় হয় না। অপ্রামাণ্য জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট-বহ্নির অভাববৎ-হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন-বিষয়তা প্রস্তাবিত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অতিরিক্ত বৃত্তি না হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইল।

তৃতীয় বিশেষণ না দিলে পূর্ব্বোক্ত দোষেরই পরিহার হয় না। কারণ, হ্রদে অগ্নির অভাবের নিশ্চয়ের পরে "হ্রদে অগ্নির অভাব অব্যাপ্যবৃত্তি" (হ্রদে অগ্নির অভাব থাকিলেও তাহার অভাব অগ্নি আছে) এইরূপ ভ্রম জ্ঞান থাকিলে পূর্ব্বোক্ত অভাব নিশ্চয় প্রস্তাবিত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে না। কারণ, অব্যাপ্য বৃত্তিত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট-বিরোধি-নিশ্চয়ে প্রতিবন্ধকতা নাই, ইহা অনুভব সিদ্ধ। অতএব বহ্নির অভাববৎ হ্রদ বিষয়ক নিশ্চয়ত্ব প্রস্তাবিত

এই লক্ষণে বহুপূর্ব্ব পক্ষও তাহার অতি জটিল সমাধান আছে, সাধারণ ভাবে নিম্নে তাহার কথঞ্চিৎ সমালোচনা করা যাইতেছে। সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত ও দুরূহ হইয়া পড়িবে।

১ম প্রশ্ন। হ্রদ পক্ষ অগ্নি সাধ্যস্থলে "অগ্নির অভাবাধিকরণ জলাধিকরণ বৃত্তি জলাধিকরণ হ্রদে" অতিব্যাপ্তি ; এখানে বহ্যভাববৎ-হ্রদ লক্ষ্য বটে, কিন্তু জলাধিকরণ হ্রদ দোষ নহে। কারণ, "যেখানে জল থাকে সেখানে অগ্নির অভাব থাকে" এই জ্ঞানের সমকালে "হ্রদে জল আছে" জ্ঞান থাকিলে, অথবা উভয় রাশির একটা সমূহালম্বন জ্ঞান থাকিলে (যেখানে জল আছে, সেখানে আগুনের অভাব আছে, হ্রদে জল আছে,এরূপ জ্ঞানথাকিলে) হ্রদে অগ্নির অনুমিতি

মন্তব্য।

অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অতিরিক্ত বৃত্তি হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না। অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ভ্রমের উত্তেজকতা দিলে অব্যাপ্য বৃত্তিত্ব ভ্রম বিশিষ্টান্য পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয় প্রস্তাবিত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব ভ্রম বিশিষ্টান্যত্ব না বলিয়া জ্ঞান বিশিষ্টান্যত্ব বলিলে গৃহপক্ষ অগ্নি সাধ্যস্থলে অগ্নির অভাব বিশিষ্ট গৃহে অতিব্যাপ্তি হইবে। (গৃহে অগ্নি অব্যাপ্য বৃত্তি, অর্থাৎ গৃহ ব্যাপিয়া অগ্নি নাই, সুতরাং গৃহের যে স্থানে অগ্নি নাই সেই স্থান অবচ্ছেদে গৃহে অগ্নির অভাব আছে, অগ্নির অভাববৎ-গৃহ হইলেও ইহা বাধ হেত্বাভাস নহে। কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যস্থলে পক্ষে সাধ্যাভাব উভয় বাদি সিদ্ধ, কিন্তু ব্যাপ্তির বিরোধী নহে। কাজেই ইহা হেত্বাভাস লক্ষণের লক্ষ্য নহে।) কারণ, গৃহাদিতে সংযোগ সম্বন্ধে অগ্নি অব্যাপ্য বৃত্তি হইলেও অব্যাপ্য বৃত্তিত্ব জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট "গৃহে অগ্নি নাই" নিশ্চয়ে গৃহপক্ষক অগ্নি সাধ্যক অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা থাকায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে লক্ষণ সমন্বয় হইয়া যাইবে। কিন্তু অব্যাপ্য বৃত্তিত্ব ভ্রমবিশিষ্টান্যত্ব বিশেষণ দিলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, গৃহে অগ্নির অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব বুদ্ধি ভ্রম নহে, অতএব অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব জ্ঞান কালীন অগ্নির অভাব নিশ্চয়ে অব্যাপ্য বৃত্তিত্ব ভ্রমানাস্কন্দিত বহ্যভাববৎ-গৃহনিশ্চয়ত্ব থাকায় ও প্রস্তাবিত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল না। (৫৯)

হয়না, সুতরাং জলাধিকরণ, অগ্নির অভাবাধিকরণ-এইনিশ্চয় বিশিষ্ট "জলাধিকরণ হ্রদনিশ্চয়ত্বরূপে" (জলবান্ বহ্ন্যভাববান্ জলবান্ হ্রদ, অর্থাৎ যেখানে জল আছে সেখানেই অগ্নির অভাব আছে, অথচ হ্রদে জল আছে, এরূপ একটি নিশ্চয় হইলে পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয় বিশিষ্ট নিশ্চয় হইবে) হ্রদধর্ম্মিক অগ্নির অনুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বহ্নির অভাবাধিকরণ জলাধিকরণবৃত্তি জলাধিকরণ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি-নিশ্চয়ত্ব হ্রদধর্ম্মিক বহ্ন্যনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইতেছে।

উত্তর। এই অতিব্যাপ্তি নিবারণার্থে বলিতে হইবে,--যেরূপ (ধর্ম্ম) দ্বারা অবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয় বিশিষ্ট যেরূপাবচ্ছিন্ন-বিষয়তাশালি-নিশ্চয়ত্ব বর্ণিত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্তবৃত্তি হয়, সেইরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা বিশিষ্ট সেইরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য-যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্ব প্রকৃতানুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি হয়, সেইরূপ (ধর্ম্ম) বিশিষ্ট পদার্থের নাম হেত্বাভাস।

এখানে বহ্নির অভাবাধিকরণ জলাধিকরণত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয় বিশিষ্ট-জলাধিকরণ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্ব অনুমিতির প্রতিবন্ধকতায় অনতিরিক্তবৃত্তি হইয়াছে। (এই উভয় বিষয়তাশালি এক নিশ্চয়, অথবা ভিন্ন ভিন্ন নিশ্চয় থাকিলেও অনুমিতি হইবে না) এবং বহ্ন্যভাববৎ-জলবৎ-বৃত্তি জলবৎ-হ্রদ বিষয়ক নিশ্চয়ে বর্ণিত জলাবচ্ছিন্ন বিষয়তা বিশিষ্ট-জলবৎ-হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন-বিয়তাও আছে, সুতরাং সেইরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা বিশিষ্ট-সেইরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য না হওয়ায় অতি ব্যাপ্তি হইবে না। (৬০)

মন্তব্য

(৬০) প্রশ্ন। "যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্ব—জ্ঞান বৈশিষ্ট্যা-নবচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্তবৃত্তি" এইমাত্র বলিলেই প্রদর্শিত দোষের অবকাশ থাকে না। কারণ,—কথিত নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতাটা জ্ঞান বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন হইয়াছে, (অনবচ্ছিন্ন হয় নাই) "জলবান্ বহ্ন্যভাববান্" এই নিশ্চয়ের সঙ্গে, বা অব্যবহিত পরক্ষণে, "জলবান্ হ্রদ" নিশ্চয় থাকিলে তৎপর ক্ষণে "হ্রদ বহ্নিমান্" অনুমিতি হয় না, সুতরাং "জলবান্-বহ্ন্যবান্" নিশ্চয়

মন্তব্য।

বিশিষ্ট "জলবান্-হ্রদ" নিশ্চয়ত্বরূপে জ্ঞান বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন একটা প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; এ অবস্থায় বহ্ন্যভাববৎ-জলবৎ বৃত্তি-জলবৎ-হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্বরূপে জ্ঞান বৈশিষ্ট্যানবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন; যে হেতু—পূর্ব্বোক্ত অবশ্য কৢপ্ত প্রতিবন্ধকতা দ্বারাই ঐ জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা ও সুসংরক্ষিত হইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয় বিশিষ্ট নিশ্চয়ীয়-বিষয়তা-দ্বয় শূন্যত্বরূপ-বিশিষ্ট দ্বয়া ঘটিতত্ব নিবেশ নিষ্প্রয়োজন।

উত্তর। জ্ঞান বৈশিষ্ট্যানবচ্ছিন্ন-প্রতিবন্ধকতা নিবেশ করিলে জল ব্যাপক বহ্ন্যভাব সমানাধিকরণ জলবৎ-হ্রদে (সৎপ্রতিপক্ষে) অব্যাপ্তি হইবে। (হ্রদ পক্ষক-বহ্নিসাধ্যক-স্থলে উক্ত নিশ্চয়ে বহ্ন্যভাব ব্যাপ্যবত্তা পড়িয়াছে) এস্থলে ও জল ব্যাপক বহ্ন্যভাবত্বাবচ্ছিন্ন-বিষয়তাশালি নিশ্চয় বিশিষ্ট জলবৎ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি-নিশ্চয়ত্বরূপে জ্ঞান বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন-প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ—জলব্যাপক বহ্ন্যভাব নিশ্চয়ের পরক্ষণে জলবান্-হ্রদ নিশ্চয় হইলে তৎপরক্ষণে "হ্রদ-বহ্নিমান্" অনুমিতি হয় না—ইহা অনুভব সিদ্ধ। অতএব এই অবশ্য কল্প্য প্রতিবন্ধকতা দ্বারাই জলব্যাপক বহ্ন্যভাব সমাধিকরণ-জলবৎ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতার উপপত্তি হয়, সুতরাং স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাবের কল্পনা, লাঘবানুসারেই হইয়া থাকে, কোন লক্ষণের অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির বারণানুরোধে হয় না। কাজেই "জলব্যাপক বহ্ন্যভাব সমানাধিকরণ-জলবৎ-হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্বরূপে স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে না।

একথার উপরে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জলব্যাপক বহ্ন্যভাবত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা বিশিষ্ট জলবৎ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন-বিষয়তা শূন্যত্ব (রূপ-বিশিষ্ট-দ্বয়াঘটিতত্ব) না থাকায় তোমার মতেও উক্ত স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হওয়া অসম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে—সৎপ্রতিপক্ষের ঘটক বিষয়তা (জল ব্যাপক-বহ্ন্যভাবত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা বিশিষ্ট-জলবৎ-হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা) ভিন্ন যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা বিশিষ্ট যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্ব, অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার

মন্তব্য।

অনতিরিক্ত বৃত্তি হয়, সেইরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা বিশিষ্ট সেইরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য ইত্যাদি নিয়মে পরিষ্কার করিলেই আর কোন দোষ থাকিবে না।

এই মীমাংসার উপরেও যদি বলা হয় যে,—"জলব্যাপক বহ্ন্যভাব সমানাধিকরণ জলবৎ-হ্রদ" সৎপ্রতিপক্ষ নহে, সৎপ্রতিপক্ষ হইবে "বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য জলবৎ-হ্রদ" সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তি বারণার্থে জ্ঞান বৈশিষ্ট্যানবচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিবেশ করাই শ্রেয়, কারণ, পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্টদ্বয়াঘটিতত্ব নিবেশে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তর। উল্লিখিত সৎপ্রতিপক্ষের লক্ষ্যতা অঙ্গীকার না করিলেও বিশিষ্ট দ্বয়া ঘটিতত্ব যথোক্ত নিয়মেই নিবেশ করিতে হইবে, অন্যথা হ্রদ পক্ষক-বহ্নি সাধ্যক-স্থলে "বহ্নির ব্যাপকীভূত-অভাবের প্রতিযোগি-জল" রূপ অসাধারণে অব্যাপ্তি হইয়া পড়িবে। কারণ—এই অসাধারণ নির্ণয়েও পূর্ব্বোক্ত যুক্ত্যনুসারে জ্ঞান বৈশিষ্ট্যানবচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধকতা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। (বহ্নি ব্যাপকীভূতা ভাব প্রতিযোগি-জল" এই নিশ্চয়ের পরক্ষণে "জলবান্-হ্রদ" নিশ্চ হইলেও হ্রদে বহ্নির অনুমিতি হয় না, সুতরাং জ্ঞান বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধকতা দ্বারাই প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাবের উপপত্তির সম্ভব আছে।)

প্রশ্ন। উপদর্শিত—অসাধারণ নির্ণয়ে অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা নাই। যেহেতু—এই নির্ণয় হ্রদে বহ্নির অভাব বা তাহার ব্যাপ্যাবগাহী হয় নাই। এ-অবস্থায় উল্লিখিত অসাধারণ হেত্বাভাস লক্ষণের লক্ষ্য হইবে কিরূপে? (পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির বিরোধি-জ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস)।

উত্তর। প্রকৃতানুমিতির অপ্রতিবন্ধকত্ব ও পক্ষধর্ম্মিক হেতুমত্তা নিশ্চয়-কালীনত্ব এই উভয়ের অভাব—যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্বের ব্যাপক হয়, সেই রূপাবচ্ছিন্নই (ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই) হেত্বাভাস। বহ্নি ব্যাপকীভূতা ভাব প্রতি-যোগি-জলত্বাবচ্ছিন্ন-বিষয়তাশালি-নিশ্চয় "জলবান্-হ্রদ" নিশ্চয়ের সহিত মিলিত হইলে, প্রস্তাবিত অনুমিতির অপ্রতিবন্ধকত্ব থাকিবে না, (এই দুই নিশ্চয় মিলিত হইলে জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানত্বরূপে প্রতিবন্ধক হইবে) আর মিলিত না হইলে—পক্ষ ধর্ম্মিক-হেতুমত্তা নিশ্চয়কালীনত্ব থাকিবে না, সুতরাং

২য় প্রশ্ন। জল পক্ষ বহ্নি সাধ্য স্থলে "প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাববৎ-জলে" অতিব্যাপ্তি। বহ্ন্যভাববৎ জল লক্ষ্য হইলেও ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত কোনও দোষই লক্ষ্য নহে। প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট বহ্ন্যভাববৎ-জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্ব প্রকৃতানুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্তবৃত্তি হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইতেছে। বলা বাহুল্য—প্রমেয়ত্ব বিশেষণ প্রতিবন্ধকতার ব্যাঘাতক নহে।

উত্তর। এই অতিব্যাপ্তি বারণার্থে লক্ষণে "বিশিষ্টান্তরাঘটিতত্ব"-বিশেষণ দিতে হইবে। বিশিষ্টান্তরা ঘটিতত্ব বিশেষণ ঘটিত লক্ষণ হইবে—নিজের অবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য-"যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নির্ণয়ত্বের ব্যাপক-প্রকৃতানুমিতির প্রতিবন্ধকতা, সেইরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশূন্য-যে-(নিজ, রূপাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নির্ণয়ত্ব প্রকৃত-অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি হয়, সেই রূপাবচ্ছিন্ন হেত্বাভাস। জল পক্ষ, বহ্নি সাধ্য, দ্রব্যত্বহেতু স্থলে বাধে লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে—নিজ বলিতে "বহ্নির অভাবাধিকরণ জলত্ব" ধরিতে হইবে, এই বহ্ন্যভাবাধিকরণ জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য বহ্নির অভাবাধিকরণ বৃত্তি দ্রবত্বত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নির্ণয়ত্বের ব্যাপক প্রকৃতানুমিতির প্রতি-বন্ধকতা হইয়াছে, এবং বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তি দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য বহ্ন্য ভাবাধিকরণ জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নির্ণয়ত্ব প্রকৃতানুমিতির প্রতি-বন্ধকতার অনতিরিক্ত হইয়াছে, সুতরাং লক্ষণ সমন্বয় হইল। অন্যান্য স্থলেও এই নিয়মে দোষান্তর ধরিয়া লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্য ভাবাধিকরণ জলে লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইলে, নিজ বলিতে "প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণ জলত্ব" ধরিতে হইবে। এই প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্য

মন্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত উভয়াভাব, বহ্নিব্যাপকীভূতা অভাবের প্রতিযোগি-জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়-তাশালি-নির্ণয়ত্বের ব্যাপক হইয়াছে। উদাসীন "অশ্ববৎ গৃহ" বিষয়ক নির্ণয়ত্বের ব্যাপক উক্ত উভয়াভাব হয় নাই। কারণ,—তাহার সহিত জলবৎ হ্রদ বিষয়ক নির্ণয় মিলিত হইলেও প্রকৃতানুমিতির অপ্রতিবন্ধকত্বই থাকিবে। অতএব উদাসীনেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। যেখানে উপায়ান্তর না থাকে, সেখানেই এইরূপ উভয়াভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। (৬০)

ভাবাধিকরণ জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য "বহ্ন্যভাববৎ-জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শালি নির্ণয়ত্ব প্রকৃত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্য ভাবাধিকরণ জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নির্ণয় "বহ্নির অভাবাধিকরণ জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শূন্য নাই, সুতরাং লক্ষণের অতিব্যাপ্তির অবকাশ রহিল না। (৬১)

মন্তব্য।

(৬১) যে পদার্থের কারণতা বা প্রতিবন্ধকতার অন্বয় ব্যতিরেক যেরূপে আছে সেইরূপেই সেই পদার্থ কারণ বা প্রতিবন্ধক হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। লিখার প্রতি লেখনীর লেখনীত্বরূপে অন্বয় ব্যতিরেক থাকায় লেখনীত্বরূপেই কারণ। লেখনীর রূপ লোহিত-হইলেও লোহিত লেখনীত্বরূপে কারণ হইবে না। যে হেতু—লেখনীর রূপ শুক্ল বা কৃষ্ণ হইলেও তাহা দ্বারা লিখা হয়। এবং সকল লেখনীই জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল বটে, কিন্তু জন্য লেখীত্বরূপে কারণ নহে। যে হেতু—জন্য লেখনীত্বরূপে অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান হয় নাই। প্রস্তাবিত স্থলে "প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্নির অভাববৎ-জল" নির্ণয় "জল-বহ্নিমৎ" এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইবে বটে; কিন্তু "প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্য ভাববৎ জলত্ব" রূপে নহে, কেবল "বহ্ন্যভাববৎ-জলত্ব" রূপে, সুতরাং প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাববৎ জল লক্ষ্যনহে বলিয়াই তাহাতে লক্ষণ সমন্বয় বারণ করা হইয়াছে।

এখানে আরও একটা কথা বিবেচ্য এই যে, ব্যভিচার স্থলে (যেখানের দোষ ভাবঘটিত সেই স্থলে) প্রমেয়ত্বাদিবিশেষণ, যদি সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিত্ব বিশিষ্ট হেতুর হয়, তবে তাহা অলক্ষ্য, সেখানের অতিব্যাপ্তি অবশ্যই বারণীয় বটে, কিন্তু এই বিশেষণ যদি বহ্নিরঅভাববৎ বৃত্তিত্বাদি ব্যভিচারের হয়, তবে প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণবৃত্তিত্ববদ্ দ্রব্যত্ব লক্ষ্য হইবে। কারণ, দ্রব্যত্ব ধর্ম্মিক বহ্ন্যভাবাধিকরণবৃত্তিত্বাভাব (সামান্যাভাব) প্রকারক বুদ্ধির প্রতি যেমন দ্রব্যত্ব ধর্ম্মিক বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব প্রকারক নিশ্চয়ত্বরূপে একটা প্রতিবন্ধকতা আছে, সেইরূপ দ্রব্যত্ব ধর্ম্মিক প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব প্রকারক নিশ্চয়ত্বরূপে অন্য একটা প্রতিবন্ধকতাও আছে। এই উভয়

মন্তব্য।

নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা একরূপে স্বীকার করিলে চলিবে না। কারণ, প্রতিবন্ধক নিশ্চয়ে অপ্রামাণ্য জ্ঞানের ("ইহা ঠিক নহে" জ্ঞানের) উত্তেজকতা দিতে হইবে, যে পদার্থ যাহার প্রতিবন্ধকতার ব্যাঘাত ঘটায় সে তাহার উত্তেজক। "এখানে জল নাই" জ্ঞানের পরেই যদি "ইহা ঠিক নহে" জ্ঞান হয় তবে "এখানে জল নাই নিশ্চয়" "এখানে জল আছে" জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না। (প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদকীভূত অভাবের প্রতিযোগীই উত্তেজক) পূর্ব্বোক্ত উভয় জ্ঞানের আকারে বিভিন্নতা থাকায় অপ্রামাণ্য জ্ঞানের উত্তেজকতাও ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইবে। ("প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ববৎ দ্রব্যত্ব" এই নিশ্চয়ে "এই জ্ঞান—প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাববৎ-ধর্ম্মিক প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব প্রকারক" এই জ্ঞানের উত্তেজকতা দিতে হইবে। কিন্তু "বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ববৎ-দ্রব্যত্ব" এই নিশ্চয়ে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের উত্তেজকতা দিতে হইবে না। কারণ—এই অপ্রামাণ্য জ্ঞান "বহ্ন্যভাবাধিকরণবৃত্তিত্ববৎ-দ্রব্যত্ব" নির্ণয়ের প্রতিবন্ধকতার অপসারণে সমর্থ নহে। যে হেতু—প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাভাববত্বে নির্ণীত দ্রব্যত্বাদি ধর্ম্মিক বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব প্রকারক নির্ণয় হইতে পারে। কারণ—সামান্য ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রকারক" (বুদ্ধিমান্) জ্ঞানের প্রতি বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অভাব প্রকারক (সাংসারিক বুদ্ধিহীন) নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং উভয় জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাও ভিন্ন ভিন্ন। বলা বাহুল্য—প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন ভিন্ন হইলে দোষও বিভিন্ন হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, উল্লিখিত নিয়মে বিশিষ্টান্তর দ্বারা অঘটিতত্ব না থাকায় "প্রমেয়ত্ব বিশিষ্ট বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ববৎ-দ্রব্যত্বে" লক্ষণসমন্বয় হওয়া অসম্ভব।

উত্তর। প্রমেয়ত্ব পক্ষ, অবৃত্তিত্ব সাধ্য, প্রমেয়ত্ব হেতু স্থলে "অবৃত্তিত্বাভাবাধিকরণবৃত্তিত্ববৎ প্রমেয়ত্ব" রূপ ব্যভিচার, "বৃত্তিত্ববৎ প্রমেয়ত্ব" রূপ বাধ ঘটিত, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্টান্তরাঘটিতত্ব না থাকায় উক্ত ব্যভিচারে লক্ষণ সমন্বয় হইতেছে না। এবং ধূমব্যভিচারি-বহ্নিমৎ পক্ষ ধূমসাধ্য, বহ্নি হেতুস্থলে "ধূমাভাববৎ ধূমাভাববৎবৃত্তি বহ্নিমৎ" বাধ, "ধূমাভাববৎ বৃত্তি বহ্নি"—রূপ ব্যভিচারঘটিত

প্রশ্ন। এই যে ভাবে হেত্বাভাসের লক্ষণের ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতেও অনেক দোষের নিরাস হয় নাই। যথা ধূমাভাববৎ-বৃত্তি বহ্নিমৎ-পক্ষ, ধূম-সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে "সাধ্যাভাববদবৃত্তি-হেতুমান্—পক্ষ, সাধ্যবান্" জ্ঞান হইবে—"ধূমাভাববৎ বৃত্তি-বহ্নিমান্, ধূমাভাববদবৃত্তি-বহ্নিমান্ ও ধূমবান্" এই জ্ঞান নিয়ত আহার্য্য। এবং বহ্ন্যভাববৎ পর্ব্বতত্বরূপে যেখানে পক্ষতা ও বহ্নিত্বরূপে সাধ্যতা, সেখানের প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সাধ্যাবগাহী জ্ঞানও নিয়ত আহার্য্য, আহার্য্যাকারক অনুমিতি সিদ্ধান্ত সিদ্ধ নহে-সুতরাং অনুমিতির অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধনই এ সকল স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইবে না।

উত্তর। এই সকল দোষ নিরাকরণের জন্য প্রকারান্তরে লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যথা—যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়ক নিশ্চয়স্থিত বিরোধি বিষয়তা প্রযুক্ত তাহার পরবর্ত্তী অনুমিতি অথবা অনাহার্য্য মানস জ্ঞান সামান্যে প্রকৃত-পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নে প্রকৃত সাধ্য বৈশিষ্টাবগাহিত্ব, ও প্রকৃত সাধ্যব্যাপ্য-হেতু বৈশিষ্ট্যাবগাহিত্ব উভয়ের অভাব থাকে (যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়ক নিশ্চয়ের পরে ঐ নিশ্চয়ের বিরোধিতা নিবন্ধন প্রকৃত পক্ষধর্ম্মিক প্রকৃতসাধ্যও প্রকৃত সাধ্যব্যাপ্য হেতু প্রকারক অনুমিতি বা মানস জ্ঞান হয় না) সেইরূপ বিশিষ্টই হেত্বাভাস।

ধূমাভাবাধিকরণ জল, ধূমাভাববৎ বৃত্তি অগ্নি, অনলাভাববৎ জল, ইহাদের যে কোন একটি নির্ণয়ের পরেও "জল, ধূম ব্যাপ্য অনলবৎ ও ধূমবৎ" অনুমিতি বা অনাহার্য্য মানস জ্ঞান হয় না, সুতরাং ধূমাভাবাধিকরণ জলাদিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল। বলাবাহুল্য—জলে, ধূমাভাবাদির নির্ণয়ের পরোৎপন্ন অনুমিতি বা অনাহার্য্য মানস জ্ঞানে যে "জলে ধূমাবগাহিত্বের (জল ধর্ম্মিক ধূম প্রকার-

---

মন্তব্য।

হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে লক্ষণ সমন্বয় হইতেছেনা। অপিচ উক্ত স্থলের "সাধ্যব্যাপ্য-হেতুমান্ পক্ষ সাধ্যবান্" জ্ঞানের আকার হইবে—"ধূমাভাববৎ বৃত্তি-বহ্নিমান্ ধূমবান্" এই জ্ঞান নিয়ত-আহার্য্য, সুতরাং আহার্য্যাকরক অনুমিতি না থাকায়ই এখানে লক্ষণ সমন্বয় হইবে না। এ সকল দোষ বারণের জন্য বিশেষ্য বিশেষণের ব্যতিক্রমে লক্ষণের ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষই থাকিবেনা। (৬১)

কত্বের) অভাব আছে, তাহা তত্রত্য বিরোধি বিষয়তা প্রযুক্ত। কারণ, "পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞানস্থিত যে প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বিষয়তা, তাহা পরে উৎপন্ন জ্ঞান বৃত্তি-প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদক বিষয়তার অভাবের প্রযোজক হয়" ইহা অনুভবসিদ্ধ। এখানে "ধূমাভাববৎ-জল"এইনির্ণয়স্থিত প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক "ধূমাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত জলত্বাবচ্ছিন্ন যে বিশেষ্যতা" তাহাই তৎপরবর্ত্তী অনুমিতি বা মানস জ্ঞানস্থিত জল ধর্ম্মিক ধূমাবগাহিত্বাভাবের প্রয়োজক। ধূমাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত জলত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা যে প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক, ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত জলত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা ও তাহারই প্রতিবধ্যতার অবচ্ছেদক হইয়াছে।

"ধূমাভাবান্, ধূমব্যভিচারি অনলবান্" নির্ণয়ের পরবর্ত্তী অনুমিতি বা অনাহার্য্য মানস জ্ঞানে ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত ধূমাভাববৎ বৃত্তি-অনলাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা থাকিবে না। এবং "অনলাভাববান্ নিরগ্নি পর্ব্বত" নির্ণয়ের পরবর্ত্তী অনুমিতি বা অনাহার্য্য মানস জ্ঞানে নিরগ্নি পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা (অগ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিরূপিত অভাবত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিরূপিত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা) নিরূপিত অনলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা থাকিবে না, সুতরাং এই সকল স্থলীয় বাধাদিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

প্রশ্ন। উল্লিখিত বাধ নির্ণয়ের পরবর্ত্তী জ্ঞানে "নির্ব্বহ্নি পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতার অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রতি "অনলাভাববান্, নিরগ্নি-পর্ব্বত"—এই বাধনিশ্চয়স্থিত বিরোধি বিষয়তা প্রযোজক নহে। তাহার প্রযোজক কথিত আহার্য্য জ্ঞানের সামগ্রীর অভাব। কারণ, আহার্য্য জ্ঞান কোন জ্ঞানের প্রতিবধ্য বা প্রতিবন্ধক হয় না (ইচ্ছাঘটিত সামগ্রী থাকিলে আহার্য্য জ্ঞান হয়, আর না থাকিলে হয় না, এজন্যই আহার্য্য জ্ঞান কোন জ্ঞানের প্রতিবধ্য হয় না; এবং প্রতিবধ্য জ্ঞানের বিষয়তা ও প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয়তা উভয়ের সমানাকার বিষয়তা থাকায় কোন জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না) সুতরাং আহার্য্য জ্ঞানীয় বিষয়ত্বাভাবও কোন জ্ঞানের বিরোধি বিষয়তা প্রযুক্ত নহে।

উত্তর। "অনলাভাববান্ নির্ব্বহ্নি-পর্ব্বত" এই নিশ্চয়ের পরে "বহ্নিমান্ পর্ব্বত" জ্ঞান হয় না, অতএব নিরগ্নি পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অনলা-

ভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয়স্থিত বিরোধি বিষয়তা তদুত্তর-অনুমিতিস্থ পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অগ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারত্বাভাবের প্রযোজক হইয়াছে। নিরগ্নি পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অগ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা, পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অগ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতার ব্যাপ্য বটে, সুতরাং "অনলাভাববান্ নিরগ্নি পর্ব্বত" এই নিশ্চয়াব্যবহিত পরক্ষণোৎপন্ন অনুমিতিস্থ পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অগ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারত্বের অভাব, কথিত নিশ্চয় (নিরগ্নি পর্ব্বত অনলাভাববান্-নিশ্চয়) স্থিত বিরোধি বিষয়তা প্রযুক্ত হইলে, তাহার ব্যাপ্য যে "নিরগ্নি পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত অগ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারত্ব, তাহার অভাব ও কথিত নিশ্চয়স্থ বিরোধি বিষয়তা প্রযুক্ত। কারণ—"ব্যাপকাভাবের প্রয়োজক পদার্থ অবশ্যই ব্যাপ্যাভাবের প্রয়োজক হয়" ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। (৬২)

হ্রদ পক্ষ বহ্নি সাধ্যস্থলে " জলবান্ হ্রদ" নিশ্চয় সহকৃত বহ্নিব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগী জল" "অসাধারণ" নিশ্চয়, এবং "বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্ হ্রদ" এই সৎপ্রতিপক্ষনিশ্চয় হ্রদে বহ্নির অভাব বিষয়ক নহে, সুতরাং অনুমিতির প্রতিবন্ধকত্বাভাবনিবন্ধনই এসকল স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হইবে না। এইরূপ

মন্তব্য।

(৬২) এই পর্য্যন্ত হেত্বাভাস লক্ষণের যেভাবে পরিষ্কার করা হইল ইহারউপরেও অনেক দোষ ও তাহার সমাধান আছে। তাহার অবতারণা করিতেগেলে গ্রন্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও দুরূহ হইয়া পড়িবে, অতএব ক্ষান্ত রহিলাম। এবং এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় অনেক কথা সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে অনেক দোষই পরিলক্ষিত হইবে সকল কথা স্পষ্টভাবে ও নির্দ্দোষরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে গেলে এই হেত্বাভাসই এক খানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ নব্যন্যায়ের মধ্যেও এই হেত্বাভাসই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ বলিয়া আমার ধারণা, জানিনা অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ জটিল বিষয় আছে কি না। সুতরাং এই বিষয়টা নির্দ্দোষরূপে বিস্তৃতভাবে বঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করা মাদৃশ লোকের পক্ষে সুকঠিন। এজন্যই সাধারণ ভাবে বিষয়টা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। (৬২)

আশঙ্কা সমীচীন নহে। কারণ, যেখানে যাহার অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে তাহার জ্ঞান না হওয়া যেরূপ অনুভব সিদ্ধ, সেইরূপ যেখানে যাহার অভাবের ব্যাপ্যের নিশ্চয় হয়, সেখানে তাহার জ্ঞান না হওয়াও অনুভবসিদ্ধ। যেহেতু— যেখানে বহ্নির অভাবের ব্যাপ্য নিশ্চয় হয়, সেখানে বহ্নির অভাবের অনুমিতি হইবে। কাজেই সেখানে তৎকালে বহ্নির জ্ঞান হওয়া অসম্ভব।

প্রশ্ন। কথিত বাধ নিশ্চয় ও সৎপ্রতিপক্ষ নিশ্চয় প্রত্যক্ষ ও শাব্দবোধাদির প্রতিও প্রতিবন্ধক সুতরাং তাহা লিঙ্গাভাস নহে। কারণ, অনুমিতির অসাধারণ প্রতিবন্ধকই লিঙ্গের আভাস। (হেতুর দোষই হেত্বাভাস)

উত্তর। বাধও সৎপ্রতিপক্ষাদির নির্ণয় প্রত্যক্ষাদির প্রতিবন্ধক হইলেও লিঙ্গাভাস না হওয়ার কোন হেতু নাই। কারণ, অনুমিতির প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয়ই লিঙ্গাভাস, (হেত্বাভাস) তদ্বিষয়ক জ্ঞানে প্রত্যক্ষাদির প্রতিবন্ধকতা থাকা বা না থাকার কোন বিশেষত্ব নাই। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ অথবা শাব্দবোধের প্রতি আনুমানিক বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ নির্ণয় প্রতিবন্ধক হয় না, উৎপন্ন নির্ণয়ে অপ্রামাণ্য জ্ঞাপন করে মাত্র। কিন্তু অনুমিতির উৎপত্তির প্রতি ইহারা প্রতিবন্ধক, সুতরাং বর্ণিত-অনুমিতির প্রতিবন্ধক না হওয়াই পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার অবসর থাকিবেনা। হেত্বাভাস শব্দ হেতুর আভাস অর্থাৎ দোষ, ও হেতুর ন্যায় অবভাসমান দুষ্ট হেতু উভয়কেই বুঝায়। হেত্বাভাস সম্বন্ধে বক্তব্য অনেকই আছে, অতি সংক্ষেপে কয়টী কথা বলা হইল মাত্র। (৬৩)

মন্তব্য।

(৬৩) বস্তুতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি বাধ নির্ণয় বা সৎপ্রতিপক্ষ নির্ণয় প্রতিবন্ধক না হইলেও শাব্দবোধের প্রতি, প্রতিবন্ধক হইবে। যদি বল যে— "বাধ নির্ণয় বা সৎপ্রতিপক্ষ নির্ণয় থাকিলে যোগ্যতার অভাব বশতঃই শাব্দবোধ হইবে না, সুতরাং শাব্দবোধের প্রতিও ইহাদের প্রতিবন্ধকতা কল্পনীয় নহে" তথাপি উপনীত ভান, (জ্ঞান লক্ষণা সন্নিকর্ষাধীন মানস প্রত্যক্ষ) স্মৃতি ও উপমিতির প্রতি বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষ নির্ণয়ের প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অনুমিতি মাত্রের প্রতিবন্ধক হইলেই যে লিঙ্গাভাস হইবে অন্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইলে হইবে না এ কথা বলা যায় না। (৬৩)

৩। হেত্বাভাসের প্রকার ভেদ।

কথিত হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। যথা—সব্যভিচার, বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ। এই পাচটি হেতুর আভাস, অর্থাৎ দোষ; এসকল দোষ বিশিষ্ট পদার্থও হেতুর ন্যায় আভাসমান বলিয়াই হেত্বাভাস পদের অভিধেয়। অপিচ ব্যভিচার-দোষযুক্ত হেতুকে ব্যভিচারী ও ব্যভিচরিত, বিরোধ সম্বন্ধী হেতুকে বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ সম্বন্ধী হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষিত, অসিদ্ধি সম্বন্ধী হেতুকে অসিদ্ধ এবং বাধ সম্বন্ধী হেতুকে বাধিত বলা যায়।

৪। সব্যভিচারের লক্ষণ।

সাধ্য সন্দেহের জনক যে কোটি দ্বয়ের উপস্থিতি তাহার জনকতার অবচ্ছেদক যে প্রকারতা, তাহার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিশিষ্টের নাম সব্যভিচার।

এই লক্ষণ সন্দেহের জনকতা ঘটিত, সুতরাং সন্দেহের জনকতা কিরূপে সর্ব্ব প্রথমে তাহা বুঝা আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই যে বস্তুতে বিভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের তুল্য একটি ধর্ম্মের উপলব্ধি হয়, তাহাতে সেই বস্তুদ্বয়ের সংশয় হয়। যথা—দূরস্থ চতুষ্পদ শৃঙ্গপুচ্ছাদিযুক্ত জন্তুর সহিত চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ ঘটিলে "এইটি গো, কি মহিষ?" সন্দেহ হইয়া থাকে,—কিন্তু "গো কি মানুষ" এরূপ সন্দেহ প্রায়ই হয় না। কারণ, গো ও মানুষ উভয়ের একটি ধর্ম্ম তাহাতে উপলব্ধ হয় নাই, হইয়াছে—গো ও মহিষের সমান ধর্ম্ম চতুষ্পদাদির। এবং যে পদার্থের নির্ণ-য়ের অধিকরণে (বিশেষ্যে) ও তাহার অভাব নির্ণয়ের অধিকরণে (বিশেষ্যে) যে পদার্থের জ্ঞান হয় নাই, যেখানে সেই পদার্থের জ্ঞান হয়, সেখানে সেই পদার্থের সংশয় হয়। যথা গৃহে অশ্বের নির্ণয় আছে, এবং যে মাঠে অশ্বাভাবের নির্ণয় আছে, ইহাদের কোথাও আকাশের নির্ণয় বা জ্ঞান নাই, এ অবস্থায় যেখানে আকাশ আছে বলিবা ভ্রম হইবে—সেখানে অশ্বের সংশয় হইবে। ইহাও অনুভবসিদ্ধ। অপিচ "এই অরণ্যে ব্যাঘ্র আছে" এবং এই অরণ্যে ব্যাঘ্র নাই" এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে ও অরণ্যে ব্যাঘ্রের সন্দেহ হইয়া থাকে।

প্রথম সংশয়ের কারণতা সাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞান জন্য কোটিদ্বয়ের উপস্থিতিত্ব রূপে যথা গোত্ব ও মহিষত্ব সমানাধিকরণ শৃঙ্গ পুচ্ছাদিমান্

জ্ঞানজন্য গোত্বও মহিষত্বের উপস্থিতির পরে "এইটি গো কি—মহিষ," এবং "ধূম ও ধূমাভাব সমানাধিকরণ অগ্নিমান্-পর্ব্বত" (সুতপ্ত লৌহ পিণ্ডে ধূমাভাবের সহিত অগ্নির সামানাধিকরণ্য আছে) জ্ঞানজন্য ধূম ও ধূমাভাবের উপস্থিতির পরে "পর্ব্বতে ধূম আছে কি না" সংশয় হইয়া থাকে।

এখানে শৃঙ্গ লাঙ্গুলাদি এবং ধূম ও ধূমাভাব সমানাধিকরণ অগ্নিই সাধারণ ধর্ম্ম। (যে ধর্ম্ম সাধ্যের ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে তাহার নাম সাধারণ ধর্ম্ম) অপর কারণতা অসাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞান জন্য কোটিদ্বয়ের উপস্থিতিস্বরূপে। যথা "অশ্বাধিকরণ গৃহে ও অশ্বাভাবাধিকরণ রাজ পথে অবৃত্তি গগণ বা বৃষ দূরবর্ত্তী মাঠে আছে" এইরূপ-ভ্রমাত্মক নিশ্চয়ের ফলে মাঠে অশ্বের সংশয় হইয়া থাকে। এখানে "অশ্বাধিকরণ ও অশ্বাভাবাধিকরণ অবৃত্তি গগণই অসাধারণ ধর্ম্ম, যাহা সাধ্যের ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে না তাহার নাম অসাধারণ ধর্ম্ম।

সংশয়ের কার্য্যকারণ ভাবের কথা সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইল, এখন দেখিতে হইবে সব্যভিচার লক্ষণর লক্ষ্য কি? লক্ষ্য নির্ণয় না হইলে লক্ষণ বুঝা সুকঠিন।

সব্যাভিচারের লক্ষণের লক্ষ্য তিনটি (প্রকার)। যথা সাধারণ, অসাধারণ অনুপসংহারী। যে-হেতু সাধ্যের ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে, তাহার নাম সাধারণ। যথা ধূম সাধ্যক অগ্নি হেতু, গোত্ব সাধ্যক শৃঙ্গ পুচ্ছাদি হেতু; আর যে-হেতু সাধ্যাধিকরণে ও সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে না তাহার নাম অসাধারণ, যথা অনলাদি সাধ্যকগগণ হেতু। (কেহ কেহ বলেন—যে-হেতু নির্ণীত-সাধ্যের ও সাধ্যের অভাবের অধিকরণে থাকে না, তাহার নাম অসাধারণ, যথা শব্দপক্ষক, অনিত্যত্ব সাধ্যক শব্দত্ব হেতু। পটাদিতে সাধ্যের ও আত্মাদিতে সাধ্যাভাবের নির্ণয় আছে, কিন্তু সেগুলিতে শব্দত্ব নাই। শব্দ পক্ষ, সুতরাং তাহাতে সাধ্যের বা তদভাবের নির্ণয় নাই। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ইহাকে লক্ষ্য বলেন নাই) এবং যেহেতু সাধ্যের ব্যভিচারী অথচ তাহার পক্ষ—কেবলান্বয়ী তাহার নাম অনুপসংহারী। যথা সর্ব্বপক্ষ অনিত্যত্ব সাধ্য প্রমেয়ত্ব হেতু। এখানে সকল পদার্থ পক্ষ হওয়ায় উপসংহারের (দৃষ্টান্তের) স্থল নাই বলিয়াই ইহাকে অনুপসংহারী বলা যায়।

এখন দেখা যাউক—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ এসকল লক্ষ্যে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে "ধূম ও ধূমাভাব সমানাধিকরণ অগ্নি গৃহে আছে" এই নির্ণয়ের পরে ধূমও ধূমাভাবের উপস্থিতি হয়, তৎপরে "গৃহে ধূম আছে কি না" সংশয় হয়। অতএব ধূমাধিকরণ বৃত্তিত্বও ধূমাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব এবং বহ্নিত্ব এই তিন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তা (প্রকারতা) সাধ্যসংশয়ের জনক কোটিদ্বয়ের উপস্থিতির জনকতাবচ্ছেদক হওয়ায় এই তিন ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বহ্নিতে (সাধারণে) সব্যভিচারের লক্ষণ সমন্বয় হইল।

এবং "অশ্ব ও অশ্বাভাবাধিকরণে অবৃত্তি-গগণ মাঠে আছে" এই জ্ঞান জন্য অশ্ব ও অশ্বাভাবের উপস্থিতি মূলক "মাঠে অশ্ব আছে কি না?" সংশয়ের জনক কোটিদ্বয়ের উপস্থিতির জনকতাবচ্ছেদক বিষয়তার অবচ্ছেদক অশ্বাধিকরণাবৃত্তিত্ব, অশ্বাভাবাধিকরণাবৃত্তিত্ব ও গগণত্ব এই ধর্ম্মত্রয়াবচ্ছিন্ন গগণে, (অসাধারণে) এবং "নিত্যত্ব ও নিত্যত্বাভাব সহচরিত প্রমেয়ত্ববান্ শব্দ" এই নির্ণয় জন্য নিত্যত্ব ও নিত্যত্বাভাবের উপস্থিতি মূলক যে নিত্যত্ব সংশয়, তাহার জনক নিত্যত্বও তদভাবের উপস্থিতির জনকতার অবচ্ছেদক প্রকারতার অবচ্ছেদক নিত্যত্বাধিকরণ বৃত্তিত্ব, নিত্যত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব ও প্রমেয়ত্ব এই ধর্ম্মত্রয়াবচ্ছিন্ন প্রমেয়ত্বে (অনুপসংহারিতে) লক্ষণ সমন্বয় হইল। (৬৪)

মন্তব্য।

(৬৪) "এইটি গো কি না" এই সংশয়ের প্রতি গোত্বাধিকরণ বৃত্তি শৃঙ্গজ্ঞান জন্য গোত্বের উপস্থিতি, ও গোত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তি শৃঙ্গজ্ঞান জন্য গোত্বাভাবের উপস্থিতি (সাধারণাদি ধর্ম্ম জ্ঞান জন্য কোটিদ্বয়োপস্থিতি) স্বতন্ত্র কারণ। এই কারণতাদ্বয়ের অবচ্ছেদক হইবে, যথাক্রমে গোত্বাধিকরণবৃত্তি শৃঙ্গজ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্বোপস্থিতিত্ব ও গোত্বাভাবাধিকরণবৃত্তি শৃঙ্গজ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্বাভাবোপস্থিতিত্ব। যে হেতু—ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানজন্য স্বতন্ত্র উপস্থিতি দ্বারাও সংশয় হয়। গোত্ব-গোত্বাভাব সমানাধিকরণ শৃঙ্গজ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্বগোত্বাভাবোপস্থিতিত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিতে গেলে লাঘব ত হইবেই না বরং গৌরব হইয়া পড়িবে। কারণ, যেমন গোত্বও গোত্বাভাব সমানাধিকরণ শৃঙ্গ জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্ব-গোত্বাভাবের উপস্থিতিত্বরূপে কারণতা কল্পনা করা যায়,

মন্তব্য।

সেইরূপ বিশেষ্যবিশেষণের ব্যতিক্রমে গোত্বাভাব ও গোত্ব সমানাধিকরণ শৃঙ্গ পুচ্ছ জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্বাভাব-গোত্বোপস্থিতিত্ব রূপেও কারণতা কল্পনা করা যাইতে পারে। যে হেতু এখানে কোন বিনিগমনা (এক পক্ষ—সমর্থক যুক্তি) নাই। বিনিগমনা বিরহ স্থলে উভয়ের কারণতাপসারণের উপায় নাই। এই উভয়ের কারণতা স্বীকার্য্য হইলে পূর্ব্বোক্ত কারণতা দ্বয়াপেক্ষা গুরুধর্ম্মাবচ্ছিন্ন দুইটি কারণতা স্বীকার্য্য হইয়া পড়িল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত একটি কারণতার অবচ্ছেদক হইয়াছে—"গোত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তি শৃঙ্গ জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্বাভাবের উপস্থিতিত্ব" আর অপরটীর অবচ্ছেদক হইয়াছে-গোত্বাধিকরণ বৃত্তি শৃঙ্গজ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্বের উপস্থিতিত্ব" কিন্তু পরোক্ত—একটি কারণতার অবচ্ছেদক হইয়াছে—গোত্ব-গোত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তি শৃঙ্গ জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্ব-গোত্বাভাবোপস্থিত্ব, আর বিনিগমনা বিরহ প্রযুক্ত কল্পনীয় অপর কারণতার অবচ্ছেদক হইবে—গোত্বাভাব-গোত্বসমানাধিকরণ শৃঙ্গজ্ঞানাব্যবহিতোত্তর গোত্বাভাব-গোত্বোপস্থিতিত্ব। পূর্ব্বোক্ত এক একটি কারণতার অবচ্ছেদক যতগুলি পদার্থ হইয়াছে, পরোক্ত প্রত্যেক কারণতায়ই তদপেক্ষা অধিক পদার্থ পড়িয়াছে, সুতরাং গৌরব অনিবার্য্য।

যদিও পরোক্ত প্রথম কারণতার অবচ্ছেদক যেসকল পদার্থ হইয়াছে দ্বিতীয় কারণতারও সেই সকল পদার্থই অবচ্ছেদক হইয়াছে, তথাপি কারণতা দুইটীই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু—কারণতাবচ্ছেদক পদার্থের পার্থক্য না থাকিলেও বিশেষ্য বিশেষণ ভাবের বৈলক্ষণ্য আছে। (প্রথম কারণতার অবচ্ছেদকাংশে গোত্বাভাব গোত্বের বিশেষণ হইয়াছে) অবচ্ছেদকের বিশেষ্য বিশেষণভাব ব্যতিক্রমে কারণতা প্রতিযোগিতা প্রভৃতির পার্থক্য অনুভবসিদ্ধ। যে যে নিয়মে যে যে পদার্থ যে যে রূপে জ্ঞাত হইয়াছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, সুতরাং সমানাকারকত্ব থাকে না। জ্ঞান অসমানাকারক হইলে (জ্ঞানের বিষয় পদার্থগুলি বিভিন্ন নিয়মে পরিজ্ঞাত হইলে) কারণতা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। অতএব বিনিগমনা বিরহ প্রযুক্ত গুরুধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কারণতা দ্বয়ের প্রসঙ্গ ভয়ে

মন্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দুইটী কারণতা স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও এই যুক্তি অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন কারণতা ও প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিতে হইবে।

"বহ্নি-বহ্ন্যভাব সমানাধিকরণ ধূমবান্ পর্ব্বত" এই ভ্রম জ্ঞানজন্য বহ্নি ও বহ্ন্যভাবের উপস্থিতি দ্বারা ও বহ্নির সংশয় হয়। এই সংশয়ের জনক উপস্থিতির জনক বহ্নি-বহ্ন্যভাব সহচার জ্ঞানের বিষয়তা সৎ-হেতু ধূমে থাকায় সদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে, এজন্যই জনকতাবচ্ছেদক বিষয়তাশ্রয় না বলিয়া বিষয়তাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলা হইয়াছে। এখানে বহ্ন্যধিকরণ বৃত্তি ধূমত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ধূমে থাকিলেও বহ্ন্যভাবাধিকরণ বৃত্তিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তাবচ্ছেদক কোন ধর্ম্ম ধূমে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল না। জনকতাবচ্ছেদক বিষয়তাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ—জনকতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে, নতুবা কথিত বিষয়তাবচ্ছেদক ধূমত্বাশ্রয় ধূমে অতিব্যাপ্তি হইবে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সব্যভিচারের লক্ষণের ঘটক যে সংশয়ের জনকতা পড়িয়াছে, তাহা স্বরূপ যোগ্যতা। (যে ধর্ম্ম পুরস্কারে কারণতা কল্পনা করা হয় সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের নাম স্বরূপ যোগ্য কারণ, যে লেখনী দ্বারা লিখা হয় নাই তাহাতেও লিখার স্বরূপযোগ্যতা আছে ফলোপধায়কতা নাই, যে কারণের অব্যবহিত পরে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অব্যবহিত পূর্ব্বত্ব সম্বন্ধে কার্য্য থাকায় ফলোপধায়কত্বরূপ কারণত্ব থাকে) অন্যথা সংশয় না থাকা কালে সাধারণাদিতে অব্যাপ্তি হইবে।

প্রশ্ন। "বহ্নির অধিকরণ বৃত্তি ধূম" জ্ঞান জন্য বহ্নির উপস্থিতি, এবং "বহ্ন্যভাবাধিকরণাবৃত্তি ধূম" জ্ঞানজন্য বহ্ন্যভাবের উপস্থিতি ও সাধ্যসংশয়ের স্বরূপ যোগ্য কারণ, এই উপস্থিতি ধরিয়া বহ্নি সাধ্যক ধূম হেতুতে অতিব্যাপ্তি। কারণ, এই উভয় উপস্থিতিস্থ কারণতাবচ্ছেদক-বিষয়তাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ "বহ্নির অধিকরণ বৃত্তিত্ব, বহ্ন্যভাবাধিকরণাবৃত্তিত্ব ও ধূমত্বাদি সকল ধর্ম্মই ধূমে আছে। "বহ্নি সহচরিত ধূম" এই জ্ঞানজন্যবহ্নির উপস্থিতি, যেমন বহ্ন্যভাব সহচরিত ধূম জ্ঞান জন্য বহ্ন্যভাবের উপস্থিতির সহকারে বহ্নি সংশয়ের জনক হয়, সেইরূপ

মন্তব্য।

বহ্ন্যভাবাধিকরণাবৃত্তি ধূম জ্ঞান জন্য বহ্ন্যভাবের উপস্থিতিও বহ্ন্যধিকরণাবৃত্তি ধূম জ্ঞান জন্য বহ্নির উপস্থিতির সহকারে সাধ্য সংশয়ের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং স্বরূপ যোগ্যতা ঘটিত লক্ষণ সমন্বয়ের কোন বাধা নাই।

উত্তর। সাধ্য বিষয়কত্ব ঘটিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সংশয়ের জনকতার অবচ্ছেদক যে-ধর্ম্ম, তদবচ্ছিন্ন জন্যতা নিরূপিত জনকতার, এবং তদবচ্ছিন্নের সহকারিতাবচ্ছেদক সাধ্যাভাব বিষয়কত্ব ঘটিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সংশয় জনকতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন জন্যতা নিরূপিত জনকতার অবচ্ছেদক যে প্রকারতা, তাহার অবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধি-করণ ধর্ম্মের আশ্রয়ই সব্যভিচার।

"ধূম সহচরিত বহ্নির জ্ঞানের অব্যবহিতোত্তর ধূমের উপস্থিতিত্বাবচ্ছিন্ন-যে সংশয়ের জনকতা" তাহা "সাধ্য বিষয়কত্ব ঘটিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন" ও এই জনকতার অবচ্ছেদক কথিত ধূমোপস্থিতিত্বই "বহ্নি ধর্ম্মিক ধূমসাহচর্য্য জ্ঞানের জন্যতার অবচ্ছেদক." (অপিচ কথিত জন্যতার অবচ্ছেদক বহ্নি ধর্ম্মিক ধূম সাহচর্য্য বিষয়তা) এবং পূর্ব্বোক্ত ধূমোপস্থিতিত্বের সহকারিতাবচ্ছেদক ধূমাভাব সহচরিত বহ্নি জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর ধূমাভাবোপস্থিতিত্বাবচ্ছিন্ন সংশয়ের জনকত্ব, "সাধ্যাভাব বিষয়কত্ব ঘটিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন," ও এই জনকতার অবচ্ছেদক কথিত ধূমাভাবোপ-স্থিতিত্বই বহ্নিধর্ম্মিক ধূমাভাব সাহচর্য্য জ্ঞানের জন্যতার অবচ্ছেদক (অপিচ কথিত জন্যতা নিরূপিত জনকতার অবচ্ছেদক বহ্নি ধর্ম্মিক ধূমাভাব সাহচর্য্য বিষয়তা) সুতরাং "ধূম ধূমাভাব সহচরিত বহ্নি" এই জ্ঞানের বিষয়তা পূর্ব্বোক্ত উভয় জনকতার অবচ্ছেদক হইয়াছে। এই বিষয়তার অবচ্ছেদকতা ধূমাধিকরণ বৃত্তিত্ব ধূমাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব ও বহ্নিত্বের উপরে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে আছে, অতএব কথিত অবচ্ছেদকতাশ্রয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মত্রয় বহ্নিতে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইল। (ধূমাধি-করণ বৃত্তিত্ব, ধূমাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব ও বহ্নিত্ব এই তিন ধর্ম্ম বহ্নিতে আছে)।

যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের অসমবধান নিবন্ধন যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ফলোপধায়ক হয় না, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সহকারিতার অবচ্ছেদক। যথা লেখনীত্বা-বচ্ছিন্নের সমবধান না থাকিলে পত্র (কাগজ) ত্বাবচ্ছিন্ন কাগজ ফলজনক হয় না, সুতরাং লিখার প্রতি লেখনীত্ব পত্রত্বাবচ্ছিন্নের সহকারিতাবচ্ছেদক। প্রস্তাবিত

বস্তুতঃ যে কোন প্রকার, (অনুভবাত্মক অথবা স্মরণাত্মক) কোটিদ্বয়ের উপস্থিতি সংশয়ের প্রতি বিশেষণ মুদ্রায় প্রযোজক হয় মাত্র, সংশয়ের সাক্ষাৎ কারণ হইবে—সাধারণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট ধর্ম্মিজ্ঞান। ("গোত্ব ও গোত্বাভাবের সমানাধিকরণ শৃঙ্গ লাঙ্গুল বিশিষ্ট এই জন্তু" এই জ্ঞান) তাহা হইলে লক্ষণ হইবে, "ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি নিশ্চয়ত্ব, সংশয়ের জনকতার অবচ্ছেদক হয়, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই সব্যভিচার। "গোত্ব-গোত্বাভাব সমানাধিকরণ শৃঙ্গ-লাঙ্গুল বিশিষ্ট (দূরবর্ত্তী) জন্তু" এই জ্ঞানস্থিত সংশয়ের জনকতার অবচ্ছেদক প্রকারতার অবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ (এই লক্ষণেও পূর্ব্ব লক্ষণানুসারে পর্য্যাপ্তি নিবেশ করিতে হইবে) গোত্বাধিকরণ বৃত্তিত্ব, গোত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব ও শৃঙ্গত্ব বিশিষ্ট-শৃঙ্গ (দূরবর্ত্তী) জন্তুতে থাকায় শৃঙ্গাদিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল। অন্যত্রও এই নিয়মই অনুসরণীয়। (৬৫)

মন্তব্য।

স্থলে ধূমসহচরিত বহ্নি জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর ধূমোপস্থিতিত্ব, ধূমাভাব সহচরিত বহ্নি জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর-ধূমাভাবের উপস্থিতিত্বাবচ্ছিন্নের সহকারিতাবচ্ছেদক হইয়াছে বলিয়াই ধূম সাধ্যক বহ্নি হেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হইয়াছে। কিন্তু বহ্নিমদ্বৃত্তি ধূমজ্ঞানাব্যবহিতোত্তর-বহ্নির উপস্থিতিত্ব, বহ্ন্যভাববৎ অবৃত্তি ধূমজ্ঞানাব্যবহিতোত্তর বহ্ন্যভাবের উপস্থিতিত্বাবচ্ছিন্নের সহকারিতাবচ্ছেদক হয় নাই। কারণ, এইরূপে বহ্নি ও বহ্ন্যভাবের উপস্থিতি হইলে বহ্নি সংশয় হয় না। বহ্নিমৎ অবৃত্তি ধূম জ্ঞানাব্যবহিতোত্তর বহ্নির উপস্থিতিত্ব পূর্ব্বোক্ত বহ্ন্যভাবের উপস্থিতিত্বাবচ্ছিন্নের সহকারিতাবচ্ছেদক হইয়াছে বটে, কিন্তু কথিত পর্য্যাপ্তির অধিকরণ বহ্নিমদবৃত্তিত্ব (ও বহ্ন্যভাববৎ বৃত্তিত্ব) ধূমে না থাকায় অতি ব্যাপ্তি হইল না। (৬৪)

---

(৬৫) পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের কারণতায় অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়িয়াছে, অতএব লঘুকারণতা কল্পনা করিয়া এই লঘু লক্ষণ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন। বহ্নি সহচরিত ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি নিশ্চয়ত্ব, সাধ্য সংশয়ের জনকতাবচ্ছেদক হইয়াছে, সুতরাং বহ্নি-সহচরিত ধূমত্বের অধিকরণ ধূমে অতিব্যাপ্তি। সাধারণ ধর্ম্মবৎ-ধর্ম্মিজ্ঞান সংশয়ের সাক্ষাৎ কারণ হইলে ও বহ্নিসহচরিত ধূমবান্ ও বহ্ন্যভাবসহচরিত ধূমবান্-পর্ব্বত,

মন্তব্য।

এই জ্ঞানের বহ্নি সহচরিত ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি নিশ্চয়ত্বরূপে একটি কারণতা, ও বহ্ন্যভাব সাহচর্য্য প্রকারতা নিরূপিত ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি নিশ্চয়ত্বরূপে অন্য একটি কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, "বহ্নি সহচরিত ধূমবান্ পর্ব্বত" ও "বহ্ন্যভাব সহচরিত ধূমবান্ পর্ব্বত" এইরূপ স্বতন্ত্র জ্ঞান থাকিলেও পর্ব্বতে বহ্নি সংশয় হয়। কাজেই বহ্নি সহচরিত ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূপিত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি নিশ্চয়ত্ব যে সংশয়ের জনকতার অবচ্ছেদক হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (এই জনকতাবচ্ছেদক বিষয়তার অবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ বহ্নি সহচরিতত্ব ও ধূমত্বের আশ্রয় ধূমে অতি ব্যাপ্তি হইতেছে)।

উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে,—যে কোন একটি সংশয় নিরূপিত ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা ঘটিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যতগুলি কারণতা তাহাদের অবচ্ছেদক বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকারতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ধর্ম্মবিশিষ্ট সব্যভিচার। "বহ্নি ও বহ্নির অভাব সহচরিত ধূমবান পর্ব্বত" এই জ্ঞান জন্য পর্ব্বত ধর্ম্মিক বহ্নি সংশয়ের পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা ঘটিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন জনকতা দুইটি। তন্মধ্যে একটি বহ্নি সহচরিত ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন, আর অপরটি—বহ্ন্যভাব সাহচর্য্য প্রকারতা নিরূপিত ধূমত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত পর্ব্বতত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন; প্রথমোক্ত জনকতার অবচ্ছেদক বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকারতার অবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ বহ্নি সহচরিতত্ব ও ধূমত্ব ধূমে থাকিলেও দ্বিতীয় জনকতার অবচ্ছেদক বিশেষ্যতানিরূপিত প্রকারতার অবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ বহ্ন্যভাব সহচরিতত্ব ধূমে না থাকায় পূর্ব্বোক্ত অতিব্যাপ্তির অবকাশ নাই। ধূম সাধ্য বহ্নি-হেতু স্থলে কথিত নিয়মে উভয় প্রকারতার অবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্ত্যধিকরণ ধূম সহচরিত্ব বহ্নিত্ব এবং ধূমাভাব সহচরিতত্ব ও বহ্নিত্ব বহ্নিতে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে। "যে কোন সংশয়" এই বিশেষণ না দিলে অসাধারণ ধর্ম্মবৎ-ধর্ম্মিজ্ঞান জন্য সংশয় ধরিয়া অসম্ভব হইবে।

মন্তব্য।

প্রশ্ন। এইরূপে পরিষ্কার করিলেও দ্রব্যত্ব সাধ্য গুণ-কর্ম্মভেদ সমানাধিকরণ জাতি হেতু স্থলে "দ্রব্যত্ব ও দ্রব্যত্বাভাব সমানাধিকরণ জাতিবিশিষ্ট-দ্রব্য" এই জ্ঞানজন্য সংশয়ের কারণতার অবচ্ছেদক দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত দ্রব্যত্ব-দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব ও (গুণ-কর্ম্ম ভেদ সমানাধিকরণ) জাতিত্ব পর্য্যাপ্ত্যবচ্ছেদকতাশ্রয় ধর্ম্ম (বৃত্তিত্বদ্বয় ও জাতিত্ব) জাতি হেতুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইতেছে। (গুণ-কর্ম্ম ভেদ সমানাধিকরণ-জাতি,জাতিভিন্ন নহে)।

উত্তর। গুণ ও কর্ম্মের ভেদ যদি বিশিষ্টবিশেষণ হয়, তবে সেই ভেদ সমানাধিকরণ-জাতি দ্রব্যে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে না। আর যদি উপলক্ষণ বিশেষণ হয়, তবে ঐ জাতি হেতু সব্যভিচার লক্ষণের লক্ষ্য. সুতরাং তাহাতে লক্ষণ সমন্বয় করা আবশ্যক। কাজেই এখানে অতিব্যাপ্তির সম্ভব নাই। যে বিশেষণ ইতরের ব্যাবর্ত্তক বিধায় (রূপ) পরিচায়ক মাত্র হয়, তাহার নাম উপলক্ষণ বিশেষণ; যথা—অনুমিতি লক্ষণ প্রবিষ্ট তৎ-ব্যক্তি সমবেতত্ব। অনুমিতির লক্ষণকে হেতু করিয়া অনুমিতিতে তাহার ইতরের ভেদ সাধন করিতে হয়। (ইতর ভেদের অনুমিতির হেতুর নাম লক্ষণ) যথা অনুমিতি, (পক্ষ) অনুমিতির ইতর ভিন্ন, (সাধ্য) তৎ-ব্যক্তি সমবেত অনুভবত্বান্য অনুভবান্য সমবেত জাতির আশ্রয়ত্ব হেতুক। এই তৎব্যক্তি সমবেতত্ব বিশেষণ তৎ ব্যক্তি ভিন্ন অনুমিতি রূপ পক্ষে না থাকায় ভাগাসিদ্ধি হইতেছে। যে কোন পক্ষে হেতু না থাকিলেই ভাগাসিদ্ধি দোষ ঘটে। অতএব এই বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষণ নহে, ইতর ব্যাবর্ত্তক উপলক্ষণ বিশেষণ মাত্র। এই উপলক্ষণ বিশেষণ না দিলেও চলিবে না, কারণ, তাহা হইলে অনুভবত্বের অন্য অনুভবের অন্যে অসমবেত প্রত্যক্ষত্ব ও শাব্দত্ব প্রত্যক্ষ ও শাব্দবোধে থাকায় সেখানে অনুমিতির ইতরভেদ-সাধ্য না থাকায় হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে।

বিশিষ্ট বিশেষণ যথা—শব্দ পক্ষ, অনিত্যত্ব সাধ্য, বাহ্যকরণক প্রত্যক্ষত্ব বিশিষ্ট-সত্তা হেতু, এস্থলে সত্ত্ব হেতুর বিশেষণ—"বাহ্য করণক-প্রত্যক্ষত্ব" উপলক্ষণ হইলে হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে, উল্লিখিত বিশেষণ দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব এই বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষণ। (৬৫)

সব্যভিচারের যে দুইটী লক্ষণ করা হইল, ইহাতে অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার নাম গন্ধ ও নাই। কিন্তু হেত্বাভাসের লক্ষণ অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা ঘটিত, সুতরাং তাহার বিভাজক সব্যভিচারের লক্ষণ ও অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা ঘটিত হওয়া উচিত। তাই প্রতিবন্ধকতা ঘটিত লক্ষণ করা যাইতেছে। যথা, "যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি-নিশ্চয়, পক্ষে সাধ্যগ্রহেরও হেতু গ্রহের অবিরোধী এবং প্রকৃত অনুমিতির বিরোধী হয়, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই সব্যভিচার। (৬৬)

মন্তব্য।

(৬৬) প্রশ্ন। এই প্রতিবন্ধকতা ঘটিত লক্ষণ অনুসারে গগন হেতু অসাধারণ হইতে পারে না। কারণ, "অবৃত্তি গগন" ইত্যাদি নির্ণয় হেতুমত্তা জ্ঞানের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। এবং "বহ্নি ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগি জলবৎ-হ্রদ" নির্ণয়, হ্রদ- (পক্ষ) ধর্ম্মিক বহ্নি (সাধ্য) মত্তা বুদ্ধির প্রতিবন্ধক, সুতরাং তাহাতে ও এলক্ষণ সমন্বয় হইবে না।

উত্তর। এই লক্ষণানুসারে বহ্নি ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগী জলই হ্রদপক্ষ বহ্নি সাধ্য স্থলে অসাধারণ, প্রকৃত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকায় আপাততঃ বহ্নি ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগি-জলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, অতএব বলিতে হইবে—যাদৃশধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয়ত্বের ব্যাপক প্রকৃতানুমিতির অপ্রতিবন্ধকত্ব ও পক্ষ ধর্ম্মিক হেতুমত্তা নিশ্চয় কালীনত্ব এই উভয়ের অভাব হয়, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই সব্যভিচার।

"বহ্নি ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগি-জল" এই নিশ্চয়ের সহিত "জলবান্ হ্রদ" নিশ্চয় থাকিলে হ্রদ ধর্ম্মিক বহ্নির অনুমিতির অপ্রতিবন্ধকত্ব থাকে না, আর "জলবান্ হ্রদ" নিশ্চয় না থাকিলে "পক্ষধর্ম্মিক হেতুমত্তা নিশ্চয় কালীনত্ব থাকে না, সুতরাং "বহ্নিব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগি জল" নিশ্চয়ে সর্ব্বদাই উভয়াভাব আছে। (একের অভাবে উভয়াভাব থাকে) অতএব উক্ত অসাধারণে লক্ষণ সমন্বয় হইল। এখানে আরও একটি কথা বিবেচ্য এই যে, এরূপ লক্ষণ করিলে "অকর্ত্তৃকত্ব" সাধ্যক বিরুদ্ধ-কার্য্যত্ব হেতুতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি, (অকর্ত্তৃকত্বাসমানাধিকরণ কার্য্যত্ব নিশ্চয় প্রস্তাবিত অনুমিতির বিরোধী ও পক্ষধর্ম্মিক হেতুমত্তা ও সাধ্যবত্তা গ্রহের অবিরোধী হইয়াছে বলিয়াই অতি ব্যাপ্তি) অতএব

অথবা "যাদৃশ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয় প্রকৃত হেতু ধর্ম্মিক প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্তি গ্রহের বিরোধি হয়, তাদৃশ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই সব্যভিচার-"ধূমাভাবাধিকরণ বৃত্তি বহ্নি" এই সাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় হেতু ধর্ম্মিক সাধ্যের ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধী (পক্ষধর্ম্মিক সাধ্য কিংবা হেতুমত্তা বোধের বিরোধী নহে) সুতরাং সাধারণে লক্ষণ সমন্বয় হইল। সর্ব্ব-পক্ষ অনিত্যত্ব সাধ্য প্রমেয়ত্ব হেতু স্থলেও (অনুপসংহারীতে) উল্লিখিত নিয়মে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। (৬৬)

বস্তুতঃ যে কোন রূপে যে কোন ধর্ম্মিতে হেতুমত্তা নিশ্চয় কালে যাদৃশ রূপাবচ্ছিন্ন বিষয়ক নিশ্চয় থাকিলে সেইরূপে সেই ধর্ম্মিতে সাধ্যানুমিতি ও হেতুধর্ম্মিক সাধ্য ব্যাপ্যত্বানুমিতি হয় না, সেইরূপ বিশিষ্টই সব্যভিচার।

বহ্নিব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগি জলত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তাশালি নিশ্চয় কালে যে যে রূপে যে যে ধর্ম্মিতে জলবত্তা নির্ণয় থাকিবে, সেই সেই রূপে সেই সেই ধর্ম্মিতে সাধ্যের অনুমিতি হইবে না; কারণ—(সেই) সকল ধর্ম্মিতেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। অতএব বহ্নি ব্যাপকীভূতাভাবের প্রতিযোগী জল-রূপ অসাধারণে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

ধূমাভাববৎ বৃত্তি বহ্নিও অনিত্যত্বাভাববৎ বৃত্তি-প্রমেয়ত্ব (অনুপসংহারী) নিশ্চয় থাকিলে বহ্নি ধর্ম্মিক ধূমের ও প্রমেয়ত্ব ধর্ম্মিক অনিত্যত্বের ব্যাপ্তির অনুমিতি হয় না, অতএব সাধারণ ও অনুপসংহারীতে লক্ষণ সমন্বয়ের কোন বাধা নাই।

মন্তব্য।

এই অতি ব্যাপ্তি নিরাকরণ কল্পে পূর্ব্বোক্ত নিশ্চয়ে "প্রকৃত হেতু ধর্ম্মিক প্রকৃত সাধ্য সামানাধিকরণ্য গ্রহের অবিরোধিত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। (৬৫)

---

(৬৬) এই লক্ষণে বিশিষ্ট সাধ্য গ্রহের ও বিশিষ্ট সাধন গ্রহের অবিরোধিত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। অন্যথা কাঞ্চনময়-বহ্নি সাধ্য, কিংবা হেতু হইলে কাঞ্চনময়াত্বাভাববৎ-বহ্নিতে অতি ব্যাপ্তি হইবে। এবং দ্রব্যত্ব সাধ্য দ্রব্যত্বাব্যভিচারি-জাতি হেতু স্থলে, দ্রব্যত্বাভাববৎ-বৃত্তি জাতি-ব্যভিচার নহে হেত্বসিদ্ধির অন্তর্গত। অতএব জাতি ধর্ম্মিক দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্ব প্রকারক-নির্ণয়ে বিশিষ্ট সাধন গ্রহের বিরোধিত্ব থাকিলেও কোন ক্ষতি হইল না। (৬৬)

অথবা সাধ্যাধিকরণ এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ মাত্র বৃত্তি ভিন্ন যে পদার্থ (হেতু) তাহার নাম সব্যভিচার। এই লক্ষণ করার ফলে গগনাদি-অসাধারণ হেতুতে সাধ্য ও তদভাবের উপস্থাপক বিধায় দূষকত্ব বাদীদের মতেও কোন দোষ থাকিবে না।

প্রশ্ন। যেমন সাধ্য ও তদভাবের উপস্থাপকত্ব রূপে সাধারণ, অসাধারণ, ও অনুপসংহারীর ঐক্য সংস্থাপন ক্রমে বিভাগ করা হইয়াছে, সেইরূপ সাধ্যাভাবের জ্ঞাপকত্বরূপে বাধও সৎপ্রতি পক্ষের ঐক্য সংস্থাপন করিয়া বিভাগ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে হেত্বাভাস চারিপ্রকার হইয়া পড়িবে।

উত্তর। হেত্বাভাসের এই বিভাগ সাধারণ মানুষের কল্পনা প্রসূত নহে, এই বিভাগ স্বাধীন চেতা মহর্ষি গোতমের। যাহাদের ইচ্ছা অন্যের ইচ্ছার অধীন নহে; (যাহাদের আবিষ্কৃত মন্ত্র অদ্যাপি প্রাণ নাশক বিষাদির উপশমে সমর্থ হইতেছে।) তাহাদের নিয়োগে কোন প্রকার পর্য্যনুযোগ খাটেনা। অন্যথা ভগবান্ মানুষকে ত্রিনয়ন করিলেন না কেন? গাছের পাতা সাদা করিলেন না কেন ইত্যাদি প্রশ্নও হইতে পারে। (৬৯)

মন্তব্য।

(৬৮) বাধ বা সৎপ্রতি পক্ষ (বহ্ন্যভাববান্ হ্রদ, অথবা বহ্ন্যভাবব্যাপ্যবান্ হ্রদ ইত্যাদি) নিশ্চয় থাকা কালে ধূমবতী নদী, ধূমবান্-পর্ব্বত ইত্যাদি নিশ্চয় থাকিলে, "বহ্নিমতী নদী, বহ্নিমান্-পর্ব্বত" ইত্যাদি অনুমিতি হইতে পারে; অতএব বাধাদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না।

প্রশ্ন। সর্ব্ব পক্ষ আকাশ সাধ্য প্রমেয়ত্ব হেতু স্থলে "আকাশাভাববৎ সর্ব্ব" (বাধ) নিশ্চয় থাকিলে যে কোন ধর্ম্মিক "আকাশানুমিতি" হইবে না। অতএব কথিত বাধে অতিব্যাপ্তি।

উত্তর। এই অতিব্যাপ্তি বারণ কল্পে হেতু ধর্ম্মিক সাধ্য সামানাধিকরণ্য গ্রহের অবিরোধিত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। বলা বাহুল্য "আকাশাভাববৎ সর্ব্ব" নিশ্চয় থাকিলে "আকাশাধিকরণ বৃত্তি প্রমেয়ত্ব" জ্ঞান হইবে না। অথবা সাধ্যানুমিতি সামান্যের অবিরোধিত্ব বিশেষণ দিলেও এই অতিব্যাপ্তি থাকিবে না। "আকাশাভাববৎ সর্ব্ব" নিশ্চয় সত্ত্বে কুত্রাপি আকাশানুমিতি হয় না। (৬৮)

৫। সাধারণ।

বিপক্ষ বৃত্তির নাম সাধারণ, সপক্ষবৃত্তিত্বাংশে দূষকতা নাই, সুতরাং সে অংশ উপাদেয় নহে। অকর্তৃকত্ব সাধ্যের বিরুদ্ধ কার্য্যত্ব হেতুতে বিরোধ জ্ঞান না থাকা ও বিপক্ষ বৃত্তিত্ব জ্ঞান থাকা কালে কার্য্যত্ব হেতু সাধারণ। (৭০)

মন্তব্য।

(৬৯) প্রশ্ন। সব্যভিচারের যে কয়টি লক্ষণ করা হইল। তাহার একটির জ্ঞান ও অনুমিতির প্রতিবন্ধক নহে। হেতুতে সাধ্যাধিকরণ মাত্র বৃত্তি ভিন্নত্ব জ্ঞান কথঞ্চিৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইলে ও উদ্ভাবনীয় নহে। কারণ, অবশ্য উদ্ভাবনীয় সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তিত্বাদি দ্বারাই বিপক্ষের মত নিরাস প্রভৃতি হেত্বাভাসের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অতএব সংশয়ের জনকতা ঘটিত লক্ষণই হউক, আর ব্যাপ্তি গ্রহের প্রতিবন্ধকতা ঘটিত লক্ষণই হউক ইহাদের একটিও হেত্বাভাসের বিভাজক হইতে পারে না।

উত্তর। যেরূপাবচ্ছিন্ন বিষয়ক নিশ্চয় অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপই যে বিভাজক হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সাধারণাদি প্রত্যেকের জ্ঞানই অনুমিতির প্রতিবন্ধক, ত্রিতয় সাধারণ রূপে (সাধারণ, অসাধারণ, অনুপসংহারী বৃত্তি অনুগত রূপে) স্বতন্ত্র কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। সুতরাং অনুমিতির প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক ত্রিতয় সাধাবণরূপে বিভাগ করা অসম্ভব। (৭০)

---

(৭০) যদিও সপক্ষ-বিপক্ষ বৃত্তি হেতুই সাধারণত্ব রূপে ব্যবহৃত হউক, তথাপি সপক্ষ বৃত্তিতাংশে দূষকতা না থাকায় লক্ষণে সেই অংশ গ্রহণ করা হয় নাই। অতএবই অকর্তৃত্বের বিরুদ্ধ কার্য্যত্ব হেতু, সর্ব্ব পক্ষ অনিত্যত্ব সাধ্য প্রমেয়ত্ব হেতু, (অনুপসংহারী) পৃথিবী পক্ষ নিত্যত্ব সাধ্য গন্ধ হেতু (অসাধারণ) ও শব্দ পক্ষ নিত্যত্ব সাধ্য শব্দত্ব হেতু (অসাধারণ) সাধারণ লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু কথিত কার্য্যত্ব হেতুতে বিরুদ্ধত্ব জ্ঞান সত্বে ও অন্যান্য হেতুতে পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞান সত্বে (যে হেতুতে সন্দিগ্ধ সাধ্যবৎ পক্ষ বৃত্তিত্ব জ্ঞান থাকে তাহা সাধারণত্ব রূপে উদ্ভাবনীয় হয় না) সাধারণ লক্ষণের লক্ষ্য হইবে না। সাধারণ, হেতু ধর্ম্মিক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিরোধী হওয়ায় হেত্বাভাস লক্ষণা ক্রান্ত হইয়াছে। (৭০)

৬। অসাধারণ।

সকল সপক্ষও বিপক্ষে অবৃত্তি হেতুর নাম অসাধারণ। অথবা সর্ব্ব সপক্ষে অবৃত্তিই অসাধারণ বিপক্ষাবৃত্তিত্বাংশের উপাদান করিলে ব্যর্থ বিশেষণ দোষ ঘটে। পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ হেতুতে বিরোধ জ্ঞান না থাকা কালে সর্ব্ব সপক্ষা বৃত্তিত্ব রূপ অসাধারণত্ব অঙ্গীকার্য্য। হেতুতে সর্ব্ব সপক্ষাবৃত্তিত্বের নিশ্চয় হেতু ধর্ম্মিক-সাধ্যাধিকরণ বৃত্তিত্ব (সপক্ষ বৃত্তিত্ব) রূপ সাধ্য সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিরোধী হওয়ায় হেত্বাভাস হইয়াছে।

৭। অনুপসংহারী।

যেখানে ব্যাপ্তিগ্রহের অনুকূল উপসংহার প্রদর্শনের যোগ্যতা থাকে না তত্রত্য অসৎ (ব্যভিচারী) হেতুর নাম অনুপসংহারী। সর্ব্ব-পক্ষ অনিত্যত্ব সাধ্যক প্রমেয়ত্ব হেতু অনুপসংহারী। এখানে সর্ব্বত্রই সাধ্যের সন্দেহ আছে, সুতরাং "যেখানে যেখানে হেতু (কার্য্যত্ব) আছে সেখানে সাধ্য (সকর্ত্তৃকত্ব) আছে যথা গৃহ" এইরূপ উপসংহারের সম্ভব নাই। অনিত্যত্বাভাববৎ বৃত্তি প্রমেয়ত্বনিশ্চয় (ব্যভিচার নিশ্চয়) অনিত্যত্বাভাবাধিকরণে অবৃত্তি প্রমেয়ত্ব নিশ্চয়ের (ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের) প্রতিবন্ধক হওয়ায় অনুপসংহারী হেত্বাভাস হইয়াছে।

৮। বিরুদ্ধ।

সাধ্যব্যাপক-অভাবের প্রতিযোগী (হেতু) বিরুদ্ধ। অথবা বৃত্তিমৎস্থ সাধ্যবদ বৃত্তিত্বের নাম বিরোধ, বিরোধ বিশিষ্ট হেতু বিরুদ্ধ। গগনাদিহেতুতে সাধ্যবদ বৃত্তিত্ব থাকায়, অতিব্যাপ্তি হয়, অতএব 'বৃত্তিমৎস্থ' বলা হইয়াছে। "গোত্বা-ধিকরণাবৃত্তি অশ্বত্ব নিশ্চয়" "গোত্বাধিকরণ বৃত্তি অশ্বত্ব নিশ্চয়ের (ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের) প্রতিবন্ধক হওয়ায় বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইয়াছে।

৯। সৎপ্রতিপক্ষ।

সাধ্যের বিরোধীর উপস্থাপন সমর্থ যে সমানবল উপস্থিতি তাহা দ্বারা প্রতিরুদ্ধ কার্য্যক (প্রতিরুদ্ধ কার্য্য যাহার) লিঙ্গের নাম সৎপ্রতিপক্ষ।

ক্ষিতিপক্ষ, সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্য, কার্য্যত্ব হেতু স্থলে "কর্ত্তৃজন্যত্ব ব্যাপ্য-কার্য্যত্ববতী ক্ষিতি" এইরূপ পরামর্শ কালে যদি "কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবব্যাপ্য-শরীরাজন্যত্ববতী

ক্ষিতি" পরামর্শ হয়, তবে কর্ত্তৃজন্যত্বের বিরোধী কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবের উপস্থাপক "কর্ত্তৃজন্যত্ব ব্যাপ্য-কার্য্যত্ববতী ক্ষিতি" পরামর্শের তুল্য বল "কর্ত্তৃজন্যত্বাভাব-ব্যাপ্য শরীরাজন্যত্ববতী ক্ষিতি" পরামর্শ থাকায় "কর্ত্তৃজন্যত্বব্যাপ্য-কার্য্যত্ববতী ক্ষিতি" পরামর্শের কার্য্য হয় না, এবং ঐ পরামর্শের প্রতিকূলতায় "কর্ত্তৃজন্যত্বা-ভাব ব্যাপ্য শরীরাজন্যত্ববতী ক্ষিতি" পরামর্শের কার্য্যের ও প্রতিরোধ ঘটে। উল্লিখিত উভয় পরামর্শই পরস্পরের কার্য্যের পরিপন্থী হইয়াছে, সুতরাং কার্য্যত্বও শরীরাজন্যত্ব উভয় হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ। (৭১)

মন্তব্য।

(৭১) এখানে 'বল' শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতা, উভয় হেতু ধর্ম্মিক উপস্থিতির প্রকার ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতা হইয়াছে, সুতরাং উভয় হেতুই তুল্য বল হইয়াছে।

সৎপ্রতি পক্ষ স্থলে উভয় হেতুতেই দুষ্টত্ব ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু ব্যভিচারা-দির যথার্থ নির্ণয় দ্বারা অসৎ হেতুতে ব্যাপ্তি বা পক্ষধর্ম্মতার অভাব নির্ণয় হইয়া গেলে, সৎ-হেতুর পরামর্শের তুল্যবল বিরোধী উপস্থিতি না থাকায়, তাহার কার্য্যের প্রতিরোধ ঘটে না। সুতরাং তখন সৎ-হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষ ব্যবহার হইবে না, ব্যবহার হইবে অসৎ হেতুতে। কারণ, ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতাবিশিষ্ট সৎ-হেতুর উপস্থিতি দ্বারা তাহার কার্য্য প্রতিরোধ ঘটিয়াছে,। যথা, বহ্নিসাধ্য ধূমহেতু হলে "বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত" এই পরামর্শের কার্য্যের "বহ্ন্যভাব-ব্যাপ্য বৃক্ষবান্ পর্ব্বত" পরামর্শ দ্বারা প্রতিরোধ ঘটিলে "ধূম" হেতুতে ও সৎপ্রতিপক্ষ ব্যবহার হইবে। কিন্তু বৃক্ষহেতুতে বহ্ন্যভাবের অভাববৎ বৃত্তিত্বরূপ বহ্ন্যভাবের ব্যভিচার নির্ণয় হইলে "বহ্ন্যভাবব্যাপ্য" বৃক্ষের উপস্থিতিতে সমান বলত্ব না থাকায় "বহ্নিব্যাপ্য ধূমোপস্থিতির কার্য্য প্রতিরোধ হইবে না। সুতরাং তদানীং ধূম-হেতু সৎপ্রতিপক্ষ হইবে না, সৎপ্রতিপক্ষ হইবে বৃক্ষ। কারণ, বহ্নিব্যাপ্য ধূমের উপস্থিতি নিবন্ধন বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-বৃক্ষের উপস্থিতির কার্য্য প্রতিরোধ হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত শরীরাজন্যত্ব হেতুতে কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবের ব্যাপ্তি না থাকায়ই ক্ষিত্যা-দিতে সকর্ত্তৃকত্বানুমিতির ব্যাঘাত ঘটিবেনা, ইহা ঈশ্বরানুমান প্রকরণে বিবেচ্য।

মন্তব্য

কেহ কেহ বলেন,—"বিরোধি ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতারূপে পরামৃশ্যমান-হেতু, অথবা বিরোধী পরামর্শ" আছে "যে পরামৃশ্যমান হেতুর" এই সমাখ্যানুসারে "সৎপ্রতিপক্ষ" পদ সাধিত হইয়াছে। অতএব বিরোধী পরামর্শ কালীন পরামৃশ্যমান হেতুতেই সৎপ্রতিপক্ষ ব্যবহার হয়। এই ব্যবহার অনুসারেই এই লক্ষণ।

এখন লক্ষণের পরিষ্কার করা যাইতেছে। ধূম পক্ষ, বহ্নিব্যাপ্তি বিশিষ্ট পর্ব্বত বৃত্তিত্বাভাব-সাধ্য স্থলে "বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পর্ব্বত বৃত্তিত্ববৎ ধূম" রূপ বাধে, ও বহ্নি ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পর্ব্বত বৃত্তিত্বাভাববৎ ধূম-পক্ষক গুণাদি সাধ্যক স্থলে কথিত আশ্রয়া সিদ্ধিতে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই "সাধ্য বিরোধীর উপ-স্থাপন সমর্থ" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। কথিত বাধাদি নির্ণয় ব্যাপ্তি পক্ষ ধর্ম্মতাবত্ত্বরূপ বলোপস্থিতি হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারা কার্য্য প্রতিরোধও ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু সাধ্যের বিরোধীর (বহ্নি ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পর্ব্বত বৃত্তিত্বাভাব সাধ্যের বিরোধী "বহ্নি ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পর্ব্বত বৃত্তিত্বের) উপস্থিতির জনন যোগ্য হয় নাই। এই বাধ নিশ্চয় দ্বারা বহ্নির অনুমিতি হয় বটে, কিন্তু এই অনুমিতি সাধ্য বিরোধী (পক্ষ ধর্ম্মিক সাধ্য বত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক) নহে।

অথবা সাধ্য বিরোধী সাধ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয় বাধ, তাহার উপস্থিতির জনন যোগ্য যে বলোপস্থিতি, (হ্রদ পক্ষ বহ্নি সাধ্য স্থলে বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য জলবৎ হ্রদোপস্থিতি) তাহা দ্বারা যাহার কার্য্য প্রতিরোধ হয়, তাহার নাম সৎপ্রতিপক্ষ। বিরুদ্ধ উভয় হেতুর পরামর্শ কালে একটির ও কার্য্য হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং কার্য্য প্রতিরোধের কথাটা না বলিলেও চলে, এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে এক পরামর্শে অপ্রামাণ্য জ্ঞানকালেও অন্যত্র সৎপ্রতিপক্ষ ব্যবহার হইতে পারে। বলা আবশ্যক যে—এক পরামর্শে অপ্রামাণ্য জ্ঞান থাকিলে পরামর্শাদ্বয়ের কার্য্য প্রতিরোধ হয় না। ফল কথা, বিরোধী পরামর্শ প্রতিরুদ্ধ কার্য্যক বিশিষ্ট পরামর্শ বিষয় হেতুই সৎপ্রতিপক্ষ।

যাহারা অপ্রামাণ্য জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট পরামর্শে অনুমিতির জনন যোগ্যতা স্বীকার করেন, অপ্রামাণ্য জ্ঞানের স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করেন না,

অথবা ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতারূপে জ্ঞানমান হইয়া যে ধর্ম্মি (হেতু) কার্য্য প্রতিরোধ করে, অথচ স্বয়ং স্বকার্য্যের জনক হয় না, (বিরোধী পরামর্শের প্রতিকূলতা দ্বারা) তাহার নাম সৎপ্রতিপক্ষ।

এখন দেখা যাউক—সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতা কোন রূপে। কেহ কেহ বলেন,—সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে স্থাপনা হেতুতে (বাদি প্রযুক্ত হেতুতে) যে ব্যাপ্তি-পক্ষ ধর্ম্মতা আছে তাহা উভয় বাদি সিদ্ধ। কারণ, প্রতি স্থাপনা বাদী (প্রতি-বাদী) বাদি প্রযুক্ত হেতুতে ব্যাপ্তি-পক্ষ ধর্ম্মতার অভাবের অবতারণা না করিয়া হেত্বন্তরের উপন্যাস করায় বুঝা যাইতেছে যে—বাদি প্রযুক্ত হেতুতে ব্যপ্তি-পক্ষ ধর্ম্মতা তাহার অঙ্গীকৃত। অন্যথা বাদিবাক্যের দোষানুসন্ধিৎসু-প্রতিবাদী বাদিপ্রযুক্ত হেতুর দোষোপন্যাস না করিয়া হেত্বন্তরের উপন্যাস করিতেন না! আর—প্রতিবাদীর উপন্যস্ত হেতুধর্ম্মিক ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতা প্রতিবাদীর অঙ্গীকৃত হইলেও বাদী তাহা স্বীকার করেন নাই। কারণ, প্রতিবাদীর বাক্যের পরে বাদী (প্রতিবাদীর বাক্যের দোষ ভিন্ন) কোন কথাই বলেন নাই। সুতরাং তাহার দোষাভিধানের অবকাশ আছে। অতএব বাদিপ্রযুক্ত-বলবৎ হেতু দ্বারা প্রতিবাদি প্রযুক্ত দুর্ব্বল হেতু বাধিত হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—যথা "কর্তৃজন্যত্ব ব্যাপ্য-কার্য্যত্ববতী-ক্ষিতি" এই বাদীর বাক্যশ্রবণের পরে প্রতিবাদী কার্য্যত্ব হেতুতে ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতার অভাবের উপন্যাস না করিয়া "কর্তৃজন্যত্বাভাব ব্যাপ্য শরীর জন্যত্বাভাববতী ক্ষিতি" এই-রূপ হেতু প্রয়োগ করায় বাদীপ্রযুক্ত হেতুর ব্যাপ্তি পক্ষ ধর্ম্মতা প্রতিবাদীর ও অঙ্গীকৃত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। তাহা না হইলে ব্যাপ্তি বা পক্ষ ধর্ম্মতার অভাবেরই উপন্যাস করিতেন।

অতএব বাদি প্রতিবাদি স্থলে সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতা নাই, দূষকতা আছে স্বার্থানুমানে। (যেখানে একাকী বসিয়া অনুমিতি করা হয়, সেখানে) যেহেতু-স্বার্থানুমানে অঙ্গীকারের সম্ভব নাই।

মন্তব্য।

তাহাদের মতে—"বাধের উপস্থিতির সমর্থ পরামর্শ কালীন সাধ্য সিদ্ধির সমর্থ পরামর্শের বিষয় হেতুই" সৎ প্রতিপক্ষ। (৭১)

এই মত সমীচীন নহে। কারণ—অবিরল ক্রমেই হউক, আর ক্ষণ বিলম্বেই হউক, যেখানে সাধ্যব্যাপ্য হেতুধর্ম্মিক, ও সাধ্যাভাবব্যাপ্য হেতুধর্ম্মিক পক্ষ বৃত্তিত্ব জ্ঞান হইবে, সেখানেই উভয়ের কার্য্য প্রতিরোধ ঘটিবে। সুতরাং উভয়ই দুষ্ট। (সৎপ্রতিপক্ষ) ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতার অভাব যেমন হেতুকে দুর্ব্বল করে (দুষ্ট করে) সেইরূপ স্ব-সাধ্যের বিরোধীর (অভাবের) ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান ও তাহাকেই দুষ্ট (দুর্ব্বল) করে। ইহা অস্বীকার করিলে স্বার্থানুমান স্থলেও "কর্ত্তৃজন্যত্ব ব্যাপ্য কার্য্যত্ববতী-ক্ষিতি" জ্ঞানের পরে "কর্ত্তৃজন্যত্বাভাব ব্যাপ্য শরীর জন্যত্বাভাববতী ক্ষিতি" জ্ঞান হইলেও তৎপরে ক্ষিতিতে কর্ত্তৃজন্যত্বের অনুমিতি হইয়া যাইতেপারে। কারণ, এই মতে কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবের ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় কর্ত্তৃজন্যত্ব ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয়ের কার্য্য প্রতিরোধক নহে। এই অনুমিতি হইলে কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবের অনুমিতি হইবে না। (এই অনুমিতিই তাহার বাধ নিশ্চয়) (৭২)

অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—এক ধর্ম্মিতে বিরোধি-সাধ্য ও তদভাবের ব্যাপ্য থাকা অসম্ভব, (অগ্নির ব্যাপ্য ধূম যেখানে থাকে সেখানে অগ্নির অভাবের ব্যাপ্য জল থাকে না, ও তত্রত্য আলোকাদি পদার্থান্তরে অগ্নির অভাবের ব্যাপ্তি নাই) সুতরাং সৎপ্রতি পক্ষ স্থলে এক হেতুতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতার অন্যতরের অভাব অবশ্যম্ভাবী। অতএব সৎপ্রতি পক্ষের স্বতন্ত্র দূষকা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ—"সৎপ্রতিপক্ষ স্থলীয় হেতুদ্বয় পরস্পরের পরিপন্থী" এই জ্ঞানের পরে একতর হেতুতে ব্যাপ্তি-পক্ষ ধর্ম্মতা অন্যতরের ভঙ্গজ্ঞান হয়, সুতরাং ব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতাভঙ্গের উপজীব্যরূপে সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। (৭৩)

মন্তব্য।

(৭২) ফল কথা—তদ্বত্ত্ব বুদ্ধির প্রতি তদভাব প্রকারক নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতার ন্যায় তদভাব ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয়ের প্রতিবন্ধকতা ও অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং হ্রদে ধূম সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে যেমন ধূমাভাববৎ-হ্রদ (বাধ) নিশ্চয়, প্রস্তাবিত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া বাধাদি হেত্বাভাস, সেইরূপ ধূমাভাব ব্যাপ্য জলবৎ-হ্রদ নিশ্চয়, হ্রদে ধূমানুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়াই ধূমাভাব ব্যাপ্য জলবৎ হ্রদ, সৎ প্রতিপক্ষ হেত্বাভাস, ইহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। (৭২)

অতএব বলিতে হইবে, সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতার অভাব দূষকতা বীজ নহে, দূষকতা বীজ হইয়াছে,—তুল্যবল সামগ্রীর প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন নিশ্চয়ের অজনকত্ব। কারণ, সৎ-হেতুতেও তৎকালে সৎপ্রতিপক্ষ ব্যবহার হইয়া থাকে। অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে, সৎপ্রতিপক্ষ জ্ঞানের পরে এক হেতুতে ব্যাপ্তি-পক্ষ ধর্ম্মতা অন্যতরের ভঙ্গের অনুমিতি হয়, (পরস্পর বিরুদ্ধ সাধ্য ও তদভাবের ব্যাপ্যত্ব এবং এক ধর্ম্মি বৃত্তিত্বরূপে জ্ঞায়মান হেতুদ্বয়ের একটি ব্যাপ্তিও পক্ষধর্ম্মতা অন্যতরের অভাবের আশ্রয়, যেহেতু—একত্র পরস্পর বিরুদ্ধ সাধ্য ও তদভাব উভয়ের গ্রাহক হইয়াছে) এই অনুমিতির দ্বারা সৎপ্রতিপক্ষ দোষাবহ। সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষ স্থলেও সৎহেতুর কার্য্য হইবে। (৭৪)

মন্তব্য।

(৭৩) প্রশ্ন। যেমন বিরুদ্ধ সাধ্য ও তদভাবের জ্ঞান একত্র নির্ণয়াত্মক হয় না, সংশয় হইয়া যায়, সেইরূপ সাধ্য ও তদভাবের ব্যাপ্যত্বে অবধারিত হেতু-দ্বয়ের একত্র নির্ণয় হয় না, সংশয় হইয়া পড়ে। এবং একপক্ষ বৃত্তিত্বরূপে জ্ঞায়মান হেতুদ্বয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ সাধ্য ও তদভাবের ব্যাপ্তি নির্ণয় হয় না; একত্র ব্যাপ্তির সংশয় হইয়া পড়ে। সুতরাং সৎপ্রতি পক্ষের দূষকতার সম্ভব নাই।

উত্তর। এক ধর্ম্মিতে পরস্পর বিরুদ্ধ সাধ্য ও তদভাবের ব্যাপ্য হেতুদ্বয়ের নিশ্চয় হওয়ার পরে এক হেতুতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা অন্যতরের সংশয় হয়। সুতরাং ঐ সংশয়ের উপজীব্য (কারণ) রূপে সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতা স্বীকার করিতে হইবে। (৭৩)

---

(৭৪) ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতা বিশিষ্ট হেতুর কার্য্যও যদি প্রতিবাদীর ব্যাপ্তি-পক্ষধর্ম্মতারহিত হেতুর প্রয়োগ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তবে পরার্থানুমান মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কারণ, সর্ব্বত্রই এরূপ হেতু প্রয়োগের সম্ভব আছে। কেহ কেহ বলেন, "যেখানে বিরোধি হেতুদ্বয়ের উপন্যাস করা হয় সেখানে সংশয় হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ স্থলে অসাধারণই দোষ" ইহাও সমীচীন নহে। কারণ, উভত্ব রূপে উভয়ে সংশায়কতা থাকিলেও প্রত্যেকে নাই; কিন্তু সৎপ্রতিপক্ষত্ব প্রত্যেকেই আছে। (৭৪)

রত্নকোষকারের মতে সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে উভয় হেতুই নিজ নিজ সাধ্যের অনুমাপক হয়, সুতরাং মিলিত উভয় পরামর্শ সংশয়াকার অনুমিতি উৎপাদন করে। যে হেতু-বিরুদ্ধ উভয়ের সামগ্রীই সংশয়ের জনক হইয়া থাকে। অতএব সংশয় দ্বারাই সৎপ্রতিপক্ষের দূষকতা।

প্রশ্ন। হ্রদধর্ম্মিক অনলবত্তাবুদ্ধির প্রতি অনলভাব প্রকারক নিশ্চয়ের ন্যায় অনলভাবব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয়ও প্রতিবন্ধক হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ; অতএব সংশয়াকার অনুমিতি হওয়া অসম্ভব।

উত্তর। বাধ নিশ্চয় অধিক বল বলিয়াই প্রতিবন্ধক, আর সৎপ্রতিপক্ষ (তদভাব ব্যাপ্য নিশ্চয়) তুল্য বল, (তদ্ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয় সমকালীন) তাই সংশায়ক। বাধস্থলে যেমন সাধ্যাভাব নিশ্চয় প্রতিবন্ধক, কিন্তু নিশ্চয়ের কারণ চক্ষুরাদি নহে, সেইরূপ সাধ্যাভাবের জ্ঞানের কারণ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা (সৎপ্রতিপক্ষ) নিশ্চয় প্রতিবন্ধক হয় না।

প্রশ্ন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে সাধ্যের ব্যাপ্যবত্তা নিশ্চয় সাধ্যের নির্ণায়ক, আর সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় সাধ্যাভাবের নির্ণয়ের জনক, ইহাদের একটিও সংশায়ক নহে। সুতরাং এই উভয় পরামর্শ দ্বারা সাধ্যের সংশয় হইবে কেন ?

উত্তর। প্রত্যেক পরামর্শ দ্বারা উৎপন্ন সাধ্যও সাধ্যাভাবের জ্ঞান ফলতঃ সংশয় হইয়া দাড়ায়। উভয় কারণে সংশায়কত্ব না থাকিলে যে সংশয় হইবে না তাহার প্রতি কোন যুক্তি নাই। (৭৫)

মন্তব্য।

(৭৫) রত্নকোষকারের অভিপ্রায় এই যে—যেমন গৃহধর্ম্মিক গো, অশ্ব,ও মহিষের নিশ্চয়ের স্বতন্ত্র কোন কারণ না থাকিলে ও গবাদি প্রত্যেকের নির্ণয়ের কারণ সম্বলন দ্বারা গো অশ্ব ও মহিষ প্রকারক গৃহ বিশেষ্যক একটা নিশ্চয় হইয়া যায়, সেইরূপ এক ধর্ম্মিক বিরুদ্ধ-গোত্বও গোত্বাভাব প্রকারক জ্ঞানত্বরূপ সংশয়ত্ব কাহারও জন্যতাবচ্ছেদক না হইলে ও তুল্যবল গোত্ব ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় ও গোত্বাভাব ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় দ্বারা উৎপন্ন এক ধর্ম্মিক-গোত্ব-গোত্বাভাব প্রকারক জ্ঞান ফলে সংশয় হইয়া পড়িয়াছে। অতএবই "এই বনে

মন্তব্য।

বাঘ আছে" "এই বনে বাঘ নাই" এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধ বাক্যদ্বারা "এই বনে বাঘ আছে কিনা" ? সংশয় হইয়া থাকে।

এথানের ন্যূন-অধিক ও সম-বল ফলদ্বারা কল্পনীয়। অতএবই পীতত্বও শুক্লত্বের স্মরণ থাকা কালে শঙ্খ নিকটবর্ত্তী হইলে পিত্তাদি দোষের সমবধান কালে পীতত্বের, দোষের অসমবধান কালে শুক্লত্বের, এবং বিশেষ দর্শন না থাকিলে স্মৃতি বিষয়তাপন্ন পীতত্ব শুক্লত্ব উভয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই নিয়মে কোটিদ্বয়ের স্মরণ বলে স্মরণাত্মক সংশয় ও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা দ্বারা সংস্কার হয় না। অতএবই জ্ঞানত্ব অপেক্ষা গুরু ধর্ম্ম নিশ্চয়ত্ব সংস্কারের জনকতার অবচ্ছেদক রূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

প্রশ্ন। যেমন সাধ্যাভাবের সহানবস্থায়িত্ব নিবন্ধন সাধ্যে তদ্বিরোধিত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যেও সাধ্যের বিরোধিত্ব অঙ্গী-কার্য্য বটে, অতএব সাধ্যাভাবব্যাপ্য বত্তা নির্ণয় সত্ত্বে সাধ্যবত্তা ঘটিত সাধ্য সংশয় হওয়া অসম্ভব।

উত্তর। বিরোধি পদার্থ মাত্রের নিশ্চয় প্রতিবন্ধক নহে, তাহা হইলে ভ্রমানুমিতি (ধূলী পটল দর্শন মূলক বহ্নি শূন্য চত্বরে বহ্ন্যনুমিতি) অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আর বিরোধিত্ব (একত্র অনবস্থায়িত্ব) রূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিলে "জলে জলাভাবের বিরোধিত্ব জ্ঞান না থাকা কালে" জলাভাব নির্ণয়ে জলবত্তা বুদ্ধির সর্ব্বানুভব সিদ্ধ প্রতিবন্ধকতার ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা হইলে— "গৃহে জল নাই" নির্ণয় সত্ত্বেও "গৃহে জল আছে" জ্ঞান হইতে পারে। অত-এব অনিচ্ছায় ও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে—তদ্বত্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাব প্রকারক নির্ণয় প্রতিবন্ধক, ইহাতে বিরোধিত্ব জ্ঞানের কোন উপযোগিতা নাই।

প্রশ্ন। স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্য-করাদি নির্ণয় থাকিলে স্থাণুত্বের জ্ঞান হয় না। অতএব তদ্বত্তাবুদ্ধির প্রতি তদভাব ব্যাপ্য প্রকারক নির্ণয়ের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে, এঅবস্থায় সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে সংশয়াকার অনুমিতির অবসর কোথায় ?

রত্নকোষ কারের এই মত সুসঙ্গত বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। কারণ—যেমন সাধ্যও সাধ্যাভাব পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া একত্র একের নির্ণয় অপরের জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তাতেও সাধ্যের বিরোধিত্ব থাকায় সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় সাধ্যবত্তা বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়। যে হেতু—বিরোধিধর্ম্মবত্তা নির্ণয়ই প্রতিবন্ধক, ইহা অনুভব সিদ্ধ।

প্রশ্ন। এরূপ প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিলে, শঙ্খে পীতত্বাভাব ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় কালে পিত্ত রোগাক্রান্ত পুরুষের ও শঙ্খে পীতত্ব প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িবে। এবং শুক্লত্বাভাবব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় কালেও পিত্ত দোষ বর্জ্জিত পুরুষের সমীপবর্ত্তি-শঙ্খের শুক্লত্ব চাক্ষুষ হওয়া অসম্ভব হইবে।

উত্তর। লৌকিক সন্নিকর্ষাজন্য পিত্তাদি দোষাজন্য তদ্ধর্ম্মিক তদ্‌বত্তা বুদ্ধির প্রতি তদভাবব্যাপ্য প্রকারক নিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিতে হইবে। বাধ নির্ণয়ের প্রতিবধ্য দলেও লৌকিক সন্নিকর্ষাজন্যত্ব এবং দোষবিশেষাজন্যত্ব বিশেষণ আছে। অন্যথা শঙ্খে আনুমানিক পীতত্বাভাব নিশ্চয়কালে পিত্তদুষ্ট নয়ন শঙ্খে পীতত্ব প্রত্যেক্ষের উপধায়ক হইত না, ও তাদৃশ শুক্লত্বাভাব নিশ্চয় কালে অদুষ্টনয়ন-সমীপবর্ত্তি পুরুষ ও শঙ্খের শুক্লত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না। পিত্ত দোষ উপলক্ষণ মাত্র, অন্যান্য দোষ স্থলেও এই রীতি অনুসরণীয়।

মন্তব্য।

উত্তর। শঙ্খে পীতত্বাভাব ব্যাপ্য শঙ্খত্বের নির্ণয় থাকিলেও পিত্ত রোগাক্রান্ত পুরুষ শঙ্খ পীত বর্ণই দেখেন। আর চক্ষু পিত্ত-ব্যাধি প্রপীড়িত না হইলে পীতত্বের অথবা শুক্লত্বাভাবের ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয় সত্ত্বেও শঙ্খে পীতত্বাভাবের ও শুক্লত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব তদ্বত্তাবুদ্ধির প্রতি তদভাবব্যাপ্যবত্তা নির্ণয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা যায় না। যেস্থলে সুদূরাবস্থিত স্থাণুর সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ থাকিলেও (শাখাতে করত্ব ভ্রম থাকায়) স্থাণুত্বাভাব ব্যাপ্য করাদি মত্ত্ব নির্ণয় নিবন্ধন স্থাণুত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, সেখানে স্থাণুত্ব বুদ্ধির প্রতি স্থাণুত্বাভাব ব্যাপ্যবত্তা নির্ণয়ের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষস্থলে কথিত প্রতিবন্ধকতা কল্পনা না করিলেই সংশয়াকার অনুমিতির অনুপপত্তি থাকিবে না। (৭৫)

এইরূপ প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব কল্পনার ফলে, দূরস্থ স্থাণুতে চক্ষুরাদি সন্নিকর্ষ কালে স্থাণুত্বাভাব ব্যাপ্যকরাদি ভ্রমসত্ত্বে উপনীত স্থাণুত্ব প্রত্যক্ষের আপত্তি ও রহিল না। কারণ, উপনীত ভান লৌকিক নহে, অলৌকিক প্রত্যক্ষ। বর্ণিত নিয়মে অনুগত রূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিলে কোন দোষের অবসর থাকে না, অতএব রত্ন কোষকারের অভিপ্রেত অননুগত প্রতিবন্ধকতা কল্পনা ও সংশয়াকার অনুমিতি স্বীকার নির্যুক্তিক সুতরাং অশ্রদ্ধেয়।

নিবন্ধকারের মতে প্রত্যেক হেত্বাভাসের এক একটা ফল কল্পনা করিয়া ফলদ্বারা সকল হেত্বাভাসের লক্ষণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সব্যভিচারে অন্বয় সহচার বা ব্যতিরেক সহচার দ্বারা সংশয় ফল। বিরুদ্ধ হেতুর (সাধ্যাভাব-ব্যাপ্যের) সাধ্যাভাব জ্ঞান ফল। (বিরুদ্ধ হেতু পক্ষে থাকিলেও যেখানে থাকিবে সেখানেই সাধ্যাভাবের জ্ঞান উৎপাদন করিবে)। বাধ স্থলে হেতু পক্ষ-বৃত্তি হইলে তাহাতে ব্যাপ্তির বাধ ও পক্ষবৃত্তি না হইলে পক্ষ ধর্ম্মতার বাধ,ফল। অসিদ্ধি স্থলে অনৈকান্তাদি চতুষ্টয় ভিন্ন অলিঙ্গত্ব (অসাধকত্ব) জ্ঞানই ফল। সৎপ্রতিপক্ষস্থলে ব্যাপ্তি-পক্ষ ধর্ম্মতার বাধ নাই, এবং অলিঙ্গত্ব জ্ঞান ও নাই; কারণ, ব্যাপ্ত্যাদির নির্ণয় আছে। বিপরীত জ্ঞান বা সংশয় হইবে—এরূপ আশা করা যায় না, কারণ—প্রত্যেক সাধ্যের বিরোধীই উপস্থিত আছে, অথচ কেহই কোটিদ্বয়ের উপস্থাপক নহে। কিন্তু "এখানে কিরূপে তত্ত্ব নির্ণয় হইবে" এই জিজ্ঞাসাই সৎপ্রতিপক্ষের ফল।

তাহা হইলে সৎপ্রতিপক্ষের লক্ষণ হইবে "প্রকৃত সাধ্যদ্বয়ের যে হেতুদ্বয় তাহাদের মধ্যে কোনটি যথার্থ" এই-জিজ্ঞাসার জনক যে "ব্যাপ্তিও পক্ষ ধর্ম্মতার উপস্থিতি" তাহার নাম সৎপ্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের উপস্থিতি না থাকিলে জিজ্ঞাসা হয় না, নিশ্চয় হইয়া যায়।

প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ—জ্ঞানের জনক ইচ্ছা, ঐ ইচ্ছার প্রতি ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান কারণ, ("জ্ঞান লাভ করিলে আমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে" এইজ্ঞান কারণ) সুতরাং সৎপ্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসার কারণ নহে।

উত্তর। সৎপ্রতিপক্ষ জ্ঞান (বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ হ্রদ, বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবান্ হ্রদ জ্ঞান) না থাকিলে জিজ্ঞাসা (কিরূপে তত্ত্ব নির্ণয় হইবে" জিজ্ঞাসা) হয় না, এবং থাকিলে হয়, এই অন্বয় ব্যতিরেক বলে সৎপ্রতি পক্ষজ্ঞান ও জিজ্ঞাসার হেতু।

বাদীও প্রতিবাদীর মুখ হইতে অবিরল ক্রমে পরস্পর বিরুদ্ধ সাধ্যও তদভাবের ব্যাপ্য হেতু দ্বয়ের এক ধর্ম্মিক বোধজনক বাক্যদ্বয় শ্রবণ করিলে প্রত্যেক হেতু ধর্ম্মিক সমীচীনত্ব ও অসমীচীনত্বের সংশয় হয়, এই সংশয়ের ফলে মানসিক যে দুঃখ হয়, [অশান্তি হয়] তাহার উচ্ছেদরূপ-ইষ্টের জ্ঞান দ্বারা জিজ্ঞাসার প্রতি সৎপ্রতিপক্ষ জ্ঞান প্রয়োজক হইয়াছে। সব্যভিচার স্থলেও জিজ্ঞাসা হয় বটে, (ধূমও তদভাব সহচরিত বহ্নিমৎ মহানস জ্ঞান থাকিলে মহানসে ধূমের সংশয় হয়, এই সংশয় প্রযুক্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান বলে জিজ্ঞাসা হয়) কিন্তু সেই জিজ্ঞাসা সাধ্য বিষয়ক; (মহানসে সাধ্য আছে কি ?) আর সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে যে জিজ্ঞাসা হয় তাহা হেতুর সমীচীনত্ব (এই দুই হেতুর মধ্যে কোনটি সমীচীন ?) নিয়া ; সুতরাং জিজ্ঞাসার পার্থক্যই অতিব্যাপ্তির নিবর্ত্তক হইবে।

প্রশ্ন। সৎপ্রতিপক্ষের লক্ষণে একটা গুরুতরপ্রশ্ন এই যে, বিরোধি উভয় পরামর্শের একদা উৎপত্তির সম্ভব কোথায় ? সুতরাং তৎপ্রযুক্ত কার্য্য প্রতিরোধ ঘটিত লক্ষণের অসম্ভব। যথা ক্রমে উৎপন্ন পরামর্শ দ্বয়ের একদা সমাবেশ সম্ভাবনীয় নহে। কারণ, প্রথম পরামর্শের পরক্ষণে উৎপন্ন দ্বিতীয় পরামর্শের কারণীভূত হেতু ধর্ম্মিক পক্ষ বৃত্তিত্ব ধী ও ব্যাপ্তি স্মরণ দ্বারাই প্রথম পরামর্শ লয়প্রাপ্ত হইবে।

উত্তর। বিরুদ্ধ হেতুদ্বয়েব সমূহালম্বন জ্ঞান (হ্রদে জল ও ধূম আছে) বলে উভয় ব্যাপ্তির (বহ্নি ব্যাপ্য ধূমেরও বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলের) উপস্থিতির পর উভয় পরামর্শাত্মক একটি জ্ঞান (হ্রদে বহ্নিব্যাপ্য ধূম আছে ও বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য জল আছে) উৎপন্ন হইবে। এই জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ অনুমিতি দ্বয়ের জনক, সুতরাং কোন অনুমিতিই হইবে না। উল্লিখিত পরামর্শ স্বার্থানুমান স্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারাই সংঘটিত হইবে, কিন্তু পরার্থানুমান স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর উপন্যস্ত ন্যায়ের উত্থাপক প্রমাণ দ্বারা পরামর্শ সম্বলন করিতে হইবে।

এখানে আরও একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক এই যে, "বহ্নিব্যাপ্য ধূম হ্রদে আছে, ও বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য জলবান্ হ্রদ" এইরূপ বিভিন্ন বিশেষ্যক জ্ঞান দ্বারাও সৎপ্রতিপক্ষ ব্যবহার হইয়া থাকে, এখানে বিশেষ্যের ঐক্যের কোন নিয়ম নাই।

সাধ্যাভাব ব্যাপ্যবৎ পক্ষ, সাধ্যবদন্যত্ব ব্যাপ্যবৎ-পক্ষ, পক্ষনিষ্ঠ সাধ্যাভাব ব্যাপ্য ও পক্ষনিষ্ঠ সাধ্যবদন্যত্ব ব্যাপ্য, ইহারা প্রত্যেকেই সৎপ্রতিপক্ষ।

সৎপ্রতিপক্ষের এই যে লক্ষণ করা হইল, ইহার জ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক নহে। সুতরাং অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা ঘটিত হেত্বাভাসের বিভাজক হইতে পারে না, অতএব প্রতিবন্ধকতা ঘটিত লক্ষণ করা যাইতেছে। যথা—প্রকৃত পক্ষ সাধ্যবৈশিষ্ট্যগ্রহ বিরোধি ও বিশিষ্ট পক্ষ সাধ্য গ্রহের অবিরোধি এবং প্রকৃতপক্ষ সাধ্য বিশিষ্ট্য গ্রহের বিরোধি যে, তাহার অনুমাপক পদার্থই (হেতুই) সৎপ্রতিপক্ষ। (৭৬)

মন্তব্য।

(৭৬) প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকৃত সাধ্যতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি-অনুমিতিত্ব ব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতি-বন্ধকতাবচ্ছেদক এবং বিশিষ্ট পক্ষ বিশিষ্ট সাধ্য গ্রহত্ব ব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতার অনবচ্ছেদক, ও প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি বুদ্ধিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতি বধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক-বিষয়িত্বাবচ্ছিন্ন অনুমিতি নিষ্ঠ জন্যতা নিরূপিত জনকতার অবচ্ছেদক যাদৃশ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তা হয়, তাদৃশধর্ম্মাবচ্ছিন্নই সৎপ্রতিপক্ষ।

হ্রদপক্ষ বহ্নিসাধ্য স্থলে, বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবৎ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা, প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি অনুমিতিত্বব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক, ও বিশিষ্ট পক্ষ বিশিষ্ট সাধ্যগ্রহত্বব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতানব-চ্ছেদক, অপিচ বিশিষ্ট পক্ষ বিশিষ্ট সাধ্য গ্রহত্ব ব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতার অনবচ্ছেদক যে প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালিগ্রহ প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বিষয়তা (বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বহ্ন্যভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিশে-ষ্যতা) সেই বিষয়তাশালি অনুমিতির জনকতার অবচ্ছেদক হইয়াছে, অতএব

মন্তব্য।

সেই বিষয়তার অবচ্ছেদক বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবৎ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন তাদৃশ হ্রদে লক্ষণ সমন্বয় হইল। "বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-জলবান্ হ্রদ" এই নিশ্চয় "হ্রদ অগ্নিমান্" এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক, ও হ্রদ বিশেষ্যক বহ্নি প্রকারক গ্রহের প্রতিবন্ধক যে- "বহ্ন্যভাববান্ হ্রদ—এইরূপ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত বহ্ন্যভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি অনুমিতি" তাহার কারণ, সুতরাং বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলবৎ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধকতার ও কারণতার অবচ্ছেদক, অতএবই এই বিষয়তার অবচ্ছেদক "বহ্ন্যভাবের ব্যাপ্য জলবৎ হ্রদত্বাব ছিন্নে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

হ্রদপক্ষ বহ্নি সাধ্যস্থলে "বহ্ন্যভাবব্যাপ্য-জলব্যাপ্য মীনবৎ হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিষয়তা শালি নিশ্চয়" ও, হ্রদ বিশেষ্যক বহ্নি প্রকারক গ্রহের-প্রতিবন্ধক-বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত হ্রদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালি অনুমিতির কারণ হইয়াছে,। সুতরাং উল্লিখিত স্থলে কথিত মীনবৎ হ্রদে অতিব্যাপ্তি হয়। অতএবই বলা হইয়াছে, "প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত সাধ্যানুমিতির প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক। বলা আবশ্যক যে—বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জলব্যাপ্য-মীনবৎ হ্রদাবচ্ছিন্ন বিষয়তা হ্রদে বহ্ন্যনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক হয় নাই।

কাঞ্চনময় হ্রদ পক্ষ স্থলে "কাঞ্চন ময়ত্বাভাবব্যাপ্যবৎ-হ্রদ নিশ্চয়ে প্রকৃত পক্ষ সাধ্যক অনুমিতির বিরোধিত্ব ও প্রকৃত পক্ষ গ্রহবিরোধি-কাঞ্চন ময়ত্বাভাববান্ হ্রদ" নিশ্চয়ের সমান বিষয়ক অনুমিতির জনকত্ব থাকায় কাঞ্চময়ত্বাভাবব্যাপ্যবৎ হ্রদে অতিব্যাপ্তি হয়, অতএবই বিশিষ্ট পক্ষ গ্রহের অবিরোধি-অনুমিতির জনকত্ব বলা হইয়াছে; এবং কাঞ্চনময়-বহ্নি সাধ্যস্থলে কাঞ্চনময়ত্বাভাব ব্যাপ্যবৎ বহ্নিতে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া বিশিষ্ট সাধ্যগ্রহের অবিরোধিত্ব বলা হইয়াছে।

মহানস পক্ষ বহ্নিব্যাপ্যাভাব সাধ্যস্থলে "বহ্নিব্যাপ্যবৎ মহানস" বাধ নিশ্চয়ে প্রকৃতপক্ষ সাধ্যক অনুমিতির বিরোধিত্ব, ও বিশিষ্ট-পক্ষ সাধ্য গ্রহের অবিরোধি- বহ্নিমৎ-মহানস নিশ্চয়ের সমান বিষয়ক অনুমিতির জনকত্ব থাকায় "বহ্নি- ব্যাপ্যবৎ মহানস" রূপ বাধে অতিব্যাপ্তি হয়, অতএব পক্ষসাধ্য বৈশিষ্ট্যগ্রহের বিরোধী অনুমিতির জনকত্ব বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য "বহ্নিমৎ মহানস" নিশ্চয় "বহ্নিব্যাপ্যাভাববৎ-মহানস" বুদ্ধির প্রতিবন্ধক নহে।

১০। অসিদ্ধি।

ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতার অভাবকে অসিদ্ধি বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে প্রত্যেকের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে পক্ষধর্ম্মতা তাহার অভাবও অসিদ্ধি পদ বাচ্য নহে ; কারণ—বিশিষ্টাভাবের জ্ঞান না থাকিলেও প্রত্যেকের অভাব জ্ঞান দ্বারাই অনুমিতির প্রতিরোধ ও ব্যাপ্তি বোধের নিবৃত্তি হয়। অতএব বলিতে হইবে—সাধারণত্ব, অসাধারণত্ব, অনুপসংহারিত্ব ভিন্ন প্রকৃত পরামর্শের প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বিষয়তার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম বিশিষ্টই অসিদ্ধি।

কাঞ্চনময়-পর্ব্বত পক্ষ বহ্নি সাধ্য স্থলে "কাঞ্চনময়ত্বাভাববান্ পর্ব্বত" এই আশ্রয়াসিদ্ধি জ্ঞান "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ কাঞ্চনময় পর্ব্বত"—পরামর্শের প্রতিবন্ধক হওয়ায় "কাঞ্চনময়ত্বাভাববৎ পর্ব্বত" রূপ আশ্রয়াসিদ্ধিতে, হ্রদ পক্ষ দ্রব্যত্ব সাধ্য ধূম হেতু স্থলে "ধূমাভাববান্ হ্রদ" এই স্বরূপাসিদ্ধি নিশ্চয়ে, "দ্রব্যত্ব ব্যাপ্য ধূমবান্ হ্রদ" এই পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা থাকায় "ধূমাভাববৎ হ্রদ"—স্বরূপাসিদ্ধিতে, ও পর্ব্বত পক্ষ বহ্নিসাধ্য নীল ধূমহেতু স্থলে "নীল ধূমত্ব মানাধিকরণ প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর ধূমত্ব ঘটিতত্ব" রূপ ব্যাপ্যত্বা সিদ্ধি নিশ্চয়ে "নীল-ধূম ব্যাপক বহ্নির সামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদক স্বসমানাধিকরণ প্রকৃত সাধ্য ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তরাঘটিত নীল ধূমত্বাবচ্ছিন্নবান্ পর্ব্বত" এই পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা থাকায় "নীল ধূমত্ব সমানাধিকরণ প্রকৃত সাধ্য ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্ব ঘটিতত্ব"—রূপ ব্যাপ্যত্বা সিদ্ধিতে লক্ষণ সমন্বয় হইল।

মন্তব্য।

এই সৎপ্রতিপক্ষের লক্ষণ অতি দুরূহ, বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিতে গেলে আরও জটিল ও গৌরব হইয়া পড়িবে তাই আপাততঃ কয়টা কথা বলা হইল।

আরও একটা কথা এই যে, হেত্বাভাস মধ্যেও ব্যভিচার ও সৎপ্রতিপক্ষই অধিকউপযোগী, এবং অনুমানের প্রধান প্রয়োজন ঈশ্বরানুমিতির বিশেষ বিরোধী এজন্যই এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা কথঞ্চিৎ বিশেষভাবে করা হইয়াছে। (৭৬)

এখানে আরও একটা কথা বলা আবশ্যক যে, "সাধ্য সামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদক"—ব্যাপ্তি এইলক্ষণে হেতুতাবচ্ছেদকে "স্বসমানাধিকরণ প্রকৃত সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তরা ঘটিতত্ব" বিশেষণ আছে। এবং সাধ্যাভাব বদবৃত্তিত্বাদি লক্ষণেও গগনাদি হেতুতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য "সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিত্বাভাব বিশিষ্ট সাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদককেই" ব্যাপ্তি বলিতে হইবে। সুতরাং সেখানেও কথিত ধর্ম্মান্তরাঘটিতত্ব বিশেষণ দিতে হইবে।

ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত ধর্ম্ম পুরস্কারে কাঞ্চনময় ধূম হেতুও কাঞ্চনময় বহ্নি সাধ্যস্থলে কাঞ্চনময়ত্বাভাববৎ বহ্নিও কাঞ্চনময়ত্বাভাববৎ ধূম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির অন্তর্গত। আশ্রয়াসিদ্ধি ও স্বরূপাসিদ্ধি ভিন্ন ব্যাপ্তিগ্রহ বিরোধীর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। উপাধি স্বতঃ প্রতিবন্ধক নহে, ব্যভিচারের উন্নায়ক, অতএব উপাধি হেত্বাভাস নহে। সাধারণ্যাদিভিন্ন বিশিষ্টব্যাপ্তি গ্রহবিরোধিত্বই অসিদ্ধি; কিন্তু, যেখানে সাধারণ্যাদি অপ্রসিদ্ধ (কাঞ্চনময় হ্রদপক্ষ বহ্নিসাধ্য ধূমহেতুস্থলে) সেখানে সাধারণ্যাদি ভিন্ন বিশেষণ উপাদেয় নহে। বিশিষ্ট পক্ষ গ্রহের বিরোধিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিশিষ্ট আশ্রয়াসিদ্ধি।

বিশিষ্ট পক্ষগ্রহাবিরোধি, বিশিষ্ট সাধন গ্রহাবিরোধি, ও বিশিষ্ট পক্ষে বিশিষ্ট হেতু বৈশিষ্ট্যগ্রহের বিরোধি নিশ্চয়ের বিষয়তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নই স্বরূপাসিদ্ধি।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আশ্রয়াসিদ্ধির অধিকরণ কে? (আকাশ কুসুম পক্ষ হইলে কোন পদার্থে কাহার অভাব অর্থাৎ আকাশে কুসুমত্বের অথবা কুসুমীয়ত্বের অভাব, কিংবা কুসুমে আকাশত্বের অথবা আকাশীয়ত্বের অভাব আশ্রয়াসিদ্ধি হইবে?

উত্তর। যে পদার্থে যে পদার্থের আরোপ হইয়াছে সেই পদার্থে তাহার অভাবই দোষ। সুতরাং আকাশে যদি কুসুমত্বের অথবা কুসুমীয়ত্বের আরোপ হইয়া থাকে, তবে কুসুমীয়ত্বাভাববৎ অথবা কুসুমত্বাভাববৎ আকাশ পক্ষাসিদ্ধি। আর যদি কুসুমে আকাশের অভেদের অথবা আকাশীয়ত্বের আরোপ হইয়া থাকে, তবে আকাশাভেদের অথবা আকাশীয়ত্বের অভাববৎ কুসুম পক্ষাসিদ্ধি। এই প্রশ্নের আরও একটা উত্তর করা যাইতে পারে, যথা—আকাশ কুসুমাদি অলীক হেতু অলক্ষ্যবটে, কিন্তু হেত্বাভাস নহে। এগুলি অপার্থকাদি নিগ্রহ স্থানের অন্তর্গত। ইহা নিগ্রহ স্থান প্রকরণে বিবেচ্য। যেখানে বিশেষ্য প্রসিদ্ধ

আছে, কিন্তু বিশেষণ তাহাতে থাকে না সেখানেই অসিদ্ধি। যথা, কাঞ্চনময় হ্রদ পক্ষ স্থলে কাঞ্চনময়ত্বাভাববৎ হ্রদ আশ্রয়াসিদ্ধি, কাঞ্চনময় বহ্নি সাধ্য, অথবা কাঞ্চনময় ধূম হেতুস্থলে কাঞ্চনময়ত্বাভাববৎ বহ্নিও ধূম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। এবং হ্রদপক্ষ বহ্নি সাধ্যস্থলে বহ্নিব্যাপ্য ধূমাভাববৎ হ্রদ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি।

প্রশ্ন। এখানে আরও একটা গুরুতর প্রশ্ন এই যে,—অসিদ্ধি লক্ষণে সাধারণত্বাদি ভিন্নত্ব বিশেষণ না দিয়া বিশিষ্ট পরামর্শের বিরোধিত্বরূপে সাধারণাদির ও অসিদ্ধিতে অন্তর্ভাব করা হইল না কেন? তাহা হইলে অসিদ্ধি লক্ষণের লাঘব হইল, ও সাধারণাদির স্বতন্ত্র লক্ষণ করিতে হইল না।

উত্তর। হেত্বাভাসের মধ্যে ব্যভিচার দোষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, হেতুদুষ্ট বলিলে সাধারণতঃ ব্যভিচারিকেই বুঝায়, এজন্য ব্যভিচারের পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। অসাধারণও অনুপসংহারী ব্যভিচারের প্রকার ভেদ মাত্র।

১১। বাধ।

সাধ্যাভাবৎ পক্ষকে বাধ বলে। (পক্ষ বিশেষ্যক সাধ্যাভাব প্রকারক প্রমা জ্ঞানের বিষয় সাধ্যাভাববৎ পক্ষই বাধ) যে কোন সম্বন্ধে তৎসম্বন্ধী হেতু বাধিত।

প্রশ্ন। পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় হইলে হেতুতে সাধ্যাভাববৎ পক্ষবৃত্তিত্ব নিশ্চয় হইয়া যাইবে, অতএব ব্যভিচার নিশ্চয় দ্বারাই অনুমিতির প্রতিরোধ ঘটবে, সুতরাং বাধ নিশ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে বাধের হেত্বাভাসতা অঙ্গীকারেরও কোন প্রয়োজন নাই।

একথাও বলা যায় না যে,—"পক্ষান্তর্ভাবে হেতুতে ব্যভিচার দোষাই নহে" কারণ, পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় হইয়া গেলে হেতুতে "সাধ্যভাববৎ পক্ষবৃত্তিত্ব (ব্যভিচার) নিশ্চয় হইয়া যাইবে, সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান বা অনুমিতি হইবে না।

"বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত পরামর্শ কালে 'কাঞ্চনময় বহ্নিতে লাঘব' জ্ঞান থাকিলে উক্ত পরামর্শ সংগ্রাহ্য অনুমিতির বহ্ন্যংশে কাঞ্চনময়ত্বের ভান হইয়া থাকে, সুতরাং এই অনুমিতির আকার হইবে 'কাঞ্চনময় বহ্নিমান্ পর্ব্বত।' এই সৎ-লিঙ্গজন্য (যথার্থ পরামর্শ জন্য) অনুমিতির হেত্বাভাসাধীন আভাসত্ব (ভ্রমত্ব) ব্যভিচারাদি দ্বারা সম্ভাবনীয় নহে, অতএব ব্যধিকরণ কাঞ্চনময়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বহ্নির অভাববৎ পর্ব্বত রূপ বাধই পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির আভাসত্বের প্রযোজক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই বাধই

ব্যভিচারাদি দোষাসঙ্কীর্ণ হেত্বাভাসান্তর।" (ব্যভিচারাদি দ্বারা অসংশ্লিষ্ট-বাধ দোষ।) এই উত্তর ও সমীচীন নহে। কারণ, "কাঞ্চনময় বহ্নির" জ্ঞান পূর্ব্বে না থাকায় "কাঞ্চনময় বহ্নিমান্ পর্ব্বত" ইত্যাকার অনুমিতি হওয়াই সুকঠিন। (বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহি বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদকরূপে বিশেষণের নিশ্চয় হেতু,।)

বস্তুতঃ অনুমিতিতে যে জ্ঞানান্তরোপনীত পদার্থের ভান হইবে তাহার প্রতি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যভিজ্ঞায় (হস্তীদর্শনের পর দর্শন বিষয়ক "দেখিয়াছি" জ্ঞানে) যে হস্তী প্রভৃতির ভান হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং সেখানে এরূপ ভান স্বীকার করিতে হইয়াছে। অনুমিতিতে এরূপ ভান স্বীকার করিলে সকল অনুমিতিতেই পূর্ব্বোপস্থিত ব্যাপ্ত্যাদির ভান হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে যথার্থ (লিঙ্গাবিষয়ক) অনুমিতির উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে।

উত্তর। বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্ পর্ব্বত পরামর্শের সহিত "মহানসীয় বহ্নিতে লাঘব" জ্ঞান থাকিলে, অথবা 'মহানসীয় বহ্নি ভিন্ন বহ্ন্যভাববান্ পর্ব্বত" এইরূপ ইতর বাধ নিশ্চয় থাকিলে ব্যাপকতানবচ্ছেদকরূপে "মহানসীয় বহ্নিমান্ পর্ব্বত" অনুমিতি হয়, এই অনুমিতির প্রতি "মহানসীয় বহ্ন্যভাববান্ পর্ব্বত" নিশ্চয় প্রতিবন্ধক। ইহার প্রতিবন্ধকতার আনুকূল্যেই "মহানসীয় বহ্ন্যভাববৎ পর্ব্বতকে" বাধ (অসংকীর্ণ বাধ) বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য—এখানে ব্যভিচারাদি দোষের অবকাশ নাই, অথচ হেত্বাভাস দোষ না থাকিলে অনুমিতি ভ্রম হয় না; সুতরাং অনুমিতি ও তাহার কারণ পরামর্শ অন্যতরের প্রতিবন্ধকতাই হেত্বাভাসতার প্রযোজক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। (অতএবই কথিত স্থলে মহানসীয় বহ্ন্যভাববৎ পর্ব্বত অসংকীর্ণ বাধ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে)।

আরও একটা কথা এই যে—অনুমিতির প্রতি বাধ নিশ্চয়ের স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধকতা স্বীকার না করিলে, "বহ্নি ব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বত" পরামর্শকালে "মহানসীয় বহ্ন্যভাববান্ পর্ব্বত" নিশ্চয় সত্ত্বেও "মহানসীয় বহ্নিতে লাঘব" এই লাঘব জ্ঞানের আনুকূল্যে "মহানসীয় বহ্নিমান্ পর্ব্বত" অনুমিতি হইয়া যাইতে পারে। অতএব অনুমিতির প্রতিও পক্ষধর্ম্মিক সাধ্যাভাব প্রকারক নির্ণয়ত্ব রূপে প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রতিবন্ধকতাই বাধ নির্ণয়ত্ব-রূপে, সুতরাং এখানে মহানসীয় বহ্ন্যভাববৎ পর্ব্বতই বাধ।

এবং সাধ্য বদন্য-পক্ষ, পক্ষে অবৃত্তিসাধ্য, পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাব, সাধ্য নিষ্ঠ পক্ষাবৃত্তিত্ব প্রভৃতিও বাধ। কারণ—ইহাদের নির্ণয়ও অনুমিতির প্রতি বন্ধক। (লৌকিক সন্নিকর্ষাজন্য বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বাধ নির্ণয় প্রতিবন্ধক।)

কিন্তু সাধ্যাভাববৎ পক্ষ নির্ণয় ধর্ম্মিক প্রমাত্ব বাধ নহে। কারণ, প্রমাত্ব নির্ণয় পক্ষে সাধ্যাভাবাবগাহী হয় নাই। সুতরাং তাহাতে অনুমিতির প্রতি-বন্ধকতা নাই। আর যদি পক্ষে সাধ্যাভাবাবগাহী হয় (জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানে বিষয় বিষয়কত্ব থাকে, সুতরাং "সাধ্যাভাবৎ পক্ষ নিশ্চয়" বিষয়ক জ্ঞানে সাধ্যা-ভাববৎ পক্ষ বিষয়কত্ব আছে) তাহা হইলে ও পক্ষ ধর্ম্মিক সাধ্যাভাব প্রকারক নিশ্চয়ত্বরূপেই তাহার প্রতিবন্ধকতা, পূর্ব্বোক্ত প্রমাত্ব নিশ্চয়ত্বরূপে নহে। কারণ, অন্য কোথাও প্রমাত্ব নিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পিত হয় নাই।

উপরে বাধের যে কয়টি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের অনুগত (সর্ব্ব-সাধারণ) কোন ধর্ম্ম নাই যে, সেইরূপে বাধত্ব হেত্বাভাসত্বের বিভাজক হইবে; এবং ইহাদের প্রতিবন্ধকতাও একরূপে নহে, কারণ, প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক বিষয়তা ভেদে প্রতিবন্ধকতাও বিভিন্ন। সুতরাং অনুগত প্রতিবন্ধকতার আনু-কূল্যেও বিভাগ করা অসম্ভব।

অতএব বিভাজক লক্ষণ করা যাইতেছে। যথা—প্রকৃত পক্ষ সাধ্য বৈশিষ্ট্য-গ্রহ বিরোধি অনুমিতির অজনকও প্রকৃত পক্ষ ও প্রকৃত সাধ্য গ্রহের অবিরোধী, অপিচ প্রকৃত পক্ষ সাধ্য বৈশিষ্ট্য গ্রহের বিরোধী যে নিশ্চয় তাহার বিষয়ই বাধ। হ্রদপক্ষ বহ্নি সাধ্যস্থলে "বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য জলবৎ হ্রদ" নির্ণয়ে হ্রদধর্ম্মিক বহ্ন্যনুমিতির প্রতিবন্ধকত্ব থাকায় "বহ্ন্যভাব ব্যাপ্যজলবৎ হ্রদ (সৎপ্রতি-পক্ষে) অতিব্যাপ্তি বারণার্থে বর্ণিত নির্ণয়ে অনুমিতির অজনকত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। "বহ্ন্যভাববান্ হ্রদ" নির্ণয় প্রকৃত পক্ষ সাধ্য বৈশিষ্ট্যাবগাহী "হ্রদ বহ্নিমান্" গ্রহের বিরোধী—"বহ্ন্যভাববান্ হ্রদ" অনুমিতির জনক হওয়ায় অতি-ব্যাপ্তির অবকাশ রহিল না।

কাঞ্চনময়-হ্রদপক্ষস্থলে ও কাঞ্চনময় বহ্নিসাধ্যস্থলে "কাঞ্চনত্বাভাববান্ বহ্নি নির্ণয়ে" ও কাঞ্চনময়ত্বাভাববান্ হ্রদ নির্ণয়ে" প্রকৃত পক্ষ সাধ্য বৈশিষ্ট্যগ্রহ বিরোধী অনুমিতির অজনকত্ব এবং প্রকৃত-পক্ষ সাধ্য বৈশিষ্ট্য গ্রহের বিরোধিত্ব থাকায় "কাঞ্চনময়ত্বাভাববৎ হ্রদ ও কাঞ্চনময়ত্বাভাববৎ বহ্নি প্রভৃতিতে

অতিব্যাপ্তি হয় অতএব পূর্বোক্ত নির্ণয়ে বিশিষ্ট পক্ষ বিশিষ্ট সাধ্যগ্রহা বিরোধিত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। কথিত নির্ণয় দ্বয় যথাক্রমে "কাঞ্চনময় বহ্নি" ও "কাঞ্চনময় হ্রদ" বুদ্ধির (বিশিষ্ট পক্ষ ও সাধ্যগ্রহের) বিরোধী হইয়াছে। (৭৭)

মন্তব্য।

(৭৭) এই লক্ষণের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে অব্যাপ্ত্যাদি দোষ ঘটে, অতএব পরিষ্কার করা যাইতেছে। যথা—"প্রকৃত পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকৃত সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতাশালি জ্ঞানত্ব ব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক বিষয়িত্বাবচ্ছিন্ন অনুমিতিত্বাবচ্ছিন্ন জন্যতা নিরূপিত জনকতানবচ্ছেদক, এবং বিশিষ্ট পক্ষ বিশিষ্ট সাধ্য গ্রহত্ব-ব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতানবচ্ছেদক, অপিচ প্রকৃত পক্ষতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত প্রকৃত-সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা শালি অনুমিতিত্ব ব্যাপক প্রতিবধ্যতা নিরূপিত প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক যে বিষয়তা, সেই বিষয়তার অবচ্ছেদক যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই বাধ।

হ্রদ পক্ষ অগ্নি সাধ্য স্থলে "বহ্ন্যভাববৎ হ্রদত্ব, হ্রদবৃত্তি বহ্ন্যভাবত্ব বহ্নিমদন্য হ্রদত্ব প্রভৃতিই তাদৃশ ধর্ম্ম, এবং তদবচ্ছিন্ন বহ্ন্যভাববৎ হ্রদাদি বাধ। কথিত অনলাভাববৎ হ্রদত্বাদি বৃত্তি কথিত বিষয়তাবচ্ছেদকত্বই অনলাভাববৎ হ্রদত্ব, হ্রদবৃত্তি বহ্ন্যভাবত্ব প্রভৃতির অনুগমক।

পক্ষনিষ্ঠ বিষয়তাশলি "দ্রব্যে অগ্নি আছে" (হ্রদও দ্রব্যই বটে) অনুমিতির প্রতি, এবং সাধ্যনিষ্ঠ বিষয়তাশালি "হ্রদে দ্রব্য আছে" অনুমিতির প্রতি "অনলাভাববৎ হ্রদ" নিশ্চয় প্রতিবন্ধক না হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না, অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরূপিত সধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রকারতা বলা হইয়াছে। (এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় আরও বক্তব্য আছে।)

প্রশ্ন। বাধ নিশ্চয় থাকিলে সিষাধয়িষার সম্ভব না থাকায় পক্ষতা বিরহ রূপ আশ্রয়াসিদ্ধি নিবন্ধনই অনুমিতি হইবে না, সুতরাং বাধের স্বতন্ত্র হেত্বাভাসতা অঙ্গীকার নিষ্প্রয়োজন।

উত্তর। কথিত আশ্রয়াসিদ্ধির প্রতিও বাধই উপজীব্য, সুতরাং বাধকে দোষান্তর বলিতে হইবে। (বস্তুতঃ বাধ নির্ণয় সিষাধয়িষার পরিপন্থী নহে)।

মন্তব্য।

"আশ্রয়াসিদ্ধির উপজীব্যত্ব নিবন্ধন যদি বাধ দোষান্তর হয়, তবে সিদ্ধ সাধন ও হেত্বাভাস হইতে পারে। কারণ, পক্ষে সাধ্য নির্ণয় থাকিলে পক্ষতা বিরহরূপ আশ্রয়াসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী" এই আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ,—সিদ্ধ সাধনে আশ্রয়াসিদ্ধির উপজীব্যত্ব থাকিলেও বাধের ন্যায় স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধক নহে। যে হেতু—সিদ্ধি সত্ত্বেও এক বিষয়ক ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এবং অনুমিতির প্রতিও সিদ্ধি বিরোধী নহে। কারণ,—অনুমিৎসার আনুকূল্যে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থের ও অনুমিতি হইয়া থাকে। প্রামাণিকেরা বলিয়াছেন "প্রত্যক্ষদৃষ্টমপ্যনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ" এবং শ্রুতি ও (আত্মা-বারে শ্রোতব্যঃ ইত্যাদি) শ্রবণের পরে মননের বিধান করিয়াছেন। সিদ্ধি সত্ত্বে সিদ্ধিমাত্র বিষয়ক ইচ্ছা হয় না বটে, (ইচ্ছার প্রতি বিষয় সিদ্ধি প্রতিবন্ধক) কিন্তু, সিদ্ধি বিশেষের (প্রত্যক্ষ থাকিলে অনুমিতির) ইচ্ছা হয়, এবং তাহারই আনুকূল্যে অনুমিতি ও হইয়া থাকে। অতএবই সিষাধয়িষিত পক্ষ বিঘটন দ্বারা সিদ্ধসাধনের দূষকতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সিদ্ধি স্বতন্ত্র দূষক নহে।

"ইহা রজত নহে এরূপ বাধ নির্ণয় সত্ত্বেও অবহিত চিত্তে নিরীক্ষণ করিলে, "ইহা রজত" এরূপ প্রত্যক্ষ হয় এবং শঙ্খে পীতত্বাভাবের নির্ণয় থাকিলেও পিত্ত রোগাক্রান্ত পুরুষ শঙ্খে পীতত্ব প্রত্যক্ষ করেন, সুতরাং বাধ নির্ণয়ও বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধক নহে" এরূপ আশঙ্কা সমীচীন নহে। কারণ—বাধ নির্ণয় সত্ত্বে লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় বটে, কিন্তু অনুমিত্যাদি কখনও হয় না। অতএবই "লৌকিক সন্নিকর্ষাজন্য পিত্তাদি দোষ বিশেষাজন্য বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বাধ নিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করা হইয়াছে।

বাধ দশ প্রকার, তন্মধ্যে ধর্ম্মি গ্রাহক (বিশেষ্যে বিশেষণের জ্ঞানজনক) মান দ্বারা বাধিত তিন প্রকার, যথা—পট বিভু (অতি বৃহৎ) যেহেতু, সৎ-যথা আকাশ। এখানে পটে অতি বৃহত্ত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা বাধিত। পরমাণু সাবয়ব, যে হেতু—মূর্ত্ত, যথা লেখনী, এখানে অনুমান দ্বারা পরমাণুতে সাবয়বত্ব বাধিত। মেরু পাষাণময়, যে হেতু—পর্ব্বত, এখানে স্বর্ণময়ত্ব বোধক আগম দ্বারা মেরুতে পাষাণময়ত্বের বাধ নির্ণয় হইয়াছে।

১২। অসাধকতানুমান।

এই যে হেত্বাভাসের বর্ণনা করা হইল ইহাদ্বারা (অসৎ) হেতুর অসাধকতার অনুমিতি হইয়া থাকে। অসাধকত্বের অনুমানে হেত্বাভাসত্ব এবং ব্যভিচারিত্বাদি সংহেতু, কিন্তু জাতি ও নিগ্রহ স্থান নিজেরই সাধক নহে, সুতরাং অন্যের অসাধকত্বের অনুমানে সংহেতু নহে। (বিচার স্থলে বিপক্ষের হেতুতে হেত্বাভাসের উদ্ভাবন করিলে বিপক্ষের মত খণ্ডিত হয়, কিন্তু জাতি বা নিগ্রহ স্থানের উদ্ভাবনে তাহা হয় না, কারণ ইহারা নিজেরই ব্যাঘাতক)।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, হেতুধর্ম্মিক বিরুদ্ধত্বাদি জ্ঞান দ্বারাই স্বকীয় অনুমিতির ন্যায় পরকীয় অনুমিতির প্রতিরোধ ঘটিবে, এঅবস্থায় অসাধকতানুমিতির প্রয়োজন কি? "যাহার হেতুতে (প্রতিকূলবাদি প্রযুক্ত) হেত্বাভাসাদির অবগতি হইবে, তিনিই নিগৃহীত হইবেন" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই কথা প্রবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব দোষের উদ্ভাবন মাত্রই কর্ত্তব্য অসাধকতানুমান করিলে অর্থান্তর দোষ ঘটিবে।

মন্তব্য।

সাধ্যের প্রতিযোগীরগ্রাহক মান দ্বারাবাধিত তিন প্রকার। বহ্নি অনুষ্ণ যেহেতু, কার্য্য, এখানে প্রত্যক্ষ দ্বারা বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের বাধ, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, যে হেতু-গুণ, এস্থলে অনুমান দ্বারা শব্দে অশ্রাবণত্বের বাধ, গবয়ত্ব গবয় পদের অপ্রবৃত্তি নিমিত্ত, যে হেতু-জাতি, এস্থলে উপমান দ্বারা গবয় পদ প্রবৃত্তি নিমিত্তত্বের বাধ নির্ণীত হইয়াছে। সাধ্য গ্রাহক মানদ্বারাবাধিত এক প্রকার। যথা নরশিরঃ কপাল শুচি, যে হেতু—প্রাণীর অঙ্গ, এখানে আগম দ্বারা শুচিত্বের বাধ নির্ণীত হইয়াছে। (মানুষের অস্থিস্পর্শে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।)

হেতু গ্রাহক মানদ্বারাবাধিত তিন প্রকার। যথা জল ও বায়ু উষ্ণ-স্পর্শযুক্ত যেহেতু—পৃথিবীর স্পর্শের বিজাতীয় স্পর্শযুক্ত, যথা তেজ; এখানে প্রত্যক্ষ দ্বারা জলাদিতে উষ্ণ স্পর্শের, মন বৃহৎ, যেহেতু—সমবায়ী, এখানে অনুমান দ্বারা মনে বৃহত্ত্বের, রাজসূয়-যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, যেহেতু-স্বর্গের সাধন, যথা অগ্নিষ্টোম, এখানে আগম দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্যত্বের অভাব নির্ণীত হইয়াছে। (৭৭)

উত্তর। বিপক্ষের অনুমিতির প্রতিরোধ ও স্বকীয় হেতুর অসাধকত্বের সাধন উভয়ই উদ্দেশ্য, তন্মধ্যে প্রথম উদ্দেশ্য হেত্বাভাসত্ব জ্ঞান দ্বারাই সাধিত হয়, আর দ্বিতীয়টির অসিদ্ধত্ব জ্ঞান দ্বারা এবং অনুমান দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারে।

প্রশ্ন। হেতুতে যে অসাধকত্বের অনুমান করা হয়, তাহাতে পঞ্চাবয়বের প্রয়োজন আছে কি? (পরার্থানুমান মাত্রই ন্যায় সাধ্য।)

উত্তর। দোষে (হেত্বাভাসে) অসাধকত্বের ব্যাপ্তি অঙ্গীকার করিয়াই বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার আরম্ভ হইয়া থাকে, সুতরাং এখানে পঞ্চাবয়বের কোন প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, বিপক্ষ হেতুতে ব্যাপ্তি অস্বীকার করিলেই পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ দ্বারা বাধ্য করিয়া ব্যাপ্তি স্বীকার করাইতে হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অসাধকত্ব বস্তুটা কি? "পক্ষ ধর্ম্মিক সাধ্য প্রকারক জ্ঞানের অজনকত্ব" বলা যায় না; কারণ—বিরুদ্ধাদি অসাধক হেতুতে অসাধকত্ব জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে (তাহা দ্বারা) পক্ষে সধ্যবত্তা বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং স্থল বিশেষে সৎহেতুর জ্ঞান ও সাধ্যবত্তা বোধের জনক হয় না।

উত্তর। নিজের (বিরুদ্ধত্বাদির) জ্ঞান সত্ত্বে পক্ষধর্ম্মিক সাধ্যবত্তা প্রত্যয়ের অজনকত্বই অসাধকত্ব। অথবা অনুমিতির প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেধক ধর্ম্ম বিশিষ্টই অসাধক। যথা—এখন এই হেতু অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিশিষ্ট যেহেতু—ব্যভিচারী, "যথা ব্যভিচার জ্ঞান"। ব্যভিচার জ্ঞানে বিষয়তাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সম্বন্ধী ব্যভিচারিত্ব অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক।

প্রশ্ন। ধূমাভাববৎ বৃত্তি-বহ্নিস্থিত সাধ্যাভাববৎ বৃত্তিত্ব ব্যভিচারই অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অবচ্ছেদক, সুতরাং সাধ্যাবিশেষ (সাধ্য ও হেতুর ঐক্য) দোষ হইতেছে।

উত্তর। যেমন জলত্ব হেতুদ্বারা দুগ্ধাদিতে পিপাসার উপশম সমর্থতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বিশেষের অনুমিতি হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও উপাধি বিশেষের অনুমিতি হইবে, সুতরাং সাধ্যাবিশেষ দোষ ঘটিল না। (সাধ্য অভিন্ন হইলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকের বৈলক্ষণ্যথাকিলে সাধ্যাবিশেষ দোষ ঘটেনা।) হেত্বাভাস প্রকরণ অতি দুরূহ ও বিস্তৃত, স্থূলভাবে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেলমাত্র।

ইতি অনুমান চিন্তামণির হেত্বাভাস নিরূপণ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

———:•:———

পঞ্চম অধ্যায়।

১। কথা প্রকরণ।

চার্ব্বাকাদির কুতর্ক কুয়াসার ধাঁধায় অনেকঅভীষ্ট যথার্থ অনুমানের অপলাপ ঘটে, ও স্থল বিশেষে ভ্রম-অনুমিতি হইয়া পড়ে, তাহার ফলে বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত কুতর্ক রাশির করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের অভিলাষে কথা প্রকরণের অবতারণা করা যাইতেছে। (৭৮)

মন্তব্য।

(৭৮) গঙ্গেশ উপাধ্যায় তদীয় তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের প্রারম্ভে "প্রমাণ তত্ত্বমেবাত্র বিবিচ্যতে"—প্রতিজ্ঞা করিয়া অনুমান নিরূপণের পরে পুনশ্চ "অথ হেত্বাভাসাঃ, তত্ত্ব নির্ণয় বিজয় প্রযোজকত্বাৎ নিরূপ্যন্তে"—প্রতিজ্ঞা করিয়া হেত্বাভাস নিরূপণ করিয়াছেন। (হেত্বাভাস প্রমাণ নহে) কিন্তু ন্যায় দর্শন প্রদর্শিত অন্যান্য দোষের উল্লেখ করেন নাই। তাহার কারণ এই যে,—তত্ত্বাবধারণার্থে প্রবর্ত্তিত বিচারে সে সকল দোষের বিশেষ উপযোগিতা নাই। গঙ্গেশ তত্ত্ব নির্ণয়াভিলাষে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়াই হেত্বাভাস প্রমাণান্তর্গত না হইলে ও হেত্বাভাসের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কারণ, হেত্বাভাস তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কুতর্কের প্রসার যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের উপেক্ষিত দোষ রাশির অবতারণা না করিলে চলিতেছে না। ন্যায় দর্শনে উক্ত হইয়াছে—'তত্ত্বাধ্যবসায় সংরক্ষণার্থং জল্প বিতণ্ডে বীজ প্ররোহ সংরক্ষণার্থং কণ্টক শাখাবরণবৎ"। (ন্যায়দর্শন ৪র্থ অধ্যায়, ২য় আহ্নিক, ৫০ সূত্র) অর্থ—যেমন অঙ্কুরাদিকে নিরাপদ (গো মহিষাদি পশু হইতে রক্ষা) করিবার অভিলাষে কৃষকেরা কণ্টকাদি শাখা দ্বারা ক্ষেত্রে আবরণ (বেড়া) দেয়, সেইরূপ মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত তত্ত্বজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই নাস্তিকাদির কুতর্ক দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জল্প ও বিতণ্ডার অবতারণা করা হইয়াছে।

২। কথা।

বাদী ও প্রতিবাদীর আলোচনার নাম কথা। কথা তিন প্রকার, যথা—বাদ, জল্প, ও বিতণ্ডা।

৩। বাদ।

তত্ত্ব নির্ণয়ের (যে কোন বিষয় যথার্থরূপে জানিবার) অভিলাষে প্রমাণ, তর্ক ও প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চাবয়ব দ্বারা সিদ্ধান্তের অবিরোধে বাদী ও প্রতিবাদীর (গুরু শিষ্যাদির) যে কথা হয়, তাহার নাম বাদ। আত্মা নিত্য কি না? শরীর ইন্দ্রিয় ভিন্ন কি না? ক্ষিতি সকর্ত্তৃক কি না? ইত্যাদি বিষয়ের অবলম্বনে বাদী ও প্রতিবাদীর যে আলোচনা হয়, তাহাই বাদ পদের অভিধেয়। বাদ বিচারে হেত্বাভাসের বিশেষ উপযোগিতা আছে।

৪। জল্প।

প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিবার অভিপ্রায়ে প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা ছল জাতি ও নিগ্রহ স্থানের অবলম্বনে বিজয়াভিলাষি-বাদী ও প্রতিবাদীর যে কথা হয়, তাহার নাম জল্প। জল্পের সাহায্যে যে তর্ক করা হয়, তাহা দ্বারা স্বয়ং কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, পরের মতে দোষ দেওয়া হয় মাত্র। পরের

মন্তব্য।

আরও একটা কথা এই যে, ইতিপূর্ব্বে যে হেত্বাভাসের বর্ণনা করা হইয়াছে, দোষ প্রকরণে উক্ত জাতি তাহারই আভাস মাত্র, সুতরাং জাতির পরিচয় না পাইলে হেত্বাভাস বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা সুকঠিন। এবং নিগ্রহ স্থানান্তর্গত প্রতিজ্ঞা হানি প্রভৃতি ও প্রতিজ্ঞাদির দোষ বই কিছুই নহে, সুতরাং প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে নিগ্রহ স্থানের পরিচয় নিতান্ত আবশ্যক।

অতএব অতি সংক্ষেপে বাদ জল্প প্রভৃতি বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ন্যায় দর্শনের ভাষ্য বার্ত্তিক বৃত্তি প্রভৃতিতে এগুলি বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। (৭৮)

মত দুষ্ট হইলেই নিজের মত প্রবল হইয়া উঠে, ইহাই হইল জল্প ও বিতণ্ডার উপযোগিতা। (ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থানে প্রদর্শনীয় উদাহরণ রাশির মধ্যে কতকগুলি জল্পের আর কতকগুলি বিতণ্ডার উদাহরণ।)

৫। বিতণ্ডা।

নিজ পক্ষ সমর্থন না করিয়া ছল জাতি ও নিগ্রহ স্থানের অবলম্বনে বিপক্ষের মতে দোষারোপ করার নাম বিতণ্ডা। জল্প দ্বারাও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু জল্পকারীর একটা স্থাপনা (নিজ মত) আছে, বৈতণ্ডিকের তাহাও নাই। ইহাই জল্প ও বিতণ্ডার বৈলক্ষণ্য। বিতণ্ডাকারীর নাম বৈতণ্ডিক।

৬। ছল।

জল্প ও বিতণ্ডা বুঝিতে হইলে ছল জাতি ও নিগ্রহ স্থানের পরিচয় আবশ্যক অতএব যথাক্রমে ছল জাতি ও নিগ্রহ স্থানের বর্ণনা করা যাইতেছে। বক্তা যে অভিপ্রায়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া বক্তারবাক্যে দোষ দেওয়ার নাম ছল। ছল তিন প্রকার,-বাক্‌ছল, সামান্যছল ও উপচার ছল।

৭। বাক্ ছল।

এক অর্থ বোধের ইচ্ছায় উচ্চারিত নানার্থক শব্দের অন্য অর্থে তাৎপর্য্য কল্পনা দ্বারা দূষণাভিধানের নাম বাক্ ছল। যথা "এই নব-বস্ত্র দ্বারা আমার শীত বারণ হইবে না," এই কথার উপরে, "আপনার কি জ্বর আসিয়াছে, যে—নয়খানা বস্ত্রও আপনার শীত বারণে সমর্থ হইবে না" এবং "হরি উদিত হইতেছেন," (সূর্য্যাভিপ্রায়ে) বাক্য শ্রবণের পরে "হরি ত বৈকুণ্ঠে থাকেন বলিয়া জানি, তিনি কি মধ্যে মধ্যে তোমাদের এখানে আসিয়া উদিত হন" (বিষ্ণু অভিপ্রায়ে) ইত্যাদি দোষাভিধানের নাম বাক্ ছল।

৮। সামান্য ছল।

সামান্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝাইবার ইচ্ছায় বক্তা সামান্য ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের বাচক যে শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অতি সামান্য অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষারোপ করার নাম সামান্য ছল। যথা, "এই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিদ্বান্ ও জ্ঞানী" এই উক্তি শুনিয়া "ব্রাহ্মণ হইলেই যদি জ্ঞানী ও বিদ্বান্ হয়

তবে আমাদের পাচক-পাচু ঠাকুর ও বিদ্বান্ ও জ্ঞানী"—এরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়ার নাম সামান্য ছল। (বলা বাহুল্য—পাচু ঠাকুর লিখা পড়া জানে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ তাহার সাধারণ জ্ঞানের ও অনেক ত্রুটি আছে)।

৯। উপচার ছল।

শক্য অর্থ বোধের অভিলাষে প্রযুক্ত পদের লক্ষ্য অর্থ কল্পনা দ্বারা, ও লক্ষ্যার্থবোধেচ্ছায় উচ্চারিত শব্দের শক্যার্থ গ্রহণ করিয়া দোষারোপ করার নাম উপচার ছল। যথা,—রাম দাসের মুখ হইতে "আমি নিত্য" (আত্মা-ভিপ্রায়ে) শব্দশ্রবণ করিয়া "তুমি ত কৃষ্ণদাসের ছেলে, সেদিন তাহার স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আবার নিত্য হইলে কিরূপে?" (আমি শব্দের লক্ষ্যার্থ শরীরাভিপ্রায়ে) এবং "হরিদাস গঙ্গায় বাস করিতেছেন" (গঙ্গাশব্দের লক্ষ্যার্থ-তীরাভিপ্রায়ে) এই কথা শুনিয়া, "গঙ্গা—ত জল, তাহাতে মানুষ বাস করিবে কিরূপে?" ইত্যাদি দোষাভিধানই উপচার ছল। ছলদ্বারা বাদীর অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির কোন ক্ষতি হয় না, অতএব ছল সদুত্তর নহে।

প্রশ্ন। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে—বাদী নানার্থক, লাক্ষণিক অথবা শ্লিষ্ট বাক্যের প্রয়োগ না করিলে ছলের সম্ভব থাকিত না, সুতরাং এরূপ শব্দ প্রয়োগের দরুণ অপরাধ বাদীর না হইবে কেন?

উত্তর। তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। কারণ, এমন কোন শব্দ নাই যে, অন্ততঃ লক্ষণা দ্বারা ও তাহার একটা বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষারোপ করা না যায়। ("আমি কাশী যাইব" বাক্য শ্রবণে "আমি পদবাচ্য আত্মা বিভু অথচ নিষ্ক্রিয় তাহার আবার কাশী যাওয়া কি? এরূপ দোষ দেওয়া যাইবে।)

১০। জাতি।

ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধর্ম্ম্য (সমান ধর্ম্ম) বা বৈধর্ম্ম্য (বিরুদ্ধ ধর্ম্ম) দ্বারা জায়মান দোষের নাম জাতি। বাদি প্রযুক্ত হেতুতে প্রত্যনীকভাবে (প্রতিকূল রূপে) জায়মান হয় মাত্র, কিন্তু ব্যবস্থিত হইতে সমর্থ হয় না (টিকিতে পারেনা) বলিয়া জাতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফল কথা—স্বব্যাঘাতক (নিজের অস্তিত্ব ব্যবস্থাপনে অসমর্থ) অসদুত্তরই জাতি। উদাহরণের সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য অনুসারে

সাধ্যের সাধন হেতু, আর উদাহরণের সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য অনুসারে প্রত্যবস্থানই (দোষাভিধানই) জাতি। জাতি ২৪ প্রকার, নিম্নে তাহার উদাহরণ দেখান যাইতেছে।

১১। সাধর্ম্ম্য সম ও বৈধর্ম্ম্য সম।

অন্বয় অথবা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা দ্বারা বাদী কর্ত্তৃক পক্ষে সাধ্য উপসংহৃত হইলে, ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধর্ম্ম্য মাত্র প্রবৃত্ত হেতুদ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের আরোপের নাম সাধর্ম্ম্যসম জাতি। এবং বৈধর্ম্ম্য মাত্র প্রবৃত্ত হেতুদ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবের আরোপের নাম বৈধর্ম্ম্যসম-জাতি। অন্বয় দৃষ্টান্ত পটের [পটে অনিত্যত্ব ও কৃতকত্ব (কৃতিসাধ্যত্ব) উভয় আছে] ও ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত আকাশের (আকাশে অনিত্যত্ব ও কৃতকত্ব কিছুই নাই) সাহায্যে কৃতকত্ব হেতুদ্বারা বাদী কর্ত্তৃক শব্দে অনিত্যত্ব (মীমাংসক বলেন—চিরদিন যাবৎ এক রাম শব্দ উচ্চারণ করা যাইতেছে, তথাপি তাহার কোন ব্যত্যয় ঘটিতেছে না, এবং বেদবাক্য চিরদিনই সমভাবে শ্রুত হইতেছে, তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না; অতএব বৈদিক শব্দ মাত্রই নিত্য [চিরদিন যাবৎ সমভাবে শ্রুত হইতেছে, অথচ কেহ কখনও প্রণয়ন করিয়া ছিল বলিয়া শুনা যায় নাই বলিযাই বেদের নাম শ্রুতি] আর নৈয়ায়িকেরা বলেন—বেদ শব্দ, শব্দ মাত্রই প্রযত্ন সাধ্য অতএব বেদ অনিত্য। শব্দের অনিত্যত্বের অনুমান অবলম্বনে এই উদাহরণ।) সাধিত হইলে, "যদি অনিত্য পটের সাধর্ম্ম্য ও নিত্য আকাশের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধি হইতে পারে, তবে নিত্য আকাশের সাধর্ম্ম্য-অমূর্ত্তত্ব (মূর্ত্তিরহিতত্ব) হেতুদ্বারা শব্দ নিত্য হউক।" এইরূপ দোষারোপের নাম সাধর্ম্ম্যসম। এবং "অনিত্যপটের সাধর্ম্ম্য ও নিত্য আকাশের বৈধর্ম্ম্য অনুসারে শব্দ যদি অনিত্য হইতে পারে, তবে অনিত্য পটের বৈধর্ম্ম্য অমূর্ত্তত্ব (পট-মূর্ত্তিমান্) দৃষ্টান্ত বলে নিত্য হইতে পারে" ইহার নাম বৈধর্ম্ম্য সম।

এই উভয় প্রকার দোষেই সাধর্ম্ম্য মাত্র ও বৈধর্ম্ম্য মাত্র (ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ) গমকত্বে (সাধ্যাভাবের সাধকত্বে) অভিপ্রেত, অতএব ইহাদিগকে সৎপ্রতিপক্ষ দেশনাভাস (সৎপ্রতিপক্ষের আভাস) বলা যায়। অমূর্ত্তত্ব হেতুতে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই; কারণ,—ক্রিয়াতে অমূর্ত্তত্ব আছে কিন্তু নিত্যত্ব নাই। অমূর্ত্তত্ব নিত্যত্বের ব্যাপ্য হইলে সৎপ্রতিপক্ষ দোষই হইত। যেমন যাহা প্রকৃত

হেতু নহে, হেতুর ন্যায় আভাস মান হয় মাত্র, তাহাকে হেত্বাভাস বলা যায়; সেই রূপ যাহা সৎপ্রতিপক্ষ নহে সৎপ্রতিপক্ষের ন্যায় আভাস মান হয় মাত্র, তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ দেশনাভাস বলা যায়। ব্যভিচার দেশনা ভাস, বাধ দেশনা ভাস প্রভৃতি সংজ্ঞাও এতাদৃশ বুৎপত্তি অনুসারেই হইয়াছে।

উল্লিখিত সাধর্ম্ম্যসম ও বৈধর্ম্ম্যসম সদুত্তর নহে। কারণ, ইহাদের একটিও ব্যাপ্তি সাপেক্ষ নহে। শব্দে ব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতা বিশিষ্ট কৃতকত্ব হেতুদ্বারা অনিত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে, ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ সাধর্ম্ম্য মাত্র হেতু দ্বারা তাহা বাধিত হইতে পারে না। তাহা হইলে—অদূষকহেতুর সাধর্ম্ম্য প্রমেয়ত্ব দ্বারা সকল হেতুই নির্দ্দোষ হইয়া পড়িবে। অতএব সাধর্ম্ম্যসম প্রভৃতি কোন জাতিই প্রকৃতের ক্ষতি কর হয় না। এজন্যই জাতিকে অসদুত্তর (অগ্রাহ্য উক্তি) বলা হইয়াছে।

১২। উৎকর্ষসম।

পক্ষ দৃষ্টান্ত অন্যতরে ব্যাপ্তির অসহকারে সাধ্য ও সাধন অন্যতরদ্বারা অবিদ্যমান ধর্ম্মের আরোপের নাম উৎকর্ষসম। কৃতকত্ব (প্রযত্ন সাধ্যত্ব) হেতুদ্বারা পট দৃষ্টান্ত বলে বাদি কর্ত্তৃক শব্দে অনিত্যত্ব অবধারিত হইলে "পটে অনিত্যত্ব সহচরিত যে কৃতকত্ব আছে তাহা রূপের অধিকরণ বৃত্তি, অতএব কৃতকত্ব হেতু দ্বারা শব্দ যদি অনিত্য হইতে পারে, তবে রূপবান্ হউক" এবং শ্রবণেন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় শব্দের সাধর্ম্ম্য কৃতকত্ব থাকায় পটও শ্রবণেন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হউক" ইত্যাদি আরোপই উৎকর্ষসম। ইহাকে অসিদ্ধি দেশনাভাস বলা যায়।

১৩। অপকর্ষসম।

সাধ্য ও দৃষ্টান্ত অন্যতরে ব্যাপ্তির অসহকারে সাধ্য ও হেতু অন্যতরেরসহচরিত ধর্ম্মের অভাব দ্বারা সাধ্য ও হেতু অন্যতরের অভাবের প্রসক্তির নাম অপকর্ষ সম জাতি। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শব্দে অনিত্যত্ব নির্দ্ধারিত হইলে "যদি অনিত্যত্ব সহচরিত কৃতকত্ব-রূপ পটের ধর্ম্ম দ্বারা শব্দ অনিত্য হইতে পারে, তবে কৃতকত্ব ও অনিত্যত্ব সহচরিত-পটধর্ম্ম "রূপ" (শুক্লাদি) না থাকায় শব্দে কৃতকত্ব এবং অনিত্যত্বও না থাকিতে পারে" ইত্যাদি প্রসক্তিই অপকর্ষ সম। ইহাকে বাধ দেশনাভাস (বাধের আভাস) বলা যায়।

১৪। বর্ণ্যসম।

পক্ষবৃত্তি হেতুই গমক (অনুমাপক) হয়। যেখানে সাধ্যের সন্দেহ থাকে তাহার নাম পক্ষ, সাধ্য সন্দেহের বিশেষ্য-পক্ষ বৃত্তি হেতু যে, "দৃষ্টান্ত স্থলে আছে" ইহা বাদীর ও স্বীকার্য্য বটে, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত স্থলেও সাধ্যের সন্দেহ হইয়া পড়িবে। কারণ, পক্ষে হেতুর নিশ্চয় ও সাধ্যের সন্দেহ আছে, সুতরাং হেতুতে সপক্ষ (নিশ্চিত সাধ্যবৎপক্ষ) বৃত্তিত্ব নিশ্চয় সম্ভাবনীয় নহে বলিয়াই হেতু-অসাধারণ হইয়া পড়িল। (হেতু নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ বৃত্তি না হইলেই অসাধা-রণ হয়) ইহাকে অসাধারণ দেশনা ভাস বলা যায়। আর যদি বল যে—"সন্দিগ্ধ সাধ্যক-পক্ষ বৃত্তি হেতু দৃষ্টান্ত স্থলে নাই" তবে—গমকহেতুর অভাবে দৃষ্টান্ত সাধন বিকল হইয়া পড়িবে। ইহাকে বর্ণ্যসম জাতি বলা যায়।

১৫। অবর্ণ্যসম।

দৃষ্টান্ত স্থলে সাধ্যের সিদ্ধি আছে, সেখানে যে-হেতু আছে, শব্দাদি পক্ষে তাহা থাকিলে শব্দে অসন্দিগ্ধ সাধ্যকত্বের আপত্তি হয়। (অসন্দিগ্ধ সাধ্যক দৃষ্টান্ত স্থলীয় হেতু পক্ষে আছে বলিয়া জানা থাকিলে পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ থাকিবে না) ইহারই নাম অবর্ণ্যসম-জাতি। সিদ্ধ সাধ্যক (যেখানে সাধ্যের সিদ্ধি আছে) দৃষ্টান্ত স্থলীয় হেতু যদি পক্ষে না থাকে, তবে গমকহেতুর অভাবে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ ঘটিবে, অতএব বর্ণিত হেতু পক্ষে আছে—একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিলে সন্দিগ্ধ সাধ্যক পক্ষের অভাবে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়িল। ইহাকে অসিদ্ধি দেশনা ভাস বলা যায়।

১৬। বিকল্প সম।

যে কোন ধর্ম্মে যে কোন ধর্ম্মের ব্যভিচার দেখাইয়া ধর্ম্মত্বাবিশেষ হেতুক প্রকৃত হেতুতে প্রকৃত সাধ্যের ব্যভিচার প্রদর্শনের নাম বিকল্প সম।

শব্দ পক্ষ অনিত্যত্ব সাধ্য ও কৃতকত্ব হেতু স্থলে, "কৃতকত্ব হেতুতে গুরুত্বের ব্যভিচার, গুরুত্বে অনিত্যত্বের ব্যভিচার ও অনিত্যত্বে মূর্ত্তত্বের ব্যভিচার আছে, আর ধর্ম্মত্ব—মূর্ত্তত্ব, অনিত্যত্ব, গুরুত্ব ও কৃতকত্ব, এই সবটিতেই আছে, এ অব-স্থায় (কৃতকত্ব গুরুত্বের, গুরুত্ব অনিত্যত্বের, অনিত্যত্ব মূর্ত্তত্বের ব্যভিচারী হইলে)

কৃতকত্ব ও অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইতে পারে” এইরূপ আপত্তিই বিকল্প সম। ইহাকে অনৈকান্তিক দেশনাভাস বলা যায়।

১৭। সাধ্য সম।

হেতু ও উদাহরণাদি অবয়বদ্বারা সাধনীয়ের নাম সাধ্য, আর বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সম্মত-দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তের হেতুতে উদাহরণাদি অবয়ব দ্বারা সাধনীয়ত্ব প্রসক্তির নাম সাধ্য সম। “ক্ষিতি সকর্ত্তৃক, যে হেতু—কার্য্য, যথা—পট। (দৃষ্টান্ত) এখানে ‘যদি যথা পট, তথা ক্ষিতি’ বলা যায়, তবে ‘যথা ক্ষিতি’ তথা পট—একথা বলা অসঙ্গত হইবে না তাহা হইলে ক্ষিতিতে যেমন সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্য, (সাধনীয়) সেইরূপ পটেও সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্য বলিতে হইবে। অন্যথা “যথা পট দৃষ্টান্ত খাটিবেনা।” এইরূপ প্রসক্তির নাম সাধ্যসম। ইহাকে অসিদ্ধি দেশনাভাস বলা যায়।

কথিত উৎকর্ষসমাদি ছয়টির একটিও সদুত্তর নহে। কারণ, ব্যাপ্তি সমবহিত সাধর্ম্ম্য দ্বারা যাহা অবধারিত হইয়াছে, ব্যাপ্তি নিরপেক্ষ কেবল সাধর্ম্ম্যাশ্রিত বিপরীত উক্তি তাহার প্রতি রোধক হয় না।

কৃতকত্ব হেতুদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধি হইবে, কারণ, কৃতকত্ব অনিত্যত্বের ব্যাপ্য। কিন্তু রূপের সিদ্ধি হইবে না, যে হেতু—রূপের ব্যাপ্তি কৃতকত্বে নাই এবং অনিত্যত্বও রূপের ব্যাপ্য নহে, (ক্রিয়াতে অনিত্যত্ব আছে, রূপ নাই) সুতরাং শব্দে রূপ না থাকায় অনিত্যত্বাভাব (ব্যাপকাভাব) সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

বর্ণ্যসমস্থলে সাধ্যের কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য বিশিষ্ট ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে-হেতু দ্বারা পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধি হইয়াছে, দৃষ্টান্তভার প্রতিও তথাবিধ হেতু সত্তাই প্রযোজক, কিন্তু পক্ষবৃত্তি হেতু যে যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তস্থ হেতুও যে সেই সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই, যদি এরূপ নিয়ম থাকে তবে দোষ দেওয়ার জন্য তুমি যে দৃষ্টান্ত দিবে তাহাতে ও সেই দোষ আছে। কারণ, কোন দৃষ্টান্তই সর্ব্বাংশে তুল্য নহে, (তাহা হইলে পদার্থের অভিন্নতা নিবন্ধন দৃষ্টান্তত্বের সম্ভব থাকে না) সুতরাং পক্ষবৃত্তি হেতু দৃষ্টান্ত স্থলে থাকিলেও সেখানে সাধ্যের সন্দেহ হইবে না। (দৃষ্টান্ত স্থলীয় হেতু সন্দিগ্ধ সাধ্যবৎ বৃত্তিত্বাবচ্ছিন্ন নহে, [পক্ষ পর্ব্বত বৃত্তি ধূম হেতু বহ্নি সন্দেহের বিশেষ্য বৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু দৃষ্টান্ত মহানসে বৃত্তি হেতু তাহা হয় নাই; যে হেতু—মহানসে সাধ্যের নিশ্চয়ই আছে।] ধূমত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন।

অবর্ণ্যসম স্থলে, দৃষ্টান্তদৃষ্ট-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক কৃতকত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হেতু পক্ষে থাকায় সাধ্য সিদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু দৃষ্টান্তস্থ সকল ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের সত্তাদ্বারা হয় নাই। সুতরাং দৃষ্টান্ত পটাদি বৃত্তি কৃতকত্ব থাকায় শব্দে যে পটাদিস্থ অসন্দিগ্ধসাধ্যকত্ব (অনিত্যত্ব সাধ্যকত্ব) থাকিবে, একথা বলা যায় না।

বিকল্প সমস্থলে, প্রকৃত সাধ্য ব্যাপ্য প্রকৃত-হেতু (অনিত্যত্ব ব্যাপ্য কৃতকত্ব) দ্বারা পক্ষে যে সাধ্যের নির্ণয় হইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মের ব্যভিচার দ্বারা তাহার প্রতিষেধ করা যায় না। তাহা হইলে মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের আলোক দ্বারা যে-সূর্য্যোদয়ের অনুমিতি হয়, তাহাতেও অপ্রমাত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে। কারণ—আলোকে যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মের (পটরূপাদির) ব্যভিচার আছে।

সাধ্যসম স্থলে, সিদ্ধপক্ষে সাধ্য ব্যাপ্য যে-হেতু দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি হইয়াছে, সেই হেতু দ্বারা পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সিদ্ধি হয় নাই। তাহা করিতে গেলে কোথায়ও সাধ্য সিদ্ধির আশা থাকিবে না, সুতরাং প্রতিবাদীর দোষ দেওয়াও অসম্ভব।

১৮। প্রাপ্তি সম ও অপ্রাপ্তি সম।

হেতু সাধ্যকে পাইয়া (সাধ্যের সহিত মিলিত হইয়া) সাধ্যের সাধক হয়, অথবা না পাইয়া সাধ্যের সাধক হয়? যদি পাইয়া সাধ্যের সাধক হয়, তবে কোনটি সাধ্য আর-কোনটী সাধক তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন? ইহারই নাম প্রাপ্তি সম। আর যদি না পাইয়া (সাধ্যের সহিত মিলিত না হইয়া) ও হেতু সাধ্যের সাধক হইতে পারে, তবে কলিকাতার আলোকমালা শ্রীহট্টের অন্ধকার দূরীকরণে সমর্থ হউক? এরূপ প্রসক্তিকে অপ্রাপ্তি সম বলা যায়।

ইহাদের একটিও দোষ (সদুত্তর) নহে। কারণ, হেতু মাত্রই যে সাধ্যের সহিত মিলিত হইয়া সাধ্যের সাধক হইবে, অথবা সাধ্যের সহিত মিলিত না হইয়া সাধ্যের সাধক হইবে এমন কোন বাঁধাবাধি (অবশ্যক্‌৯প্ত) নিয়ম নাই। কোন কোন কারণ মিলিত হইয়াও কার্য্য সম্পাদন করে, যথা অধিকরণ, করণ, কর্ত্তা। (গৃহ, তাত, তন্তুবায়) ইহারা মিলিত হইয়াই পট নির্ম্মাণ করে। আর স্থল বিশেষে বহু দূরবর্ত্তী কারণের আনুকূল্যেও কার্য্য নিষ্পত্তি হয়। যথা—অভিচার কর্ত্তা শত্রুর সহিত মিলিত না হইয়া পীড়াদি দ্বারা শত্রু বধের নিমিত্ত হন; এবং বিচারকেরা স্থল বিশেষে বহু দূরে থাকিয়াও অপরাধের বিবরণ জানিয়া অপরাধীর দণ্ডের বা প্রাণ রক্ষার হেতু হন। এসম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্তই আছে।

১৯। প্রসঙ্গ সম।

যে কার্য্যের প্রতি যে পদার্থ কারণ হয়, তাহার একটা সাধক থাকে। এই সাধকের প্রসঙ্গানুসারে দোষারোপের নাম প্রসঙ্গ সম। যেখানে ধারা বাহিক ক্রমে "কেন"র আবির্ভাব হয়, যথা "কুঠার দ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদ করা যায় কেন? কুঠার তীক্ষ্ণ; তীক্ষ্ণ কেন? যে হেতু-লৌহ নির্ম্মিত, লৌহ নির্ম্মিত হইলে তীক্ষ্ণ হইবে কেন? ইত্যাদি" সেখানেই প্রসঙ্গসম-জাতি দোষ ঘটে। ইহাকে অনবস্থাদেশনাভাস বলে। ইহাও সদুত্তর নহে। কারণ, গভীর নিশিথে গৃহাদিতে পুস্তকাদির প্রত্যক্ষ করা প্রদীপ সাপেক্ষ বটে, কিন্তু সেই প্রদীপ প্রত্যক্ষ প্রদীপান্তর সাপেক্ষ নহে, প্রদীপ স্বপ্রকাশ। অতএব, সর্ব্বত্রই যে—সাধনের প্রতি সাধনান্তর, অথবা দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টান্তান্তর প্রদর্শন করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। স্বভাবতঃই বস্তু বিশেষ কার্য্য বিশেষের হেতু, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ফল কথা—"কেন"—ধারার নিবর্ত্তনে বস্তুস্বভাব ভিন্ন কেহই সমর্থ নহেন।

২০। প্রতি দৃষ্টান্ত সম।

ব্যাপ্ত্যাদি নিরপেক্ষ প্রতি দৃষ্টান্ত দ্বারা (বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা) দোষ দেওয়ার নাম প্রতি দৃষ্টান্ত সম। যথা "শব্দ যদি কৃতকত্ব হেতুক পট দৃষ্টান্ত দ্বারা অনিত্য হইতে পারে, তবে নিরবয়বত্ব হেতুক আকাশ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিত্য হইতে পারে"—ইত্যাদি। ইহাকে বাধ প্রতিরোধ অন্যতর দেশনাভাস বলা যায়।

প্রতি দৃষ্টান্তসম ও অসদুত্তর। কারণ—প্রতি দৃষ্টান্ত (বিপরীত দৃষ্টান্ত) স্বার্থ সাধক হইলেও তাহা দ্বারা প্রকৃত দৃষ্টান্ত অসাধক হয় না। (উভয় দৃষ্টান্ত তুল্যবল হইলে বাধক হইবে না) অপিচ ব্যাপ্ত্যাদি নিরপেক্ষ-প্রতিদৃষ্টান্ত ব্যাপ্তি সাপেক্ষ দৃষ্টান্তের সৎপ্রতি পক্ষও নহে (জন্য রূপাদিতে নিরবয়বত্ব আছে, কিন্তু নিত্যত্ব নাই) যে, কার্য্য প্রতিরোধ করিবে। প্রতি হেতু তুল্যবল না হইলে সৎপ্রতিপক্ষ হয় না "সমানবলৌ হি সৎপ্রতিপক্ষৌ নতূত্তম হীনবলৌ, নহি ভবতি তরক্ষুঃ সৎ-প্রতিপক্ষো হরিণ শাবকস্য" ইত্যাদি উক্তিই তাহার প্রমাণ।

২১। অনুৎপত্তি সম।

প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব (কৃতকত্ব) নিবন্ধন শব্দে অনিত্যত্বসিদ্ধি হইতে পারে না, কারণ—উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দে প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব না থাকায় তৎকালে অনিত্যত্ব

সম্ভাবনীয় নহে, সুতরাং শব্দ নিত্য বলিতে হইবে; নিত্যের উৎপত্তি নাই। অতএবই ইহাকে অনুৎপত্তিসম-জাতি বলা হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে পক্ষে (শব্দে) কৃতকত্ব হেতুর অসত্তাপত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ইহাকে অসিদ্ধি-দেশনাভাস বলা যায়।

অনুৎপত্তি সম সদুত্তর নহে। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দ থাকে না, উৎপত্তি হইলেই শব্দ হয়, সুতরাং তৎকালে অসিদ্ধির আশ্রয় নাই। এঅবস্থায় অসিদ্ধির অবসর কোথায়?

২২। সংশয়সম।

অনিত্যত্ব জ্ঞাপক কৃতকত্ব হেতুদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধির ন্যায় ঐন্দ্রিয়কত্ব (ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়ত্ব) রূপ গোত্বাদি নিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য দ্বারা নিত্যত্বের সিদ্ধি হইতে পারে। ইহাকে সৎপ্রতিপক্ষ দেশনাভাস বলা যায়।

ইহার অসদুত্তরত্বের প্রতি হেতু এই যে—শব্দে গোত্বাদির সাধর্ম্ম্য ঐন্দ্রিয়কত্ব দ্বারা নিত্যত্ব সংশয়ের আপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু এই আপত্তি নিত্যের বৈধর্ম্ম্য কৃতকত্ব দ্বারা সুদূর পরাহত হইয়া যাইবে। ঐন্দ্রিয়কত্ব অনিত্য পটাদিতে আছে, সুতরাং অনিত্যের বৈধর্ম্ম্য নহে, কিন্তু কার্য্যত্ব সর্ব্বথাই নিত্যের বৈধর্ম্ম্য; যদি কার্য্যত্ব জ্ঞান (বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান) সত্ত্বেও নিত্যত্ব সংশয় হয়, তবে সেই সংশয় অবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ এরূপ হয় না, তাহা হইলে স্থাণুর বৈধর্ম্ম্য "কথা বার্ত্তা" শ্রবণের পরে ও দীর্ঘত্বাদি স্থাণু সাধর্ম্ম্য জ্ঞান বলে স্থাণুত্বাশঙ্কা অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

২৩। প্রকরণ সম।

অধিক বলত্বে আরোপিত প্রমাণান্তর (অন্বয় ব্যতিরেক ও উভয় সহচার জ্ঞান) দ্বারা প্রত্যবস্থানের নাম প্রকরণ সম। যথা—কৃতকত্ব হেতুদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সাধিত হইলে "ইহা ঠিক নহে, কারণ—নিত্যত্ব সাধক শ্রাবণত্ব দ্বারা বাধিত" ইহাকে বাধ দেশনাভাস বলা যায়।

ইহাও সদুত্তর নহে। কারণ, শ্রাবণত্ব হেতুদ্বারা নিত্যত্ব সাধিত হইলেই বাধ হইবে না; যে হেতু—কৃতকত্ব হেতু দ্বারা ইহার পূর্ব্বেই অনিত্যত্ব সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে।

২৪। অহেতু সম।

"হেতু সাধ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া সাধক হয়" বলা যায় না। কারণ—পূর্ব্বে সাধ্য না থাকিলে কাহার সাধক হইবে? "সাধ্যের পরবর্ত্তী হইয়া হেতু সাধ্যের সাধক হয়," একথাও বলা যায় না। কারণ—সাধন না থাকিলে সাধ্য হইবে কাহার? যুগপৎ উভয়ের বিদ্যমানতা দ্বারাও সাধ্য সাধক ভাব সম্ভাবনীয় নহে, কারণ, যুগপৎ বিদ্যমান পদার্থ দ্বয়ের কোনটি সাধ্য, আর কোনটি সাধক তাহার প্রতি বিনিগমক নাই। অহেতুর (সাধ্যের) সাধর্ম্ম্য দ্বারা এই দোষের অহেতু সম আখ্যা হইয়াছে। ইহাকে প্রতিকূল দেশনাভাস বলা যায়।

অহেতু সম সদুত্তর নহে। হেতু দ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হয়। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অশ্ব সম্মুখীন হইলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হয়, ইহাতে অশ্বের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অথবা চক্ষুর পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের উপযোগিতা নাই (চক্ষু অপেক্ষা অশ্বের বয়স কম হউক, আর অধিক হউক, আলোকাদির সমবধানে অশ্বের চাক্ষুষের অন্যথা ভাব ঘটিবেনা) প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়াদির (কারণের) সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ অপেক্ষা করে মাত্র। তীব্র-উষ্ম ভাবি-বৃষ্টির (সাধ্যের) অনুমাপক হয়, এবং নদীর বেগ বৃদ্ধি দ্বারা অতীত বৃষ্টির অনুমিতি হয়, সুতরাং হেতু সাধ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া অথবা পরবর্ত্তী হইয়া সাধ্যের সাধক হইবে—এরূপ কোন নিয়ম অঙ্গীকার করা যায় না। অঙ্গীকার করিলে প্রতিষেধক যে প্রতিষেধ্যের নিবর্ত্তক হয়, তাহাতেও এই তর্ক খাটিবে।

২৫। অর্থাপত্তি সম।

অর্থাপত্তি মূলক প্রত্যবস্থানের নাম অর্থাপত্তি সম। যদি অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য প্রযত্নানন্তরীয়কত্বদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে, তবে, অর্থাৎ— নিত্যের সাধর্ম্ম্য অস্পর্শত্বাদি দ্বারা নিত্যতাও সংস্থাপিত হইতে পারে এবং এক পদার্থে যাহা সংস্থাপিত হইয়াছে, অর্থাপত্তি দ্বারা পদার্থান্তরে তাহার অভাব বুঝায়, "শব্দে অনিত্যতা সংস্থাপিত হইলে অর্থাপত্তি দ্বারা শব্দ ভিন্নে নিত্যতা বুঝাইবে।" (ইহা দ্বারা দৃষ্টান্তাসিদ্ধি ও বিরোধ ঘটিবে) অপিচ কৃতকত্ব হেতুদ্বারা শব্দে অনিত্যতা সংস্থাপিত হইলে অন্য হেতুদ্বারা অর্থাৎ শব্দ নিত্য বুঝাইবে, (ইহা দ্বারা বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষ দোষ ঘটে) আর অনুমান দ্বারা শব্দে

অনিত্যতা সিদ্ধি হইলে প্রমাণান্তর (প্রত্যক্ষাদি) দ্বারা শব্দ নিত্য বুঝাইবে; (ইহা দ্বারা বাধ দোষ ঘটে) কারণ,—বিশেষের বিধি শেষের (তদ্ভিন্নের) নিষেধ ফলক ও বিশেষের নিষেধ শেষের অভ্যনুজ্ঞা (অনুমোদন) ফলক। ইহাকে সর্ব্বদোষ দেশনা ভাস বলা যায়।

অর্থাপত্তি সম নিতান্তই অসদুত্তর। কারণ, এক পদার্থে যাহা সাধন করা যায়, পদার্থান্তরে যে তাহার অভাব থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই। অন্যথা "দুগ্ধ সাদা" বলিলে কার্পাসাদি কিছুই সাদা নহে বুঝাইত, এবং ধূমাদি দর্শনে গৃহে অগ্নির অনুমিতি হইলে অন্য কোথাও অগ্নি নাই বুঝাইত। বস্তুতঃ এরূপ বুঝায় না।

২৬। অবিশেষ সম।

দুই পদার্থে (শব্দে ও পটে) একধর্ম্ম (প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব অর্থাৎ প্রযত্নের পরভাবিত্ব) থাকায় যদি উভয় অবিশেষ (যেমন পট অনিত্য সেইরূপ শব্দ ও অনিত্য) হয়, তবে সকলপদার্থই অবিশেষ হইতে পারে। কারণ, পটে যেমন প্রমেয়ত্ব আছে, সেইরূপ আত্মা আকাশ প্রভৃতিতেও প্রমেয়ত্ব আছে। তাহা হইলে আকাশ আত্মা প্রভৃতি সকল পদার্থই অনিত্য হইতে পারে। ইহাকে প্রতিকূলদেশনাভাস বলা যায়।

অবিশেষ সম সদুত্তর নহে। কারণ,—এক পদার্থে (শব্দে) অপর পদার্থের (পটের) ধর্ম্ম (অনিত্যত্ব) আছে বলিয়া জগতের সকল (আত্মাদি) পদার্থেই যে তাহার (পটের) ধর্ম্ম (অনিত্যত্ব) থাকিবে এমন কোন নিয়ম নাই। সূর্য্যের সমান ধর্ম্ম প্রকাশকত্ব অগ্নিতে থাকায় গভীর অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে ও অগ্নির আনুকূল্যে পটাদির প্রত্যক্ষ হয় বটে, কিন্তু সুবর্ণাদির সাহায্যে তাহা হয় না।

২৭। উপপত্তি সম।

ব্যাপ্তি পক্ষধর্ম্মতা ব্যতিরেকে সিদ্ধান্তবাদীর দৃষ্টান্তের যে কোন ধর্ম্ম দ্বারা স্বপক্ষ সাধনাভিলাষে দোষাভিধানের নাম উপপত্তি সম। যথা—কৃতকত্ব হেতু দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব সিদ্ধান্তিত হইলে "যেমন তোমার পক্ষ (শব্দের অনিত্যতা পক্ষ) সপ্রমাণ, সেইরূপ আমার পক্ষ (শব্দের নিত্যতা পক্ষ) ও সপ্রমাণ। যে হেতু তোমার পক্ষ ও আমার পক্ষ, এতদন্যতরত্ব (একতরত্ব) আছে; যথা—

তোমার পক্ষ। (অন্ততরত্ব উভয়েই থাকে)" ইহাকে বাধ দেশনাভাস বা প্রতিরোধ দেশনাভাস বলা যায়।

ইহাকেও সদুত্তর বলা যায় না। কারণ, সিদ্ধান্তবাদীর পক্ষের সাধক প্রমাণ প্রতিকূলবাদীর অঙ্গীকৃত হইলে, (প্রতিবাদীর "যেমন তোমার পক্ষ সপ্রমাণ" বাক্য দ্বারাই বাদীপক্ষের সাধক প্রমাণের অঙ্গীকার প্রতিপাদিত হইয়াছে) সিদ্ধান্তবাদীর পক্ষের প্রতিকূলে কোন কথা বলিবার যোগ্যতা বাদীর থাকে না। আর যদি অঙ্গীকারের অস্বীকার করিতে পারেন, তবে নিজ মতের অনঙ্গীকার ও তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে।

২৮। উপলব্ধি সম।

বাদীর নির্দ্দিষ্ট কারণের উপলব্ধি না হইলেও সাধ্যের উপলব্ধির সাহায্যে প্রত্যবস্থানের নাম উপলব্ধি সম। অনিত্যত্বের সাধনের হেতুত্বে অভিহিত প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব না থাকিলেও বায়ু সংযোগ দ্বারা বৃক্ষ শাখা ভঙ্গজাত শব্দে অনিত্যত্ব উপলব্ধি হয়, অতএব প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব অনিত্যত্বের সাধক নহে। এবং এই প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব অনিত্যত্ব মাত্রের সাধক নহে, ইষ্ট সাধনত্বের ও সাধক। অপিচ কেবল শব্দের অনিত্যত্বের সাধক ও নহে পটাদির অনিত্যত্বের ও সাধক, ইহা অস্বীকার করিলে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ ঘটিবে। ইহাকে বাধ দেশনাভাস বলা যায়।

ইহাও সদুত্তর নহে। কারণ,—"প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব দ্বারাই অনিত্যত্বের সিদ্ধি হইবে, অন্যহেতু দ্বারা হইবে না, প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব অনিত্যত্বেরই সাধক হইবে অন্যের সাধক হইবে না, অথবা শব্দমাত্রের অনিত্যত্বের সাধক হইবে অন্যের হইবে না।" এরূপ অবধারণ করা হয় নাই। কার্য্যের এক কারণের উল্লেখ করিলে ইহা ছাড়া আর কারণ নাই, অথবা ইহা অন্যের কারণ নহে, এরূপ বুঝা যায় না। অন্যথা হেতুর অসাধকত্বে যে-হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাও অসাধক হইতে পারিবে না। কারণ, তাহা ছাড়াও অসাধক থাকিতে পারে।

২৯। অনুপলব্ধি সম।

নৈয়ায়িকেরা শব্দের অনিত্যতা সাধন করিয়া বলিয়াছেন "শব্দ নিত্য হইলে উচ্চারণের পূর্ব্বেও শুনা যাইত, কারণ—এখানে সুবর্ণাদির আবরণ পটাদির ন্যায়

কোন আবরণ নাই, থাকিলে উপলব্ধি হইত"। এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে জাতিবাদী বলিলেন,—"যদি আবরণের অনুপলব্ধি দ্বারা আবরণের অভাব সিদ্ধি হয়, তবে আবরণের অনুপলব্ধির অনুপলব্ধি দ্বারা তাহার অভাব সিদ্ধি হউক। তাহা হইলে অনুপলব্ধি দ্বারা আবরণাভাব সিদ্ধি হইল না, প্রত্যুত আবরণের সিদ্ধি হইয়া পড়িল। অতএব শব্দের নিত্যত্বের প্রতি আবরণের অনুপলব্ধি বাধক নহে" ইহাকে প্রতিকূল দেশনাভাস বলে। অনুপলব্ধি সম জাতির অসদুত্তরত্বের প্রতি হেতু এই যে, "আবরণের অনুপলব্ধির" উপলব্ধি হয় না বলিয়া যে তাহা নাই, একথা বলা যায় না। কারণ, অনুপলব্ধি বলিতে উপলম্ভের অভাব মাত্র বুঝায়। যাহা আছে-তাহার উপলব্ধি হয়, আর যাহা নাই তাহার উপলব্ধি হয় না। অনুপলব্ধি অসৎ-উপলব্ধির অভাব; অভাবত্ব নিবন্ধনই তাহার উপলব্ধি হয় না; আবরণ সৎ পদার্থ তাহা থাকিলে অবশ্যই উপলব্ধি হয়। যেখানে উপলব্ধি হয় না সেখানে নাই। বস্তু না থাকিলেই তাহার উপলব্ধির অভাব অনুপলব্ধি অবশ্যম্ভাবী। আবরণের অনুপলব্ধির অনুপলম্ভাত্মক অভাব নিজ বিষয়ে প্রবর্ত্তমান হইয়া তাহার প্রতিষেধে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ কাগজ দেখিতেছি কলম দেখিতেছি না, শব্দ দ্বারা জাহাজের অনুমিতি হইতেছে, প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইত্যাদি প্রতীতিই অনুপলব্ধি বিষয়িণী, (যেমন "কলম" জ্ঞান, কলম বিষয়ক, আর "কলম দেখিতেছি" জ্ঞান, কলম দর্শন বিষয়ক, সেইরূপ "জাহাজ নাই" জ্ঞান জাহাজের অভাব বিষয়ক, জাহাজ দেখিতেছি না জ্ঞান, জাহাজের অনুপলব্ধি বিষয়ক)।

৩০। অনিত্য সম।

অনিত্য পটের সাধর্ম্ম্য কৃতকত্ব নিবন্ধন যদি শব্দ অনিত্য হইতে পারে, তবে তাহার সাধর্ম্ম্য প্রমেয়ত্ব দ্বারা গগনাদি সকল পদার্থ অনিত্য হউক। ইহাকে প্রতিকূল তর্কদেশনাভাস বলা যায়।

অনিত্য সম সদুত্তর নহে। কারণ সাধ্যের যৎকিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য থাকায় সকল পদার্থেই-সাধ্য (অনিত্যত্ব) থাকিতে পারে, এইরূপ প্রসক্তির ভয়ে যদি সাধর্ম্ম্যকে অসাধক বলা যায়, তবে প্রতিষেধেরও অবসর থাকিবে না। যে হেতু-প্রতিষেধও প্রতিষেধ্যের সাধর্ম্ম্য দ্বারা প্রবর্ত্তিত। (তুমি বলিতেছ—কৃতকত্ব-

সাধক নহে; যেহেতু—দৃষ্টান্তের ধর্ম্ম, যথা—সত্তা [সত্তা জাতি দৃষ্টান্ত-পট বৃত্তি হইয়াও যেমন শব্দের নিত্যত্বের সাধক হয় না, সেইরূপ কৃতকত্ব হেতুও শব্দের অনিত্যত্বের সাধক হয় না] এখানে তোমার হেতু হইয়াছে "তোমার প্রতিষেধ্য-সাধকত্বের, আমার হেতু কৃতকত্বের ও সত্তার সহিত সাধর্ম্ম্য") সাধর্ম্ম্য হেতু না হইলে প্রতিষেধ করা অসম্ভব। আর যদি বল যে, "সাধর্ম্ম্য মাত্র অসাধক নহে," পরন্তু ব্যাপ্তি সংকৃতসাধর্ম্ম্য, তবে প্রস্তাবিত স্থলে কোন দোষ থাকিবে না। কারণ—কৃতকত্ব হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু সত্তা হেতুতে নিত্যত্বের ব্যাপ্তি নাই। (লেখনীতে সত্তা আছে কিন্তু নিত্যতা নাই।)

৩১। নিত্যসম।

শব্দ অনিত্য বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, "শব্দে যে অনিত্যতা আছে তাহা নিত্য, কি—অনিত্য" যদি নিত্য হয় তবে ধর্ম্মের সদাতনত্ব নিবন্ধন ধর্ম্মীও সদাতন (নিত্য) হইয়া পড়িবে। আর যদি নিত্য না হয়, তবে নিত্যতার অভাবে (শব্দবৃত্তি অনিত্যতা নিত্য না হওয়ায় ।) শব্দ নিত্য হইবে। ইহাকে বাধ-দেশনাভাস, অথবা বিরুদ্ধ দেশনাভাস বলা যায়। ইহাও সদুত্তর নহে। কারণ—"প্রতিষেধ্য শব্দে সর্ব্বদা (যত সময় পর্য্যন্ত শব্দ থাকে তত সময় ব্যাপিয়া) অনিত্যতা আছে" একথা বলিলেই শব্দের অনিত্যতা অঙ্গীকার করা হইল, অনিত্যতা অঙ্গীকৃত হইলে আর নিত্য বলা যায় না। ইহা কদাপি সম্ভাবনীয় নহে যে, অনিত্য শব্দে (সর্ব্বকালাসম্বন্ধী শব্দে) নিত্য একটা অনিত্যতা (সর্ব্বকাল সম্বন্ধিতা) আছে। তাহা হইলে ব্যাঘাত দোষ ঘটে।

৩২। কার্য্য সম।

"শব্দ অনিত্য, যেহেতু—প্রযত্নানন্তরীয়ক, প্রযত্নের পর যাহার আত্মলাভ হয়, তাহা পূর্ব্বে ছিল না পরে উৎপন্ন হইয়াছে, যথা পরিদৃশ্যমান-পট। পট অনিত্য, কারণ—চির দিন থাকে না। বাদীর এই সিদ্ধান্তের উপরে জাতিবাদী বলিতেছেন, প্রযত্নের কার্য্য অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কোন কোনটার প্রযত্নের পরে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। শব্দে যে প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব আছে, তাহা প্রযত্নানন্তর আত্মলাভ, অথবা অভিব্যক্তি, ইহার কোন নিশ্চয় নাই। (কার্য্যের অবিশেষ

দ্বারা দোষ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কার্য্যসম ; প্রযত্নানন্তর "অভিব্যক্তি" অর্থ গ্রহণ করিলে, অনৈকান্তিক, আর প্রযত্নের পরে উৎপত্তি অর্থ গ্রহণ করিলে অসিদ্ধি। (অতি দীর্ঘ দীর্ঘিকার অপর পারে কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ কাটিতেছে—এঅবস্থায় কুঠারধারীর দিগে দৃক্পাত করিলে যে সময়ে কাষ্ঠে কুঠার সংযোগ চাক্ষুষ হয়, [কুঠার সংযোগের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ছেদকের প্রযত্ন ছিল] তাহার অনেক সময় পরে শব্দ শুনা যায়, সুতরাং এই শব্দে প্রযত্নানন্তরীয়-কত্ব নাই) ইহাকে অসিদ্ধি দেশনাভাস বলা যায়।

কার্য্য সমজাতি সদুত্তর নহে। কারণ, যেখানে প্রযত্নের পরে অভিব্যক্তি হয়, সেখানে অনুপলব্ধির কারণ আছে। তাহার অপসারণ ঘটিলেই অর্থের উপলব্ধি অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়। যথা, দর্পণের উপরে ময়লা থাকিলে দর্পণে মুখ দেখা যায় না, কিন্তু ময়লা অপসারিত করিলে মুখ দেখা যায়। শব্দ স্থলে এমন কোন আবরণ নাই যে তাহার অপসারণ করিয়াই শব্দ শুনিতে হইবে। বিদ্যুদ্দীপ্তি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ না শুনার প্রতি হেতু এই যে,—বিদ্যুৎ যে শব্দ উৎপাদন করে আমরা তাহা শুনিতে পাই না, আমরা শুনি তরঙ্গমালার ন্যায় বিদ্যুজ্জনিত শব্দ পরম্পরায় উৎপন্ন শব্দ। সেই শব্দ বিদ্যুতের অনেকক্ষণ পরে উৎপন্ন হয়। (জলে ঢিল ফেলিলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহা যেমন ক্রমশঃ তরল হইয়া সকল দিগে সমভাবে প্রবাহিত হইতে হইতে জলেই লীন হয়, সেইরূপ আকাশের যে অংশে অভিঘাত সংযোগ হয় তথা হইতে উৎপন্ন শব্দ সকল দিগে সমভাবে ক্রমশঃ মৃদুতা প্রাপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে হইতে আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। অতএবই বিদ্যুদ্দর্শনেরও কুঠারাঘাত দর্শনের অনেক সময় পরে শব্দ শুনা যায়। এসম্বন্ধে অনেক কথা বক্তব্য আছে, গ্রন্থ গৌরব ভয়ে ক্ষান্ত রহিলাম) অতএব একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—শব্দে-যে-প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব আছে তাহা অভিব্যক্তি নহে, উৎপত্তি।

৩৩। কথাভাস।

বর্ণিত নিয়মে জাতি বাদীর সকল কথারই সদুত্তর দ্বারা নিরাস করিতে হইবে। তাহা হইলে কথার (বাদী প্রতিবাদীর আলোচনার) ফল তত্ত্ব নির্ণয় ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অসদুত্তর দ্বারা জাতি বাদীর মত খণ্ডন করিতে গেলে তাহা

হইবে না, পরন্ত কুতর্ক চলিতে থাকিবে। এইরূপ কুতর্ক পরম্পরার নাম কথাভাস। কথাভাসে আপাততঃ ছয়টা পক্ষ আছে, নিম্নে সাধারণ ভাবে তাহার উদাহরণ দেখান যাইতেছে। যথা, শব্দ অনিত্য; যেহেতু—কার্য্য, (প্রযত্নানন্তর-উপলভ্যমান) ইহা হইল স্থাপনা বাদীর পক্ষ, এই পক্ষই প্রথম। ইহার প্রতিকূলে জাতি-বাদীর "কার্য্যত্ব হেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী, অথবা প্রযত্নের কার্য্য অনেক প্রকার (কার্য্যসম)" এইরূপ উক্তি, প্রতিষেধ—ইহা হইল দ্বিতীয় পক্ষ। জাতি বাদীর এই প্রতিষেধকে (ব্যভিচারকে) সদুত্তর দ্বারা নিরাস না করিয়া যদি স্থাপনা বাদী বলেন "অনৈকান্তিকত্বহেতুক (কার্য্যত্বহেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হইয়াছে বলিয়া) যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, (অনিত্যত্বের সাধক নহে—বলা হইয়াছে) প্রতিষেধে (দোষে) ও এই দোষ (অনৈকান্তিকত্ব হেতুতেও অসাধকত্বের অসাধকত্ব দোষ) আছে। কারণ, অনৈকান্তিকত্ব হেতু সকলের অসাধক হয় না; যেহেতু—তাহার নিজের অসাধকত্ব সাধনেই সমর্থ নহে" তবে ইহা হইবে স্থাপনাবাদীর তৃতীয় পক্ষ, ইহাকে বিপ্রতিষেধ বলা যায়। ইহার উপরে যদি জাতি বাদী বলেন, "তোমার এই হেতুতেও অনৈকান্তিকত্ব দোষ আছে অথবা মদুক্ত হেতুর সমান দোষ আছে" তবে ইহা হইবে চতুর্থ পক্ষ। ইহাকে প্রতিষেধ বিপ্রতিষেধ বলা যায়। এই উক্তির পরে স্থাপনাবাদীর "তোমার দ্বিতীয় পক্ষে (প্রতিষেধ পক্ষে) আমি যে দোষ দিয়াছিলাম তাহার খণ্ডন না করিয়া বিপ্রতিষেধ পক্ষে (মদীয় তৃতীয় পক্ষে) প্রতিষেধ বিপ্রতিষেধ দ্বারা যে সমান দোষের প্রসক্তি দেখাইয়াছ তাহাতে তুমি মতানুজ্ঞা নামক নিগ্রহস্থান দোষগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ" (বিপক্ষ প্রদত্ত দোষ অঙ্গীকার করিয়া বিপক্ষের উপরে সেই দোষের আরোপ করার নাম মতানুজ্ঞা)" এইরূপ উক্তি পঞ্চম পক্ষ। স্থাপনা বাদীর এই কথার উপরে জাতি বাদীর "তোমার হেতুতে, (স্থাপনাবাদীর কার্য্যত্ব হেতুতে) আমি যে অনৈকান্তিকত্ব দোষ দিয়াছিলাম তাহার উদ্ধার না করিয়া তোমার নিজপক্ষ সাধন ক্রমে প্রতিষেধেও (জাতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষেও) এই দোষ (অনৈকান্তিকত্ব দোষ) আছে," বলায় তোমারও মতানুজ্ঞা দোষ ঘটিয়াছে"। এইরূপ উক্তিই ষষ্ঠ পক্ষ।

এই ছয় পক্ষের প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ স্থাপনাবাদীর, আর দ্বিতীয় চতুর্থ ও ষষ্ঠ এই তিন পক্ষ জাতি বাদীর। ইহাদের ভাল মন্দ বিচারে প্রবর্ত্ত

হইবে দেখা যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পক্ষে পুনরুক্তি দোষ, তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষে মতানুজ্ঞা দোষ, আর প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেত্বভাব দোষ, (স্থাপনাবাদী কৃতকত্ব হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি থাকার প্রতি বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, ও জাতি বাদী কৃতকত্ব হেতুতে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ অনিত্যত্বের ব্যভিচার থাকার প্রতি বিশেষ হেতু প্রদর্শন করেন নাই) আছে। অতএব ইহাদের কোন পক্ষেরই প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে না, কারণ, ইহারা উভয়ই অযুক্তবাদী। স্থাপনাবাদী সদুত্তর দ্বারা জাতি বাদীর মত খণ্ডন করিলে ষট্ পক্ষের (কথাভাসের) অবসর থাকে না। এই যে সকল জাতির উল্লেখ করা হইল ইহারা তত্ত্ব নির্ণয়ের উপযোগী নহে, কুতর্ক ও নাস্তিকাদির মত খণ্ডনে এগুলির উপযোগিতা আছে মাত্র।

৩৪। নিগ্রহ স্থান।

বিপ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধভাবে জানা) ও অপ্রতিপত্তির (নাজানার) ফলে যে দোষের আবির্ভাব হয় তাহার নাম নিগ্রহ স্থান। পরাজয়ের হেতুতা প্রযুক্তই ইহার নিগ্রহ স্থান সমাখ্যা হইয়াছে। নিগ্রহস্থান প্রায়ই তত্ত্ববাদীর (তত্ত্ব নির্ণয়ার্থে বিচারে প্রবর্ত্তমান) বা অতত্ত্ববাদীর (যিনি কেবল বিপক্ষকে পরাভূত করিবার অভিলাষে বিচারে প্রবর্ত্তমান) উক্তির উপরে প্রতিজ্ঞাদির অবলম্বনে অথবা স্বাবলম্বনে আবির্ভূত হয়। নিগ্রহ স্থান ২২ প্রকার, নিম্নে যথাক্রমে তাহার উদাহরণাদি দেখান যাইতেছে।

(১) প্রতিজ্ঞা হানি।

যাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তনের নাম প্রতিজ্ঞা হানি। ইহা—পক্ষ, হেতু, দৃষ্টান্ত, সাধ্য ও হেতুর বিশেষণ এই পাঁচটির অবলম্বনে (হানি দ্বারা) আবির্ভূত হয় বলিয়া পাঁচ প্রকার যথা,—"শব্দ অনিত্য, যে হেতু—ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়," এই বিশেষ উক্তির (প্রতিজ্ঞার) পরে "এক-রাম শব্দ বার বার শুনিতেছি, তাহা অনিত্য হইবে কেন?" প্রতিবাদীর এইরূপ প্রতিবাদ শুনিয়া যদি বাদী বলেন—তাহা হইলে "ঘট, পক্ষ" তবে প্রতিজ্ঞাহানি হইবে। (এইটি পক্ষ হানি দ্বারা) এবং পূর্ব্বোক্ত স্থলেই "ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতু ব্যভিচারী" এইরূপ প্রতিবাদীর উক্তির পরে "তাহা হইলে কার্য্যত্ব হেতু।"

(এইটি হেতু হানি দ্বারা) ও "পর্ব্বতে অগ্নি আছে, যে হেতু—ধূম আছে, যথা সুতপ্ত লৌহপিণ্ড," এস্থলে "দৃষ্টান্ত লৌহপিণ্ডে ধূম নাই"—প্রত্যুক্তির পরে,তাহা হইলে "মহানস দৃষ্টান্ত"। (এইটি দৃষ্টান্ত হানি দ্বারা) অপিচ এস্থলেই "পর্ব্বতে অগ্নি আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি সুতরাং সিদ্ধ সাধন" এই প্রত্যুক্তি শ্রবণে, তাহা হইলে "ইন্ধন সাধ্য" (এইটি সাধ্য হানি দ্বারা) এবং নীলধূম হেতু স্থলে "ব্যর্থ বিশেষণাক্রান্ত ধূম অনুমাপক নহে"-প্রত্যুক্তির পরে তাহা হইলে 'ধূম-হেতু' (এইটি বিশেষণ হানি দ্বারা) ইত্যাদি বাদীর উক্তিদ্বারা প্রতিজ্ঞা হানি দোষ ঘটে।

(২) প্রতিজ্ঞান্তর।

প্রতিজ্ঞাত অর্থের প্রতিষেধের পর সেই দোষের উদ্ধারাভিলাষে বিশেষণান্তর (পক্ষাংশে বা সাধ্যাংশে) প্রক্ষেপ দ্বারা অর্থান্তর কল্পনার নাম প্রতিজ্ঞান্তর। যথা "শব্দ নিত্য"—প্রতিজ্ঞার পরে, "মৃদঙ্গাদি ধ্বনিতে নিত্যত্ব নাই (বাধ) এই প্রত্যুক্তির পরে "বর্ণাত্মক শব্দ" পক্ষ করিলে প্রতিজ্ঞান্তর দোষ ঘটে। এক্ষেত্রে পূর্ব্বের সাধ্য পরিত্যাগ করা হয় নাই, বিশেষণ মাত্র দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে প্রতিজ্ঞা হানি বলা যায় না।

(৩) প্রতিজ্ঞা বিরোধ।

প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধের, অথবা বাদীর বাক্যদ্বয়ের বিরোধের নাম প্রতিজ্ঞা বিরোধ। যথা—দ্রব্য, গুণ নহে, যে হেতু—রূপাদি ভিন্ন কোন পদার্থের উপলব্ধি হয় না" এখানে প্রতিজ্ঞার সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ ঘটিয়াছে, কারণ, দ্রব্য যদি গুণ ভিন্ন হয় তবে রূপাদি হইতে অর্থান্তর হইয়াছে, সুতরাং "রূপাদির অর্থান্তর নহে" একথা খাটে না।

(৪) প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাস।

প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপরে অন্যের দোষারোপের পরে সেই দোষের হাত এড়াইবার অভিলাষে যদি বাদী প্রতিজ্ঞাত অর্থের পরিহার করেন তবে প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাস দোষ ঘটে। যথা "শব্দ অনিত্য যে হেতু—ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরে "ঘটত্বাদি জাতিতে ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়ত্ব আছে, কিন্তু অনিত্যত্ব নাই" এইরূপ প্রত্যুক্তি শ্রবণে যদি বাদী বলেন—"কে বলে শব্দ অনিত্য" তবে প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাস দোষ ঘটিবে।

(৫) হেত্বন্তর।

বিপক্ষ প্রদত্ত দোষের উদ্ধারমানসে পূর্ব্বোক্ত হেতুতাবচ্ছেদকাতিরিক্ত হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভিধানের নাম হেত্বন্তর। শব্দ পক্ষ অনিত্যত্ব সাধ্য ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতু স্থলে পটত্বাদি-জাতি অন্তর্ভাবে ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতুতে প্রতিবাদী ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে যদি জাতি সমানাধিকরণ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতু করা হয়, (জাতিতে জাতি না থাকায় ব্যভিচার নাই) তবে হেত্বন্তর দোষ ঘটে।

(৬) অর্থান্তর।

প্রকৃতের অনুপযোগী (অসম্বদ্ধ) বাক্যের নাম অর্থান্তর। "শব্দ অনিত্য যেহেতু—কার্য্য" এই উক্তির পরে—"শব্দ গুণ তাহা আকাশে থাকে, হরিদাসের বাক্য বড় মধুর" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিলে অর্থান্তর দোষ ঘটে।

(৭) নিরর্থক।

যে শব্দ শক্তি বা নিরূঢ় লক্ষণা দ্বারা কোন অর্থ প্রতিপাদক হয় না তাহার নাম নিরর্থক। যথা—"ক, চ ট ত প, জ ব দ গ ড, যে হেতু শব্দত্ব আছে, যথা ঝ ঘ ধ ভ ঢ" ইত্যাদি উক্তির নাম নিরর্থক নিগ্রহ স্থান।

(৮) অবিজ্ঞাতার্থ।

যে শব্দ অবহিত চিত্তে বার বার (তিন চারি বার) শুনিলেও অভিজ্ঞ মধ্যস্থের অর্থ বোধ হয় না। তাহাকে অবিজ্ঞাতার্থ বলা যায়। যথা বৌদ্ধদের "চতুষ্কন্ধ, রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কার স্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ" ইত্যাদি শব্দ। এবং "এই ধরণীধৃতি হেতু, ত্রিনয়ন তনয় বাহন সমান নাম ধেয়বান্ যেহেতু—তদীয় কেতু আছে" ইত্যাদি বাক্যও অবিজ্ঞাতার্থ নিগ্রহ স্থান।

(৯) অপার্থক।

পরস্পর আকাঙ্ক্ষা রহিত পদ নিচয়ের নাম অপার্থক। যথা, দাড়িম্বী, উপবেশন, কুণ্ড, পলল, নদী, ইত্যাদি।

(১০) অপ্রাপ্ত কাল।

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের অযথা (হেতুর পরে উপনয় তৎপরে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি) বিধানের নাম, অপ্রাপ্তকাল নিগ্রহ স্থান।

(১১) ন্যূন।

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের যে কোন একটি না থাকিলে ন্যূননিগ্রহস্থান দোষ ঘটে, ইহাতে সাধনের অভাব নিবন্ধন সাধ্য সিদ্ধি হয় না।

(১২) অধিক।

একহেতুদ্বারা সাধ্য সিদ্ধি হয়, এঅবস্থায় অন্যহেতুর উপন্যাস করিলে অধিক নিগ্রহ স্থান দোষ ঘটে। উদাহরণাদি অবয়ব সম্বন্ধেও এই নীতি অনুসরণীয়।

(১৩) পুনরুক্তি।

অনুবাদ ভিন্ন পুনর্ব্বচন, অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন পুনর্ব্বচনের নাম পুনরুক্তি নিগ্রহ স্থান। অনুবাদ ব্যাখ্যা স্বরূপ, সুতরাং নিষ্প্রয়োজন নহে, স্থল বিশেষে অনুবাদ দ্বারা বিশেষ অর্থ লাভ হয়।

(১৪) অননুভাষণ।

"মধ্যস্থ যাহা ভালরূপে বুঝিয়াছেন" প্রতিবাদীর এরূপ বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও তাহার প্রত্যুচ্চারণ না করার নাম অননুভাষণ নিগ্রহ স্থান। প্রত্যুচ্চারণ না করিলে পর পক্ষের প্রতিষেধ নিরবলম্বন হইয়া পড়ে।

(১৫) অজ্ঞান।

"মধ্যস্থেরা যাহা বিষদভাবে বুঝিয়াছেন" প্রতিবাদীর তাদৃশ বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া উত্তর না দিলে অজ্ঞান নিগ্রহ স্থান দোষ ঘটে।

(১৬) অপ্রতিভা।

বিপক্ষের মত খণ্ডনের অসামর্থ্যের নাম অপ্রতিভা নিগ্রহ স্থান। অপ্রতিভ পুরুষ নিগৃহীত হন।

(১৭) বিক্ষেপ।

প্রতিবাদীর (বিপক্ষের) কথার উত্তর দেওয়ার সময় উপস্থিত হইলে, 'এখন আমার অন্য একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্য নির্ব্বাহের পরে উত্তর দিব" ইত্যাদি উক্তির নাম বিক্ষেপ নিগ্রহ স্থান। গুরুদাহ দর্শনাদি অপরিহার্য্য প্রয়োজনে অবসর নিলে বিক্ষেপ দোষ ঘটিবে না।

(১৮) মতানুজ্ঞা।

বিপক্ষপ্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করিয়া "আপনার পক্ষেও এই দোষ আছে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পর পক্ষে সেই দোষ প্রদর্শনের নাম মতানুজ্ঞা; বিপক্ষের মতের অনুমোদন দ্বারা মতানুজ্ঞা সংজ্ঞা হইয়াছে। যথা "শব্দ নিত্য যেহেতু—শ্রাবণ," এখানে ধ্বনিতে বিপক্ষ প্রদত্ত ব্যভিচার বারণ না করিয়া "শব্দ অনিত্য যে হেতু কার্য্য" এইরূপ বিপক্ষের অনুমানে হেত্বাভাস দোষ প্রদর্শন করিলে মতানুজ্ঞা দোষ ঘটিবে।

(১৯) পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ।

বিপক্ষের নিগ্রহ স্থান দোষ থাকিলে তাহার পর্য্যনুযোগ না দেওয়ার (প্রদর্শন না করার) নাম পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ। এস্থলে কাহার দোষ অধিক তাহা মধ্যস্থের বিবেচ্য।

(২০) নিরনুযোজ্যানুযোগ।

নিগ্রহ স্থান দোষ না থাকিলে নিগ্রহ স্থানের অভিযোগ করার নাম নিরনুযোজ্যানুযোগ নিগ্রহ স্থান।

(২১) অপসিদ্ধান্ত।

শাস্ত্রকারের বা প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করিয়া অনিয়মে কুতর্ক করার নাম অপসিদ্ধান্ত।

(২২) হেত্বাভাস।

হেত্বাভাসের কথা বলা হইয়াছে, যাহার হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ থাকিবে তিনি নিগৃহীত হইবেন।

এই যে ২২ প্রকার নিগ্রহ স্থানের বর্ণনা করা গেল, যাহার পক্ষে ইহাদের যে কোন একটি দোষ থাকিবে তিনিই বিচারে পরাজিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইতি অনুমান চিন্তামণির কথা প্রকরণ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

———:•:———

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বরানুমান।

—:•:—

কথিত নিয়মে অনুমান নিরূপিত হইলে, এই অনুমান দ্বারা বিশ্ব নির্ম্মাতা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ও তাঁহার কৌশল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। অনুমান যথা,—ক্ষিতি সকর্ত্তৃক যেহেতু—কার্য্য, যথা পট, (পটে কার্য্যত্ব ও সকর্ত্তৃকত্ব বাদী প্রতিবাদী উভয়ের অঙ্গীকৃত, সুতরাং '' ক্ষিতিতে কার্য্যত্ব হেতু থাকায় সকর্ত্তৃকত্ব আছে'' ইহা প্রতিবাদীকে অনিচ্ছায় ও অঙ্গীকার করিতে হইবে) (অনুমান প্রামাণ্য দ্রষ্টব্য) এই অনুমানের পক্ষ, সাধ্য ও হেতুর যথার্থতায় যে সকল সন্দেহ হইতে পারে তাহা ক্রমশঃ দেখাইয়া পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে,—ক্ষিতি প্রভৃতি পক্ষ হইতে পারে না। কারণ, ক্ষিতি, জল, তেজ প্রভৃতি জন্য পদার্থ নিচয়কে অনুগত রূপে (একরূপে) ধরা যায় না। (যে যে ধর্ম্মিতে সাধ্যের অনুমিতি হয় তৎসমুদায়ের একরূপে নির্ণয় না হইলে অনুমিতি যথার্থ হয় না, এখানে ক্ষিতি, জল প্রভৃতি জন্য মাত্রেই সকর্ত্তৃকত্ব সাধনীয়; তাই একরূপে ক্ষিত্যাদির নির্ণয় আবশ্যক) যে হেতু—ইহাদের অনুগত কোন ধর্ম্ম নাই।

যে সকল পদার্থে সকর্ত্তৃকত্বের সংশয় থাকায় বিচার আরম্ভ হইয়াছে, অথবা বিবাদের বিষয়ীভূত যে সকল পদার্থ তৎসমুদায়েরও অনুগত একটা ধর্ম্ম নাই যে, সেইরূপে নিখিল পক্ষের জ্ঞান হইবে। বিভিন্নরূপে সকল পক্ষের জ্ঞান দ্বারাও অনুমিতি সম্ভাবনীয় নহে। কারণ,—ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার কার্য্য আছে তৎসমুদায়কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিচয় করা মানুষের সাধ্যাতীত, আর সাধ্যায়ত্ত হইলে ও এতদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত প্রতিবাদীও মধ্যস্থ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না।

"শরীর সাপেক্ষ কর্ত্তা (যিনি শরীর ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে অসমর্থ) যাহা করেন নাই, অথবা যে পদার্থ শরীরজন্য নহে, অথচ জন্য, সেই পদার্থই পক্ষ" একথা বলিলেও নিস্তার নাই। কারণ, যাহা কোন শরীরীর ভোগ্য নহে, এমন কোন পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই। যে পদার্থ যাহার ভোগ্য সেই পদার্থ তাহার জন্মান্তরীণ-শরীর সাপেক্ষ-কর্ম্ম জন্য-অদৃষ্ট দ্বারা ঘটিত, (বীজও প্রয়োজন ব্যতিরেকে জগতে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই) সুতরাং "সৃষ্টির আদি কালীন পদার্থ গুলি ও তত্তৎ পদার্থের উপভোক্তার সর্গান্তরীয় শরীর সাপেক্ষ কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে" ইহা অস্বীকারের সুযোগ নাই। অতএব জন্য মাত্রেই শরীর জন্যত্ব আছে, যেখানে সাক্ষাৎ শরীর জন্যত্ব নাই, সেখানে পরম্পরায় আছে, সুতরাং শরীর নিরপেক্ষ কার্য্য অপ্রসিদ্ধ। (৭৯)

মন্তব্য।

(৭৯) সৃষ্টির প্রথমে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের বৈলক্ষণ্যের (কেহ মানুষ, কেহ পশু, কেহ কীট, একটি ভক্ষ্য, অপরটি ভক্ষক ইত্যাদির) প্রতি হেতু কি?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া নৈয়ায়িকেরা সৃষ্টির অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। সৃষ্টি সাদি হইলে আদি সৃষ্টিতে কার্য্য বৈচিত্র্য ঘটিতে পারে না। কারণ, এক জাতীয় কারণ কলাপ দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় কার্য্য উৎপন্ন হয় না। (বলা বাহুল্য—সৃষ্টি সাদি বলিলে সকল কার্য্যের প্রতিই মায়া, কিংবা প্রকৃতিও পুরুষ, অথবা পরমাণুও ভগবদিচ্ছাদি কারণ বলিতে হইবে, এগুলিতে সামগ্রীর কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই।)

যাহারা প্রকৃতিকে জগৎ কারণ, ও পুরুষকে দ্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাদের মতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির গুণের তারতম্যানুসারে জড় বস্তুর বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা থাকিলেও বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন ভোগ সাধনের প্রতি এক প্রকৃতি মাত্র কারণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সাংখ্য দর্শনেও পুরুষের বন্ধের প্রতি প্রকৃতি ও পুরুষের অনাদি সংযোগ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব বলিতেহইবে—"সৃষ্টি প্রবাহ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, ইহার একটা সর্ব্বপ্রথম নাই"। তবে মধ্যে মধ্যে এক এক বার

"জন্য প্রযত্নের অজন্য, অথবা বাদী ও প্রতিবাদী উভয় সম্মত প্রযত্নজন্য ভিন্ন যে-জন্য" তাহাকেও পক্ষ করা যায় না। কারণ, সকল কার্য্যেই অদৃষ্ট দ্বারা জন্য কৃতির জন্যত্ব আছে; ইহা উভয়েরই স্বীকার্য্য।

যে যত্ন দ্বারা অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় তাহার অজন্য যে জন্য তাহাকে, অথবা যত্নের সাক্ষাৎ কার্য্য যে-জন্য তাহাকে পক্ষ করিলেও চলিবে না। কারণ, কার্য্য মাত্রের প্রতিই ভগবৎ প্রযত্ন হেতু, সুতরাং অদৃষ্টের প্রতিও তাহার কারণতা আছে, অতএব ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে ও অদৃষ্টজনক প্রযত্নের অজন্যত্ব থাকে না। এবং পটাদিতে অদৃষ্টের অজনক প্রযত্নজন্যত্বও প্রযত্নের সাক্ষাৎ জন্যত্ব থাকায় আংশিক সিদ্ধ সাধন দোষ হয়। (যে প্র ত্ন দ্বারা পট উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে অদৃষ্টের জনকতা নাই, এবং পটাদিতে সকর্ত্তৃকত্ব উভয়বাদি

মন্তব্য।

সুষুপ্তির (গাঢ় নিদ্রার—যে নিদ্রায় স্বপ্নও দেখা যায় না) ন্যায় জগতের যাবৎ কার্য্য প্রবাহ বন্ধ থাকে, অথবা অন্যান্য জগতের কার্য্য প্রবাহ চলিলেও এক এক সময়ে এক এক জগতের কার্য্য প্রবাহ বন্ধ থাকে। (সুষুপ্তির সময় যেমন ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য বন্ধ থাকে, এবং সুষুপ্তি ভঙ্গ হইলে পুনশ্চ চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রলয়াবস্থায় জগতের যাবৎ কার্য্য প্রবাহ বন্ধ থাকেও নিয়মিত প্রলয় কাল অতীত হইলেই আবার সৃষ্টিকার্য্য চলিতে থাকে) এক বার বন্ধের পর যখন পুনশ্চ সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হয়, সেই সময়ই সৃষ্টির প্রথম কাল বলিয়া ব্যবহার হয় মাত্র। এসম্বন্ধে দর্শনকারদের মতের ফলতঃ কোন প্রভেদ নাই। অতএব সর্গাদ্যকালীন বস্তুও ভোক্তার সর্গান্তরীয় শরীর সাপেক্ষ-কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট দ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণু প্রভৃতি কারণ কলাপ নিত্য, ইহাদের বৃত্তি রোধের সম্ভব নাই। পরন্তু অদৃষ্টের বৃত্তিরোধ অস্বীকার করা যায় না। কারণ, গুরুতর অপরাধী ব্যক্তি সম্বৎসর ব্যাপি সশ্রম রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও ঐ কালের অন্তঃপাতি সুষুপ্ত্যাদিকালে দণ্ডভোগ করে না। যদি বল যে, সুষুপ্ত্যাদি ভিন্নকালই তাহার দণ্ডার্হ, তবে গুরুতর অপরাধের সম্পূর্ণ দণ্ডভোগ না করিয়া যে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে, ইহাই অদৃষ্টের বৃত্তিরোধের ফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। (৭৯)

সিদ্ধ, যাহা উভয়বাদি সিদ্ধ তাহার অনুমান করিলে সিদ্ধ সাধন হয়, সুতরাং ক্ষিত্যাদির সকর্ত্তৃকত্ব উভয়বাদি সিদ্ধ না হইলে ও আংশিক সিদ্ধ সাধন অপরি হার্য্য)।

এসকল দোষ এড়াইবার অভিলাষে যদি আদিপদ ত্যাগ করিয়া ক্ষিতিমাত্র পক্ষ করা হয়, তবে অঙ্কুরাদি অন্তর্ভাবে ব্যভিচার সন্দেহ হইয়া পড়িবে। কারণ, অঙ্কুরে কার্য্যত্বের নির্ণয়ও সকর্ত্তৃকত্বের সংশয় আছে। নিশ্চিত সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর সন্দেহ হইলেই যে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব দোষ ঘটে, এমন নহে ; হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধর্ম্মিকত্ব সংশয় (সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতু আছে—এই জ্ঞানের সাধ্যাভাবাংশে অথবা হেতুর থাকা অংশে সংশয়) হইলেই হেতু দুষ্ট (সন্দিগ্ধানৈকান্তিক) হয়। সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর সন্দেহ হইলে অথবা হেতুর অধিকরণে সাধ্যাভাবের সন্দেহ হইলে হেতুতে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব দোষ হয়। কিন্তু পক্ষান্তর্ভাবে হেতুর অধিকরণে সাধ্য সন্দেহ হেতুর দুষ্টত্ব সম্পাদক নহে, তাহা হইলে—অনুমান মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে ; যেহেতু—প্রায়ই পক্ষে সাধ্য সন্দেহ থাকে, অথচ হেতুর নির্ণয় সকল পক্ষেই আছে

এক্ষেত্রে ইহাও বলা যায় না যে,—"আদি পদ ছাড়িয়া দিলে অঙ্কুরে হেতুর নিশ্চয় না থাকা কালে কার্য্যত্ব হেতুতে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব থাকিবে বটে, কিন্তু হেতুর নিশ্চয় হইয়া গেলে সাধ্য সন্দেহ সত্ত্বেও সাধ্যানুমিতি হইয়া যাইবে। তৎকালে ক্ষিতি পক্ষকের ন্যায় অঙ্কুর পক্ষক সাধ্যানুমিতির কারণ কলাপ বর্ত্তমান আছে, অতএবই অঙ্কুরকে পক্ষসম বলা হইয়াছে। (যে পদার্থ অনুমিতির উদ্দেশ্য নহে অথচ সাধ্য সন্দেহের বিষয় তাহার নাম পক্ষসম)" যে হেতু—অঙ্কুর পক্ষ নহে বলিয়াই হেতুতে পক্ষ ধর্ম্মতার অভাব নিবন্ধন বাদীর অভিলষিত অনুমানের বিষয় নহে। তৎকালে অঙ্কুরকেও পক্ষ বলিয়া ধরিয়া নিলে বাদীর প্রতিজ্ঞান্তর দোষ ঘটে। (প্রতিজ্ঞান্তর নিগ্রহ স্থানের অন্তর্গত) "অন্য প্রতিজ্ঞাদি দ্বারা অঙ্কুরে সাধ্যানুমিতির পরে ক্ষিতিতে সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্যের অনুমিতি হইবে" একথাও বলা যায় না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে কোনটি পূর্ব্বে হইবে, কোনটী পরে হইবে—ইহার নিয়ামক না থাকায় একটিও হইবে না। অপিচ অন্য প্রতিজ্ঞাদি দ্বারা অঙ্কুরে সকর্ত্তৃকত্ব সাধন করিতে গেলে ক্ষিতির অন্তর্ভাবে কার্য্যত্ব সন্দিগ্ধানৈকান্তিক হইয়া পড়িবে। এবং ক্ষিতি ও অঙ্কুর উভয়ে সকর্ত্তৃ-

কত্বের বিবাদ থাকা অবস্থায় কেবল অঙ্কুরে সকর্তৃকত্ব সাধন করিতে গেলে অর্থান্তর দোষ ঘটিবে। বিশেষতঃ এই নিয়মে এক একটি উপাদানের অভিজ্ঞ সিদ্ধি হইলেও ঈশ্বর সিদ্ধি হইল না ; কারণ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর; ক্ষিতি বা অঙ্কুরের কর্ত্তৃত্ব সাধিত হইলেই ঈশ্বর সিদ্ধি হইল না। ক্ষিত্যঙ্কুরাদি ছাড়িয়া সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুক পক্ষ করিলে চলিত বটে, (তৎকালীন দ্ব্যণুকে অন্যের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বথা অসম্ভব) কিন্তু চার্ব্বাকাদি নাস্তিকেরা সৃষ্টির আদি স্বীকার না করায় সে আশাও সুদূরপরাহত। বলা বাহুল্য—পক্ষও হেতু উভয়-বাদি সিদ্ধ না হইলে অনুমিতি হয় না। এই গেল পক্ষের কথা।

এখন দেখা যাউক, সকর্তৃকত্ব সাধ্যটা কি ? কৃতির আশ্রয়ের সহভাব, অথবা কৃতির অশ্রয়ের জন্যত্ব, সাধ্যমান সকর্তৃকত্ব নহে ; কারণ—তাহা হইলে মানুষের কৃতির আশ্রয়ের সহভাবও জন্যত্ব দ্বারা সিদ্ধসাধন দোষ হইয়া পড়িবে। যদি বল, ' উপাদান (সমবায়ি কারণ) গোচর অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞান-চীকির্ষা-কৃতিমৎ জন্যত্বই সাধ্যমান সকর্তৃকত্ব" তাহা হইলেও নিস্তার নাই। কারণ—উপাদান গোচরত্ব যদি যৎকিঞ্চিৎ উপাদান গোচরত্ব হয়, তবে তন্তুবায়াদির উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞানাদি দ্বারা সিদ্ধ সাধন হইবে। অপিচ ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির জনক যে অদৃষ্ট তাহার জনক মানুষের জ্ঞানাদিও উপাদান গোচর হইয়াছে, (যে অদৃষ্ট রাশির আনুকূল্যে ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার মূলীভূত যাগাদির কারণ-জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্নে উপাদান গোচরত্ব আছে) সুতরাং মানুষের জ্ঞানাদি দ্বারা ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতেও সকর্তৃকত্ব থাকায়,—ন্যায় মতে সিদ্ধসাধন দোষ হইয়া পড়িবে। এই সিদ্ধসাধন বারণ মানসে সাক্ষাৎ কৃতি জন্যত্বকে সকর্তৃকত্ব বলিলেও চলিবেনা। কারণ, সাক্ষাৎ কৃতি জন্যত্ব শব্দের অর্থ "কৃতি জন্যের অজন্য, অথচ কৃতিজন্য, অথবা কৃতির অব্যবহিতোত্তর-ক্ষণবর্ত্তী" বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পট দৃষ্টান্তই সাধ্য বিকল হইয়া পড়িবে, যে হেতু—প্রযত্ন জন্য-চেষ্টা (শরীরক্রিয়া) দ্বারাই পট উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কৃতিজন্যের (চেষ্টার) অজন্য না হওয়ায় ও প্রযত্নের অব্যবহিতোত্তরক্ষণবর্ত্তী (যে ক্ষণে চেষ্টার উৎপত্তি হইয়াছে সেই ক্ষণবর্ত্তী) না হওয়ায় পটে সাক্ষাৎ কৃতি জন্যত্ব সাধ্য নাই। আর যদি পট দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া শরীর গত-চেষ্টা দৃষ্টান্ত স্থলে উপন্যস্ত করা যায়, তবে পটান্তর্ভাবে

ব্যভিচার হইবে। কারণ, পটে কার্য্যত্ব আছে কিন্তু কৃতি জন্যের অজন্যত্ব রূপে সকর্তৃকত্ব নাই। বিশেষতঃ সাক্ষাৎ কৃতি জন্যত্ব সাধ্য হইলে চেষ্টাত্ব উপাধি হইয়া পড়ে, যেহেতু—চেষ্টাত্বে সাক্ষাৎ কৃতি জন্যত্ব সাধ্যের ব্যাপকত্বও কার্য্যত্ব হেতুর অব্যাপকত্ব আছে। চেষ্টাত্ব উপাধি হইলে ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে চেষ্টাত্বের অভাব দ্বারা তাহার ব্যাপ্য সকর্তৃকত্বের অভাব সিদ্ধি হইয়া যাইবে; কারণ, যেখানে ব্যাপকাভাব থাকে সেখানে ব্যাপ্যাভাব অবশ্যই আছে।

ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতি মৎ জন্যত্ব সাধ্য করিলে চেষ্টাত্ব সাধ্যের ব্যাপক হয় না বটে, (এই সাধ্য ক্ষিতিতেও আছে) কিন্তু চার্ব্বাক মতে অঙ্কুরাদি গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান প্রসিদ্ধ না থাকায় সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়িবে।

প্রশ্ন। "উপাদান শব্দটি সম্বন্ধিবাচক, (যে কোন ব্যক্তির সমবায়ি কারণকে বুঝায়) সুতরাং পট, ক্ষিতি প্রভৃতি পদ থাকিলে পটাদির উপাদানকেই উপস্থিত করিবে, 'রামপ্রসাদ মাতৃভক্ত' বলিলে তাহার নিজেরমায়ের ভক্তই বুঝায়) তাহা হইলে ক্ষিতি—সকর্তৃকা স্থলে ক্ষিতিতে নিজের উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞানাদি জন্যত্ব সিদ্ধি হইয়া যাইবে"।

উত্তর। শাব্দবোধে (শব্দ জন্য জ্ঞানে) এরূপ নিয়ম আছে বটে, কিন্তু অনুমানাদিতে তাহা নাই। এখানে শব্দ থাকিলেও তাহা প্রমাণ নহে, কারণ, বাদী প্রতিবাদী উভয়ই বিজিগীষু; আপ্ত-শব্দই প্রমাণ, বিজিগীষুর শব্দ প্রমাণ নহে। অনুমান স্থলে যেরূপে সাধ্যে ব্যাপকতা বোধ হয়, সেই রূপেই অনুমিতিতে সাধ্যের ভান হয়। এখানে ক্ষিতি প্রভৃতির উপাদান জন্যত্ব রূপে ব্যাপকতা বোধ হয় নাই, বোধ হইয়াছে—উপাদান জন্যত্ব রূপে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দোষই অব্যাহত আছে, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে ইহাও বুঝা যায় যে—পটাদিতে পটাদির উপাদান জন্যত্ব রূপেই সাধ্যের উপস্থিতি হইয়াছে, উপাদান জন্যত্বরূপে হয় নাই, সুতরাং সেই রূপে ব্যাপ্তিগ্রহ হওয়া কুত্রাপি সম্ভাবনীয় নহে। এবং সামান্য লক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণ, অথবা যোগজ সন্নিকর্ষ দ্বারা উপাদান গোচরাপরোক্ষ-জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতি শীল তন্তুবায়াদি অন্তর্ভাবে সিদ্ধ সাধনেরও সম্ভব আছে। (৮০)

তন্তুবায়াদির উপাদান গোচর জ্ঞানাদি ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির পূর্ব্বে না থাকিলেও, তাদৃশ জ্ঞানাদিমান্ আত্মা তখনও ছিল, যেহেতু—আত্মা নিত্য।

অপিচ অদৃষ্ট দ্বারা মানুষেও ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির হেতুতা আছে, (মানুষের পূর্ব্ব সর্গীয় কর্ম্ম জন্ম অদৃষ্টের আনুকূল্যেই এই সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যথা

মন্তব্য।

(৮০) লৌকিক ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের ন্যায় প্রত্যক্ষের প্রতি অলৌকিক সন্নিকর্ষেরও উপযোগিতা আছে। তন্মধ্যে সামান্য লক্ষণার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; এখানে অপর দুইটির কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

যে জাতীয় আম্র ভক্ষণে সমধিক মাধুর্য্য অনুভব করা হইয়াছে, সেই জাতীয় আম্রে চক্ষুঃ সংযোগ ঘটিলে "এই আম বড়ই মিষ্ট" এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়। বলা বাহুল্য—এই আম্রের সহিত রসনার সংযোগ ঘটে নাই, এবং মিষ্ট-রস চক্ষুরিন্দ্রিয়, গ্রাহ্য নহে। অতএব বলিতে হইবে "আমের সহিত চক্ষুঃ সন্নিকর্ষের পর আম প্রত্যক্ষ হইলে, আমের সন্নিকর্ষ বলে সুমধুর রসের স্মরণ, এবং তৎপরে "এই আম বড় মিষ্ট" এইরূপ সুমধুর রস সম্পন্ন আমের চাক্ষুষ হইয়া থাকে। সামান্য লক্ষণা দ্বারা এই প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ, এই প্রত্যক্ষের পূর্ব্বে রাসন প্রত্যক্ষের সামগ্রী নাই। (সামান্য লক্ষণা নির্ব্বচনে অনুসন্ধেয়) অতএব জ্ঞান লক্ষণ নামে স্বতন্ত্র একটা সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হইয়াছে। এই সন্নিকর্ষ বলে পূর্ব্বজাত জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থ পরবর্ত্তী জ্ঞানে ভাসমান হয়। এখানে এই মাত্র বিশেষ—লৌকিক সন্নিকর্ষ বলে যে অংশের ভান হইবে তাহাতে লৌকিকত্ব, আর যে অংশ অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে ভাসমান হইবে তাহাতে অলৌকিকত্ব থাকিবে। "এই লাল আম বড় মিষ্ট" এই প্রত্যক্ষের "লাল আম" অংশ লৌকিক ও "বড় মিষ্ট" অংশ অলৌকিক। (জ্ঞান লক্ষণা দ্বারা সামান্য লক্ষণার সন্নিকর্ষত্ব খণ্ডন করা যায় না। কারণ, পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিলেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়তাপন্ন গবয়ত্ব সন্নিকর্ষ বলে সামান্য লক্ষণা দ্বারা নিখিল গবয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে)

যোগজ সন্নিকর্ষ বলে যোগীরা এক স্থানে বসিয়া সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন. ভারতবর্ষে অদ্যাপি ইহার দৃষ্টান্তের অভাব ঘটে নাই।

প্রস্তাবিত স্থলে ক্ষিতি প্রভৃতিতে অলৌকিক সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানাদি মৎ কর্ম্মকারাদি জন্যত্ব থাকায় সিদ্ধ সাধন হইয়াছে। (৮০)

ভগবদিচ্ছা, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য কারণের সমাবেশে সৃষ্টি চিরদিন সর্ব্বভাবে চলিতে থাকিত, কদাপি প্রলয় হইত না)। সুতরাং ইহা দ্বারাও সিদ্ধসাধন হইল। এই সিদ্ধসাধন নিরাস মানসে জ্ঞানাদির সাক্ষাৎ জন্যত্ব বলিলেও চলিবে না, কারণ, জ্ঞানাদির সাক্ষাৎ জন্যত্ব ক্ষিতিতে নাই। (ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান জন্য-ইচ্ছা প্রভব-প্রযত্ন সাপেক্ষ কর্ম্ম জন্য-অদৃষ্ট দ্বারা ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে)।

যদি বল যে,—এ সকল দোষ এড়াইবার অভিপ্রায়ে "যোগজ-ধর্ম্মাজন্য, জন্য সবিকল্পকের অজন্য ও সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষাজন্য উপাদান গোচরাপরোক্ষ-জ্ঞান চিকীর্ষা-কৃতিমৎ জন্যত্বকে", অথবা "অনাগত (ভাবি পদার্থ) গোচর সাক্ষাৎকার জনক যে প্রত্যাসত্তি তাহার অজন্য ও জন্য জ্ঞানাদি বিশিষ্টের অজন্য যে জন্য" তাহাকে, কিংবা "অনাগত বিষয়ক সাক্ষাৎকার জনক প্রত্যাসত্তির অজন্য ও উপাদান গোচরাপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষাকৃতিমৎ জন্যকেই" সাধ্য করা যাইবে। (এখানে জ্ঞানের অব্যবহিত উত্তরবর্ত্তী যে-যত্ন তাহাতেই জনকত্ব বিবক্ষা, কিন্তু জ্ঞান, ইচ্ছাও যত্নের যৌগপদ্য বা পৌর্ব্বাপর্য্য বিবক্ষিত নহে, অতএব সাধ্যাপ্রসিদ্ধির বা বাধের অবসর রহিল না। (৮১)

মন্তব্য।

(৮১) যোগজ সন্নিকর্ষ জন্য-প্রত্যক্ষ, তন্তুবায়াদির সবিকল্পক-বিশেষণজ্ঞান জন্য উপাদান বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান ও সামান্য লক্ষণসন্নিকর্ষ জন্য উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতিমৎ জন্যত্ব ধরিয়া অতিব্যাপ্তি হয়, অতএব প্রথম সাধ্যে যথাক্রমে তিনটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। লঘবাভিপ্রায়ে সাধ্যান্তরের উপন্যাস করা হইয়াছে। যোগজ সন্নিকর্ষ ও সামান্য লক্ষণা দ্বারা ভাবি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধসাধন অনিবার্য্য, এবং লৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানের আনুকূল্য অদৃষ্ট দ্বারাও সিদ্ধসাধন হয়, এজন্যই দ্বিতীয় সাধ্যে যথাক্রমে দুইটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় সাধ্যের জন্যজ্ঞানাদি মৎ অজন্যত্ব বিশেষণ না দিলেও চলে। কারণ, মানুষাদিরই সামান্যলক্ষণাদি সন্নিকর্ষ দ্বারা অনাগত বিষয়ক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কাজেই প্রথম বিশেষণ দ্বারা সিদ্ধসাধন দূরীভূত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এই বিশেষণ ত্যাগ করিয়া সাধ্যান্তর করা হইয়াছে। (৮১)

এই উক্তিও সমীচীন নহে। কারণ, চার্ব্বাকাদি নাস্তিকেরা অলৌকিক-যোগজ বা সামান্য লক্ষণসন্নিকর্ষ, ও ভাবি-পদার্থের সাক্ষাৎকার বা তাহার জনক কোন প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাহাদের মতে তদজন্য সাক্ষাৎকার অপ্রসিদ্ধ, অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকেরও সাধ্যতাবচ্ছেদকের অপ্রসিদ্ধি হেতুক তাহাদের মতে পক্ষাপ্রসিদ্ধি ও সাধ্যাপ্রসিদ্ধি অনিবার্য্য। আর যদি সাধ্য প্রসিদ্ধ হয় তবে পক্ষে তদজন্যত্ব থাকে না। অপিচ ক্ষিতির জনক অদৃষ্টের হেতু প্রযত্নের কারণ চিকীর্ষার মূলীভূত যোগজ ধর্ম্মাদির অজন্য সাক্ষাৎকারে অদৃষ্ট দ্বারা ক্ষিতির জনকত্বই স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে, সুতরাং সিদ্ধসাধনও বারণ হয় না।

এই সিদ্ধসাধন নিরাস উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ জনকত্ব নিবেশ করাও যায় না। কারণ, পটাদি দৃষ্টান্তে পূর্ব্বোক্ত প্রযত্নাদির সাক্ষাৎ জন্যত্ব নাই। বিশেষতঃ দৃষ্টান্তস্থলীয় পটের জনক-প্রযত্নের কারণ-চিকীর্ষার হেতু-ইষ্ট সাধনতা বুদ্ধি অনুমিত্যাত্মক, (প্রত্যক্ষের কারণ-সন্নিকর্ষ নাই) সুতরাং ব্যাপ্তি জ্ঞানাত্মক জন্য সবিকল্পক জন্য, অতএব পূর্ব্বোক্ত সাধ্যা প্রসিদ্ধিব বারণ ও অসম্ভব।

যদি বল যে "ব্যাপ্তিবলেই সাধ্যের সিদ্ধি হইবে, এখানের ব্যাপ্তি হইবে,—যেখানে যেখানে কার্য্যত্ব 'সেখানে সেখানে তাহার উপাদানের অভিজ্ঞের কর্ত্তৃত্ব' কিন্তু—যাহা যাহা কার্য্য তৎসমুদায় কিঞ্চিৎ উপাদানাভিজ্ঞজন্য—'এরূপ নহে।' অতএব যেখানে যেখানে কার্য্যত্ব আছে সেখানে সেখানে তত্তৎ উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্ব আছে, এই—বিশেষ ব্যাপ্তি দ্বারা ক্ষিতি প্রভৃতিতে ক্ষিতি প্রভৃতির উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্ব রূপ কার্য্যত্ব সাধন করা যাইবে, (তত্তৎ উপাদানাভিজ্ঞ বলায় বিশেষ ব্যাপ্তি হইয়াছে) ইহাতেসিদ্ধ সাধনাদি দোষের অবসর থাকিবে না।"

তবে জিজ্ঞাস্য এই যে,—পটাদিস্থ কার্য্যত্বে যে ব্যাপ্তি বোধ হয়, তাহা পটাদি প্রত্যেকের উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্বের, অথবা তত্তৎ উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্বের, কিংবা সামান্যতঃ উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্বের। পটাদি প্রত্যেকের উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্বের ব্যাপ্তি কার্য্যত্বে নাই। কারণ, কেয়ূর কুণ্ডলাদিতে কার্য্যত্ব আছে, কিন্তু পটোপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্ব নাই। যদি তত্তৎ উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্বের ব্যাপ্তি বলা হয়; তবে অননুগম দোষ হইয়া পড়ে, অথচ পট মুকুট শূল কুণ্ডলাদি সাধারণ অনুগত কোন ধর্ম্ম না থাকায় ব্যাপকতা বোধ হওয়াই সুকঠিন হইয়া দাড়ায়। তৎ-শব্দ, স্বভাববশতঃই সমভিব্যাহৃত (সমীপে উচ্চারিত) পদার্থকে উপস্থিত করে বটে,

কিন্তু—তাহা শাব্দ-বোধ স্থলে, অনুমান স্থলে শব্দের স্বভাবের উপন্যাস করা যায় না। অতএবই ইদানীং সমাগত বৃদ্ধ হরিদাস গতকল্য বাহিরেই ছিল, যে হেতু—ঘরে ছিল না। যে বৃদ্ধ এখন আসিয়াছে, গত কল্য ঘরে ছিল না, সে বাহিরে না থাকিলে বাচিয়া থাকাই তাহার সম্ভবপর হইত না। জীবিত যে ব্যক্তি যখন যে খানে থাকে না সে তখন তদ্ভিন্ন স্থানে থাকে, "যথা আমি এখন বাহিরে নহি—ঘরে আছি"। এখানে পক্ষ দৃষ্টান্ত উভয় সাধারণ অনুগত যৎ ও তৎ (যে ও সে) না থাকায় ইহা কেবলান্বয়ী অনুমান নহে, কিন্তু ব্যতিরেকী। (৮২)

এবং সামান্যতঃ (যৎকিঞ্চিৎ) উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্বের ব্যাপ্তি বলিলেও সিদ্ধ সাধন হয়। কারণ, পটাদিতে যৎকিঞ্চিৎ উপাদানাভিজ্ঞ জন্যত্বে চার্ব্বাকাদির অসম্মতি নাই। যদি সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুকপক্ষ, জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রযত্ন-কালীন সামগ্রী জন্যত্ব সাধ্য ও কার্য্যত্ব হেতু করিয়া দৃষ্টান্ত স্থলে পটাদির উপন্যাস করা যায়, তথাপি নিস্তার নাই। কারণ, নাস্তিকেরা সৃষ্টির আদিই মানেন না। এবং জ্ঞানাদি যে দ্ব্যণুকের হেতু ও সৃষ্টির আদি কালে ছিল ইহার প্রতিও তাহাদের মতে কোন প্রমাণ নাই। নাস্তিকেরা অপ্রযোজকত্ব নিবন্ধন অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এবং দ্ব্যণুকের অসমবায়ি-কারণ কালীন কৃতিত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিলেও গৌরব হয়, অথচ তাহার প্রতি কোন প্রযোজকও নাই। সাধ্য সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। (এই গেল সাধ্যের কথা)।

এখন একবার কার্য্যত্ব হেতুর প্রতি দৃক্‌পাত করা যাউক। কার্য্য শব্দের যৌগিক অর্থ কৃতির অর্হত্ব; ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি পক্ষ কৃতির অর্হ নহে, সুতরাং সেগুলিতে কথিত অর্হতা রূপ কার্য্যত্ব নাই। পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব ছিল না, পরে

মন্তব্য।

(৮২) যৎ তৎ পদের অনুগত অর্থ থাকিলে প্রকৃত স্থলে (পক্ষে) "হরিদাসকে" ও দৃষ্টান্ত স্থলে "আমাকে" ধরিয়া অন্বয় ব্যাপ্তির সম্ভব হইত। বৃত্তিত্ব সমানাধিকরণ বহির্বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপকীভূত গৃহবৃত্তিত্বাভাববান্ হরিদাস (তাদৃশ গৃহবৃত্তিত্ব প্রতিযোগি গৃহবৃত্তিত্বাভাববান্ হরিদাস) এইরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে হরিদাসে বহির্বৃত্তিত্বের অনুমিতি হয় বলিয়া প্রামাণিকদের অভিমত। (৮২)

কালে সম্বন্ধী হইয়াছে, তাহাই কার্য্য; এ কথা বলিলেও চলিবে না; কারণ—তত্তৎ বস্তুর পূর্ব্বকাল অননুগত, অথচ সকলের একটা পূর্ব্বকাল অপ্রসিদ্ধ। যে বস্তু কোন কালে থাকে, সর্ব্বদা থাকে না, অথবা যাহাতে প্রাগভাবের (উৎপত্তির পূর্ব্ব কালীন অভাবের) প্রতিযোগিত্ব থাকে তাহাকেও কার্য্য বলা যায় না, তাহা হইলে ধ্বংসও কার্য্য হইয়া পড়িবে। এই দোষের হাত এড়াইবার অভি-লাষে সত্তার আশ্রয় যে প্রাগভাবের প্রতিযোগী তাহাকে কার্য্য বলিবারও সুযোগ নাই, কারণ, চার্ব্বাক সত্তা জাতি স্বীকার করেন না; আর যদি বল—সত্তা শব্দ অস্তিত্বকে বুঝায় তবে তাহা ধ্বংসেও আছে।

কেহ কেহ বলেন—এসকল দোষ নিরাস কল্পে "সম্মুখীন পট পক্ষ, এই পটের কারণ অনিত্য জ্ঞান চিকীর্ষা-কৃতি ভিন্ন জ্ঞানাদি জন্যত্ব সাধ্য, ও কার্য্যত্ব হেতু করিয়া দৃষ্টান্তস্থলে গৃহাদির উপন্যাস ক্রমে নিত্য জ্ঞানাদি বিশিষ্ট ঈশ্বরসিদ্ধি করা যাইতে পারে"। এই উক্তিও ভ্রান্তি প্রণোদিত। কারণ, কথিত অনুমিতির বিপক্ষের বাধক নাই। বিপক্ষের বাধক না থাকিলেও যদি অনুমিতি স্বীকার করা হয়, তবে—সম্মুখীন পটে কার্য্যত্ব হেতু দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থলে পটান্তরের উপন্যাস করিয়া এই পটের জনক অনিত্য-অদৃষ্ট ভিন্ন নিত্য অদৃষ্ট জন্যত্ব সাধন করা যাইতে পারে। এবং "এই-সুখ-দুঃখ সাক্ষাৎকার পক্ষ," ইহার জনক অনিত্য সুখ দুঃখাতিরিক্ত সুখ-দুঃখ সাধ্যত্ব সাধ্য, ও সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারত্ব হেতু করিয়া নিত্য সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও তাহার আশ্রয়ের সিদ্ধি করা যাইতে পারে। অপিচ দৃষ্টান্ত স্থলে পটান্তরের উপন্যাস করিয়া সম্মুখীন পটেই স্বজনক অনিত্য জ্ঞানাদির অতিরিক্ত জ্ঞানাদি জন্যত্ব সাধ্যক, পটত্ব হেতুক, সৎপ্রতি পক্ষের অবতারণা করার সম্ভবও এক্ষেত্রে আছে।

অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—"অভিমত বিষয় গ্রাহি ইন্দ্রিয়ে মনোনিবেশ হইলেই পুরুষের মনের ক্রিয়ার অনুকূল প্রযত্ন হয়," ইহা অনুভব সিদ্ধ। তাহা হইলে—সৃষ্টির আদি কালীন শরীরজন্য জ্ঞানের ধ্বংসের অনাধার যে-কাল সেই কালাধি-করণক জ্ঞানের-জনক যে আত্মমনঃ সংযোগজনক-মনঃ ক্রিয়া তাহা পক্ষ, তৎ(সেই) মনোগোচর প্রযত্নের অনাধার এবং সেই মনোগোচর প্রযত্ন ও তাহার ব্যাপ্য ভিন্ন সকল কারণাধার যে কাল তাহার অনন্তর কালবৃত্তিত্ব সাধ্য, এবং তৎ (সেই) মনের ক্রিয়াত্বহেতু করিয়া দৃষ্টান্ত স্থলে মদীয় মনঃ ক্রিয়ার উপন্যাস ক্রমে

অনুমিতি করিলে তাৎপর্য্য বলেই "সেই ক্রিয়া প্রযত্নের আধার কালের অনন্তর কালবৃত্তি" বুঝাইবে। (৮৩)

এই মত ও সমীচীন নহে। কারণ,—সৃষ্টির আদি কালে যে-জ্ঞানের জনক মনঃক্রিয়া ছিল তাহার প্রতি কোন প্রমাণ নাই। আর যাহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহাদের মতে তন্মনোগোচর প্রযত্নানধিকরণ কাল অপ্রসিদ্ধ। (ঈশ্বর প্রযত্ন নিত্য সুতরাং তন্মনোগোচর ঈশ্বর প্রযত্ন সকল কালেই আছে।) বিশে-

---

মন্তব্য।

(৮৩) সৃষ্টির আদি কালীন শরীর জন্য জ্ঞান বলিতে—সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন মানুষাদির জ্ঞান পাওয়া যাইবে, সেই জ্ঞান তাহার উৎপত্তির তৃতীয়ক্ষণে ধ্বস্ত হইয়াছে; সুতরাং সেই জ্ঞানের ধ্বংসের অনাধার কাল বলিতে—সেই জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বকাল, উৎপত্তিকাল ও তাহার অব্যবহিত পরক্ষণ মাত্র পাওয়া যাইবে। সেই কাল বৃত্তি জ্ঞানের জনক যে আত্মমনঃ সংযোগ তাহার হেতু যে মনঃ ক্রিয়া বলিতে—মনের যে-ক্রিয়া প্রযুক্ত আত্ম মনঃ সংযোগ দ্বারা সর্ব্বপ্রথম জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেই ক্রিয়া পাওয়া যাইবে, তাহাই পক্ষ। সেই মনের ক্রিয়ার অনুকূল প্রযত্নের অধিকরণ ভিন্ন, অথচ সেই মনঃ ক্রিয়ার অনুকূল প্রযত্ন ও তাহার ব্যাপ্য (সম্বন্ধাদি) ভিন্ন কারণ কলাপের অধিকরণ যে কাল (পূর্ব্বকাল) তাহার অনন্তর কাল বলিতে—তাহার পরকাল বুঝাইতেছে, মনের ক্রিয়ায় সেই পরকাল বৃত্তিত্ব নাই বলিয়াই তদনন্তর কালাবৃত্তিত্ব আছে। মনের সকল ক্রিয়ায়ই কথিত সাধ্য আছে। ("যাঁহারা ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মতে কথিত মনের ক্রিয়ার হেতুভূত-নিত্য প্রযত্নের অনধিকরণ কালের অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন এখানের সাধ্য অপ্রসিদ্ধ" একথা পরে বলা হইবে।) তাহা হইলে—পূর্ব্বোক্ত মনঃ ক্রিয়াত্বাবচ্ছেদে (মনের সকল ক্রিয়ায়) প্রযত্নাধার কালানন্তর কালাধারকত্ব (কাল বৃত্তিত্ব) সিদ্ধি হওয়ায় সৃষ্টির আদি কালীন মনের ক্রিয়াতে প্রযত্নাধার কালানন্তর কালাধারকত্ব (কাল বৃত্তিত্ব) নিবন্ধন সৃষ্টির আদিকালীন মনের ক্রিয়াতে ও প্রযত্নাধার কালানন্তর কালাধারকত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য, সুতরাং সৃষ্টির আদি কালে ভগবৎ প্রযত্নাতিরিক্ত প্রযত্নের সম্ভব না থাকায়ই ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে। (৮৩)

যতঃ, যাহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন তাহাদের মতে সকল ক্রিয়াই (বায়ুর ক্রিয়া প্রভৃতিও) প্রযত্ন জন্য, (অন্য প্রযত্ন জন্যত্ব না থাকিলেও ভগবৎ প্রযত্ন জন্যত্ব অবশ্যই আছে) সুতরাং ক্রিয়াত্ব হেতু করিলেই চলে এ অবস্থায় মনঃ ক্রিয়াত্ব হেতু করায় ব্যর্থ বিশেষণ দোষ ঘটিয়াছে। এখানে আরও একটা কথা বিবেচ্য এই যে—কথিত প্রযত্নানাধার কালানন্তর কালাবৃত্তিত্ব বস্তুটা কি? যদি বল—"প্রমাণান্তরদ্বারা তাহার সিদ্ধি হইবে" তবে প্রমাণান্তর দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি ও হইবে, সুতরাং অনুমান অর্থান্তর দোষ গ্রস্ত। এই হইল হেতুর কথা।

ঈশ্বরানুমানে পক্ষ, সাধ্যও হেতুর অন্তর্ভাবে যে সকল দোষের আশঙ্কা আছে, তাহা কথঞ্চিৎ দেখান গেল, এখন যাহাতে কোন দোষই অগ্রসর হইতে না পারে সেরূপ ভাবে অনুমান করা যাইতেছে। ইহাতে ও যে সকল দোষের প্রসক্তি ঘটিবে পরে ক্রমশঃ তাহা নিরাস করা যাইবে। অনুমান যথা—

অদৃষ্টাদ্বারক (অদৃষ্ট যাহার দ্বার নহে) উপাদান গোচর জন্য প্রযত্নের অজন্য যে সকল সমবেত-(সমবায় সম্বন্ধে স্থিত পদার্থ) জন্য, তাহা পক্ষ, অদৃষ্ট প্রাগভাব ব্যাপ্য-প্রাগভাবাপ্রতিযোগি উপাদান গোচরাপরোক্ষ-জ্ঞান-চিকীর্ষা-(কর-ণেচ্ছা) কৃতিমৎ জন্যত্ব, স্বজনক অদৃষ্টের উত্তর কালবর্ত্তি উপাদান গোচরাপরোক্ষ জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতিমৎ জন্যত্ব, অথবা অপরোক্ষ-জ্ঞান-চিকীর্ষা-প্রযত্ন বিষয়ীভূতো-পাদানত্ব সাধ্য ও সমবেতত্ব সমানাধিকরণ প্রাগভাব প্রতিযোগিত্ব হেতু করিয়া অনুমিতি করিলে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষ থাকিবে না, অথচ ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে। এখানে পট মুকুটাদি দৃষ্টান্ত স্থলে উপাদেয় সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুকাদিতে কথিত হেতু ও সাধ্য উভয়ই আছে। (৮৪)

মন্তব্য।

(৮৪) জন্য মাত্রকে পক্ষ করিলে ধ্বংসে কথিত হেতু না থাকায় স্বরূপা সিদ্ধি দোষ ঘটে, অতএব পক্ষাংশে সমবেতত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তন্তুবায় নির্ম্মিত পটাদি অন্তর্ভাবে সিদ্ধ সাধন বারণের জন্য, জন্য প্রযত্নের অজন্য বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে (পটাদির সকর্তৃকত্ব উভয় বাদি সিদ্ধ)। সৃষ্টির প্রথম যে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ও পূর্ব্ব সর্গের জন্য প্রযত্ন জন্যত্ব আছে; কারণ—বীজ ও প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন পদার্থই সৃষ্ট হয় নাই, যে পদার্থ যাহার প্রয়োজনে

মন্তব্য।

সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পদার্থ তাহার অদৃষ্টের অধীন, যে পদার্থ যাহার অদৃষ্টের অধীন সে সাক্ষাৎ ভাবে হউক—আর পরোক্ষ ভাবেই হউক—তাহার উপভোগ অবশ্যই জন্মাইবে। সৃষ্টির প্রথমে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পরোক্ষ ভাবেও যাহাদের উপভোগ জন্মাইতেছে সে সকল পদার্থ তাহাদের অদৃষ্টের অধীন। অদৃষ্ট দান, যাগ, পরোপকার, হিংসা প্রভৃতি কর্ম্ম জন্য। যাগাদি প্রযত্ন জন্য, পূর্ব্বসর্গে যাহাদের প্রযত্নে যে সকল সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই সর্গে সে সকল কর্ম্মের ফলে যে অন্ন, পানীয়, শয্যা আসনাদি উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা তাহা ভোগ করিতেছে। সুতরাং নিখিল অন্ন পানাদির ঘটক সৃষ্টির আদিকালীন দ্ব্যণুকাদি ও অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্ব সর্গের প্রযত্ন জন্য ইহা অস্বীকার করিলে পরমাণু প্রভৃতি কারণ কলাপের নিত্যতা নিবন্ধন সর্ব্বদাই সমভাবে সৃষ্টি লাগিয়া থাকিত, অথচ বৈচিত্র ঘটিত না। (এক জাতীয় সামগ্রী বিভিন্ন জাতীয় কার্য্যের জনক হয় না) এবং বিশ্রামেরও সম্ভব থাকিত না। কালের সাহায্যেও ইহার প্রতিকারের আশা করা যায় না। কারণ, কাল ও নিত্য, জন্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কালের বিভাগ অসম্ভব। অতএব পক্ষ বিশেষণ প্রযত্নে অদৃষ্টাদ্বারক বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি জন্য উৎপত্তিশীল পদার্থ অদৃষ্টকে দ্বার না করিয়া অন্য প্রযত্ন জন্য হয় নাই, সেগুলিই এখানের পক্ষ।

পট প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ তন্তুর প্রত্যক্ষ আবশ্যক (অন্ধ তন্তুবায়ের পট নির্ম্মাণে প্রবৃত্তি হয় না) তৎপর চিকীর্ষা, চিকীর্ষার পর প্রযত্ন, তৎপরে হস্তাদির ক্রিয়া দ্বারা পট প্রস্তুত হয়। এখানে উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান, (তন্তুর প্রত্যক্ষ) চিকীর্ষা, কৃতি ও কৃতিমান্ আত্মা, ইহারা প্রত্যেকেই কারণ, সুতরাং কৃতি জন্যত্ব বা কৃতিমৎ জন্যত্ব সাধ্য করিলেই চলিত, কেবল বিনিগমনা বিরহ প্রযুক্তই সকলগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুকাদিতে পূর্ব্ব সর্গীয় মানবের উপাদান গোচর-অপরোক্ষ-জ্ঞান, চিকীর্ষা, কৃতিমৎ জন্যত্ব থাকায় সিদ্ধ সাধন হয়, অতএব (সাধ্যাংশে) কথিত জ্ঞানাদিতে অদৃষ্ট প্রাগভাব ব্যাপ্য প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যে অদৃষ্ট

প্রশ্ন। পক্ষাংশে যে জন্য কৃতির অজন্যত্ব বিশেষণ পড়িয়াছে, তাহা অননুগত নানাজাতীয় পদার্থে আছে, অথচ তাহাদের নিজের ও অনুগত একটা ধর্ম্ম নাই, সুতরাং একরূপে পক্ষ জ্ঞানের সম্ভব না থাকায় অনুমিতি হওয়া সুকঠিন।

উত্তর। এখানের "জন্য কৃতির অজন্যত্ব" শব্দের অর্থ "জন্য-কৃতিজন্যের অন্যত্ব" এই অন্যত্বরূপে সামান্য লক্ষণা দ্বারা (সামান্য লক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা পটত্বরূপে নিখিল পটের প্রত্যক্ষ হয়) জন্য কৃতির অজন্য যাবৎ পদার্থের উপস্থিতি হইবে। (৮৫)

অথবা পক্ষে ও হেতুতে যে সমবেতত্ব বিশেষণ পড়িয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া সাধ্যাংশে যে উপাদান পদ পড়িয়াছে তাহা কারণ মাত্র পর বলিলেই আর কোন দোষ থাকিবে না; অপিচ উপাদান পদ ছাড়িয়া দিলেও কোন ক্ষতি নাই। তাহা হইলে ধ্বংস ও পক্ষ হইবে। (এরূপ হইলে "অদৃষ্টাদ্বারক কারণগোচর জন্য

মন্তব্য।

বলে সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুকাদি উৎপন্ন হইয়াছে, পূর্ব্ব সর্গীয় মানবের উপাদান গোচর অপরোক্ষ-জ্ঞান-চিকীর্ষা ও কৃতির প্রাগভাব সেই অদৃষ্টের প্রাগভাবের ব্যাপ্য। কারণ, সেই অদৃষ্ট উৎপন্ন হওয়ার অনেক পূর্ব্বেই তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদির উৎপত্তি হইয়াছে, এবং জ্ঞানাদির উৎপত্তির পরেই প্রাগভাবের তিরোধান ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব সর্গীয় মানবের জ্ঞানাদির প্রাগভাব কথিত অদৃষ্ট প্রাগভাবের ব্যাপ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সিদ্ধ সাধন হইল না। অতএব জন্য জ্ঞানাদিতে বর্ণিত প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্ব না থাকায় ভগবানের নিত্য জ্ঞানাদি জন্যত্ব সিদ্ধি হইল।

সাধ্যের এই বিশেষণ অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় ইহা ত্যাগ করিয়া স্বজনক অদৃষ্টের উত্তরকালীনত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব সৃষ্টির মানবের জ্ঞানাদি সৃষ্টির আদি দ্ব্যণুকের জনক অদৃষ্টের উত্তরকাল বৃত্তি নহে। কারণ—অদৃষ্টোৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহার প্রযোজক কর্ম্মের হেতু জ্ঞানাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞান নিত্য সুতরাং তাহাতে অদৃষ্টের উত্তর কালবর্ত্তিত্ব আছে। এই সাধ্যে ও গৌরব কম হয় নাই, অতএব অপরোক্ষ-জ্ঞান চিকীর্ষা-প্রযত্ন বিষয়ীভূতোপাদানকত্ব সাধ্য করা হইয়াছে। এখানে প্রযত্ন বিষয়ীভূত উপাদানকত্ব বলায় পূর্ব্ব সর্গীয় জন্য প্রযত্নাদি ধরিয়া সিদ্ধ সাধন হইল না। কারণ—সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুকাদিতে মানবের প্রযত্নের বিষয়ত্ব নাই। (৮৪)

প্রযত্নের অজন্য উৎপত্তি শীল পদার্থ পক্ষ, প্রযত্ন বিষয়ীভূত কারণত্ব সাধ্য, প্রাগভাব প্রতিযোগিত্ব হেতু, হইবে কিন্তু পক্ষে জন্য ইচ্ছা ও কৃতির অজন্যত্ব বিশেষণ দিতে হইবে, অন্যথা প্রযত্নের ধ্বংসে প্রযত্ন জন্যত্ব থাকায় পক্ষান্তর্গতত্ব থাকিবে না। প্রযত্ন ধ্বংস প্রযত্ন জন্য হইলেও ইচ্ছা জন্য না হওয়ায় পক্ষান্তর্গত হইয়াছে)।

অথবা এসব গোলমাল ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিতিকেও পক্ষ করা যাইতে পারে। "ক্ষিতি পক্ষ হইলে অঙ্কুরে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্ব (অঙ্কুরে কার্য্যত্ব হেতুর নিশ্চয় ও সকর্তৃত্ব সাধ্যের সন্দেহ আছে) দোষ ঘটিবে" এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। কারণ—অঙ্কুর পক্ষসম; (অনুমিতির উদ্দেশ্য ভিন্ন সাধ্যসন্দেহের বিশেষ্য নিশ্চিত হেত্বধিকরণের নাম পক্ষসম) পক্ষে অথবা পক্ষসমে ব্যভিচার দোষাবহ নহে। কারণ, বিবাদ স্থলে পক্ষ ও পক্ষসম অন্তর্ভাবে ব্যভিচার বুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অতএব পটাদি সপক্ষে (যাহাতে সাধ্যের নির্ণয় আছে তাহার নাম সপক্ষ) সাধ্যের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে-হেতু তাহা দ্বারা পক্ষ-ক্ষিতি, ও পক্ষসম-অঙ্কুর, উভয়ত্রই সকর্তৃকত্বের অনুমিতি হইবে। এই উভয় ধর্ম্মিক অনুমিতি পরস্পর সাপেক্ষ নহে, সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়ের অবসর নাই। অঙ্কুর প্রতিজ্ঞার বিষয় নহে বলিয়া পক্ষসম সংজ্ঞাক্রান্ত হইয়াছে, অন্যথা পক্ষই বলা যাইত।

প্রশ্ন। অঙ্কুর পক্ষ না হইলে হেতুতে পক্ষ বৃত্তিত্ব নির্ণয়ের সম্ভব না থাকায় পরামর্শ হওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, এঅবস্থায় অনুমিতি হইবে কিরূপে?

মন্তব্য।

(৮৫) পক্ষ বিশেষণ জন্যত্ব অব্যাবর্ত্তক হইলেও ক্ষতিকর হইবে না। কারণ, যেমন "প্রমেয় ঘট" স্থলে প্রমেয়ত্বোপ রঞ্জিত ঘটের বোধক প্রমেয় পদের সার্থকতা আছে, এখানেও সেরূপ সার্থকতা আছে।

এস্থলে জ্ঞান জন্যত্ব, ইচ্ছা জন্যত্ব ও কৃতিমৎ জন্যত্ব পৃথক্ পৃথক্ রূপে সাধ্য, বিশিষ্টরূপে সাধ্য করিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-ইচ্ছা-কৃতি ও শব্দ প্রভৃতি পক্ষান্তর্গত, এবং কীচক নিক্বণাদিও পক্ষ ভিন্ন নহে। শব্দ ও জ্ঞান প্রভৃতির উপাদান আকাশও আত্মা সিদ্ধ (নিত্য) হইলেও উপাদেয়-শব্দ ও জ্ঞান প্রভৃতি অসিদ্ধ, (সাধ্য) সুতরাং শব্দ জ্ঞানাদিমত্ত্বরূপে আকাশ আত্মা প্রভৃতি বিষয়ক চিকীর্ষা হইতে পারিবে। (নিত্য পদার্থ বিষয়ক চিকীর্ষা হয় না)। (৮৫)

উত্তর। যে ধর্ম্মিতে সিষাধয়িষার বিরহ সহকৃত সিদ্ধির অভাব থাকে, তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর জ্ঞান হইলেই অনুমিতি হয়, সুতরাং অঙ্কুরে ও অনুমিতি হইতে পারিবে। পরন্তু ক্ষিতিতে যে পরামর্শ হইয়াছে তাহা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব দ্বারা নিষ্পন্ন' কিন্তু অঙ্কুরের পরামর্শ সেরূপ নহে, ইহাতে ফলের বিশেষ তারতম্য নাই। আর যদি ক্ষিতিতে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যত্ব হেতু নিশ্চয় কালে অঙ্কুরে হেতুমত্তানিশ্চয় না হয়, তবে সন্দিগ্ধানৈকান্তিকত্বের অবসর কোথায়?

প্রশ্ন। পক্ষসম অঙ্কুর অন্তর্ভাবে হেতুতে সাধ্যাভাবের সামানাধিকরণ্য সংশয় হইলে (সন্দিগ্ধ সাধ্যবত্বরূপে পক্ষসদৃশ ধর্ম্মিমাত্র অবচ্ছেদে ব্যভিচার সংশয় হইবে) হেতুতে ব্যাপ্তি জ্ঞানই হইবে না, আর যদি হয় তবুও অপ্রামাণ্য শঙ্কা কবলিত হইয়া যাইবে। (ব্যভিচার সংশয় ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিকূল নহে, প্রতিকূল—ব্যভিচার নিশ্চয়, কিন্তু ব্যভিচার সংশয়কালে যে ব্যাপ্তিগ্রহ হয়, তাহা অপ্রামাণ্য শঙ্কাস্কন্দিত হইয়া পড়ে। অনুমিতির প্রতি ব্যভিচার শঙ্কানাস্কন্দিত ব্যাপ্তি জ্ঞান কারণ, সুতরাং অনুমিতি হওয়া অসম্ভব।)

উত্তর। তাহাহইলে মহানসাদি অন্তর্ভাবেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না, এবং হইলে ও অপ্রামাণ্যশঙ্কা কবলিত হইয়া পড়িবে। (ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সন্দেহের সম্ভব আছে) কারণ, পর্ব্বত অপর্ব্বত প্রভৃতি যে সকল পদার্থে বহ্নির সন্দেহও ধূমের নির্ণয় আছে, তাহাদের অনুগত একটা ধর্ম্ম নাই। অতএব বলিতে হইবে—"যেখানে সাধ্যের সন্দেহ আছে সেখানে হেতুর নিশ্চয় অনুমিতির দোষ নহে, গুণ" ইহা অস্বীকার করিলে অনুমান মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। (সিদ্ধি কালীন সিষাধয়িষাধীন অনুমিতি ভিন্ন অনুমিতির উচ্ছেদ হইবে।) আর "পক্ষের অন্যত্র ব্যভিচার সংশয় প্রতিবন্ধক হইবে না" এই যে একটা কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে জিজ্ঞাস্য, এই যে,—"পক্ষান্য শব্দের অর্থ কি?" যদি বল—"সিষাধয়িষিত-(সাধনেচ্ছার বিষয়) সাধ্য যেখানে থাকে তাহার নাম পক্ষ, তদ্ভিন্নই পক্ষান্য" তবে অনপেক্ষিত অনুমিতির (যেখানে প্রতিজ্ঞাদি ক্রমে অবয়ব বিন্যাস করা হয় নাই, যথা—"গভীর নির্ঘোষ শ্রবণের পরভাবি মেঘের অনুমিতি, অথবা যাহা বাঞ্ছনীয় নহে এরূপ—আত্মীয়পত্নীর বৈধব্যবেশ দর্শন নিবন্ধন আত্মীয় বিয়োগের অনুমিতির" উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। কারণ, আত্মীয় বিয়োগাদি কাহারও সিষাধয়িষিত হয় না। আর যদি সন্দেহ বিষয়ীভূত সাধ্যা-

ধিকরণ ভিন্ন, অথবা সাধ্যনিশ্চয় ও বাধ নিশ্চয়ের অভাব বিশিষ্টাস্থ পক্ষাস্থ হয়, তবে অঙ্কুরও পক্ষান্ত নহে। কারণ, অঙ্কুরে সাধ্যের বা সাধ্যাভাবের নির্ণয় নাই, কিন্তু সাধ্যের সংশয় আছে। যদি প্রতিজ্ঞার বিষয় ভিন্নকে পক্ষাস্থ বলা হয়, অথচ পক্ষের অন্যত্র হেতুর নির্ণয় দোষাবহ হয়, তবে স্বার্থানুমান মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। কারণ, স্বার্থানুমানে ন্যায় প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, সুতরাং তথাকার ধর্ম্মী পক্ষাস্থ। (প্রতিজ্ঞার বিষয় নহে)।

প্রশ্ন। সৃষ্টির আদি কালীন প্রত্যেক দ্ব্যণুক পক্ষ হইলে কথিত অনুমিতি দ্বারা প্রত্যেক দ্ব্যণুকের উপাদানাভিজ্ঞ পুরুষের সিদ্ধি হইবে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে না। কারণ—এই অনুমান দ্বারা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের সিদ্ধি হয় নাই।

উত্তর। পক্ষে নিয়তবিষয়ক জ্ঞানের অজন্যত্ব বিশেষণ দিলেই সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধি হইবে। কারণ,—মানুষাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ ও ব্যাপ্তি জ্ঞানাদির বিষয়ীভূত কতকগুলি নিয়ত বিষয় অবলম্বনে হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় নিয়ম নাই; যেহেতু—ঈশ্বরের জ্ঞানইন্দ্রিয়াদি সাপেক্ষ নহে, সুতরাং সর্ব্ব বিষয়ক। (এখন পক্ষ হইল "অদৃষ্টাদ্বারক উপাদান গোচর জন্য-প্রযত্নের অজন্য নিয়ত বিষয়ক জ্ঞানাজন্য সমবেত-জন্য" এরূপ পক্ষ সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুকাদি ও কীচক নিক্বণাদি)।

প্রশ্ন। "যোগিগণ যোগজ-সন্নিকর্ষ বলে জগতের যাবৎ পদার্থ প্রত্যক্ষ করেণ; সুতরাং তাহারাও সর্ব্বজ্ঞ, ইহা উভয়াদি সিদ্ধ। তাহা হইলে—পূর্ব্বোক্ত অনুমানে সিদ্ধ সাধন, অথবা অর্থান্তর দোষ হইয়া পড়িল। কারণ, উপাদান গোচর-অপরোক্ষ জ্ঞানাদিশীল-যোগি জন্যত্ব ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে বাদীর ও অঙ্গীকৃত।

উত্তর। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন সাধ্যের বিশিষ্ট বিশেষণ, উপলক্ষণ-বিশেষণ নহে। সুতরাং ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে যোগীর জ্ঞানাদি (নিয়মিতরূপে) না থাকায় সিদ্ধ সাধন বা অর্থান্তর হইল না। উপলক্ষণ বিশেষণ হইলে সৃষ্টির উত্তর কালীন যোগীর জ্ঞানাদি ধরিয়া অর্থান্তর হইত। আরও একটা কথা এই যে, "পক্ষে সামান্য রূপে সাধ্য নির্দ্দেশ করিলেও পক্ষধর্ম্মতাবলে (ইতর বাধজ্ঞানাদি সহকারে) বিশেষরূপে সাধ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। (বহ্নি ব্যাপ্য-ধূম পরামর্শ কালে অরুণ-বহ্নিতে লাঘব জ্ঞান, অথবা অরুণ-বহ্নি ভিন্ন বহ্নির

বাধজ্ঞান, কিম্বা বহ্নি সাধ্যক প্রতিজ্ঞাস্থলে হেতুতে অরুণ বহ্নির ব্যাপ্তি জ্ঞান হইলে অরুণ বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে) সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞানাদির ব্যাপ্তি জ্ঞানাদি দ্বারাও সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞানজন্যত্ব সিদ্ধির সম্ভব আছে, অতএব পক্ষাংশে নিয়ত বিষয়ক জ্ঞানাজন্যত্ব বিশেষণ দেওয়ারও প্রয়োজন নাই"।

প্রশ্ন। প্রথম সাধ্যদ্বয়ে পটাদির উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষা ও কৃতিতেই জনকত্ব সিদ্ধি হইতেছে, ইহা উভয়বাদি সিদ্ধ সুতরাং অর্থান্তর। "ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির পূর্ব্বে পটাদির উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞানাদির সম্ভব না থাকায়ই কারণ হইবে না, সুতরাং অর্থান্তরের অবসর কোথায়"? এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। কারণ—অনাদি সৃষ্টি প্রবাহে (সংসারে কত সৃষ্টি, কত পৃথিবী আছে, তাহার সীমা নাই) ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতির পূর্ব্বে কোন না কোন সৃষ্টির পটাদির উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান অবশ্যই আছে। একথাও বলা যায় না যে—"সৃষ্টির আদি কালীন ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি পক্ষ করিলে অর্থান্তর দোষের অবকাশ থাকিবে না, (সকল সৃষ্টির আদিভূত ক্ষিতির পূর্ব্বে পটাদি গোচর অপরোক্ষ জ্ঞানাদির সম্ভব নাই) সুতরাং ঈশ্বর সিদ্ধি হইয়া যাইবে।" কারণ, বিপক্ষেরা সকল সৃষ্টির আদি—"একটা কাল" স্বীকার করেন না।

উত্তর। জ্ঞান, ইচ্ছা, ও যত্ন এই তিনটিই নিজ বিষয়ে সমবেত কার্য্যের কারণত্বে অবধারিত, সুতরাং অন্য সৃষ্টির পটাদির উপাদান গোচর মানুষের অপরোক্ষ জ্ঞানাদি জন্যত্ব এই সৃষ্টির ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে সম্ভাবনীয় নহে। (পটের উপাদান তন্তু বিষয়ক জ্ঞানাদি দ্ব্যণুকাদির আরম্ভক নহে বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির বিষয় নহে) অতএব পক্ষে অন্য-উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞানাদির অজন্যত্ব বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় সাধ্যে অর্থান্তরের সম্ভাবনা ই নাই। কারণ,—ক্ষিতি প্রভৃতি পটাদির উপাদানে সমবেত নহে।

প্রশ্ন। উল্লিখিত অনুমান দ্বারা ক্ষিতিতে যে "উপাদান গোচর প্রত্যক্ষ জন্যত্ব" সিদ্ধি হইয়াছে তাহা —"সামান্যলক্ষণা বা জ্ঞানলক্ষণা দ্বারা ক্ষিত্যাদির উপাদান গোচর যে প্রত্যক্ষ, তজ্জন্যত্ব" একথাও বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের সিদ্ধি না হওয়ায় ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং প্রযত্নও অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। কারণ—ইচ্ছা ও প্রযত্ন নিজের অধিকরণ বৃত্তি জ্ঞানের বিষয়কে

অবলম্বন (বিষয়) করিয়াই আত্ম প্রকাশে সমর্থ হয়। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধি না হইলে ইচ্ছা এবং প্রযত্ন ও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। এই দোষ নিরাসের অভিলাষে উপাদান গোচর প্রত্যক্ষে অলৌকিক সন্নিকর্ষাজন্যত্ব বিশেষণ দেওয়ারও সুযোগ নাই, কারণ, বিপক্ষেরা অলৌকিক সন্নিকর্ষ অঙ্গীকার করেন না। (যে যাহা অস্বীকার করে তাহার সহিত বিচারে তদ্‌ঘটিত কোন কথা বলা যায় না।)

উত্তর। দ্রব্যত্বাদি সামান্য লক্ষণ-সন্নিকর্ষ বলে কপালাদির প্রত্যক্ষ হইলেও ঘটাদি বিষয়ক ইচ্ছা বা প্রযত্ন হয় না, এবং ঘটাদির উৎপত্তি হয় না। অতএব বলিতে হইবে "সামান্য লক্ষণাদি সন্নিকর্ষজাত জ্ঞান কর্তৃত্ব নির্ব্বাহক নহে, কর্তৃত্ব নির্ব্বাহক জ্ঞান স্বতন্ত্র, (লৌকিক প্রত্যক্ষ) সুতরাং কথিত অর্থান্তরের অবকাশ রহিল না।

প্রশ্ন। এই যে অনুমান করা হইল, ক্ষিত্যাদি প্রত্যেক পদার্থই ইহার পক্ষ, সৃষ্টির আদি কালীন ক্ষিতিত্ব রূপে পক্ষতা নহে; কারণ, সৃষ্টির আদি বিপক্ষদের অঙ্গীকৃত নহে। সুতরাং আংশিক সিদ্ধ সাধন হইয়া পড়িতেছে। যেহেতু—অবয়ব বিভাগ দ্বারা কোন কোন ক্ষিতির প্রতি, জল প্রক্ষেপ দ্বারা সমুদ্রের প্রতি, (সমুদ্রে জল ক্ষেপ করিলে অবশ্যই অবয়বের বৈলক্ষণ্য ঘটিবে, অবয়বের বৈলক্ষণ্য দ্বারা অবয়বী স্বতন্ত্র হয়, সুতরাং সেই স্বতন্ত্র অবয়বীর প্রতি সলিলক্ষেপণকারি পুরুষের কর্তৃত্ব আছে।) এবং হস্তক্রিয়া দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের যে সংযোগ ঘটে তাহা দ্বারা উৎপন্ন দ্ব্যণুকের প্রতিও মানুষের কর্তৃত্ব আছে" ইহা উভয়বাদি সিদ্ধ।

উত্তর। অবয়ব বিভাগ দ্বারা যে ক্ষিতির নাশ হয়, তাহার প্রতি মানুষ কর্তা বটে, কিন্তু খণ্ডক্ষিতির উৎপত্তির প্রতি নহে; কারণ—অত্রত্য সংযোগাদি দ্বারাই খণ্ড ক্ষিতির উৎপত্তির সম্ভব আছে। মানুষের হস্তাদির ক্রিয়ায় কথঞ্চিৎ আনুকূল্য থাকিলেও সকল-উপাদান গোচর-জ্ঞান ইচ্ছাও প্রযত্ন মানুষের নাই। (অলক্ষিতভাবে মানুষের হস্ত ক্রিয়া দ্বারা দুইটি অবয়বের সংযোগ ঘটিলে যে অবয়বীর উৎপত্তি হয়, সেই দুই অবয়ব বিষয়ক জ্ঞান চিকীর্ষাও কৃতি মানুষের নাই) অতএব পূর্ব্বোক্ত দ্ব্যণুকের প্রতিও মানুষ কারণ নহে। (দ্বণুকাবয়ব পরমাণু বিষয়ক জ্ঞানাদি মানুষের নাই) জলক্ষেপ প্রযুক্ত বর্দ্ধিত পরিমাণ

সমুদ্রাদি ঘটাদির ন্যায় পক্ষ সম (পক্ষতাবচ্ছেদক রূপাবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু হেতুর নিশ্চয় ও সাধ্যের সন্দেহ সমুদ্রাদিতে ও আছে)।

প্রশ্ন। অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জ্ঞানাদিতে পটাদির কারণত্ব সিদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধি হয় নাই। কারণ, আত্মার অন্বয় ব্যতিরেক নাই। সুতরাং দৃষ্টান্ত পটে সাধ্য রহিল না। জ্ঞানাদি দৃষ্টান্ত বলে উৎপত্তি মত্ব হেতু দ্বারা পটে আত্মজন্যত্ব সাধন করাও সম্ভাবনীয় নহে। কারণ, আত্ম সমবেতত্ব নিশ্চিত সাধ্যের ব্যাপক ও উৎপত্তিমত্ত্ব হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধি হইয়া পড়িয়াছে। (আত্মজন্যত্বের ব্যাপক আত্ম সমবেতত্বের অভাব দ্বারা পটে আত্মজন্যত্বাভাবের সিদ্ধি হইবে, ইহা অন্যত্রঅনুসন্ধেয়)। একথার আরও একটা প্রতিবাদ করা যাইতে পারে যে, যেমন অপ্রযোজকত্ব (অনুকূল তর্কাদির অভাব) নিবন্ধন উৎপত্তিমত্ত্বহেতু দ্বারা পটাদিতে আকাশ জন্যত্বের সিদ্ধি হয় না, সেইরূপ আত্মজন্যত্বেরও সিদ্ধি হইবে না।

উত্তর। প্রযত্নশীল আত্মা চেষ্টা (হস্তাদির ক্রিয়া) দ্বারা পটাদির কারণ, ইহা অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং প্রযত্নের ন্যায় আত্মাও হেতু। "আত্মসংযোগ থাকিলেও প্রযত্নই কারণ, আত্মা কারণ নহে" এরূপ সন্দেহ করা যায় না। কারণ, অসমবায়ি কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, যে চেষ্টার ফলে পটের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার অসমবায়িকারণ শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ, প্রযত্ন চেষ্টাশ্রয় শরীর সমবেত নহে, সুতরাং অসমবায়ি-কারণ নহে, নিমিত্ত কারণ। নিমিত্ত কারণ দ্বারা অসমবায়ি-কারণ বা সমবায়ি-কারণ অন্যথা সিদ্ধ হয় না; অতএব আত্মা ও কারণ। "আত্মসংযোগ কারণ হইলেও আত্মা কারণ নহে পরিচায়ক মাত্র, (সংযোগই কারণ)" এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। কারণ—তাহা হইলে পটাদির সংযোগ দ্বারাও চেষ্টার উৎপত্তি হইত, বস্তুতঃ তাহা হয়না। অতএব সংযোগি (আত্মা) বিশেষিত সংযোগই চেষ্টার প্রতি হেতু।

প্রশ্ন। যাহার অন্বয় ব্যতিরেক আছে তাহাতেই কারণতা স্বীকার করা যায়, আত্ম সংযোগের ব্যতিরেক সম্ভাবনীয় নহে (আত্মা সর্বগত অর্থাৎ সর্ব্ব-মূর্ত্ত সংযোগের অনুযোগী) সুতরাং আত্ম সংযোগ কারণ নহে।

উত্তর। যে ক্রিয়া নিজের অসমানাধিকরণ যে দ্রব্যের গুণ দ্বারা উৎপন্ন স্বাধিকরণের সহিত সেই দ্রব্যের সংযোগ সেই ক্রিয়ার অসমবায়ি-কারণ।

যথা উষ্ণ স্পর্শশীল অগ্নি সংযোগ জন্য ধান্যাদির ক্রিয়া। (অগ্নি সংযোগ দ্বারা ধান্য স্থানান্তরিত হইয়া খৈ হয়।) এই উদাহরণ প্রতিপাদ্য ব্যাপ্তিবলে শরীর ক্রিয়ার প্রতি আত্ম সংযোগের কারণতার সিদ্ধি হইয়াছে।

প্রশ্ন। ক্রিয়ার প্রতি মূর্ত্তমাত্র সমবেত গুণ ই অসমবায়ি কারণ, সুতরাং উষ্ণ-স্পর্শ জন্য ধান্যাদির ক্রিয়ার প্রতি ধান্যের সহিত অগ্নির সংযোগ অসমবায়ি কারণ হইলেও প্রযত্ন জন্য চেষ্টার প্রতি আত্মার সহিত শরীরের সংযোগ অসমবায়ি কারণ নহে, (যেহেতু—আত্মা মূর্ত্ত নহে)।

উত্তর। কার্য্য মাত্রের প্রতিই সমবায়ি-কারণ প্রত্যাসন্ন-গুণ বা কর্ম্ম অসমবায়ি কারণ। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অঙ্গীকার করিলে জ্ঞানাদির অসমবায়ি-কারণ দুর্ঘট হইয়া পড়িবে; এবং এরূপ অঙ্গীকারের প্রতি কোন প্রযোজকও নাই। অপিচ যে কার্য্যের অসমবায়ি কারণ সংযোগ যে দ্রব্যে থাকে সেই কার্য্যের প্রতি সেই দ্রব্য কারণ ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত, সুতরাং শরীর ক্রিয়ার প্রতি আত্মাকারণ। কেহ কেহ বলেন—কার্য্যানুকূল-প্রযত্ন যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাহারই নাম কর্ত্তা, তাহাতে জনকত্ব বিশেষণ দিলে গৌরব হয়। বৈয়াকরণ-পণ্ডিতেরা যে কর্ত্তাকে কারক বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা "সবিশেষণে (বিশেষণ যুক্ত বিশেষ্যে) যে বিধি বা নিষেধ করা হয়, তাহা বিশেষ্যে বাধিত হইলে (না থাকিলে) বিশেষণকে উপসংক্রামিত করে, (বিশেষণান্বয়ী হয়)" এই ন্যায়ানুসারে কৃতির কর্ত্তৃত্ব বোধক মাত্র। (কৃতির আশ্রয় আত্মাতে কর্ত্তৃকারকত্বের বাধ থাকায় কৃতিতেই কর্ত্তৃকারকত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে) সুতরাং জ্ঞান ইচ্ছা ও কৃতিজন্যত্ব ই সাধ্য এবং জ্ঞানাদির আশ্রয় ঈশ্বর কর্ত্তা। ("কৃতির জনক কর্ত্তা" এই অর্থ এখানে খাটে না) এই মত সমীচীন নহে। কারণ কর্ত্তার কারকত্ব বহু বাদি সম্মত।

প্রশ্ন। পটাদি কার্য্যের প্রতি চিকীর্ষা দ্বারা হেতুভূত কৃতি সাধ্যত্ব ও ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান, ("এই কার্য্য করিবার সামর্থ্য আছে, অথচ করিলে উপকার হইবে"—জ্ঞান) প্রত্যক্ষাত্মক নহে। কারণ—চিকীর্ষার বিষয় পটাদি অনাগত, সুতরাং তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের সম্ভব নাই। কিন্তু অনুমিত্যাত্মক, তাহা হইলে—দৃষ্টান্ত পটাদিতেও সাধ্য রহিল না, (পটের উৎপত্তির পূর্ব্বে পট বিষয়ক ইচ্ছা বা যত্ন হওয়া অসম্ভব) অপিচ সাধ্যই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

উত্তর। সিদ্ধ (প্রসিদ্ধ) পদার্থে অসিদ্ধ (অপ্রসিদ্ধ) বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে কৃতি উৎপন্ন হয়, সিদ্ধ বস্তুর প্রত্যক্ষ হইলেই তাহার সম্ভব। কারণ, তস্তুবয়নে কৃতিসাধ্যতাও ইষ্টসাধনতার অনুমিতি হইলেও তস্তুর প্রত্যক্ষ না হইলে প্রবৃত্তি হয় না। অতএবই শব্দাদি দ্বারা (বেদবাক্যদ্বারা) যজ্ঞাদিতে কৃতি সাধ্যত্ব ও ইষ্ট সাধনত্ব অবগত হইলেও ঘৃতাদি উপকরণের প্রত্যক্ষ না হইলে প্রবৃত্তি হয় না, এবং পাক করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তণ্ডুলাদি প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে প্রবৃত্তি হয় না।

একথা ও বলা যায় না যে—"প্রবর্ত্তক জ্ঞানই (কৃতি সাধ্যত্বও ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞানই) প্রবৃত্তির কারণ, আর উপাদান প্রত্যক্ষ তাহা দ্বারা উপক্ষীণ। (অন্যথা সিদ্ধ)" কারণ, পরমাণুর ক্রিয়ায় ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানের বিষয়তা থাকিলেও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া তদন্তর্ভাবে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব উপাদানের প্রত্যক্ষই প্রবর্ত্তক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। প্রবৃত্তির বিষয় মৃদঙ্গাদি প্রত্যক্ষের বিষয়, সুতরাং শব্দাদি অন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইল না। (শব্দের সমবায়ি কারণ গগন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে মৃদঙ্গাদি বিষয়ক কৃতির আনুকূল্যে শব্দ উৎপন্ন হয়।)

প্রশ্ন। অভিপ্রেত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধার্থে প্রযত্ন জন্য মনের ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, এই ক্রিয়ার উপাদান-মন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, অতএব কথিত মনের ক্রিয়া অন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইতেছে।

উত্তর। অদৃষ্ট সহকৃত-ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা মনোবহ ধমনীর উপলব্ধি হইলে সেই ধমনী বিষয়ক প্রযত্ন দ্বারা ধমনীতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহার ফলে স্পর্শশীল বেগবতী ধমনীর সহিত মনের নোদন (অশব্দকারী) সংযোগ হওয়ার পরে মনের ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, কিন্তু প্রযত্ন দ্বারা হয় না। প্রযত্ন প্রযুক্ত ক্রিয়ার প্রতিই প্রত্যক্ষ নিয়ামক। অতএবই জলাদির অভ্যবহার (গলাধঃ করণাদি) ও মলোৎসর্গের হেতু-নাড়ীর অনাদি-অভ্যাস বাসনা বলে অদৃষ্ট সহকৃত-ত্বগিন্দ্রিয় (স্পর্শেরহেতুইন্দ্রিয়) দ্বারা উপলব্ধি হইলে তদ্গোচর প্রযত্ন হইয়া থাকে। (মানুষ ইচ্ছানুসারে মনকে বিষয়ান্তরে সন্নিবিষ্ট করিতে পারে)

প্রশ্ন। দৃষ্টান্ত পটাদিতে অনুমিতি জন্যত্ব প্রমাণিত হওয়ায় ঈশ্বরেও অনুমিতি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ—ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে মানুষের অনু-

মিতি জন্যত্ব সম্ভাবনীয় নহে। যেমন মানুষের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় জন্য হইলেও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, সেইরূপ মানুষাদির অনুমিতি লিঙ্গ জন্য হইলেও ঈশ্বরের অনুমিতি নিত্য। কারণ, অনিত্য অনুমিতির আনুকূল্যে অনাদি দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি সম্ভব পর নহে।

উত্তর। পটাদিতে যে অনুমিতির জন্যত্ব গৃহীত হইয়াছে, সেই অনুমিতি সুখ অথবা দুঃখাভাব সাধনতা অবগাহন করিয়া উৎপন্ন। (কাপড় প্রস্তুত করিলে সুখ হইবে, অথবা অভাব ঘুচিবে) ভগবানের শরীর ও অদৃষ্ট না থাকায় সুখ দুঃখ থাকা সম্ভব পর নহে। অতএব ক্ষিতি প্রভৃতি বিষয়ক ঈশ্বরের যথার্থানুমিতির সম্ভব নাই। পটাদি কার্য্যের প্রবৃত্তির বিষয় তন্তু প্রভৃতির প্রত্যক্ষের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত অনুমিতি বা অন্য কোন অনুমিতি অনুমিতিত্বরূপে কারণ নহে ; সুতরাং ঈশ্বরে অনুমিতি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন। দ্বেষ করিয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাতে চিকীর্ষা হয় না। সুতরাং কার্য্য মাত্রের প্রতি চিকীর্ষা কারণ নহে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে যদি ক্ষিতি প্রভৃতিতে দ্বেষ সাধ্যত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তবে ভগবানে দ্বেষও সিদ্ধ হউক। ইষ্টাপত্তি করিলে ভগবান্‌ও আমাদের মত সংসারী হইয়া পড়িলেন। কারণ— দ্বেষ্টা মাত্রই সাংসারিক।

উত্তর। সাপের প্রতি দ্বেষ আছে বলিয়া সাপ দেখিলেই মারিবার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ—"বিনা প্রয়োজনে দুঃখ মাত্র ফলক কর্ম্মে প্রেক্ষাশীলদের প্রবৃত্তি হয় না" প্রবৃত্তি হয়—"দুঃখসাধনের ধ্বংস, অথবা তৎসাধ্য দুঃখের অনুৎপাদকে উদ্দেশ্য করিয়া" তাহা সিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সেই ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানের ফলে যে ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে, তাহাই কৃতির কারণ, যে হেতু—কৃতি মাত্রের প্রতি ইচ্ছার কারণত্ব কৢপ্ত। এখানে দ্বেষ থাকিলেও সাক্ষাৎ কারণ নহে, পরম্পরায় কারণ। (অন্যথাসিদ্ধ) (এখানে দ্বেষ কারণ নহে বলায়, দ্বেষের উচ্ছেদ হইবে না। কারণ, "আমরা সাপকে অথবা শত্রুকে দ্বেষ করি" এরূপ সার্ব্বজনীন প্রতীতি বলে দ্বেষ নামে একটা গুণ অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

প্রশ্ন। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহেন, সুতরাং অনুপলব্ধি বাধ (উপলব্ধি না হওয়ার দরুণ অভাব জ্ঞান) হইয়া যাইবে।

উত্তর। অনুপলব্ধি মাত্রকে অভাব প্রত্যক্ষের কারণ বলিলে অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অবিষয়) মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। অতএব যোগ্যের (প্রত্যক্ষ বিষয়ের) অনুপলব্ধিই অভাব প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর অযোগ্য, সুতরাং যোগ্যানুপলব্ধির সম্ভব না থাকায় তাহার অভাব প্রত্যক্ষ হইবেনা। "পরমাত্মার প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যদি তাহার অভাব প্রত্যক্ষ না হয়, তবে শশশৃঙ্গের প্রত্যক্ষ না হওয়ার দরুণ যে তাহার অভাব প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ও অসম্ভব হইয়া পড়িবে" এরূপ প্রতিবন্দী দেখাইয়া পরমাত্মার অভাবের প্রত্যক্ষের উপপত্তি করিতে গেলে পরমাণু প্রভৃতি উভয় বাদি সিদ্ধ অদৃশ্য মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে।

অযোগ্য কর্ত্তার অভাব সিদ্ধি করাও সম্ভাবনীয় নহে। কারণ, চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানাদি বিশিষ্ট-অন্য-আত্মার (আত্মজন্য ইচ্ছা, ইচ্ছা জন্য কৃতি, কৃতি জন্য চেষ্টা, সুতরাং অন্যের হস্তাদির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইলেই আত্মার অনুমিতি হয়) অনুমিতি হয়। এক আত্মা অপরের প্রতি অযোগ্য বলিয়াই প্রত্যক্ষ হয় না। "যেমন পশু হইলেই শৃঙ্গ থাকার প্রতি কোন প্রযোজক নাই, সেইরূপ কার্য্য হইতে গেলেই কারণ চাই, ইহার প্রতিও কোন প্রযোজক নাই" এই উক্তিও সমীচীন নহে। যে হেতু—কার্য্যমাত্রের প্রতি কর্ত্তার কারণত্ব অবধারিত ইহাতে কোন তর্ক নাই, এবং প্রতিবন্দী মাত্রই দোষের নিয়ামক নহে। (বিনা কর্ত্তায় কার্য্য হইলে লোকে কার্য্যের চেষ্টা করিত না)।

প্রশ্ন। এই নিয়মে অদৃষ্ট পদার্থের অনুমিতি স্বীকার করিলে পশুত্ব হেতু দ্বারা অশ্বাদিতে শৃঙ্গের অনুমিতি হউক ?

উত্তর। এরূপ অনুমান করিতে গেলে অর্থান্তর দোষ হইবে, এবং বিপক্ষের বাধক-তর্ক না থাকায় এখানে ব্যাপ্তি জ্ঞান হওয়াও অসম্ভব। অপিচ শৃঙ্গত্ব বস্তুটা যোগ্য সংস্থান ব্যঙ্গ, (প্রত্যক্ষের বিষয় আগা গোড়া প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা ব্যঞ্জিত) সুতরাং তাহাতে অযোগ্যত্বের বিরোধ থাকায় অশ্বাদিতে শৃঙ্গের সন্দেহ করা ও সম্ভবপর নহে। এবং "শশে শৃঙ্গের অভাব আছে" ইত্যাদি অবাধিত প্রত্যক্ষই তাহার (শৃঙ্গানুমিতির) প্রতিবন্ধক। (৮৬)

প্রশ্ন। অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান বলে কার্য্যকারণ ভাব জ্ঞান হয়, কৃতি ও কার্য্যের তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ, ন্যায় মতে ভগবানের কৃতি নিত্য, কোন দেশে বা কালে তাহার ব্যতিরেক নাই, সুতরাং কৃতির ব্যতিরেক প্রযুক্ত কার্য্যের ব্যতিরেক সংঘটিত হওয়ার সুযোগ নাই। অথচ ভগবানের নিত্য-কৃতির সহিত কোন কার্য্যেরই অন্বয় সহচার নাই। এ অবস্থায় কার্য্য কারণভাব সম্ভাবনীয় নহে। বহ্নিমাত্রের ব্যতিরেক প্রসিদ্ধ, যেখানে বহ্নির ব্যতিরেক গ্রহ হয়, সেখানে অবিচ্ছিন্ন মূল ধূমের ও ব্যতিরেক গৃহীত হয়, অতএব বহ্নি ও ধূমের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব বা কার্য্যকারণ-ভাবগ্রহের কোন বাধা পরিলক্ষিত হয় না।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, কার্য্যকারণ-ভাব অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ হইলে শব্দ সমবায়ি-কারণত্বে আকাশের ও জ্ঞানাদির সমবায়ি-কারণত্বে আত্মার সিদ্ধি করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, আকাশ ও আত্মা নিত্য, অথচ সর্ব্বগত, ইহাদের কোন কালে বা দেশে ব্যতিরেক নাই, এবং অন্বয় সহচারেরও সম্ভব নাই। যে হেতু,—ইহাদের অধিকরণ নাই। সুতরাং কার্য্য কারণ ভাব অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ নহে।

মন্তব্য।

(৮৬) অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি যোগ্যের অনুপলব্ধি কারণ, পরমাত্মা অযোগ্য, সুতরাং তাহার যোগ্যানুপলব্ধি সম্ভবপর নহে, কাজেই তাহার অভাব প্রত্যক্ষ হইবে না। প্রতিযোগী ও তাহার ব্যাপ্য-সংসর্গাদি ভিন্ন প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের কারণ কলাপের নাম যোগ্যতা, এই যোগ্যতা বিশিষ্ট অনুপলব্ধিই অভাব প্রত্যক্ষের কারণ। যেখানে আলোকাদি কারণ কলাপ থাকে সেখানে পটাদির অভাব প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু শশশৃঙ্গের অভাব প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ, প্রত্যক্ষের, সামগ্রী দুই প্রকার, সদ্বিষয় স্থলে বিষয় সহিত চক্ষুরাদি; আর অসংবিষয় স্থলে বিষয় রহিত পিত্তাদি-দোষ সংশ্লিষ্ট চক্ষুরাদি। সদ্বিষয় স্থলে প্রতিযোগী ও তদ্ব্যাপ্য ভিন্ন কারণ নিচয় থাকিলে অভাব প্রত্যক্ষ হইবে বটে, কিন্তু অসদ্বিষয় স্থলে দোষযুক্ত ইন্দ্রিয় (যোগ্যতা) থাকিলে প্রতিযোগীরই প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে। যেহেতু—শঙ্খে পীতত্ব প্রত্যক্ষের প্রতি পিত্ত-দোষযুক্ত চক্ষুই কারণ। (৮৬)

এই আশঙ্কা ভ্রান্তি প্রণোদিত। কারণ,—সমবায়িকারণতা গ্রাহক ব্যতিরেক সংসর্গাভাব ঘটিত নহে,—অন্যোন্যাভাব ঘটিত। যথা, "যাহা সুতা নহে, তাহা দ্বারা পট হয় না" "যে আকাশ নহে তাহাতে শব্দ হয় না" "যিনি আত্মা নহেন, তাহার জ্ঞানাদি নাই" ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব ঘটিত ব্যতিরেক ও যাহা সুতা তাহা দ্বারা পট হয়, যিনি আত্মা, তিনিই জ্ঞাতা ইত্যাদি তাদাত্ম্য সংসর্গ ঘটিত অন্বয় সহচার জ্ঞান দ্বারা কার্য্য ও সমবায়ি কারণের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব ও কার্য্যকারণ-ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। অথবা, শব্দ, (পক্ষ) সমবেত, (সাধ্য) যে হেতু—ভাব-কার্য্য ; (হেতু) এবং জ্ঞান, (পক্ষ) সমবেত, (সাধ্য) যে হেতু—ভাব কার্য্য, (হেতু) এই দুইটি অনুমান দ্বারা আত্মা ও আকাশের সিদ্ধি করা যাইতে পারে। কারণ, শব্দ ও জ্ঞান ক্ষিতি প্রভৃতি কোন দ্রব্যে আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না, কাজেই অতিরিক্ত দ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে।

উত্তর। যেমন—"যে যে বহ্নির সহিত ধূমের অন্বয় সহচার গৃহীত হইয়াছে, সেই সেই বহ্নির ব্যতিরেক দ্বারাই ধূমমাত্রের ব্যতিরেক গ্রহ হয়, কিন্তু মহানসীয় বহ্নির ব্যতিরেক দ্বারা হয় না। এখানে 'একের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা (মহানসীয় বহ্নিও ধূমের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা) অন্যের (পর্ব্বতীয় বহ্নিও ধূমের) ব্যাপ্তিগ্রহ অঙ্গীকার করিলে মেঘও গভীর গর্জ্জনের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা হস্তীও অশ্বের ব্যাপ্তিগ্রহ হউক' এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। কারণ, যে যে জাতীয় দুইটি বস্তুর অন্বয় ব্যতিরেক গ্রহ হয়, কোন বাধক না থাকিলে সেই জাতীয় বস্তু সামান্যে সেই জাতীয় বস্তু সামান্যের ব্যাপ্তিগ্রহ হয়, (অন্য জাতীয়ের হয় না) ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অন্যথা লিখিবার জন্য কলম প্রস্তুতের প্রবৃত্তি হইবে না। কারণ,—দুই চারিটি কলম দ্বারা লিখা হইয়াছে দেখিয়া লিখার প্রতি কলম মাত্রের কারণতা বোধ হইয়াছে, ইহা ছাড়া যে-কলম প্রস্তুত করা হইবে, তাহা দ্বারা লিখা হওয়ার প্রতি কোন প্রমাণ নাই। অতএব বহ্নি বিশেষও ধূম বিশেষের সহচার জ্ঞান বলে যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা ধূমত্ব পুরস্কারে সকল ধূম ও বহ্নিত্ব পুরস্কারে সকল বহ্নিকে অবগাহন করিয়া থাকে, কিন্তু মেঘ ও গভীর গর্জ্জনের সহচার জ্ঞান বলে হাতী ও ঘোড়ার ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় না। কারণ—মেঘও হাতী মাত্রের এবং গর্জ্জনও ঘোড়া মাত্রের অনুগত কোন ধর্ম্ম নাই।"

সেইরূপ—"কৃতি বিশেষও কার্য্য বিশেষের (তন্তুবায়ের কৃতি ও পটের, এবং স্বর্ণকারের কৃতিও কুণ্ডলের) অন্বয় ব্যতিরেক গ্রহদ্বারা কোন বাধক না থাকায় কৃতি মাত্রও কার্য্য মাত্রের ব্যাপ্তি গ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু পক্ষ ধর্ম্মতা-বল লভ্য বিশেষ ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের (মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের) অন্বয় ব্যতিরেক গ্রহ ব্যাপ্তিগ্রাহক (মহানসীয় বহ্নিও ধূমের ব্যাপ্তিগ্রাহক) নহে। তাহা হইলে—সিষাধয়িষার অনধীন অনুমিতি মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। (যেখানে পক্ষে বিশেষরূপে হেতু ও সাধ্যের সহচারগ্রহ হইয়াছে, সেখানে সিষাধয়িষা ছাড়া পক্ষে সাধ্যানুমিতি হয় না)

প্রশ্ন। কার্য্যে কর্ত্তার ব্যাপ্তি গ্রহ দ্বারা যদি অদৃশ্য-কর্ত্তার (ঈশ্বরের) সিদ্ধি হয়, তবে বহ্নি (মাত্র) ব্যাপ্য ধূম দ্বারা অদৃশ্য জঠরাগ্নির অনুমিতি হউক।

উত্তর। ধূমের প্রতি অদৃশ্য-জঠরাগ্নি কারণ নহে, তাহাহইলে অন্নাদির পরিপাক সময়ে মুখ হইতে ধূম নির্গত হইত।

প্রশ্ন। কার্য্যব্যতিরেক জ্ঞান, ইচ্ছাও প্রযত্ন এই তিনটীর ব্যতিরেক প্রযুক্ত নহে, যেখানে ইহাদের যে কোন একটির ব্যতিবেক আছে, সেখানেই কার্য্য ব্যতিরেক অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে—জ্ঞান ইচ্ছাও কৃতির ব্যতিরেক কার্য্য ব্যতিরেকের ব্যাপ্য না হওয়ায় ব্যর্থ বিশেষণ দোষ ঘটিতেছে (কৃতির অভাবকে হেতু করিলেই চলে, তাহাতে জ্ঞানও ইচ্ছার ব্যতিরেক বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন) সুতরাং কার্য্যত্ব হেতুদ্বারা বিশিষ্ট সাধ্যের (জ্ঞান ইচ্ছাও কৃতি জন্যত্বের) সিদ্ধি সম্ভাবনীয় নহে। কারণ,—সাধ্যাভাবের ব্যাপক অভাবের প্রতি-যোগীই সাধ্যের অনুমাপক হয়।

উত্তর। জ্ঞান ইচ্ছাও কৃতি ইহাদের যে কোন একটির ব্যতিরেক থাকি-লেই কার্য্যের ব্যতিরেক থাকে, সুতরাং কার্য্যত্ব হেতুদ্বারা এক একটির সিদ্ধি করিলেই ফলে তিনটির সিদ্ধি হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন। উল্লিখিত অনুমানদ্বারা অশরীর নিত্যজ্ঞানাদি বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ কর্ত্তার সাধন করাই অনুমাতার অভিপ্রায়, এই অভিপ্রায়ে যে পটাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে, তত্রত্য কার্য্যত্বে শরীরী অসর্ব্বজ্ঞ অনিত্য-জ্ঞানাদিমান্ কর্ত্তার সহচার পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বিশেষণ বিরোধ হইয়া পড়িতেছে।

উত্তর। দৃষ্টান্ত স্থলীয় হেতুতে বিবক্ষিত (অনুমাতার অভীপ্সিত) সাধ্যের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি-সাধ্যের সহচার মাত্র দূষক নহে, তাহা হইলে—অনুমান মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। (মাঠে ধূম দর্শনের পরে যে আগুনের অনুমিতি হয়, তাহাতে পক্ষ ধর্ম্মতা বলে তার্ণত্ব, অর্থাৎ তৃণ জন্যত্ব সাধন করা অনুমাতার অভিপ্রেত, কিন্তু দৃষ্টান্ত মহানসীয় কাষ্ঠের বা কয়লার ধূমে তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি-অতার্ণ বহ্নির সামানাধিকরণ্যই আছে, তার্ণ বহ্নির সামানাধিকরণ্য নাই।) অনিত্য-জ্ঞানী অসর্ব্বজ্ঞ-শরীরী কর্ত্তার ব্যাপ্তি কার্য্যত্বে নাই, তাহা থাকিলে হেতু সাধ্যের বিপরীতের সাধক হওয়ায় বিরুদ্ধ হইয়া পড়িত। (দৃষ্টান্তস্থ সাধ্যে পক্ষস্থিত সাধ্যের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকিলেও সেই ধর্ম্ম পুরস্কারে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে হেতু বিরুদ্ধ হয় না) কার্য্যত্বে শরীরী অসর্ব্বজ্ঞ কর্ত্তার ব্যাপ্তি বাদী বা প্রতিবাদী কাহারও স্বীকার্য্য নহে। কারণ, কুসুম বিকসনাদিতে অনুপলব্ধি দ্বারা যোগ্য-শরীরী কর্ত্তার অভাব প্রত্যক্ষ হয়।

প্রশ্ন। দৃষ্টান্ত পটাদি অন্তর্ভাবে যেরূপ—কর্ত্তার ব্যাপ্তি কার্য্যত্বে জ্ঞাত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অনিত্য জ্ঞানাদি বিশিষ্ট কর্ত্তার লাভ হয়, কিন্তু পক্ষ ধর্ম্মতাবলে (অঙ্কুরাদিতে অনিত্য জ্ঞানাদিমান্ কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বের বাধ থাকায়) নিত্য জ্ঞানাদি বিশিষ্ট কর্ত্তা উপনীত; কারণ—সৃষ্টির প্রথমে যে দ্ব্যণুকাদি উৎপন্ন হইয়াছে, শরীরী অনিত্য জ্ঞানাদিমান্ পুরুষ তাহার কর্ত্তা হইতে পারে না। তাহা হইলে উপনীত (উপস্থিত) কর্ত্তৃদ্বয়ের বিভিন্ন জাতীয়ত্ব নিবন্ধন বিরোধ দ্বারা ব্যাপ্তি ও পক্ষ ধর্ম্মতার বিরোধ (দৃষ্টান্তস্থলীয় হেতুতে [কার্য্যত্বে] অনিত্যজ্ঞানাদি বিশিষ্ট কর্ত্তার ব্যাপ্তি জ্ঞাত হইয়াছে, আর দ্ব্যণুকাদি-পক্ষ বৃত্তি কার্য্যত্ব হেতুতে নিত্য জ্ঞানাদিমৎ অশরীরি-কর্ত্তৃ জন্য-দ্ব্যণুকাদি-পক্ষ বৃত্তিত্বের বোধ হইয়াছে, সুতরাং ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতার অধিকরণের বৈলক্ষণ্য হেতুক বিরোধ ঘটিয়াছে) থাকায় পরস্পর সহকারিতা থাকার সম্ভব নাই, সুতরাং অনুমিতি হওয়া সুকঠিন হইবে।

উত্তর। অনিত্য জ্ঞানাদিমৎ-কর্ত্তৃজন্যত্বরূপে এখানে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় নাই, হইয়াছে—জ্ঞানাদিমৎ কর্ত্তৃজন্যত্বরূপে, তথাবিধ কর্ত্তৃজন্যত্বের, ঐ ব্যাপ্তি সহকৃত পক্ষ ধর্ম্মতা-বল লভ্য বিশেষ ধর্ম্মের (নিত্য জ্ঞানাদিমৎ কর্ত্তৃজন্য দ্ব্যণুকাদি বৃত্তিত্বের) বিরোধ নাই। কেবল ব্যাপ্তি বা পক্ষ ধর্ম্মতা পৃথক্ উপনায়ক নহে, (সাধ্যের

জ্ঞাপক নহে) তাহা হইলে একটা ব্যর্থ হইত। অতএব নিরপেক্ষতা দশায় (ব্যাপ্তি জ্ঞান ও পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান যখন পরস্পরের অপেক্ষা করে না, তখন) বিশেষের উপস্থিতি না থাকায়ই বিরোধ জ্ঞান হইবে না। আর যখন পরস্পরের অপেক্ষা থাকিবে তখন এককালে বিরোধের প্রতিযোগিদ্বয়ের (জন্য জ্ঞানাদিমৎ কর্ত্তৃজন্যত্বের ব্যাপ্তি ও নিত্যজ্ঞানাদিমৎ-দ্ব্যণুকাদি-পক্ষ বৃত্তিত্বের) জ্ঞান হওয়ায়, প্রতিযোগিদ্বয়ের জ্ঞানের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দ্বারা (এককালে একত্র বিরুদ্ধ প্রতি-যোগিদ্বয়ের জ্ঞান হইলে অভাব জ্ঞান হইবে না, অথচ প্রতিযোগি জ্ঞান না হইলে প্রতিযোগি জ্ঞানাভাব প্রযুক্তই অভাব জ্ঞান হইবে না) বিরোধ জ্ঞান হইবে না। হেতুর বিশেষণ ও সাধ্যের বিশেষণের বিরোধ দ্বারাই বিশেষণ বিরোধ ঘটিয়া থাকে। যথা, "চন্দন প্রভব অগ্নি সাধ্য ও দুর্গন্ধি-ধূম হেতু" এখানে দুর্গন্ধযুক্ত ধূম চন্দন প্রভব অগ্নির জ্ঞাপক হইতে পারে না বলিয়াই সাধ্যের বিশেষণ-চন্দন প্রভবত্ত্ব ও হেতুর বিশেষণ অসুরভিত্ব পরস্পর বিরোধী হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে সাধ্যের বা হেতুর তেমন কোন বিশেষণ দেওয়া হয় নাই, যাহাদ্বারা এরূপ বিরোধ ঘটিতে পারে। অপিচ সাধ্যে বা হেতুতে যে সকল ধর্ম্ম থাকে, তৎ সমস্তই যে সাধ্যের বা হেতুর বিশেষণ হইবে এমন কোন নিয়মও নাই।

প্রশ্ন। জ্ঞানত্ব ও নিত্যত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব ও অশরীরত্ব পরস্পর বিরোধি পদার্থ, সুতরাং এক ধর্ম্মীতে উহাদের সমাবেশ সম্ভাবনীয় নহে, এঅবস্থায় নিত্য জ্ঞানাদিমৎ কর্ত্তার সিদ্ধি হইবে কিরূপে ?

উত্তর। এই প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর। কারণ,—ঈশ্বর ও তাহার বুদ্ধির সিদ্ধি হইলে ঈশ্বরে অশরীরিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব উপসংহ্রিয়মাণ হইয়া, এবং তাঁহার বুদ্ধিতে বুদ্ধিত্বও নিত্যত্ব উপসংহ্রিয়মাণ হইয়া বিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ অধিকরণে (গগন, মানুষও জ্ঞানাদিতে) তাহা অসম্ভব। তাহা হইলে-উভয়ের অসিদ্ধি হইয়া পড়িত। (জ্ঞানত্বও নিত্যত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব ও অশরীরিত্ব নিজ নিজ অধিকরণ জ্ঞানাদিতে থাকিয়া ও বিরুদ্ধ হইলে ইহাদের অস্তিত্বই অসম্ভব হইত।) এখানে ঈশ্বর অথবা তদীয় বুদ্ধি উপস্থিত নহে, উপস্থিত হইলে ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণ দ্বারা বিরোধ সুদুর পরাহত হইয়া পড়িবে। (যে প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইবে সেই প্রমাণ দ্বারাই তাঁহার অশরীরত্ব, ও যে প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞানের সিদ্ধি হইবে তাহা দ্বারা তদীয় জ্ঞানের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইবে)।

যদি ঈশ্বর ও তদীয় নিত্যজ্ঞানের উপস্থিতি না থাকে তবে বিরোধ কাহার কি করিবে। উপস্থিত আমাদের বুদ্ধি, তন্তুবায়, আকাশ ও মুক্তাত্মাতে জ্ঞানত্ব, কর্তৃত্ব, নিত্যত্ব ও অশরীরিত্বের উপসংহার করা যাইবে। অন্যত্র বুদ্ধিত্ব ও নিত্যত্ব এবং অশরীরিত্ব ও কর্তৃত্ব অধিগত না হইলেও ঈশ্বরে অশরীরিত্ব ও কর্তৃত্ব এবং তদীয় জ্ঞানে জ্ঞানত্ব নিত্যত্ব থাকায় প্রতি কোন বাধক নাই। অতএবই নিত্যত্ব ও অবয়বত্বের বিরোধ জ্ঞানকে (পরমাণু ভিন্ন কপালাদি কোন অবয়বই নিত্য নহে) তুচ্ছ করিয়া পরমাণু সিদ্ধি করা হইয়াছে। (যেমন অন্য কোন অবয়বে নিত্যত্ব না থাকিলেও পরমাণুতে তাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে সেইরূপ অন্য কোন অশরীরীতে কর্তৃত্ব ও অন্য কোন জ্ঞানে নিত্যত্ব না থাকিলেও অশরীরী ঈশ্বরে কর্তৃত্ব ও তদীয় জ্ঞানে নিত্যত্ব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে।) "ঈশ্বর আছেন কি না? ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য কি না? এবিষয়ে তর্ক বা সন্দেহ আছে" একথাও বলা যায় না। কারণ, তর্কের বা সন্দেহের বিশেষ্য প্রসিদ্ধ না হইলে তর্ক বা সন্দেহ হয় না, আর যদি বিশেষ্য ঈশ্বর বা তদীয় বুদ্ধি প্রসিদ্ধ থাকে তবে উল্লিখিত সন্দেহ বা তর্কের সম্ভব থাকে না। কারণ—অবধারিত বিষয়ে তর্ক বা সন্দেহ হয় না।

প্রশ্ন। পটের প্রতি প্রযত্ন সাক্ষাৎ কারণ নহে, পরন্তু হাতের ক্রিয়া দ্বারা কারণ। একথা বলা যায় না যে—"পিতা ও পুত্র উভয়-স্থপতি যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহার প্রতি যেমন উভয়ই প্রধান কারণ কেহ কাহারও ব্যাপার নহে, সেইরূপ প্রযত্নও ক্রিয়া উভয়ই প্রধান কারণ, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে"। তাহা হইলে বয়ন কারি কুবিন্দের পার্শ্ববর্ত্তী স্থির কর তন্তুবায়ও পটের কারণ হইতে পারে। অপিচ যাহার শরীর নাই তাহার শরীরের ব্যাপার চেষ্টাও নাই, অথচ শরীর ব্যাপার ব্যতিরেকে কাহাকে কিছু করিতে দেখা যায় না, এবং অঙ্কুরাদির হেতুভূত কোন প্রকার শরীর ব্যাপার লক্ষিত হয় না, সুতরাং অঙ্কুরাদির কর্ত্তাও নাই। অন্যথা পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তার অনুমিতি হইতে পারে। (বুদ্ধ্যাদি যুক্ত পরাত্মার যোগ্যানুপলব্ধি দ্বারা বাধ জ্ঞান হওয়াও সম্ভবপর নহে।) যদি বল যে, শরীর ব্যাপার দ্বারাই ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা কর্ম্ম সম্পাদন করেন, অতএব অঙ্কুরাদি কার্য্যে শরীর ব্যাপারের বাধ থাকায় ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তাও বাধিত। তবে কর্তৃমাত্রের চেষ্টা ভিন্ন-কার্য্যের প্রতি

চেষ্টা দ্বারাই কর্তৃত্ব অবধারিত থাকায় অঙ্কুরাদি কার্য্যে চেষ্টার বাধ হেতুক কর্তৃ-মাত্রের বাধ হইয়া পড়িবে; অতএব কৃতি সাধ্যত্বের প্রযোজক যে শরীর ব্যাপার জন্যত্ব তাহাই এখানে উপাধি। সুতরাং শরীর জন্যত্বাভাব দ্বারা অঙ্কুরাদিতে কর্তৃজন্যত্বাভাবের সিদ্ধি হইয়া যাইবে। এই নিয়মে জ্ঞান ইচ্ছা দ্বারা ও ইচ্ছা প্রযত্ন দ্বারাই কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং ব্যাপার (চেষ্টা) ব্যতিরেকে ভগবৎ প্রযত্ন কারণ হওয়া সুকঠিন।

উত্তর। জন্য মাত্রের প্রতি হস্তাদির ব্যাপার জনক কৃতিত্ব রূপে কারণতা নহে। তাহা হইলে—চেষ্টায়ও ক্ষিতি প্রভৃতিতে ব্যভিচার হইয়া পড়িবে। কিন্তু পটাদি কার্য্যের প্রতি হস্তাদির ব্যাপার জনক কৃতিত্বরূপে কারণতা আছে। জন্য মাত্রের প্রতি কৃতি মাত্রের কারণতার প্রতি যুক্তি এই যে,—যে জাতীয় পদার্থ বিশেষের প্রতি যে জাতীয় বস্তু বিশেষ কারণ, কোন বাধক না থাকিলে সেই জাতীয় সামান্যের প্রতি সেই জাতীয়-সামান্য কারণ। কার্য্য বিশেষের প্রতি (পটাদির প্রতি) কৃতি বিশেষ (হস্তাদির ব্যাপারজনক কৃতি) কারণ; সুতরাং কার্য্য সামান্যের প্রতি কৃতি সামান্য কারণ না হওয়ার প্রতি কোন হেতু নাই।

প্রশ্ন। চেষ্টা ভিন্ন কার্য্য মাত্রের প্রতি চেষ্টা দ্বারাই প্রযত্ন কারণ, সুতরাং ঈশ্বরের শরীরও চেষ্টা না থাকায় ক্ষিতি প্রভৃতিতে তাঁহার কৃতি সাধ্যতা সম্ভাবনীয় নহে।

উত্তর। চেষ্টা ভিন্ন কার্য্য মাত্রের প্রতি শরীর ব্যাপার জনক কৃতিত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিলে ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে ব্যভিচার ঘটে। সুতরাং পটাদি কার্য্য বিশেষের প্রতি শরীর ব্যাপার জনক কৃতিত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন। যদি শরীর স্পন্দনাদি নিরপেক্ষ প্রযত্ন (ঈশ্বর প্রযত্ন) কার্য্যের উৎপাদক হয়, তবে—আমবাতে জড়ীকৃত কলেবর কুবিন্দও কেবল আন্তরিক প্রযত্ন দ্বারা পটনির্ম্মাণে সক্ষম হউক?

উত্তর। পটাদি কার্য্যের প্রতি শরীর ব্যাপারের স্বতন্ত্র কারণতা আছে। (কার্য্য মাত্রের প্রতি নাই) বলাবাহুল্য—দ্ব্যণুকাদিও কুসুম বিকসনাদির প্রতি শরীর ব্যাপারের কারণতা নাই।

আরও একটা কথা এই যে,—পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তার সিদ্ধি হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, এই ক্ষেত্রজ্ঞ যদি হস্ত-পদাদি ব্যাপার বিশিষ্ট কৃতিমান্ পুরুষ হন, তবে কুসুম বিকসনাদিতে যোগ্য-হস্ত পদাদির ব্যাপারের অভাব থাকায় তত্তৎ কার্য্যের হেতু হইতে পারেন না। (হস্ত পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট কর্ত্তা শরীর স্পন্দনাদির সাহায্য ব্যতিরেকে অবয়ব সংযোগ বিভাগ সাপেক্ষ কোন কার্য্য করিতে পারেন না) আর যদি হস্তপদাদি ব্যাপার বিরহিত কৃতিমান্ই ক্ষেত্রজ্ঞ পদ প্রতিপাদ্য হন তবে, "তথাস্তু" সেই অপাণিপাদ অণিমাদি গুণ সম্পন্ন ভগবান্ই জগৎ কর্ত্তা" ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

অতএবই সহভাব নিরূপক নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীকে (যে পদার্থ কার্য্যের উৎপত্তি ক্ষণেও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নিয়ত ভাবে থাকে) কারণ বলা হইয়াছে। সমবায়ি-কারণ ও অসমবায়ি-কারণকে কার্য্য সহভাবে কারণ না বলিলে চলিবে না, সুতরাং নিমিত্ত কারণেরও কার্য্য সহভাবে কারণত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত। অন্যথা যে ক্ষণে প্রতিবন্ধকের অভাব থাকে তৎপরক্ষণে প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কার্য্য হইয়া যাইতে পারে, (বস্তুতঃ এরূপ হয় না) কারণ—কার্যের উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে প্রতিবন্ধক সর্পাদির অভাব আছে।

প্রশ্ন। পটাদি কার্য্যের সহিত প্রযত্নের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সহভাব নাই। কারণ, কার্য্যের উৎপত্তি সময়ে প্রযত্ন থাকে না। (হস্তক্রিয়াদি দ্বারা কাল বিলম্ব হওয়ায় প্রযত্ন থাকে না) অতএব প্রযত্ন পরিচায়িত ব্যাপার দ্বারাই কার্য্য সহভাব রাখিতে হইবে। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—শরীর দ্বারাই প্রযত্ন কারণ, কেবল-প্রযত্ন কারণ নহে। এরূপ হইলে ঈশ্বর বা তৎপ্রযত্ন কারণ হইতে পারিল না, (যে হেতু—ঈশ্বরের শরীর নাই)।

উত্তর। কার্য্যকালে বিদ্যমান সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ, ও প্রতিবন্ধকের অভাবে অন্বয় ব্যতিরেক গ্রহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদবস্থ-সমবায়ি-কারণাদিই কার্য্য সহভাবে হেতু; (নিমিত্ত কারণে এরূপ নিয়ম নাই) অতএবই ইহাদের আশ্রয়ে ইহাদের বিনাশক্ষণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক কারণের সহিত সহভাব নিরূপণ করা কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে সম্ভব পর নহে। এ অবস্থায় কারণাবধারণের সম্ভব না থাকায় কোন কার্য্যেই পুরুষের প্রবৃত্তির সম্ভব থাকে না। (কারণ কলাপের অনুপস্থিতি অবস্থায় পুরুষের কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না,

কার্য্য সহভাবে কারণতা কল্পনা করিলে কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যসহভাবের সম্ভব না থাকায় পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে) অতএবই নিমিত্ত কারণে কার্য্য সহভাবে হেতুতা স্বীকার সম্ভবপর নহে, অপিচ যে জাতীয় কার্য্য বিশেষের প্রতি যে জাতীয় বস্তু বিশেষ কারণ, সেই জাতীয় কার্য্য সামান্যের প্রতি সেই জাতীয় বস্তু সামান্য কারণ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য, সুতরাং (ইহা অস্বীকার করিলে বস্ত্র বয়ন উদ্দেশ্যে তাত প্রস্তুতের প্রবৃত্তি হইবে না) কার্য্যসহভাব বিশেষণ দ্বারা ও বিনশ্যদবস্থ (বিনষ্ট) বস্তুর কারণতাপত্তি খণ্ডন করা সুকঠিন। যেহেতু—তাহাতে ও স্বরূপ যোগ্যতা রূপ কারণতা আছে। স্বরূপ যোগ্য কারণ থাকিলেই যে কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, একথা বলা যায় না। কারণ, সহকারি বিরহ নিবন্ধন ও ফলোৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক নিমিত্ত কারণের কার্য্য সহভাবে হেতুতা অঙ্গীকার করিলে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়িবে এবং প্রাগভাবে প্রতি যোগীর জনকতা দুর্ঘট হইবে। যেহেতু—প্রাগভাবের প্রতিযোগীর (কার্য্যের) সহিত সহভাব অসম্ভব। যদি বলে যে—"প্রাগভাব কারণ নহে" তবে উৎপন্ন পট পুনশ্চ উৎপন্ন হইতে পারে। কারণ, প্রাগভাব ভিন্ন সকল কারণই বর্ত্তমান আছে। একথার উত্তরে যদি বল যে—"উৎপন্ন পট ই তাহার প্রতিবন্ধক" তবে প্রতিবন্ধকপটের অভাবে কারণত্ব অঙ্গীকৃত হইল। বিশেষতঃ পটের প্রতি যে—পটের অত্যন্তাভাব বা ধ্বংস কারণ হইবে তাহার প্রতি কোন যুক্তি নাই, সুতরাং পটে কারণীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব রূপ প্রতিবন্ধকত্ব রক্ষা করিতে হইলে পটের প্রাগ ভাবেই কারণতা অঙ্গীকার করিতে হইবে। একথা ও বলা যায় না যে "এক সামগ্রী একদা একটি মাত্র কার্য্য উৎপাদন করে, ইহাই সামগ্রীর স্বভাব" কারণ, সামগ্রীও তাহার অভাব কার্য্যও কার্য্যাভাবের প্রযোজক, সুতরাং সামগ্রী সত্বে কার্য্যের উৎপাদ অবশ্যম্ভাবী, অতএব কার্য্যের উৎপত্তি না হইলেই সামগ্রীর অভাব আছে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। সামগ্রীর অভাবের প্রতি ও কারণের অভাবই প্রযোজক, সুতরাং অতিরিক্ত একটা কারণ কল্পনা করিতে হইবে, সেই অতিরিক্ত কারণ কার্য্যের প্রাগভাব ছাড়া কিছুই নহে।

প্রশ্ন। কথিত নিয়মে পূর্ব্বোক্ত দোষ রাশির নিরাস ঘটিলে ও "কর্ত্তা শরীরীই, (শরীরিত্ব ব্যাপ্য কর্তৃত্ব) জ্ঞান অনিত্যই, বুদ্ধি ইচ্ছাদ্বারাই,

(ইচ্ছাদ্বারা হইলে ইচ্ছা জন্যহইল) ও ইচ্ছা প্রযত্নদ্বারাই হেতু” ইত্যাদি প্রাথমিক, ব্যাপ্তি জ্ঞানের (প্রথমতঃ রাম, শ্যাম প্রভৃতি কর্ত্তাতে শরীরিত্ব ব্যাপ্য-কর্ত্তৃত্বের ও তদীয় জ্ঞানবৃত্তি জ্ঞানত্বে জন্যত্বের ব্যাপ্তিজ্ঞান, এবং তদীয় জ্ঞানে ইচ্ছাদ্বারকত্ব ব্যাপ্য যে কারণত্ব তাহার, ও ইচ্ছায় কৃতিদ্বারকত্ব ব্যাপ্য যে হেতুত্ব তাহার জ্ঞান হয়) প্রতিকূলতায় অশরীর নিত্য জ্ঞানাদি বিশিষ্ট কর্ত্তার সিদ্ধি হওয়া সুকঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে।

এসকল দোষ নিরাকরণার্থে ভগবানের একটা নিত্য শরীর কল্পনা করাও সম্ভব পর নহে, কারণ— শরীর মাত্রই অনিত্য, নিত্য অতীন্দ্রিয় কোন শরীর নাই। একথা ও বলা যায় না যে,—শরীরিত্বে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি থাকার প্রতি কোন প্রযোজক নাই, যেহেতু —নিরুপাধিত্বই শঙ্কা-কলঙ্কের অপসারণ কল্পে দণ্ডায়মান আছে। যদি বল যে “কার্য্যত্ব হেতুতে যে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নির্ণয় হইয়াছে, তাহা ও নিরুপাধিত্ব বুদ্ধিদ্বারা দৃঢ়ীভূত” তাহা হইলে— তুল্য বল-উভয় হেতু দ্বারা সৎপ্রতি পক্ষ হইয়া পড়িবে, সৎপ্রতিপক্ষস্থলে কোন সাধ্যেরই সিদ্ধি হয় না; সুতরাং ক্ষিতিতে সকর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধি হইল না।

“কথিত হেতু দ্বয়ের মধ্যে কার্য্যত্ব হেতুতে সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্যের সন্দেহের বিশেষ্য অঙ্কুরাদি পক্ষবৃত্তিত্ব আছে, কিন্তু ‘কর্ত্তা শরীরীই’ স্থলে হেতুতে পক্ষ বৃত্তিত্ব নাই। কারণ—রাম, শ্যাম প্রভৃতি শরীরিত্ব রূপে নির্ণীত ধর্ম্মিতে কর্ত্তৃত্ব হেতুর বোধ হইয়াছে, পক্ষে (সন্দিগ্ধ সাধ্যক ধর্ম্মিতে) তথা নাই। সুতরাং কার্য্যত্ব হেতুই বলীয়ান্” একথা বলিয়া ও লাভ নাই। কারণ,—জ্ঞান অনিত্যই ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি জ্ঞানই ক্ষিত্যাদির জ্ঞানজন্যত্বের অনুমিতির পরিপন্থী। (জন্য জ্ঞান মাত্রই শরীর জন্য, সৃষ্টির প্রথমে শরীর না থাকায় জন্য জ্ঞানের সম্ভব নাই। এবং কার্য্যমাত্রই জ্ঞানজন্য ও জ্ঞান মাত্রই অনিত্য, এই উভয় জ্ঞানের ও পরস্পর বিরোধ আছে। (কার্য্যমাত্র জ্ঞানজন্য হইলে সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন-কার্য্যের জনক জ্ঞানকে নিত্য বলিতে হইবে, অন্যথা অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। আর সৃষ্টিরআদি কার্য্যর জনক জ্ঞান নিত্য হইলে জ্ঞানমাত্র অনিত্য হইল না।

আর যদি বিরোধ না হয়, তবে উভয়টিই প্রমাণ হউক। যেমন অঙ্কুরের প্রতি বীজের ও বীজের প্রতি অঙ্কুরের কারণতা অঙ্গীকার করিলে অনবস্থা

দোষ ঘটে, কিন্তু গত্যন্তর না থাকায় প্রামাণিকেরা এই অনবস্থাকে দোষাবহ বলেন নাই. সেই রূপ এখানের অনবস্থা, অর্থাৎ—কার্য্যমাত্রের প্রতি জ্ঞান কারণ, ও জ্ঞানের প্রতিশরীর কারণ বলিলে যে দোষ ঘটে তাহা ক্ষতিকর না হউক) তাহা হইলে—ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে শরীরীর অনিত্য জ্ঞান জন্যত্ব লাভ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অনুমানে বাধ হইয়া পড়িল। (অশরীরীর নিত্য জ্ঞান জন্যত্ব রহিল না) অপিচ 'জ্ঞান অনিত্যই'' এই ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিরোধী কোন উপাধির নিশ্চয় বা সংশয় ও নাই। কারণ, নিত্য জ্ঞান অপ্রসিদ্ধ ; প্রসিদ্ধ হইলে জ্ঞানত্ব হেতুর অব্যাপকত্ব রূপে উপাধির লাভ হইত। কিন্তু সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্য ও কার্য্যত্ব হেতু স্থলে নিশ্চিত সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্যের ব্যাপক-শরীর ব্যাপার জন্যত্বে কার্য্যত্ব হেতুর অব্যাপকত্ব থাকায় হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি গ্রহকালে পটাদিতে উপাধির নিশ্চয় বা সংশয় হইতে পারিবে।

উত্তর ; "জ্ঞান অনিত্যই" (অনিত্যত্ব ব্যাপ্য-জ্ঞানত্ব) এরূপ ব্যাপ্তি নাই। কারণ, বিপক্ষের বাধক (তর্ক) নাই। (বিপক্ষের বাধকই ব্যাপ্তির প্রযোজক) যদি বল যে,—নিরুপাধি সহচার দর্শন, অথবা উপাধির অদর্শনই বিপক্ষের বাধক তবে, "অবয়ব মহানই" (মহত্ত্বের ব্যাপ্য অবয়বত্ব) তেজ মাত্রই প্রত্যক্ষের যোগ্য-রূপ বিশিষ্ট, (উদ্ভূত রূপের ব্যাপ্য তেজস্ত্ব) ইত্যাদি ব্যাপ্তি বুদ্ধির ফলে পরমাণু (পরমাণু অনবয়ব, অতি সূক্ষ্ম) ও চক্ষুর (চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজ পদার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে উদ্ভূত রূপ নাই, থাকিলে চক্ষুর প্রত্যক্ষ হইত) অসিদ্ধি হইয়া পড়িবে।

বলিতে পার যে—'দ্রব্য চাক্ষুষের প্রতি অনেক দ্রব্যবত্ত্ব (যে দ্রব্যের চাক্ষুষ হয়, তাহার অনেকটি অবয়ব আছে ; সুতরাং তাহাতে অনেক দ্রব্যই সমবেতত্ব সম্বন্ধে আছে, অণুবীক্ষণের সাহায্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় তাহার ও আগা গোড়া আছে) রূপে, এবং দ্রব্য সাক্ষাৎ কারের প্রতি বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষরূপে যে কারণতা আছে, তন্মূলক বিপক্ষের বাধক তর্কদ্বারা (অণুবীক্ষণাদির সাহায্যে যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় তাহার অতি সূক্ষ্ম অবয়ব, অর্থাৎ আগা গোড়া না থাকিলে প্রত্যক্ষ হইত না ; ইত্যাদি তর্কদ্বারা) পরমাণু প্রভৃতির সাধক প্রমাণ বলবান্, সুতরাং পরমাণু সিদ্ধির বিরোধী প্রমাণের (অবয়ব মহান্ই এই ব্যাপ্তির) বাধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বিপক্ষ বাধক বিবর্জিত দুর্ব্বল বিরোধী ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিধীর বাধা ঘটিবে না।"

তাহা হইলেও—জ্ঞানাদির কার্য্য কারণ ভাবের অবধারণ থাকায় (কার্য্য মাত্রের প্রতি জ্ঞান কারণ, যেহেতু—না জানিয়া কোন কাজ করা যায় না) তন্মূলক বিপক্ষ বাধক তর্কদ্বারা (যদি না জানিয়া কাজ করা যাইত, তবে অজ্ঞাত বয়ন কুবিন্দ নন্দন বস্ত্র বয়নে সমর্থ হইত) কার্য্যত্বে জ্ঞানাদি জন্যত্বের নিষ্কলঙ্ক ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে (অপ্রামাণ্য শঙ্কা দ্বারা অকলঙ্কিত ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে) ও পক্ষ ধর্ম্মতাগ্রহের সহকৃত এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ফলে নিত্যজ্ঞানাদির সিদ্ধি হইয়া যাইবে। (সৃষ্টির আদি কার্য্যের জনক-জ্ঞান জন্য হওয়া অসম্ভব) তাহা হইলে—জ্ঞানত্বে জন্যত্বের ব্যাপ্তি রহিল না ব্যভিচারী হইয়া পড়িল।

অন্যথা "সাধ্য পক্ষাতিরিক্তেই থাকে" ইত্যাদি নিরুপাধিসহচার জ্ঞান বলে যে ব্যাপ্তি গ্রহ হইবে, তাহার ফলে অনুমান মাত্রের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। (যে ধর্ম্মিতে সাধ্যের সন্দেহ থাকে তাহার নাম পক্ষ, পক্ষে সাধ্যানুমিতিই অনুমানের ফল। সাধ্য পক্ষাতিরিক্তত্বের ব্যাপ্য হইলে ব্যাপক পক্ষাতিরিক্তত্বের অভাব দ্বারা পক্ষে ব্যাপ্য সাধ্যের অভাবের সিদ্ধি হইয়া যাইবে)।

আমরা বলি,—পক্ষধর্ম্মতা বলে যে নিত্য জ্ঞানের সিদ্ধি হইয়াছে "জ্ঞান অনিত্যই" এইরূপ ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহার প্রতিরোধ ঘটিবে না। কারণ, এই প্রত্যক্ষ আমাদের নিজ নিজ বুদ্ধি মাত্রকে বিষয় করিয়াছে, ঈশ্বরের জ্ঞান এই প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, (এক পুরুষের জ্ঞান অপরের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে) সুতরাং ভিন্ন বিষয়ক। ভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয় না, একধর্ম্মিক বিরোধি প্রকারক নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। এক জাতীয় দ্রব্যে (জলীয় পরমাণুতেও জলে) নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব আছে, ইহাতে বিরোধ নাই।

একথা বলা যায় না যে, "বুদ্ধি মাত্রে অনিত্যত্বের নিশ্চয় থাকায় বুদ্ধি বিশেষে নিত্যত্ব জ্ঞান হওয়া সুকঠিন"। কারণ, বুদ্ধি মাত্র বলিতে যদি ঈশ্বরের বুদ্ধিও মানুষের বুদ্ধি ধরা যাইত, তবে বিরোধও ব্যভিচারের প্রসক্তি থাকিত; কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং তাহাতে অনিত্যত্ব বোধ হওয়া অসম্ভব। আর যদি মানুষাদির বুদ্ধিমাত্র ধরা হয়, তবে ভিন্ন বিষয়কত্ব হেতুক ঈশ্বরীয় বুদ্ধির নিত্যত্বনা তাহার প্রতি বন্ধ হইবে না।

যদি বলে যে—জ্ঞানত্ব নিত্য কোন পদার্থে থাকে না বলিয়াই জানি, এ অবস্থায় তাহাকে নিত্য বৃত্তি বলিয়া জানিবার সম্ভব কোথায়? ইহার উত্তরে

আমরা বলিব,— "উভয়বাদি সিদ্ধ-আত্মা, আকাশ প্রভৃতি নিত্য পদার্থে বৃদ্ধিত্ব না থাকিলেও আত্মাদি ভিন্ন নিত্য পদার্থে বৃদ্ধিত্ব থাকিতে পারে, সুতরাং বৃদ্ধিত্বে উভয়বাদি সিদ্ধ-নিত্যাবৃত্তিত্ব নির্ণয় থাকিলেও নিত্যবৃত্তিত্ব জ্ঞান হইতে পারিবে। [বৃদ্ধিত্বে নিত্য বৃত্তিত্ব সামান্যাভাবের নির্ণয় থাকিলে নিত্য বিশেষ (নৈয়ায়িক-মত সিদ্ধ-নিত্য) বৃত্তিত্বের জ্ঞান হইবে কিরূপে? এরূপ আশঙ্কা করা যায় না; কারণ—নিত্যত্ব অনুগত ধর্ম্ম নহে, সুতরাং সামান্যাভাবের নির্ণয় অসম্ভব।] "জ্ঞানত্বকে অনিত্যত্ব ব্যাপ্য বলিয়াই জানি, সুতরাং যেখানে অনিত্যত্ব নাই সেখানে জ্ঞানত্বের জ্ঞান হইবে কিরূপে"? এই আশঙ্কার উত্তর পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। উপর্য্যুক্ত সমালোচনা দ্বারা "কর্ত্তাশরীরীই (শরীরিত্ব ব্যাপ্য কর্ত্তৃত্ব)" ইত্যাদি জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইয়াছে; কারণ, "কর্ত্তা শরীরীই" ব্যাপ্তির প্রযোজক নাই, এবং পক্ষ ধর্ম্মতা বলে অশরীরী কর্ত্তার সিদ্ধি হওয়ার প্রতি মানুষাদি মাত্র বিষয়ক—"কর্ত্তা শরীরীই" নির্ণয় প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। যেহেতু—বিষয়ের বিভিন্নতা ঘটিলে প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

প্রশ্ন। ক্ষিতি প্রভৃতিতে যে কর্ত্তৃজন্যত্ব আছে, তাহার অবচ্ছেদক জন্যত্ব নহে, অবচ্ছেদক হইবে পটত্বাদি। কারণ—পটত্বাদি রূপেই কার্য্যে জন্যত্বের বোধ হইয়াছে; (জন্য মাত্রের প্রতি কর্ত্তৃত্বরূপে কারণতা থাকাই পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করা হইয়াছে, যদি জন্যত্ব কার্য্যতার অবচ্ছেদক না হয় তবে পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করা অসম্ভব।) অথচ অবশ্য স্বীকার্য্য বটে। অন্যথা পটকর্ত্তা তন্তুবায় উপস্থিত থাকিলে (পটের যত্নের ন্যায় যত্নশীল হইলে) সুবর্ণাদি কারণ কলাপ সমবধান কালে কুণ্ডলাদি কার্য্যও উৎপন্ন হইতে পারিত। পটত্ব ও কুণ্ডলত্বাদি ধর্ম্ম অননুগত হইলেও জন্যতার অবচ্ছেদক হইবে, অন্যথা ধূমত্বও বহ্নি জন্যতার অবচ্ছেদক হইত না। (ভস্মাদিতেও বহ্নির জন্যতা আছে) তাহা না হইলে অনুকূল তর্কের অভাবে ধূমদর্শনের পরে বহ্নির অনুমিতি হইত না।

একথা বলা যায় না যে "পটত্বাদির ন্যায় জন্যত্ব ও জন্যতার অবচ্ছেদক হইবে, পটত্বাদি বিশেষ ধর্ম্ম অবচ্ছেদক হইয়াছে বলিয়াই যে—জন্যত্ব অবচ্ছেদক হইবে না, এমন নহে। তাহা হইলে—ধূম বিশেষ বহ্নি বিশেষের প্রযোজ্য হওয়ায় ধূম সামান্য বহ্নি সামান্যের প্রযোজ্য না হইতে পারে। যদি তাহা না হয় তবে—

কার্য্য কারণ ভাব মূলক অনুকূল তর্কের সম্ভব না থাকায় ধূম সামান্য ও বহ্নি সামান্যের অনুমাপক হইবে না। অতএব বলিতে হইবে যে—যে জাতীয় বস্তু বিশেষের প্রতি যে জাতীয় বস্তু বিশেষ হেতু, কোন বাধক না থাকিলে সেই জাতীয় বস্তু সামান্যের প্রতি সেই জাতীয় বস্তু সামান্য হেতু।" কারণ,—কোন বাধক না থাকায়ই ধূমত্ব বহ্নির জন্যতার অবচ্ছেদক হইয়াছে, কিন্তু জন্যত্ব যে জ্ঞানাদির কার্য্যতার অবচ্ছেদক হইবে তাহার প্রতি—"জ্ঞান অনিত্যই, বুদ্ধি ইচ্ছা দ্বারাই-ও ইচ্ছা যত্ন দ্বারাই-হেতু" ইত্যাদি প্রাথমিক বহুবিধ ব্যাপ্তি জ্ঞানই বিরোধিরূপে দণ্ডায়মান আছে। (জন্য মাত্রের প্রতি কর্তৃত্ব ও জ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিলে সৃষ্টির আদিকালীন জন্যের কারণীভূত জ্ঞানাদির নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে; এই স্বীকারের প্রতি "জ্ঞান অনিত্যই" ইত্যাদি প্রাথমিক ব্যাপ্তি জ্ঞান বিরোধী।) আর যদি 'জ্ঞান অনিত্যই ও জন্য মাত্রই কর্তৃজন্য' এই উভয় ব্যাপ্তি তুল্য বল হয়, তবে ব্যাপ্তির সংশয় হইয়া যাইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। একথাও বলা যায় না যে "কার্য্য কারণভাবের আনুকূল্যে কার্য্যত্ব ও সকর্তৃকত্বের ব্যাপ্তি বলীয়সী হইয়া পড়িবে" কারণ,—বিরোধি প্রত্যক্ষ (জ্ঞান মাত্রে অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ) দ্বারা কার্য্যকারণ ভাবের ('কার্য্য মাত্রই কর্তৃজন্য' ইত্যাদির) ও ব্যাঘাত ঘটিবে।

বলিতে পার যে—বহ্নির কার্য্য ধূমও ভস্মাদি সাধারণ অনুগত কোন ধর্ম্ম নাই বলিয়াই অনুগত কার্য্যতাবচ্ছেদকের সম্ভব নাই; কিন্তু জন্যত্ব জ্ঞানাদির কার্য্যতার অবচ্ছেদক না হইবে কেন? এখানে তো কোন বাধক নাই।" তদুত্তরে আমার বলিব—জ্ঞান অনিত্যই ইত্যাদি জ্ঞানত্ব ও অনিত্যত্বের সহচার জ্ঞান কালে কোন বাধক না থাকিলে জ্ঞানত্বে অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়া যাইবে, সুতরাং এই ব্যাপ্তি জ্ঞানই এখানে বাধকরূপে দণ্ডায়মান আছে।

উত্তর। উপাধি জ্ঞানের অসহকৃত সহচার জ্ঞান, সাধক ও বাধক না থাকিলে সাধারণ ধর্ম্ম দর্শন মুদ্রায় ব্যাপ্তি সংশয়ের হেতু হইয়া থাকে। (সুতরাং জ্ঞানত্বে অনিত্যত্ব ব্যাপ্যত্বের সংশয় হইয়া যাইবে) অন্যথা সাধ্য পক্ষাতিরিক্তেই থাকে, সুখ মাত্রই দুঃখ মিশ্রিত, ইত্যাদি ব্যাপ্তি জ্ঞান কার্য্য কারণ ভাবগ্রহের বাধক অথবা সংশায়ক হওয়ায় কার্য্যদ্বারা যে কারণের অনুমান হয়, তাহার উচ্ছেদ হইয়া পড়িত। তাহা হইলে জগৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িত, কাহারও কার্য্যে প্রবৃত্তি

হইত না। (প্রবীণ তন্তুবায়ের কৌশল সম্বলিত ক্রিয়া দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণ হইয়াছে, দেখিয়া বস্ত্রাভিলাষি নবীন কুবিন্দ তাদৃশ কৌশল সম্বলিত বয়ন ক্রিয়ায় যত্নবান্ হয়, যদি সাধ্য পক্ষাতিরিক্তেই থাকে, তবে "প্রত্যক্ষীভূত-দৃষ্টান্ত-(পক্ষভিন্ন) প্রবীণ তন্তুবায়ের ক্রিয়াই বস্ত্রসম্পাদক, তদ্ভিন্ন কোন ক্রিয়াই বস্ত্র সম্পাদক নহে" জানিয়া নবীন কুবিন্দের বয়ন ক্রিয়ায়প্রবৃত্তি হইত না। কারণ,—কার্য্যকারণ ভাবের অনুমিতি ব্যতিরেকে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না।)

অতএব বলিতে হইবে—যে জাতীয় বস্তু বিশেষের প্রতি যে জাতীয় পদার্থ বিশেষ কারণ, বলবান্ কোন বাধক না থাকিলে সেই জাতীয় বস্তু সামান্যের প্রতি সেই জাতীয় পদার্থ সামান্য কারণ। এখানে তেমন কোন বাধক নাই, (বিরোধি ব্যাপ্তির সাধক বা তাহার বিপক্ষের বাধক নাই) সুতরাং প্রস্তাবিত জন্যত্বই জন্যতার অবচ্ছেদক হইবে। নব্যেরা বলেন, "কার্য্য কর্তৃজন্য" এই ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারা অশরীর নিত্য জ্ঞানাদি বিশিষ্ট কর্ত্তার উপস্থিতি, হইলে, "জ্ঞান অনিত্যই," এই জ্ঞান দ্বারা বিরোধের প্রতি সন্ধান ঘটিতে পারে, কিন্তু কথিত কর্ত্তার উপস্থিতি না হইলে নহে, কারণ,—বিরোধের প্রতিযোগীর নিরূপণ না হইলে বিরোধ ঘটে না। তাহা হইলে উপজীব্যের (বিরোধের আশ্রয়ের) বাধ হেতুক "জ্ঞান অনিত্যই" এই ব্যাপ্তি বুদ্ধি কার্য্যকারী হইবে না। অতএবই পক্ষ ধর্ম্মতা বিনা কৃত বিরোধি ব্যাপ্তি জ্ঞানকে, ("জল চন্দ্রে আছে" জ্ঞানের অসহচরিত, "বহ্ন্যভাবব্যাপ্য জল" জ্ঞানকে) হেত্বাভাস জ্ঞান রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ, বিরোধের প্রতিযোগীর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দ্বারাই ইহা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রশ্ন। এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে "উপাধি না থাকায়ই কার্য্যত্ব হেতু অনুমাপক হইবে।" আমরা দেখিতেছি 'শরীর জন্যত্বই' এখানে উপাধিরূপে দণ্ডায়মান আছে।

একথা বলা যায় না যে—' যেমন অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ ভয়ে পক্ষের ভেদকে (পক্ষের ভেদ নিশ্চিত সাধ্যের ব্যাপক") উপাধি বলা যায় না, সেইরূপ পক্ষমাত্র ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ (শরীর) বিশেষিতত্ব হেতুক ও সাধন তুল্য-যোগ ক্ষেমত্ব নিবন্ধন সাধ্যের ব্যাপকত্ব নিশ্চয় না থাকায় শরীর জন্যত্ব উপাধি হইবে না।" কারণ,—চেষ্টা ভিন্ন কার্য্য মাত্রের প্রতি শরীর ব্যাপার দ্বারাই কর্ত্তা হেতু

হন, অথচ শরীর সহকৃত পুরুষেরই নিজ কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব অবধারিত হইয়া থাকে। শরীর-নিরপেক্ষকর্ত্তা শরীর ক্রিয়া-চেষ্টা বা পটাদি কার্য্য করিতে কদাপি সমর্থ হন না, যাহার সহিত মিলিত হইয়া যে পদার্থ কারণ হয়, তাহা ছাড়া সেই পদার্থ কারণ হয় না, সুতরাং "শরীর জন্যই কর্ত্তৃজন্য" (শরীর জন্য না হইলে কর্ত্তৃজন্য হইতে পারে না) এইরূপ সাধ্যের ব্যাপকত্ব নির্ণয় হইয়া যাইবে। পক্ষেতরত্বে সাধ্যের ব্যাপকত্ব নির্ণয় হয় না; কারণ—বিপক্ষের বাধক নাই, এজন্যই পক্ষেতরত্ব উপাধি নহে। অতএবই ধূম সাধ্য বহ্নি হেতু স্থলে আর্দ্রেন্ধন প্রভব বহ্নি, ও গন্ধ সাধ্য রস-হেতুস্থলে পৃথিবীত্ব উপাধি হইয়া থাকে। কারণ—বিপক্ষের বাধক তর্কদ্বারাই এসকল উপাধিতে সাধ্যেরব্যাপকত্ব নিশ্চয় হইয়াছে। প্রস্তাবিত উপাধি সাধন বিশেষিত নহে। যেহেতু জন্যত্ব শব্দের অর্থ—প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব, আর শরীরজন্যত্ব শরীর, কারণকত্ব; কারণ—ইতর পদ সমভিব্যাহারস্থলে জন্য-পদ ইতর জন্যকে বুঝায়। (যে পদের পরে জন্য-পদ থাকে সেই পদার্থের জন্যকে বুঝায়) অতএবই শরীরি কর্ত্তৃকত্ব উপাধি, হইয়াছে যেহেতু—শরীর সহকৃত কর্ত্তাই কারণ; বলিতে পার যে—"যে প্রমাণ ব্যাপ্যকে ব্যাপককোটিতে নিবিষ্ট করেনা, সেই প্রমাণই ব্যাপ্তির গ্রাহক। সুতরাং শরীরি কর্ত্তৃকত্বের অভিন্ন সকর্ত্তৃকত্বে শরীরি কর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি নাই। কারণ—নিজে নিজের ব্যাপ্তি থাকে না, অতএব শরীর কর্ত্তৃকত্ব ও সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না।" একথার উত্তরে আমরা বলিব—বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট ভেদে ব্যাপ্য ব্যাপকভাব থাকে। অতএবই জন্যত্বকে হেতুকরিয়া করণ জন্যত্বের অনুমিতি হইয়া থাকে। (শরীরি কর্ত্তৃকত্ব সকর্ত্তৃকত্ব অপেক্ষা বিশিষ্ট ধর্ম্ম।)

উত্তর। "কর্ত্তা শরীর সহকারেই কারণ হন" এই কথার তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে। যথা—"পটাদি কার্য্যের প্রতি কর্ত্তা শরীর সহকারে কারণ" 'কার্য্যমাত্রের প্রতি কর্ত্তা শরীর সহকারে কারণ" ও 'নিজ কার্য্যের প্রতি কর্ত্তা শরীর সহকারে কারণ"। প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে "শরীর ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না" বুঝায় না।

দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলেও বিপক্ষের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ—কার্য্য-মাত্র কর্ত্তৃজন্য বলিয়া বিপক্ষের অভিপ্রেত নহে; অথচ অভিপ্রেত হইলেও শরীরা জন্য কার্য্যে কর্ত্তৃজন্যত্ব থাকায় সাধ্যের ব্যাপকত্ব না থাকায়ই শরীর জন্যত্ব

উপাধি হইবে না। তৃতীয় অর্থগ্রহণ করিলে কর্ত্তৃজন্যত্বই কর্ত্তৃজন্যতার অবচ্ছেদক হইয়া পড়ে, (কর্ত্তৃ জন্য কার্য্যের প্রতি কর্ত্তা কারণ হইলে কর্ত্তৃজন্যত্বই কর্ত্তৃজন্যতার অবচ্ছেদক হয়) ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। কারণ—নিজের অবচ্ছেদক নিজে হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। (অবচ্ছেদক, ভেদক, পরিচায়ক) একথার উত্তরে ও যদি বল যে—"যেখানে সকর্ত্তৃকত্ব আছে সেখানে শরীরজন্যত্ব অবশ্যই আছে, এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা শরীর জন্যত্বে সাধ্যের ব্যাপকত্ব জ্ঞান হইবে। অথবা সাধ্যের তুল্য যোগ ক্ষেমত্ব (সাধ্যের সাধন ও রক্ষা কল্পে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় উপাধির সাধন ও রক্ষা কল্পেও তত্তাবৎ প্রয়োজনীয়) হেতুক সাধনের অব্যাপকত্ব সংশয় নিবন্ধন উপাধি সংশয় অবশ্যই থাকিবে।"

তবে আমরা বলিব যে—"জন্যত্বে কর্ত্তৃজন্যতার অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করার প্রতি কোন বাধক নাই, অথচ শরীর জন্যত্ব অপেক্ষা লাঘব আছে, সুতরাং শরীর জন্যত্ব সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপক হইবে না। পটাদিতে যে শরীর জন্যত্ব আছে তাহা অর্থ সমাজ সম্পন্ন, (ফলবল লভ্য, পট মাত্রই শরীর জন্য) কিন্তু ব্যাপকতা প্রযুক্ত নহে, কারণ,—ইহার প্রতি কোন প্রমাণ নাই। অপিচ শরীর জন্যত্ব কর্ত্তৃজন্যত্বের ব্যাপক ও নহে, যেহেতু—কর্ত্তৃজন্যত্বের ব্যাপ্য জলত্বের ব্যাপক নহে, যথা নিত্যত্ব" (যে পদার্থে যে পদার্থের ব্যাপ্যের ব্যাপকতা থাকে না, সে তাহার ব্যাপক হয় না) এই অনুমান ও বাধক রূপে দণ্ডায়মান আছে। বিশেষতঃ হস্ত পদাদি দ্বারাই পটাদিতে কর্ত্তৃজন্যত্ব নির্ব্বাহ হইতেছে, এঅবস্থায় শরীরে তাহার প্রযোজকতা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং প্রযত্নের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠেয় (হস্তাদি) জন্যত্ব সাধনের ব্যাপক হওয়ায় উপাধি হয় নাই। এবং শরীর কর্ত্তৃকর্ত্ত্ব ও উপাধি নহে। কারণ—জন্য মাত্রের প্রতি কর্ত্তার শরীর সহকারিতা নাই।

প্রশ্ন। "যে জাতীয় বস্তুবিশেষের প্রতি যে জাতীয় বস্তু বিশেষ কারণ, কোন বাধক না থাকিলে সেই জাতীয় বস্তু সামান্যের প্রতি সেই জাতীয় বস্তু সামান্য কারণ" একথা সিদ্ধান্ত বাদী স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে—কার্য্য বিশেষের প্রতি শরীর বিশেষ কারণ, হওয়ায় কার্য্য মাত্রের প্রতি শরীর কারণ হইবে। সুতরাং শরীর জন্যত্ব কর্ত্তৃজন্যত্বের অবচ্ছেদক হওয়ায় উপাধি হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলা সঙ্গত হইবে না যে—"পটত্বাদির ন্যায় শরীর জন্যত্ব সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্য হইয়াছে, কিন্তু ব্যাপক হয় নাই, সুতরাং কর্ত্তৃজন্যতার

অবচ্ছেদক হইবে না"। কারণ—উভয় বাদি সিদ্ধ পটাদি সকর্ত্তৃক মাত্রেই শরীর জন্যত্ব আছে, এঅবস্থায় সাধ্যের ব্যাপকতা না থাকার প্রতি হেতু নাই। (নিশ্চিত সাধ্যের ব্যাপক হইলেই উপাধিত্ব থাকে।) যদি বল যে—"এরূপ হইলে জন্যত্বেও সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্যের ব্যাপ্তি গ্রাহকের অসদ্ভাব নাই" তবে উভয়ত্র ব্যাপ্তি গ্রাহকের সাম্য হেতুক বিনিগমকাভাব প্রযুক্ত ব্যাপ্তি সংশয় হইয়া পড়িবে; তাহা হইলে সন্দিগ্ধোপাধি, (উপাধির সংশয়) অথবা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ ঘটিবে; সাধনের ব্যাপ্যতা সংশয়ের আধায়কই সন্দিগ্ধোপাধি। যাহাতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব সংশয়, অথবা সাধনের অব্যাপকত্ব সংশয়, কিম্বা এই উভয়ের সংশয় হয়, তাহার নাম সন্দিগ্ধোপাধি।

এক্ষেত্রে একথা বলাও সমীচীন নহে যে—"শরীরজন্যত্ব ও সকর্ত্তৃকত্বের অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান হইলে জন্যত্বও সকর্ত্তৃকত্বের অন্বয় ব্যতিরেকগ্রহ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং লাঘবানুসারে জন্যত্বও সকর্ত্তৃকত্বেরই (হেতু ও সাধ্যের) ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া যাইবে, কিন্তু উপাধিও সাধ্যের (শরীর জন্যত্ব ও সকর্ত্তৃকত্বের) ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না; যেহেতু—শরীর জন্যত্বের জ্ঞান না থাকিলেও সকর্ত্তৃকত্বও জন্যত্বের ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে। (ইহাই বিনিগমক)" কারণ—কর্ত্তামাত্রও জন্যমাত্রের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা—ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় নাই, যেহেতু—কর্ত্তামাত্রের ব্যতিরেক নাই। (জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা দ্বারা কোন কার্য্য হয় না) ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়াছে—কর্ত্তাবিশেষও কার্য্যবিশেষের অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান, বা কার্য্য কারণভাব জ্ঞান দ্বারা; এই অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞানও কার্য্য কারণভাব জ্ঞানই কার্য্য সামান্যও কর্ত্তাসামান্যের ব্যাপ্তির গ্রাহক, ইহা উভয়ত্রই তুল্য। (কার্য্য বিশেষের প্রতি শরীর বিশেষ কারণ হইলে কার্য্য সামান্যের প্রতি শরীর সামান্য কারণ হইবে।)

উত্তর। পটত্বাদির ন্যায় জন্যত্বেও শরীর জন্যত্বে কর্ত্তৃজন্যতার অবচ্ছেদকত্ব নিবন্ধন সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি আছে। কারণ—ইহাদের গ্রাহকের কোন বৈষম্য নাই, এবং কোন প্রকার বিনিগমক বা বিরোধ ও নাই। কিন্তু শরীর জন্যত্বে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপকত্ব থাকার সম্ভব নাই। (পটত্বাদির ন্যায় কর্ত্তৃজন্যতার অব্যাপক শরীর জন্যত্ব ও জন্যতার অবচ্ছেদক হয়) একথা বলা যায় না যে—অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা শরীর জন্যত্বে উভয় বাদি সিদ্ধ সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপকত্বগ্রহ

হইয়া যাইবে।” কারণ—শরীর জন্যত্ব বিনিবেদ্যত্ব (জ্ঞাপ্যত্ব) ও তুল্য ন্যায়ত্ব হেতুক (প্রথমেই) জন্যত্বে কর্ত্তৃজন্যত্বের অবচ্ছেদকত্ব কৢপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই কৢপ্ত অবচ্ছেদকত্বের বিরোধ হয় বলিয়াই শরীর জন্যত্বে সকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপকতা বোধ হইবে না। সুতরাং সন্দিগ্ধোপাধির অবকাশ ও রহিল না।

প্রশ্ন। পটাদিতে যে শরীর জন্যত্ব আছে তাহার অবচ্ছেদক অনুগত কর্ত্তৃজন্যত্ব হইতে পারে, ইহার প্রতি কেন বাধক নাই। যদি বল যে—“লাঘব হেতুক কর্ত্তৃজন্যত্ব অপেক্ষা লঘু ধর্ম্ম-পটত্বাদিই উক্ত জন্যতার অবচ্ছেদক হইবে” তাহা হইলে কর্ত্তৃজন্যত্বও জন্যতার অবচ্ছেদক হইবে না; সুতরাং ধূমও বহ্নির ব্যাপ্তির ন্যায় সকর্ত্তৃকত্বে শরীর জন্যত্বের ব্যাপ্তি থাকায় শরীর জন্যত্ব উপাধি হইয়া পড়িবে। আরও একটি কথা এই যে—“জন্যত্ব কর্ত্তৃজন্যত্বের অবচ্ছেদক কি না? এবং সকর্ত্তৃকত্ব শরীর জন্যত্বের অবচ্ছেদক কি না? এরূপ সংশয় থাকিলেও কার্য্যত্ব হেতুতে সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইবে না।

উত্তর। এরূপ হইলে পটাদিতে কর্ত্তৃজন্যত্ব গৃহীত হওয়ায় পটত্বে শরীর জন্যতার অবচ্ছেদকত্ব গৃহীত হইয়া যাইত। পটে যে-কর্ত্তৃজন্যতা আছে, কোন বাধক না থাকায় পটত্বের ন্যায় জন্যত্ব ও তাহার অবচ্ছেদক হইতে পারে; সুতরাং জন্যমাত্রে কর্ত্তৃজন্যত্ব থাকায় শরীর জন্যত্ব তাহার অবচ্ছেদক হইবে না। কারণ—তাহা হইলে প্রথম গৃহীত উপজীব্যের বিরোধ হইয়া পড়িবে। অতএবই শরীর জন্যত্ব হেতুতে ব্যাপ্তি সংশয়ের আধায়কত্ব থাকে না। এবং অণুভিন্নত্ব ক্ষিতি বৃত্তির অন্যত্ব প্রভৃতি উপাধি নহে। কারণ—ইহারা জন্যত্ব সাধ্যের ব্যাপ্য, ব্যাপক নহে।

প্রশ্ন। কথিত নিয়মে উপাধি শঙ্কা অপসারিত হইলেও “ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি সকর্ত্তৃক নহে; যে হেতু—শরীর জন্য নহে, যথা আকাশ” এই সংপ্রতি পক্ষই পূর্ব্বোক্ত অনুমিতির প্রতি কূলভাবে দণ্ডায়মান আছে।

উত্তর। সকর্ত্তৃকত্বাভাব সাধ্যক অনুমিতি প্রসিদ্ধ-কর্ত্তৃজন্যত্বের (পটাদিস্থ কর্ত্তৃজন্যত্বের) অভাবকে বিষয় করিয়া উৎপন্ন হইবে। কারণ—যে অভাবের প্রতিযোগীর নির্ণয় হয় নাই, তাহার নিরূপণ করা যায় না। আর “ক্ষিতি সকর্ত্তৃকা” এই অনুমান পক্ষধর্ম্মতা বলে (পক্ষে, রাম, শ্যাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কর্ত্তৃ-জন্যত্ব না থাকায়) প্রসিদ্ধ কর্ত্তৃভিন্ন কর্ত্তৃজন্যত্বের সাধক; সুতরাং ভিন্ন বিষয়কত্ব হেতুক প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক ভাবের সম্ভব নাই।

অতএবই কর্ত্তৃজন্যত্বের অভাব সাধক তাহার ব্যাপক শরীর জন্যত্ব রহিতত্ব প্রভৃতি বাধক হইল না। কারণ—কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবের অনুমিতি প্রসিদ্ধ রাম, শ্যাম প্রভৃতি কর্ত্তার জন্যত্বের অভাবকে অবগাহন করিয়া উৎপন্ন হইবে, অপ্রসিদ্ধ কর্ত্তার জন্যত্বের অভাবকে অবগাহন করিবে না। কিন্তু "ক্ষিতি সকর্ত্তৃকা" অনুমিতি অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে (ঈশ্বরকে) অবগাহন করিয়াই উৎপন্ন হইবে; অন্যথা অনুমানেরই সার্থকতা থাকে না। (প্রসিদ্ধ রাম, শ্যাম প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ)

প্রশ্ন। পটাদিতে যে অনুগত কর্ত্তৃজন্যত্ব আছে শরীরাজন্যত্ব হেতুদ্বারা ক্ষিতি প্রভৃতিতে তাহার অভাব সিদ্ধি হউক? (তাহা হইলেই ক্ষিতিতে কর্ত্তৃজন্যত্বাভাব সিদ্ধি হইয়া গেল)।

উত্তর। পটাদিতে পরিচিত-কর্ত্তৃ জন্যত্ব থাকিলেও ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতিতে পক্ষ ধর্ম্মতা বলে অপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরাদি কর্ত্তৃজন্যত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু অভাব সিদ্ধির বেলায় প্রসিদ্ধ-রাম, শ্যাম প্রভৃতি কর্ত্তার জন্যত্বের অভাবই অনুমিতির বিষয় হইবে, অপ্রসিদ্ধ অনুগত (ঈশ্বর) কর্ত্তৃজন্যত্বাভাব হইবে না। কারণ,—প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট প্রতিযোগীর নিশ্চয় না হইলে অভাব জ্ঞান হয় না। যে কোন স্থানে ঈশ্বর কর্ত্তৃকত্ব প্রত্যক্ষ হইলে অঙ্কুরাদিতে তাহার অভাব প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, বস্তুতঃ তাহা হয় নাই, আর অনুমান দ্বারা ক্ষিতি প্রভৃতিতে, ঈশ্বর কর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধি হইলে বিনিগমনা বিরহ প্রযুক্ত সর্ব্বত্রই ঈশ্বর কর্ত্তৃকত্বের সিদ্ধি হইয়া যাইবে, সুতরাং অভাব প্রত্যয়ের স্থানই থাকিবে না।

প্রশ্ন। উল্লিখিত স্থলে সৎপ্রতিপক্ষের সম্ভব না থাকিলে, সৎপ্রতিপক্ষের অবসর থাকিবে কোথায়?

উত্তর। যেখানে উভয় কোটি প্রসিদ্ধ আছে সেখানে; যথা—"এইটি গো, যে হেতু—শৃঙ্গ পুচ্ছাদি আছে" এখানে "এইটি গো নহে, যেহেতু গলকম্বল (গলার নীচের লতি) নাই।

এই নিয়মে আরও কতকগুলি বিরুদ্ধ অনুমানের খণ্ডন করিতে হইবে। যথা "জ্ঞানত্ব নিত্যবৃত্তি নহে, যেহেতু—জ্ঞানমাত্র বৃত্তি, যথা স্মরণ" "জ্ঞান নিত্য-গুণ বৃত্তি-গুণত্ব ব্যাপ্য জাতির আশ্রয় নহে, যেহেতু—চেতনের বিশেষ গুণ, (যে-সকল গুণ বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যে থাকে না তাহাদের নাম বিশেষ গুণ) যথা—

সুখ ও দুঃখ ;" "আত্মা নিত্য-বিশেষগুণের অধিকরণ বৃত্তি দ্রব্যত্বের অপর (দ্রব্যত্ব অপেক্ষা ন্যূনবৃত্তি) জাতি বিশিষ্ট নহে, যেহেতু—বিভু, যথা গগন" (এসকল অনুমানের বিষয়ীভূত নিত্য আকাশ, রূপত্ব ও জলত্বাদি প্রসিদ্ধ পদার্থ।) প্রথম অনুমিতি জ্ঞানত্বে নিত্য-আকাশ বৃত্তিতার অভাব, দ্বিতীয়-অনুমিতি জ্ঞানে নিত্য গুণ-জলীয় পরমাণুর রূপ বৃত্তি গুণত্বের ব্যাপ্য-জাতি রূপত্বের অভাব, ও তৃতীয় অনুমিতি আত্মাতে নিত্য-বিশেষগুণ যে জলীয় পরমাণুর রূপ তাহার আধার জল বৃত্তি দ্রব্যত্বের অপর জাতি-জলত্বের অভাব অবগাহন করিয়াছে। এগুলি সর্ব্ববাদি সম্মত, সুতরাং সিদ্ধ সাধন দোষ হইয়া পড়িতেছে ; অথচ এসকল অনুমিতির প্রতি কোন প্রযোজকও নাই।

বিশেষতঃ—পূর্ব্বোক্ত সৎপ্রতিপক্ষীয় শরীরাজন্যত্ব হেতু ক্ষিতি প্রভৃতিতে স্বরূপাসিদ্ধ (নাই)। কারণ,—অদৃষ্ট দ্বারা সকল ক্ষিতিই শরীর জন্য, (সৃষ্টির আদিভূত দ্ব্যণুকাদিও সর্গান্তরীয় শরীরীদের কর্ম্মজন্য অদৃষ্টদ্বারা উৎপন্ন, অতএবই পূর্ব্বসর্গীয় কর্ম্মজন্য ফল জীব সর্গান্তরে ভোগ করিয়া থাকে।

এই দোষের আশঙ্কায় যদি শরীরাজন্যত্ব হেতু ত্যাগ করিয়া অদৃষ্টাদ্বারক জন্য-জ্ঞানাজন্যত্বকে হেতু করা যায়, তবে জ্ঞানে জন্যত্ব বিশেষণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ("ক্ষিতি সকর্তৃকা" অনুমিতির পক্ষাংশের জন্যত্ব বিশেষণ পটের প্রমেয় বিশেষণের ন্যায় উপলক্ষক মাত্র, সুতরাং সেখানে ব্যর্থ বিশেষণ দোষ নাই) অপিচ শরীরাজন্যত্ব হেতুতেও ব্যর্থ বিশেষণ দোষ আছে। যেহেতু—অজন্যত্ব হেতু কর্তৃজন্যত্বাভাবের ব্যাপ্য। (নিষ্প্রয়োজন বিশেষণ গ্রাহ্য না হইলেও ব্যাপ্তিগ্রাহক বিশেষণের ন্যায় পক্ষধর্ম্মতার উপযোগী বিশেষণ অগ্রাহ্য নহে। ব্যভিচার বারক বিশেষণের যে সার্থকতা স্বীকার করা হয় তাহার প্রতিও অনুমিতির প্রযোজকতাই হেতু।)

একথাও বলা যায় না যে—"ব্যভিচার বারক বিশেষণ থাকিলেই ব্যাপ্তিগ্রহ হয়" কারণ, নির্ব্বিশেষণ গোত্বাদিতেও ব্যাপ্তি বোধ হইয়া থাকে। গোত্বাদিতে যে ব্যাপ্তিগ্রহ হয়, তাহাও গোত্বত্বরূপেই যে হইবে এমন নহে, কারণ—স্বতো-ব্যাবৃত্ত গোত্বে ব্যভিচার থাকে না। অন্যথা অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিবে। (ব্যক্তির ব্যাবর্ত্তক জাতি, আবার যদি জাতিও ব্যক্তি ব্যাবর্ত্তনীয় হয়, তবে অন্যোন্যাশ্রয় অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।)

বস্তুতঃ ব্যভিচার বারক বিশেষণ বিশেষিত পদার্থেই যে ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে, ইহার প্রতি কোন প্রযোজক নাই; সহচার দর্শনাদি কারণ কলাপ উপস্থিত থাকিলে ব্যভিচার বারক বিশেষণের অভাবে ব্যাপ্তিগ্রহের বিলম্ব ঘটেনা। একথা ও বলা যায় না যে,—"ব্যভিচারের অবারক বিশেষণ শূন্যত্ব জ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না" কারণ, প্রমেয়ত্ব রূপে জ্ঞায়মান ধূমেও বহ্নির ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। হেতুতে উপাত্ত (দত্ত) ব্যভিচারের অবারক বিশেষণ শূন্যত্ব জ্ঞানই বিবক্ষিত, প্রমেয়ধূম হেতু স্থলে হেতুতে প্রমেয়ত্ব বিশেষণ উপাত্ত নহে।

উত্তর। একথা সম্পূর্ণ অলীক; কারণ,—যে পদার্থে যে বিশেষণ উপাত্ত হয়, (গৃহীত হয়) সেই পদার্থে তাহার শূন্যত্ব জ্ঞান হয় না; অথচ যে পদার্থ বিষয়ক পরামর্শ অনুমিতির কারণ তাহারই নাম লিঙ্গ। সুতরাং প্রমেয়ধূমত্ব হেতুতাবচ্ছেদক না হওয়ার কোন কারণ নাই।

প্রশ্ন। যে হেতুতে একাধিক ধর্ম্ম বিশেষণ রূপে ভাসমান হয়, সেখানে একটিতে ব্যাপ্তি থাকে, আর অন্যান্য ধর্ম্ম ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক হয়। অথবা লাঘবানুসারে এরূপস্থলে ব্যাসজ্য বৃত্তি (প্রত্যেকে অবৃত্তি, অথচ সমুদায় বৃত্তি) একটা ব্যাপ্তি স্বীকার করাই সমীচীন; ইহারই নাম বিশিষ্ট ব্যাপ্তি। বলিতে পার যে—"যেখানে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক হয় না, সেখানে বিশেষণে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারের নিয়ম; অথচ যেখানে এক বৃত্তিত্বের বাধ থাকে সেখানেই ব্যাসজ্য বৃত্তিত্ব স্বীকার্য্য; এরূপ ব্যাপ্তি ও আছে। (দ্রব্যত্ব জাতিতে তেজস্থের ব্যাপ্তি নাই, ক্ষিতি জল প্রভৃতির ভেদ, ও দ্রব্যত্বে ব্যাসজ্য বৃত্তি একটা ব্যাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে,) অতএব, নীল ধূমে বা শরীর জন্যত্বাভাবে ব্যাপ্তি থাকিবে না; কিন্তু ধূম মাত্রে বহ্নির, ও জন্যত্বাভাবে কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবের ব্যাপ্তি আছে। সুতরাং কর্ত্তৃজন্যত্বাভাবের অনুমানে স্বরূপা সিদ্ধি হইয়া পড়িল, ইহার বারণের জন্য অন্য বিশেষণ দিলে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হইবে। (ব্যভিচারের অবারক বিশেষণ, ব্যর্থ বিশেষণ, হেতুব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত হইলে ব্যাপ্যত্বা সিদ্ধি হইয়া পড়ে)। তদুত্তরে আমরা বলিব—শরীর জন্যত্বাভাবে ও নীল ধূমাদিতে যে অব্যভিচার এবং অনৌপাধিকত্ব আছে; এই দুইটিই ব্যাপ্তি, সুতরাং ব্যাপ্তির অভাব সাধন অসম্ভব।

বস্তুতঃ ব্যর্থ বিশেষণাক্রান্ত হেতুদ্বারা অনুমিতি অঙ্গীকার না করিলে "এখানে তেমন সুগন্ধী ধূম নাই, যেহেতু-চন্দন কাষ্ঠের আগুন নাই, এবং এখানে (ধূসর) ধূম নাই, যেহেতু, আর্দ্র-কাষ্ঠের আগুন নাই" ইত্যাদি কারণ বিশেষাভাব হেতুক কার্য্য বিশেষাভাবের অনুমিতির অসম্ভব হইয়া পড়িবে, (এবং বহ্নি রহিতত্বাদির উপাধিত্ব প্রসক্তি ঘটিবে।) অপিচ ঘ্রাণেন্দ্রিয় পক্ষ, পার্থিবত্ব সাধ্য, পরকীয় রূপের অব্যঞ্জকত্ব সমানাধিকরণ পরকীয় গন্ধের ব্যঞ্জকত্ব-হেতু স্থলে ব্যাপ্যত্বা সিদ্ধির বারক পরকীয় বিশেষণাক্রান্ত হেতু দ্বারা স্থাপনবাদীরা যে অনুমান করিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। এখানে কুঙ্কুম গন্ধ ব্যঞ্জক গো ঘৃত দৃষ্টান্তে স্বকীয় রূপের ব্যঞ্জকত্ব থাকায়ই পরকীয় বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে নতুবা গন্ধ ব্যঞ্জকত্ব হেতু করিলেই চলিত।

আরও একটা কথা এই যে,—যদি গৌরব ভয়ে ব্যর্থ বিশেষণাক্রান্ত হেতুতে ব্যাপ্তি স্বীকার করা না যায়; তবে—গুরু ধর্ম্মাবচ্ছিন্নে ব্যাপকতাও স্বীকার্য্য হইতে পারে না। তাহা হইলে—"কার্য্যত্ব হেতুক উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষাকৃতিমৎ জন্যত্ব সাধ্যক; ধূম হেতুক, আর্দ্রেন্ধন প্রভব বহ্নি সাধ্যক; (ধূম দর্শনে আর্দ্র কাষ্ঠের আগুনের অনুমিতি হয়) এবং পটত্ব হেতুক শরীর জন্যত্ব সাধ্যক—অনুমিতি (স্থাপনানুমিতি) ও না হইতে পারে। এসকল স্থলে হেতুর ব্যাপ্যকতাবচ্ছেদকত্ব কৃতিজন্যত্বত্ব, বহ্নিত্ব ও জন্যত্বত্ব প্রভৃতি লঘু ধর্ম্মে স্বীকার কর ই লাঘব, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক নিচয় (শরীর জন্যত্বত্ব প্রভৃতি) ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইবে না।

কেহ কেহ বলেন যে, "স্বজন্যের অন্যোন্যাভাব অপেক্ষা শরীর জন্যের অন্যোন্যাভাব সংখ্যায় অল্প, অতএব লাঘবানুসারে তাহাতে ব্যাপ্তি স্বীকার করাই উচিত"। এই উক্তি সমীচীন নহে, কারণ—কোন বিরোধ না থাকিলে বহু পদার্থেও ব্যাপ্তি থাকে। যথা স্নেহে শীতল স্পর্শ ও জলত্বের এবং গন্ধাভাবে পৃথিবী ভিন্নত্ব ও পৃথিবীত্বের অত্যন্তাভাবের ব্যাপ্তি আছে। অন্যথা নীল ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকায় ধূমমাত্র হইতে বহ্নির ব্যাপ্তি সুদূরপরাহত হইয়া পড়িত। অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে—শরীর জন্যের বহু অন্যোন্যাভাব অপেক্ষা এক জন্যত্বাভাবে ব্যাপ্তি স্বীকার করাই উচিত, প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্টে ব্যাপ্তি থাকিলেও প্রয়োজন না থাকায়ই অনুমানে তাহার উপযোগিতা নাই।

বলিতে পার যে—শরীর জন্যত্ব অপেক্ষা জন্যত্ব লঘু ধর্ম্ম, লঘু ধর্ম্মেরই শীঘ্র উপস্থিতি হইয়া থাকে, সুতরাং জন্যাভাবত্ব রূপে শীঘ্রই ব্যাপ্তি গ্রহ হইয়া যাইবে কিন্তু বিলম্বিত শরীর জন্যত্বাভাবত্বরূপে হইবে না। তদুত্তরে আমরা বলিব—এরূপ হইলে উৎপত্তিশীল সৎপদার্থের ধর্ম্মে (উৎপত্তিশীল বৃত্তি সত্তায়) জন্যত্ব সকর্তৃকত্ব প্রভৃতির ব্যাপ্তি বোধ হইত না। কারণ, এখানে ও কথিত সত্তা অপেক্ষা লঘু ধর্ম্ম পটত্বাদিই বর্ত্তমান আছে, সুতরাং সেগুলিতেই ব্যাপ্তি বোধ হইবে। যদি বল যে—"কোন বিরোধ না থাকায় সামান্য বিশেষ ভাবে উভয়ত্রই ব্যাপ্তি আছে" তবে প্রস্তাবিত স্থলে ও সামান্য বিশেষভাবে উভয়-ত্রই ব্যাপ্তি স্বীকার করা যাইবে।

বস্তুতঃ শরীরজন্যত্ব নামে যে বিশিষ্টপদার্থ সে-ই তাহার অভাবকে বিশেষ করিয়াছে, সুতরাং শরীর জন্যত্বাভাবকে স্বতন্ত্র একটা অভাব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, ইহা বিশেষণাক্রান্ত জন্যত্বাভাব নহে। অতএব ব্যর্থ বিশেষণের আশঙ্কা এখানে আসিতেই পারে না। (জন্যত্বাভাবত্ব সাধ্যের ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইলেও শরীর জন্যত্বাভাবত্বের সমানাধিকরণ হয় নাই বলিয়া বৈয়র্থ্য নাই)। একথা বলা যায় না যে "এখানের বিশিষ্টাভাবই বিশেষ্যাভাব" তাহা হইলে ক্ষিতি প্রভৃতিতে শরীর জন্যত্বাভাব থাকায় অজন্য হইয়া পড়িত। (কুসুমদি জন্য বটে, কিন্তু শরীর জন্য নহে) অতএবই স্থাপনা হেতুতে শরীর জন্যত্ব উপাধি হইয়াছে। কারণ—সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য অভাবের প্রতিযোগি পদার্থে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অবশ্যাবী।

একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, "ব্যর্থ বিশেষণ নিবন্ধন এই অনুমান অধিক নামক নিগ্রহ স্থান কবলিত হইয়া পড়িবে।" কারণ—দুইটী হেতুর প্রয়োগ করিলে নিষ্প্রয়োজনত্ব রূপ ব্যর্থ বিশেষণের অবকাশ থাকিত বটে, কিন্তু এখানে একটি মাত্র বিশিষ্ট হেতু কাজেই সে আশঙ্কার অবকাশ নাই।

এখন আলোচিত বিষয়ের শেষ সমাধান করা যাইতেছে; যথা—নীল-ধূমাদিতে বহ্নি প্রভৃতির ব্যাপ্তি অবশ্যই আছে, একথা অস্বীকার করিলে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ—ধূমে নীল শ্যাম প্রভৃতি যে কোন একটা বিশেষণ (রূপ) অবশ্যই আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এই মাত্র বিশেষ যে—তত্রত্য ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক ধূমত্ব, নীলত্ব নহে, যেমন শ্যাম দণ্ড স্থিত কারণতা

অবচ্ছেদক দণ্ডত্বই হয়, কিন্তু শ্যামত্ব কদাপি হয় না। ধূমত্ব বস্তুটা নীলিমার উপরে থাকে না, থাকে—ধূমে, সুতরাং নীল ধূম হেতু নহে। (নীল ধূমে নীল বিশেষণ হইলেও ধূমত্ব নীল বিশিষ্টের ধর্ম্ম নহে, নীলোপলক্ষিতের ধর্ম্ম) অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মই হেতুতাবচ্ছেদক হয়, সুতরাং নীল ধূমত্ব হেতুতাবচ্ছেদক নহে।

প্রশ্ন। ধূমত্ব (মাত্র) ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইলেও বহ্নি ব্যাপ্য-নীলধূম জ্ঞান বলে অনুমিতি হইয়া যাইবে, সুতরাং নীল ধূম হেত্বাভাস হইল না। কারণ, অনুমিতির প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস পদের বাচ্য।

উত্তর। বহ্নি ব্যাপ্য-নীলধূম জ্ঞানে অনুমিতির প্রতিবন্ধকতা না থাকিলেও নীল ধূম প্রত্যয় প্রযুক্ত সাধ্যবত্তানুমিতির ভ্রমত্ব নিবন্ধনই তাহার কারণে আভাসত্ব সিদ্ধি হইবে। ("অধিক" রূপ নিগ্রহ স্থানের হাত এড়াইবার অভিপ্রায়ে সাধ্য সামানাধিকরণ্যের অবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদক-রূপ-ব্যাপ্তিতে প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মান্তর দ্বারা অঘটিতত্ব বিশেষণ দিতে হইবে, সুতরাং নীলধূমে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি [হেত্বভাস] দোষ অপরিহার্য্য।)

উল্লিখিত বিষয়ের সমাধান কল্পে একথাও বলা যাইতে পারে যে, শরীরাজন্যত্বে যে ব্যাপ্তি আছে শরীর তাহার অবচ্ছেদক নহে, শরীর অবচ্ছেদক হইলে গৌরব হয়। যে বিশেষণ ছাড়া ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না, তাহাতেই ব্যাপ্যতার অবচ্ছেদকতা থাকে। অতএবই ঘ্রাণেন্দ্রিয় পক্ষ, পার্থিবত্ব সাধ্য, গন্ধ মাত্র ব্যঞ্জকত্ব হেতু স্থলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গন্ধ ভিন্ন-সুগন্ধত্ব, দুর্গন্ধত্ব, আম্র, পনস প্রভৃতির ব্যঞ্জকতা থাকায় (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আম্র পনসাদির পরিচয় পাওয়া যায়) গন্ধ মাত্রের ব্যঞ্জকতার অসিদ্ধি নিবন্ধন হেতুর অসিদ্ধির বারণ কল্পে গন্ধ মাত্র ব্যঞ্জকত্ব স্থলে রূপাদির(গুণের) মধ্যে গন্ধ মাত্রের ব্যঞ্জকত্ব বলা হইয়াছে। (এখানে হেতুতাবচ্ছেদক হইবে—"গন্ধ ভিন্ন গুণের অব্যঞ্জকত্ব সমানাধিকরণ-গন্ধ ব্যঞ্জকত্ব") এই বিশেষণ ব্যতিরেকে এখানে ব্যাপ্তিগ্রহেরই সম্ভব নাই, অতএবই এই ব্যভিচারের অবারক ও হেতুর অসিদ্ধির বারক বিশেষণের সার্থকতা অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

এবং সুগন্ধ বিশেষ সম্পন্ন ধূমের প্রতি চন্দনপ্রভব বহ্নির কারণতা থাকায় কারণাভাবে কার্য্যাভাবের প্রযোজকতা হেতুক কারণাভাবে (চন্দন প্রভব অগ্নির

অভাবে) কার্য্যাভাবের (সুগন্ধি ধূমের অভাবের) ব্যাপ্যত্ব নিশ্চয় হইয়া থাকে। এখানে ব্যাপক অগ্নিতে 'চন্দন প্রভবত্ব' ব্যর্থ বিশেষণ নহে ; যেহেতু, চন্দন প্রভব বহ্নিই কথিত ধূমের কারণ, সুতরাং চন্দন প্রভব বহ্নিত্বই ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইবে। বিশেষ্যাভাব স্থলে (চন্দন প্রভব অগ্নির অভাব স্থলে) বিপক্ষের বাধক থাকায় গত্যন্তর নাই বলিয়াই বিশিষ্টে (চন্দন প্রভব বহ্নিতে) ব্যাপকতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, অতএবই বিশিষ্টাভাবে হেতুর অভাবের (সুগন্ধবিশেষশালি ধূমের অভাবের) ব্যাপ্যতাও আছে। যেখানে বিপক্ষের বাধক নাই সেখানে বিশিষ্টে ব্যাপকতাও থাকে না ; যথা—দ্বিকর্ত্তৃকত্বে কার্য্যত্বের। (ক্ষিতিপক্ষ, দ্বিকর্ত্তৃকত্ব সাধ্য, কার্য্যতা হেতু স্থলে, দ্বিকর্ত্তৃকত্বে কার্য্যতার ব্যাপকতা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

অপিচ বর্ণিত অখণ্ড-শরীরজন্যত্বাভাবকে হেতু করাও যায় না। কারণ, যদি শরীর জন্যত্ব সকর্ত্তৃকতার প্রযোজক হইত, তবে সকর্ত্তৃকত্বাভাব শরীর জন্যত্বাভাব প্রযুক্ত হইত। সুতরাং তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তিও থাকিত, কিন্তু তাহা হয় নাই ; কাজেই লাঘবানুসারে জন্যত্বে সকর্ত্তৃকতার ব্যাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে ; এরূপ হইলে এখানে জন্যত্বাভাবই উপাধি হইল। সাধ্যের ব্যাপ্যের অভাব সাধ্যাভাবের ব্যাপক ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত ; অতএব সকর্ত্তৃকত্বে শরীর জন্যতার ব্যাপ্তি না থাকায় শরীর জন্যত্বাভাবেও সকর্ত্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তির সম্ভব নাই, সুতরাং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হইয়া পড়িল। অতএবই—"শরীর জন্যত্বাভাবে অকর্ত্তৃকত্বের ব্যাপ্তি থাকায় ইহাদের অভাবেও ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব আছে" এই পূর্ব্ব পক্ষও নিরস্ত হইল। কারণ—শরীর জন্যত্ব সকর্ত্তৃকতার প্রযোজক নহে।

প্রশ্ন। অজন্যত্ব সকর্ত্তৃকত্ব সাধ্যের হেতু জন্যতার অভাব, সুতরাং উপাধি নহে। এরূপ ভাবে উপাধি স্বীকার করিলে সর্ব্বত্রই প্রথম হেতুর অভাব দ্বিতীয় হেতুর উপাধি হওয়ায় সৎ প্রতিপক্ষের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে।

উত্তর। যেখানে স্থাপনা-হেতুতে আভাসত্ব থাকে, সেখানেই বিশেষ দর্শনের অভাব কালে সৎ প্রতিপক্ষের প্রথম হেতুর অভাবে দ্বিতীয় সাধ্যের ব্যাপকতা না থাকায় উপাধি হয় না। যথা—শব্দ পক্ষ, অনিত্যত্ব সাধ্য, গুণত্ব হেতু স্থলে, নিত্যত্ব সাধ্য আকাশ মাত্র গুণত্ব হেতু দ্বারা সৎপ্রতি পক্ষের উদ্ভাবন করিলে, গুণত্বাভাব উপাধি হইবে না। কারণ—জলীয় পরমাণুর রূপে নিত্যত্ব সাধ্য আছে কিন্তু গুণত্বাভাব নাই ; ইহা উভয়বাদি সিদ্ধ।

একথা বলাও সঙ্গত নহে যে, "শব্দ পক্ষ, অনিত্যত্ব সাধ্য, গুণত্ব হেতু স্থলে পূর্ব্বোক্ত উপাধির শঙ্কা থাকায় নিত্যত্ব সাধ্যক আকাশ মাত্র গুণত্ব রূপ সৎপ্রতি পক্ষের অবতারণা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুণত্ব হেতুতে অনিত্যত্বের ব্যভিচার দোষ (জলীয় পরমাণুর রূপে অনিত্যত্ব নাই কিন্তু গুণত্ব আছে) দেওয়াই নিরাপদ" কারণ—এখানে সৎপ্রতি পক্ষেরও সম্ভব আছে, এঅবস্থায় বিপক্ষের ভ্রম সঙ্কুল বাক্যে বিচলিত হইয়া তাহা ত্যাগ করা ও দোষান্তরের শরণাপন্ন হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ বই কিছুই নহে। বলা আবশ্যক যে—প্রস্তাবিত স্থলে অজন্যত্ব উপাধিতে অকর্তৃকত্ব সাধ্যের ব্যাপকতা থাকায় উপাধিত্বের ব্যাঘাত ঘটে নাই।

অথবা অকর্তৃকত্বসাধ্য স্থলে "প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব সমানাধিকরণ-সমবেতত্ব" "প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বসমানাধিকরণ-সত্তা" "সত্তাসমানাধিকরণ-উৎপত্তিমত্ত্ব" ইহাদের যে কোন একটি হেতু করিলে ইহাদের অভাবকেই অকর্তৃকত্ব সাধ্যক শরীরাজন্যত্ব হেতুর উপাধিত্বরূপে পাওয়া যাইবে। সমবেতত্ব ও সত্তা ঘটিত হেতু প্রয়োগের ফলে উপাদানগোচর অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষা-কৃতি মৎ জন্যতার অভাব সাধ্যক বিপক্ষের হেতুতে প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা সমানাধিকরণ সত্তার অভাবাদি স্থাপনাহেতুর অভাব ধ্বংসে থাকায় উপাধি লাভ হইল। অন্যথা ধ্বংসের সমবায়ি কারণ না থাকায় উপাদানগোচর-অপরোক্ষজ্ঞান চিকীর্ষা কৃতিমৎ জন্যতার অভাব-রূপ বিপক্ষের সাধ্যের অধিকরণ ধ্বংসে কার্য্যতা-রূপ স্থাপনা হেতুর অভাব না থাকায় ধ্বংসান্তর্ভাবে সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই বলিয়া উপাধি লাভ হইত না।

কেহ কেহ বলেন, "যে পদার্থ স্থিত যে পদার্থের ব্যাপ্তি যে-বিশেষণ ব্যতিরেকে গৃহীত হয় না, সেই পদার্থের সেই বিশেষণই সেখানে ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয়। অকর্তৃকত্ব নিরূপিত অজন্যতাস্থিত ব্যাপ্তির অবচ্ছেদকতা অবশ্য কৢপ্ত জন্যতাত্বে স্বীকার করিলেই চলে, সুতরাং শরীর জন্যতাত্বে অবচ্ছেদকতা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

যেমন "নীল" ধূমস্থিত-বহ্নিব্যাপ্তির অবচ্ছেদক হয় না, (তাহা হইলে অত্যন্ত গৌরব হয়,) সেইরূপ শরীর জন্যতাত্ব ও ব্যাপ্তির অবচ্ছেদক হয় না। কারণ,—শরীর জন্যতা সপ্রতিযোগিক, অর্থাৎ শরীর নিরূপিত জন্যতা। অতএব (শরীর জন্যতা সকর্তৃকতার ব্যাপতাবচ্ছেদক না হওয়ায়) শরীর জন্যত্বাভাবে অকর্তৃকতার

ব্যাপ্তিও নাই। একথাও বলা যায় না যে—"ব্যভিচার না থাকায়ই শরীর জন্যত্বা-ভাবে সকর্ত্তৃকত্বাভাবের ব্যাপ্তি থাকিবে" কারণ, ক্ষিতি প্রভৃতিতেই ব্যভিচার আছে"। (ক্ষিতিতে সকর্ত্তৃকত্বাভাব নাই, কিন্তু শরীর জন্যত্বাভাব আছে) এরূপ কথা অস্বীকার করিলে "ক্ষিতি অদৃষ্ট হেতুক নহে, যেহেতু—শরীরজন্য নহে" ইত্যাদি অনুমিতিও হইতে পারে। (ক্ষিতির অদৃষ্ট হেতুকতা সর্ব্ববাদি সম্মত।)

প্রশ্ন। প্রদর্শিত অনুমানাদির ফলে নিত্য জ্ঞানাদি বিশিষ্ট অশরীর কর্ত্তার অনুমিতি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ, অশরীরে কর্ত্তৃত্বা-বগাহী-জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্নে নিত্যত্বাবগাহী—ও শরীরাজন্যে সকর্ত্তৃকত্বাবগাহী জ্ঞান যথার্থ হইতে পারে না; যথার্থ হইলে—পটে কর্ত্তৃত্বাবগাহী, পটাদি বিষয়ক আমাদের জ্ঞানে নিত্যত্বাবগাহী, ও আকাশে সকর্ত্তৃকত্বাবগাহী জ্ঞানও যথার্থ হইতে পারে। এরূপ হইলেও (অনুমিতি অযথার্থ হইলেও) উপজীব্যের (বিষয়ের) বাধ ঘটিবে না। কারণ—অনুমিতিই উপজীব্য, অনুমিতির যথার্থতা নহে। (অনুমিতিই ব্যাপ্তি জ্ঞানাদির কার্য্য, কিন্তু অনুমিতির যথার্থতা নহে, তাহা হইলে কদাপি ভ্রমানুমিতি হইত না)।

উত্তর। কার্য্য মাত্রের প্রতি যে কর্ত্তা কারণ, তাহার প্রতি কোন বাধক নাই। (কর্ত্তা ও কার্য্যের কার্য্যকারণভাব নিরুপাধি কার্য্য কারণ ভাবজ্ঞান বলেই পট নির্ম্মাণার্থে তন্তু প্রভৃতির আয়োজন করা হয়)। কিন্তু 'অশরীরে কর্ত্তৃত্বা-বগাহী অনুমিতি অযথার্থ" এই বিরুদ্ধ উক্তির কোন প্রযোজক নাই। এভাবে অনু-মিতির অযথার্থতা ব্যবস্থাপিত হইলে ধূমাদি দর্শনে চত্বরাদিতে যে অগ্নির অনুমিতি হয়, তাহাতেও অযথার্থতা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। যথা, চত্বর ধর্ম্মিক অগ্নির অনুমিতি, (পক্ষ) অযথার্থ, (সাধ্য) যেহেতু—বাদি প্রতিবাদি উভয়ের মতসিদ্ধ-বহ্নিমৎ ভিন্নে বহ্নি অবগাহী (হেতু)। এই নিয়মে অন্যান্য অন্বয় ব্যতিরেকী অনু-মানেরও উচ্ছেদ সাধিত হইবে। আরও একটা কথা এই যে, এরূপ বিরুদ্ধ উক্তিদ্বারা অনুমিতির অযথার্থতা জ্ঞাপন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপিত হইবে না। তাহা হইলে,—(দোষ দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার প্রতি যদি দোষই জ্ঞাপক হয়, তবে) অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়িবে; কারণ, দোষ উৎপন্ন হইলেই জ্ঞাপন সম্ভবপর, আর জ্ঞাপক দ্বারাই দোষের উৎপত্তি। যদি বল যে, এই জ্ঞাপনের প্রতি অন্য দোষ হেতু, তবে অসিদ্ধি; যেহেতু, এখানে অন্যদোষ নাই।

তর্কের অপরিশুদ্ধি (অপরিসমাপ্তি) দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। "ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হইতেন, তবে তাঁহার একটা শরীর থাকিত, ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান থাকিত প্রয়োজন থাকিত, ও অনিত্য জ্ঞান থাকিত" "ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি যদি সকর্তৃক হইত, তবে শরীরিকর্তৃক হইত" ইত্যাদি যে সকল তর্ক আছে, তাহা সৎ-তর্ক নহে। কারণ,—এগুলিতে আশ্রয়াসিদ্ধি, ব্যর্থ বিশেষণ প্রভৃতি বিবিধ দোষ আছে।

প্রশ্ন। পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা ক্ষিতি প্রভৃতিতে সকর্তৃকতা সিদ্ধি হইলেও এক কর্তৃকতা সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। কারণ, হেতুতে এক কর্তৃকতার ব্যাপ্তি বোধ হয় নাই। "লাঘব নিবন্ধন যে এক কর্তৃকতার সিদ্ধি হইয়া যাইবে" ইহাও মনোরথ মাত্র; কারণ—লাঘব প্রমাণ নহে। লাঘব সহকৃত সকর্তৃকতার অনুমিতির কারণ কলাপ দ্বারা এককর্তৃকতার সিদ্ধি হওয়াও সম্ভবপর নহে। যেহেতু—অনুমিতি মাত্রের প্রতি লাঘবের সহকারিতা নাই; লাঘব না থাকিলেও অনুমিতি হয়। এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই, যেখানে লিঙ্গ পরামর্শাদির সমবধান সত্ত্বেও কেবল লাঘবের অভাবে অনুমিতি হয় নাই। (প্রমাণ দ্বারাই অর্থের নির্ণয় হইয়া থাকে।)

যদি বল যে,—লঘু অনুমিতির প্রতি লাঘব কারণ, তবে অন্যোন্যাশ্রয় হইয়া পড়িবে; (লাঘব জন্য অনুমিতির নাম লঘু অনুমিতি এবং লঘু অনুমিতির কারণের নাম লাঘব) "ব্যক্তি বিশেষের লাঘব সহকৃত লিঙ্গ পরামর্শ দ্বারা ব্যক্তি বিশেষেরই অনুমিতি হয়" একথা বলিলে ধূমদ্বারা অগ্নির অনুমিতির পরে "সেই আগুন এক হাত, দুই হাত অথবা তিন হাত উচ্চ" এরূপ সংশয় হওয়া সুকঠিন হইবে। (ব্যক্তি বিশেষ বলিলেই তাহার অবস্থার একটা নির্দ্ধারণ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে) "অনেক কর্ত্তার সিদ্ধির কারণ না থাকা অবস্থায় যে কর্ত্তার সিদ্ধি হইবে, ইহাই এক কর্ত্তার সিদ্ধি" একথা বলিলে, ইহার প্রতিকূলে একথা বলাও অসঙ্গত হইবে না যে "একত্ব সিদ্ধির হেতু না থাকায়ই কর্ত্তার অনেকত্ব সিদ্ধি হইয়া যাইবে। একথার উত্তরেও যদি বল যে—"যে অর্থকে অবলম্বন না করিয়া অনুমিতি পক্ষে সাধ্য সংসর্গকে বিষয় করে না, পক্ষধর্ম্মতাবলে তাহারই সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহার অধিক হয় না,' ইহাই নিয়ম; তাহা হইলে "দ্বিতীয়-কর্ত্তাকে যে অনুমিতি বিষয় করে নাই, সেই অনুমিতিও কর্ত্তাকে বিষয় করিতে পারে, সুতরাং "দ্বিতীয় কর্তৃ অবিষয়ক, অথচ কর্তৃ বিষয়ক অনুমিতি এক

কর্ত্তৃ বিষয়ক” ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অস্বীকার করিলে কর্ত্তৃ বিষয়কত্ব থাকাও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ—এক কর্ত্তৃ বিষয়কত্ব না থাকিলে অনেক কর্ত্তৃ বিষয়কত্ব কিছুতেই সম্ভাবনীয় নহে, সুতরাং এক কর্ত্তৃ বিষয়কত্বকে এড়াইবার উপায় নাই ; তবে তদুত্তরে আমরা বলিব যে—কর্ত্তার একত্ব অনুমিতির বিষয়ই হয় নাই, অনুমিতি একত্ব বিষয়ক না হইলেও কর্ত্তৃ বিষয়ক হইতে পারে। “একত্বরূপে এক কর্ত্তার সিদ্ধি না হইলেও বস্তুগতি অনুসারে এক কর্ত্তার সিদ্ধি হইয়া যাইবে”। এরূপ আশা করাও মনোরথ মাত্র ; কারণ—প্রমাণ দ্বারা কর্ত্তার একত্ব সিদ্ধি না হইলে “বস্তুগতি অনুসারে কর্ত্তা এক” একথা জানিবার সম্ভব নাই। অতএব ঈশ্বর এক, কি অনেক, এবিষয়ে গুরুতর সন্দেহ রহিয়া গেল।

উত্তর। যে প্রমাণে লঘু গুরু বিষয়তার সম্ভব আছে, সেখানে লাঘবের সহকারিতাও আছে। কারণতা, কার্য্যতা ও ব্যাপ্যতার গ্রাহক প্রত্যক্ষে ; প্রবৃত্তি নিমিত্ততা গ্রাহক উপমানে; শব্দের শক্তিগ্রাহক অনুমানে;ও এতাদৃশ প্রমাণ মাত্রে সকল তান্ত্রিকেরাই লাঘবের সহকারিতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। “এবং এই-প্রকারে (পটের প্রতি তন্তুত্বরূপে) কারণতা কল্পনা করিলে লাঘব হয় ; আর এই-প্রকারে (মৃদুতন্তুত্বরূপে) কারণতা কল্পনা করিলে গৌরব হয়” এইরূপ জ্ঞান থাকা কালে কোন বাধক না থাকিলে লঘুধর্ম্মেই (তন্তুত্বেই) কারণত্ব, কার্য্যত্ব ও শব্দের শক্যত্ব প্রভৃতির অবচ্ছেদকত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। এ সকল স্থলে লাঘবের অনুকূলতা অঙ্গীকার না করিলে শব্দের শক্তি প্রভৃতির সংশয় হইয়া পড়িবে ; সুতরাং শব্দের শক্তির নির্ণয় মূলক এইটি (দুই হাত পা বিশিষ্ট) মানুষ ; এইটি (চারি পা ও দীর্ঘ শুণ্ড বিশিষ্ট) হস্তী ইত্যাদি ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। কারণ, কোনরূপে ব্যবহার হইবে, তাহার প্রতি কোন বিনিগমক নাই। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি লাঘবে তদঙ্গত্ব অঙ্গীকার না করিলে কথাটা অত্যন্ত নূতন হইয়া পড়িবে।

প্রশ্ন। যদি এই নিয়মেই এক কর্ত্তৃকত্বের সিদ্ধি হইয়া যায়, তবে বাস্তবিক বিভিন্ন কর্ত্তৃক বস্ত্র রাশিতে বস্ত্রত্বরূপে তন্তুবায় কর্ত্তৃকত্বানুমানের বাধক না থাকা কালে এক কর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধির প্রতি কি বাধক আছে ? বস্ত্ররাশিতে তন্তুবায় কর্ত্তৃকত্বের অনুমিতির পরে “এই বস্ত্ররাশি একজন তন্তুবায় প্রস্তুত করিয়াছে,

অথবা অনেক তন্তুবায় প্রস্তুত করিয়াছে?" এরূপ সংশয় হয়; সুতরাং এখানে ইষ্টাপত্তি করারও সুযোগ নাই।

উত্তর। এরূপ স্থলেও অনুমান দ্বারা লাঘবানুসারে প্রথমতঃ এক কর্তৃকত্বেরই সিদ্ধি হয়, পরে ঐ জ্ঞানের প্রমাণ্য সংশয় দ্বারা (ঐ জ্ঞান যথার্থ কি না, ইত্যাদি সংশয় দ্বারা) "ঐ বস্ত্র রাশি এক কর্তৃক কি বহু কর্তৃক"? ইত্যাদি বিবিধ সংশয়ের আবির্ভাব হয়, তৎপরে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে এত খানি বস্ত্র একজন তন্তুবায় প্রস্তুত করে নাই; তখন পূর্ব্বোৎপন্ন অনুমিতির এক কর্তৃকত্বাংশ বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্ষিতিতে যে এক কর্তৃকত্বের সিদ্ধি হইয়াছে, সেখানে এরূপ হইবে না। কারণ,—তত্রত্য এক কর্তৃকত্বানুমানের প্রামাণ্য সংশয় দ্বারা যে এক কর্তৃকতার সন্দেহ আবির্ভূত হইবে, তাহার উচ্ছেদ সাধন করা সুকঠিন নহে। যেহেতু—সেখানের কর্তার একত্বের কোন বাধক নাই। (লক্ষ লক্ষ বস্ত্র বয়ন করা একজন তন্তুবায়ের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যাহার কৌশলে অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে একটা প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের সৃষ্টি হইতে পারে এবং সামান্য শুক্র-শোণিত বিন্দু হইতে দীর্ঘকায় পুরুষের আবির্ভাব হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করা কঠিন নহে। কারণ—অলৌকিক শক্তি ব্যতিরেকে জীবন্ত বট বৃক্ষ বা একজন মানুষ প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে; সুতরাং এক কর্তৃকত্বানুমিতির প্রামাণ্যের সংশয় অপসারিত হইয়া প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়া যাইবে। একথাও বলা যায় না যে "একত্বের সাধকের অভাবই এক্ষেত্রে বাধক" কারণ—পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে লাঘব সহকৃত অনুমিতিই একত্বের সাধক রূপে দণ্ডায়মান আছে।

"কেহ কেহ বলেন যে,—ক্ষিতির কর্তা অঙ্কুরকর্তা ভিন্ন নহেন, যেহেতু—অশরীর কর্তা, যথা—অঙ্কুরের কর্তা, এই অভেদানুমান দ্বারা এক কর্তার সিদ্ধি হইবে। এখানে "ক্ষিতির কর্তা অঙ্কুরের কর্তা ভিন্ন, যেহেতু—অঙ্কুরে তাঁহার কর্তৃত্ব নাই, যথা তন্তুবায়"; এরূপ—সৎপ্রতিপক্ষের আশঙ্কা করা যায় না। কারণ, বিরুদ্ধানুমানে অনিত্য জ্ঞানাশ্রয়ত্ব উপাধি আছে।

ইহাদের মত সিদ্ধ অভেদানুমানের অপ্রযোজকত্ব শঙ্কা পরিহারের প্রতি "ভিন্ন ভিন্ন কর্তা স্বীকার করিলে গৌরবও এক কর্তা স্বীকার করিলে লাঘব" এই জ্ঞান ছাড়া অবলম্বন নাই।

প্রশ্ন। এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাদ্বারা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধি হইয়াছে, এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, নিত্য সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধির উপায় কি? পক্ষ ধর্ম্মতা বলে নিত্য সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের সিদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র; কারণ—পক্ষবৃত্তি হেতুর জ্ঞান দ্বারা হেতুর ব্যাপকত্বরূপে অবগত পদার্থে পক্ষ সম্বন্ধ মাত্র সাধিত হয়; সুতরাং কেবল মাত্র উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষাও কৃতিজন্যত্বই পক্ষে সাধিত হইবে, কিন্তু নিত্য সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান জন্যত্ব লাভ হইবেনা। (অতএব ঈশ্বরে নিত্য সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধির সম্ভব নাই) যেহেতু—নিত্য সর্ব্ব বিষক জ্ঞানত্ব রূপে ব্যাপকতা নির্ণয় হয় নাই, ব্যাপকতা বোধ হইয়াছে জ্ঞানত্বরূপে, বলা বাহুল্য—যেরূপে ব্যাপকতা নির্ণয় হয়, সেইরূপেই সাধ্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে—"যাহা অঙ্গীকার না করিলে অনুপপত্তি দোষ ঘটে, (ঈশ্বরে নিত্য সর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান স্বীকার না করিলে ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তৃত্বের অনুপপত্তি হয়) তাহাও অনুমিতির বিষয় হয়" তাহা হইলে—ব্যতিরেকি অনুমানের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। (ব্যাপকতানবচ্ছেদকরূপে সাধ্য সিদ্ধির অভিলাষে ব্যতিরেকি অনুমান স্বীকার করা হইয়াছে।)

উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীনেরা বলেন, "যে অর্থ অবলম্বন না করিয়া অনুমিতি পক্ষে সাধ্য সম্বন্ধ অবগাহন করিতে পারে না, পক্ষধর্ম্মতাবলে তাহার সিদ্ধি হয়। অন্বয়ি অনুমান অনুপপত্তি দ্বারা, আর ব্যতিরেকি অনুমান প্রতীতের অনুপপত্তি দ্বারা অনুমাপক হয়। (আগুন না থাকিলে ধূমের অনুপপত্তি হয় বলিয়াই ধূমদর্শনে অগ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে, এবং যে পীনাঙ্গ শিশু কদাপি দিনের বেলায় আহার করে না, তৎ সম্বন্ধে প্রতীত পীনতার অনুপপত্তি হয় বলিয়াই "ভোজনাভাবের ব্যাপকাভাবের প্রতিযোগি পীনত্বরূপ" ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারা বাধিত-দিবা ভিন্ন রাত্রি ভোজনের অনুমিতি হইয়া থাকে।) সুতরাং অনাদি দ্ব্যণুকাদি কার্য্য প্রবাহ-পক্ষ উপাদানের অনাদি জ্ঞান গোচর না হইলে, অনাদি কার্য্য প্রবাহে উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান জন্যতার সম্ভব থাকিবে না। এই অনাদিতা ই নিত্যতা, যেহেতু—অনাদি ভাবের বিনাশ হয় না। কদাচিৎ সকল জীবের মুক্তি বা শরীর সম্বন্ধাদির অভাব সংঘটিত হইলেও, ভগবানের অনাদি জ্ঞানের উচ্ছেদ ঘটিবে না। কারণ—ভগবৎ জ্ঞান নিত্য, শরীর

সম্বন্ধের অধীন নহে। অনাদি-দ্ব্যণুকাদি কার্য্য প্রবাহ ও তদীয় উপাদান বিষয়তাই সর্ব্ব বিষয়তা। এক্ষেত্রে লাঘবানুসারে ভগবানের সর্ব্ববিষয়ক নিত্য একটি মাত্র জ্ঞান স্বীকার করাই সমীচীন, নিত্য ও অনিত্য বিবিধ জ্ঞানের কল্পনা গৌরবাবহ। নব্যেরা বলেন,—সকর্ত্তৃকত্বের অনুমিতির পক্ষ-ক্ষিতিতে অনিত্য জ্ঞানাজন্যত্ব বিশেষণ আছে, সুতরাং এস্থলে নিত্যজ্ঞান জন্যত্বরূপে সকর্ত্তৃকত্বেরই সিদ্ধি হইবে, কারণ,—পক্ষে অনিত্য জ্ঞান জন্যত্বের বাধ আছে।

ষড়্দর্শনটীকা কার বাচস্পতি মিশ্র বলেন,—"পূর্ব্বোক্ত অনুমান দ্বারা লাঘবানুসারে প্রথমে একটি জ্ঞানের সিদ্ধি হইলে—"অনাদি কার্য্য প্রবাহের প্রতি যে জ্ঞান কারণ, তাহা উৎপত্তি শীল হইতে পারে ন" ইত্যাদি তর্কদ্বারা সেই জ্ঞানের নিত্যতা সিদ্ধি হইবে। এই নিয়মে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্নের নিত্যত্ব ও একত্ব সিদ্ধি করিতে হইবে। আরও একটা কথা এই যে,—জ্ঞানের যে নিয়ত বিষয়তা (কোন কোন পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, আর কতকগুলি হয় না) তাহাই জ্ঞানের কারণ নিয়ম্য, (জ্ঞানের প্রতি বিষয় ও কারণ) নিত্যজ্ঞানের কোন কারণ নাই, সুতরাং তাহার বিষয় নিয়ম ও নাই। অতএব বিনিগমনা বিরহ প্রযুক্ত নিত্য জ্ঞানের সর্ব্ববিষয়কত্ব সিদ্ধি হইয়াছে।

অন্য এক সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় এই যে,—ভগবান্ ষট্ পদার্থ (সকল পদার্থ) বিষয়ক বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন, কাজেই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এবং পটাদির সহিত যে গগনাদির সংযোগ হইতেছে, তাহার প্রতিও তিনি কারণ; সুতরাং পটাদি বিষয়ক জ্ঞানও তাহার আছে।

প্রশ্ন। সৃষ্টির আদি কালীন দ্ব্যণুকাদির প্রতি তিনি কারণ হইলেও তন্তুবায় যে-পট নির্ম্মাণ করিতেছে তাহার প্রতি ঈশ্বর কারণ হইবেন কিরূপে?

যদি বল যে "পট, ঈশ্বর কর্ত্তৃক, যে হেতু—কার্য্য, যথা ক্ষিতি" এই অনুমানই পটের প্রতি ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ব্যবস্থাপক," তাহা হইলে—একজন মাত্র তন্তুবায় যে পট প্রস্তুত করিয়াছে তাহাও দ্বিকর্ত্তৃক হইয়া পড়িল অপিচ এই দ্বিকর্ত্তৃক পট দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্ষিতিও দ্বিকর্ত্তৃক হইয়া পড়িবে, এবং ঈশ্বরও অনেক হইয়া পড়িলেন। ইহার উত্তরেও যদি বল যে—"কার্য্যের প্রতি কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব রূপেই কারণতা, কিন্তু দ্বিকর্ত্তৃত্বরূপে নহে, সুতরাং কর্ত্তৃদ্বয় সিদ্ধি হইবে না" তবে

আমরাও বলিব যে—"কার্য্যের প্রতি কর্তৃত্ব রূপেই কারণতা, ঈশ্বর কর্তৃত্বরূপে নহে, সুতরাং নিব্যূঢ়রূপে ঈশ্বর সিদ্ধি হইল না।

উত্তর। ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির নিত্যত্ব, ও সর্ব্ব বিষয়কত্ব, পূর্ব্বে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে পটাদির কারণ তন্তু বিষয়কত্ব না থাকার প্রতি কোন হেতু নাই। অতএব তন্তুবায়ের জ্ঞানের ন্যায় ঈশ্বরের জ্ঞানও পটাদির হেতু।

উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "পরমাণু ও অদৃষ্ট প্রভৃতির অধিষ্ঠান কল্পে ঈশ্বর সিদ্ধি হইলে, তদীয় জ্ঞানাদির নিত্যত্ব ও সর্ব্ব বিষয়কত্ব হেতুক ন্যায়তঃই তন্তু প্রভৃতির অধিষ্ঠানের কর্তৃত্ব লাভ হইয়াছ, কিন্তু তন্তু প্রভৃতির অধিষ্ঠান কল্পে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় নাই" "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যের তাৎপর্য্য ও এইরূপ।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ব্ব বিষয়ক হইলে মানুষের ভ্রম জ্ঞানও তাহার বিষয় হইয়াছে। এরূপ হইলে—ঈশ্বর ও ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। কারণ—যে জ্ঞান যে জ্ঞানকে বিষয় করে সে তাহার বিষয় পদার্থ রাশিকে যথাযথ ভাবে অবগাহন করে। যথা—"হরিদাস ঈষৎ অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্প জ্ঞানে ভীত হইয়া পড়িয়াছে" এখানের রজ্জু বিশেষ্যক সর্পত্ব প্রকারক হরিদাসের ভ্রমজ্ঞান ভগবৎ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় ভগবানের জ্ঞানও রজ্জু বিশেষ্যক সর্পত্ব প্রকারক হইয়াছে সুতরাং তাহার ভ্রমত্ব দুষ্পরিহরণীয়।

উত্তর। "হরিদাস রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানিতেছে" এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক নহে। কারণ—যিনি বাস্তবিক রজ্জু বলিয়া জানেন তাহারই এরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। হরিদাসের রজ্জু দেখিয়া—"এইটি সর্প এই জ্ঞানের বিশেষণ সর্পত্ব আর বিশেষ্য রজ্জু, সুতরাং ভ্রমাত্মক। (তদভাববৎ বৃত্তি বিশেষ্যতা নিরূপিত তন্নিষ্ঠ প্রকারতা শালি জ্ঞানের নাম ভ্রম) কিন্তু ঈশ্বরীয় "হরিদাসের ভ্রম-জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের" বিশেষ্য, হরিদাসের ভ্রম-জ্ঞান, আর বিশেষণ সর্পত্ব প্রকারকত্ব, ঐ প্রকারকত্ব পূর্ব্বোক্ত ভ্রম জ্ঞানে আছে, কাজেই অযথাবৎ পদার্থাবগাহী না হওয়ায় ভ্রম হয় নাই। অতএব ভগবান্ ভ্রান্ত নহেন; কিন্তু ভ্রান্তিজ্ঞ। এই নিয়মে স্থল বিশেষে আমরাও ভ্রান্তিজ্ঞ হইয়া থাকি।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের সুখ দুঃখ থাকিলে তিনিও আমাদের মত সাংসারিক, হইয়া পড়িলেন, আর যদি সুখ দুঃখ না থাকে—তবে তাহার প্রয়োজন ও নাই। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন কাজ করে না, এঅবস্থায় তিনি সৃষ্টি কার্য্যে ব্রতী হইলেন কেন?

যদি বল যে, করুণার বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে পরদুঃখ নিবৃত্তিই তাহার প্রয়োজনরূপে দণ্ডায়মান হইল। এরূপ হইলে—তিনি স্বর্গবাসী সুখী পুণ্যাত্মাদেরই সৃষ্টি করিতেন, দুঃখী, নারকী, পাপী অথবা পাপেরই সৃষ্টি করিতেন না। আর যদি বল যে—সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক কর্ম্মের অধীন ঈশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক কর্ম্ম ফল বণ্টন করিয়া দেন মাত্র, তবে অবশ্যু কল্প্য কর্ম্মই জগতের বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপন করিবে, স্বতন্ত্র একজন ঈশ্বর কল্পনার প্রয়োজন কি? যদি কর্ম্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বরই দুঃখ সুখাদি-জগদ্বৈচিত্র্যের হেতু হন, তবে তন্মাত্র প্রযুক্ত সৃষ্টি প্রলয় প্রভৃতি কর্ম্ম নিচয় এক সঙ্গে সংঘটিত হউক, অথবা চিরকালের তরে সৃষ্টি লাগিয়া থাকুক? যেহেতু—সকল কার্য্যের প্রতিই ঈশ্বরও তদীয় নিত্য জ্ঞানাদি মাত্র কারণ। যে কার্য্যের প্রতি কেবল মাত্র নিত্য পদার্থই কারণ, তাহার প্রতিরোধের সম্ভব নাই। যদি বল যে- ঈশ্বর নিত্য হইলেও যখন তাঁহার করুণার উদয় হয় তখনই তিনি সৃষ্টি করেন, তবে তাহার করুণার উদয়ের প্রতিও শরীরাদি অন্য কিছু হেতু আছে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি ও আমাদের মত একজন সংসারী হইয়া পড়িলেন, অপিচ অপরিহার্য্য অনবস্থা আসিয়া পড়িল।

উত্তর। পূর্ব্ব পক্ষে যে সকল তর্ক করা হইল, ঈশ্বর স্বীকার না করিলে সেগুলির কিছুই সম্ভব পর নহে। কারণ,—বিচারের আশ্রয় ঈশ্বরই অপ্রসিদ্ধ। (ঈশ্বর স্বীকার না করিলে "তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিলেন" এই প্রশ্ন হয় না) আর যদি ঈশ্বর স্বীকার করিয়া এসকল প্রশ্ন কর, তবে উত্তর শোন—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই ভগবানের ইচ্ছার বিষয়, সুতরাং সৃষ্টি, প্রলয়, স্বর্গ, নরক, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্যেই তাঁহার ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান আছে; অতএব সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি ক্রমিক কার্য্য কলাপ তাহার ইচ্ছায়ই ঘটিতেছে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রলয় হইয়া গেলে, অথবা চিরদিনের তরে সমভাবে সৃষ্টি লাগিয়া থাকিলে তাহার ইচ্ছার বিষয় সিদ্ধি হয় না।

বস্তুতঃ পরমাণু অদৃষ্ট প্রভৃতি ক্রমিক তত্তৎ অসাধারণ কারণ রাশির সহিত ভগবানের জ্ঞানাদির সমবধান ঘটিলেই সৃষ্টি হয়, এই অবস্থায় ই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন বলিয়া ব্যবহার হয়। অদৃষ্টাদি সৃষ্টির ক্রমিক-অসাধারণ-কারণ কলাপ সমবহিত ভগবানের ইচ্ছার নাম চিকীর্ষা, আর প্রলয়ের তাদৃশ কারণ কলাপ সম্বলিত ভগবদিচ্ছার নাম সঞ্জিহীর্ষা (সংহারেচ্ছা)। কথিত চিকীর্ষার আনুকূল্যে সৃষ্টি, আর সঞ্জিহীর্ষার সাহায্যে প্রলয় হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—কথিত চিকীর্ষাও সঞ্জিহীর্ষার ফলেই সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হইবে, এঅবস্থায় ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকারের প্রয়োজন কি ?

উত্তর। পটাদি-দৃষ্টান্তানুসারে ক্ষিতি প্রভৃতিতে কার্য্যত্ব হেতুদ্বারা জ্ঞান ইচ্ছাও কৃতি জন্যত্ব সিদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং ঈশ্বরে নিত্যজ্ঞানও প্রযত্ন এবং তাহাতে ক্ষিত্যাদির জনকত্ব অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন। জগৎ নির্ম্মাণ কর্ত্তা পরমেশ্বর সর্ব্বথা শরীর বিরহিত হইলে তাহা হইতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধায়ক শাস্ত্র (বেদ) প্রণয়ন ও পটাদি কর্ম্মের কৌশল কি উপায়ে জন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল ? শব্দ প্রয়োগ বা প্রাথমিক হাতের কাজ দেখান শরীর ব্যতিরেকে সম্ভাবনীয় নহে। (৮৭)

মন্তব্য।

(৮৭) বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন প্রসঙ্গে ন্যায় দর্শনে বলা হইয়াছে "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবচ্চ তৎপ্রামাণ্য মাপ্ত প্রামাণ্যাৎ" অর্থ—বেদ প্রমাণ, যেহেতু—বেদ কর্ত্তা ঈশ্বর প্রমাণ, যথা মন্ত্রও আয়ুর্ব্বেদ। ভগবৎ প্রণীত বেদের অংশীভূত বিষাদির নাশক মন্ত্রও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং সমগ্র বেদই প্রমাণ।

সৃষ্টির প্রথমে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কোন মহাপুরুষের উপদেশ ব্যতিরেকে "ধান্যের ভিতর হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণাদি দ্বারা আগুন জ্বালিয়া সেই আগুনে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্র দগ্ধ করিয়া তাহাতে জলের সহিত পূর্ব্বোক্ত চাউল সিদ্ধ করিলে মানুষের খাদ্য অন্ন হয়" কেবল মাত্র লৌকিক শক্তি দ্বারা এরূপ সঙ্কেতের আবিষ্কারের আশা করা যায় না। (৮৭)

উত্তর। সৃষ্টির প্রথমে পূর্ব্ব সর্গীয় পুরুষের অদৃষ্টানুগৃহীত ভূতের মেদদ্বারা মীন শরীর উৎপন্ন হইলে অদৃষ্টশালি আত্মার সংযোগ, অথবা অদৃষ্ট সহকৃত প্রযত্না শ্রয় ঈশ্বর সংযোগ দ্বারা সকল বেদার্থ বিষয়ক জ্ঞানও বিবক্ষার (কথনেচ্ছার) প্রয়োচনায় মীন শরীরের কণ্ঠ তালু প্রভৃতির ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে, সেই ক্রিয়া জন্য সংযোগ দ্বারা বেদের উৎপত্তি হইয়াছে।

আর কুলালাদি শরীরান্তর্ভাবে অদৃষ্ট সহকৃত প্রযত্নাদিযুক্ত ঈশ্বর সংযোগ দ্বারা প্রযত্ন উৎপন্ন হইলে ঘটানুকূল ব্যাপার দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হইয়াছে। পট, কুঠার, মুকুটাদির উৎপত্তি ও এই নিয়মেই হইয়াছে। বেদে উক্ত হইয়াছে "নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মকারেভ্যশ্চ বোনমঃ"।

অপিচ সৃষ্টির প্রথমে ভববান্ প্রযোজ্যও প্রযোজক শরীর গ্রহণ করিয়া প্রযোজক শরীর অবচ্ছেদে বাক্য প্রযোগাদি-তত্তৎ কর্ম্মের উপদেশ, আর প্রাযাজ্য শরীরান্তর্ভাবেতত্তৎ-বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তদানীন্তন বালকাদিকে ভাষাও কর্ম্মপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন (ইহারই নাম ভূতাবেশ-ন্যায়, যেমন ভূত মানুষ শরীরে অবিষ্ট হইয়া ইচ্ছানুসারে মানুষের অনভীপ্সিত ও অজ্ঞাত কার্য্য করায় এবং বাক্য প্রয়োগ করায় সেরূপ ভগবান্ও মানুষের শরীরে আবিষ্ট হইয়া কাজ করাইয়া থাকেন।) পরে ক্রমশঃ সকল বিষয়েই সবিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, যেমন লিপি দেখিয়া শ্লোকের অনুমান পূর্ব্বক (লিপি চিত্র অক্ষর নহে, অক্ষরের স্মারক চিহ্ন মাত্র) পাঠ করা হয়, সেইরূপ সৃষ্টির প্রথমে পূর্ব্ব সর্গ সঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞানশালি মন্বাদি ঋষি ভোগ সাধনার্থে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের অভিপ্রেত বেদ প্রত্যক্ষ করতঃ তাহার অনুবাদ করিছেন। ইহাই হইল প্রথম—সম্প্রদায়। তার পরে তাঁহারাই যোগের সমৃদ্ধি বলে বহু শরীর নির্ম্মাণ করিয়া পট, মুকুট, কুঠারাদি নির্ম্মাণেরও বাক্য ব্যবহারের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

এইমত সমীচীন নহে। কারণ—এই মতে প্রত্যেক সর্গের প্রথমেই একএকজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের কল্পনা করিতে হইবে। এরূপ অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ কল্পনা গৌরব; অপিচ এসকল অবশ্য কল্প্য সর্ব্বজ্ঞ দ্বারাই সৃষ্টির যাবৎ ক্রিয়া সম্পাদনের সম্ভব থাকায় ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজনও থাকে না।

আর এক সম্প্রদায় বলেন—প্রত্যেক সৃষ্টির প্রথমে পূর্ব্ব সর্গ সিদ্ধ-এক এক জন যোগী আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টির যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। এই নিয়মে অনন্ত সৃষ্টির প্রতি অনন্ত ঈশ্বর কারণ, সুতরাং স্বতন্ত্র ঈশ্বর সিদ্ধির প্রতি কোন প্রমাণ ও প্রয়োজন নাই। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে—তাহারা যে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রবর্ত্তক এক এক জন সর্ব্বজ্ঞের কল্পনা করিলেন তাহার প্রতি হেতু কি?

যদি তাহাদের এই কল্পনা কোন প্রমাণান্তর প্রসূত হয়, তবে প্রথমে সেই প্রমাণের প্রামাণ্য সংস্থাপন আবশ্যক। আমরা প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন কোন প্রমাণ স্বীকার করি না। আর যদি ক্ষিত্যাদির কর্ত্তৃতাগ্রাহক প্রমাণ দ্বারা এরূপ কল্পনা করা অভিপ্রেত হয়, তবে "অনাদি দ্ব্যণুকাদি কার্য্য প্রবাহে সকর্ত্তৃকত্বের অনুমান করিয়া একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে সকল সৃষ্টির কর্ত্তৃতা অঙ্গীকার করাই উচিত।

প্রশ্ন। সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অবিষ্ট প্রযোজক পুরুষের "জল আন" বাক্য শ্রবণের পর প্রযোজ্য পুরুষের জলানয়ন দর্শনে সমীপবর্ত্তী বালক অনুমান করে যে—প্রযোজক পুরুষ শুভ্রবর্ণ তরল বস্তু বিশেষকে বুঝাইবার জন্য 'জল' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, এবং প্রযোজ্য পুরুষ তাহা বুঝিয়া আনিয়াছেন, অতএব 'জল' শব্দ ঐ পদার্থের প্রতিপাদক। কারণ—ইহারা কেহই বঞ্চক নহেন। এখানে প্রযোজক পুরুষ প্রযুক্ত জল শব্দে যে সমীপবর্ত্তী বালকের প্রযোজ্য পুরুষ জ্ঞান জনকত্ব জ্ঞান হইয়াছে, এই জ্ঞান যথার্থ নহে। কারণ—পূর্ব্বোক্ত "জল" শব্দ দ্বারা প্রযোজ্য পুরুষের কোন অর্থের অবধারণ হয় নাই। যেহেতু—জল শব্দের অর্থ প্রযোজ্য পুরুষেরও পরিজ্ঞাত নহে, পরন্তু ভগবানের নিত্য জ্ঞান তাহার শরীরাবচ্ছেদে অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব পূর্ব্বোক্ত ভ্রমাত্মক জ্ঞান জন্য বালকের জল শব্দের শক্তি জ্ঞানও ভ্রমাত্মক, সুতরাং এই ভ্রমজন্য শাব্দ বোধ ও ভ্রম হইবে। এবং এই নিয়মে অন্যান্য শাব্দবোধের ভ্রমত্ব ও অনিবার্য্য। যদি শক্তিজ্ঞান অনিত্য সর্ব্বজ্ঞ মূলক হয় তবে এসকল দোষের অবকাশ থাকিবে না। কারণ—এই মতে ভূতাবেশ কল্পনীয় নহে। অনিত্য—সর্ব্বজ্ঞবিষয়ক—জ্ঞানবান্ পুরুষ পটাদি শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রয়োগে সক্ষম আছেন। এবং প্রযোজ্য পুরুষকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার সামর্থ্যও তাহার আছে, যেহেতু—তিনি শরীরী।

উত্তর। প্রযোজ্য পুরুষের ব্যাপার দ্বারা অনুমিত "তদীয় পট জ্ঞান, পট পদ জন্য" শব্দের শক্তি গ্রাহক এই-জ্ঞান ভ্রমাত্মক হইলেও তাহা দ্বারা উৎপন্ন "পট পদ, পটে শক্ত" জ্ঞান যথার্থ হইবে। কারণ—ইহার বিষয়ের বাধ নাই। জ্ঞান ভ্রম মূলক হইলেই যে ভ্রমত্বের অনুমিতি হইয়া যাইবে, একথা বলা যায় না। কারণ--বাধিত প্রকারত্ব না থাকিলে জ্ঞান ভ্রম হয় না; পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানে বাধিত প্রকারতা (তদভাবাধিকরণ বৃত্তি বিশেষ্যতা নিরূপিত তত্রত্য প্রকারতা) নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানে বাধ দোষ আছে। (বাধিত বিষয়ত্বই ভ্রমত্বের নির্ব্বাহক)।

অতএবই "পট আন" শব্দের শ্রবণের পরে সূত্র সঞ্চারাধিষ্ঠিত দারু পুরুষের পটানয়ন দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তী বালকের পট শব্দের শক্তি জ্ঞান ও তন্মূলক যথার্থ শাব্দ বোধ হইয়া থাকে (ভ্রম হয় না)। যদি ইহা ভ্রমই হয় তবে ইদানীন্তন প্রযোজ্য ব্যবহার দ্বারাও শক্তি জ্ঞান না হইতে পারে। (যে ব্যক্তি কখনও আঙ্গুর দেখে নাই তাহার সম্মুখে কেহ ভৃত্যকে "আঙ্গুর আন, আমি খাইব" এইরূপ আদেশ করিলে ভৃত্যের আজ্ঞা পালনান্তর আঙ্গুর ভক্ষণ দেখিয়া তাহার আঙ্গুর শব্দের শক্তি জ্ঞান হইয়া থাকে) কারণ, বর্ত্তমান কালীন ব্যবহারেও "ইহা কি চেতনের ব্যবহার অথবা কোন ঐন্দ্রজালিক অচেতন পদার্থ দ্বারা এরূপ ব্যবহার করাইতেছে" ইত্যাদি সংশয় বজ্রলেপায়মান আছে।

"বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখো, বিশ্বতো বাহু রুত বিশ্বতস্পাৎ, সংবাহুভ্যাং ধমতি, সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ" ইত্যাদি শ্রুতি, ও "উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ যে, লোক ত্রয়মাবিশ্চ বিভর্ত্ত্য ব্যয় ঈশ্বরঃ" ইত্যাদি স্মৃতি ভগবানের অস্তিত্বের ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের হেতুতার প্রমাণরূপে অনুসন্ধেয়।

ইতি অনুমান চিন্তামণির ঈশ্বরানুমান নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

শক্তিবাদ।

নৈয়ায়িকের ঈশ্বরানুমানের রীতি অনুসারে মীমাংসকেরা কার্য্য দ্বারা শক্তি নামে একটা পদার্থের অনুমান করিয়া থাকেন, এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। যথা—আগুনে হাত দিলে পোড়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কিন্তু এমন এক প্রকার মণি (প্রস্তর) আছে যাহা হাতে রাখিয়া আগুনে হাত দিলেও পোড়া যায় না। অতএব ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে—প্রতিবন্ধক মণি হাতে থাকিলে আগুনের এমন কোন জিনিসের অভাব ঘটে, যাহার অভাবে আগুন দাহ জন্মাইতে পারে না। সুতরাং অগ্নির দহনাভাব যাহার অভাবের অধীন এমন একটা পদার্থ যে অগ্নিতে আছে ইহা ব্যতিরেক মুখী অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এক্ষেত্রে একথাও বলা যায় না যে—কোন প্রকার অদৃষ্ট বৈগুণ্য নিবন্ধনই তত্রত্য অগ্নি দাহজনক হয় না। কারণ—দৃষ্ট হেতু নিচয়ের সমাবেশে অদৃষ্ট কার্য্য প্রতিরোধ ঘটাইতে পারে না। দৃষ্ট হেতুর অপসারণ ক্রমেই অদৃষ্ট কর্ম্ম প্রতিরোধক হয়। অন্যথা সুদৃঢ় দণ্ড দ্বারা যথা নিয়মে চাকা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলেও কদাচিৎ চাকা না ঘুরিতে পারিত। যদি বল যে "স্থলে বিশেষে অদৃষ্ট সাক্ষাৎ কারণ বা প্রতিবন্ধক হয়, অন্যথা তুল্য প্রণয় নিষ্পন্ন সর্ব্বাংশে নির্ব্বিশেষ সুস্বাদু মিষ্টান্নের কিয়দংশ রাজভোগের আর অবশিষ্টাংশ দাস-দাসী-বিড়াল-কুকুর প্রভৃতির ভোগের সম্পাদক হইত না, এবং ব্যাঘ্রাদি দ্বারা পরিগৃহীত নির্ব্বিশেষ মানব শিশুদ্বয়ের মধ্যে একটি ব্যাঘ্রাদির দ্বারা পরিপালিত, আর অপরটি তাহাদের উদরসাৎ হইয়া প্রাণ হারা হইত না। (তত্তৎ ব্যক্তির অদৃষ্টাকৃষ্ট অংশই তত্তৎ ব্যক্তির ভোগ্য, সুতরাং মিষ্টান্নের যে অংশ কুকুরের অদৃষ্টাকৃষ্ট তাহা ভোগ করিবার সামর্থ্য রাজারও নাই। অদৃষ্ট ফল দ্বারাই অনুমেয়।) অতএব প্রস্তাবিত স্থলেও অদৃষ্টাভাব বা প্রতিকূল অদৃষ্টই দাহের পরিপন্থী।" তাহা হইলে

হাত হইতে মণি ফেলিয়া দিলেও সময় বিশেষে অদৃষ্টের প্রভাবে হাত পোড়া যাইত না। সুতরাং মণির সহিত দাহাভাবের নিয়মিত অন্বয় ব্যতিরেক থাকায় মণিই দাহাভাবের প্রযোজক বলিয়া স্বীকার্য্য। যেখানে দৃষ্ট কারণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, সেখানে যে অদৃষ্টই সাক্ষাৎ কারণ বা প্রতিবন্ধক একথা ধ্রুব সত্য। ইহা অস্বীকার করিলে অদৃষ্ট পরম্পরায় কারণও না হইতে পারে। (এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে—"সমান প্রজ্ঞাশীল দুই ব্যক্তি সর্ব্বদা সমভাবে শাস্ত্রাভ্যাসে যত্নবান্ হইলে একজন শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়, আর একজনের কিছুই হয় না, অথবা উভয়ই সর্ব্ববিষয়ে তুল্য হয়") একথাও বলা যায় না যে— উৎপত্তিশীল মাত্রের প্রতিই অদৃষ্ট (সাক্ষাৎ) নিমিত্ত কারণ," তাহা হইলে অগম্যাগমন কুপথ্য ভক্ষণ প্রভৃতি জনিত সুখে ব্যভিচার হইয়া পড়িবে। যে হেতু—অধর্ম্ম হইতে কোন সুখই উৎপন্ন হয় না, এবং পূর্ব্বোক্ত সুখ ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ও স্বীকার করা যায় না। কারণ,—যাহা ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পরিণাম ফল অসহনীয় ক্লেশ, অসাধারণ জুগুপ্সা, মৃত্যু, বা ঘোর নরক হইতে পারে না। বলা বাহুল্য—ধর্ম্মও অধর্ম্ম ভিন্ন অদৃষ্ট নাই।

আরও একটা কথা এই যে,—যদি দাহের প্রতিকূল অদৃষ্ট দ্বারাই দাহের প্রতিরোধ ঘটিত, তবে আগুনে হাত না পোড়াইবার জন্য লোকে হাতে মণি রাখিবার চেষ্টা করিত না। যদি বল যে, অদৃষ্ট ও মণি উভয়ই দাহের প্রতিরোধক তবে আমরা বলিব যে—"প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মণিই দাহের প্রতিকূল আবার একটা অদৃষ্ট কল্পার প্রয়োজন কি? প্রতিবন্ধকাভাবের হেতুতা তো সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।" (অদৃষ্ট স্বীকার করিতে গেলে শৌচাদি-সাধারণ কারণের হেতুতাও কল্পনীয় হইয়া পড়িবে) মণি প্রভৃতি প্রতিপক্ষের সন্নিধাপক (সন্নিধানের হেতু) অদৃষ্টে প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করিলে ও চলিবেনা, কারণ—তাহা হইলে মণির সম্বন্ধের পূর্ব্বে ও দাহের প্রতিরোধ ঘটিতে পারে। যেহেতু—মণির সান্নিধ্যের পূর্ব্বেই তৎ সন্নিধাপক অদৃষ্টের থাকা আবশ্যক। (অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে—অগ্নিতে শক্তি নামে একটা অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে, তাহাই দাহের হেতু। প্রতি পক্ষের সন্নিধানে সেই শক্তির অপচয়, ও অপসারণে পুনরভ্যুদয় ঘটে। সুতরাং দাহ বা দাহের অভাবের অনুপপত্তির অবসর নাই। ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার মণি আছে যে,—প্রতিবন্ধক

৩৮

মণি সমবধান কালেও সেই মণি থাকিলে দাহের প্রতিরোধ ঘটে না, সুতরাং প্রতিবন্ধক মণির অপসারণের ন্যায় সেই মণির [উত্তেজক মণির] সম্প্রয়োগও প্রতি বন্ধক সমবধান কালীন শক্তির অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।)

প্রাচীনেরা বলেন যে,—অন্বয় ব্যতিরেক বলে পূর্ব্বোক্ত উত্তেজক মণির অভাব বিশিষ্ট প্রতিবন্ধক মণির অভাবে দাহের কারণতা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে কেবল উত্তেজক মণি সত্ত্বে, উত্তেজক ও প্রতিবন্ধক—উভয়ের সত্ত্বে, এবং উভয়ের অসত্ত্বেও (না থাকা কালেও) বিশিষ্টাভাব থাকায় দাহের অনুপপত্তি ঘটিবে না। পরন্তু যেখানে কেবল মাত্র প্রতিবন্ধক মণি থাকিবে সেখানেই পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং সেখানে দাহের প্রতিরোধ ও অবশ্যম্ভাবী। প্রতিবন্ধক শব্দের অর্থ "কারণীভূত অভাবের প্রতিযোগী" হইলেও প্রতিবন্ধকাভাবত্ব রূপে কারণতা নহে, কারণতা মণির অভাবত্বরূপে, সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়ের (প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ, এবং কারণের অভাব প্রতিবন্ধক হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে) আশঙ্কা ও রহিলনা। স্থল বিশেষে মন্ত্রাদি দ্বারাও দাহের প্রতিরোধ ঘটে, অতএব উত্তেজকের অভাব বিশিষ্ট মণি ও মন্ত্রাদির অভাব রাশিই দাহের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা অতিরিক্ত অভাব অঙ্গীকার করেন না, তাহাদের মতে তত্তৎ স্থানাভিষিক্ত কৈবল্যাদিই দাহের কারণ। (সাঙ্খ্যমতে অভাব অঙ্গীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বলেন—যে ঘরে আলোক নাই, সেখানে কৈবল্য [অর্থাৎ কেবল গৃহ] আছে, অভাব নামে কোন তত্ত্বান্তর নাই।)

একথাও বলা যায় না যে—"অভাব কারণ নহে,"—যেহেতু— গতির প্রতি কণ্টকাবরণের (টাট্টির) অভাব, অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগীর উপলব্ধির অভাব, প্রত্যবায়ের প্রতি বিহিত কার্য্যের করণের অভাব ও বেদের প্রামাণ্যের প্রতি দোষের অভাব কারণ বলিয়া নাস্তিক ভিন্ন সকলেই অঙ্গীকার করিয়াছেন।

প্রাচীনদের এই মত—সুসঙ্গত নহে—কারণ, যদি বিশিষ্ট (উত্তেজকের অভাব বিশিষ্ট মণি) নামে কোন পদার্থান্তর থাকিত, তবে অনুগত রূপে তাহার অভাব কারণ হইত। ফলতঃ বিশিষ্ট নামে কোন পদার্থান্তর নাই ; বিশেষণ ও বিশেষ্যের সম্বন্ধ নিচয়ই বিশিষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের

অভাবে হেতুতা কল্পনা করিলে স্থল বিশেষে বিশেষ্য মণির অভাব, কোথায় বা উত্তেজকাভাব-স্বরূপ বিশেষণের অভাব, আর কোথা বা উত্তেজক-মণি ও প্রতিবন্ধক মণি-উভয় কারণ রূপে দণ্ডায়মান হইল। দাহ কার্য্যে ইহাদের প্রত্যেকেরই ব্যভিচার আছে (বিশেষ্য সত্ত্বেও উত্তেজক সমবধান কালে দাহ হয়, সুতরাং কার্য্যে বিশেষ্যাভাবের ব্যভিচার আছে,। এবং উত্তেজক মণি না থাকা কালে ও প্রতিবন্ধক মণি না থাকিলে দাহ উৎপন্ন হয়, অতএব উত্তেজকাভাব স্বরূপ বিশেষণের অভাবের ব্যভিচার ও কার্য্যে আছে। অপিচ উভয় মণির অভাব থাকিলেও অন্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, কাজেই কার্য্যে উভয়ের ব্যভিচার ও বজ্রলেপায়মান আছে) সুতরাং ইহাদের একটিও দহন ক্রিয়ার হেতু নহে।

প্রদর্শিত দোষ অকিঞ্চিৎকর। কারণ—যেমন প্রতিযোগি ভেদে অভাব ভিন্ন হয়, সেইরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের ভেদেও অভাব ভিন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বিশিষ্ট অতিরিক্ত না হইলে ও বিশিষ্টাভাব অতিরিক্ত হইতে পারে। অন্যথা বায়ুতে পৃথিবী জলও তেজের রূপের অভাব নির্ণয় কালে রূপের সংশয় হইত না। এরূপ হইলে—যেমন কেবল দণ্ড সত্ত্বে, দণ্ডও পুরুষ-উভয় সত্ত্বে, এবং উভয়ের অভাবে, বিশেষণের বিরহ প্রযুক্ত-বিশেষ্যের বিরহ প্রযুক্ত-ও উভয়ের বিরহ প্রযুক্ত-কেবল-পুরুষাভাব অবাধিত অনুগত ব্যবহার বলে প্রতীতি সিদ্ধি হয়, সেইরূপ কেবল বিশেষ্য-মণির অভাব কালে, বিশেষণ-উত্তেজক-মণির অভাবের অভাব কালে, এবং বিশেষণ ও বিশেষ্য উভয়ের অভাব কালে কেবল প্রতিবন্ধকের অভাব অনুগতরূপে দাহেরহেতু বলিলেই চলিবে। বিশেষণাদির অভাব প্রযুক্ত কেবল বিশেষ্যাভাবকে এক শক্তি মত্ত্ব রূপে ব্যবহারের প্রতি, অথবা দাহের প্রতি হেতু বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ—শক্তি অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সুতরাং অনুগত রূপে তাহার জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। বলা বাহুল্য—অনুগত জ্ঞান ব্যতিরেকে অনুগত ব্যবহার হয় না।

প্রশ্ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—উত্তেজক মণির প্রয়োগ কালে প্রতিবন্ধক মণি সত্ত্বেও যে তাহার অভাব থাকে, ইহা কোন অভাব? প্রাগভাব বা ধ্বংস বলা যায় না। কারণ, প্রতিযোগীর সমকালে প্রাগভাব বা ধ্বংস থাকে না। একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে—"যেমন অগ্নি পক্ব লোহিত মৃৎ পাত্রে, "এই

পাত্রটি শ্যামবর্ণ ছিল"—জ্ঞান হয় বলিয়া শ্যাম রূপের ধ্বংস প্রযুক্ত শ্যামঘটত্ব রূপে (পক্ক) ঘটের ধ্বংস বুঝায়, কিন্তু ঘটত্বরূপে ঘটের ধ্বংস বুঝায় না, সেইরূপ উত্তেজকাভাবের ধ্বংস প্রযুক্ত (উত্তেজক থাকা কালে) উত্তেজকাভাবাভাব বত্ত্বরূপে মণির ধ্বংসকেই অবগাহন করে" কারণ,—ধ্বংসের অন্ত নাই, সুতরাং উত্তেজকাপসারণ কালেও পূর্ব্বোক্ত ধ্বংস অব্যাহত ভাবে থাকায় দাহের প্রতিরোধ না ঘটিতে পারে। এবং অত্যন্তাভাব বলিবারও সুযোগ নাই। কারণ— অত্যন্তাভাব সনাতন, তাহাতে কাদাচিৎকত্ব (যৎকিঞ্চিৎ কালমাত্র বৃত্তিত্ব) নাই।

উত্তর। যেমন পুরুষাভাব নিত্য হইলে ও ছত্রের উপনয় (থাকা) অবস্থায় কেবল পুরুষের অভাব উৎপত্তি শীল ও অপনয় অবস্থায় বিনাশ শীল হয়। (একথা অস্বীকার করিলে অবাধিত কেবল পুরুষাভাব ও তদভাবের ব্যবহারের উপপত্তির সম্ভব থাকিবে না) সেইরূপ উত্তেজকের উপনয় ও অপনয় কালে প্রতিবন্ধকাভাবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (উভয় স্থলের যুক্তির কোন পার্থক্য নাই।) যদিও কৢপ্ত প্রাগভাবাদি সংসর্গাভাব ত্রয়ের মধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ শীল একটিও না হউক, তথাপি উহাকে চতুর্থ সংসর্গা ভাবরূপে গ্রহণ না করিলে চলিবে না। কৢপ্ত বিশেষের বাধ দ্বারা সামান্যের বাধ ঘটেনা, বিশেষান্তর দ্বারাও সামান্যের সমাবেশ করা যায়। ইহা অস্বীকার করিলে কৢপ্ত অনাদি সংসর্গাভাবের বৈধর্ম্ম্য নিবন্ধন ধ্বংসও অপ্রমাণ হইয়া পড়িতে পারে। ব্যবহারের উপপত্তি হয় না বলিয়া যদি ধ্বংস স্বীকার্য্য হয়, তবে এখানেও সেই অনুপপত্তির অসদ্ভাব নাই। একথা নিয়া বাদানুবাদ করা নৈয়ায়িকদের সগোত্র কলহ মাত্র, শক্তিবাদ নহে।

অথবা এই অভাবকে ধ্বংসও বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে সংসর্গাভাব বিভাগে অন্যাভাবত্বরূপে ধ্বংসকে ধরিতে হইবে। (অন্যান্য ধ্বংস বিনাশী না হইলেও গত্যন্তর না থাকায় বিশিষ্টাভাবত্বরূপে এই ধ্বংসের বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে)।

প্রশ্ন। যদি উৎপত্তিশীল বলিয়া উহাকে ধ্বংস বলা যাইতে পারে তবে বিনাশী বলিয়া প্রাগভাব বলিতে কি বাধা আছে ?

উত্তর। পরিভাষায় পর্য্যনুযোগ নাই। (সকল পরিভাষায়ই "এরূপ না

করিয়া অন্তরূপ করা হইল না কেন?" ইত্যাদি পর্য্যনুযোগের সম্ভব আছে) অন্যথা পারিভাষিকের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে।

অথবা অত্যন্তাভাবও বলা যাইতে পারে। অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও তাহার প্রত্যাসত্তির (সম্বন্ধের) কাদাচিৎকত্ব নিবন্ধন সকল সময়ে তাহার প্রতীতি ও কার্য্য হয় না। অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ সর্ব্বত্র নিত্য নহে। এখানের বিশেষণের অভাব, বিশেষ্যের অভাব ও উভয়ের অভাব ইহাদের যে কোন একটি থাকিলেই বিশিষ্টাভাব থাকিবে।

এই সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। যেহেতু—পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্টাভাব ধ্বংস নহে। কারণ—যদি অতীত বিশেষণাবচ্ছেদে বিদ্যমান বিশেষ্যের ধ্বংস হইয়া যায়, তবে ক্ষণ-রূপ অতীন্দ্রিয় বিশেষণাবচ্ছিন্ন "স্থির"-প্রস্তরাদিরও ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। (প্রস্তর থাকিলেও পূর্ব্বক্ষণ নাই) তাহা হইলে বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গ-বাদ আসিয়া পড়িবে। (বৌদ্ধেরা ক্ষণিক ভিন্ন কোন পদার্থ স্বীকার করেন না) আরও একটা কথা এই যে, "শিখা বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু পুরুষ (শিখাধারী পুরুষ) নষ্ট হয় নাই" ইত্যাদি অবাধিত প্রত্যয় হয়, সুতরাং বিশেষণের ধ্বংস দ্বারা যে বিশেষ্যের ধ্বংস হইয়া যায় একথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু "এই মৃৎ পাত্রটি শ্যাম বর্ণ ছিল, এই পুরুষ কেবল ছিলেন" ইত্যাদি স্থলে মৃৎপাত্রে শ্যাম রূপের ধ্বংস'ও পুরুষে কৈবল্যের ধ্বংস বুঝায়। কারণ—বিশেষণ যুক্ত বিশেষ্যের বিধি বা নিষেধ বিশেষ্যে বাধিত হইলে বিশেষণের বিধি বা নিষেধেই উপসংক্রামিত হয়, ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। যদি সেখানে শ্যামরূপের ধ্বংস না বুঝাইয়া কথিত মৃৎ পাত্রের ধ্বংস অবগাহিত হয়, তবে সহস্র দণ্ডাঘাতেও সেই পাত্রের আর ধ্বংস হইবে না। কারণ, ধ্বস্তের ধ্বংস হয় না। অতএব—"উত্তেজকের অভ্যুদয় কালে উত্তেজকাভাব বিশিষ্ট মণির যে ধ্বংস উৎপন্ন হয়, উত্তেজক অপসারিত হইলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মণির অধ্বস্ত ধ্বংসই দাহের হেতু" একথা বলিবার যোগ্যতাও সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ,—বিদ্যমান ধ্বংসের ধ্বংস হয় না। (এই বিশিষ্টাভাব ধ্বংস ভিন্ন সংসর্গাভাবও নহে। কারণ, বিনষ্টত্ব প্রতীতির প্রতি উৎপন্নাভাবত্বই নিয়ামক, যদি তাহা হইত, তবে বিদ্যমান বস্তুতেও বিনষ্টত্ব জ্ঞান হইতে পারিত।)

অত্যন্তাভাবকেও বিশিষ্টাভাব বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে স্থল বিশেষে বিশেষণাভাব সমবহিত, আর কোথা বা বিশেষ্যাভাব সমবহিত (বিশেষণ-উত্তেজকাভাব, বিশেষ্য-মণি) অভাবকে দাহের কারণ বলিতে হইবে। এরূপ হইলে, অননুগম দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। কারণ, বিশেষ্যের ও বিশেষণের প্রত্যাসত্তির (সম্বন্ধের) অনুগত (একরূপে উভয়ের গ্রাহক) কোন ধর্ম্ম নাই।

প্রশ্ন। বিশিষ্টের বিরোধিত্বই বিশেষণ ও বিশেষ্যাভাবের (বিশেষণ উত্তেজক মণি, বিশেষ্য মণির অভাব) অনুগত ধর্ম্ম, এবং উত্তেজক ও মণির অভাবের অস্তিত্বই পূর্ব্বোক্ত অত্যন্তাভাবের ব্যবস্থাপক।

উত্তর। ইহা অপেক্ষা অনুগত বিশিষ্টের বিরোধিত্ব রূপেই ইহাদের কারণতা কল্পনা করা উচিত, তদুপজীবী অতিরিক্ত বিশিষ্টাভাবের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন। "উত্তেজক সমবধানকালে বিদ্যমান বস্তুর অভাব থাকিলেও উত্তেজক অপনীত হইলে যে-উত্তেজকাভাব ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তৎসমকালে তদবচ্ছিন্ন মণির অভাব থাকে না, সুতরাং তখন কার্য্যোদয়ও হয় না। অতএব তত্তৎ উত্তেজকভাব বিশিষ্ট মণির অভাব কূটই (সমষ্টিই) দাহের হেতু।

উত্তর। এরূপ স্থলে অনুগত বিশিষ্টাভাব ব্যবহার হইবে না। যেহেতু—তত্তৎ উত্তেজকের অভাবই অননুগত যদি উত্তেজকাভাবত্বরূপে তত্তৎ উত্তেজকাভাবের অনুগম করিতে চাও, তবে অতি প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। (প্রত্যেক উত্তেজকের অভাবেই উত্তেজকাভাবত্ব আছে, সুতরাং একটী মাত্র উত্তেজকের অভাব সত্বে অন্য উত্তেজক থাকা কালেও কার্য্যোৎপত্তি না হইতে পারে।)

প্রশ্ন। বিশেষণ (উত্তেজক) ও বিশেষ্যাভাব (মণির অভাব) উভয়ে বিশিষ্টের (উত্তেজকাভাব বিশিষ্ট মণির) যে বিরোধিত্ব আছে, সেই বিরোধিত্বই অনুগত কারণতাবচ্ছেদক। যেখানে কথিত অন্যতরের অভাব থাকে সেখানে বিশিষ্ট আছে, আর যেখানে অন্যতরাভাব থাকেনা সেখানে বিশিষ্ট নাই। বিরোধ শব্দ সহানবস্থানের প্রতিপাদক, ইহা অনুভব সিদ্ধ।

উত্তর। পরস্পরের বিরহরূপে সহানবস্থান নিয়ম নহে, যদি তাহাই হয়, তবে বিশেষণ ও বিশেষ্যাভাব ইহাদের প্রত্যেকে বিশিষ্টাভাবত্ব থাকায় (যেখানে যেখানে উত্তেজক আছে, এবং যেখানে প্রতিবন্ধকাভাব আছে, এই উভয়

স্থানেই উত্তেজকাভাব বিশিষ্ট-মণি নাই, সুতরাং বিশিষ্টাভাব আছে, এই অভাব উত্তেজক মণি ও প্রতি বন্ধকাভাব স্বরূপ, কাজেই ইহাতে বিশিষ্টাভাবত্ব আছে) প্রত্যেকাভাবের অভাব প্রত্যেকেই বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে। (এরূপ হইলে বিশেষণ ও বিশেষ্য ইহাদের প্রত্যেককেই বিশিষ্ট বলিতে হইবে) যেহেতু—ইহাদের প্রত্যেকের অভাবই বিশিষ্টাভাব। বস্তুতঃ প্রত্যেকে বিশিষ্ট নহে। যদি বল যে-উভয়াভাবের অভাব উভয়ই বিশিষ্ট, (প্রত্যেকে বিশিষ্ট নহে) তাহাহইলে—বিশিষ্টাভাব বলিতে দুইটী অভাব পাওয়া যাইবে, প্রত্যেকাভাবকে পাওয়া যাইবেনা, সুতরাং প্রত্যেকাভাব নিবন্ধন বিশিষ্টাভাব ব্যবহার অসম্ভব হইয়া পড়িবে। পরস্পর বিরহের (উভয়ের বিরহের) ব্যাপ্য অথবা আক্ষেপক ও বিশিষ্টাভাব পদ প্রতিপাদ্য নহে। কারণ, বিশেষণবিশেষ্যাভাবই বিশিষ্টাভাব, সুতরাং ইহা পুর্ব্বোক্ত অভাবের ব্যাপ্য বা আক্ষেপক নহে, পদার্থ অভিন্ন হইলে তাহাতে ব্যাপ্তি বা আক্ষেপকত্ব থাকেনা। (আক্ষেপক শব্দের অর্থ আপাদক, অথবা অনুমাপক; কোন পদার্থই নিজের আপত্তির বা অনুমিতির হেতু হয় না।)

বিশিষ্ট ব্যবহারের বিরোধিত্বাদি রূপেও বিশিষ্টাভাবের অনুগম করা যায় না। কারণ, যে কোন রূপেই বিশেষণবিশেষ্যাভাবকে (বিশেষণ দ্বারা বিশেষিতের অভাবকে) বিশিষ্টাভাব বল না কেন,—প্রত্যেকাভাবের অভাব যে বিশেষণ মাত্র ও বিশেষ্য মাত্র তাহাই বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে, তদভাবের অভাব তৎস্বরূপ একথা অনেকবারই বলা হইয়াছে। অতএব বিশেষণবিশেষ্যাভাব, অথবা বিশেষণাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যাভাব বিশিষ্টাভাব নহে। সুতরাং বর্ণিত বিশিষ্টাভাবত্বরূপে কারণতা কল্পনাও সম্ভবপর নহে, কাজেই শক্তি স্বীকার আবশ্যক। এই হইল মীমাংসকের শেষ কথা, নৈয়ায়িকেরা শক্তি অঙ্গীকার না করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এক্ষণে তাহারই অবতারণা করা যাইতেছে।

নৈয়ায়িকেরা বলেন,—যেমন পটের সত্তা (থাকা) ও অসত্তা দ্বারা পটের ও পটাভাবের ব্যবহার হয়, সেইরূপ বিশেষণও বিশেষ্যের সম্বন্ধও তাহার অভাব দ্বারা বিশিষ্ট ও বিশিষ্টাভাবের ব্যবহার হইয়া থাকে। বিশেষণের সহিত বিশেষ্যের সম্বন্ধ না থাকিলে বিশিষ্ট ব্যবহার হয় না। পরন্তু বিশিষ্টাভাবেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। যেখানে যাহার যে সম্বন্ধ আছে সেখানে সেই সম্বন্ধই তাহার বৈশিষ্ট্য। এই সম্বন্ধের (বৈশিষ্ট্যের) অভাব কুত্রচিৎ বিশেষণাভাব দ্বারা,

কোথা বা বিশেষ্যাভাব দ্বারা, আর স্থলবিশেষে উভয়ের অভাব দ্বারা সংঘটিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট সর্ব্বত্রই এক, পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্যাভাবাদি ত্রয়ের ব্যাপক, ও অনুগত বিশিষ্টাভাব ব্যবহারাদির হেতু। "এখানে দণ্ডি-পুরুষ নাই" ইত্যাদি স্থলে ও কথিত নিয়মে অভাব ব্যবহার হইয়াথাকে। অতএবই দণ্ডমাত্র সম্ভাবে, দণ্ড ও পুরুষ উভয়ের সদ্ভাবে, অথবা উভয়ের অসত্ত্বে কৈবল্য ও পুরুষের সম্বন্ধাভাব থাকে। ইহা সর্ব্বত্রই সমান, সুতরাং সর্ব্বত্রই কেবল পুরুষাভাব ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবন্ধক ও উত্তেজকাভাবের সম্বন্ধই বিশিষ্ট, তাহার অভাবই বিশিষ্টাভাব, আর, সেই অভাবই দাহের হেতু। এই অভাব প্রতিবন্ধকের অসত্ত্বে, প্রতিবন্ধক ও উত্তেজক উভয়ের সদ্ভাবে এবং অসদ্ভাবে তুল্যরূপেই থাকে। কারণ, ইহাদের যে কোন স্থানেও প্রতিবন্ধক ও উত্তেজকাভাবের সম্বন্ধ নাই বলিয়া প্রতীতি হয়।

প্রশ্ন। কথিত নিয়মে কার্য্য কারণভাব কল্পনা করিলে যেখানে প্রতিবন্ধক ও উত্তেজকের অভাব আছে, সেখানেও কার্য্যোৎপত্তির কোন বাধা থাকিবে না। কারণ, অধিকরণের সহিত অভাবের অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ নাই। (সম্বন্ধ থাকিলে সেই সম্বন্ধের অভাবেই "এখানে দাহ হইবে না" বলা যাইত, যেহেতু— কার্য্যাভাবের প্রতি কারণাভাবই নিয়ামক)।

উত্তর। অভাবের সহিত অধিকরণের অতিরিক্ত সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বরূপ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্বরূপ সম্বন্ধও নাই। সর্ব্বত্রই স্বরূপ সম্বন্ধ দ্বারা অধিকরণ ও অভাবের বৈশিষ্ট্য প্রতীতি হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। এরূপ হইলে প্রতিবন্ধক ও উত্তেজকাভাবই স্বরূপ সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইল, সুতরাং ইহাদের অভাব প্রতিবন্ধকাভাব ও উত্তেজক, এই উভয়কে দাহের হেতু বলিতে হইবে। তাহা হইলে— উভয়ের অভাব থাকা কালে উত্তেজক না থাকিলেও দাহ হউক, আর প্রতিবন্ধক থাকা কালে উত্তেজক সত্ত্বে দাহ না হউক? (তখনও এক কারণের অভাব আছে।)

উত্তর। অধিকরণও অভাবের নামই স্বরূপ সম্বন্ধ। যেখানে অশ্বের অভাব আছে, সেখানে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধের ব্যবহার হয় অশ্বাধিকরণ গৃহ ও বহির্দ্দেশস্থ অশ্বাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ থাকিলে অশ্বাধিকরণ গৃহেও অশ্বাভাবের যথার্থ ব্যবহার হইতে পারিত। বস্তুতঃ তাহা হয় না। অতএব বলিতে

হইবে—অশ্বাধিকরণ গৃহের সহিত বহির্বৃত্তিঅশ্বাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ নাই। এই সম্বন্ধত্বটা উপশ্লিষ্টস্বভাবত্ব, অর্থাৎ সম্বন্ধান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে বিশিষ্ট প্রত্যয় জননের যোগ্যত্ব। পটাধিকরণ গৃহও বহির্বৃত্তি পটাভাবের বিশিষ্ট বোধজনন যোগ্যত্ব নাই। কারণ, যেখানে পট আছে তথায় পটাভাবজ্ঞান হয় না।

প্রস্তাবিত স্থলেও প্রতিবন্ধক ও উত্তেজকাভাবের বিশিষ্ট বুদ্ধি জনন যোগ্যত্বই স্বরূপ সম্বন্ধ। একথা অস্বীকার করিলে যে প্রতিবন্ধকে উত্তেজক আছে তাহাতে দেশান্তরীয় উত্তেজকাভাব বিশিষ্টস্বরূপে প্রত্যয় হইতে পারে, ও দাহের প্রতিরোধ ঘটাইতে পারে। এই স্বরূপ সম্বন্ধের অভাব—প্রতিবন্ধক না থাকিলে, উভয়ের অভাব থাকিলে, ও উভয় থাকিলে তুল্যরূপেই থাকে।

এই প্রশ্নের আরও একটা উত্তর করা যাইতে পারে। যথা—যেমন অদণ্ড (দণ্ডরহিত) পুরুষের অভাবের প্রতিযোগী দণ্ডীপুরুষ হয় না, কারণ—সে অদণ্ড নহে। প্রতিযোগী হইবে তদ্ভিন্ন অদণ্ড পুরুষ। ইহার অভাব দণ্ডী সত্ত্বাবে, ও উভয়ের অসত্ত্বাবে তুল্য রূপেই থাকে। অতএব কেবল পুরুষাভাব ব্যবহার অনুগত। সেইরূপ কেবল প্রতিবন্ধকাভাবের প্রতিযোগী উত্তেজক সংযুক্ত প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ, সে কেবল নহে। প্রতিযোগী হইবে তদন্য কেবল প্রতিবন্ধক। উত্তেজক প্রতিবন্ধক উভয় সত্ত্বে, উত্তেজক মাত্র সত্ত্বে, ও উভয়ের অসত্ত্বে কেবল প্রতিবন্ধকের অভাব থাকে, সুতরাং অননুগমের আশঙ্কা করা যায় না। যখন প্রতিবন্ধকের নিকট হইতে উত্তেজক অপসারিত হয়, তখন প্রতিবন্ধকের প্রভাবেই দাহের প্রতিরোধ ঘটে।

প্রশ্ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রতিবন্ধকের অভাব কিরূপে কারণ হইতে পারে? যদি তাহা হয় তবে, যেমন লক্ষ লক্ষ লেখনীর অভাব থাকিলেও একটি মাত্র লেখনী দ্বারা কার্যোৎপত্তি হয়, সেইরূপ একটি মাত্র প্রতিবন্ধকের (সর্পাদির) অভাব থাকা কালে অন্য প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও কার্য্য হউক? বস্তুতঃ এরূপ স্থলে (একটি মাত্র প্রতিবন্ধক থাকিলেও) কার্য্য হয় না। কারণতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যাবৎ কারণের সান্নিধ্য প্রায়শঃ সম্ভাবনীয় নহে, সুতরাং সেরূপে কারণতা কল্পনা সম্ভবপর নহে।

উত্তর। প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ হইলেও প্রতিবন্ধকের অভাবত্বরূপে নহে। তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিবে। (কারণের অভাব প্রতিবন্ধক) কিন্তু মণি প্রভৃতির অভাবত্বরূপে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যদি তাহাই হয় তবে, পট কার্য্যের প্রতি তন্তু, তাঁত, তন্তুবায়, প্রভৃতির ন্যায় প্রতিবন্ধকের অভাবকূটই (রাশিই) দাহের হেতু। অথবা প্রতিবন্ধকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবই কারণ। এই সামান্যাভাব যাবৎ বিশেষাভাব নিয়ত, (ব্যাপ্য) অতএব একটি মাত্র প্রতিবন্ধক সত্বেও কার্য্যোৎপত্তি হইবে না। প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাবই কারণ, সুতরাং প্রতিবন্ধক থাকা কালেও কার্য্যাধিকরণে তাহার অন্যোন্যাভাব থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তি হইবে না। অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা ব্যাপ্তি ও কারণতা গ্রহের প্রতি মীমাংসকেরও সংসর্গাভাবেই হেতুতা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা কারণ কলাপের ও ব্যাপকের সত্তাবস্থায় কার্য্যাধিকরণে ও ব্যাপ্যাধিকরণে কারণের ও ব্যাপকের ভেদ থাকায় কার্য্য কারণ ভাবের ও ব্যাপ্য ব্যাপকভাবের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে।

আরও একটা কথা এই যে, মীমাংসকও প্রতিবন্ধকাভাবেই কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং প্রতিবন্ধক থাকা কালেও কার্য্যাধিকরণে প্রতিবন্ধকের অন্যোন্যাভাব থাকায় তাহাতেও প্রাগুক্ত শক্তির প্রসক্তি আসিয়া পড়ে। অতএব প্রতিবন্ধকের অত্যন্তাভাবেই শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এঅবস্থায় ন্যায় মতে যে প্রতিবন্ধকের অত্যন্তাভাবে কারণতা কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত নহে। সংসর্গাভাব যে একটা দুর্ব্বচ বা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ এমনও নহে। ধ্বংসত্ব, প্রাগভাবত্ব, ও অত্যন্তাভাবত্বরূপে সংসর্গাভাব অনুগত, সুতরাং ব্যভিচারাদি দোষের অবসরও নাই। প্রতিযোগী ও অধিকরণের সংসর্গের আরোপ করিয়া যে নিষেধ করা হয় তাহারই নাম সংসর্গাভাব। "এই আলোকমালা প্রোদ্দীপ্ত প্রাসাদে মহারাজ সমাসীন থাকিলে প্রত্যক্ষগোচর হইতেন" এইরূপ অত্যন্তাভাবের আরোপ, "এই তন্তুরাশিতে পূর্ব্বকাল সম্বন্ধে পট থাকিলে প্রত্যক্ষ হইত" ইহা হইল ধ্বংসের আরোপ, আর "এই দণ্ডধারী ব্যাপ্রিয়মাণ (কৃতোদ্যম) কুলালের পুরোবর্ত্তিচক্রস্থিত আর্দ্র মৃৎপিণ্ডে ঘট থাকিলে দেখিতাম" এইটি প্রাগভাবের আরোপ। (প্রথম আরোপের ফলে "মহারাজ এই প্রাসাদে সমাসীন নহেন" এই অত্যন্তাভাবের; দ্বিতীয় আরোপের ফলে

"পট নষ্ট হইয়া গিয়াছে" ধ্বংসের ; ও তৃতীয় আরোপের ফলে "ঘট হইবে" প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।) কিন্তু "ভূতল অশ্ব সংসর্গ নহে"—স্থলে ভূতলে অশ্ব সংসর্গের আরোপ হয় নাই, আরোপ হইয়াছে অশ্ব সংসর্গের তাদাত্ম্যের ; অতএব এখানে অত্যন্তাভাবের প্রতীতি হয় না, প্রতীতি হয় অন্যোন্যাভাবের আমরা বলি, যে স্থানে অধিকরণে প্রতিযোগীর আরোপ করিয়া নিষেধের জ্ঞান হয়, তাহার নাম সংসর্গাভাব। আর যে অধিকরণে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের আরোপ ক্রমে নিষেধ জ্ঞান হয়, সেখানে অন্যোন্যাভাব বুঝায়। ভূতল ঘট নহে"—স্থলে ভূতলে ঘটত্বের আরোপ হইয়াছে, এই ঘটত্বের নামই ঘট তাদাত্ম্য (ঘটতদাত্মতা।)

কেহ কেহ বলেন, কুণ্ডল হইবে, কুণ্ডল নষ্ট হইয়াছে এই—বিভিন্নাকার প্রতীতিদ্বয়ের এক অত্যন্তাভাব দ্বারা সমর্থন করা সম্ভবপর নহে ; সুতরাং অত্যন্তাভাব ভিন্ন প্রাগভাবও প্রধ্বংস নামে আরও দুইটি অভাব স্বীকার করিতে হইবে।

অন্য এক সম্প্রদায়ের মতে "দাহের ত্রিবিধ সামগ্রী অঙ্গীকৃত হইয়াছে। একটি বিশেষণাভাব ঘটিত, অপরটি বিশেষ্যাভাব ঘটিত, অন্যটি উভয়াভাব ঘটিত। এই বিভিন্ন জাতীয় সামগ্রী নিয়ম্য দাহের ও ত্রৈবিধ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

এই মতও সমীচীন নহে। কারণ, অনুগত কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা দ্বারা উপপত্তি হইলে অননুগত কারণতা স্বীকার অনুচিত। অপিচ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা দাহে কোন প্রকার বৈজাত্য পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং এরূপ বৈজাত্য অঙ্গীকার করাও যুক্তি সিদ্ধ নহে। যে পদার্থে যোগ্যতা (প্রত্যক্ষের বিষয়তা) আছে, তাহাতে অযোগ্য কোন জাতি থাকে না। যেহেতু—ব্যক্তির যোগ্যতা জাতির যোগ্যতার নিয়ামক।

প্রশ্ন। উপদর্শিত রীতি অনুসারে মণির প্রতিবন্ধকতা কল্পনা দ্বারা শক্তির উপযোগিতা উপেক্ষিত হইলেও. "এক প্রহর কাল দাহ না হউক" ইত্যাদি অভিপ্রায়ে সাবধিমন্ত্রপাঠ দ্বারা (এক প্রকার মন্ত্র আছে, যাহা পাঠ করিয়া আগুনে হাত দিলেও প্রহরাদি কাল মধ্যে [মন্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে] দাহ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইয়া গেলে হাত পোড়ায়" ইহা প্রাচীন মনীষীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন) যে অগ্নির দাহিকাশক্তি নষ্ট বা কুণ্ঠিত হয়, একথা

অস্বীকার করিলে চলিবে না। কারণ, মন্ত্র ক্ষণিক, (তৃতীয় ক্ষণোৎপন্ন ধ্বংসের প্রতিযোগী) সুতরাং মণির স্থায় মন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা ও কল্পনা করিলে মন্ত্র নষ্ট হওয়া মাত্রই (প্রহরাদি নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত) দাহের প্রতিরোধ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। শক্তি স্বীকার করিলে মন্ত্র বলে নির্দ্ধারিত কালের তরে বহ্নির দাহিকা শক্তি স্তম্ভিত বা কুণ্ঠিত হয় বলিলেই পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তির নাম গন্ধও থাকিবে না।

এই অনুপপত্তির নিরাকরণাভিপ্রায়ে (শক্তি স্বীকার না করিয়া) সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত কালে প্রতি বন্ধকতা কল্পনা করিলেও চলিবে না। কারণ,—সঙ্কল্প (অভিপ্রায়) নষ্ট হইয়া গেলে সময়কে স্বতঃ পৃথক্ করিবার সুযোগ থাকিবেনা। উদ্দেশ্যত্বকে পার্থক্য সম্পাদক বলিলেও পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তির হাত এড়াইবার সুবিধা ঘটিবে না। যেহেতু,—বিষয়তা বিশেষের নামই উদ্দেশ্যত্ব, জ্ঞান না থাকিলে বিষয়তা থাকে না, সুতরাং সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্যতাও লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। যদি বল যে, উদ্দেশ্যত্বের ধ্বংস ও হেতু, তবে নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইয়া গেলেও দাহের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকিতে পারে। কারণ, ধ্বংস অবিনাশী।

"মন্ত্র পাঠ জনিত অদৃষ্টই দাহের পরিপন্থী, অদৃষ্ট ফল উৎপাদন করিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইলেই অদৃষ্ট লয় প্রাপ্ত হইবে কাজেই তখন দাহের প্রতিরোধক না থাকায় দাহ হইতে পারিবে।" এই উক্তি ও সমীচীন নহে। কারণ, প্রতিরোধক মন্ত্র পাঠ বৈধ বা নিষিদ্ধ নহে, সুতরাং অদৃষ্ট জনকও নহে। (মীমাংসকমতে বিধি প্রত্যয়ের শক্তি অপূর্ব্বে [অদৃষ্টে] স্বীকার করা হইয়াছে, এখানে তথাবিধ কোন বিধি বাক্য নাই যাহা দ্বারা একটা অপূর্ব্ব কল্পনা করিতে হইবে) এবং এরূপ মন্ত্র পাঠ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ (শিষ্টেরা মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিস্তম্ভন করেন না) ও বিগীত, (নিন্দিত) সুতরাং ইহা কোন শ্রুতির ও অনুমাপক নহে। অতএব শক্তি স্বীকার আবশ্যক।

উত্তর। উদ্দেশ্যত্ব জ্ঞানাহিত (জ্ঞান প্রভব) সংস্কারের বিষয় প্রহরাদি কালকে প্রতিবন্ধক স্বীকার করিলেই এক্ষেত্রে কোন দোষ থাকিবে না, সুতরাং শক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন। যে পদার্থ প্রতিবন্ধ ঘটাইতে অসমর্থ, যদি তাহারই নাম অপ্রতিবন্ধক হয়, তবে শক্তির জনপকারী-(অনিষ্ট করণে সামর্থ্য রহিত) মন্ত্র শক্তির প্রতিবন্ধক নহে। সুতরাং শক্তির অপলাপ অসম্ভব। যদি বল যে "কার্য্যানুৎপাদের নাম প্রতিবন্ধ, ও তাহার জনকই প্রতিবন্ধক, সুতরাং মন্ত্র পাঠে কার্য্যানুৎপাদের প্রযোজকতা থাকায় প্রতিবন্ধক হইয়াছে।" তবে জিজ্ঞাসা করি, "ঐ কার্য্যানুৎপাদ বস্তুটা কি?" যদি বল "কার্য্যের প্রাগভাব, অথবা তাহার উত্তর কাল সম্বন্ধ" তাহা হইলে কোন লাভ হইল না। কারণ,—প্রাগভাব বা তাহার উত্তর কাল সম্বন্ধ মন্ত্র জন্য নহে। (প্রাগভাব অনাদি)

উত্তর। মন্ত্র প্রতিবন্ধক না হইলেও মন্ত্রের প্রয়োক্তা পুরুষ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন। কারণ,—পুরুষ অকিঞ্চিৎকর নহেন, তাহার করণ সামর্থ্য আছে। মন্ত্রাদি পুরুষের কার্য্যে প্রতিবন্ধক পদের লক্ষণা করা হয় মাত্র।

অথবা প্রতিবন্ধপদের উত্তর স্বার্থে ক প্রত্যয় করিয়াও প্রতিবন্ধক পদ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রতিবন্ধ শব্দের অর্থ সামগ্রীর অভাব, মন্ত্রের অভাব ঘটিত যে সামগ্রী তাহার অভাব মন্ত্রাদি বই কিছুই নহে। কারণ অভাবের অভাব প্রতিযোগি স্বরূপ।

মিশ্রেরা বলেন, দাহের প্রতি শক্তি বা প্রতিবন্ধকের অভাব হেতু নহে। কিন্তু তত্তৎ কালীন দহন ক্রিয়ার প্রতি তত্তৎকালপ্রতিবন্ধ ভিন্ন অগ্নিই হেতু। (যে সময় পর্য্যন্ত মণি বা মন্ত্রের মাহাত্ম্য থাকে, সেই সময় বিশিষ্টান্য বহ্নিই হেতু) লিখার প্রতি যেমন লেখনীত্ব কারণ নহে, কারণতার অবচ্ছেদক, সেইরূপ প্রতিবন্ধকের অভাবও কারণ নহে, কিন্তু কারণতাবচ্ছেদক। (শব্দের প্রতি তত্তৎ কাল প্রতিবন্ধ ভিন্ন আকাশত্ব রূপে কারণতা কল্পনীয় নহে। কারণ— আকাশ ব্যাপক পদার্থ তাহার এক প্রদেশে শব্দ থাকিলেও অন্য প্রদেশে শব্দের অভাব থাকে। যেহেতু—শব্দ অব্যাপ্য বৃত্তি। কিন্তু ভেরী বা করতালের যে কারণতা আছে তাহা তত্তৎকাল প্রতিবন্ধ ভিন্ন ভেরীত্বরূপে কল্পনা করিতে হইবে। কারণ, ভেরী বা করতাল যখন শব্দের হেতু হয়, তখন তাহার কোন অংশেই শব্দ জনকত্বের অভাব থাকে না।)

এই মত ও সঙ্গত নহে। কারণ দাহের সহিত যেমন অগ্নির অন্বয় ব্যতিরেক আছে, সেইরূপ প্রতিবন্ধক মণির অভাবের ও অন্বয় ব্যতিরেক আছে,

সুতরাং উভয়ই কারণ। ইহাদের মধ্যে যে একটি কারণ হইবে, আর অপরটী কারণতার অবচ্ছেদক হইবে তাহার প্রতি কোন বিনিগমনা নাই।

আরও একটা কথা এই যে, যে পদার্থ সত্ত্বেও যাহার অভাবে যে কার্য্য হয় না, সেই কার্য্যের প্রতি তাহা কারণই হয়, কারণতাবাচ্ছেদক হয় না। কার্য্যের অযোগব্যবচ্ছেদের নাম (অবশ্য সম্পৃক্তের নাম) কারণতা নহে; কিন্তু নিয়ত পূর্ব্ব বর্ত্তিত্বই কারণতা। অনেক স্থলে সহকারীর অভাবে কার্য্যেরউৎপত্তি হয় না বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের হানি ঘটে না। একথা অস্বীকার করিলে ঘটাদির প্রতিও দণ্ড চক্রাদি বিশিষ্ট কুলালত্বরূপে কারণতা কল্পনা করিয়া সহকারী মাত্রের উচ্ছেদ সাধন করা যাইতে পারে। ইহাতে ইষ্টাপত্তি করিলেও নিষ্কৃতি লাভ হইবে না। কারণ, বিনিগমনা বিরহ হেতুক চক্র কুলালাদি বিশিষ্ট দণ্ডত্ব রূপে, দণ্ড কুলালাদি বিশিষ্ট চক্রত্বরূপে, এবং দণ্ড চক্রাদি বিশিষ্ট কপালত্বাদিরূপে গুরুধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বিবিধ কারণতার আপত্তি আসিয়া পড়িবে। সুতরাং সহকারী স্বীকার না করিলে চলিবে না। যাহাতে যে ধর্ম্মের অবগতির পরে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতার গ্রহ হয় সেই ধর্ম্মই তত্রত্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে, যথা লেখনীত্ব, তন্তুত্বাদি। সহকারি কারণে এরূপ নিয়ম নাই, কারণ,—তাতের জ্ঞান ব্যতিরেকেও বস্ত্রের প্রতি তন্তুর বা তন্তুবায়ের হেতুতাগ্রহ হইয়া থাকে।

২। শক্ত্যনুমান।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে অর্থাপত্তি দ্বারা শক্তি সিদ্ধি হয় না। তাহা না হউক—অনুমান দ্বারা না হইবে কেন? যে সকল অনুমান দ্বারা শক্তি সিদ্ধির সম্ভব আছে এক্ষণে তাহার অবতারণা করা যাইতেছে। যথা,—প্রজ্বলিত অগ্নি, অজনকদশা (যে কালে আগুন দাহ উৎপাদন করে না) ব্যাবৃত্ত ভাবভূত ধর্ম্মবান্, যেহেতু—জনকত্ববান্ (আছে) যথা,—কুণ্ঠ কুঠারাপেক্ষিত তীক্ষ্ণ কুঠার, যথা বা দাহ্য সংযুক্ত বহ্নি। (তৃণাদি সংযুক্ত বর্ণিত বহ্নি) প্রতিবন্ধক মণি হাতে থাকা কালে হস্ত সংযুক্ত অগ্নি অজনক দশাবর্ত্তী হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার ধর্ম্মের বা তাহার অভাবের উপলব্ধি হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে,—প্রতিবন্ধক না থাকা কালে অগ্নিতে ভাব-ভূত কোন প্রকার ধর্ম্ম থাকে, সেই ধর্ম্মই শক্তি।

প্রশ্ন। শক্তি ভাব-ভূত-হেতু জন্য পদার্থ, (যে কারণে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তত্রত্য শক্তির প্রতিও তাহাই হেতু) সুতরাং প্রতিবন্ধক সমবধান কালেও অব্যাহত ভাবেই থাকিবে।

উত্তর। শক্তি ভাব ভূত হেতু জন্য ভাব পদার্থ হইলেও প্রতিবন্ধক সমবধান কালে অনুদ্ভূত (কুণ্ঠিত) অবস্থায় থাকে।

অথবা পূর্ব্বোক্ত সাধ্যে অজনক দশা (অবস্থা) বিশেষণ না দিয়া অতীন্দ্রিয়ত্ব বিশেষণ দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মে অতীন্দ্রিয়ত্ব বিশেষণ দিলেও দৃষ্টান্তাসিদ্ধি হইবে না। কারণ,—লৌহ বিশেষ নির্ম্মিত কুঠারে (উৎকৃষ্ট ইস্‌পাতের কুঠারে) ছেদন পটুতা দ্বারা অতীন্দ্রিয় তীব্র তীক্ষ্ণতার অনুমিতি হইয়া থাকে, (কুঠারের তীব্র তীক্ষ্ণতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, বিলক্ষণ ছেদন দ্বারা অনুমেয়) সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কুঠারই দৃষ্টান্ত।

অথবা পূর্ব্বোক্ত বহ্নি পক্ষ, কার্য্যানুকূল অতীন্দ্রিয় এক মাত্র বৃত্তি ধর্ম্ম সাধ্য, অজনকত্ব হেতু, আত্মা দৃষ্টান্ত। এখানের অতীন্দ্রিয়ত্ব সাক্ষাৎ কারের অবিষয়ত্ব বা যোগজ সাক্ষাৎকারের অবিষয়ত্ব নহে। কারণ—মীমাংসক মতে সাক্ষাৎকারের অবিষয়ত্ব বা অনিত্য সাক্ষাৎকারের অবিষয়ত্ব প্রসিদ্ধ নহে, যেহেতু—ইহাদের মতে যোগজ সন্নিকর্ষ বলে সকল পদার্থেরই প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। আর চার্ব্বাকাদির মতে যোগজ সাক্ষাৎকার অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং কথিত তিনটির একটিও উভয়বাদি সিদ্ধ নহে। (সাধ্য প্রসিদ্ধি না হইলে অনুমিতি হয় না।)

সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায় ও সমবেত সমবায় জন্য (ভট্ট-মীমাংসক অভাবের প্রত্যক্ষ অঙ্গীকার করেন নাই, অনুপলব্ধি বলে অভাবের জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতে স্বরূপ সম্বন্ধ ঘটিত কোন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের নিয়ামকত্ব স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মাত্র সংসর্গ স্বীকার করা হইয়াছে।) জ্ঞানের অবিষয়ত্ব বলিলেও চলিবে না। কারণ, কথিত পাঁচ প্রকার সংসর্গ দ্বারা ঐন্দ্রিয়ক কোন পদার্থেরই প্রতীতি হয় না (এক এক প্রকার সংসর্গ দ্বারা এক এক পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়।) সুতরাং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পটাদির ও অতীন্দ্রিয়ত্বাপত্তি দোষ ঘটে। অতএব বলিতে হইবে—পূর্ব্বোক্ত সংযোগাদি-অন্যতম প্রত্যাসত্তি জন্য সাক্ষাৎ কারের (নয়নাদি ইন্দ্রিয় সংযোগ দ্বারা পটাদি দ্রব্যের, তৎসংযুক্ত সমবায়

সম্বন্ধে পটাদির রূপাদির, সংযুক্ত সমবেত সমবায় সম্বন্ধে রূপাদিস্থ শুক্লত্বাদির, সমবায় সম্বন্ধে শব্দের এবং সমবেত সমবায় সম্বন্ধে তত্রত্য শব্দত্ব, কত্ব ও গত্বাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে) অবিষয়ত্বই অতীন্দ্রিয়ত্ব, ইহা উভয় বাদীর অঙ্গীকৃত বটে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে—তাহা হইলে অভাব ও অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়িল। এই আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর, কারণ, মীমাংসক মতে অভাব অধিকরণের, অতিরিক্ত পদার্থ নহে, সুতরাং অভাবও পূর্ব্বোক্ত সংযোগাদি সংসর্গজ প্রত্যক্ষের বিষয়।

প্রশ্ন। অগ্নিতে স্থিতি স্থাপক নামে যে সংস্কার (আকর্ষণের মূল ভিত্তি) আছে তাহা অতীন্দ্রিয়, অতএব এই সংস্কার দ্বারা সিদ্ধ সাধন বা অর্থান্তর দোষ ঘটিবে না কেন?

উত্তর। অগ্নিতে স্থিতি স্থাপক সংস্কার স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই, বেগাখ্য (বেগ নামক) সংস্কার দ্বারাই ক্রিয়োৎপত্তির সম্ভব আছে। (পার্থিব কোন পদার্থের অবলম্বন ব্যতিরেকে আগুন থাকিতে পারে না, সুতরাং আশ্রয়ীভূত পার্থিব পদার্থের স্থিতিস্থাপক সংস্কার দ্বারাই অগ্নির স্থিতি স্থাপকের কার্য্য কারিতার সম্ভব আছে।)

প্রশ্ন। আত্মত্ব বা নিত্যত্ব আত্মবৃত্তি নিশ্চিত সাধ্যের ব্যাপক ও দণ্ডাদি সাধারণ জনকত্ব হেতুর অব্যাপক, সুতরাং প্রদর্শিত অনুমান উপাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

উত্তর। দ্ব্যণুকে (পরমাণুদ্বয় ঘটিত আদ্য অবয়বীতে) অতীন্দ্রিয় স্পর্শও একত্বাদি আছে, কিন্তু নিত্যত্ব নাই, সুতরাং সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই বলিয়াই নিত্যত্ব উপাধি হয় নাই।

অথবা আত্মা দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রজ্জলিত বহ্নিতে দাহের জনকত্ব হেতুদ্বারা দাহানুকূল অদৃষ্ট (একমাত্র বৃত্তি) অতীন্দ্রিয় ভাবভূত ধর্ম্মের সিদ্ধি করা যাইতে পারে। (সেই ভাবভূত ধর্ম্মই শক্তি) এই অনুমানেও আত্মত্ব বা নিত্যত্ব উপাধি হইবে না। কারণ, অদৃষ্টত্বে দাহানুকূলত্ব থাকায় সাধ্য আছে, কিন্তু আত্মত্ব বা নিত্যত্ব নাই।

অথবা দৃষ্টান্ত স্থলে আত্মার বা দ্ব্যণুকের উপন্যাস ক্রমে জনকত্ব হেতু দ্বারা কর-বহ্নি সংযোগে কার্য্যানুকূল অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের অনুমান করা যাইতে পারে।

এই অনুমানেও আত্মত্ব বা দ্রব্যত্ব উপাধি হয় নাই। কারণ—দ্ব্যণুকে একত্বও স্পর্শ প্রভৃতি সাধ্য আছে, কিন্তু আত্মত্ব বা দ্রব্যত্ব নাই।

অথবা প্রতি বন্ধক কালীন (দাহ না হওয়া অবস্থার) প্রত্যক্ষ বিষয়তাপন্ন দহন ক্রিয়ার কারণ কলাপ সমবহিত বহ্নি-পক্ষে, জনক দশা বৃত্তি কার্য্যানুকূল ভাবভূত ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব সাধ্য, ও অজনকত্ব হেতু করিয়া কুণ্ঠ-কুঠার দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, এই অনুমানের সাধ্য স্বরূপ অভাবের প্রতিযোগী ভাবভূত ধর্ম্মই শক্তি।

অথবা দাহ্য অসংযুক্ত বহ্নি দৃষ্টান্ত দ্বারা দাহাজনকত্ব হেতু করিয়া পূর্ব্বোক্ত বহ্নিতে দাহ জনক দশা বৃত্তি দাহানুকূল ভাবভূত ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব সিদ্ধি করা যাইতে পারে। এখানের অনুকূলত্ব বস্তুটা কার্য্যাভাবের প্রযোজক অভাবের প্রতিযোগিত্ব, ইহা কারণের ন্যায় কারণতার অবচ্ছেদকেও আছে। কারণ, যেখানে (সর্পাদি নাশে) দৃঢ় দণ্ডত্ব রূপে কারণতা সেখানের দণ্ড দৃঢ় না হইলে কার্য্য (সর্পাদি নাশ) হয় না।

এই যে কয়টি অনুমানের কথা বলা হইল, মীমাংসকেরা এই সকল অনুমানের আনুকুল্যেই শক্তি নামে অতীন্দ্রিয় অতিরিক্ত একটা পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকেরা বলেন প্রদর্শিত অনুমানের মধ্যে একটি ও নির্দ্দোষ নহে, সুতরাং ইহাদের দ্বারা যথার্থ অনুমিতির আশা করা যায় না।

এক্ষণে বর্ণিত অনুমান নিচয়ের দোষ দেখান যাইতেছে ; যথা—সাধ্য না থাকিলেও উভয়বাদি সিদ্ধ কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় বর্ণিত জনকত্বাদি হেতু থাকার সম্ভব আছে : সুতরাং বিপক্ষের বাধক নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমান নিচয়ের একটিরও প্রযোজক নাই। (কাজেই সাধ্য সিদ্ধির সম্ভব নাই।)

যদি বল যে—সহচারের দর্শন ব্যভিচারের অদর্শন, ও উপাধির অনুপলব্ধি দ্বারাই ব্যাপ্তি গ্রহ হইয়া যাইবে ; তবে আমরা বলিব যে—শক্তি সিদ্ধির পরে কথিত হেতু দ্বারাই শক্তির অতিরিক্ত (সাধ্য-শক্তির অতিরিক্তত্ব বিশেষণ দ্বারা) দাহানুকূল অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের সিদ্ধি হইয়া যাইতে পারে। (প্রজ্বলিত বহ্নি পক্ষে, অজনক দশা ব্যাবৃত্ত শক্তি ভিন্ন অতীন্দ্রিয় ভাবভূত ধর্ম্ম সাধ্য, ও জনকত্ব হেতু করিলেই শক্ত্যতিরিক্ত ভাবভূত ধর্ম্মের সিদ্ধি করা যাইবে,)

এবং এই নিয়মে সাধ্যে তত্তৎ শক্তি ভিন্ন বিশেষণ দিয়া পূর্ব্বোক্ত হেতু দ্বারাই অসংখ্য অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম সাধন করা যাইতে পারিবে।

প্রশ্ন। প্রথমানুমিত শক্তি দ্বারাই দাহাদি কার্য্যের সম্ভব আছে; সুতরাং এতদতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজন নাই বলিয়া অন্য কোন শক্তির অনুমিতি হইবে না।

উত্তর। শক্তি স্বীকার না করিলেও দাহাদি কার্য্যের অনুপপত্তি নাই এঅবস্থায় শক্তির অনুমানের ও কোন প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন কার্য্যত্ব হেতুদ্বারা যেমন এক ঈশ্বরের সিদ্ধি হইয়াছে, অনেক ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় নাই, সেইরূপ কথিত জনকত্ব হেতুদ্বারা ও এক শক্তির অনুমিতি হইবে, অনেকের হইবে না।

উত্তর। কার্য্য মাত্রের প্রতি কর্ত্তৃত্বরূপে কারণতা, ঈশ্বরত্ব বা দ্বিকর্ত্তৃত্বরূপে নহে; (সুতরাং ঈশ্বরত্ব বা শক্তিত্বরূপে সিদ্ধির আশা করা যায় না) ঈশ্বরত্বাদিরূপে কারণতা কল্পনা করিতে গেলে গৌরব অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। পটাদিকার্য্যে যে দ্বিকর্ত্তৃকত্ব আছে তাহা অর্থ সমাজ লব্ধ, (পটত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি তন্তুবায়ত্ব রূপে কারণতা, আর কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি নিত্য জ্ঞানাদিমত্ত্বরূপে কারণতা, সুতরাং পটের প্রতি তন্তুবায়ও ঈশ্বর উভয়ই কারণ) কিন্তু তন্তুবায় ও ঈশ্বর বৃত্তি দ্বিত্বরূপে একটা কারণতা নাই। প্রস্তাবিত স্থলে অজনক দশা ব্যাবৃত্তত্বরূপে কারণতা আছে বটে, কিন্তু ভাবভূত ধর্ম্মত্বরূপে নাই, অথচ তাহা কল্পনা করিলে গৌরব হয়।

অপিচ ভাব কার্য্য মাত্রই সমবায়ি-কারণ জন্য, সুতরাং শক্তি ভাবকার্য্য হইলে তাহার অনুকূল আরও একটা শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক, তাহা করিতে গেলে তাহার আনুকূল্যে ও শক্ত্যন্তর অঙ্গীকার করিতে হইবে।

এই নিয়মে শক্ত্যনুকূল শক্তি পরম্পরা কল্পনীয় হইলে অনবস্থা দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। আরও একটা কথা এই যে, প্রথমানুমানে যে অজনকত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ "স্বরূপ যোগ্যত্বের অভাব" নহে; কারণ, বহ্নি বা কুঠারে স্বরূপ যোগ্যত্বের অভাব নাই; কিন্তু কার্য্যের অনুপধান। (কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়া) তাহা হইলে কার্য্যের অনুপধান কালে (প্রতিবন্ধক মণি না থাকা কালে) ও বহ্নিতে শক্তি ও কুঠারে তীক্ষ্নতা থাকায় বাধও দৃষ্টান্তা-

সিদ্ধি হইয়া পড়িল। এবং দৃষ্টান্ত স্থলে যে কুঠারের অবতারণা করা গিয়াছে তাহাও ঠিক হয় নাই। কারণ—কুঠারের তীক্ষ্ণতা অতীন্দ্রিয় নহে, লৌহ বিশেষ (ইস্পাত) নির্ম্মিত কুঠারই তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। এই গেল প্রথমানুমানের কথা।

ইহার পরে আর যে চারিটি অনুমান করা হইয়াছে, তাহাতে বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের অবিষয়ত্ব উপাধি আছে। (এই অবিষয়ত্ব আত্ম বৃত্তি নিশ্চিত সাধ্যের ব্যাপক ও জনকত্ব হেতুর অব্যাপক) এই উপাধি শক্তির তুল্য যোগক্ষেম হইলেও (যেমন শক্তির সাধন ও সংরক্ষণ সুকঠিন, সেইরূপ এই উপাধির সাধনও সংরক্ষণ সুকঠিন) উপাধির সন্দেহ বজ্রলেপায়মান আছে; বলা বাহুল্য উপাধির সন্দেহও অনুমিতির পরিপন্থী।

অপিচ যে সকল অনুমানে জনকত্ব হেতু করা হইয়াছে তাহাও মীমাংসকের অনুকূল ও নহে; কারণ—জনকত্ব হেতু অন্বয় ব্যতিরেকী নহে, কেবলান্বয়ী; (তাহার ব্যতিরেক নাই) মীমাংসক কেবলান্বয়ি-অনুমান স্বীকার করেন না। যদি বল যে—মীমাংসক মতে জনকত্ব হেতু কেবলান্বয়ী। নহে, নির্ব্বচনীয় শক্তিতেই জনকত্বের অভাব আছে; তথাপি নিস্তার নাই। কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়িবে। যে হেতু—অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান দ্বারা শক্তি সিদ্ধি করিতে হইবে, অথচ হেতুর অভাবাধিকরণ শক্তি নামে একটা পদার্থ না থাকিলে তাহার অন্বয় ব্যতিরেকিত্ব সিদ্ধি হইবে না।

প্রশ্ন। অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরুবচন পরম্পরায় "শক্তি" নামে একটা পদ শুনা যাইতেছে, সুতরাং ইহার অর্থ একটা বস্তু (শক্তি) আছে।

উত্তর। মীমাংসক মতে অগৃহীত গ্রাহী জ্ঞানই প্রমাণ; যাহা গুরু পরম্পরায় শুনা যাইতেছে, তাহা অগৃহীত গ্রাহী নহে, সুতরাং অপ্রমাণ।

প্রশ্ন। শব্দ মাত্র বেদ্য পরার্দ্ধ সংখ্যায় সাধ্য ও জনকত্ব হেতুর ব্যতিরেক প্রসিদ্ধ থাকায় পূর্ব্বোক্ত জনকত্ব হেতু অন্বয় ব্যতিরেকী হইয়াছে।

উত্তর। পরার্দ্ধ-সংখ্যা কোন কার্য্যকারী বা প্রত্যক্ষগম্য না হইলে তাহাতে সাধ্য বা হেতুর ব্যতিরেক গ্রহের সম্ভব নাই।

প্রশ্ন। পশু অপূর্ব্বে (মীমাংসকেরা লাঘবাভিলাষে বিধি প্রত্যয় মাত্রের অপূর্ব্বে—অর্থাৎ অদৃষ্টে শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, এরূপ হইলে ' অষ্টমীতে মাংস খাইবে না" প্রভৃতি বিধি বাক্যের "মাংস ভক্ষণাভাব জন্য অপূর্ব্বার্থ বোধকত্ব

হেতুক কথিত মাংস ভক্ষণাভাব স্বর্গাদির সাধক হইতে পারে, বস্তুতঃ তাহা হয় না, মাংস ভক্ষণ করিলে পাপ হয় মাত্র, অতএব মীমাংসকেরা এরূপ ক্ষেত্রের লাঘবানুরোধ কল্পিত অপূর্ব্বকে পণ্ড অর্থাৎ ফলের অজনক বলিয়াছেন।) কথিত সাধ্য ও জনকত্ব হেতু এই উভয়ের অভাবের সামানাধিকরণ্য প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং জনকত্ব হেতু অন্বয় ব্যতিরেকী হইয়াছে।

উত্তর। পণ্ড অপূর্ব্ব মীমাংসকের স্বকপোল কল্পিত, শ্রুতি সিদ্ধ বা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ নহে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হেতুতে অন্বয় ব্যতিরেকিত্বাবধারণ অসম্ভব।

৩। সহজ শক্তি।

মীমাংসকেরা সহজ শক্তি (অগ্নির সহিত তদীয় কারণকলাপের আনুকূল্যে আবির্ভূত শক্তি) স্বীকারের আরও কতকগুলি হেতুর উপন্যাস করিয়া থাকেন, এক্ষণে ক্রমশঃ সেগুলি দেখান যাইতেছে। যথা—তৃণ, অরণি, ও মণি প্রভৃতি অগ্নির প্রতি এক শক্তিমত্ত্ব রূপে কারণ, যেহেতু—এক জাতীয় কার্য্যের প্রতি এক জাতীয় বস্তুই কারণ হইয়া থাকে। একথা বলা যায় না যে—বহ্নিত্বের অবান্তর (ব্যাপ্য) ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়ের প্রতি তৃণাদির ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারণতা" কারণ, তাহা হইলে বহ্নি জাতীয় আকস্মিক (অহেতুক) হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ কারণের অনুগত ধর্ম্ম (শক্তি) ত্যাগ করিয়া কার্য্যে বহুতর ধর্ম্ম কল্পনা করাও যুক্তি সঙ্গত নহে; অপিচ তৃণাদি প্রভব বহ্নিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রত্যক্ষও বাধিত। যেখানে অগ্নিতে বিভিন্ন জাতীয়তার প্রত্যক্ষ হয়, যথা—"সরল কাষ্ঠের অগ্নি, বিদ্যুতের অগ্নি, ও প্রদীপের অগ্নি" সেখানের কারণতাও বিভিন্নরূপে, এক শক্তিমত্ত্বরূপে নহে।

এবং স্বেদোৎপন্ন মশক ও মশকোৎপন্ন মশকে, অথবা গোময়োৎপন্ন বৃশ্চিক (কীট বিশেষ) ও বৃশ্চিকোৎপন্ন বৃশ্চিকে কোন প্রকার বৈজাত্য পরিলক্ষিত হয় না; সুতরাং স্বেদোৎপন্ন মশক ও মশকোৎপন্ন মশকের এক শক্তিমত্ত্বরূপে এবং গোময়োৎপন্ন বৃশ্চিক ও বৃশ্চিকোৎপন্ন বৃশ্চিকের অপর এক শক্তিমত্ত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা গোময়োৎপন্ন বৃশ্চিকে এক জাতি, তদুৎপন্ন বৃশ্চিকে আর এক জাতি, আবার তাহা হইতে উৎপন্ন, বৃশ্চিকে অপর একটি জাতি ইত্যাদি নিয়মে অনন্ত জাতি কল্পনার প্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। যেহেতু—কারণ বিভিন্ন জাতীয় হইলে কার্য্যও বিভিন্ন জাতীয়ই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। বিভিন্ন জাতীয় বস্তুতে এক জাতীয় শক্তি থাকিলে কুত্রাপি কার্য্য বিশেষ দ্বারা কারণ বিশেষের, অথবা কার্য্য বিশেষের অভাব দ্বারা কারণ বিশেষের অভাবের অনুমিতি হইত না। কারণ—তাহা হইলে তজ্জাতীয় কার্য্যের (বৃশ্চিকোৎপন্ন বৃশ্চিকের) হেতুর (বৃশ্চিকের) অভাব সত্ত্বেও তজ্জাতীয় শক্তিশালী অন্য কারণ (গোময়) থাকিলে তাহার উৎপত্তির সম্ভব থাকিতে পারে।

উত্তর। কথিত অনুপপত্তির আশঙ্কায় বহ্নি ও বৃশ্চিক প্রভৃতি কার্য্যের প্রতি তৃণ ও অরণি, এবং গোময় ও বৃশ্চিক প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারণতা কল্পনীয় হইলেও নিশ্চিত বহ্ন্যাদি কারণক ধুমাদির প্রতি এক শক্তিমত্ত্বরূপে কারণতা কল্পনা করাই সমীচীন। অন্যথা তৃণ যেমন বহ্নি বিশেষের প্রতি কারণ হয়, (বহ্নি সামান্যের প্রতি নহে) সেইরূপ বহ্নি ও ধূম বিশেষের প্রতিই কারণ হউক। (ধূম সামান্যের প্রতি কারণ না হউক) তাহা হইলে বহ্নিতে তৃণাদি ঘটিত কারণ কলাপ জন্যত্ব গ্রহের পর বহ্নিত্বাবান্তর (বহ্নিত্ব ব্যাপ্য) জাতির গ্রহের ন্যায় ধূমে ও ধূমত্বের ব্যাপ্য জাতির গ্রহ হইতে পারে। বস্তুতঃ এরূপ হয় না। যদি বল যে, "কোন বাধক নাই বলিয়াই ধূমত্বরূপে বহ্নির কার্য্যতা" তবে আমরা বলিব "ধূমের প্রতি বহ্নিত্বরূপে কারণতা কল্পনার কোন বাধক নাই বলিয়াই বহ্নিত্বরূপে কারণতা।

কেহ কেহ বলেন "তৃণত্বরূপে অগ্নির প্রতি যে কারণতা আছে, তাহার রক্ষা কল্পে অগ্নিতে একটা জাতির কল্পনা করিলেই চলিবে"। এই উক্তিও সমীচীন নহে; কারণ—তাহা হইলে অগ্নিত্বরূপে অগ্নিতে গৃহীত কার্য্যত্বের সংরক্ষণার্থে কল্পিত জাতির ন্যায় তৃণাদিতে ও শক্তি কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়িবে। যেমন তৃণের সহিত ফুৎকারের; অরণির সহিত নির্ম্মন্থনের, ও মণির সহিত রবি কিরণের অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ পরস্পর সহকারিতা নিবন্ধন বহ্ন্যনুকূলত্ব আছে; সেই রূপ তত্রত্য শক্তিতেও পরস্পর সহকারিতা নিবন্ধন বহ্ন্যনুকূলত্ব আছে। যেহেতু—ইহাদের সহকারিতানুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে। তৃণ, অরণি, মণি, ফুৎকার, নির্ম্মন্থন ও তরণিকিরণে বহ্নির অনুকূল শক্তিমত্ত্বরূপে কারণতা থাকিলেও, ফুৎকার সমবহিত তৃণ নির্ম্মন্থন সমবহিত অরণি, এবং তরণিকিরণ সমবহিত মণি দ্বারাই অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু মণি সমবহিত অরণি বা তরণি কিরণ সমবহিত নির্ম্মন্থন দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি হয় না। যেহেতু, ইহাদের পরস্পর

সহকারিতা নাই। কেহ কেহ তৃণ ও ফুৎকার, মণি ও তরণিকিরণ প্রভৃতি স্তোম (রাশি) ত্রয়ে বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করিতে চান, ইহা ও সঙ্গত নহে। কারণ—তাহা হইলে তৃণত্বাদিরূপে কৢপ্ত কারণতার উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। এই হইল শক্তিবাদীয় (সহজ) শক্তি স্বীকারের যুক্তি।

এই যুক্তি অতীন্দ্রিয় অতিরিক্ত শক্তি স্বীকারের প্রতি তেমন কারণ বলিয়া নৈয়ায়িকেরা অঙ্গীকার করেন না। কারণ—অসংখ্যেয় তৃণ, অরণি, মণি প্রভৃতি প্রত্যেকের কারণ নিয়ম্য অনন্ত শক্তি স্বীকার করিলে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়ে, ইহা অপেক্ষা ফুৎকার সমবহিত তৃণ জন্য বহ্নিতে একটা জাতি, নির্মন্থন সমবহিত অরণি প্রভব বহ্নিতে একটা জাতি, ও প্রতি ফলিত তরণিকিরণক মণি জনিত বহ্নিতে আরও একটী জাতি স্বীকার করাই লাঘব। (বিভিন্নজাত্যবচ্ছিন্নের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর প্রযোজকতা স্বীকার করিলেই ব্যভিচারাদি দোষের অবসর থাকিবেনা)

প্রশ্ন। এথানে প্রশ্ন হইতে পরে যে, তৃণাদি ঘটিত বিভিন্ন সামগ্রী প্রাযোজ্য বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জাতির উপলব্ধি হয় না, সুতরাং বহ্নিতে অনুপলব্ধি দ্বারাই অরণি, মণি প্রভৃতি নিয়ম্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাধিত।

উত্তর। গোময় জন্য বৃশ্চিক ও বৃশ্চিক প্রভব বৃশ্চকের ঈষৎ নীলত্ব ও কপিলত্ব (অবয়ব ও গুণাদি দ্বারাই জাতির পার্থক্য প্রতীতি হয়, গোময় জন্য বৃশ্চিক ঈষৎ নীল আভা যুক্ত, আর বৃশ্চিক জন্য বৃশ্চিক কপিল বর্ণ. সুতরাং ইহারা বিভিন্ন জাতীয়) প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এই বৈজাত্য সামগ্রীর বৈলক্ষণ্য ব্যতীত সম্ভাবনীয় নহে; সুতরাং প্রস্তাবিত স্থলেও তৃণ, অরণি, ও মণি ঘটিত সামগ্রীর বৈলক্ষণ্য থাকায় কার্য্য (বহ্নি) গত জাতির বৈলক্ষণ্য অঙ্গীকার্য্য। (অরণি প্রভব বহ্নি সাধ্য যজ্ঞ যাদৃশ ফল প্রসূ হয়, তৃণাদি সম্ভূত অগ্নিতে যজ্ঞ করিলে তাদৃশ ফল হয় না, ইহা শাস্ত্র ও অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।) অরণি জন্য ভিন্ন ভিন্ন বহ্নিতে অরণি জন্যত্ব জ্ঞান হইলে জাতি বিষয়ক মণি জন্যত্ব ব্যাবৃত্ত জ্ঞান হইয়া থাকে। একথাও বলা যায় না যে—"মণি জন্যত্ব উপাধি (ভেদক ধর্ম্ম) দ্বারাই পরিলক্ষিত বৈলক্ষণ্যের নির্ব্বাহ হয়, এঅবস্থায় স্বতন্ত্র জাতি স্বীকারের প্রয়োজন কি?" কারণ, অবাধিত যে অনুগত বুদ্ধি তাহা ঐ অনুগত ধর্ম্ম-ব্যঞ্জিত জাতিকে বিষয় করিয়াই হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। কথিত নিয়মে কারণের বৈলক্ষণ্য দ্বারাই যদি কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বীকার্য্য হয়, তবে গোময় জন্য বৃশ্চিকে এক জাতি, তাহা হইতে উৎপন্ন বৃশ্চিকে অন্য এক জাতি, আবার সেই জাত্যবচ্ছিন্ন প্রভব বৃশ্চিকে আর এক জাতি ইত্যাদি নিয়মে অসংখ্য জাতি স্বীকার করিতে হইবে।

উত্তর। গোময় জন্য বৃশ্চক ঈষৎ নীল আভাযুক্ত, আর অন্যান্য সকল বৃশ্চকই কপিল বর্ণ, সুতরাং গোময় প্রভব বৃশ্চিকে এক জাতি, আর বৃশ্চিক-মাত্র প্রভব বৃশ্চিকে একজাতি, এই দুইটি মাত্র জাতি স্বীকার করিলেই চলিবে।

প্রশ্ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে; বিভিন্ন জাতীয় বহ্নির প্রতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারণতা থাকিলে বহ্নি সামান্যের প্রতি স্বতন্ত্র কোন কারণতা আছে কি না?

উত্তর। বহ্নি সামান্যের প্রতি উষ্ণ-স্পর্শ শালি অবয়ব, তৎসংযোগ, ও সেবনাদি (পরিচর্য্যাদি) হেতু। সামান্য কারণ সত্ত্বেও তৃণ, অরণি, মণি প্রভৃতি বিশেষ কারণের সম্মিলন না ঘটিলে অগ্নির উৎপত্তি হইবে না; কারণ—বিশেষ সামগ্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে সামান্য সামগ্রী ফলোপধায়ক হয় না।

প্রশ্ন। তৃণ, অরণি, ও মণিতে যদি বহ্নির কারণতা গ্রহ হইত, তবে তৃণাদিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, (মীমাংসক মতে) অথবা তৃণাদি ঘটিত বিশেষ বিশেষ সামগ্রী নিয়ম্য ভিন্ন ভিন্ন বহ্নিতে বিভিন্ন জাতি কল্পনার অবসর থাকিত; বস্তুতঃ তৃণাদিতে কারণতা গ্রহই সম্ভবপর নহে। কারণ, এক্ষেত্রে অন্বয় ব্যভিচার ও ব্যতিরেক ব্যভিচার উভয়ই (অরণির অসত্ত্বেও মণ্যাদিদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, অথচ অরণি সত্ত্বেও [নির্ম্মন্থন না থাকিলে] অগ্নির উৎপত্তি হয় না) দণ্ডায়মান আছে।

একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে—"অরণি ও মণির অভাব সম্বলিত বহ্নির কারণ কলাপ তৃণ ঘটিত হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, অতএব অগ্নির প্রতি তৃণ হেতু (অরণি প্রভৃতির কারণতা কল্পেও এই নিয়ম অনুসরণীয়)" কারণ—"তৃণ ব্যতিরেকেও অগ্নির উৎপত্তি হয়" জ্ঞান হইলেই নিয়ত পূর্ব্ব বর্ত্তিত্ব রূপ কারণত্বের গ্রহ হইবে না। তৃণজন্য বহ্নিতে মণির হেতুত্ব গ্রহ হইয়া যাইবে বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। কারণ—তৃণ জন্যত্ব গ্রহ না হইলে তৃণাজন্যত্ব গ্রহও হইবে না, এবং বহ্নি মাত্রে মণিজন্যত্ব ও নাই। মণিজন্য নহে বলিয়াই যে তৃণ জন্যত্ব গ্রহ হইয়া যাইবে—এরূপ আশা ও করা যায় না; কারণ—অন্যোন্যা-

প্রশ্নই এক্ষেত্রে প্রতিকূল ভাবে দণ্ডায়মান আছে। ব্যভিচার গ্রহ মাত্রই যে কারণতা গ্রহের পরিপন্থী এমন নহে, অবাধিত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের অভাবগ্রহ হইলেও কারণত্ব গ্রহ হয় না। এবং অভাবের প্রমাজ্ঞান হইলে তথায় আর ভাব বুদ্ধি হয় না।

উত্তর। অন্বয় ব্যতিরেক জ্ঞান বলে বহ্নি বৃত্তি কার্য্যতা নিরূপিত অকারণ ব্যাবৃত্ত (যাহা করণাতিরিক্তে নাই) কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম অরণিতে, ও অরণি বৃত্তি কারণতা নিরূপিত অকার্য্য ব্যাবৃত্ত কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বহ্নিতে গৃহীত হইয়া থাকে; (এসকল ধর্ম্ম অকারণে বা অকার্য্যে থাকে না) কিন্তু তৃণত্বরূপে কারণতা বা বহ্নিত্বরূপে কার্য্যতা গ্রহ হয় না। শক্তি বাদীর মতে বহ্নিত্বরূপে কার্য্যতাও তদনুকূল শক্তি মত্বরূপে অরণি প্রভৃতির কারণতা, আর শক্তি স্বীকার না করিলে বহ্নিত্বাবান্তর (ব্যাপ্য) জাতি পুরস্কারে কার্য্যতা, এবং অরণিত্ব মণিত্বাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন কারণতা কল্পনা করিলেই পূর্ব্বোক্ত দোষ রাশি সুদূর পরাহত হইয়া পড়িবে।

প্রশ্ন। তৃণ অরণি ও মণির অভাব ত্রয় সত্ত্বে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, কিন্তু অভাব ত্রয়ের অভাব (অর্থাৎ তৃণাদির যে কোন একটি) থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এই অন্বয় ব্যতিরেক গ্রহের আনুকূল্যে পূর্ব্বোক্ত অভাব ত্রয়ের অভাবত্বরূপে তৃণাদির কারণতা কল্পনা করিলেই ব্যভিচার সন্দেহের অবসর থাকে না, এঅবস্থায় বহ্নিত্বাবান্তর জাতি কল্পনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারণতা অঙ্গীকার নিষ্প্রয়োজন।

উত্তর। তৃণাদি-ত্রয়ের যে অভাব ত্রয় তাহার অভাব ত্রয় যদি তৃণাদির অতিরিক্ত পদার্থ হয়, তবে অভাবেই কারণত্ব গ্রহ হইবে, তৃণাদিতে কারণত্ব গ্রহ হইবে না। (অগ্নি অভিলাষী তৃণ, অরণি, বা মণির আয়োজনে ব্যস্ত হন, এই ব্যস্ততার প্রতি তৃণত্বরূপে তৃণের, মণিত্বরূপে মণির, ও অরণিত্বরূপে অরণির হেতুত্ব গ্রহই নিয়ামক, যদি পূর্ব্বোক্ত অভাবত্রয়ের অভাবত্বরূপে হেতুত্ব গ্রহ হইত, তবে বহ্নি অভিলাষী পুরুষ ভৃত্যকে "আগুনের জন্য অরণি বা মণি আন" বলিয়া অনুমতি করিতেন না "তৃণাদিত্রয়ের অভাবের অভাব আন" বলিয়াই অনুমতি করিতেন, বলা বাহুল্য—যে পদার্থে যে রূপে প্রয়োজনীয়তা বোধ হয়, সেই রূপেই সেই পদার্থের ব্যবহার হইয়া থাকে।) এই অভাবত্রয়

তৃণাদি প্রত্যেকের স্বরূপ ও নহে; যেহেতু—তৃণ, অরণি বা মণির অভাবের অভাব নহে; তাহা হইলে তৃণ অরণি বা মণি হইয়া যাইত।

৪। আধেয় শক্তি।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে—'বহ্ন্যাদিতে সহজ শক্তি (মীমাংসকেরা বলেন—"যে কারণে অগ্নির উৎপত্তি হয়; তাহার শক্তির ও সেই কারণেই উৎপত্তি হইয়া থাকে, এজন্যই বহ্ন্যাদির শক্তিকে সহজ শক্তি বলা যায়") স্বীকারের সুযোগ ও উপযোগিতা নাই," না থাকুক, কিন্তু আধেয়-শক্তি স্বীকার্য্য কি না? তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। এক্ষণে সেই আধেয় শক্তির কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। যথা—বেদে "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি, ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই দুইটি প্রয়োগ আছে। ইহা দ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে ব্রীহি প্রোক্ষণের পরে অবঘাত বিহিত হইয়াছে। সুতরাং প্রোক্ষণ না করিয়া অবঘাত করা নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। (বেদ নিরর্থক কোন কথা বলেন নাই) অতএব প্রোক্ষণ ক্রিয়া দ্বারা কালান্তর কর্ত্তব্য অবঘাতের হেতু অতীন্দ্রিয় একটা পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। (অপ্রোক্ষিত ব্রীহিসাধ্য চরুদ্বারা যজ্ঞ করিলে যজ্ঞের ফল হয় না) সেই অতীন্দ্রিয় (মন্ত্রদ্বারা ব্রীহি প্রোক্ষণ করিলে প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহার কোন বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি হয় না, সুতরাং প্রোক্ষণ প্রভব পদার্থ অতীন্দ্রিয়) পদার্থটা ব্রীহিতেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা কালান্তর ভাবি-অবঘাতাদিতে প্রোক্ষিত-ব্রীহি বিহিত হইত না। কথিত অতীন্দ্রিয় পদার্থ স্বীকার না করিয়া "মন্ত্রসংস্কৃত ব্রীহিতে অবঘাতের বিধান হইয়াছে" বলিলেও চলিবে না। কারণ—মন্ত্র পাঠের অনেক সময় পরে অবঘাতাদি দ্বারা চরু নিষ্পত্তি করিয়া যজ্ঞ করিলেও ফলোদয় হয়, অতএব প্রোক্ষণাদি ক্রিয়া জন্য অতীন্দ্রিয় শক্তি নামে একটা পদার্থ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্রশ্ন। পূর্ব্বে যে দুইটি শ্রুতি বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা প্রোক্ষিত ব্রীহিতেই যে অবঘাতের বিধান করা হইয়াছে, একথা বুঝায় না; কারণ—"ব্রীহীন্ অবহন্তি" শ্রুতি যে কোন ব্রীহির অবঘাতের প্রতিপাদক হইতে পারে, কেবল মাত্র প্রোক্ষিত ব্রীহির অবঘাতের বোধক হইবে কেন? বলিতে পার যে—"ব্রীহিভির্যজেত" ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" "ব্রীহীন্ অবহন্তি" "পুরোডাশৈর্যজেত" এই

চারিটি শ্রুতিই যজ্ঞের বিধায়ক, সুতরাং যেমন পুরোডাশের প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার উদয় হইলে, ("কোন বস্তুদ্বারা যজ্ঞীয় চরুপাক করিবে ?" এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উদয় হইলে) অবহত (যাহাতে অবঘাত করা হইয়াছে) ব্রীহির অবয়ব দ্বারা পুরোডাশ নিষ্পত্তির বোধ হয়, এবং "কোন ব্রীহি প্রোক্ষণ করিবে" আকাঙ্ক্ষায় যজ্ঞার্থে উপাত্ত (আনীত) ব্রীহির প্রোক্ষণ বুঝায়, সেইরূপ "কোন ব্রীহি অবঘাত করিবে" এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারাও প্রোক্ষিত ব্রীহিরই অবঘাত বুঝাইবে। কোন বাধক না থাকিলে সামান্য শব্দও সন্নিহিত বিশেষ পদার্থকে বুঝাইতে পারে। যেহেতু—সামান্য বাচী শব্দের সন্নিহিত বিশেষ-পরত্ব (নিকট বর্ত্তি-বিশেষ পদার্থ প্রতিপাদকত্ব) ন্যায় সিদ্ধ। প্রকরণাদি দ্বারা সন্নিহিত পদার্থ ত্যাগ করিয়া অসন্নিহিত পদার্থে অন্বয় করিতে যাইলে গৌরব অপরিহার্য্য। সুতরাং এক ব্রীহিতে প্রোক্ষণ ও অবঘাত (যে কাঁটাল পীত বর্ণ তাহার রস অতি মধুর ইত্যাদির ন্যায়) উভয় ক্রিয়ার অন্বয় বোধ হইতে পারিবে; কিন্তু প্রোক্ষণে কালান্তরভাবি অবঘাত জনকত্ব বোধ হওয়া সুকঠিন, অতএব তাহার নির্ব্বাহ কল্পে অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। একথার উপরেও যদি বল যে—"প্রোক্ষিতা ব্রীহয়োঽবঘাতায় কল্প্যন্তে.' অর্থাৎ প্রোক্ষিত ব্রীহিই অবঘাতার্থে কল্পিত হয়, এই বাক্য শেষ দ্বারা (বিধিবাক্যের শেষ অংশ দ্বারা) প্রোক্ষণ বিশিষ্ট ব্রীহিতেই অবঘাতের হেতুতা বোধ হইয়া যাইবে, (এরূপ হইলে "প্রোক্ষণ অবঘাতের প্রযোজক হইল") তথাপি অতীত কালবিহিত-ক্ত-প্রত্যয় নিষ্পন্ন প্রোক্ষিত পদ দ্বারা উপস্থাপিত অতীত প্রোক্ষণ-ব্রীহিতেই (যে ব্রীহির প্রোক্ষণ পূর্ব্বে করা হইয়াছে তাহাতেই) অবঘাতের অন্বয় হইবে। সুতরাং প্রোক্ষণ ধ্বংসই অবঘাতের কারণ, প্রোক্ষণ কারণ নহে।

উত্তর। শব্দ দ্বারা প্রোক্ষণে অবঘাত প্রযোজকত্ব বোধ না হইলেও অনুমান দ্বারা হইবে। অনুমান যথা—প্রোক্ষণ অবঘাতের হেতু, যেহেতু—প্রমাণ দ্বারা (বেদ বাক্য দ্বারা) অবঘাতের উদ্দেশ্যেই বিহিত, যথা,—ব্রীহি। (ব্রীহি অবঘাত উদ্দেশ্যে বিহিত) একথাও বলা যায় না যে,—'অবঘাতের উদ্দেশ্যে প্রোক্ষণ বিহিত হয় নাই" (তাহা না হইলে অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি দোষ ঘটিবে) কারণ—অপ্রোক্ষিত ব্রীহির অবঘাতাদি ক্রমে নিষ্পন্ন চরু দ্বারা যজ্ঞ করিলে ফলোদয় হয় না, সুতরাং অবঘাতের উদ্দেশ্যে

প্রোক্ষণ করিতে হইবে। এরূপ হইলে প্রোক্ষণের ব্যাপার বিধায় শক্তি স্বীকারও অত্যাবশ্যক। শক্তি স্বীকার না করিয়া প্রোক্ষণের ধ্বংসকে ব্যাপার বলিলেও চলিবে না; যেহেতু-এক কার্য্যের প্রতি প্রতিযোগীও অভাব উভয় হেতু হয় না। তাহা হইলে—যাগ ধ্বংসকে ব্যাপার স্বীকার করিয়া যাগ জন্য অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) ও খণ্ডন করা যাইত। শক্তি স্বীকার করিলে শক্তির উৎপত্তির পরক্ষণেই যে অবঘাতের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী একথাও বলা যায় না; কারণ—যেমন অশ্বমেধ যাগ জন্য অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইলেও নিয়ত কাল না আসিলে স্বর্গ লাভ হয় না, সেইরূপ এখানেও নিয়ত কাল না আসিলে অবঘাতের উৎপত্তি হইবে না; যেহেতু—কারণান্তরের অসমবলনে কার্য্যোৎপত্তি হয় না। (ইহা স্বভাবসিদ্ধ) শক্তি স্বীকার না করিয়া প্রোক্ষণোপলক্ষিত ব্রীহিকে কারণ বলিলেও চলিবে না, যেহেতু—উপলক্ষণ বিশেষণ রূপে কোন পদার্থই কারণ হয় না। একথা অস্বীকার করিলে যাগোপলক্ষিত যজ্বাকে (যজমানকে) স্বর্গের কারণ কল্পনা করিয়া অদৃষ্টকেও উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। "হরিদাসের আদ্য শরীর তাহারই বিশেষ গুণ (অদৃষ্ট) জন্য, যেহেতু—জন্য ও তদীয় ভোগ সাধন, যথা হরিদাস নির্ম্মিত বস্ত্র" এই অনুমান দ্বারা অদৃষ্ট সাধন করাও সম্ভবপর নহে। কারণ—তদীয় জন্মান্তরীণ (অদৃষ্ট জনকত্বে অভিমত) জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন দ্বারা এই অনুমান সিদ্ধ সাধনগ্রস্ত। অতএব ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে—প্রোক্ষণাদি ভাবভূত অতিশয় (অতি গুপ্ত, প্রত্যক্ষের অযোগ্য, অদৃষ্ট) উৎপাদন করিয়াই কালান্তর ভাবী কার্য্যের জনক হয়; যেহেতু—প্রমাণ (বেদ) কর্তৃক তদর্থেই বিহিত, যথা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ ও চিকিৎসা। বলা বাহুল্য—অদৃষ্ট উৎপাদন করিয়াই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ কালান্তর ভাবী স্বর্গের হেতু হয়, ও ধাতু সাম্যদ্বারাই ভেষজ পান রোগ নাশক হয়, (ভেষজ পান করা মাত্রই রোগ নাশ হয় না)

এই যে অতিশয় অঙ্গীকার করা হইল ইহা লাঘবানুরোধে ফলের অধিকরণ ব্রীহিতেই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে কল্পনীয় অতিশয় সমবহিত (যুক্ত) ব্রীহিতে অবঘাতের হেতুতা কল্পনের সুযোগ ঘটিবে। কর্ত্তাতে অতিশয় কল্পনা করিলে এরূপ হেতুতা কল্পনার সম্ভব থাকিবে না; কারণ, কর্ত্তৃস্থ অতিশয়ের সহিত ব্রীহির সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। (পরম্পরা সম্বন্ধে অতিশয়

সমবহিত ব্রীহির হেতুতা কল্পনা বহু আয়াস সাধ্য) অথবা অনুমান দ্বারাও অতিশয়ে ব্রীহিনিষ্ঠত্ব ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। যথা—"যে পদার্থ গত ফলার্থে যাহা ক্রিয়মাণ হয়, কোন বাধক না থাকিলে তাহা তত্রত্য তদনুকূল অতিশয়েরই হেতু হইয়া থাকে ; যথা যাগ ও চিকিৎসা, যাগ পুরুষের স্বর্গার্থে ক্রিয়মাণ, সুতরাং পুরুষগত অতিশয় উৎপাদন করে, ও তদ্দ্বারাই পুরুষের স্বর্গসাধক হইয়া থাকে, এবং শরীরগত রোগ নাশার্থে ক্রিয়মাণ চিকিৎসা শরীরগত অতিশয় দ্বারাই (ধাতুসাম্য দ্বারাই) তত্রত্য রোগ নাশক হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। এই মীমাংসার প্রতিকূলে প্রশ্ন হইতে পারে যে,--"প্রোক্ষণ পুরুষ সমবেত অতিশয়ের হেতু, যেহেতু—কালান্তর ভাবি-কার্য্যের জনক, অথচ বিহিত, (বেদ বোধিত) যথা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ।" এই অনুমান দ্বারা প্রোক্ষণে পুরুষ নিষ্ঠ অতিশয়ের হেতুতা সাধিত হইয়া যাইবে। একথা অস্বীকার করিলে বিধিবাক্যের বিরোধ ঘটিবে, যেহেতু—পুরুষনিষ্ঠ অপূর্ব্বই বিধি প্রত্যয়ের অর্থ।

উত্তর। এই প্রশ্ন ভ্রান্তি প্রণোদিত। কারণ, কৃষি ও চিকিৎসা প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্বোক্ত হেতু ব্যভিচরিত। কৃষিও চিকিৎসা কালান্তর ভাবি কার্য্যের জনক ও বিহিত বটে, কিন্তু পুরুষ সমবেত অতিশয়ের হেতু হয় না, হেতু হয়—ভূমির উর্ব্বরতারও শরীরস্থ ধাতুসাম্যের। এবং এই অনুমানের কোন প্রযোজক নাই, অথচ পুরুষ সমবেত অতিশয় অঙ্গীকার না করিলেও বিধির সম্ভব আছে। (বিধি প্রত্যয়ের অর্থ অপূর্ব্ব, তাহাতে পুরুষনিষ্ঠত্ব বিশেষণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন,) সুতরাং ভূম্যাদি নিষ্ঠ শক্তি ও অপূর্ব্বই বটে।

এই যে প্রোক্ষণাদি প্রভব শক্তির উল্লেখ করা হইল, ইহা প্রত্যেক ব্রীহিতে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং দুই চারিটী ব্রীহি অকর্ম্মণ্য বা নষ্ট হইয়া গেলেও ফলের ব্যাঘাত ঘটিবে (প্রোক্ষণ দ্বারা প্রত্যেক ব্রীহিতে এক একটা শক্তি বা সংস্কার উৎপন্ন হয়, এবং সেই সংস্কার রাশি সম্বলিত ব্রীহিনিচয় সম্পন্ন চরুই যজ্ঞ সম্পাদক হয়, সংস্কৃত ব্রীহি আংশিক ভাবে অকর্ম্মণ্য বা নষ্ট হইয়া গেলে ব্রীহি সমসংখ্যক সংস্কার থাকিবে না, সুতরাং কারণের অভাবে ফলোদয়ের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, যে হেতু—একটিমাত্র কারণ না থাকিলেই কার্য্যোৎপত্তি হয় না) না। কারণ—প্রোক্ষণজন্য সংস্কারের সংঘাতরূপে কারণতা ; যেমন

লিখার প্রতি লেখনীত্বরূপে জগতের সকল লেখনী কারণ হইলেও একটিমাত্র লেখনী থাকিলেই লিখা হয়, সেইরূপ সংস্কারত্বরূপে সংস্কার থাকিলেই কার্য্যোৎপত্তি হইবে। (যেখানে কারণতাবচ্ছেদক একরূপে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কারণতা ক্লৃপ্ত, সেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সমবধান আবশ্যক, অন্যত্র কারণতাবচ্ছেদক যতগুলি ধর্ম্ম সেই সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন এক একটি মাত্র কারণের সমবধানেই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে।)

অথবা লাঘবানুরোধে সংস্কৃতসর্কব্রীহিবৃত্তি একটি মাত্র শক্তিও স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা হইলেও সংস্কৃত কতিপয় ব্রীহি নষ্ট হইয়া গেলেই যে শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, একথা বলা যায় না। কারণ, দুই চারিটী শাখা নষ্ট হইয়া গেলেও বহু শাখাপল্লবাদি সমবেত বৃক্ষ নষ্ট হয় না। (শাখা পল্লবাদি অবয়ব নিচয়ে সমবায় সম্বন্ধে একটি বৃক্ষ থাকে) এই হইল মীমাংসকের আধেয় শক্তি স্বীকারের এক যুক্তি। এই যুক্তিও অর্থগত অতিরিক্ত শক্তি স্বীকারের অভ্রান্ত হেতু বলিয়া নৈয়ায়িকেরা অঙ্গীকার করেন না।

নৈয়ায়িকেরা বলেন—অতিশয় সিদ্ধির প্রতি মীমাংসক যে হেতু দেখাইয়াছেন তাহাদ্বারা পুরুষনিষ্ঠ একটিমাত্র অদৃষ্ট স্বীকার করিলেই কোন অসামঞ্জস্য থাকে না, এ অবস্থায় প্রত্যেক ব্রীহিতে অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে তাহাই দেখান যাইতেছে, যথা—"প্রোক্ষণ, অপূর্ব্বের হেতু, যে হেতু—দৃষ্ট কোন ব্যাপার না থাকায়ও কালান্তরভাবি ফলের জনকত্বরূপে বিহিত, যথা যজ্ঞ, অথবা তাহার অঙ্গ। (এই অনুমান দ্বারা পুরুষ নিষ্ঠ অপূর্ব্ব সিদ্ধি হইবে) কৃষি প্রভৃতিতে দৃষ্ট ব্যাপার আছে, সুতরাং ব্যভিচার বা অপ্রযোজকত্বের আশঙ্কা নাই। যজ্ঞ দান হোমাদি ও তাহার অঙ্গ যে অপূর্ব্বের হেতু হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টদ্বারের অভাবও কালান্তর ভাবি স্বর্গাদির জনকত্বে বিহিতত্বই প্রযোজক, ইহা ছাড়া অনুগত কোন হেতু নাই। একথাও বলা যায় না যে "যাহা যে পদার্থগত ফলার্থে ক্রিয়মাণ হয়, কোনবাধক না থাকিলে তাহা তদনুকূল তদ্গতফলই জন্মায়, সুতরাং ব্রীহির অবঘাতার্থে ক্রিয়মাণ প্রোক্ষণ ব্রীহিগত অতিশয়েরই হেতু" কারণ—তাহা হইলে শ্যেন যাগে ব্যভিচার হইয়া পড়িবে। (মীমাংসক শ্যেন যাগজন্য যজ্ঞার অদৃষ্টে শত্রুর বধের হেতুতা অঙ্গীকার করিয়াছেন) এবং প্রদর্শিত অনুমানের বিপক্ষের

কোন বাধকও নাই। "যাহার উদ্দেশ্যে যাহা ক্রিয়মাণ হয়, (ব্রীহির উদ্দেশ্যে প্রোক্ষণ করা হয়) তাহা তত্রত্য অতিশয়েরই হেতু হয়" এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ—দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যক্ত হবি দেবতার অদৃষ্টের জনক না হইয়া যাগ কর্ত্তার অদৃষ্টের জনক হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে—ব্রীহি নিষ্ঠ প্রোক্ষণ দ্বারাই যদি পুরুষের অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া যায়, তবে ব্যবহৃত বর্হির (যে কুশের ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার) ন্যায় প্রোক্ষিত ব্রীহিও কর্ম্মান্তরের অনুপযোগী হইয়া পড়িবে ; কারণ— বিনিযুক্ত পদার্থের বিনিয়োগ হয় না। (যে পদার্থ একবার অদৃষ্ট উৎপাদন করিয়াছে তাহা অদৃষ্টার্থক কর্ম্মান্তরের উপযোগী হয় না) আর যদি উপযোগিতা অঙ্গীকার করা যায় তবে অপ্রোক্ষিত ব্রীহিও অবঘাতের উপযোগী হইতে পারে। কারণ—প্রোক্ষণ ক্রিয়া ব্রীহির কোন প্রকার বৈলক্ষণ্যের সম্পাদক হয় নাই। (হেতু হইয়াছে—পুরুষের অদৃষ্টের) সুতরাং অপ্রোক্ষিত ও প্রোক্ষিত সকলই সমান।

উত্তর। "ব্রীহীন্ অবহন্তি" শ্রুতি দ্বারা প্রোক্ষিত ব্রীহির অবঘাতই বুঝাইয়াছে। কারণ—বিধি স্বাধীন দুর্লঙ্ঘনীয়, বিধিবাক্যের ব্যতিক্রমে ফলোদয় হয় না। (ইহাতে "কেনর" অবসর নাই) যেমন বর্হিস্তৃণোতি" "বর্হিষি হবি রাসাদয়তি" (অর্থাৎ কুশ আস্তরণ করিবে, কুশের উপরে হবি আনয়ন করিবে) স্থলে আস্তৃত কুশের উপরেই হবনীয় দ্রব্য আসাদন বুঝায়, সেইরূপ এখানেও প্রোক্ষিত ব্রীহিতেই অবঘাতের বিধান বুঝাইবে।

এই প্রশ্নের আরও একটা উত্তর করা যাইতেছে। যথা—ক্রিয়া জন্য সংস্কার নানা প্রকার, তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কার উদ্দেশ্য সহকারে অগ্রিম কার্য্যের হেতু হইয়া থাকে। যেমন অভিচার—(হিংসার্থক কর্ম্ম) সংস্কার, অভিচার যে দেহ উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হয়, সেই দেহ সহকারেই (দেহাবচ্ছেদেই) দুঃখ উৎপাদন করে, সেই রূপ প্রোক্ষণ সংস্কারও উদ্দেশ্য ব্রীহি সহকারেই অগ্রিম অবঘাতের হেতু হইয়া থাকে। এবং যেমন কারীরী যাগ জনিত অদৃষ্ট শালী পুরুষের (অনাবৃষ্টি দ্বারা ধান্যাদি নষ্ট হইবার উপক্রম ঘটিলে আশু বৃষ্টি অভিলাষে যে যাগ করা হয়, তাহার নাম কারীরী। এই যাগের ফলে যে বৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা যজ্ঞাতিরিক্ত [যাগকর্ত্তা ভিন্ন] পুরুষের ধান্যাদিও রক্ষা পায়।

সুতরাং এই যাগ দ্বারা তাহাদেরও শুভাদৃষ্ট উৎপন্ন হয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কারণ—শুভাদৃষ্ট ব্যতীত শুভফল হয় না, এই অদৃষ্টের প্রতি যজ্ঞার সম্বন্ধই কারণ) সম্বন্ধ দ্বারা অন্য পুরুষের অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রোক্ষণ জন্য অদৃষ্টশালি আত্মার সংযোগ দ্বারা ব্রীহ্যাদির অবঘাতাদি-উত্তর ক্রিয়া কলাপ সম্পাদিত হয়।

প্রশ্ন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—যথা বিধি বৈদিক যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেও সর্ব্বত্র ফলোদয় হয় না। (পুত্রেষ্টি—যাগ করিলেও অনেক স্থলে পুত্রলাভ হয় না) সুতরাং ফলমাত্রানুমেয় অদৃষ্টও সেখানে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে, এঅবস্থায় প্রোক্ষণাদি দ্বারা ও যে সর্ব্বত্র অদৃষ্ট বা সংস্কার উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি প্রমাণ কি ?

উত্তর। শক্তিবাদী মীমাংসক ও এই অনুযোগের হাত এড়াইতে পারিবেন না। কারণ--প্রোক্ষণাদি দ্বারা সর্ব্বত্রই যে অতীন্দ্রিয় শক্তির আবির্ভাব হইবে তাহার প্রতিও কোন প্রমাণ নাই। আগমিক (বেদোক্ত) ক্রিয়ার কর্ম্ম কর্ত্তৃ সাধন বৈগুণ্য নিবন্ধন ফলোদয় না হওয়া শক্তিও অদৃষ্ট উভয়ের প্রতিই তুল্য। ন্যায় দর্শনে উক্ত হইয়াছে "ন কর্ম্ম কর্ত্তৃ সাধন বৈগুণ্যাৎ" (যে যে বস্তু দ্বারা যে কালে যে ভাবে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহার যে কোন অংশের ব্যতিক্রম ঘটিলে সম্যক্ [সমগ্র] ফল হয় না, স্থল বিশেষে আংশিক ফল হয় মাত্র। এবং সিদ্ধবাক্য ও সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষেরা যে যে নিয়মে যে যে কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন সেগুলির ও যে কোন অংশের বৈগুণ্যে ফলোদয় হয় না। অতএবই মঙ্গলবারে ব অমাবস্যা তিথিতে যে কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে বৃহস্পতি বারে বা ত্রয়োদশী তিথিতে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বিন্দুমাত্র ফল হয় না। [কতকগুলি কর্ম্ম কেবল মন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তাহাতে কাল বিশেষের বা বস্তু বিশেষের কিংবা মন্ত্র প্রয়োক্তার বাক্যের সত্যতা প্রভৃতির অপেক্ষা করে না। আর কতকগুলি কর্ম্ম কাল বিশেষ, কতকগুলি কাল ও বস্তু বিশেষ, এবং তদপেক্ষা প্রকৃষ্ট কর্ম্ম কাল বস্তু ও মন্ত্র প্রয়োক্তার সত্যবাদিতা প্রভৃতি কারণকলাপের অপেক্ষা করে। ফলকথা --কর্ম্মের প্রকৃষ্টত্ব ও প্রকৃষ্টতরত্বাদি অনুসারে সামগ্রীর বিশেষত্ব ও বিশেষতরত্বাদি অপেক্ষণীয়])।

প্রশ্ন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রোক্ষণ জন্য পুরুষ বৃত্তি অদৃষ্টে ব্রীহিনিষ্ঠ অবঘাতের সামানাধিকরণ্য নাই, সুতরাং কথিত নিয়মে অদৃষ্ট কল্প না করিলে কার্য্য কারণ ভাব সম্ভব পর হইবে না।

উত্তর। শরীর গত অস্পৃশ্যাদি স্পর্শে আত্মগত ও হবনীয় গত সংস্কার নাশকত্ব বেদ বোধিত, অতএব অদৃষ্ট ব্যধিকরণ কর্ম্মনাশা নীর (কর্ম্মনাশা নদীর জল) চরণ সংযোগ ও (কর্ম্ম নাশা নদীর জলে চরণ সংযোগ ঘটিলে সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়।) পুণ্য কীর্ত্তনের—(পুণ্যকীর্ত্তন-শব্দ, সুতরাং আত্মগত অদৃষ্টের সমানাধিকরণ নহে) ন্যায় প্রস্তাবিত স্থলেও ব্যধিকরণে কার্য্য কারণ ভাব অঙ্গীকার করিতে হইবে। আরও একটা কথা এই যে, প্রোক্ষণাদি দ্বারা প্রতি ব্রীহি নানা শক্তি কল্পনা করা অপেক্ষা আত্মাতে একটি মাত্র অদৃষ্ট কল্পনা করাই লাঘব। অপিচ প্রোক্ষিত ব্রীহিনিচয়ে একটি মাত্র শক্তি স্বীকার করিলেও চলিবে না। কারণ—দুই চারিটি ব্রীহি নষ্ট হইয়া গেলেই তত্রত্য শক্তি নষ্টহইয়া যাইবে, সুতরাং অবশিষ্ট ব্রীহিতে অবঘাতের উপযোগিতা থাকিবেনা। বলাবাহুল্য, কার্য্য নাশের প্রতি আশ্রয়ের নাশ কারণ।

প্রশ্ন। "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" বাক্যস্থ ব্রীহি পদের উত্তরবর্ত্তি দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্মকারকে বিহিত, সুতরাং প্রোক্ষণ ক্রিয়া জন্য ফল ব্রীহিতেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। প্রোক্ষণ আত্মবৃত্তি অদৃষ্টের হেতু হইলে ব্রীহির কর্ম্মতা অত্যধিক আয়াস সাধ্য হইয়া পড়িবে। অতএব প্রোক্ষিত ব্রীহিতে শক্তি স্বীকারই সমীচীন।

উত্তর। প্রোক্ষ ধাতুর অর্থ সংযোগেরঅনুকূল ব্যাপার, সুতরাং ধাত্বর্থতার অবচ্ছেদক (ধাত্বর্থের বিশেষণ) সংযোগ দ্বারাই ব্রীহির কর্ম্মতার উপপত্তি হইবে। (ধাত্বর্থতাবচ্ছেদক ফলাশ্রয়ের নাম কর্ম্ম।) সংযোগাবচ্ছিন্ন ব্যপার ধাত্বর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংযোগ ধাত্বর্থের বিশিষ্ট বিশেষণ নহে, উপলক্ষণ বিশেষণ; সুতরাং প্রোক্ষ ধাতুর অর্থ নহে। অতএব সংযোগে প্রোক্ষণ ক্রিয়া জন্যত্ব থাকায় ব্রীহির ক্রিয়া জন্য ফল শালিত্ব রূপ কর্ম্মত্বের ব্যাঘাত ঘটিলনা। প্রোক্ষি ধাতুর অর্থ সংযোগাবচ্ছিন্ন ব্যাপার হইলে তাহার একদেশ সংযোগে ধাত্বর্থ প্রোক্ষণ জন্যত্বের অন্বয় হইত না। কারণ, এক পদার্থে অন্য পদার্থের অন্বয় হয়, কিন্তু যে কোন পদার্থের একদেশে (পদার্থতাবচ্ছেদকে) অন্য পদার্থের

অন্বয় হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ নিয়ম। সুতরাং ব্রীহিতে ক্রিয়াজন্যফল শালিত্ব রূপ কর্ম্মত্ব অব্যাহত ভাবেই আছে। এই রীতির অনুসরণ না করিলে "হরিদাস বাড়ী যাইতেছে" "শক্তু প্রোক্ষণ করিতেছে" "প্রদীপ প্রোক্ষণ করিতেছে" (শক্তু বা প্রদীপে জল সংযোগ নিষিদ্ধ, জল সংযোগ করিতে হইবে—ভূমিতে, শাক্তুতে জল সংযোগ ঘটিলে পকান্ন সদৃশ হইয়া পড়ে, আর প্রদীপে জল সংযোগ ঘটিলে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার আশঙ্কা আছে, অতএব পরম্পরা সম্বন্ধে ভূমি বৃত্তি জল সংযোগ দ্বারা শক্তু ও প্রদীপের কর্ম্মত্ব ব্যবস্থাপন করিতে হইবে।) প্রভৃতি স্থলে কর্ম্মত্ব সংঘটন কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া পড়িবে। কারণ, বাড়ী, শক্তু প্রভৃতিতে মীমাংসক আধেয় শক্তি স্বীকার করেন নাই।

অপিচ "চন্দ্র দেখিতেছি" প্রভৃতি স্থলে চাঁদ কর্ম্ম হইলেও তাহাতে ক্রিয়া জন্য কোন প্রকার ফল পরিলক্ষিত না হওয়ায় অনুমিত্যর্থক ধাতুর বিষয়তারূপ মেঘাদির কর্ম্মত্বের ন্যায় ("আকাশে মেঘং অনুমিনোমি"] আকাশে মেঘের অনুমিতি করিতেছি।] স্থলে মেঘে অনুমিতির বিষয়ত্বরূপ কর্ম্মত্বের বোধ হয়) যেমন চন্দ্রে ও দর্শন ক্রিয়া জন্য একটা সংস্কার (বিষয়তা) স্বীকার করিতে হইবে, (এই সংস্কার চন্দ্রে স্বরূপ সম্বন্ধে আছে, সমবায় সম্বন্ধে নাই, অন্যথা প্রাপ্য কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য নির্ব্বাহ হয় না) সেইরূপ প্রস্তাবিত স্থলেও ব্রীহি প্রভৃতিতে একটা সংস্কার স্বীকার করিলেই চলিবে। অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। যদি বল যে, পূর্ব্বোক্ত মেঘ বা চন্দ্র কর্ম্ম নহে, কেবল প্রয়োগ সাধুতা সম্পাদনার্থে দ্বিতীয়া হইয়াছে মাত্র। তবে আমরাও বলিব যে "কার্য্য করিতেছে" প্রভৃতি বাক্যস্থ কার্য্য পদোত্তরবর্ত্তি দ্বিতীয়া বিভক্তির ন্যায় ব্রীহি পদোত্তর বর্ত্তী দ্বিতীয়া বিভক্তি ও প্রয়োগ সাধুতা সম্পাদনের জন্যই হইয়াছে। সুতরাং তন্নির্ব্বাহার্থে অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার অনাবশ্যক। মীমাংসকের আধেয় শক্তি স্বীকারের আরও একটা যুক্তির অবতারণা করা যাইতেছে। যথা—দেবতা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিলে অভিলাষ সিদ্ধি হয়, সুতরাং প্রতিষ্ঠা দ্বারা একটা সংস্কার উৎপন্ন হয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই সংস্কার দেবতা প্রতিমায়ই স্বীকার করিতে হইবে, যজমানের অদৃষ্ট দ্বারা চলিবে না। কারণ—উপভোগ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া অদৃষ্টের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম, সুতরাং একবার পূজা করিলেই অদৃষ্ট তিরোহিত হইয়া যাইবে। যদি অন্য কোন প্রতি-

বন্ধক কল্পনা করিয়া অদৃষ্টের অস্তিত্ব ব্যবস্থাপন করা যায়, তথাপি অসামঞ্জস্য ঘুচিবে না। কারণ—অন্ত্যজাদি স্পর্শ দ্বারা প্রতিমার পূজ্যতা নষ্ট হয়, প্রতিষ্ঠা যজমানের অদৃষ্টের উপধায়ক (হেতু) হইলে অন্ত্যজের প্রতিমা স্পর্শ যজমানের অদৃষ্ট নাশক হইবে কেন? অপিচ এক ব্যক্তি যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা অন্যের পূজ্য হইবে কিরূপে? এক ব্যক্তির কর্ম্মের প্রতি অপর ব্যক্তির ধর্ম্মের উপযোগিতা নাই। প্রতিষ্ঠা ধ্বংসে পূজ্যতা প্রযোজকত্ব অঙ্গীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ বারণ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে তাহার উপজীব্য প্রতিষ্ঠায় পূজ্যতা প্রযোজকত্ব থাকে না। (অভাব ও প্রতিযোগী উভয় এক কার্য্যের প্রযোজক হয় না।) অতএব প্রতিমাদিতে প্রতিষ্ঠা প্রযোজ্য অস্পৃশ্য স্পর্শনাশ্য শক্তি স্বীকার আবশ্যক। এই হইল আধেয় শক্তিবাদি মীমাংসকের মত।

প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা বলেন—প্রতিষ্ঠা কার্য্য যথার্থরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মানুষের নিজের অনুরূপ চিত্রে "আমার এই চিত্র" "আমি এই" ইত্যাদি অভিমানের ন্যায় দেবতাদেরও "আমার এই প্রতিমা" "আমি এই প্রতিমা" ইত্যাদি অভিমান হয়। অভিমান তিরোহিত হইয়া গেলেও এই অভিমানজনিত সংস্কার থাকে, কিন্তু অস্পৃশ্য স্পর্শন ঘটিলে সংস্কারও নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তখন আর পূজ্যতা থাকে না। আর যদি মীমাংসক দেবতার চৈতন্য স্বীকারে নিতান্তই রাজি না হন তবে, (মীমাংসক মতে দেবতা অচেতন, তাঁহার মত বজায় রাখিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত) বলিতে হইবে যে—অস্পৃশ্য স্পর্শনাভাব সহকৃত পূজকের যথার্থ প্রতিষ্ঠিতত্ব প্রত্যভিজ্ঞাই (এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি নিয়মে জানা থাকাই) পূজ্যতার নিয়ামক। কারণ—"প্রতিষ্ঠিতং পূজয়েৎ" এই বিধি বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠার ন্যায় প্রতিষ্ঠা প্রতি সন্ধানের (প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা থাকার) ও আবশ্যকতা বোধ হইতেছে। সুতরাং অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

নব্যেরা বলেন প্রতিষ্ঠা দ্বারাই প্রতিষ্ঠাতা পুরুষের অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, আর সেই অদৃষ্টের আশ্রয় আত্মার সংযোগ দ্বারাই প্রতিমার পূজ্যতা সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রতিমায় অস্পৃশ্য স্পর্শন ঘটিলে সেই অদৃষ্ট তিরোহিত হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন আর পূজ্যতা থাকে না।

আমরা বলি যে—"প্রতিষ্ঠিতং পূজয়েৎ" (প্রতিষ্ঠিত প্রতিমায় পূজা

করিবে।) এই বিধি বাক্য দ্বারা প্রতিষ্ঠায় পূজ্যতার প্রযোজকত্ব বুঝায় নাই; কিন্তু অতীতার্থে বিহিত "ক্ত" প্রত্যয় নিষ্পন্ন প্রতিষ্ঠিত পদ দ্বারা অতীত প্রতিষ্ঠেই (যে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা অতীত হইয়াছে তাহাতেই) পূজ্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে "প্রতিষ্ঠা কালীন যাবতীয় অনাদি অস্পৃশ্য স্পর্শন সংসর্গাভাব সমবহিত (প্রতিষ্ঠার সময়ে যতগুলি অনুৎপত্তিশীল অস্পৃশ্য স্পর্শনের সংসর্গাভাব থাকে ততাবৎ সমবহিত) প্রতিষ্ঠা ধ্বংসই পূজ্যতার প্রযোজক। (এই অনাদি সংসর্গাভাব অস্পৃশ্য স্পর্শনের প্রাগভাব ও অত্যন্তাভাব)। সুতরাং অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। (৮৭)

মন্তব্য।

(৮৭) প্রতিষ্ঠার পরে অস্পৃশ্য স্পর্শ সংঘটিত হইলেও পূজ্যতা থাকিতে পারে, অতএব প্রতিষ্ঠা ধ্বংসে "প্রতিষ্ঠা কালীন যাবতীয় অনাদি অস্পৃশ্য স্পর্শ সংসর্গাভাব সমবহিত" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষণের ফলে পূর্ব্বোক্ত পূজ্যতা প্রসক্তির পরিহার ঘটিয়াছে। কারণ, প্রতিষ্ঠার পরে যে অস্পৃশ্য স্পর্শ সংঘটিত হইয়াছে, প্রতিষ্ঠা কালে তাহার প্রাগভাব ছিল; প্রাগভাব অনাদি সংসর্গাভাব বটে, কিন্তু প্রতিযোগীর উৎপত্তি হওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রতিষ্ঠার পরে অস্পৃশ্য স্পর্শ সংঘটিত হওয়া মাত্রই পূর্ব্বতন যাবতীয় অনাদি অস্পৃশ্য স্পর্শ সংসর্গাভাব না থাকায় পূজ্যতা প্রসক্তির অবসর রহিল না।

মীমাংসক আধেয় শক্তি স্বীকারের আরও কয়েকটা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম যুক্তি—মীমাংসক বলেন "অশোক বৃক্ষে কামিনী চরণ সংস্পর্শ ঘটিলে অশোক কুসুমের সবিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে, অতএব অশোক বৃক্ষে কামিনী চরণাঘাত প্রভব একটা আধেয় শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে কামিনী চরণ সংস্পর্শ বিনষ্ট হইয়া গেলেও কুসুম সমৃদ্ধির অপচয় ঘটিবে না"।

এই যুক্তিও অতিরিক্ত শক্তি স্বীকারের সন্তোষজনক হেতু নহে। কারণ, কামিনী চরণ সংস্পর্শ যে অশোক কুসুম সমৃদ্ধির হেতু তাহার প্রতি কোন প্রমাণ নাই। এবং কামিনী চরণ সংস্পর্শ জন্য আধেয় শক্তি কি নিয়মে কত দিন থাকিবে, কি কারণে বা তাহার তিরোধান ঘটিবে, তাহারও কোন নিশ্চয়

মন্তব্য।

নাই। মীমাংসক যদি তাহার কোন প্রমাণ পাইয়া থাকেন, ও কত দিন কি ভাবে সেই শক্তি থাকে, তাহার নির্ণয় করিতে সক্ষম হন, তবে আমরা বলিব যে "সময় বিশেষাবচ্ছিন্ন কামিনী চরণ সংযোগ ধ্বংসকে, অথবা কামিনী চরণাভিঘাতাকৃষ্টভাগসমুত্থ বৃক্ষকে অশোক কুসুম সমৃদ্ধির কারণ স্বীকার করিলেই চলিবে, (যে যে সময়ে কুসুমের সবিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে, সেই সেই সময়ে বৃক্ষের অবয়বেরও বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়, অবয়বভেদে দ্রব্য ভেদ স্বীকার্য্য) এ অবস্থায় অতিরিক্ত শক্তিও তাহার ধ্বংস প্রাগভাবাদি কল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় যুক্তি—অস্পৃশ্য স্পর্শ দ্বারা তাম্র কাংস্যাদির যে অশুদ্ধি ঘটে অম্লাদি সংযোগ দ্বারা তাহা অপনীত হয়; এই অশুদ্ধি অপনয়ের নাম শুদ্ধি। অম্লসংযোগ নষ্ট হইয়া গেলেও এই শুদ্ধি থাকে, সুতরাং ইহা অম্লসংযোগ বা অন্য কিছু নহে; পরন্তু অম্লাদিসংযোগ সমুত্থ আধেয়শক্তি। (অস্পৃশ্য সংস্পৃষ্ট তাম্রাদি যাগাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইলে যাগাদি কার্য্য নিষ্ফল হয়, কিন্তু সেই অশুদ্ধ পাত্রকে অম্লাদি সংযোগ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে ফলোদয় হয়, অতএবই অম্লাদি সংযোগ জন্য আধেয় শক্তি স্বীকার্য্য।) এই যুক্তি বলেও নৈয়ায়িকেরা অতিরিক্ত শক্তি স্বীকারের আবশ্যকতা বোধ করেন না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অম্লাদি সংযোগ কালীন যাবতীয় অস্পৃশ্য স্পর্শ প্রতিযোগিক অনাদি সংসর্গাভাব সমবহিত (বিশিষ্ট) অম্লাদি সংযোগ ধ্বংসই শুদ্ধি পদার্থ" তাহা হইলে অম্ল সংযোগের পরে অস্পৃশ্য স্পর্শ ঘটিলেও শুদ্ধির প্রসক্তি ঘটিবে না। সুতরাং অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন "অম্লাদি সংযোগ সমুত্থ তাম্রাদির উপভোগ কর্ত্তায় সংস্কারই সেখানের শুদ্ধি"।

তৃতীয় যুক্তি—"আম্র পল্লবাদিযুক্ত পবিত্র সলিলে যথাকালে যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা দ্বারা অভিষেক করিলে ব্যথাদির অপনয় ঘটে। এবং পাপ সন্দেহাপনয়নার্থে যথাবিধি মন্ত্রপাঠাদি পূর্ব্বক তুলায় আরোহণ করিলে পাপি যুক্ত তুলার স্বাভাবিক নমন, ও নিষ্পাপ পুরুষাধ্যুষিত তুলার উন্নমন ঘটে। অতএব মন্ত্রপাঠাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সলিলে ও তুলায় বিষাপনায়ক ও উন্নমন কারক এক একটা আধেয় শক্তির আবির্ভাব হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মীমাংসকের এই যুক্তি ও শক্তি স্বীকারের তেমন উপযোগী নহে।

৫। শক্তি পদার্থ।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শক্তি নামে কোন বস্তু না থাকিলে, শক্তি নামে যে একটা শব্দ আছে তাহার কি অর্থ নাই? আছে—কারণতা, কারণতার নামই শক্তি। অগ্নিতে যে দাহের কারণতা আছে, তাহারই নাম দাহিকা শক্তি। প্রতিবন্ধক মণির সম্বলন ও অপসারণ দ্বারা সেই কারণতার (শক্তির) অপচয় ও উপচয় ঘটে। ব্রীহি, প্রতিমা প্রভৃতিতে মীমাংসক যে আধেয় শক্তি স্বীকার করিয়াছেন তাহাও তত্তৎ ফলজনক যাগাঙ্গ অবঘাতের কারণতাও পূজ্যতার প্রযোজকতা বৈ কিছুই নহে। এখন দেখা যাউক—কারণতা বস্তুটা কি? যে পদার্থও তাহার ব্যাপ্যাতিরিক্ত নিখিল পদার্থ (কারণ কলাপ) সত্ত্বেও (যে) কার্য্যের অভাব অবশ্যম্ভাবী, সেই অভাবের ব্যাপক যে অভাব সেই অভাবের তত্রত্য প্রতিযোগিত্বই (তাহার) কারণতা। দণ্ড ও দণ্ড ব্যাপ্য-ঘূর্ণন ভিন্ন চক্রাদি কারণ কলাপ সত্ত্বেও ঘট কার্য্যের অভাব ঘুচে না, সুতরাং দণ্ড ও দণ্ড ব্যাপ্য ঘূর্ণনের অভাব ঘটাভাবের ব্যাপক হইয়াছে। অতএব এই অভাবের দণ্ডস্থিত প্রতিযোগিত্বই ঘটের কারণতা। অথবা যাহাতে (যে) কার্য্যাভাবের ব্যাপ্যতা ইতরাভাবাবচ্ছিন্ন হয় (অর্থাৎ অন্য কোন পদার্থের অভাব থাকায় যাহাতে [যে] কার্য্যের অভাবের ব্যাপ্তি থাকে, স্বরূপতঃ থাকে না) তাহার নাম কারণ। (তাহাতে তাহার কারণতা থাকে) বীজে যে অঙ্কুরাভাবের ব্যাপ্তি আছে, তাহা বীজত্ব রূপে নহে। (বীজত্বাবচ্ছিন্ন

মন্তব্য।

কারণ, তত্তৎকালীন তত্তৎ বস্তু সমভিব্যাহৃত মন্ত্রনিয়ম্য মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতার অনুগ্রহে, অথবা মন্ত্রাবিষ্কর্ত্তার তপঃ প্রসূত তত্তৎ কালীন তত্তৎ মন্ত্র সমবহিত তত্তৎ বস্তুতে পূর্ব্বোক্ত বিষাপনয়নের ও তুলার উন্নমনের অসাধারণ হেতুতা অঙ্গীকার করিলেই কোন অসামঞ্জস্য থাকে না, এঅবস্থায় অতীন্দ্রিয় অতিরিক্ত শক্তি, তৎপ্রাগভাব ও ধ্বংস কল্পনা সমীচীন হইতে পারে না।

মীমাংসক অতিরিক্ত শক্তি স্বীকারের আরও অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন, এবং নৈয়ায়িকেরা প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে মীমাংসকের সকল যুক্তিই খণ্ডন করিয়াছেন, গ্রন্থ গৌরব ভয়ে এখানে সেগুলির অবতারণা করা গেল না। (৮৭)

নহে) কারণ—জলাদি সহকারীর সমবধানে বীজত্বাবচ্ছিন্ন বীজ হইতেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ইতরাভাবাবচ্ছিন্ন। (জলাদির অভাবাবচ্ছিন্ন) যেহেতু—সলিলসেকাদির অভাবেই বীজে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। আর শিলা শকলে যে অঙ্কুরাভাবের ব্যাপ্তি আছে, তাহা শিলাত্ব রূপেই ; অন্য কোন বস্তুর অভাবরূপে নহে। যেহেতু—সলিলসেকাদি সমবধানেও শিলা খণ্ডে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না।

অথবা অন্যের অসমবধানাবচ্ছিন্ন কার্য্যানুৎপত্তির ব্যাপ্যতার নাম কারণতা। (যদীয় কার্য্যানুৎপত্তির ব্যাপ্যতা অন্যের অসমবধান নিয়ম্য তাহাতে তাহার কারণত্ব থাকে) রাসভে যে পটকার্য্যের উৎপত্তির অভাবের ব্যাপ্তি আছে, তাহা স্বরূপতঃই অন্য কোন বস্তুর অভাব রূপে নহে। (এখানে অন্যের অসমবধানে অবচ্ছেদকত্ব কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন) কিন্তু তন্তুতে যে পটোৎপত্তির অভাবের ব্যাপ্তি থাকে, তাহা তন্তুত্বরূপে নহে, পরন্তু তন্তুবায় বা অন্য কোন কারণের অভাবরূপে। যেহেতু—তন্তুবায়াদির সমবধানে তন্তুতে পটোৎপত্তি হয়। অতএব রাসভ পট কার্য্যের কারণ নহে, তন্তু কারণ।

অথবা অনন্যথা সিদ্ধ (অন্যথা সিদ্ধি রহিত) নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বই কারণতা। অন্যথা সিদ্ধ তিন প্রকার ; যথা—যে কার্য্যের প্রতি যে রূপে (যাহার সহিত) পূর্ব্ব বর্ত্তিত্ব গ্রহ হয়, সেই কার্য্যের প্রতি তাহা অন্যথা সিদ্ধ ; যথা—ঘট কার্য্যের প্রতি দণ্ডত্ব। (ইহার নাম প্রথম অন্যথা সিদ্ধ) ঘট কার্য্যের প্রতি দণ্ডত্বরূপে দণ্ড কারণ, দ্রব্যত্বাদিরূপে নহে, অতএব দণ্ডত্ব অন্যথা সিদ্ধ। অন্য কোন কার্য্যের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিত্বে গ্রহ হইলে, যাহাতে যাহার পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব বোধ হয়, তাহার প্রতি তাহা অন্যথা সিদ্ধ। (ইহাকে দ্বিতীয় অন্যথা সিদ্ধ বলা যায়) যথা—পট কার্য্যের প্রতি আকাশ ; আকাশ অর্থাৎ অবকাশ ব্যতীত পটাদি কার্য্য হয় না, আকাশ বলিতে— শব্দের সমবায়ি কারণকে বুঝায়, (রূপাদি না থাকায় আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না) সুতরাং অন্যের (শব্দের) প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিত্বগ্রহ হওয়ার পরেই পটের প্রতি আকাশের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব বোধ হইয়াছে। (৮৮)

অবশ্য কৢপ্ত নিয়ত পূর্ব্ব বর্ত্তি ভিন্ন তৎসহ ভাবি পদার্থের (যে কার্য্যের সম্পাদনার্থে যে বস্তুর আয়োজন করিতে হয় না, পরন্তু অবশ্য আয়োজনীয় পদার্থান্তরের

সমাবেশে যাহা আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার) নাম অন্যথা সিদ্ধ। (এইটি তৃতীয় অন্যথা সিদ্ধ) যথা, গন্ধযুক্ত বস্তুতে বিজাতীয় গন্ধের উৎপত্তি না হওয়ায় গন্ধের প্রতি তদীয় প্রাগভাবের হেতুতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। (যে জাতীয় গন্ধের উৎপত্তি হয় সেই জাতীয় গন্ধের প্রাগভাবও ছিল ; যেখানে পাক দ্বারা বস্তুর গন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে, সেখানে রূপেরও পরিবর্ত্তন ঘটে, অতএব বলিতে হইবে যে—পাকজ গন্ধের প্রাগভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুতে পাকজ রূপের প্রাগভাবও ছিল। সুতরাং পাকজ গন্ধের প্রতি তদীয় প্রাগভাবের ন্যায় পাকজ রূপের প্রাগভাবও কারণ হইতে পারে। যে হেতু—উভয়েই সমভাবে কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব আছে। অতএব কার্য্য কারণ ভাব কল্পনার লাঘবানুরোধে পূর্ব্বোক্ত গন্ধের প্রতি রূপের প্রাগভাবকে কারণ না বলিয়া অন্যথা সিদ্ধ বলা হইয়াছে। (যাহাতে গন্ধের প্রাগভাব আছে তাহাতে রূপের প্রাগভাব অবশ্যম্ভাবী ; কারণ—পাকদ্বারা গন্ধের ন্যায় রূপেরও কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে) [অন্যথা, প্রকারান্তরে, অনায়াসে অর্থাৎ অন্য কারণের সঙ্কলন করিতে গেলে যাহা আসিয়া পড়ে তাহাকে অন্যথা সিদ্ধ বলা হয়।]

মন্তব্য।

(৮৮) প্রত্যক্ষ বিষয়তাপন্ন শব্দ স্পর্শাশ্রয়ের (ক্ষিতি জল তেজ বা বায়ুর) বিশেষ গুণ নহে। যে হেতু—কারণ সত্ত্বেও লয় প্রাপ্ত হয়। (শব্দের হেতু করদ্বয় থাকা অবস্থায়ও শব্দ তিরোহিত হইয়া যায়) কিন্তু ক্ষিতি প্রভৃতির বিশেষগুণ রূপাদি কারণ সত্ত্বে সর্ব্বথা নষ্ট হয় না। এবং যখন পশ্চিম দিগ্ হইতে প্রবল বেগে বাত্যা বহিতে থাকে তখনও পূর্ব্বদিক্ প্রভব বজ্রনিনাদ কর্ণ কুহর জর্জ্জরিত করিয়া তুলে, সুতরাং শব্দ বায়ুর গুণ নহে। শব্দ দিক্, কাল বা মনের গুণও নহে, যেহেতু—বিশেষ গুণ। (কালাদিতে কোন বিশেষ গুণ, অর্থাৎ যাহা বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্যে থাকে না সেইরূপ কোন গুণ নাই) শব্দ আত্মগুণ ও নহে, যেহেতু—বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। অতএব সর্ব্বানুভব সিদ্ধ শব্দের সমবায়ি কারণ, পৃথিব্যাদি কৢপ্ত অষ্টদ্রব্য ভিন্ন একটা দ্রব্য আছে বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহারই নাম আকাশ বা অবকাশ। (৮৮)

এই যে তিন প্রকার অন্যথা সিদ্ধের উল্লেখ করা হইল এতদ্ভিন্ন বৃত্তি নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিত্বের (কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণাবচ্ছেদে [পূর্ব্বক্ষণ অন্তর্ভাবে] কার্য্যাধিকরণ বৃত্তি যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম্মের আশ্রয়ত্বের) নাম কারণত্ব।

কারণতা ও অন্যথা সিদ্ধি সম্বন্ধে আরও কয়টা কথা বলা আবশ্যক। যেখানে জন্যে পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, সেখানে জন্য দ্বারা জনক অন্যথা সিদ্ধ হয়; যথা কুঠারে ছেদনের পূর্ব্ব বর্ত্তিত্ব গ্রহ হওয়ায় কুঠারের জনক কর্ম্মকারে ছেদনের পূর্ব্ববর্ত্তিত্বগ্রহ হইয়াছে, অতএব ছেদনের প্রতি কুঠার দ্বারা কর্ম্মকার অন্যথা সিদ্ধ।

আর যেখানে জনকে পূর্ব্ববর্ত্তিত্বগ্রহ হইলে তাহার ব্যবস্থাপনাদি প্রসঙ্গে জন্যে পূর্ব্ববর্ত্তিত্বগ্রহ হয় সেখানে জন্যে জনকের ব্যাপারত্ব বোধ হয়, অর্থাৎ জন্যকে দ্বার করিয়া জনকে কারণত্ব বোধ হয়। যথা—সৎকার্য্যে সুফলের (যজ্ঞাদিতে স্বর্গের) পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব গ্রহ হইলে, আশু বিনাশি সদনুষ্ঠানে কালান্তরভাবি সুফলের হেতুতার সম্ভব না থাকায় (যে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহা থাকে না তাহা সেই কার্য্যের কারণ হয় না) অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট নামে সদনুষ্ঠান জন্য ও ভাবি সুফলের জনক একটা গুণ স্বীকার করা হইয়াছে। (ফলোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে পতিত হয় না বলিয়াই ইহাকে অদৃষ্ট বলা যায়) এখানে সমৃদ্ধির প্রতি অদৃষ্ট দ্বারা সদনুষ্ঠান অন্যথা সিদ্ধ হইবেনা, পরন্তু অদৃষ্টকে ব্যাপার করিয়া সদনুষ্ঠান সমৃদ্ধির হেতু হইবে। (স্বর্গের প্রতি সদনুষ্ঠান কারণ না হইয়া অন্যথা সিদ্ধি হইলে স্বর্গ কামনায় কেহ সদনুষ্টান করিত না, সমৃদ্ধি সাধন-অদৃষ্টের অনুমান করিয়া সেই অদৃষ্টার্থে সদনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোধ অত্যন্ত আয়াস সাধ্য। এবং লৌকিক চুরি প্রভৃতি অসদনুষ্ঠানের ফলে যে কালান্তরে লোক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, সেখানেও কালান্তরভাবি রাজ দণ্ডের হেতুতা সম্পাদক একটা অপরাধ বা দুরদৃষ্ট উৎপন্নহয় বলিয়া অনিচ্ছায় ও অঙ্গীকার করিতে হইবে।) আর যেখানে জন্য ও জনক উভয়ে অনতিবিলম্বে পূর্ব্ববর্ত্তিতা গ্রহ হয়, সেখানে জন্য ব্যাপার ও জনক প্রধান কারণ হয়। যথা—ঘটোৎপত্তির প্রতি দণ্ড ও দণ্ডজনিত ক্রিয়া,এখানে ঘূর্ণন ক্রিয়া দণ্ডের ব্যাপার, অতএব এই ক্রিয়া দ্বারা দণ্ড অন্যথা সিদ্ধি হইলনা। (৮৯)

কেহ কেহ বলেন "স্ব স্ব অনন্তরোৎ পত্তিক (সকল) বস্তুর সমবধানে ও যাহার অভাবে কার্য্য হয় না, (অপিতু যাহার সত্তায় কার্য্যোৎপত্তিহয়) সেই জাতীয় কার্য্যের প্রতি সেই জাতীয় বস্তু অনন্যথা সিদ্ধ। অনন্যথা সিদ্ধ নিয়ত পূর্ব্ব বর্ত্তিত্বের নামই কারণত্ব। এইমত সমীচীন নহে; কারণ, তাহা হইলে "ঈশ্বর, ও তদীয় জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির কারণতা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ('ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ন্যায় দর্শনে সকল কার্য্যের প্রতিই ঈশ্বর ও তদীয় ইচ্ছাদির কারণতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে) যেহেতু—ঈশ্বর ও তদীয় ইচ্ছাদির বা তাহাদের সমবধানের ব্যতিরেক সম্ভাবনীয় নহে (ঈশ্বর ও তদীয় ইচ্ছাদি নিত্য, নিত্যবস্তুও তাহার সম্বন্ধ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান) প্রকারান্তরে কার্য্যের অনুপপদ্যমানতা ব্যবস্থাপ্যত্বই অনন্যথা সিদ্ধত্ব। (যাহার সমবধান ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, তাহার নাম অনন্যথা সিদ্ধ)

মন্তব্য।

(৮৯) যে কাজ করিতে হইলে যাহা আয়োজন করা অত্যাবশ্যক তাহাই সেই কার্যের কারণ, আর কারণ নিয়ম্য যে গুণ বা ক্রিয়া দ্বারা কার্য্যনিষ্পত্তি হয়, তাহার নাম ব্যাপার। এতদ্ভিন্ন—কারণের কারণ ও কারণের সহচর প্রভৃতি সকলেই অন্যথা সিদ্ধ। ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে দণ্ডের আয়োজন অত্যাবশ্যক, সুতরাং দণ্ড ঘটের কারণ। আর দণ্ড নিয়ম্য ঘূর্ণন ক্রিয়া দ্বারা দণ্ড ঘটের জনক, অতএব ঘূর্ণন ক্রিয়া কারণের ব্যাপার। এবং বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে বিদ্যা শিক্ষাকরা উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র সকল প্রকার সুখ শান্তি ও সুখ্যাতি লাভ হয় না, অতএব বিদ্যা শিক্ষা বা পরীক্ষোত্তীর্ণতা প্রযোজ্য একটা সংস্কার বা অদৃষ্ট স্বীকার্য্য। এখানে পরীক্ষোত্তীর্ণতা কারণ, আর সংস্কার বা অদৃষ্ট ব্যাপার। বৃক্ষচ্ছেদনার্থে কুঠারের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু কর্ম্মকারের আবশ্যকতা নাই, এবং কুঠারত্ব সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন করিতে হয় না, কুঠার সংগ্রহ করিলেই কুঠারত্বও সংগৃহীত হইয়া পড়ে, অতএব ছেদনের প্রতি কর্ম্মকার বা কুঠারত্ব কারণ নহে অন্যথা সিদ্ধ। (৮৯)

প্রশ্ন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যেমন অতিরিক্ত শক্তির সাধক কোন বলবৎ প্রমাণ নাই, সেই রূপ তাহার বাধক বলবৎ কোন প্রমাণ ও নাই, সুতরাং "অতিরিক্ত শক্তি আছে, কি, না? সন্দেহ" অবশ্যম্ভাবী।

যদি বল যে, "বলবৎ সাধকের অভাবই বাধক" তবে বল দেখি "বলবৎ বাধকের অভাবকে" সাধক বলিতে যাইলে বাধা দেওয়ার কি উপায় আছে?

উত্তর। অগ্নিপ্রভৃতিতে অতীন্দ্রিয় অতিরিক্ত এক একটা ধর্ম্ম থাকার প্রতি কোন সাধক নাই, সুতরাং সাধকাভাব দ্বারা অন্যত্র (আত্মাদিতে) প্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের অভাব সাধনে লাঘব। কিন্তু বাধকাভাব নিবন্ধন অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম ও তাহার ধ্বংস প্রাগভাবাদির কল্পনাই গৌরব। যাহার সাধক নাই তাহার সিদ্ধি হয় না, ফলে তাহার অভাবেরই সিদ্ধি হইয়া যায়। অন্যথা বাধক না থাকায় সর্ব্বত্র রাশি রাশি অতিরিক্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থ কল্পনা করিতে গেলেই বা কে বাধা দিতে পারিবে। (৯০)

মন্তব্য।

(৯০) শক্তি বাদী মীমাংসকের মত অতি দুরূহ ও বিস্তৃত। সকল কথা সরলভাবে বঙ্গভাষায় ব্যক্ত করা আয়াস সাধ্য, অথচ করিতে যাইলে গৌরব অপরিহার্য্য। এখানে অতি সংক্ষেপে যথাসম্ভব সরলভাবে কয়েকটা কথার আলোচনা করা হইল মাত্র। ইহা দ্বারা সকল বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

ইতি অনুমান চিন্তামণির শক্তিবাদ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

মুক্তিবাদ।

নির্ব্বাচিত অনুমানের সাধারণ প্রয়োজন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু তাহা পরম প্রয়োজন অপবর্গ, অর্থাৎ মুক্তি। (মুক্তি আছে কি না? এবং থাকিলেও তাহা কিরূপ, ইহা কেহ দেখিয়া আসেন নাই; অথচ মুক্ত পুরুষের ফিরিয়া আসা সম্ভবপরও নহে। শ্রুতি প্রমাণ আছে বটে, কিন্তু যাহাদের শ্রুতিতে তেমন আস্থা নাই তাহারা শ্রুতি দ্বারা নিঃসন্দেহ হইতে পারে না; অপিচ শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থ অনুমান দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইলে তাহার প্রতি প্রবৃত্তিও নিষ্পন্দ অর্থাৎ অবিচলিতরূপে হইয়া থাকে, সুতরাং সকলের পক্ষেই অনুমানে মুক্তির বিশেষ উপযোগিতা আছে। অতএব মুক্তি বস্তুটা কি? তাহার প্রতি প্রমাণ কি? কিরূপে বা তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে? তাহাতে অনুমানের কিরূপ উপযোগিতা আছে এবং কিরূপে বা মুক্তি লাভ হয় ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করা অত্যাবশ্যক।) যেহেতু "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ এই শ্রুতি মনন অর্থাৎ অনুমানকে দ্বারা করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকারে অমৃতত্ব বা অপবর্গের কারণতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম অপবর্গ, "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্ত শ্চরতি" এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। দুঃখের অত্যন্ত বিমুক্তি—আর কখনও দুঃখ না হওয়া, অর্থাৎ নিজের অধিকরণ স্থিত দুঃখের প্রাগভাবের অসমানাধিকরণ দুঃখের ধ্বংস। (৯১)

মন্তব্য।

(৯১) আমাদের যে দুঃখ ধ্বংস হইতেছে, তাহা দুঃখের প্রাগভাবের সমানাধিকরণ, যেহেতু—আমাদের ভাবি দুঃখ বহুতরই আছে। সুতরাং এই

প্রশ্ন। এই যে দুঃখ নিবৃত্তিকে অপবর্গ বলা হইল ইহা পুরুষার্থ (পুরুষের প্রযত্ন সাধ্য) হইবে কিরূপে? যেহেতু—অতীত দুঃখের ধ্বংস স্বতঃসিদ্ধ, অনাগত দুঃখের নাশ করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই, আর বর্ত্তমান দুঃখ পুরুষের প্রযত্ন বিনাও স্বোত্তর উৎপন্ন বিশেষ গুণ দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। (যোগ্য বিভুর বিশেষ গুণ-জ্ঞান, শব্দ প্রভৃতি নিজের পরে উৎপন্ন বিশেষ গুণ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়)। .

"যেমন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা দুঃখের হেতু পাপের নাশ হইলে কারণাভাব প্রযুক্তই দুঃখের উৎপত্তি হয় না, (গুরুতর অপরাধি ব্যক্তি ও স্থল বিশেষে ক্ষমা প্রার্থনাদি দ্বারা ভাবি দুঃখের হাত এড়াইতে পারে) সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখ হেতুর উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি আসিয়া পড়িবে,সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি পুরুষের প্রযত্ন সাধ্য হইবে"এই উক্তিও সমীচীন নহে ; কারণ, দুঃখের হেতুর উচ্ছেদ স্বতঃ পুরুষার্থ (অন্য প্রয়োজনের অনধীন পুরুষার্থ) নহে। সুখ ও দুঃখাভাবই স্বতঃ পুরুষার্থ বা স্বতঃ প্রয়োজন; (অন্য কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য যাহা করা হয় তাহা স্বতঃ প্রয়োজন নহে, যথা পাক করা, গৃহ নির্ম্মাণ করা ইত্যাদি। আহারের জন্য পাক, ও বাস করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। কিন্তু সুখ বা দুঃখাভাব অন্য কাহারও জন্য নহে, জগতে যত কিছু কর্ত্তব্য আছে সকলেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সুখ বা দুঃখাভাবের জন্য) যাহা স্বতঃ প্রয়োজনই নহে তাহা পরম প্রয়োজন হইবে কিরূপে? একথাও বলা যায় না যে "যেমন অনাগত দুঃখের অনুৎপাদ উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ প্রায়শ্চিত্তের দুঃখানুৎপাদই পুরুষার্থ, সেইরূপ প্রস্তাবিত স্থলেও দুঃখানুৎপাদই পুরুষার্থ। আর যদি বল যে—দুঃখানুৎপাদ প্রাগভাব, সুতরাং সাধ্য নহে, (প্রাগভাব অনাদি) তবে "যেমন অন্য কোন ফল না থাকায় গত্যন্তরাভাব প্রযুক্ত কণ্টক নাশের ন্যায় দুঃখের সাধন পাপের নাশই প্রায়শ্চিত্ত স্থলে দুঃখ সাধন নাশত্বরূপে স্বতঃ পুরুষার্থ, সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও দুঃখের হেতুর

মন্তব্য।

দুঃখ ধ্বংস আত্যন্তিক নহে। মুক্ত পুরুষের শেষ যে দুঃখ নিবৃত্তি তাহা আত্যন্তিক বটে, কারণ তাঁহার আর কখনও দুঃখ হইবে না। যেখানে যাহার উৎপত্তি হইবে না, সেখানে তাহার প্রাগভাব থাকে না। কাজেই তাহার চরম দুঃখ ধ্বংস দুঃখ প্রাগভাবের অসমানাধিকরণ হইয়াছে। (৯১)

উচ্ছেদই স্বতঃ পুরুষার্থরূপে বিবক্ষিত"। কারণ, এই দুই মতের কোন মতেই দুঃখ ধ্বংসকে পুরুষার্থত্ব রূপে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। (দুঃখের অনুৎপাদ ও দুঃখ সাধনের ধ্বংস যে পুরুষার্থ নহে ইহা পরে বলা যাইবে)।

উত্তর। অন্যান্য দুঃখ ধ্বংস প্রযত্ন সাধ্য নহে বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুঃখ ধ্বংস (আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি) মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ দ্বারা প্রযত্ন সাধ্য। কারণ,—তত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যাজ্ঞান থাকে না, মিথ্যা জ্ঞানের অভাবে বাসনার উৎপত্তি হয় না। বাসনার ব্যতিরেকে দোষের (রাগ, দ্বেষ ও মোহের) সম্ভব নাই, দোষের সহকারিতা ছাড়া কর্ম্ম (যাগ, দান ও হিংসাদি) ধর্ম্মাধর্ম্মের হেতু হয় না, ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে জন্ম হওয়া সম্ভবপর নহে, জন্ম না হইলে দুঃখ হইবে কাহার? (শরীর ব্যতিরেকে সুখ বা দুঃখ হয় না) সুতরাং তখন আর আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হওয়ার বাকী থাকে না। (যে শরীর অবচ্ছেদে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবে সেই শরীরাবচ্ছিন্ন যে চরম দুঃখনাশ তাহাই ফলে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়িবে।) ন্যায় দর্শনে বলা হইয়াছে—"দুঃখ- জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরা পায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" অর্থাৎ দুঃখাদির পর পরটির অপায় ক্রমে উৎপন্ন যে দুঃখের অপায় তাহার নাম অপবর্গ। এখানের প্রবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম।

প্রশ্ন। চরম দুঃখ (যে দুঃখের পরে সেই পুরুষের আর কদাপি দুঃখোৎপত্তি হইবে না) উৎপন্ন হইলে তাহার প্রত্যক্ষ করা মাত্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আর চরম দুঃখ উৎপন্ন না হইলে তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবে না, এঅবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানে চরম দুঃখ ধ্বংসের হেতুতা স্বীকারের প্রয়োজন কি?

উত্তর। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির প্রতি দুঃখের ন্যায় তত্ত্ব জ্ঞানের হেতুতা অঙ্গীকার না করিলে চলিবে না। কারণ,—দুঃখ ধ্বংসের প্রতি দুঃখ হেতু, আর তদীয় আত্যন্তিকত্বের (দুঃখের অধিকরণ বৃত্তি দুঃখ প্রাগভাবের অসামানাধিকরণ্যের) প্রতি তত্ত্বজ্ঞান হেতু। (তত্ত্বজ্ঞান না হইলে দুঃখ ধ্বংসের পরে আরও দুঃখ হইবে, কাজেই তাহাতে আত্যন্তিকত্ব থাকিবে না) সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির প্রতি উভয়ই সমকক্ষ কারণ। অতএবই তত্ত্বজ্ঞানী শুকদেবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমাদের ঘটে নাই। ফল কথা, তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত মিথ্যা জ্ঞানাদি কারণ পরম্পরার অধীন দুঃখ

চির দিনই লাগিয়া থাকিবে, দুঃখ ধ্বংসের চরমত্ব কিছুতেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে না।

যদি বল যে, 'আমাদের চরম দুঃখ অদ্যাপি উৎপন্ন হয় নাই বলিয়াই তাহার ধ্বংস হয় নাই, শুকদেবের চরম দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাই তাঁহার ধ্বংসও হইয়াছে"। তবে জিজ্ঞাসা করি "অনাদি সংসারে কত কোটি কোটি জীব আছে তন্মধ্যে শুকদেব নারদ প্রভৃতি কয় জনের চরম দুঃখ গজাইয়া উঠিল, আর কাহারও হইল না—" ইহার প্রতি কারণ কি? একথার উত্তরে যদি বল যে—যাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির কারণ কলাপ সংঘটিত হইয়াছে তাঁহাদেরই মুক্তি হইয়াছে, অন্যের হয় নাই। তবে চিন্তা করিয়া দেখ—তাঁহাদের কি কারণ ছিল, যাহা জনসাধারণের নাই। অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্বয় ব্যতিরেকানুবিধায়ী এমন কোন কারণ তাহাদের ছিল না, যাহা জনসাধারণের নাই। যাহাদের মুক্তি হইয়াছে, তাঁহাদেরই চরম দুঃখ ধ্বংস হইয়াছে; আর যাহাদের চরম দুঃখ ধ্বংস হইয়াছে তাঁহারাই মুক্ত; সুতরাং চরম দুঃখ ধ্বংস মুক্তি হউক, আর না হউক, (কেহ কেহ নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলেন, কিন্তু অনেকেই দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" শ্রুতি অনুসারে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকে মুক্তি বলিয়াছেন। ইহাদের মতে "আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চমোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং"ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত আনন্দপদ "ভারাপগমে সুখী সংবৃত্তের" ন্যায় দুঃখাভাবের বোধক) কিন্তু মুক্তির কারণ কলাপ উপস্থিত হইলেই যে চরম দুঃখের ধ্বংস উৎপন্ন হয়, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

প্রশ্ন। যদি চরম দুঃখ ধ্বংসই মুক্তি হয়, তবে তাহার সাধন কল্পে চরম দুঃখও সাধনীয় হইয়া পড়িল। ইহা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ, কারণ, কেহই দুঃখ চায় না।

উত্তর। বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ দুঃখ ও তৎসাধন উপাদেয় হইয়া থাকে; অন্যথা প্রাণ নাশক রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের অভিলাষে লোকে অতিতিক্ত ভেষজ পান ও অসহনীয় দুঃখদায়ক অস্ত্র চিকিৎসা করাইত না। অপিচ অনাগত বিষধরাদির নাশের অভিপ্রায়ে গৃহাদিতে অস্ত্র রাখার প্রবৃত্তির ন্যায় অনুপাদেয় দুঃখ নাশের উদ্দেশ্যে লোকের কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয় না।

প্রশ্ন। চরম দুঃখ ধ্বংস মুক্তি হইলে ও দুঃখ ধ্বংসত্ব রূপে পুরুষার্থ নহে। কারণ—অন্যান্য দুঃখ ধ্বংস অপ্রযত্ন সাধ্য, সুতরাং ইহাও অপ্রযত্ন সাধ্যই হইবে। অনায়াস সাধ্য কিছুই পুরুষার্থ নহে।

উত্তর। চরম দুঃখ ধ্বংস দুঃখধ্বংসত্বরূপে উদ্দেশ্য না হইলেও সমানাধিকরণ দুঃখ প্রাগভাবের অসহকৃত দুঃখ ধ্বংসত্ব রূপে উদ্দেশ্য হইতে পারিবে। ("যে দুঃখ ধ্বংসের পর আর কদাপি দুঃখ উৎপন্ন হইবেনা" এরূপ দুঃখ ধ্বংসে প্রেক্ষাশীল মাত্রেরই প্রবৃত্তি হইবে) সুতরাং দুঃখাসম্ভিন্ন সুখের (যে সুখ উৎপন্ন হইলে সেই শরীর অবচ্ছেদে আর দুঃখ উৎপন্ন হয় না সেই সুখের) ন্যায় পূর্ব্বোক্ত চরম দুঃখ ধ্বংসও পুরুষার্থ। এখন অন্যান্য মতের আলোচনা করা যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন,—দুঃখ ধ্বংসত্বই মোক্ষত্ব, তত্তৎ পুরুষের দুঃখ ধ্বংস রাশির সম্বলন দশায়ই মোক্ষত্ব ব্যবহার হয়। প্রত্যেক পুরুষের দুঃখধ্বংস অগণনীয় হইলেও অন্ধকারের ন্যায় (যেখানে জগতের যাবৎ তেজের অভাবের সম্বলন ঘটে সেখানেই অন্ধকার ব্যবহার হয়, অন্ধকার পদার্থটা তেজের অভাব বৈ কিছুই নহে। যেখানে কোটি কোটি তেজের অভাব আছে, একটি মাত্র মৃদু প্রদীপ থাকিলেও অন্ধকার তথা হইতে সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে, সুতরাং একত্বরূপে ব্যবহ্রিয়মাণ অন্ধকারকে জগতের যাবৎ তেজের অভাব স্বরূপই বলিতে হইবে) ব্যক্তি স্থানীয় অর্থাৎ একত্বরূপে ব্যবহার্য্য। দ্বিত্ব বুদ্ধি, ব্যপদেশ ও প্রবৃত্তি সম্বলন অবস্থাই হইয়া থাকে।

এই মত সমীচীন নহে। কারণ, মিলিত কোন পদার্থ সাধ্য হয় না। (বস্ত্র লেখনী, কালী প্রভৃতি মিলিত পদার্থ নিচয়, যে কোন জাতীয় কারণ কলাপ নিয়ম্য নহে।) যদি বল যে,—"মিলিত পদার্থ সাধ্য না হইলে ও মেলক সাধ্য হইবে" তবে জিজ্ঞাসা করি, ঐ মেলক মিলিতের অতিরিক্ত, কি না? যদি অতিরিক্ত না হয়, তবে অতি প্রসঙ্গ "অর্থাৎ মিলিত পদার্থ কাহারও সাধ্য হয় না, আর তাহার অভিন্ন মেলক সাধ্য হয়" এই একটা নূতন রকমের কথা হয়। আর যদি অতিরিক্ত হয়, তবে বলিতে হইবে—সেই মেলক জন্য, কি নিত্য? জন্য বলিবার উপায় নাই, কারণ,—ধ্বংসে জন্য কোন পদার্থ থাকে না। (দুঃখ ধ্বংস জন্য) আর যদি বল—"নিত্য" তবে তাহার পুরুষার্থত্ব অসম্ভব। (নিত্য কোন বস্তু পুরুষার্থ হয় না) তেজের অভাব নিচয়ে যে অন্ধকার ব্যবহার

হয় তাহা ক্ষতিকর নহে। কারণ, তাহা সাধ্য হয় না। পুরুষার্থ না হওয়ায়ই সংস্কারের অজনক ভোগের বিষয় (চরম দুঃখ ভোগের স্মৃতির সম্ভব নাই বলিয়াই তাহার ব্যাপার সংস্কার স্বীকার্য্য নহে) দুঃখের ধ্বংসকে, অথবা সংস্কারের অজনক অনুভবের ধ্বংসকে (চরম অনুভব প্রভব সংস্কার অঙ্গীকার নিষ্প্রয়োজন,) মুক্তি বলা যায় না। কারণ—এগুলি পুরুষ প্রযত্ন সাধ্য নহে, নিজের উত্তরোৎপন্ন গুণ অথবা অদৃষ্ট দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অন্য এক সম্প্রদায় বলেন—"দুঃখ প্রাগভাবের অসহকৃত দুঃখ সাধনের ধ্বংসই মোক্ষ" লৌকিক স্থলে সর্প ও কণ্টকাদির নাশ এবং বৈদিক প্রায়শ্চিত্তাদি প্রযুক্ত পাপ নাশ গত্যন্তরাভাব নিবন্ধন দুঃখ সাধন নাশত্বরূপে পুরুষার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং এখানেও দুঃখ সাধন ধ্বংসই পুরুষার্থ।

প্রশ্ন। "অহি, কণ্টক বা পাপ নষ্ট হউক, তাহা হইলে তজ্জন্য দুঃখ হইবে না" এরূপ অভিপ্রায়ে দুঃখের অনুৎপাদকে উদ্দেশ্য করিয়াই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং দুঃখানুৎপাদই প্রয়োজন, কিন্তু দুঃখসাধনের অভাব প্রয়োজন নহে, যেহেতু—দুঃখ সাধনের অভাব সুখ বা দুঃখাভাব নহে। বলা বাহুল্য—দুঃখাভাব ও সুখই স্বতঃ প্রয়োজন।

উত্তর। দুঃখের অনুৎপাদ প্রাগভাব, প্রাগভাব অনাদি, সুতরাং তাহার সাধ্যতা অসম্ভব। প্রাগভাবের পালন, অর্থাৎ তাহাকে বাচাইয়া রাখাকে (দুঃখ উৎপন্ন না হইলেই তাহার প্রাগভাব বাচিয়া থাকিবে।) ও সাধ্য বলা যায় না। কারণ—পালন বস্তুটা যদি প্রাগভাব স্বরূপ হয়, তবে তাহার অসাধ্যতা দোষেরই পরিহার হইবেনা। উত্তরকাল সম্বন্ধকে ও এক্ষেত্রে পালন বলিবার সুযোগ নাই, যেহেতু—অভাবে দুইটি ভিন্ন (অভাব ও অধিকরণ ভিন্ন) সম্বন্ধী স্বীকারের প্রমাণ ও প্রয়োজন নাই। কথিত সম্বন্ধী দ্বয়কে সাধ্য বলিয়াও লাভ নাই। কারণ—প্রাগভাব অনাদি, সুতরাং সাধ্য নহে, আর তাহার অধিকরণ কাল বা দেশ—অপ্রযত্ন সিদ্ধ। অপ্রযত্ন সিদ্ধ কোন পদার্থ সাধ্য হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সাধন ধ্বংসই সাধ্য।

প্রশ্ন। যেমন দুঃখকে দ্বেষ করা যায় বলিয়া তাহার অভাবে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ দুঃখ সাধনে ও দ্বেষ হয় বলিয়া তাহার অভাববিষয়ক ইচ্ছা হয়। সুতরাং এই ইচ্ছাদ্বারাই দুঃখ সাধনে প্রবৃত্তি হইবে।

উত্তর। যে পদার্থ বিষয়ক ইচ্ছায় যাহা সাধন করিবার জন্য যাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহা তাহারই প্রয়োজন, অতএব এখানে দুঃখ সাধনাভাবই প্রয়োজন, দুঃখ সাধন প্রয়োজন নহে।

প্রশ্ন। চিকীর্ষা (করিবার ইচ্ছা) প্রযুক্ত যত্নের প্রতি প্রয়োজন জ্ঞান অপেক্ষণীয়; কারণ—প্রয়োজনজ্ঞান না থাকিলে উপায় (পাকাদি) বিষয়ে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু দ্বেষ জন্য প্রযত্নের প্রতি প্রয়োজনজ্ঞান অপেক্ষণীয় নহে; সর্প, কণ্টক প্রভৃতি দ্বেষ্য পদার্থ সম্মুখীন হইলেই দ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়, ও তাহার প্ররোচনায়ই অহি কণ্টকাদির নাশানুকূল প্রযত্ন আসিয়া আবির্ভূত হয়। কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে দ্বেষ তাহার নিজের বিষয়কে নষ্ট করিবার যত্ন উৎপাদন করে, ইহা দ্বেষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অন্যথা প্রযত্নের দ্বৈবিধ্যাঙ্গীকারের (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুইটী প্রযত্ন স্বীকারের) কোন সার্থকতা থাকে না। অতএবই কোন ফলের জ্ঞান না থাকিলেও উৎকট ক্রোধান্ধ নির্ব্বোধদের আত্মঘাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। (সুতরাং দুঃখ নাশই প্রয়োজন।)

উত্তর। কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল দ্বেষ প্রযুক্ত হইয়া দুঃখ মাত্র ফলক কার্য্যে প্রেক্ষাবান্‌দের প্রযত্ন হয় না। ক্রোধান্ধ ব্যক্তিরা যে মরণাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে তাহাদের তাৎকালিক একটা ফল জ্ঞান থাকে। (ক্রোধান্ধ নির্ব্বোধেরা যে দুঃখের উৎপীড়নে মরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করে, অথবা সেই দুঃখ অপেক্ষা মরণকে সুখদায়ক মনে করে। চুরি প্রভৃতি কুকার্য্যে যে লোকের প্রবৃত্তি হয় তাহাতেও ফল জ্ঞানের ত্রুটি নাই।)

এইমতও সঙ্গত নহে। কারণ—"আমার দুঃখ না হউক" এইরূপ উদ্দেশ্য নিয়াই প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষমা প্রার্থনা, ও কণ্টক নাশাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং দুঃখানুৎপাদই প্রয়োজন। প্রাগভাবাত্মক দুঃখানুৎপাদ সাধ্য হইতে পারে না বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। কারণ, দুঃখের হেতুর অপসারণ দ্বারা প্রাগভাব ও কৃতি সাধ্য হইতে পারে। দুঃখের সাধন আসিয়া অগ্রসর হইলে, যদি যত্নপূর্ব্বক তাহার নাশ বা অপসারণ করা যায়, তবে দুঃখ প্রাগভাবের প্রসার বর্দ্ধিত হয়। এই নিয়মে দুঃখ সাধনকে যত দূরীভূত করা যায়, দুঃখ প্রাগভাবের প্রসার ক্রমশঃ ততই বাড়িতে থাকে।

(কিন্তু দুঃখ সাধনকে অপসারিত বা নষ্ট না করিলে প্রাগভাব থাকিবেনা, দুঃখ আসিয়া পড়িবে।) ইহা অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ। পটাদির যে অন্বয় ব্যতিরেক সাধ্যত্ব তাহাও এইরূপ, অর্থাৎ যত্ন করিলেই পটাদির উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না ; যাহা পূর্ব্বে ছিল না অগ্রিম ক্ষণে তাহার সত্তার নাম উৎপত্তি বলিলে অত্যন্ত গৌরব হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন। প্রযত্ন ব্যতিরেকে যাহার স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে না, তাহাই কৃতি সাধ্য ; প্রাগভাব বিনা যত্নেও প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে থাকে, সুতরাং প্রাগভাব কৃতি সাধ্য নহে।

উত্তর। যে প্রযত্ন দ্বারা পট নির্ম্মাণ করা হয় সেই প্রযত্ন নষ্ট হইয়া গেলেও বহুকাল পর্য্যন্ত পটের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন ভ্রান্তি প্রণোদিত। অতএবই যোগের (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির) ন্যায় ক্ষেমও (প্রাপ্তের রক্ষাও) ভাবিষ্যৎ অনিষ্টের অনুৎপাদক হইলে পরীক্ষকদের প্রবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে। (ইহা নিষেধাপূর্ব্ববাদে অনুসন্ধেয়।)

প্রশ্ন। প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য পাপ জন্য দুঃখের প্রাগভাব থাকিলে দুঃখোৎপত্তি একদিন অবশ্যই হইবে, যেহেতু—প্রতিযোগীর জনক অভাবই প্রাগভাব। এমন কোন প্রাগভাব নাই যাহা প্রতিযোগীর জনক হয় না। আর যদি প্রাগভাব না থাকে, তবে প্রাগভাব-রূপ কারণ না থাকায়ই দুঃখ হইবে না, সুতরাং প্রাগভাব থাকুক, আর না থাকুক, কোন অবস্থায়ই প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। অতএব বলিতে হইবে যে—দুঃখের সাধন পাপের নাশ দ্বারাই প্রাগভাব কৃতিসাধ্য। তাহা হইলে—দুঃখসাধনের (পাপের) নাশেই কৃতি সাধ্যত্বের পর্য্যবসান ঘটিল, সুতরাং দুঃখ সাধন ধ্বংসই পুরুষার্থ, দুঃখানুৎপাদার্থে অভিলষিত দুঃখসাধনের ধ্বংস পুরুষার্থ নহে। কাজেই এখানে প্রাগভাবের সত্ত্বাসত্ত্ব বিচারটা বায়স দন্তানুসন্ধানে পর্য্যবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। (যেমন বায়স চঞ্চুদ্বারা দাঁতের কাজ করিতে পারে বলিয়া তাহার দন্তানুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন ; সেইরূপ দুঃখের সাধন পাপের নাশেই দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, সুতরাং দুঃখের প্রাগভাব আছে কিনা ? একথার বিচারও নিষ্প্রয়োজন।) এক্ষেত্রে একথাও বলা যায় না যে—"তখন দুঃখের প্রাগভাব না থাকিলে প্রাগভাবের অসত্তায়ই পাপ দুঃখের জনক হইবে না, সুতরাং পাপ

নাশার্থে প্রবৃত্তি ও হইবে না; আর যদি প্রাগভাব থাকে, তবে পাপের সহকৃত প্রাগভাবের দুঃখোৎপাদকত্ব হেতুক কৃতপ্রায়শ্চিত্তের ও পাপ থাকিবে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নষ্ট হইবে না।” কারণ—“প্রাগভাব না থাকিলেও দুঃখ সাধন জাতীয় (পাপ) নাশই এক্ষেত্রে পুরুষার্থ। আর যদি প্রাগভাব থাকে, তবে পাপান্তরের সাহায্যেও দুঃখ জনক হইতে পারিবে। সুতরাং প্রাগভাব থাকুক, আর না থাকুক, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ নষ্ট হইবে” এই নিশ্চয় দ্বারা লোকের প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্তি হইবে।

উত্তর। পূর্ব্বোক্ত স্থলে যে দুঃখের প্রাগভাব আছে সেই প্রাগভাবই দুঃখানুৎপাদরূপে পুরুষার্থ। দুঃখের অনুৎপাদ পাপ নাশ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সাধ্য, সুতরাং প্রাগভাব থাকিলেও প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল হইবে না। “প্রাগভাব থাকিলে দুঃখ জন্মাইবে” একথা সত্য, কিন্তু পাপান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব। (কারণ সত্ত্বেও সহকারীর অভাবে কার্য্য হয় না) “যদি পাপান্তরের সাহায্যাভাব নিবন্ধনই প্রাগভাব কার্য্যজনক না হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন কি? পাপান্তরের অভাবেই প্রাগভাব দুঃখোৎপাদক হইবে না।” এরূপ আশঙ্কা করা যায় না; কারণ,—দুঃখানুৎপাদদ্বারা প্রায়শ্চিত্তের সফলত্ব ব্যবস্থাপিত হইবে। (কালীর অভাবে লিখা হয় না, এবং কলমের অভাবেও লিখা হয় না; যেখানে কালী ও কলম উভয়েরই অভাব আছে তথাকার লিখার অভাব কালীর অভাব প্রযুক্ত, অথচ কলমের অভাব প্রযুক্ত “কালীর অভাব প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যে কলমের অভাব প্রযুক্ত হইবে না; অথবা কলমের অভাব প্রযুক্ত হইলেই যে কালীর অভাব প্রযুক্ত হইবে না,” এমন নহে।) একথাও বলা যায় না যে, “দুঃখানুৎপাদের অন্য দুঃখানুৎপাদই ফল, সুতরাং দুঃখানুৎপাদ দ্বারাই প্রায়শ্চিত্তের সফলত্ব ব্যবস্থাপন বিধেয়, কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে দুঃখান্তরানুৎপাদ সম্ভাবনীয় নহে, অতএব প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল” কারণ,—স্বরূপসৎ অর্থাৎ পরমুখানপেক্ষী দুঃখানুৎপাদই এক্ষেত্রে পুরুষার্থ, (দুঃখান্তরানুৎপাদ দ্বারা নহে) দুঃখানুপাদ দ্বারা পুরুষার্থত্ব কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। অতএবই “এই পাপ (হিংসা জন্য পাপ) দ্বারা আমার দুঃখ না হউক” ইত্যাদি অভিপ্রায়ে বিদ্যমান পাপনাশ উদ্দেশ্যেই প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

অপর এক সম্প্রদায় বলেন, "প্রায়শ্চিত্ত করিলে দুঃখের প্রাগভাব থাকে না, থাকিলে প্রাগভাবের প্রতিযোগিনাশ্যত্ব নিবন্ধন প্রতিযোগীর উৎপত্তির আবশ্যকতা থাকায় মোক্ষের আশা মাত্রই থাকিবে না।" এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি প্রাগভাব না থাকে তবে পাপ থাকিলেও প্রাগভাব-রূপ কারণের অভাবেই দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, সুতরাং দুঃখমাত্র ফলক পাপের নাশার্থে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়া পড়িল, ও প্রায়শ্চিত্তের উপদেষ্টা আর্য্য মহর্ষিরা নিষ্ফল দুঃখময় কর্ম্মোপদেশকত্ব নিবন্ধন অনাপ্ত হইয়া প'ড়িলেন। এই আশঙ্কা সমীচীন নহে। কারণ—পাপের ধ্বংস উৎপাদন করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত সফল হইবে, এবং দুঃখ প্রাগভাবের নিশ্চয় না থাকিলেও নরক সাধন পাপের নিশ্চয় থাকায় পাপনাশ উদ্দেশ্যেই প্রেক্ষাবান্‌দের প্রবৃত্তি হইবে, সুতরাং নিষ্ফল দুঃখময় কর্ম্মোপদেশকত্ব প্রসক্তিও থাকিবে না।

এই মতও সুসঙ্গত নহে। কারণ,—দুঃখ সাধনের ধ্বংস স্বতঃ পুরুষার্থ নহে। প্রাগভাব থাকিলে পাপান্তরের সাহায্যে প্রতিযোগী জন্মাইয়া নষ্ট হইবে। অতএব বলিতে হইবে—"আমার দুঃখ না হউক" এইরূপ উদ্দেশ্য নিয়া দুঃখ সাধন ধ্বংসার্থে প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং দুঃখানুৎপাদই পুরুষার্থ, দুঃখ সাধন ধ্বংস পুরুষার্থ নহে। অপিচ দুঃখময় সংসারের বীজ-মিথ্যাজ্ঞানের নাশ ও মুক্তি নহে; কারণ—তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত হইলেই শরীরের ধর্ম্ম থাকা অবস্থায়ও মুক্তি হইতে পারে। এবং শরীর ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা ইহাদের নিদান ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশকেও মুক্তি বলা যায় না। কারণ,—প্রায়শ্চিত্ত এবং তত্ত্বাভ্যাসাদি সদনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ভোগ দ্বারাও কর্ম্ম নষ্ট হয়; যাহা ভোগ নাশ্য তাহা তত্ত্বজ্ঞান নাশ্য নহে; সুতরাং তাহা পুরুষার্থও নহে।

অন্য এক সম্প্রদায়ের মতে দুঃখের অত্যন্তাভাবই মুক্তি। যদিও পরকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব স্বতঃসিদ্ধ, আর স্বকীয় দুঃখের অভাব নিজের মধ্যে থাকে না, কিন্তু পটাদি অচেতন পদার্থে আছে, অথচ সাধনীয়ও নহে; তথাপি দুঃখের সাধনের ধ্বংসে যে দুঃখাত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ আছে তাহা সাধ্য হইতে পারিবে। "এরূপ হইলে আবশ্যক বিধায় দুঃখ সাধন ধ্বংসকেই মুক্তি বলা উচিত?" এই প্রশ্ন এখানে খাটে না, কারণ—দুঃখ সাধন ধ্বংস স্বতঃ পুরুষার্থ নহে। দুঃখাত্যন্তাভাব উদ্দেশ্য করিয়াই দুঃখ সাধন ধ্বংসে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" শ্রুতি দ্বারাও দুঃখাত্যন্তাভাবেই মুক্তিত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রশ্ন। যদি দুঃখ সাধন ধ্বংস পুরুষার্থ না হয়, অথচ অত্যন্তাভাবে সাধ্যতা না থাকে, তবে মুক্তি বস্তুটা কি ?

উত্তর। দুঃখাত্যন্তভাব পুরুষার্থ না হইলেও দুঃখ সাধন ধ্বংস বিশিষ্ট দুঃখাত্যন্তাভাব পুরুষার্থ, বিশেষণ সাধ্য হইলে বিশিষ্ট ও সাধনীয় হইয়া পড়ে। অহি, কণ্টক প্রভৃতির নাশেও অহিকণ্টকাদি প্রযুক্ত দুঃখের অত্যন্তাভাব উদ্দেশ্যে তৎসম্বন্ধত্ব রূপেই সাধ্যতা।

এই মতও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ—অধর্ম্মাদি দুঃখ সাধন ধ্বংস মুক্তি নির্ব্বাহক নহে" একথা বলা হইয়াছে।

এবং অনাগত স্বকীয় দুঃখাত্যন্তভাবকেও সাধ্য বলা যায় না ; যেহেতু—মুক্ত পুরুষের অনাগত স্বকীয় দুঃখ স্বীকার্য্য নহে, তাহা হইলে তাহার মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়িবে, ও অত্যন্তাভাব সম্বন্ধের বিরোধ ঘটিবে। (যে খানে প্রতিযোগী থাকে সেখানে অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধ থাকে না) উৎপন্ন তদীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব ও মুক্তি নহে, কারণ,—যেথানে যাহা থাকে, সেখানে তাহার অভাব থাকে না ; আর যখন প্রতিযোগী থাকে না, তখন অভাব স্বতঃই আবির্ভূত হয়। স্বকীয় অতীত দুঃখের ও পরকীয় দুঃখ মাত্রের অভাব স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং ইহাদের একটিও মুক্তি নহে।

অপিচ দুঃখ সাধন ধ্বংসে যে দুঃখাত্যন্তাভাবের একটা সম্বন্ধ আছে তৎপ্রতিও বলবৎ কোন প্রমাণ নাই। "দুঃখসাধন ধ্বংসে হরিদাসের দুঃখ নাই" এইরূপ বুদ্ধি বা ব্যবহারও তাহার প্রতি বিশেষ প্রমাণ নহে ; কারণ,—কথিত ব্যবহারে নিজের সমানাধিকরণ (দুঃখ সাধন পাপ নাশের সমানাধিকরণ) দুঃখের সমান কালীন দুঃখাভাব বিষয়কত্ব অঙ্গীকার করিলেই চলে এ অবস্থায় অতিরিক্ত সংসর্গ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

আর এক সম্প্রদায়ের মতে সর্ব্ব-দুঃখ প্রাগভাবের সংসর্গাভাব মুক্তি। এই সংসর্গাভাবে "দুঃখ সাধন ধ্বংসের অধিকরণ বৃত্তিত্ব বিশেষণ আছে, সুতরাং পটাদি অচেতন পদার্থের মুক্তত্ব প্রসক্তির অবসর নাই। বলাবাহুল্য—দুঃখের সাধনও ধর্ম্মের ধ্বংসের অধিকরণ পুরুষেই মুক্তত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন

যোগরূঢ় "পঙ্কজ" শব্দ, যোগ দ্বারা পঙ্কজাত অর্থেরও রূঢ়ি দ্বারা পদ্ম-অর্থের প্রতিপাদন ক্রমে জল পদ্মকেই বুঝায়; স্থলপদ্ম বা কুমুদের প্রতিপাদক হয় না। সেইরূপ এখানেও যোগার্থও রূঢ় অর্থের সমাবেশে পূর্বোক্ত বিশিষ্ট অর্থ লাভ হইয়াছে। এই মত শ্রদ্ধেয় নহে। কারণ প্রাগভাবের সংসর্গাভাব স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য (স্বতঃ প্রয়োজন) নহে। প্রত্যুত অত্যন্তাভাবের অসাধ্যতা নিবন্ধন ধ্বংসস্বরূপেই দুঃখ প্রাগভাবের সংসর্গাভাবকে গ্রহণ করিতে হইবে; দুঃখ প্রাগভাবের ধ্বংস "দুঃখ" হেয়, কাহারও উপাদেয় নহে। (মুক্তি উপাদেয়)।

প্রভাকর মতাবলম্বীরা বলেন—আত্যন্তিক দুঃখ প্রাগভাব মুক্তি। প্রাগভাব অনাদি সিদ্ধ পদার্থ, স্থল বিশেষে প্রযত্ন নিরপেক্ষ বটে, কিন্তু দুঃখের প্রাগভাব প্রতিযোগীর জনক অধর্মের নাশ দ্বারা কৃতি সাধ্য, সুতরাং পুরুষার্থ। প্রযত্নাধীন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অধর্মরাশির নাশ হইলে তাহার অগ্রিম সময়ে দুঃখ প্রাগভাবের স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর প্রযত্ন না করিলে অধর্ম দ্বারা দুঃখ আবির্ভূত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার প্রাগভাব থাকে না; অতএব প্রাগভাব ও ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় প্রযত্ন সাধ্য: "কল্যাণার্থীরা ভাবি অমঙ্গলের উপশম কামনায় অহি ও কণ্টকাদির অপসারণে যত্নবান্ হন, ও প্রায়শ্চিত্তাদিতে প্রবৃত্ত হন" বলিয়া নৈয়ায়িকেরাও প্রাগভাবের কৃতি সাধ্যতা ব্যবস্থাপন করিয়াছেন।

প্রশ্ন। প্রাগভাব অনাদি, তাহার উৎপত্তি নাই, সুতরাং বর্ণিত নিয়মানুসারে যুগপৎ অধর্ম নিচয় নাশেই কৃতি সাধ্যতা পর্য্যবসন্ন, অতএব যুগপৎ অধর্মনিচয় নাশকেই মুক্তি বলা উচিত।

উত্তর। অধর্মনাশ স্বতঃ প্রয়োজন নহে, দুঃখানুৎপাদের প্রযোজকত্ব নিবন্ধনই তাহার প্রয়োজনীয়তা। প্রাগভাব অসাধ্য হইলে প্রতিযোগীর অভ্যুদয় অনিবার্য্য, সুতরাং অধর্মনাশের প্রয়োজনীয়তা ও দুর্ঘট। অতএবই "দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" এই সূত্রে মিথ্যা জ্ঞানাদির অনুৎপত্তিতে দুঃখাদির অনুৎপত্তির হেতুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। (মিথ্যা জ্ঞান ব্যতিরেকে দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষ বা মোহ হয় না। দোষ না থাকিলে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্মাধর্ম উৎপন্ন হয় না। বলা বাহুল্য-রাগাদির সংকারিতা ছাড়া কর্ম পাপ বা পুণ্যের জনক হয় না। ধর্মাধর্মই জন্মের হেতু, জন্মের হানি দ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বা অপবর্গ লাভ হয়।)

এই মতও মনোরম নহে। কারণ, প্রাগভাব কৃতিসাধ্য হইলেও তাহার প্রতিযোগি জনকত্ব স্বভাবের অন্যথাভাব ঘটিবে না, সুতরাং মুক্ত পুরুষের দুঃখোৎপাদ প্রসঙ্গ সর্ব্বথা তিরোহিত হইবে না। যদি বল যে—শরীর, অধর্ম্ম প্রভৃতি সহকারীর অভাবেই দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, তবে ভাবিয়া দেখ তাহার প্রাগভাবত্ব থাকিবে কি না? অনাদি অবিনাশী অভাবের নাম অত্যন্তাভাব; সুতরাং অনুৎপাদশীল এই অভাব ও অবিনাশী হইলে অত্যন্তাভাবই হইল। একথাও বলা যায়না যে, "প্রতিযোগিনাশ্য অভাব জাতীয় অভাব বলিয়া ইহাতে প্রাগভাবত্ব ব্যবহার হয় মাত্র বস্তুতঃ এই অভাব নিত্য;" কারণ, নিত্য অভাব অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব নহে, সুতরাং নাশ্য জাতীয় নহে। এবং প্রতি যোগীর জনক অভাবে সাধ্যত্বও থাকে না। অপিচ প্রাগভাব মুক্তি হইলে তাহার সমানাধিকরণ ভাবি-দুঃখ থাকা আবশ্যক, এরূপ কোন প্রতিযোগী এক্ষেত্রে নাই, থাকিলে মুক্তির অবকাশ থাকে না। সমানাধিকরণ অতীত বা বর্ত্তমান দুঃখকে প্রতিযোগী বলিলেও চলিবে না। কারণ, যে প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে সে আর ইহ জগতে নাই। ব্যধিকরণ দুঃখকেও এই প্রাগভাবের প্রতিযোগী বলা যায় না; যেহেতু—এক পুরুষের দুঃখের অত্যন্তাভাব অন্য পুরুষে থাকে, কিন্তু প্রাগভাব ভাব থাকে না, প্রাগভাব প্রতিযোগীর সমান দেশেই থাকে। যাহা নিজের নহে, অথচ পরের ও নহে, এরূপ কোন দুঃখ ও নাই; সুতরাং এতাদৃশ নিত্য নিবৃত্ত পদার্থ উদ্দেশ্যে প্রেক্ষাবান্‌দের প্রবৃত্তি হয় না। অহি কণ্টক প্রভৃতির নাশ ও প্রায়শ্চিত্তাদি সাধ্য দুঃখের প্রাগভাবের এবং কলঞ্জ (বিষাক্ত বাণবিদ্ধ পশুর মাংস) ভক্ষণ প্রাগভাবের প্রতিযোগী ভাবি-দুঃখ ও কলঞ্জভক্ষণ তাহাদের নিজ নিজ অধিকরণেই প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং সেখানে অপ্রসিদ্ধি দোষের আশঙ্কা নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত চরম দুঃখ ধ্বংসই (সমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগভাবাসমানাধিকরণ দুঃখ ধ্বংসই) মুক্তি।

প্রশ্ন। এই যে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলা হইল, ইহার পুরুষার্থত্ব সর্ব্বথা অসম্ভব। কারণ,—বাসনার নাশ না হইলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু সেই বাসনা নাশের আশা আকাশ কুসুমের আশার ন্যায় দুরাশা মাত্র। জগতে এমন জীব নাই যাহার অন্তর হইতে সুখের আশা অন্তর্হিত হইতে পারে।

(সুখের বাসনা থাকিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু—সুখাভিলাষে কৃত কর্ম্মের বৈগুণ্য ঘটিলেই দুঃখ আসিয়া পড়ে) অতএব স্বতঃঅভীষ্ট সুখহানির আশঙ্কায় কেহই বাসনা নাশের পথে অগ্রসর হইবে না।

একথা বলা যায় না যে,—বহুতর দুঃখ সংশ্লিষ্টত্ব নিবন্ধন সুখও বিবেকীদের হেয়; কারণ,—সুখ স্বতন্ত্র ইচ্ছার (অন্য ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছার) বিষয়, সুতরাং কাহারও হেয় নহে, প্রতিকূল বেদনীয় বলিয়া দুঃখই হেয়। যদি দুঃখানমু বিদ্ধ সুখ মাত্রই পুরুষার্থ হয়, তবে অনেক সুখেরই পুরুষার্থত্ব হানি ঘটিবে; কারণ—প্রায় সকল সুখেই অল্পাধিক দুঃখ সংস্পর্শ আছে।

উত্তর। দুঃখভীরুরা সুখ উদ্দেশ্য না করিয়াও দুঃখ নিবৃত্তি কল্পে যত্ন করিয়া থাকেন, অতএব দুঃখাভাবকে স্বতন্ত্র পুরুষার্থ (অন্য পুরুষার্থের অনধীন পুরুষার্থ) বলিতে হইবে। দুঃখাভিভূত ব্যক্তি সুখাভিলাষে দুঃখাভাবে প্রবর্ত্তিত হন না, দুঃখাভাবই তাহার চরম লক্ষ্য।

যদি বল যে—সুখাভিলাষেই দুঃখাভাবে প্রবৃত্তি হয়, তবে দুঃখাভাবকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া সুখকে তাহার আনুষঙ্গিক ফল বলিতে যাইলে বাধা দেওয়ার কি আছে। ফলতঃ সুখ ও দুঃখাভাব উভয়ই স্বতঃ পুরুষার্থ। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তি উদ্দেশ্যক প্রবৃত্তির প্রতি সুখাভাব জ্ঞান (এই কাজ করিলে সুখ হইবে না, জ্ঞান) প্রতিবন্ধক নহে। অতএব যে সকল সুখমাত্র লিপ্সু অবিবেকী "যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি! শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাস্যতি, নীতানি নাশং জনকাত্মজার্থে দশাননে নাপি দশাননানি" ইত্যাদি ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া বহুতর দুঃখানুবিদ্ধ সুখাভিলাষে পরদারাদি গর্হিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়; আর যাহারা বলেন—"বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নচ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন" (ভক্ত সাধক রাম প্রসাদ বলিয়াছেন—"চিনি হওয়া ভাল নয় মা! চিনি খেতে ভালবাসি") তাঁহারা এই নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী নহেন। পরন্তু যে সকল বিবেকী মনে করেন "এই সংসার কান্তারে দুঃখ দুর্দ্দিন কত, তাহার সীমা সংখ্যা নাই, যে কয়টি সুখ খদ্যোত আছে দুঃখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর মাত্র সুখাভিলাষে কামিনী কাঞ্চনাদির অনুসরণ করা, নিদাঘ কালীন মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের তীব্ররশ্মির উৎপীড়নে ইতস্ততঃ ছায়ানুসন্ধিৎ-সুপুরুষের কুপিতফণি ফণামণ্ডল ছায়ানুসরণের ন্যায় আশুভাবি অসহনীয় দুঃখ প্রসূ। অতএব

সুখাভিলাষ ত্যাগ করাই শ্রেয়" তাহারা এই নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী। একথা বলা যায় না যে "এই নিয়মে ভোগার্থীদের অপ্রবৃত্তি ঘটিলে পুরুষার্থতার হানি হইবে"। কারণ, দুই চারি জনের অপ্রবৃত্তি হইলেও চিকিৎসাদির ন্যায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রবৃত্তি হইবে।

প্রশ্ন। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি অজ্ঞেয়, সুতরাং পুরুষার্থ নহে। কারণ, অজ্ঞেয় মূর্চ্ছাবস্থাদির লাভের অভিলাষে কোন সুধী ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয় না। পুরুষার্থত্বের প্রতি সুখের ন্যায় অন্যত্রও জ্ঞায়মানত্বই নিয়ামক, বলা বাহুল্য—মুক্তি বস্তুটা কি—তাহা কেহ জানিয়া আসে নাই।

উত্তর। "দুঃখাভাব কিরূপ? তাহা জানিব" এরূপ উদ্দেশ্য নিয়া কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু "দুঃখ আমার না হউক" এই উদ্দেশ্য নিয়াই প্রবৃত্তি হয়, অতএব দুঃখভাবই পুরুষার্থ। দুঃখাভাবের জ্ঞানের কারণ কলাপ থাকিলে জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান পুরুষার্থের উপযোগী নহে। অপিচ "আমি সুখী হইব" এই উদ্দেশ্য নিয়াই মানুষ কাজে প্রবর্ত্তিত হয়, "আমি সুখ জানিব" উদ্দেশ্যে নহে। অতএব সুখই পুরুষার্থ, সুখ জ্ঞান নহে; কারণ,—সুখের অভ্যুদয় ঘটিলে তাহার জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং সুখজ্ঞান অন্যথা সিদ্ধ। বিশেষতঃ সুখে পুরুষার্থত্ব অঙ্গীকার না করিয়া তদীয় জ্ঞানে পুরুষার্থত্ব কল্পনা করিতে যাইলে গৌরব অপরিহার্য্য। (প্রস্তাবিত স্থলেও দুঃখাভাবে পুরুষার্থত্ব অঙ্গীকার করাই লাঘব।) আরও একটা কথা এই যে—বহুতর দুঃখ জর্জ্জরিত কলেবর ব্যক্তি দুঃখ নিবৃত্তি উদ্দেশ্যে মরণের জন্যও প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু মরণ কি, তাহা জানে না; সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি অজ্ঞেয় হইলেও তদর্থে প্রবৃত্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। দুঃখের উৎপীড়নে মরণে প্রবর্ত্তমান পুরুষ বিবেকী না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, পুরুষার্থত্বের প্রতি বিবেকের উপযোগিতা নাই।

এই প্রশ্নের উত্তরে আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে যে,—চরমদুঃখের অনুভব অনাগত—দুঃখধ্বংসকেও অবগাহন করিতে পারে, (বর্ত্তমান পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানে ভাবি বা অতীত পদার্থও বিষয় হইতে পারে) কারণ, উদ্দীপ্ত বিদ্যুদ্দর্শন প্রভব জ্ঞান ভাবি বজ্রনিনাদকেও বিষয় করে। বস্তুতঃ চরম দুঃখ ধ্বংসের অব্যবহিত পরক্ষণেই তদ্বিষয়ক অনুভব উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান

সত্ত্বেও মুক্তি হইতে পারে ; কারণ, জ্ঞান মুক্তির পরিপন্থী নহে, মুক্তির প্রতি-কূল দুঃখ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—অনুমানের পরম প্রয়োজন মুক্তি; কিন্তু অনুমানে মুক্তির কিরূপ উপযোগিতা আছে, এপর্য্যন্ত তাহা বলা হয় নাই। কেবলমাত্র মুক্তি বস্তুটা কি ? এবং কিরূপে বা তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে, এই দুইটা কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে মুক্তির অনুমান করা যাইতেছে। (মুক্তি বস্তুটা কি, তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া আসেন নাই, বেদাদি শাস্ত্রও অনুমান দ্বারাই মুক্তির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা হইয়াছে ; কিন্তু যাহারা শাস্ত্র মানেন না তাহাদের প্রতি অনুমানই মুক্তির প্রতি একমাত্র প্রমাণ। অতএব মুক্তির অনুমান করা যাইতেছে।) অনুমান যথা—"দুঃখত্ব, নিজের অধিকরণের অসমান কালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি বৃত্তি, যেহেতু—কার্য্য মাত্র বৃত্তি, যথা সম্মুখস্থ প্রদীপত্ব। সম্মুখীন প্রদীপের শিখাগুলি প্রতিক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, ও ক্ষণে ক্ষণে এক একটি শিখা উৎপন্ন হইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল থাকিবে ও বাত্যাহত না হইবে ততক্ষণ কথিত নিয়মে প্রদীপ থাকিবে, পরন্তু তৈলাব-সানে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে। সম্মুখীন দীপ শিখা রাশিতে যে এতৎ প্রদীপত্ব আছে, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে তাহা আর থাকিবে না, সুতরাং প্রদীপত্ব নিজের (প্রদীপের) অধিকরণের অসমান কালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি বৃত্তি হওয়ায় সাধ্যাধিকরণ হইয়াছে। কার্য্য মাত্র বৃত্তিত্ব হেতুও প্রদীপত্বে আছে। কারণ, প্রদীপত্ব কোন নিত্য পদার্থে নাই। পক্ষীভূত দুঃখত্বও নিজের অধিকরণ দুঃখের অসমান কাল মহাপ্রলয় (মহাপ্রলয় কালে কাহারও দুঃখ থাকে না) বৃত্তি ধ্বংসের (দুঃখ ধ্বংসের) প্রতিযোগি বৃত্তি, ও কার্য্য মাত্র বৃত্তি হইয়াছে। (দুঃখত্ব কার্য্যেই থাকে, নিত্য কোন দুঃখ নাই) সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক তুল্যই হইয়াছে।

কোন কোন দার্শনিক মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না, তাহারা বলেন—সৃষ্টিপ্রবাহ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, ও চলিতে থাকিবে, ইহার একটা সর্ব্বপ্রথম বা চরম সমাপ্তি নাই। সুষুপ্তির ন্যায় মধ্যে মধ্যে এক একটি সৃষ্টির বিশ্রাম হয় বটে, কিন্তু সকল সৃষ্টির যুগপৎ বিশ্রাম ও নাই। ইহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য মাত্র বৃত্তিত্ব-হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, পটত্বাদিতে কার্য্য মাত্র বৃত্তিত্ব

হেতু আছে, কিন্তু নিজের আশ্রয় পটের অসমান কাল না থাকায় সাধ্য নাই। অতএব পক্ষ ও হেতু উভয়েরই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এখন পক্ষ হইবে-হরি দাসের দুঃখত্ব, আর হেতু হইবে সন্ততিত্ব। এক কালে উৎপন্ন কার্য্যদ্বয়ে অবৃত্তিও কার্য্যমাত্রে বৃত্তিধর্ম্মের নাম সন্ততি। দৃষ্টান্ত সন্মুখীন প্রদীপত্বের আশ্রয় দুইটি শিখা একদা উৎপন্ন হয় না, ও হরি দাসের দুইটি দুঃখ একদা উৎপন্ন হয় না। (জ্ঞানাদির যৌগপদ্য সিদ্ধান্ত সিদ্ধ নহে) অতএব হরি দাসের দুঃখত্বে সন্ততিত্ব হেতু দ্বারা স্বাশ্রয়ের অসমানকালীন ধ্বংসের প্রতি যোগি বৃত্তিত্ব সাধ্যের সিদ্ধি হইল। এই অনুমান দ্বারাই হরি দাসের মুক্তির অনুমিতি হইয়া গিয়াছে; কারণ, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তদীয় দুঃখত্বে স্বাশ্রয়ের অসমান কালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি বৃত্তিত্ব-সাধ্য থাকার সম্ভব নাই।

যদি বল যে—হরি দাসের সুষুপ্ত (গাঢ় নিদ্রা) অবস্থায় তদীয় দুঃখ না থাকায় সিদ্ধ সাধন দোষ হয়, তবে স্বাশ্রয়ের অসমান কালীন ধ্বংসের প্রতিযোগি মাত্র বৃত্তিত্বকে সাধ্য করিতে হইবে। এই অনুমানের সাধ্য-সুখত্বাদিতেও আছে, জন্য সুখাদি বিশেষগুণ নিচয়ের উচ্ছেদ না ঘটিলে মোক্ষ হয় না। এই অনুমানের প্রযোজক নাই বলিয়া আশঙ্কা করা যায় না, কারণ, সন্ততির উচ্ছেদ নিবন্ধন মূলের উচ্ছেদ অবিসম্বাদিত।

মুক্তির অনুমান করা হইল, এখন দেখা যাউক কি উপায়ে মুক্তিলাভ করা যায়।

আধ্যাত্ম বিদ্যার শ্রবণাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানালোকের অভ্যুদয় ঘটিলে সংসার নিদান মিথ্যাজ্ঞানের অবকাশ থাকে না। মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত হইলে তৎসমুত্থ রাগ দ্বেষ ও মোহের অভাবে কর্ম্মের ফল জনিকা শক্তির তিরোধান ঘটে; সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগের অবসানে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা যায়। "আত্মাজ্ঞাতব্যো ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। উল্লিখিত শ্রুতির অর্থবাদাংশ দ্বারা উপনীত ("আত্মাজ্ঞাতব্যঃ" অংশ—বিধি, আর "ন স পুনরাবর্ত্ততে অংশ" বিধি অর্থাৎ—বিধায়ক নহে, অর্থ বাদ) অপুনরাবৃত্তি অধিকারীর বিশেষণ, সুতরাং অর্থ হইবে "যিনি আত্মাকে জানেন, তাহার পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ পুনশ্চ শরীর গ্রহণ করিতে হয় না। এবং "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ" এই

উপক্রমে যে, "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি শ্রুতি" বলা হইয়াছে, তাহা ও শ্রবণাদি ক্রম প্রভব আত্মসাক্ষাৎ কারে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির হেতুতা প্রতিপাদক।

উদয়নাচার্য্য বলেন—"অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে নস্পৃশতঃ" এইশ্রুতি মুক্তির প্রতি প্রমাণ। মৃত্যুক্ষণে জীব অশরীর থাকে সেই অবস্থা তাহার মুক্তাবস্থা নহে, অতএবই লুপ্ত চেক্রীষিত (যুঙ) নিষ্পন্ন বাবসন্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদের আনুকূল্যে অর্থ হইবে—যিনি অশরীর অবস্থায় অনেক কাল অবস্থান করেন, তাঁহাকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করেনা।

প্রশ্ন। উল্লিখিত শ্রুতির "প্রিয়াপ্রিয়ে" পদ দ্বন্দ সমাস নিষ্পন্ন, সুতরাং মিলিত সুখ দুঃখের অভাবের বোধক। পুরুষে মিলিত সুখদুঃখাভাব নিত্য পুরুষত্বের ন্যায় চিরদিনই আছে। আর প্রত্যেকের অভাব বুঝাইতে গেলে, বাক্যভেদ অর্থাৎ দুইটি বাক্য হইয়া পড়িবে; এক বাক্যতার সম্ভব থাকিলে বাক্য ভেদ স্বীকার্য্য নহে। অতএব এই শ্রুতি মুক্তির প্রতি প্রমাণ নহে।

উত্তর। একটি মাত্র দ্বিত্বরূপে উপস্থিত পদার্থদ্বয়ের প্রত্যেকের নিষেধের সহিত অন্বয় হইলে বাক্যভেদ হয় না। পলাশখদির ছেদন করিতেছে-স্থলে দ্বিত্ব-রূপে উপস্থিত প্রত্যেকের ছেদনে অন্বয় হইলেও এক বাক্যতার ব্যাঘাত ঘটে না। অথচ মিলিত পলাশখদিরের ছেদন বুঝায় না; প্রত্যেকের ছেদনই বুঝায়।

অপিচ প্রিয়াপ্রিয় নামে জগতে কোন পদার্থ নাই, সুতরাং মিলিত নিষেধও মিলিত এক একটির অন্বয় দ্বারা, অথবা প্রত্যেকের অভাব দ্বারা করিতে হইবে। আত্মা এক অশরীর হইলে তাহাতে সুখ বা দুঃখের অন্বয়ের যোগ্যত্ব থাকে না, অতএব প্রত্যেকের অভাবই বুঝাইবে। (অন্যথা এই ব্যভিচারের দরুন মুক্তিই অপ্রসিদ্ধ লইয়া পড়িত।)

প্রশ্ন। এমন অনেক লোক আছে যাহাদের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের বীজ বপন করিলেও কোন ফলোদয় হয় না। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে—মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র নিতান্তই উষর, সুতরাং নিষ্ফল আশঙ্কায়ই মুক্তির জন্য লোকের প্রবৃত্তি হইবে না। বিশেষতঃ শম, দম ও ভোগাভিলাষের অভাব প্রভৃতি শ্রুতিসিদ্ধ মুক্তির চিহ্ন যাহাদের নাই, তাহাদের মুক্তি লাভের সন্দেহ মাত্রই নাই, এঅবস্থায় মুক্তির জন্য প্রযত্ন করা নিষ্ফল।

উত্তর। সাংসারিক মাত্রেরই মুক্তির যোগ্যতা আছে, কেবল শম দমাদি-শালিদেরই যে যোগ্যতা আছে এমন নহে। সামান্যরূপে যোগ্যতার বাধক থাকিলেই বিশেষরূপে যোগ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

অপিচ শ্রুতিতেও শমদমাদি তত্ত্ব জ্ঞানের সহকারি-রূপেই উক্ত হইয়াছে, মুক্তির যোগ্যত্বরূপে নহে। আর যদি যোগত্বরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি সংসারীদের সাধনীয়। যেহেতু—শম দমাদিও কার্য্য। কার্য্য মাত্রে সংসারিত্ব রূপে সকলেরই যোগ্যতা আছে, ইহাতে কোন বাধক নাই।

কেহ কেহ বলেন—"নিত্য সুখের সাক্ষাৎকারই মুক্তি," [ইহাদের মতে "অভয়দ অজর অমর ব্রহ্ম ক্ষেম প্রাপ্তি" অর্থাৎ জরা মরণ বিরহিত অনুকূল বেদনীয় পরম মহত্ত্ব কল্প (আত্মাতে পরম মহত্ত্বের ন্যায় নিত্য একটা সুখ আছে, বলিয়া ইহারা স্বীকার করেন।) নিত্য সুখের অভিব্যক্তির নাম মোক্ষ। বর্ণিত মোক্ষের আবির্ভাব ঘটিলে পুরুষ অত্যন্ত বিমুক্ত হন, তখন তাঁহার দুঃখাদি কিছুই থাকে না।]

এই মতও সুসঙ্গত কি না? ইহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কারণ,—বর্ণিত অভিব্যক্তি নিত্য হইলে মুক্তও সংসারী পুরুষে কোন প্রভেদ থাকে না। (নিত্য বস্তু সাংসারিকের প্রতি ও মুক্ত পুরুষের প্রতি একরূপ) উৎপত্তিশীল বলিলেও চলিবে না; কারণ—মুক্তাবস্থায় অভিব্যক্তির হেতু শরীরাদি নাই। কেবল সাংসারিক জ্ঞান ও সুখের প্রতিই যে শরীর কারণ, এমন নহে, শরীরে সুখ সামান্যের ও জ্ঞান সামান্যের কারণতার কোন বাধক নাই। অতএবই স্বর্গাদিতেও শরীর (চতুর্ভুজাদি শরীর) কল্পনা করা হইয়াছে। একথাও বিবেচ্য বটে যে, শরীরাদিতে হেতুতা স্বীকার না করিলে হেতু হইবে কি? আত্মমনঃসংযোগকে হেতু বলা যায় না; কারণ—অদৃষ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মমনঃ সংযোগ ফলোৎপাদক হয় না। বিষয় (নিত্য সুখ) সহকৃত আত্মমনঃ সংযোগকে হেতু বলিলে সংসারি অবস্থায়ও নিত্য সুখের অভিব্যক্তি হইতে পারে। যে হেতু,—আত্মা, মন, ও সুখ তিনটিই নিত্য। যোগজ ধর্ম্ম সহকৃত আত্মমনঃ সংযোগকে হেতু বলিলে অপবর্গও নিবৃত্তিশীল (বিনাশী) হইয়া পড়িবে; কারণ—যোগজ ধর্ম্ম উৎপত্তিশীল ভাব পদার্থ, সুতরাং তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেলে তাহার ফল থাকে না। যোগজ ধর্ম্ম জন্য অভিব্যক্তি ধারা

কল্পনা করিলেও কোন লাভ নাই। কারণ,—তাহাও পূর্ব্বোক্ত কারণেই অচিরস্থায়ী।

প্রশ্ন। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনাও মিথ্যা জ্ঞান অপসারিত হইলে রাগ, দ্বেষ ও মোহাত্মক দোষের সম্ভব থাকে না এবং দোষের সহকারিতা ব্যতীত কর্ম্ম ধর্ম্মা ধর্ম্মের জনক হয় না, সুতরাং ভোগাদি দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ের পরভাবি দুঃখ সাধন শরীরের নাশই নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারের হেতু, কথিত শরীর নাশ অনন্ত, (অবিনাশী) সুতরাং নিত্য সুখের অভিব্যক্তিও অনন্ত।

উত্তর। শরীর ব্যতিরেকে কোন সাক্ষাৎকারই হয় না, সুতরাং নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারের প্রতি শরীরের প্রতিবন্ধকতা বা শরীর নাশের হেতুতার কোন গ্রাহক নাই, এবং শরীরাদি ব্যতিরেকে আত্মার উপভোগের কোন প্রমাণ নাই। "মোক্ষার্থে লোকের প্রবৃত্তি হয় বলিয়াই যে শরীর নাশ হেতু হইবে" একথা বলা যায় না; কারণ, (আত্যন্তিক) দুঃখনিবৃত্তি উদ্দেশ্যে ও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। (৯২)

মন্তব্য।

(৯২) এই মত সম্বন্ধে আরও কতকটা আলোচনা করা যাইতেছে, যথা—মোক্ষাবস্থায় যে নিত্য সুখের অভিব্যক্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানগম্য নহে, অথচ এমন কোন আপ্ত শব্দও (শ্রুতি ও) নাই যে—যাহা দ্বারা ইহা অবশ্য অঙ্গীকার্য্য হইতে পারে। অপিচ এই অভিব্যক্তি বস্তুটা যে কি? ইহাও বিবেচ্য।

যদি বল—সংবেদন, (জ্ঞান) তবে বলিতে হইবে—এই সংবেদন নিত্য, কি অনিত্য, নিত্য হইলে পুত্র শোকাভিভূত পুরুষেরও সুখ সংবেদন হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ইহা নিতান্তই অনুভব বিরুদ্ধ।

বিশেষতঃ সুখ ও সুখ সংবেদন উভয়ই যদি নিত্য হয় তবে মোক্ষার্থে প্রয়াসই নিষ্ফল হইয়া পড়ে। (আত্মার সুখ ও সুখ সংবেদন নিত্য হইলে তাহা চিরদিনই আত্মাতে সমভাবে আছে ও থাকিবে, সুতরাং মোক্ষার্থীদের যোগাঙ্গাদির অনুষ্ঠানেরও শ্রুতির "যদাত্মানং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি এবং "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি উপদেশের কোন সার্থকতা রহিল না।)

মন্তব্য।

যদি বল যে সুখ নিত্য, আর তাহার সংবেদন অনিত্য, তবে বলিতে হইবে তাহার হেতু কি? যদি বল আত্ম মনঃ সংযোগ, তবে বলিতে হইবে—তাহার সহকারী কে? কারণ—আরব্ধব্য-কোন-দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্মের প্রতি সংযোগ নিরপেক্ষ কারণ হয় না; অর্থাৎ কারণান্তরের সাহায্য ব্যতীত ফল প্রসূ হয় না। যদি বল যে—নিত্য আত্ম মনঃ সংযোগ আত্মাতে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, ইহা সুখ মাত্র সাপেক্ষ হইয়াই সুখ সংবেদনের হেতু হয়, অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না। তবে ঐ আত্ম মনঃ সংযোগই রূপ রসাদি বিষয় মাত্র সাপেক্ষ হইয়া রূপ রসাদি সর্ব্ববিধ অনর্থাবগাহি-জ্ঞানের হেতু হউক? তাহা হইলে আত্মা চির দিনই বিবিধ অনর্থ ভোগী থাকিবেন, তাঁহার ভাগ্যে কৈবল্য লাভ ঘটিবে না। যদি বল যে—যোগ সমাধি প্রভব পুণ্যই আত্ম মনঃ সংযোগের সহকারী, তবে নিত্য সুখ সংবেদনের পরে প্রলয়ে পুণ্য নষ্ট হইয়া গেলে আর নিত্য সুখ সংবেদনের সম্ভব থাকিবেনা। [ফল উৎপাদন করিয়াই অদৃষ্ট (পাপ বা পুণ্য) নষ্ট হইয়া যায়। একথা অস্বীকার করিলে একবার শতাশ্বমেধ করিয়া যিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, কস্মিন্ কালে ও তাঁহার ইন্দ্রত্বের ব্যাঘাত ঘটিবে না; এবং যে ব্যক্তি একবার অপকার্য্য করিয়া নরকগামী হইয়াছে, কোন কালেও তাহার নরক ঘুচিবেনা। অপিচ একবার চুরি করিয়া যে ব্যক্তি সংবৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, সংবৎসর অতীত হইয়া গেলে ও তাহাকে তাহার সেই অবিনশ্বর অপরাধের ফলে বৎসরের পর বৎসর ক্রমে চিরকালের তরে কারাগারে থাকিতে হইবে।] সুখ সত্ত্বে ও প্রলয়ে তাহার সংবেদন না হইলে সুখের থাকা না থাকা উভয়ই সমান। অপিচ প্রলয়াবস্থায় সুখ না থাকার দরুন সুখ সংবেদন হয় না, অথবা সুখ সত্ত্বে হয় না, তাহার নির্দ্ধারণ করা ও অসম্ভব। (এক্ষেত্রে অনুমান দ্বারা ও সুখের অস্তিত্ব সংস্থাপন সম্ভব পর নহে।)

যোগ সমাধিজ ধর্ম্মের ক্ষয় হয় না বলিয়া ও অনুমান করা যায় না, (তাহা হইলে সুখ সংবেদন চিরস্থায়ী হইতে পারিত।) প্রত্যুত উৎপত্তিশীল ভাবপদার্থত্ব হেতু দ্বারা তাহার ক্ষয়েরই অনুমিতি হয়। যদি বল যে—এই যোগ সমাধিজ ধর্ম্ম নিত্য, তবে কথাটা নূতন হইয়া পড়িল: কারণ—যাহা নিত্য, তাহার যোগ সমাধিজ হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব।

মন্তব্য।

প্রশ্ন। প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান কারণ, অথচ মোক্ষাবস্থায় ইষ্ট লাভ হয় বলিয়াই শাস্ত্রে মোক্ষের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং এই ইষ্ট লাভের আশায়ই মুমুক্ষুদের প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে। যদি ইষ্ট লাভ না হয় (মুক্ত পুরুষের নিত্য সুখ লাভ না হয়।) তবে মোক্ষের উপদেশও মোক্ষার্থীদের প্রবৃত্তি উভয়ই অনর্থক হইয়া পড়িল।

উত্তর। অনিষ্ট হানির উদ্দেশ্যেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা বিনাশের অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে মোক্ষের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই উপদেশ অনুসারে মোক্ষার্থীদের প্রবৃত্তিও হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ এমন কোন ইষ্ট নাই, যাহা অনিষ্টসংশ্লিষ্ট নহে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট নিরাস করিতে চাইলে ইষ্টের আশা সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব অনিষ্ট হানি জ্ঞানই প্রধান প্রবর্ত্তক। অপিচ যদি প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত সর্ব্বানুভবসিদ্ধ অনিত্য সুখ ত্যাগ করিয়া নিত্য একটা সুখের কল্পনা করিতে পার, তবে—অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া মুক্ত পুরুষের নিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানেরও কল্পনা করিতে পার। যদি বল যে—দেহাদির নিত্যত্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ সুতরাং কল্পনার বিষয়ীভূত নহে। তবে আমরাও বলিব—সুখের নিত্যতা প্রমাণ বিরুদ্ধ সুতরাং নিত্য সুখের কল্পনা সম্ভবপর নহে।

প্রশ্ন। "মুক্তঃ সুখীভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিই মোক্ষাবস্থায় নিত্য সুখাভিব্যক্তির প্রতিপাদক সুতরাং মোক্ষাবস্থায় নিত্য সুখসংবেদন প্রমাণ শূন্য নহে।

উত্তর। উল্লিখিত শ্রুতিস্থ সুখ শব্দের অর্থ—"বর্ণিত আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি" মোক্ষ লাভ হইলে যে আর কখনও দুঃখ হয় না, ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ("আয়ুর্ঘৃতং" ইত্যাদি বহু শ্রুতিতেই লাক্ষণিক প্রয়োগ আছে।) লৌকিক ব্যবহারেও অসহনীয় বেদনাদির অবসানে সুখ শব্দের প্রয়োগ হয়। সুখ শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি-রূপ গৌণার্থ গ্রহণের প্রতি হেতু এই যে—"যদি নিত্য সুখ রাগে (বাসনায়) মোক্ষে প্রবর্ত্তিত হওয়া যায় তবে মোক্ষ লাভ অসম্ভব; কারণ—রাগের বশীভূত হইয়া যে কাজ করা যায়, তাহা

অপিচ নিত্যসুখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও বিশেষ প্রমাণ নাই। "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—"আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চমোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" ইত্যাদি শ্রুতি আছে বটে; কিন্তু আমি জানি, আমি সুখী ইত্যাদি প্রতীতি দ্বারা বিভিন্ন রূপে অনুভূয়মান-উপজনন অপায়শীল-জ্ঞানও সুখে নিত্য ব্রহ্মের অভিন্নতা পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ প্রতীতি দ্বারা বাধিত।

প্রশ্ন। শ্রুতি সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ, শ্রুতি দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণই তাহার বাধক হয় না। সুতরাং বর্ণিত শ্রুতি দ্বারা সুখে ব্রহ্মের অভেদ বোধ হওয়ায় আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত অনিত্য সুখাতিরিক্ত স্বর্গবৎ নিত্য সুখই শ্রুতি প্রতিপাদ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে,—"শ্রুতি নিত্য সুখের অভিধানানন্তর তাহাতে ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞাপন করিয়াছেন"। [এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেও এক বাক্যতার ব্যাঘাত ঘটিবে না, কারণ,—একটি মাত্র মুখ্য (জ্ঞাতব্য) ক্রিয়ায় অন্বয়ের পর্য্যবসান হইয়াছে।] সুতরাং শ্রুতিই নিত্য সুখের অস্তিত্ব বোধক প্রমাণ।

উত্তর। আত্মা সকলেরই অনুভূয়মান পদার্থ, ('আমি' জ্ঞান সকলেরই আছে, সকলেই আমি জানি, আমি সুখী ইত্যাদি অভিমান করে) যদি নিত্য সুখ

মন্তব্য।

বন্ধনেরই হেতু হয়, মুক্তির হেতু হয় না। (রাগ, দ্বেষ, ও মোহ ই বন্ধের হেতু।)

প্রশ্ন। একথার উপরেও প্রশ্ন হইতে পারে যে—দুঃখ নিবৃত্তি কল্পে ও লোক দুঃখকে দ্বেষ করিয়াই অগ্রসর হয়, সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও বন্ধন রহিয়া গেল, মুক্তি হইল না। (যেহেতু দ্বেষসমুত্থ কর্ম্ম বন্ধনেরই হেতু।)

উত্তর। দুঃখকে দ্বেষ করিয়া দুঃখ নিবৃত্তি কল্পে প্রবর্ত্তিত হইলে যে মুক্তি লাভ হয় না একথা সম্পূর্ণ সত্য। যাঁহারা কাহাকেও দ্বেষ না করিয়া এবং কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সমাধি ও ভগবদুপাসনাদিতে প্রবর্ত্তিত হন, কর্ম্মক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহারাই মুক্তিলাভ করেন। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেবচ পাণ্ডব। নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি"। এই ভগবদ্ বাক্য দ্বারা ও মুমুক্ষুরা যে রাগ বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুই করেন না তাহা স্পষ্টতঃই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৯২)

আত্মার অভিন্ন হইত, তবে প্রত্যক্ষ হইত ; (সুখ মাত্রই প্রত্যক্ষের বিষয়, প্রত্যক্ষের অবিষয় সুখ নাই) অথবা নিত্য সুখের সাক্ষাৎকার না হওয়ায় তদভিন্ন আত্মারও প্রত্যক্ষ হইত না। একথাও বলা যায় না যে, "আত্মার প্রত্যক্ষই তদভিন্ন নিত্য সুখের প্রত্যক্ষ, কেবলমাত্র সুখত্বের প্রত্যক্ষ হয় না" কারণ—যে সকল হেতুর সম্বলনে সুখের প্রত্যক্ষ হয়, সুখত্বের প্রত্যক্ষের প্রতিও সেগুলিই হেতু। সুতরাং সুখ প্রত্যক্ষকালে সুখত্বের প্রত্যক্ষ না হওয়া অসম্ভব।

অতএব বলিতে হইবে—শ্রুতিপ্রোক্ত "আনন্দ" পদটি মত্বর্থীয়-অচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন, তাহা হইলে অর্থ হইবে—আনন্দের আশ্রয় ; আনন্দাশ্রয়ের ব্রহ্মে অভেদান্বয়ের যোগ্যতা আছে। আনন্দ পদ সুখের বাচক হইলে নপুংসক লিঙ্গ না হইয়া পুংলিঙ্গ হইত।

"নিত্যং বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" শ্রুতির অর্থ—বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ ও আনন্দের আশ্রয়—ব্রহ্ম। আর আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ— আনন্দাশ্রয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ তাহা মুক্ত ; এই শ্রুতি মুক্ত জীবের নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারের প্রতিপাদক নহে। (৯৩)

মন্তব্য।

(৯৩) বস্তুতঃ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মাত্রই মোক্ষ নহে, কারণ—"নিত্যং বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষেপ্রতিষ্ঠিতং" "মুক্তঃ সুখীভবতি" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ সরল ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্মের (আত্মার) নিত্যসুখের অস্তিত্ব, ও মোক্ষাবস্থায় জীব যে সেই নিত্যসুখ প্রাপ্ত হন তাহা সম্যক্-রূপে অবগত হওয়া যায়। এই শ্রুতি প্রতিপাদ্য পরম মহত্ত্ব রূপ নিত্য আনন্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই স্বরূপ বা ধর্ম্ম। পরমাত্মা অদৃষ্টাদি মল দ্বারা কদাপি আচ্ছন্ন হন না, সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই আনন্দ আছেন "নিত্যং বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি ও তাহাই বলিয়াছেন ; আর জীবাত্মার আনন্দ নিত্য হইলে ও কালিমাচ্ছন্ন দর্পণের স্বচ্ছতার ন্যায় অদৃষ্টাদি মল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, সংসারিক অবস্থায় তাহার বিকাশ হয়না, অদৃষ্টাদি মল সর্ব্বতোভাবে অপনীত হইলে আপনা আপনি প্রকাশ পায়। (যেমন মেঘের প্রতিকূলতায় মানুষ মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তীগ্ম রশ্মি হইতে বঞ্চিত থাকে ও প্রতিকূল মেঘ অপসা-

মন্তব্য।

স্থিত হইলে অনায়াসেই তাহা প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ অদৃষ্ট মলের প্রতিকূলতায় জীবাত্মা স্বকীয় নিত্যানন্দ হইতে বঞ্চিত থাকেন ও অদৃষ্ট মলের অপসারণেই আনন্দ হন, ইহাতে অন্য কোন কারণ অপেক্ষণীয়-হয় না।) আনন্দ জীবের নিত্যধর্ম্ম হইলেই যে সাংসারিক অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়া যাইবে, অথবা আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে একথা বলা যায় না। কারণ—জীবের পরম মহত্বাদি গুণের ও প্রত্যক্ষ হয় না, এবং প্রকাশ পায় না। অতএবই শ্রুতি বলিয়াছেন "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এই শ্রুতির ব্রহ্ম পদ পরমাত্মার প্রতিপাদক নহে; কারণ—তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত, তাঁহার বন্ধ নাই, ও তাঁহার আনন্দ প্রকাশে কিছুই অপেক্ষণীয় হয়না। (এই শ্রুতিদ্বারা মোক্ষ অবস্থায় জীবের আনন্দ লাভ প্রতিপন্ন হইয়াছে।) সুতরাং বর্ণিত শ্রুতির ব্রহ্ম-পদ জীবাত্মারই বোধক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। (ন্যায় মতে জীব ব্যাপক পদার্থ, তাঁহাকে ও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।) শ্রুতির অর্থ "জীবের স্বরূপ আনন্দ সংসার দশায় প্রকাশ পায় না, তাহা মোক্ষাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত আছে (অথবা একথাও বলা যাইতে পারে যে—যেমন তন্তুরাশি ও সুবর্ণাদি তন্তুবায় ও স্বর্ণ কারাদি দ্বারা ব্যাপ্রিয়মাণ হইলে তত্রতত্রত্য অনাদি সিদ্ধ স্ব স্ব প্রাগভাবের তিরোধান ক্রমে পট মুকুটাদির আভির্ভাব হয়, ও সে গুলিতেই নিত্য সমবায় সম্বন্ধে নিত্য-পটত্ব মুকুটত্বাদি জাতি সম্বদ্ধ হয়, তাহাতে আর কারণান্তর অপেক্ষণীয় হয় না, সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবদুপাসনা প্রভৃতি দ্বারা অনাদি-অদৃষ্ট মলাদি দ্বারা কলুষিত জীবের কলুষরাশির তিরোধান ঘটিলে জীব নিষ্কলঙ্ক হন, এবং নিত্য সমবায় সম্বন্ধে তাহাতে নিত্যসুখ সুসম্বদ্ধ হয়; ইহাতে আরকোন কারণেরঅপেক্ষা থাকেনা।) এবং "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" শ্রুতিতে যে চরতি পদ আছে, তাহাদ্বারা ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির পর কালীন "চরণ" অর্থাৎ সুখ আস্বাদনকেই মুক্তি বলা হইয়াছে। দুঃখ ধ্বংস মাত্রকে বলা হয় নাই, তাহাহইলে চরতি পদ না দিলেও চলিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"সুখ মাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্য মতীন্দ্রিয়ং" অর্থ—আত্যন্তিক অর্থাৎ অন্তরহিত (নিত্য) যে—সুখ তাহা অতীন্দ্রিয়;

মন্তব্য।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হইলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য। এই ভগবদুক্তি দ্বারা ও নিত্য সুখের অস্তিত্ব ও তাহার জ্ঞান মাত্র গম্যত্ব স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইয়েছে। সুতরাং নিত্য সুখ নাই, বা তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব বলা যায় না।

বলিতে পার যে,জীবাত্মা বা পরমাত্মার যে নিত্য সুখ আছে,তাহা তো ন্যায়দর্শন কার বলেন নাই। তদুত্তরে আমরা বলিব যে - পরমাত্মার ছয়টি, ও জীবাত্মার চৌদ্দটি গুণ আছে বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহা বৈশেষিক দর্শনানুসারে ; ন্যায় দর্শনে "সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গং" বলা হইয়াছে, জীবাত্মার অন্যান্য গুণের কথা স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই। "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ" সূত্রে ন্যায় দর্শন কার ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই, এবং তাঁহার যে নিত্য সুখ নাই, এরূপ কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং জীবাত্মা বা পরমাত্মার নিত্যসুখ ন্যায় দর্শনকারের অনভিমত বলিয়া বুঝা যায়না।

বাস্তবিক শ্রুতি প্রামাণ্য প্রতিপাদন পরায়ণ পরমর্ষি অক্ষপাদের দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষত্বে অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে "দুঃখজন্ম প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" সূত্র না করিয়া "তদনন্তরাপায়োঽপবর্গঃ" বলিতেন; অর্থাৎ "দুঃখ" জন্ম প্রভৃতির পর পরটির অপায়ের পরে দুঃখের ধ্বংস হইলে অপবর্গের আবির্ভাব হয়" এরূপ ভাবের সূত্র না করিয়া "মিথ্যা জ্ঞানাদির অপায়ের পরকালীন দুঃখের ধ্বংসই অপবর্গ" এরূপ ভাবের সূত্র করিতেন। বলিতে পার "কেবল প্রমাণাদির তত্ত্ব জ্ঞান হইলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না,পরন্তু মিথ্যা জ্ঞানাদির নাশের অপেক্ষা করে, একথা জানাইবার জন্যই দ্বিতীয় সূত্র করা হইয়াছে।" তদুত্তরে আমরা বলিতেছি যে—এরূপ অভিপ্রায় থাকিলে—' সচ দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানা-মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ' এইরূপ তৎপদ ঘটিত পদ বিন্যাস ক্রমে (দ্বিতীয়) সূত্র করিতেন ; অপবর্গ পদ ঘটিত সূত্র করিতেন না। দিব্য দর্শি-মহর্ষিরাও প্রবীণ গ্রন্থকাররা একটি কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে যাইলে তৎপদ ঘটিত পদেরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এক-পদের পুনঃ প্রয়োগ বা একার্থ-

মন্তব্য।

পদদ্বয়ের প্রয়োগ করেন না। কারণ--তাহাতে অর্থবৈলক্ষণ্যের আশঙ্কা আছে, কিন্তু তৎপদে তাহা নাই।

অতএব বলিতে হইবে—প্রথম সূত্রের নিঃশ্রেয়স-পদ ও দ্বিতীয় সূত্রের অপবর্গ পদ একার্থক নহে। বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের প্রতি আরও একটা হেতু এই যে- "জল্প, বিতণ্ডা, ছল, জাতি, ও নিগ্রহ স্থানে মোক্ষের প্রতি (বিশেষ) উপযোগিতা নাই!" তত্ত্বাধ্যবসায় রক্ষার্থে অর্থাৎ নাস্তিকাদির কুতর্ক হইতে তত্ত্বজ্ঞানের বীজ রক্ষার্থে ন্যায় দর্শনে জল্পাদির অবতারণা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু মোক্ষার্থীরা নাস্তিকাদির সহিত কুতর্ক বা তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে চান না। সুতরাং প্রথম সূত্রের নিঃশ্রেয়স পদের অর্থ মুক্তিমাত্র নহে—ঐহিক ঐশ্বর্য্য লাভও পারত্রিক সদগতি—উভয়। যিনি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করেন, তাঁহার প্রতি তাহাই নিঃশ্রেয়স। [এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা মুক্তি অপেক্ষা সাংসারিক উন্নতিও প্রতিশোধ দেওয়া প্রভৃতিকে শ্রেয় মনে করেন। মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য-সমাধি অমাত্যাদিরও পুত্র কলত্রাদির উৎপীড়নে নিজ নিজ অসামান্য বৈভব হইতে বঞ্চিত হইয়া অরণ্যে গমন করতঃ একদা এক মেধস মহর্ষির মুখ-পদ্ম হইতে মহামায়ার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহামায়ার মহীময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক্রমে অর্চ্চনা করিলে মহামায়া আবির্ভূত হইয়া যখন বরদিতে চাহিলেন, তখন মহারাজ সুরথ চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী স্বয়ং ভগবতীকে সম্মুখে দেখিয়াও রাজ্য প্রার্থনা করিলেন, (অর্থাৎ ঐহিক ঐশ্বর্য্যও পূর্ব্বোক্ত লাঞ্ছনার প্রতিশোধ দিতে চাহিলেন।) আর মহাত্মা সমাধি পুত্র কলত্রাদিকে প্রতিশোধ দেওয়ার বা তাহাদিগকে পদানত করিয়া ঐহিক যে কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভের প্রার্থনা করিলেন না; প্রার্থনা করিলেন—"একমাত্র মুক্তির হেতুভূত জ্ঞানের" অতএব নিশ্রেয়স একটা অনুগত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।]

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যিনি যে দিগে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তাহার সেই দিগের পথই পরিষ্কার হয়। মহামুনি বাৎস্যায়ন ন্যায় দর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্ব্ব কর্ম্মণাং, আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা। তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং যথা

মন্তব্য।

বিদ্যাং বেদিতব্যং। ইহত্বধ্যাত্মবিদ্যায়ামাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমোঽপবর্গ প্রাপ্তিঃ। অর্থঃ—প্রমাণাদি পদার্থ দ্বারা বিভজ্যমান এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা প্রদীপের ন্যায় অন্যান্য সকল বিদ্যার প্রকাশক। অর্থাৎ এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা সম্যক্ অধিগত হইলে অন্যান্য বিদ্যা অনায়াসে বোধগম্য হয়। সুতরাং অন্যান্য বিদ্যায় যে সকল কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সে সকল কর্ম্মের উপায়; এবং সে সকল কর্ম্ম জন্য ধর্ম্মের আশ্রয়, এই আন্বীক্ষিকীবিদ্যা। যে হেতু—এই বিদ্যার আনুকূল্যে অন্যান্য বিদ্যা সম্যক্ অধিগত হইয়া তত্তৎ কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করা যায়, ও অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম লাভ করা যায়। প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি উদ্দেশসূত্রে যে বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রয়োজন। এই যে তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা, এবং তদীয় নিঃশ্রেয়স ও বিদ্যাভেদে বিভিন্ন; সকল বিদ্যায়ই এক একটা তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স আছে। বিদ্যা সাধারণতঃ চারি প্রকার; যথা—"আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোক সংস্থিতিহেতবঃ।" ত্রয়ী বিদ্যার (বেদের, স্মৃতিও পুরাণাদি বেদেরই অনুবাদ, সুতরাং সেগুলিও বর্ণিত ত্রয়ীর অন্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান—অগ্নিহোত্রাদিরসম্পাদক ঘৃতাদির বিশুদ্ধ উপায়ে সংগ্রহও বিশুদ্ধভাবে সেগুলির সংরক্ষণ প্রভৃতি, আর নিঃশ্রেয়স স্বর্গ প্রভৃতি। বার্ত্তা-বিদ্যার (কৃষি-বিদ্যাদির) তত্ত্বজ্ঞান—ভূম্যাদির উর্ব্বরত্বাদি জ্ঞান; আর তাহার নিঃশ্রেয়স শস্যাদির লাভ। দণ্ডনীতি বিদ্যার তত্ত্বজ্ঞান—সাম, দাম, ভেদ ও দণ্ডের যথা কালে যথা স্থানে যথা শক্তি প্রয়োগ; আর তাহার নিঃশ্রেয়স পৃথিবী বিজয় প্রভৃতি। এবং এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার (অধ্যাত্মবিদ্যার) তত্ত্বজ্ঞান—আত্মতত্ত্ববিবেক, আর তাহার নিঃশ্রেয়স অপবর্গ, অর্থাৎ মুক্তি। (এগুলি ভাষ্যে ও বার্ত্তিকে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে) (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আন্বীক্ষিক্যাত্মবিজ্ঞানং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রয়ীস্থিতৌ। অর্থানর্থৌচ বার্ত্তায়াং দণ্ডনীতৌ জয়াজয়ৌ।) এই অপবর্গ স্বরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যার ফল নিঃশ্রেয়সের কথাই দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে। (বর্ণিত ভাষ্যকারের উক্তিদ্বারাও প্রথম সূত্রের নিঃশ্রেয়স পদ যে মুক্তি মাত্রের প্রতিপাদক নহে তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে।)

মন্তব্য।

দ্বিতীয় সূত্রের অপবর্গ পদের অর্থ—মোক্ষ; মোক্ষের প্রতি আত্মা শরীর প্রভৃতির যথার্থ জ্ঞান বিশেষ কারণ। (সংশয়াদির জ্ঞানে বিশেষ উপ-যোগিতা নাই।) আত্মাদি অপবর্গান্ত প্রমেয় নিচয়ের দৃঢ় রূপে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যাজ্ঞানাদি দুঃখ পর্য্যন্ত প্রমেয় নিচয়ের যথাক্রমে নাশ হয়, ও মোক্ষ অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করা যায়। এই অভিপ্রায়েই আত্মাদির পৃথক্ ভাবে প্রমেয় (মোক্ষলাভ কল্পে প্রকৃষ্টরূপে অবশ্য জ্ঞেয়) সংজ্ঞা করা হইয়াছে। অন্যথা প্রথম সূত্রের প্রমেয় পদস্থলে (প্রমেয় পদ উঠাইয়া দিয়া) আত্মাদি অপবর্গান্ত পদ বসাইয়া দিয়া আত্ম শরীর ইত্যাদি প্রমেয় বিভাজক সূত্র-না করিলেও চলিত। বলা বাহুল্য পৃথক্ সূত্রকরা অপেক্ষা কৃত-সূত্রের কলেবর বৃদ্ধি করাই শ্রেয়। অতএব ন্যায়দর্শনকারের মতেও নিত্য সুখের সাক্ষাৎকারই মোক্ষ, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি মাত্র নহে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—"তদত্যন্ত—বিমোক্ষোঽপবর্গঃ"—সূত্রে ন্যায়দর্শনকার দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতে নিত্য সুখ সাক্ষাৎকার মোক্ষ নহে।

উত্তর। বর্ণিত সূত্রের তৎ পদ দুঃখ মাত্র প্রতিপাদক হইলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। কারণ—পূর্ব্বোক্ত "দুঃখ জন্ম ইত্যাদি" সূত্রেই দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিকে অপবর্গ বলা হইয়াছে। [আর যদি দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তির অধীন বা পরকালীন পদার্থ বিশেষকে (নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারকে) পূর্ব্ব সূত্রে অপবর্গ বলা হইয়া থাকে, তবে বিরোধ ঘটে।]

অতএব বলিতে হইবে—প্রস্তাবিত সূত্রের তৎ পদের অর্থ—জন্ম। (তাহা হইলে জন্মের অত্যন্ত নিবৃত্তিই অপবর্গ হইয়া পড়িল।) বস্তুতঃ জন্মের অত্যন্ত নিবৃত্তির মোক্ষত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি বা অন্য কোন প্রমাণ নাই। অতএব বলিতে হইবে—"জন্মের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলে মোক্ষের আবির্ভাব হয়" ইহাই—"তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গঃ"—সূত্রের অর্থ। সুতরাং নিত্যসুখ সাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলিলেও কোন অসামঞ্জস্য ঘটিল না। পূর্ব্বোক্ত তৎপদের "জন্ম" অর্থ গ্রহণের প্রতি হেতু এই যে—"তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গঃ" সূত্রের পূর্ব্বসূত্র "বাধনা

মন্তব্য।

লক্ষণং দুঃখং"। যদি বাধনা ই (প্রতিকূল বেদনীয়ই) দুঃখত্বে অভিপ্রেত হইত, তবে—"লক্ষণ" পদ না দিয়া "বাধনা দুঃখং"—(প্রতিকূলবেদনীয়ের নাম দুঃখ) সূত্র করিলেই চলিত। "লক্ষণ" পদ ঘটিত সূত্র করায় অর্থ হইয়াছে—"বাধনা-পীড়া-তাপ, লক্ষণ (স্বরূপ) যাহার-যে জন্মের, তাহাই দুঃখ"। (জন্ম হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী' এজন্যই জন্মকে দুঃখ বলা হইয়াছে।) সুতরাং তৎপরবর্ত্তী "তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গঃ" সূত্রের "তাহার-জন্মের, অত্যন্ত বিমুক্তি অপবর্গ, অর্থাৎ জন্মের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটিলেই মোক্ষের আবির্ভাব হয়।" এরূপ অর্থই করিতে হইবে। বলা আবশ্যক যে—মুক্তির কারণ কলাপ উপস্থিত না হইলে মৃত্যুর পর জন্ম অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু—"জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্মমৃতস্যচ" এবং "তৎক্ষণাদেব গৃহ্ণাতি শরীরমাতিবাহিকং" ইত্যাদি বহু শাস্ত্রেই মুক্তির অনধিকারী মাত্রের পুনর্জ্জন্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার—"বাধনালক্ষনং দুঃখং"—সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন-"বাধনা পীড়া তাপ ইতি, তয়া অনুবিদ্ধং অনুষক্তং অনির্ভাগেন বর্ত্তমানং দুঃখ যোগাদ্দুঃখমিতি। সোঽয়ং সর্ব্বং দুঃখেনানুবিদ্ধং বুহন্তমিতি পশ্যন্ দুঃখং জিহাসু-র্জ্জন্মনি দুঃখদর্শী নির্ব্বিদ্যতে, নির্ব্বিন্নো বিরজ্যতে, বিরক্তো বিমুচ্যতে"। আর "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"তেন দুঃখেন—জন্মনা, অত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গঃ" অর্থাৎ যখন জন্মদ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিমুক্তি লাভ করা যায়, তখনই অপবর্গের আবির্ভাব হয়। অতএব ভাষ্যকারের মতেও পূর্ব্ব সূত্রের দুঃখ পদের অর্থ—জন্ম, আর "তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গ" সূত্রের অর্থ—"দুঃখের হেতু জন্মের নাশ (হইলে) অপবর্গ। (দুঃখের নাশ নহে)।"

এই মীমাংসার উপরে প্রশ্ন হইতে পারে যে—নিত্য সুখ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইলেও জীবের তাহা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। কারণ—অশরীর জীবের সাক্ষাৎকারের হেতু ইন্দ্রিয়াদি নাই।

উত্তর। যেমন মানুষাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি রবি কিরণাদি কারণ; কিন্তু উলূকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিবন্ধক, উপরন্তু রবি কিরণাদির অভাবই কারণ; সেইরূপ অনিত্য সুখাদির প্রত্যক্ষের কারণ-শরীরাদি নিত্যসুখের সাক্ষাৎ-কারের প্রতিবন্ধক, আর শরীরাদির অভাব কারণ। ফলানুসারেই কার্য্য

বৈদান্তিকেরা বলেন, ব্রহ্মের অদ্বৈত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়, আর তাহার ফলে বিজ্ঞান সুখাত্মক কেবল আত্মার অপবর্গ অবস্থার আবির্ভাব হয়।

এই মতেও আস্থা স্থাপন করা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, সুখাত্মক নিত্য ও মুক্ত, যদি জীব মুক্তাবস্থায় সেইরূপ হয়েন তবে, মুক্ত (ব্রহ্ম) ও সংসারীর কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না। অপিচ পুরুষের প্রযত্ন বিনাও নিত্য মুক্ত

মন্তব্য।

কারণভাবাদি কল্পনীয় হইয়া থাকে, সুতরাং এরূপ কার্য্য কারণ ভাব কল্পনা অসঙ্গত নহে। বলা বাহুল্য—জীবের নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারের প্রতি "মুক্তঃ সুখীভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি, ও "সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং" ইত্যাদি ভগবদুক্তিই প্রমাণ রূপে দণ্ডায়মান আছে।

ন্যায় দর্শনের মতে যে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি মাত্র মোক্ষ নহে —তৎসম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থকারদের অভিমত আছে; যথা ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ে "বরং বৃন্দাবনে বাসঃ শৃগালৈশ্চ সাহোষিতং নচবৈশেষিকীং মুক্তিং গৌতমো গন্ত মিচ্ছতি।" সর্ব্ব দর্শন সিদ্ধান্ত সংগ্রহে "নিত্যানন্দানুভূতিঃ স্যান্মোক্ষেতু বিষয়াদৃতে ইত্যাদি"। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৈশেষিক দর্শনের মুক্তিও ন্যায় দর্শনের অভিমত মুক্তির বৈষম্য কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"অত্যন্ত নাশে গুণ সঙ্গতে র্যা স্থিতি-র্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে। মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসংবিৎ সহিতাবিমুক্তিঃ।"

গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলিয়াছেন, তাহা কেবল বৈশেষিক দর্শনের সহিত একবাক্যতা রক্ষার্থে। অতএব এই মুক্তি-বাদেই গঙ্গেশ বলিয়াছেন—"মুক্তৌ স-ধ্বংসোহন্ত্যেব তস্মিন্ সতি মুক্তিরন্যো-বেতি স মুক্ত্যুৎপাদকোৎপাদ্য ইতি সর্ব্বাভ্যুপগতং মুক্তিঃ"। অন্যাবা" অর্থাৎ মুক্তি অবস্থায় চরম দুঃখ ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ও চরম দুঃখ ধ্বংস উৎপন্ন হইলেই মুক্তি লাভ হয়, চরমদুঃখ ধ্বংস যে মুক্তির উৎপাদকদ্বারা উৎপন্ন হয়,ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। মুক্তি চরম দুঃখধ্বংস অথবা অন্যও হইতে পারে। এই—"অন্যাবা" উক্তি দ্বারা গঙ্গেশের মতে চরমদুঃখ ধ্বংস যে মুক্তি নহে, তাহা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে। (৯৩)

ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সত্তা আছে এঅবস্থায় তাঁহার পুরুষার্থত্বও অসম্ভব। "অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য পুরুষ প্রযত্নের আবশ্যক" একথা বলিলেও চলিবে না। কারণ, অবিদ্যা মিথ্যা জ্ঞানই হউক, আর অর্থান্তরই হউক, সুখ, দুঃখাভাব বা ইহাদের সাধন নহে, সুতরাং পুরুষার্থ নহে। বলা বাহুল্য—সুখ, দুঃখাভাব ও তৎসাধন ভিন্ন অন্য কিছুই স্বতঃ পুরুষার্থ নহে।

ত্রিদণ্ডিদের মতে আনন্দময় পরমাত্মায় জীবাত্মার লয়ের নাম মোক্ষ। লিঙ্গ শরীরাপগমের নাম লয়; লিঙ্গশরীর বলিতে—সূক্ষ্ম মাত্রায় সম্মিলিত ভাবে সুখ দুঃখের অবচ্ছেদক রূপে জীবাত্মায় অবস্থিত একাদশ ইন্দ্রিয়ও পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) বুঝায়।

এই মতও বিবেচ্য; কারণ লিঙ্গশরীরের নাশ দুঃখ সাধনের অভাব, (দুঃখাভাব নহে) সুতরাং স্বতঃ পুরুষার্থ নহে। উপাধি শরীর (লিঙ্গশরীর) নাশ নিবন্ধন ঔপাধিক জীবের নাশকে ও লয় বলাযায় না। যেহেতু—জীবের নাশ জীবের পুরুষার্থ হইতে পারেনা, (কোন প্রেক্ষাবান্ই নিজে মরিতে চান না) এবং নিত্য ব্রহ্মের অভিন্ন জীবের নাশ হওয়াও সম্ভবপর নহে। একথা ও বলা যায়না যে—অবস্থা ভেদে ব্রহ্মে জীবের ভেদ অভেদ উভয়ই থাকে; কারণ,ভেদ্ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, সুতরাং একত্র উভয়ের-সমাবেশ সম্ভাবনীয় নহে।

অনুপপ্লব (উপদ্রব রহিত) চিত্তসন্ততিকে (চিত্তের পরিণাম রাশিকে) মুক্তি বলা ও সঙ্গত নহে। কারণ আবশ্যক বিধায় উপপ্লবের অভাবকে, অথবা দুঃখাভাবকে পুরুষার্থ বলিতে হইবে, এ অবস্থায় চিত্তসন্ততিকে পুরুষার্থ বলা বিধেয় নহে। আর ও একটা কথা এই যে, মুক্তাবস্থায় শরীরাদি কারণ না থাকায় চিত্তসন্ততিরই সম্ভব নাই। চিত্তসন্ততির বা জ্ঞানাদির প্রতি যে কেবল চিত্ত মাত্রই কারণ, এমন নহে, তাহা হইলে-শরীরাদির কোন প্রয়োজন থাকিত না। দুঃখ-হেতুত্বে আত্মার হানিকেও মুক্তি বলা যায় না; কারণ-সুখ ও দুঃখাভাবাতিরিক্ত কিছুই স্বতঃ প্রয়োজন নহে। অপিচ আত্মহানি শব্দ যদি জ্ঞানের হানির প্রতিপাদক হয়, তবে যোগাঙ্গাদির অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন থাকে না। কারণ, জ্ঞানের হানি প্রযত্নসাধ্য নহে, এতদতিরিক্ত আত্মহানির নির্ব্বচন করা ও সম্ভবপর নহে; যেহেতু—আত্মা অনাদি ভাবপদার্থ অনাদি ভাব মাত্রই অবিনাশী।

· কেহ কেহ বলেন—যোগর্দ্ধি (তপস্যার সমৃদ্ধি) নিষ্পাদ্য নিরতিশয় আনন্দময় জীবন্মুক্তি উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে, কারণ বশে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমমুক্তি স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হয়। এইমত ও সমীচীন নহে, কারণ, তাহা হইলে পরম-মুক্তির পুরুষার্থত্ব থাকে না। (যাহার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া যায়, তাহাই পুরুষার্থ) বিশেষতঃ বিষয় বিরক্ত পুরুষই মুক্তির অধিকারী, সুতরাং বিষয় বিরাগীদের নিরতিশয় আনন্দ উদ্দেশ্যক প্রবৃত্তিই সম্ভাবনীয় নহে, কাজেই এইমত শ্রদ্ধেয় নহে।

মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল, এখন দেখা যাউক—কোন কোন আশ্রমিক লোক এই মুক্তির অধিকারী।

আশ্রম চতুষ্টয় উপক্রমে শ্রুতি বলিয়াছেন "স ব্রহ্ম সংস্থোঽমৃতত্বমেতি" সুতরাং মোক্ষে সকল আশ্রমীরই অধিকার আছে। এই শ্রুতির সঙ্কোচের কোন হেতু নাই, আকাঙ্ক্ষার বৈলক্ষণ্য না থাকিলে আনন্তর্য্য প্রযোজক হয় না। (গার্হস্থ্যাদি সন্ন্যাস পর্য্যন্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের বর্ণনার পরে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বলা হইয়াছে, আনন্তর্য্য মাত্র সঙ্কোচের হেতু হইলে কেবল মাত্র সন্ন্যাসীর অধিকার প্রতিপন্ন হইত, বস্তুতঃ অন্য কোন হেতু না থাকিলে আনন্তর্য্য সঙ্কোচের হেতু হয় না।)

প্রশ্ন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে—"মোক্ষাশ্রমশ্চতুর্থোবৈ যোভিক্ষোঃ পরি কীর্ত্তিতঃ" এই বচন দ্বারা সন্ন্যাসীকেই মোক্ষের অধিকারী বলা হইয়াছে, সুতরাং অন্যান্য আশ্রমী মুক্তির অধিকারী নহে।

উত্তর। এই বচনদ্বারা সন্ন্যাসী মাত্রের মোক্ষে অধিকার বা গৃহস্থাদির অনধিকার বুঝায় নাই। "গৃহস্থাশ্রমীর পুত্র দারাদি সংসর্গ নিবন্ধন মোক্ষ পথে অগ্রসর হওয়ার অনেক বাধা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর তাদৃশ কোন বাধা নাই, সুতরাং মুক্তি তাহাদের পক্ষে সুলভ" পূর্ব্বোক্ত বচনের ইহাই তাৎপর্য্য; অন্যথা তত্ত্ব জ্ঞান নিষ্ঠ গৃহস্থের মুক্তি বোধক শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। অতএবই "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ" এই শ্রুতি মোক্ষ উপক্রম করিয়া "শ্রুতি বাক্য নিচয় দ্বারা শরীরাদি ভিন্ন আত্মার অবধারণ ক্রমে শাস্ত্রানুসারে পদার্থ নির্ব্বচন পূর্ব্বক শাস্ত্র বোধিত উপপত্তি দ্বারা আত্মার স্থিরীকরণ রূপ মননের বিধান করিয়াছেন। (আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। ইতি মনুসংহিতা)

প্রশ্ন। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ "নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" "যদাত্মানং বিজানীয়াৎ অহমস্মীতি পূরুষঃ" "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইত্যাদি বিবিধ শ্রুতি জন্য তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই সাক্ষাৎ কারাত্মক সবাসন (বাসনার সহিত বর্ত্তমান) মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাইবে, সুতরাং মননও নিদিধ্যাসনাদির উপদেশ ও অনুষ্ঠান অনাবশ্যক।

উত্তর। প্রতিকূল যথার্থ বা অযথার্থ জ্ঞান মাত্র দ্বারা অযথার্থ বা যথার্থ ধীপ্রভব দৃঢ়তর সংস্কারের তিরোধান ঘটে না। তাহা হইলে—দিগ্‌ভ্রম দ্বারাও পূর্ব্বোৎপন্ন দৃঢ়ীভূত সংস্কার তিরোহিত হইয়া যাইত। বস্তুতঃ তাহা হয় না। (উৎকট দিগ্‌ভ্রম ঘটিলে দক্ষিণ বা উত্তর দিগে সূর্য্যোদয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাদ্বারা পূর্ব্বদিগে সূর্য্যোদয়ের চিরসঞ্চিত সংস্কার নষ্ট হয় না।) অতএব "শ্রুতি স্মৃতি উপদিষ্ট যোগ বিধি অনুসারে চিরনিরন্তরানুষ্ঠিত সাদর নিদিধ্যাসন সমুত্থ যোগজ ধর্ম্মের ফলে উৎপন্ন সংসার নিদান (হেতু) সবাসন মিথ্যা জ্ঞানাপনোদন সমর্থ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ হইলে রাগ, দ্বেষ মোহাত্মক দোষের অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি না হওয়ায় ভোগাদি দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গেলেই অপবর্গ লাভ হয়" শ্রুতির উপদেশ মাত্রই তাহা হয় না। কারণ,—উপদেশ দ্বারা শরীরাদি ভিন্ন আত্মার অবগতি হইলেও শঙ্কস্থক (শঙ্কাযুক্ত) পুরুষের অশ্রদ্ধারূপ ক্ষালন হইবে না, সুতরাং মনন (অনুমান) আবশ্যক। "মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ"—শ্রুতি দ্বারাও উপপত্তির বোধক (অনুমানাদির জ্ঞাপক) শাস্ত্রের অপবর্গ হেতুত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনন অনুমান মাত্র সাধ্য। (দুই একটি হেতুদ্বারা অনুমিতি করিলে ব্যভিচার শঙ্কা নিবন্ধন অনুমিতির অযথার্থতার শঙ্কা থাকিতে পারে অতএব শ্রুতিতে "উপপত্তিভিঃ" এই বহু বচনান্ত-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহার ফলে অর্থ হইয়াছে—বিবিধ হেতুদ্বারা আত্মার অনুমান করিতে হইবে। অনুমান মাত্র গম্য-মননে মুক্তির সবিশেষ উপযোগিতা থাকায়ই অপবর্গার্থে প্রণীত ন্যায় দর্শনে অনুমানের সমধিক আলোচনা করা হইয়াছে। এবং অনুমানের প্রধান প্রয়োজনত্ব রূপে এই মুক্তিবাদ ও অনুমানখণ্ডান্তর্ভুক্ত হইয়াছে।) ফলকথা—শম, দম ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা উপবৃংহিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিচয়োপহিত তত্ত্ব জ্ঞানই মুক্তির হেতু।

প্রশ্ন। উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই মুক্তির হেতুতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই উভয়ের হেতুতা কিরূপে ? সমপ্রধান ভাবে (স্ব স্ব প্রধান ভাবে) উভয়ের হেতুতা সম্ভব পর নহে ; কারণ সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে স্ব স্ব প্রতি পাদক বাক্য বা অর্থবাদ দ্বারাই ব্রহ্ম লোক গমনাদি ফলের জনকত্ব অভিহিত হইয়াছে ; এ অবস্থায় ফলান্তর (মোক্ষফল) কল্পনা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ শ্রুত্যাদি দ্বারা কর্ম্ম নিরপেক্ষ তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তির হেতুতা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং উভয়ের তুল্যতা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। অঙ্গাঙ্গীভাবেও (সন্ধ্যাদি অঙ্গ আর তত্ত্বজ্ঞান অঙ্গী) কর্ম্মে তত্ত্বজ্ঞানের উপকারকত্ব অঙ্গীকার করা যায় না। যেহেতু—কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের শরীর নির্ব্বাহক নহে। যেমন—"প্রযাজাদি জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের উপকারক সেই রূপ কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের উপকারক" একথাও বলা যায় না। কারণ—প্রযাজাদির স্বতন্ত্র কোন ফলের অভিধান না থাকায়ই প্রধান-যাগের অঙ্গত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের স্বতন্ত্র ফলের অভিধান আছে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গত্ব কল্পনা সম্ভব পর নহে। আরও একটা কথা এই যে—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে ফলজনকত্ব কল্পনা করিতে গেলে উপপত্তির বিরোধ ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। কারণ—কাম্য ও নিষিদ্ধের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না। (তত্ত্বজ্ঞানী কাম্য ও নিষিদ্ধ কাজ করেন না) "সঙ্কল্প রহিত ফলবৎ কর্ম্মের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের সন্নিকর্ষ ঘটিলে মুক্তির আবির্ভাব হয়" বলিলে সন্ন্যাসীদের মুক্তি দুর্লভ হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য —সন্ন্যাসীর কোন কর্ম্ম নাই। অতএবই যাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক সমভিব্যাহৃত তত্ত্ব জ্ঞান ও মুক্তির হেতু নহে "যতি-আশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই মুক্তি হয় অন্যথা হয় নাই" এরূপ কল্পনা ও সমীচীন নহে ; কারণ, শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমীর ও মুক্তির অধিকার উক্ত হইয়াছে। যথা "ন্যায়াগতধন স্তত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথি প্রিয়ঃ; শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে।" অর্থ—যিনি স্বজাতি বিহিত বৃত্তি দ্বারা ধন উপার্জ্জন করেন, এরূপ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ অতিথি প্রিয় শ্রাদ্ধকর্ত্তা সত্যবাদী গৃহস্থ ও বিমুক্তির অধিকারী। স্বস্ব জাতি বিহিতক্রিয়াকলাপ ও তত্ত্বজ্ঞানে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কারণতা কল্পনা ও সম্ভবপর নহে। কারণ, যদি মুক্তির প্রকারভেদ থাকিত তবে এক এক জাতীয় মুক্তির প্রতি ব্রাহ্মণাদি এক এক জাতি বিহিত কর্ম্ম কলাপ ও তত্ত্বজ্ঞানের

পৃথক্ পৃথক্ কারণতা কল্পনা করা যাইত। বস্তুতঃ স্বর্গের ন্যায় মুক্তিতে প্রকার ভেদ নাই, মুক্তি সকলের প্রতি একরূপ। অপিচ অপবর্গার্থি কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র কতকগুলি কর্ম্মের বিধান থাকিলে তাহার সমুচ্চয়ে (মেলনে) কারণতা কল্পনার সুযোগ ঘটিত, ফলতঃ তাহাও নাই। অতএব "সন্ন্যস্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি ইত্যাদি ভগবদুক্তি মূলক সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসানন্তর জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

উত্তর। স্ব স্ব আশ্রম বিহিত কর্ম্মের সহিত সম প্রধান ভাবে জ্ঞানের সমুচ্চয় ঘটিলে জ্ঞান ও কর্ম্ম তুল্য রূপে মুক্তির হেতু হয়, বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ স্বকর্ম্মণাতমভর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতিমানবঃ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "তস্মাত্তৎ প্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্ন রৈঃ, তৎপ্রাপ্তিহেতুর্ব্বিজ্ঞানং কর্ম্মচোক্তং মহামতে" হারীত সংহিতা "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ. তথৈব জ্ঞান কর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্মশাশ্বতং" শ্রুতিঃ "সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণচ"। এই শ্রুতি মূলক স্মৃতিও আছে, যথা—পরিজ্ঞানাৎ ভবেন্মুক্তিঃ এতদালস্যলক্ষণং কায়ক্লেশভয়াচ্চৈব কর্ম্মনেচ্ছন্ত্যপণ্ডিতাঃ" "জ্ঞানং প্রধানং নতুকর্ম্মহীনং, কর্ম্ম প্রধানং নতুবুদ্ধিহীনং, তস্মাদ্দ্বয়োরেবভবেৎ প্রসিদ্ধির্নহ্যেক পক্ষো বিহগঃ প্রয়াতি" অলসেরা কায় ক্লেশভয়ে কর্ম্ম করেনা, এবং জ্ঞান মাত্র দ্বারাই মুক্তি হয় বলিয়া অভিহিত করে, জ্ঞান মুক্তির প্রধান কারণ বটে, কিন্তু কর্ম্ম তাহার সহকারী। এবং কর্ম্মও জ্ঞানের সহকারে মুক্তির প্রধান কারণ হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মহীন জ্ঞান, বা জ্ঞানহীন-কর্ম্ম মুক্তির হেতু নহে। কারণ, এক পক্ষধারী বিহগ আকাশে উড়িতে পারে না।

প্রশ্ন। শ্রুতিতে সকল কর্ম্মেরই কাম্য ফলের অভিধান আছে, এ অবস্থায় কর্ম্মের মুক্তিরূপ ফল কল্পনার প্রয়োজন কি?

উত্তর। শাস্ত্রে জ্ঞানের ন্যায় কর্ম্মে ও মুক্তির হেতুতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ম্মের তত্তৎ কাম্য ফল হেতুতার প্রতি ও শাস্ত্রই প্রমাণ, সুতরাং কাম্য ফলের হেতুতা স্বীকার করিয়া মুক্তির হেতুতা অস্বীকার করা সম্ভব পর নহে। "নকর্ম্মণা নপ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব মানশুঃ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা কর্ম্মে মুক্তির হেতুতা নিরস্ত ও জ্ঞানে তথাবিধ হেতুতা প্রতিপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু—তথাপি অপূর্ব্বদ্বারা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অঙ্গ প্রযাজাদির ন্যায় অদূর উপকারিতা

নিবন্ধন অঙ্গাঙ্গীভাবে মুক্তির প্রতি জ্ঞানওকর্ম্মের সমুচ্চয়ের হেতুতা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির সার্থকতা থাকিবে না। যদি বল যে—কর্ম্মের মুক্তি হেতুতা বোধক শ্রুতি প্রকৃত শ্রুতি নহে, শ্রুতির আভাস মাত্র, তবে বল দেখি, জ্ঞানের হেতুতা বোধক শ্রুতিকে শ্রুতির আভাস বলিয়া কর্ম্মের হেতুতা বোধক শ্রুতির বলবত্তা কল্পনা করিতে যাইলে বাধা দেওয়ার কি আছে? অতএব কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট সহকৃত তত্ত্ব জ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

জড়ভরত উপাখ্যানে যে—"ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তাং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতিং, নদদর্শচ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে নচ" বলা হইয়াছে, তাহাও যোগিধর্ম্ম সঙ্গ ত্যাগ অভিপ্রায়ে। বস্তুতঃ এই উক্তিদ্বারা জাতি স্মরত্ব নিবন্ধন অধ্যয়নাদি ব্যতি-রেকে ও যে তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল ইহাই বুঝাইয়াছে। বলা আবশ্যক যে—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ব্যতিরেকে জাতিস্মর হইতে পারে না। সুতরাং এখানেও কর্ম্মই হেতু। বেদে ও আছে—"জজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ সর্ব্ব বিজ্ঞান সম্পন্নঃ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ তত্ত্ববিৎ"।

কেহ কেহ বলেন—যাহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক-অধর্ম্ম নিবৃত্তি দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কর্ম্ম তাহার মোক্ষের দূরবর্ত্তী কারণ; আর যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হই-য়াছে তাহারা যে আরব্ধাশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা কেবল লোক শিক্ষার্থে। যদিও লোক শিক্ষা প্রয়োজন নহে, (সুখও দুঃখাভাব এবং তৎসাধনাতিরিক্ত কিছুই স্বতঃ প্রয়োজন হয় না) তথাপি "আশ্রম বিহিত কর্ম্ম না করিলে লোকে নিন্দা করিবে" এই ভয়ে, এবং লোক শিক্ষাভিপ্রায়ে, অথবা আশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সঞ্চিত অধর্ম্ম ক্ষয় হইবে ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ও কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আশ্রম বিহিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়াছেন।

এই মতও সুসঙ্গত নহে; কারণ,—দুরিত ক্ষয়দ্বারা কর্ম্মে মোক্ষের উপকার-কত্ব অঙ্গীকার করিতে হইলে, দুরিত কল্পনা করিতে হয়, ইহা অপেক্ষা অপূর্ব্ব দ্বারা মোক্ষের জনকত্ব অঙ্গীকার করিয়া কর্ম্মে তত্ত্ব জ্ঞানের অঙ্গত্ব স্বীকার করাই লাঘব। অতএব সন্ধ্যোপাসনাদি উপনীতমাত্র কর্ত্তব্যত্বে বিহিত কর্ম্ম মোক্ষার্থীদেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হয়, সুতরাং

পরিত্যাগ শাস্ত্রানুমোদিত নহে। (অবশ্য কর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদি বিধির সঙ্কোচের প্রতি কোন প্রমাণ নাই।) কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্মও কাম্য কর্ম্ম বন্ধের হেতু, সুতরাং মুক্তির পরিপন্থিত্বরূপে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আর যে সকল কর্ম্ম ধন সাপেক্ষ, ধন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। ইহাই "সন্ন্যস্য সর্ব্ব কর্ম্মাণি" এই ভগবৎ বাক্যের অর্থ, এবং ইহাই সন্ন্যাস। অতএবই শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় বলিয়াছেন—"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ। নিয়তস্যতু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে, মোহাত্তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অন্য এক সম্প্রদায় বলেন,—তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্মদ্বারা মুক্তির হেতু; কারণ,—বিহিত কর্ম্ম মাত্রই ধর্ম্মের জনক, সুতরাং ধর্ম্মই মুক্তির প্রধান কারণ। তত্ত্ব জ্ঞান জন্য ধর্ম্মও মুক্তি রূপ ফল দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এই মতও সমীচীন নহে—কারণ, মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্তিরূপ দৃষ্ট-দ্বারের আনুকুল্যে তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তির কারণত্বের সম্ভব আছে, এঅবস্থায় অদৃষ্ট দ্বার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। যদি দৃষ্ট দ্বার সত্ত্বাবে ও অদৃষ্ট-দ্বার কল্পনা সঙ্গত হয়, তবে ভেষজ পান দ্বারা যে রোগ নাশ হয় সেখানেও একটা অদৃষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে। আর যদি সেখানে অদৃষ্ট স্বীকার না করা হয়, তবে বিহিতত্ব হেতু ভেষজ ব্যবহারাভাবে ব্যভিচারী হইয়া পড়িবে।

আর এক সম্প্রদায় বলেন,—সংসার কারণের উচ্ছেদ ক্রমে কার্য্যের উচ্ছেদ ঘটিলেই মোক্ষ লাভ হয়; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই মিথ্যা জ্ঞানের অপসারণ দ্বারা মুক্তির আবির্ভাব হইবে, এক্ষেত্রে কর্ম্মের সহকারিতা কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। যেমন নিশীথ কালের দিগ্মোহ হঠাৎ মেঘ মুক্ত বা সমুদিত চন্দ্র দর্শনে সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে, কোন কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটিলেই মিথ্যা জ্ঞান রাশি অপসারিত হইয়া পড়ে। যে সকল কর্ম্ম অপবর্গের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সেগুলি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই হেতু। কোন কর্ম্মই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ম্ম না করিলেও প্রত্যবায়ী হইবে না। একথা অস্বীকার করিলে জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল ভোগার্থে আচরিত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের জনক হওয়ায় মোক্ষই আকাশ কুসুম

কল্প হইয়া পড়িবে। (জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলে যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণাদৃষ্টের সন্ধ্যোপাসনাদি না করা যদি তাঁহার পাপ জনক হয়, তবে তামসিক দান, পূজা প্রভৃতি জন্মান্তরীয় কর্ম্মের ফল অমেধ্য ভক্ষণাদিতে ব্যাসক্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তির অনন্তর অনুষ্ঠিত প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ ফল অমেধ্য ভক্ষণ পাপ জনক হওয়ায় মুক্তিলাভ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।) এখানে একটি কথা বিবেচ্য এই যে, তীর্থ বিশেষাবগাহন, মহাদান, কাশীমরণ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেও মুক্তির হেতু হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এঅবস্থায় মুক্তি মাত্রের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা কল্পনা অসম্ভব। একথা বলা যায় না যে, "সত্তীর্থাবগাহনাদিও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তির হেতু হয়। কারণ,—তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেও অদৃষ্ট দ্বারা গঙ্গা স্নানাদিতে মোক্ষের হেতুতা সিদ্ধান্তিত; সুতরাং লাঘবানুসারে অপবর্গ মাত্রের প্রতিই অদৃষ্ট ব্যাপার। তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বন্ধক দুরিত নাশে ব্যাপারত্ব কল্পনা অপেক্ষা অদৃষ্টে ব্যাপারত্ব কল্পনাই লঘু। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে "দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি এক জাতীয় কর্ম্ম তাহার প্রতি বিভিন্ন জাতীয় অননুগত গঙ্গাস্নানাদি কর্ম্ম নিচয় কারণ হইবে কিরূপে? এই প্রশ্ন অকিঞ্চিৎকর; কারণ, গুণনাশাত্মক এক জাতীয় কর্ম্মের প্রতি সমবায়ি কারণ নাশ, অসমবায়ি কারণ নাশ, ও বিরোধি গুণ কারণ হইয়া থাকে। (কপাল নষ্ট না হইলে ঘটের রূপ নষ্ট হয় না, কিন্তু তন্তু সত্ত্বেও অসমবায়ি কারণ-তন্তু সংযোগের নাশ পট রূপের নাশক হয়, এবং হস্ত ও লেখনীর বিভাগ হস্ত ও লেখনীর সংযোগের নাশক হয়) যদি বল যে—ভিন্ন ভিন্ন নাশের প্রতি সমবায়ি কারণ নাশাদির বিভিন্নরূপে কারণতা, তবে প্রস্তাবিত স্থলে ও ভিন্ন ভিন্ন দুঃখ ধ্বংসের প্রতি গঙ্গাবগাহন ও কাশী মরণাদির ভিন্ন ভিন্ন রূপে কারণতা কল্পনা করা যাইবে। তোমার মতে ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি, এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিকূল দুরিত ধ্বংসের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে জনকত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। মুমুক্ষু (মুক্তি অভিলাষী) উদ্দেশে বিহিতত্ব রূপে গঙ্গাস্নান কাশী মরণও তত্ত্বজ্ঞানাদিতে একটি মাত্র কারণতা কল্পনা করাও সম্ভবপর নহে; কারণ,-জ্ঞান ও কর্ম্মে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কারণতাই শাস্ত্র সম্মত। সুতরাং এক্ষেত্রেও ব্রীহি ও যবের ন্যায় (ব্রীহিদ্বারা অথবা যবদ্বারা যজ্ঞীয় চরুপাক করিতে হয়,)

ইচ্ছাবিকল্পই অঙ্গীকার্য্য। নিরপেক্ষ একজাতীয় কারণের অবরোধ ঘটিলে অপর জাতীয় সাধনদ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন বিকল্প ব্যতিরেকে সম্ভাবনীয় নহে। বিকল্প স্থলে একের সহিত অপরের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যেখানে সাহিত্য বোধক কোন পদ নাই, অথচ এক জাতীয় বর্গের প্রতি বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের কারণতা শব্দ (বেদ) বোধিত, সেখানে বিকল্পেই অন্বয় হইয়া থাকে যথা "ব্রীহিও যবের" ইহা ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ।

বস্তুতঃ বাসনা সংশ্লিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানের সর্ব্বতোভাবে উচ্ছেদ না ঘটিলে মুক্তি হয় না, ইহা উভয় বাদিসিদ্ধ,এবং মিথ্যা জ্ঞান নাশের প্রতি অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞানের কারণতাও অবধারিত,সুতরাং তীর্থাবগাহনাদি স্থলেও তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। মিথ্যা জ্ঞান নাশের প্রতি মিথ্যা জ্ঞানের বিরোধি গুণস্বরূপে কারণতা আছে বটে, কিন্তু মিথ্যা জ্ঞান প্রাগভাবের অসহকৃত মিথ্যা জ্ঞান ধ্বংসের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপেই হেতুতা। বিশেষতঃ "আত্মা জ্ঞাতব্যঃ ন স পুনরাবর্ত্ততে" এই শ্রুতিদ্বারা মোক্ষের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা অবধারিত, এবং "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" এই শ্রুতিও তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তির হেতুতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ("তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়" বলিয়াছেন) [অন্যথা স্বর্গাদিতে শরীর কল্পনা না করিলে চলিত।] "কর্ম্মেও তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তির জনকত্বের সম্ভব আছে," এরূপ জনকত্ব কল্পনা গৌরবাবহ হইলেও দোষাবহ নহে; কারণ, ফলমুখ-গৌরব অকিঞ্চিৎ কর। তত্ত্বজ্ঞান বিশেষের প্রতিই কর্ম্ম বিশেষের হেতুতা, সুতরাং এখানে অননুগম দোষেরও অবকাশ নাই। বারাণসী মরণে যে তত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা আছে, তাহা বেদে উক্ত হইয়াছে। যথা "অত্র জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসা বমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি" এই কাশীধামে জীবের প্রাণ বিয়োগের সময় উপস্থিত হইলে স্বয়ং রুদ্রদেব তাহাকে তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করান, সেই নামের মাহাত্ম্যে জীব মোক্ষ লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞান যে প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় অদত্ত ফলক-কর্ম্ম (অপ্রারব্ধ কর্ম্ম) কলাপ নাশ করে, তাহার প্রতি "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" এই অনন্যথাসিদ্ধ ভগবৎ বাক্যই প্রমাণ ("মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটী শতৈরপি" অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ না করিলে শতকোটিকল্পেও কর্ম্মক্ষয় হয় না। এই প্রমাণ বলে ভোগ

ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষয় অঙ্গীকার না করিলে পূর্ব্বোক্ত-ভগবৎবাক্যের সার্থকতা থাকিবেনা) প্রায়শ্চিত্ত দুরিতোৎপত্তি নিমিত্তক হইলে ও পাপ নাশকত্ব নিবন্ধন কাম্যত্ব ও তাহাতে আছে। অতএবই ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্তের দুঃখ মাত্রই ফল নহে। তাহা হইলে নরক শ্রুতির ও প্রায়শ্চিত্ত বিধির কোন সার্থকতা থাকে না; কারণ, দুঃখ মাত্র ফলক কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হয় না।

অতএব প্রায়শ্চিত্ত বিধির সার্থকতা সংস্থাপনার্থে ও "নাভুক্তং ক্ষীয়তে" ইত্যাদি শাস্ত্রের সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইবে। একথা ও বলা যায় না যে—কর্ম্মান্তরে অধিকার লাভার্থই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, পাপ নাশার্থে নহে। কারণ, মহাপাতক ও অতিপাতকভিন্ন পাপ থাকিলেও কর্ম্মান্তরে অধিকার থাকে। অন্যথা যৎকিঞ্চিৎ পাপ সত্ত্বেই অকৃত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন কর্ম্মে অধিকার থাকিত না। বস্তুতঃ কর্ম্মান্তরের অধিকার লাভার্থই যদি প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইত, তবে প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বিধিবদ্ধ হইত না। শ্রুতি ওবলিয়াছেন "ভিদ্যন্তে হৃদয় গন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তেচাস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাত্মনি।" (গীতা—" জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"।) অর্থাৎ পরমাত্মাদৃষ্টি গোচর হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি থাকে না, সর্ব্ব প্রকার সংশয়ের উচ্ছেদ ঘটেও কর্ম্ম রাশির ক্ষয় হয়। অতএব প্রায়শ্চিত্ত বিধির সার্থকতা রক্ষার্থেই "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রের সঙ্কোচ স্বীকার আবশ্যক; এঅবস্থায় কথিত বচনস্থ কর্ম্ম পদটা প্রায়শ্চিত্তনাশ্য কর্ম্মভিন্ন—কর্ম্মপর না বলিয়া বেদ বোধিত নাশক নাশ্য কর্ম্মপর বলাই সমীচীন। যেহেতু-পাপ ও পুণ্যের ক্ষয়ের হেতু অনেক; তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও ভগবদুক্তির বিরোধও থাকিবে না।

প্রশ্ন। পূর্ব্বোক্ত ভগবদুক্তিতে যে "ভস্মসাৎ" পদ আছে লক্ষণা দ্বারা তাহার অর্থ হইবে "যেমন আগুন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে সেই রূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষয়সাধন করে" তাহা হইলে "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" এই কর্ম্মক্ষয় বোধক স্মৃতিপ্রোক্ত অনন্যথাসিদ্ধ প্রায়শ্চিত্তবিধি নিবন্ধন বাধ অঙ্গীকার্য্য হইলে ও "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি" ইত্যাদি ভগবদুক্তি পূর্ব্বোক্ত স্মৃতির বাধক হইবে কেন? কারণ—ভোগ দ্বারা ও কর্ম্মে জ্ঞান নাশ্যত্বের সম্ভব আছে।

উত্তর। ভোগনাশ্য কর্ম্মের নাশক জ্ঞান নহে। যেহেতু—ভোগে তত্ত্ব জ্ঞানের ব্যাপারত্ব বোধক শ্রুতি বা অন্য কোন প্রমাণ নাই। অপিচ তত্ত্বজ্ঞান

ব্যতিরেকে ও কেবল কর্ম্ম দ্বারাই কোটি কোটি জীবের ভোগ সাধন হইতেছে, এঅবস্থায় কর্ম্মফল ভোগের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগিতা অঙ্গীকার সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" এই স্মৃতির বিরোধ পরিহারানুরোধে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" শ্রুতির অন্যথা বর্ণনা করা সমীচীন নহে। কারণ— স্মৃতি প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বাধিত হইলে বিরুদ্ধার্থক বেদের অনুমাপক হয় না। (শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।)

প্রশ্ন। বামদেব সৌভরি প্রভৃতির কায়ব্যূহের কথা (একদা বহু শরীর ধারণের কথা) শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, অতএব বলিতে হইবে—তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কায় ব্যূহ দ্বারা কর্ম্ম ফল ভোগের পরেই মুক্তি হয়। (ঝটিতি কর্ম্ম ফল ভোগই তত্ত্বজ্ঞানের ফল।)

উত্তর। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে ও গুরুতর তপস্যার ফলে কায় ব্যূহ হইতে পারে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানীরও ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষয় হয় না বলিয়া বলা যায় না। অপিচ ভোগজননার্থক তত্তৎ-কর্ম্ম দ্বারাই শরীরোৎপত্তির সম্ভব আছে, (স্বর্গ ভোগ জনক-অদৃষ্ট দ্বারা স্বর্গীয় শরীর ও নরক ভোগ জনক অদৃষ্ট দ্বারা নারকীদের শরীর উৎপন্ন হয়, তত্তৎ শরীরোৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্ট কল্পনা নিষ্প্রয়োজন) সুতরাং তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানাদির কোন উপযোগিতা নাই। যুগপৎ বহুশরীরোৎপত্তি কর্ম্মের স্বভাবানুসারে অথবা তপঃ প্রভাবে ও হইতে পারে।১ (তত্ত্বজ্ঞান যে ভোগ দ্বারা কর্ম্ম না শক নহে, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন। যেখানে আগমের পরস্পর বিরোধ থাকে সেখানে আগম অর্থ নির্ণায়ক হয় না, অর্থ নির্ণায়ক হয় অনুমান। প্রস্তাবিত স্থলে আগমের পরস্পর বিরোধ আছে, সুতরাং অনুমান দ্বারাই অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। অনুমান যথা—বিমতি পদ (অকৃত প্রায়শ্চিত্তক, অর্থাৎ যাহার নাশাভিলাষে প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নাই।) কর্ম্ম, ভোগনাশ্য, যেহেতু—প্রায়শ্চিত্তাদির অনাশ্য কর্ম্ম যথা—ভুক্ত, অথবা ভুজ্যমান কর্ম্ম।

উত্তর। এই অনুমান জ্ঞানে কর্ম্মের অনাশকত্বের সাধক নহে। কারণ, প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় জ্ঞানেও শ্রুতি দ্বারাই কর্ম্মনাশকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জ্ঞানেও আদি পদ গ্রাহ্য। যদি জ্ঞানে আদি পদ গ্রাহ্যত্ব অঙ্গীকার না কর, তবে পক্ষীভূত কর্ম্মে শ্রুতি দ্বারা জ্ঞান নাশ্যত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় ভোগনাশ্যত্ব সাধ্যের

বাধ হইয়া পড়িবে। এবং পূর্ব্বোক্ত অনুমানে শব্দ বোধিত নাশকানাশ্যত্ব উপাধিও আছে। (শব্দ বোধিত নাশকানাশ্যত্ব ভোগনাশ্যত্ব সাধ্যের ব্যাপক ; কারণ, বেদবোধিত তত্ত্বজ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যে কর্ম্মের নাশ হয় নাই, তাহা ভোগ-নাশ্য ; কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের অনাশ্যকর্ম্মত্ব হেতুর ব্যাপক নহে ; যেহেতু—জ্ঞান নাশ্য কর্ম্মে প্রায়শ্চিত্তানাশ্যত্ব হেতু আছে, আর শব্দ বোধিত নাশকানাশ্যত্ব নাই। সুতরাং উপাধির অভাব দ্বারা পক্ষে সাধ্যাভাবে অনুমিতি হইয়া যাইবে।) প্রস্তাবিত অনুমানকে ব্যভিচার দোষও ছাড়িয়া যায় নাই ; কারণ,—কৃত প্রধান অঙ্গাপূর্ব্বও অকৃত প্রধান অঙ্গাপূর্ব্ব (যেখানে অঙ্গমাত্রের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে প্রধান অনুষ্ঠিত হয় নাই তত্রত্য অঙ্গ জন্য অপূর্ব্ব, এবং যেখানে প্রধান অনুষ্ঠিত হইয়াছে তত্রত্য অঙ্গাপূর্ব্ব,) প্রধান নাশ্য, সুতরাং তাহাতে ভোগনাশ্যত্ব সাধ্য নাই, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তানাশ্যত্ব হেতু আছে। (জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞের অধিকার লাভার্থে প্রযাজাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, প্রধান যাগ অনুষ্ঠিত হইলেই প্রযাজাদি জন্য অপূর্ব্ব নষ্ট হইয়া যায় ; এবং প্রধানের অনুষ্ঠান না করিলে অঙ্গাপূর্ব্ব দ্বারা কোন ফলোদয় হয় না ; প্রধানানুষ্ঠানের কালাতিক্রমেই অঙ্গাপূর্ব্ব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই অপূর্ব্ব ভোগনাশ্য বা প্রায়শ্চিত্তাদি নাশ্য নহে।)

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রযাজাদি অঙ্গাপূর্ব্ব ও জ্যোতিষ্টোমাদি প্রধান যাগের ন্যায় স্বর্গজনক, সুতরাং স্বর্গভোগনাশ্য ; এ কথা অস্বীকার করিলে নিষ্ফল অঙ্গে প্রবৃত্তি হইবে না। এই আশঙ্কাও ভ্রান্তি প্রণোদিত ; কারণ ;—অঙ্গের ফল স্বর্গ হইলে তাহার অঙ্গত্বই থাকিবে না। স্বর্গফলক না হইলে তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে না বলিয়া যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর ; কারণ—স্বর্গ জনক যাগের নিষ্পত্তি অভিলাষে ও প্রবৃত্তি হইতে পারিবে। প্রধান বিষয়ক উৎকট ইচ্ছা থাকিলে অঙ্গে প্রবৃত্তি হয় বলিয়া প্রামাণিকেরা অঙ্গীকার করিয়াছেন।

প্রশ্ন। উপরের মীমাংসায় বুঝা যাইতেছে যে, তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম নষ্ট হইলেই মুক্তি হইয়া যায় তাহাতে আর কর্ম্ম ফলভোগের অপেক্ষা থাকে না। ইহাতে একটা মহান্ পূর্ব্ব পক্ষ এই যে—এই মীমাংসাও শ্রুতির অবিরুদ্ধ নহে। কারণ,—'তাবদেবাস্য চিরং যাবন্নবিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যতে কৈবল্যেন" (অর্থ—

তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার এই মাত্র বিলম্ব, "যত দিন কর্ম্মফল ভোগ শেষ না হয়, কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইলেই কৈবল্য লাভ হয়) এই শ্রুতি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের পরে কর্ম্মফল ভোগ শেষ হইলে মুক্তি লাভ হয় বলিয়া বুঝাইতেছে। সুতরাং "তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্মক্ষয়ের অপেক্ষা না করিয়াই যে মুক্তি হইয়া যাইবে, একথা বলা যায় না। কারণ—কর্ম্ম থাকিলে তাহার কৢপ্তসামর্থ্য ভোগ অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং ভোগাবসানেই কর্ম্মক্ষয় ও মুক্তি হইবে।

উত্তর। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্রুতি ও জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি" ইত্যাদি ভগবদুক্তি দ্বারা ভোগ ব্যতিরেকেও কর্ম্মক্ষয় অভিহিত হইয়াছে, অতএব "তাবদেবাস্য চিরং যাবন্ন বিমোক্ষঃ"—শ্রুতির তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের এইমাত্র বিলম্ব যত সময় পর্য্যন্ত "ন বিমোক্ষঃ" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট না হয়, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, তাহা হইলেই বিরোধ থাকিবে না। কেহ কেহ বলেন—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি" এই ভগবদুক্তির কর্ম্মপদ অননুষ্ঠিত প্রধান-অঙ্গাপূর্ব্বপর, (যেখানে প্রযাজাদি অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি প্রধান যাগ অনুষ্ঠিত হয় নাই, তত্রত্য অঙ্গাপূর্ব্ব প্রতিপত্ত্যর্থে প্রযুক্ত) কারণ,—তাদৃশ অঙ্গাপূর্ব্বের ভোগাদি নাশক নাই।

এই মতও ভ্রান্তি সঙ্কুল ; কারণ,—প্রধানানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রধানার্থে কৢপ্ত অঙ্গের সামগ্রী সম্বলন হয় না। (জ্যোতিষ্টোমাদি প্রধান যাগ নির্ব্বাহার্থে অনুষ্ঠিত প্রযাজাদি অঙ্গের অনুষ্ঠানের পরে জ্যোতি ষ্টোমাদির অনুষ্ঠান না করিলে প্রযাজাদির সামগ্রী সম্বলন ঘটিয়াছিল, বা তাহাদ্বারা একটা অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।) আর যদি তথাবিধ অঙ্গানুষ্ঠান অদৃষ্টের উৎপাদক হয় তথাপি ভগবদুক্তির সর্ব্বকর্ম্মপদ যে তন্মাত্রের বোধক হইবে, অন্য কোন কর্ম্মের প্রতিপাদক হইবে না, তাহার প্রতি কোন প্রমাণ নাই।

অন্য এক সম্প্রদায়ের মতে "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" এই ভগবদুক্তির ভস্মসাৎ-পদ ফলাজনকত্বের প্রতিপাদক। শ্লোকের অর্থ—'তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটিলে কর্ম্ম করিলেও ফল হয় না। এরূপ তাৎপর্য্যের শ্রুতিও আছে, যথা "পুষ্করপলাশেনাপঃ শ্লিষ্যন্তে" অর্থাৎ পদ্মপত্রে জলের সংশ্লেষ ঘটে না। এই মতও শ্রদ্ধেয় নহে। কারণ, ভস্মসাৎ করণ ও ক্ষয়—ধ্বংস, অনুৎপত্তি নহে। মুখ্যার্থের বাধ না থাকায় লক্ষণা দ্বারাও অনুৎপত্তি অর্থগ্রহণ করা অসম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের আরও একটা উত্তর করা যাইতেছে। যথা,—কর্ম্ম ভোগ নাশ্য হইলেই যে জ্ঞান নাশ্য হইবে না—একথা বলা যায় না। কারণ— ভোগকে ব্যাপার করিয়া জ্ঞানও তাহার নাশক হইতে পারে। বলিতে পার যে—ভোগমাত্র দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কর্ম্মক্ষয় তত্ত্বজ্ঞানের ব্যভিচারী, এঅবস্থায় কর্ম্মক্ষয়ের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের হেতুতা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব। তদুত্তরে আমরা বলিতেছি যে—কর্ম্মের নাশ তত্ত্বজ্ঞানের ব্যভিচারী হইলেও কর্ম্ম প্রাগভাবের অসহকৃত কর্ম্মনাশ, (আত্যন্তিক কর্ম্মক্ষয়) বা যুগপৎ কর্ম্মক্ষয় (কায়ব্যূহদ্বারাঝটিতি ভোগ সম্পাদন ব্যাপারক কর্ম্মক্ষয়) তত্ত্বজ্ঞানের ব্যভিচারী নহে। সুতরাং বর্ণিত কর্ম্মক্ষয়ের প্রতি তত্ত্বজ্ঞান ও হেতু।

তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও অপবর্গ লাভে বিলম্ব ঘটে, (তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই শুকদেব নারদ প্রভৃতির মুক্তি হয় নাই) অতএবই কথিত রীতি অনু- সারে ভোগের উপযোগিতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

[বস্তুতঃ যে দেহাবচ্ছেদে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়—সেই দেহ পাত হইলেই মোক্ষ লাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর পুনর্জ্জন্মের কথা শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ ভোগ ব্যতি- রেকে কর্ম্মক্ষয়ের সম্ভব না থাকিলে "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" "সর্ব্বং জ্ঞান প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" "অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ" ইত্যাদি ভগবানের প্রৌঢ় উক্তি বা আশ্বাস বাণীর কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব প্রদর্শিত ভগবদুক্তির "সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্ব- বৃজিনও সর্ব্বপাপ" পদও ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি শ্রুতির "কর্ম্ম পদ" অপ্রারব্ধ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম ফল জন্মাইতে আরম্ভ করে নাই) পর, এবং "তাবদেবাস্য চিরং যাবন্ন বিমোক্ষঃ" শ্রুতির "বিমোক্ষ পদ" প্রারব্ধ কর্ম্মপর বলাই সমীচীন। তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরে সমুদিত তত্ত্বজ্ঞানক দেহাবচ্ছেদে অথবা কায়ব্যূহাবলম্বনে প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ ফল রাশির ভোগাবসানেই নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়—ঈদৃশ অর্থ করা যাইতে পারিবে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্র নির্ব্বাণ মুক্তির প্রসক্তির, (তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মমাত্রের নাশক হইলে অদৃষ্টের অভাবে দেহ থাকিবেনা) অথবা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগার্থে বহু জন্মগ্রহণ প্রসক্তির অবসর রহিল না।]

এই যে পরম পুরুষার্থ রূপ অপবর্গের বর্ণনা করা হইল, ইহার শ্রুতিসিদ্ধ

প্রমাণ অনুমান। কারণ, "মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ" (বিবিধ হেতুদ্বারা আত্মার অনুমান করিবে) "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদি উপক্রমে "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা অনুমানে মুক্তির বিশেষ হেতুতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএই নির্দ্দোষভাবেঅনুমান নির্ব্বচন কল্পে এত অধিক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে, ও মুক্তিবাদকে অনুমান খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই অনুমান গম্য সমাধি ও ভগবদুপাসনাদি লভ্য অপবর্গই পরম মুক্তি বা পরম শান্তি।

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

ইতি অনুমান চিন্তামণির মুক্তিবাদ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীহট্টে রঘুনাথদীধিতি কৃতা প্রোদ্ভাসিতে বাসিতে।
আস্তে বোয়ালজোড়ে গুণিগণগুণিতে শুদ্ধ আচার্য্য বংশঃ।
ভারদ্বাজেহ স্ববায়ে সমজনি মতিমাংস্তত্র বিপ্রো মহাত্মা।
শান্তোদান্তশ্চ দুর্গাচরণ ইতি সতামগ্রণীঃ সাধুবৃত্তঃ॥

তদাত্মজেনআনন্দময়ীদেব্যাঃসুতেনহি।
তর্কতীর্থোপনাম শ্রীদয়ালকৃষ্ণশর্ম্মণা॥
তত্ত্বচিন্তামণিংবীক্ষ্যসদীধিতিরহস্যকং।
গ্রন্থোঽয়ংন্যায়বোধায়প্রণীতো বঙ্গভাষয়া॥

ওঁতৎসৎ।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	শুদ্ধ।
বাসনায়	১	২০	বাসনার
যাগাদি	৩	৬	যাগ যজ্ঞাদির
পরশ্চলোকঃ	৪	১৬	পরশ্চলোকঃ
প্রমাণৈরর্থ	৫	২৪	প্রমাণৈরর্থ
মাম প্রয়োজন	৬	১৯	নাম প্রযোজন
ভ্রমেয় কুহকে	৭	১০	ভ্রমের কুহকে
স্বতন্ত্র	৭	২৩	স্বতন্ত্র
করিলই	৭	১৭	করিলেই
সম্ভব	১০	১১	সম্ভব
(৪) শ্রুতি	১১	৩	৪ প্রশ্ন। শ্রুতি
আত্মার গতির	১১	৩	আত্মার অবগতির
প্রমাণ—অর্থাৎ	১১	১২	প্রমাণ,—অর্থাৎ
জানেন	১১	১৩	জানেন। মন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তার তপঃ প্রভাবেই মন্ত্র ফল জনক হইয়া থাকে
ঋত্বিক	১১	১৮	ঋত্বিক্
পূর্ব্ব শরীরে	১২	২৫	পূর্ব্ব শরীরের
চক্ষুষ্মান	১৩	২৯	চক্ষুষ্মান্
অবলণিকা	১৫	১	অবস্তরণিকা
মুক	১৫	৫	মূক
কারণ	১৫	১১	করণ।
মনদ্রব্য	১৫	১৩	মন—দ্রব্য,
ইন্দ্রিয়েয়	১৫	২১	ইন্দ্রিয়ের সহিত
অশ্রবন	১৬	১৯	অশ্রবণ
দুখ	১৭	৬	দুঃখ
বহিয়েন্দ্রিয়ের	১৭	৯	বহিরিন্দ্রিয়ের
এখানে	১৮	২৫	এখানে
শুক্র, [illegible]	২৫	২৯	শুক্র—ভট্ট,
যথা—"লক্ষণ	২৮	১৭	যথা—"লক্ষ্মণ

(মুখ্য বিশেষ্য	৩২	১৬	মুখ্য বিশেষ্য
কর্ত্তাচ্যে	৩২	২০	কর্ত্তৃবাচ্যে
) অনু'মতি	৩২	২৬	(অনুমিতি
সন্কৃত	৩৮	২১	সংস্কৃত
জল আছে"	৪০	২৬	জল আছে" (জলবৎ গৃহ,)
পর্গাপ্তি	৪৭	৭	পর্য্যাপ্তি
পদার্থের	৫৩	১৩	পদার্থের
সামানাধিকরণ	৫৪	২৯	সমানাধিকরণ
বৃত্তি হে,	৫৫	২৯	বৃত্তি নহে
যায় না।	৬৩	১৬	যায় না।)
ব্যবর্ত্তক	৬৭	২৮	ব্যাবর্ত্তক
য্যতিরেকে	৬৮	১৩	ব্যতিরেকে
অনুমান বাধের	৭১	২৮	অনুমানবোধের
অব্যাপ্ত্যাদি	৪	২৪	অব্যাপ্ত্যাদি
(গোই)	৪	২৮	(গো—ই)।
সাধ্যতাবচ্ছেদক	৫	৭	সাধ্যতাবচ্ছেদক।
সাধ্যভাবের	১১	২৩	সাধ্যাভাবের।
সমনাধিকরণ	২২	৩	সমানাধিকরণ।
মর্গ্যা।	২৩	৭	মর্য্যাদা।
কথিত	২৪	২১	কথিত।
অব্যভি ার	২৫	১২	অব্যভিচার।
ব্যত্তিস্বরূপে	২৬	১১	ব্যক্তিস্বরূপে।
ধর্ম্মাবচ্ছন্ন	৩০	১৯	ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন।
সম্ভাবিত হইতে পারে,	৩১	১২	সম্ভাবিত হইতে পারে। বলিতে পার যে " পরিমাণ ভেদে দ্রব্যের ভেদ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং শিশু শমীবৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ এক নহে, কাজেই তাহাদের সংযোগ ও এক নহে।" তথাপি " শাখাবৃত্তি সংযোগ মূলে, পল্লববৃত্তি সংযোগ কাণ্ডে ইত্যাদি প্রতীতির যথার্থতা নিরা করণার্থে শাখাদি অবয়ব বৃত্তি সংযোগের প্রতি শাখাদি তত্তৎ অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ রূপে হেতুতা স্বীকার আবশ্যক ;
আকাশোদর	৩১	১৩	অকাশাদির।

অনুকুতর্কই	৩৫	২৪	অনুকূলতর্কই।
ব্যপ্য	৩৬	১২	ব্যাপ্য।
আগুণ	৩৮	৮	আগুন।
নিপ্প্রয়োজন	৩৮	২৫	নিষ্প্রয়োজন।
দ্রব্যেত্বের	৩৯	৪	দ্রব্যত্বের।
প্রতিযোগিতাদচ্ছেদকা	৪৫	২১	প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক।
স্পষ্ট	৪৭	২১	স্পষ্ট।
(১৭)	৫৭	১৯।২১	(১৮)
(১৮)	৫৮	৭	(১৯)
(১৭)	৫৮	২৬	(১৮)
(১৮)	৫৯	২২	(১৯)
(১৯)	৬২	৬।৮	(২০)
পড়ে।	৬২	১৯	পড়ে,
(এই	৬২	২০	এই
হইবে।)	৬২	২৩	হইবে
(১৯)	৬২	২৬	(২০)
আগুণ	৬৭	৪	আগুন
নবেচ্ছক্কাততত্ত্বরাং	৬৭	৩	নচেচ্ছঙ্কাততত্ত্বরাং
জ্ঞান নহে,	৭৩	১৭	জ্ঞান নহে,)
প্রকরণে বিবেচ্য)]	৭৫	২১	প্রকরণে বিবেচ্য।) সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণের উপস্থিতি না থাকিলেও অনুমিতি হইতে পারিবে। কিন্তু— "হেতুর অধিকরণে সাধ্যাভাবের জ্ঞানের ন্যায় সাধ্যাধিকরণের ভেদ জ্ঞান সত্ত্বেও অনুমিতি হয় বলিয়া অন্যোন্যাভাব ঘটিত লক্ষণেও প্রতিযোগিব্যধিকরণ বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক; অতএব লাঘব নাই।" এরূপ আশঙ্কা সমীচীন নহে। কারণ— অন্যোন্যাভাব ঘটিত লক্ষণে "অভাবে প্রতিযোগীতে অবৃত্তি" বিশেষণ দিলেই পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকে না; অথচ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বিশেষের প্রবেশের ও প্রয়োজন নাই; সুতরাং লাঘব আছে।]
সঙ্করাচার্য্য	৭৯	৫	শঙ্করাচার্য্য
অভাবে পক্ষতা	৮৩	১১	অভাব–পক্ষতা

নিস্প্রয়োজন	৯১	৮	নিষ্প্রয়োজন
এখটা	৯২	১৪	একটা
(৩৯)	১১৯	১৮	
ধর্ম্মবচ্ছিন্ন	১২০	৯	ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন
	১৩০	৩	আগুন
৪৭	১৩৬	১৪	৪৯
মেঘব:গগণ"	১৪৪	১২	"মেঘবৎ-গগন" (মেঘের আশ্রয় অকোশ)
(যদিও	১৪৪	২৩	যদি ও
বিদ্যুৎ হেতুক মেঘ	১৪৮	২০	বিদ্যুৎ হেতুক — (বিদ্যুতের হেতু) মেঘ
বিশেষতা	১৫০	২৫	বিশেষ্যতা
ধূমাভাববদ বৃত্তি	১৫৮	১০	ধূমাভাববৎ ত্তি
লেখীত্বরূপে	১৬৮	১৪	লেখনীত্বরূপে
বলিবা ভ্রম	১৭৪	২৩	বলিয়া ভ্রান্তি
গগণ বা বৃষ	১৭৫	১০	গগন বা বৃষ
লক্ষণর	১৭৫	১৬	লক্ষণের
ধূমবান পর্ব্বত	১৮১	১৬	ধূমবান্-পর্ব্বত
(৬৬)	১৮৪	৭	(৬৭)
বাধা নাই।	১৮৪	১৯	বাধানাই। (৬৮)
(৬৫)	১৮৪	২২	(৬৬)
(৬৬)	১৮৪	২৩।২৮	(৬৭)
(৭০)	১৮৬	১৮	(৬৯)
অকর্ত্তৃত্বের	১৮৯	২২	অকর্ত্তৃকত্বের
স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্য	১৯৪	২১	স্থাণুত্বাভাবব্যাপ্য
কোথায় ?	১৯৬	১৪	নাই ;
মানাধিকরণ	২০০	১৬	সমানাধিকরণ
যথা এখন	২০৮	১৭	যথা— (এখন)

ধূমত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন।	২১৬	১৮	ধূমত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন।)
বাদীর	২২২	৭	প্রতিবাদীর
বায়ু সংযোগ	২২২	১৩	বায়ু সংযোগ
অসৎ-উপলব্ধির	২২৩	১১	অসৎ, উপলব্ধির
প্রযু দ্বারা	২৩৪	১০	প্রযত্ন দ্বারা
অশ্রয়ের জন্যত্ব	২৩৬	১১	আশ্রয়ের জন্যত্ব
সম্বন্বিবাচক	২৩৭	১২	সম্বন্ধিবাচক
কৃতির অর্হ্য	২৪১	২০	কৃতির অর্হ
আনুপলব্ধি	২৫৭	১৭	অনুপলব্ধি
আর শরীর জন্যত্ব শরীর, কারণকত্ব;	২৭২	১২	আর শরীর জন্যত্ব, শরীর কারণকত্ব;
স্থাপন বাদীর	২৭৯	৮	স্থাপনা বাদীর
অপিচ	২৮৩	১১	বস্তুতঃ
লোকত্রয় মাবিশ্চ	২৯৫	২১	লোকত্রয় মাবিশ্য
ইস্‌বাতের	৩১১	৯	ইসপাতের
বুঠারে	৩১৪	২৭	কুঠারে
প্রোক্ষি	৩২৮	২৬	প্রোক্ষ
তাহা পরম প্রয়োজন	৩৩৯	৪	তাহার পরম প্রয়োজন
দ্বারা	৩৩৯	১৫	দ্বার
ত্তিত্ব-হেতু	৩৫৪	২৯	বৃত্তিত্ব-হেতু
দুঃশ	৩৬৩	২৪	দুঃখ

অনুমান চিন্তামণি সম্বন্ধে কয়েক জন প্রখ্যাত নামা প্রবীণ অধ্যাপকের অভিমত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

৺কাশী ধামের রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের অভিমত:—

শ্রীদুর্গা। ৺কাশীধাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়াল কৃষ্ণ তর্কতীর্থ সম্পাদিত তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কিয়দংশ পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইলাম; নব্যন্যায় শাস্ত্রের

দুর্ব্বোধ্য পদার্থগুলি বঙ্গভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য গ্রন্থকার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের পদার্থ সাধারণকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ ভাবে আর কেহ চেষ্টা করেন নাই। এই গ্রন্থদ্বারা অনেকেরই উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইতি—

শ্রীবামা চরণ শর্ম্মা।

অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্ম নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

৺ কাশীধাম।

আমাদের দেশের অধিকাংশ পণ্ডিত মহোদয় গণের একটা প্রধান দোষ এই যে এক এক জন বিদ্যার আহাজ হইলে ও ছাত্র পড়ান ব্যতীত অপর কোন ও কিছুর অনুষ্ঠান যোগে বিদ্যা বিতরণে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দয়াল কৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় এই অধিকাংশের দলভুক্ত নহেন। তিনি যে একজন বিশিষ্ট ও খ্যাত নামা অধ্যাপক, এমন নহে, তিনি অনুমান চিন্তামণি নামধেয় একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক সম্প্রতি তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া তদীয় অসামান্য বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং দুরূহ ন্যায় শাস্ত্রের অনুমান ব্যাপাঁরটা যে কি, তাহা বঙ্গীয় পাঠক সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে; জটিল বিষয়ের আলোচনা হইলেও তাহার লেখায় কোন ও রূপ জটিলতা পরিলক্ষিত হয় নাই, ইহা একজন টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পক্ষে বড়ই শ্লাঘার কথা।

ন্যায়শাস্ত্রে আমি নিতান্তই অপ্রবিষ্ট; পরন্তু কাশীস্থ মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামা চরণ ন্যায়াচার্য্য ও পণ্ডিত বর্য্য শ্রীযুক্ত ফণি ভূষণ তর্ক বাগীশ মহোদয় দ্বয়ের ন্যায় নৈয়ায়িক বরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে এই পুস্তক সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি, তাহারা মুক্ত কণ্ঠে গ্রন্থ ও গ্রন্থ কারের প্রশংসা বাদ করিয়াছেন। তাহার এই যশোগৌরবে আমরা তদীয় স্বদেশ বাসী শ্লাঘ্যম্মন্য হইতেছি। বঙ্গভাষায় ঈদৃশ গ্রন্থ অতি বিরল; আশাকরি বঙ্গীয় বিদ্যোৎ সাহী মহাত্মা গণ এই পুস্তকের যথোচিত মর্য্যাদা বিধান করিবেন। ইতি

শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্ম্মণঃ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ত তীর্থ এম্‌ এ মহশয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীহট্ট জিলার কাদিপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়াল কৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কৃত তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের মর্ম্ম বাঙ্গালায় লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেছেন। নব্য ন্যায়ের মর্ম্ম বাঙ্গালায় বোঝা যায় এমন কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত ছিলনা। ব্যাপ্তি পঞ্চকের টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ, কুসুমাঞ্জলির বঙ্গানুবাদ এবং মুক্তাবলীর বঙ্গানুবাদ পড়িয়া যাহা জানা যায় তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। শ্রীযুক্ত দয়াল কৃষ্ণ তর্কতীর্থের গ্রন্থদ্বারা নব্য ন্যায় বাঙ্গালী পাঠকের অধিগম্য হইবে। এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে গ্রন্থ কারের বহু বর্ষব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও গভীর পাণ্ডিত্যের ফল আজ বঙ্গবাসীর নিকট উপহৃত হইল। বঙ্গবাসীর বর পুত্রেরা এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের আদর করিবেন, আশা করি।

নব্যন্যায় বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের বস্তু, উহা এত দিন ইংরেজী কলেজের ফিলসফির প্রফেসারদের ও অনধিগম্য ছিল। সে অভাব মোচন করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালী মাত্রের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

আমি নিজে নৈয়ায়িক নহি। গ্রন্থের দোষ গুণ বিশেষরূপে বোঝা অমার ক্ষমতার অতীত। তথাপি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে—এই গ্রন্থেরদ্বারা নব্য ন্যায়ে প্রবেশের সাহায্য হইবে এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অভ্যাস করার সম্ভাবনাও খুব কমই থাকিবে। ইতি—

শ্রীবনমালি চক্রবর্ত্তী।

ত্রিপুরার প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের অভিমত :—

শ্রীদুর্গা।

শ্রীযুক্ত দয়াল কৃষ্ণ তর্কতীর্থ সম্পাদিত অনুমান চিন্তামণি নামক গ্রন্থ অতিমনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এই গ্রন্থে নব্য ন্যায়ের অতি দুরূহ বিষয় গুলি যথাসম্ভব সরলভাবে যথার্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতি বিস্তৃত জটিল তর্ক জাল জড়িত বিষয়ের সংক্ষেপ ও অবশ্য জ্ঞাতব্য উপাদেয় বিষয়ের সরল ভাষায় বিস্তৃতি দ্বারা এই গ্রন্থ ন্যায়ের বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত

অনায়াসে ও অল্প সময়ে অধিগত হওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। "ঈশ্বরানুমান ও মুক্তিবাদ" প্রভৃতি অতি উপাদেয় বিষয়গুলি কোন পরীক্ষার পাঠ্য না থাকায় অজ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছিল, এই গ্রন্থে এইগুলি বিশদভাবে বর্ণিত হওয়ায় সহৃদয় পাঠকবর্গের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আশা করি এই গ্রন্থের সাহায্যে শাস্ত্রানুশীলন তৎপর ছাত্রবৃন্দ অনায়াসে ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইবেন। বলা আবশ্যক যে— এই গ্রন্থে নব্যন্যায়ের ভাষায় প্রবেশ লাভের অতি সহজ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতি—

শ্রীনবীন চন্দ্র তর্কতীর্থ।

কলিকাতা রাজকীয় বিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক ষড়্ দর্শন তীর্থ মহাশয়ের অভিমত—

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়কৃত "অনুমান চিন্তামণি" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে এরূপ গ্রন্থ কখন ও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গ্রন্থখানি সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। সকলেই এই গ্রন্থের সমাদর করিবে, এরূপ আশা পোষণ করি। এই গ্রন্থ প্রচার দ্বারা বঙ্গভাষা সমৃদ্ধি শালিনী হইয়াছে। ইতি।

৫। ৮। ৩২ বাং।

শ্রীগুরুচরণ তর্ক দর্শনতীর্থ।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্ক ষড়্ দর্শন তীর্থ মহাশয়ের অভিমত—

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহোদয় প্রণীত "অনুমান চিন্তামণি' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। গ্রন্থকার দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বসমূহ সরল বাঙ্গালা ভাষায় সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ইহাতে সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট ও দুর্বোধ্য নব্যন্যায় সহজবোধ্য হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষার্থিগণের পক্ষেও গ্রন্থখানির বিশেষ উপযোগিতা আছে। গ্রন্থকারের ঈদৃশ অভিনব প্রয়াস বঙ্গভাষায় একটী বিশেষ অভাব পূরণ করিয়া উহার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে; তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ দর্শনশাস্ত্রী তর্ক ব্যাকরণ ষড়্ দর্শনতীর্থ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। কলিকাতা। ২৪। ৮। ৩২ বাং।